

হিন্দুশাস্ত্র ।

শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ দ্বারা সংকলিত ও অনুবাদিত ।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত দ্বারা সম্পাদিত ।

দ্বিতীয় খণ্ড ।

চারি ভাগে সম্পূর্ণ যথ্য ;—

- | | | |
|------------------|---------|--|
| ৬। রামায়ণ | সংস্কৃত | শ্রীহেমচন্দ্র দ্বারা |
| ৭। মহাভারত | | শ্রীদামোদর বিদ্যানন্দ |
| ৮। ঐশ্বর্যগবলীক | | ঐ ঐ |
| ৯। অষ্টাদশ পুরাণ | | { শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী ।
শ্রীহরীকেশ শাস্ত্রী । |



কলিকাতা ;

২৯ নং, বিল্ডিং স্ট্রীট, একা প্রেসে

* শ্রীমতিলাল দিহা দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।

১০০৩৩৯

R MIC LIBRARY	
Acc. No. 120179	
Class No. 594	
	18.5.83
S.	Ch.
U.S.	✓
U.L.	✓
Bk. Card	89
Checked	52

Presents by Sri P. K. Sarkar

রামায়ণ।

[সংক্ষিপ্ত রত্নান্ত ।]

আদিকাণ্ড ।

মহর্ষি বায়ীক, তপোনিরত স্বাব্যাসস্মার বেদবিশ্বগের অগ্রগণ্য মুনি-
র নারদকে সন্মোদন পূর্বক কহিলেন, দেবর্ষে! এক্ষণে এই পৃথিবীতে
কোন ব্যক্তি জ্ঞানানুাবধান, মহাবলস্বাক্ষাত্ত, মহাদানী, ধর্মপুত্রায়ণ, মাত-
বান, কৃতজ্ঞ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, মতঃপরম আছেন? কোন্ ব্যক্তি একল
প্রোঃপ্রহিত্যাবন করিয়া থাকেন? কোন্ ব্যক্তি লোকবাতোৎসাহকুল,
অসীমীয় সূচতুল ও পিতৃবর্শন? কোন ব্যক্তিই বা বোয় ও অশ্বার বশ-
বর্তী নহেন? বগবন্নে জ্ঞাপ্যতি হইল। কাহাকে দেখিয়া দেবতারাও ভীত
হন? তপোবন! পৃথিবীতে এমন গুণসম্পন্ন নর কে আছেন,
সাপনিই তাহা জানেন। এক্ষণে বলুন, স্মৃতিতে আমার একান্ত কৌতুহল
উপাহত হইয়াছে।

বিলোকনশী মহর্ষি নারদ বায়ীকিপ বাক্য শ্রবণ কারণ্য তাঁহাকে সন্তা-
ন পূর্বক পুঙ্খকিত মনে কহিলেন, তাপদ! তুমি যে সমস্ত গুণের কথা
উল্লেখ করিলে, তৎসমুদায় সামান্য মনুষ্যের নিতান্ত স্থলভ নহে। বাহাই
হউক, এইরূপ গুণবান্ মনুষ্য এই পৃথিবীতে কে আছেন, এক্ষণে আমি
এহা শ্রবণ করিয়া কহিতেছি শ্রবণ কর।

রাম নামে ইক্ষ্বাকুংশীয় স্বাবখ্যাত এক নরপতি আছেন। তাঁহার
বাহুগুণ আজামূলবিত, স্বল্প অতি উন্নত, গ্রীবদেশে রেখাত্রয়ে অঙ্কিত, বক্ষ-
গুণ অতি বিশাল, মস্তক সুগঠিত, ললাট অতি প্রসন্ন, জক্রধর গুচ, হস্ত
বিক্রমণ পূর্ণ, নেত্র আকর্ণ বিস্তৃত ও বর্ণ শ্যামল। তিনি নাতিদীর্ঘ ও

নাতিহু; তাঁহার অন্নপ্রত্যাহ প্রাণাণমূরূপ ও বিবল। সেই সর্বমূলকণ-
সম্পন্ন সর্বাঙ্গমূরূপ মহাবীর রাম অতিশয় বুদ্ধিমান ও সৎকৃত। তিনি
ধর্মজ্ঞ, সত্যপ্রতিজ্ঞ, বিনীত ও নীতিপরায়ণ; তাঁহার চরিত্র অতি পবিত্র;
তিনি যশস্বী, জানবান্, সমাধিসম্পন্ন, জীকলোকের প্রতিপালক এবং বর্ণাশ্রম-
ধর্ম ও স্বধর্মের রক্ষক। তিনি আত্মীয় স্বজন সকলকেই রক্ষা করিতে-
ছেন। তিনি প্রজাপতিসদৃশ ও শতনাশক। তিনি অমুরক ভক্তকে
আশ্রয় দিয়া থাকেন। তিনি বেদবেদান্তপারদর্শী, ধর্মুর্কিয়াদ্যাশিষ্য, মহা-
বীৰ্য্য, ধৈর্য্যশীল ও জিতেন্দ্রিয়। তিনি সর্বশাস্ত্রজ্ঞ, প্রতিভাসম্পন্ন ও স্মৃতি-
শক্তিযুক্ত। সকলেই তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকে। তিনি
অতি বিচক্ষণ, সদাশয় ও ভজ্যস্বী। নদীসকল যেমন মহাসাগরকে সেবা
করে সেইরূপ সাধুগণ সততই তাঁহার সেবা করিয়া থাকেন। তিনি শত্রু
বিরোধে অতি সমদর্শী ও অতিশয় প্রিয়দর্শন। সেই কৌশল্যাগর্ভমন্তৃত
কোকপুঞ্জিত বায়ু গাভীর্ঘ্যে সমুদ্রের ন্যায়, ধৈর্য্যে হিমাচলের ন্যায়, বলবীর্ঘ্যে
বিশুব ন্যায়, মৌলযো চন্ডের ন্যায়, ক্ষমায় পৃথিবীর ন্যায়, ক্রোধে যুগান্ত-
কানীন অগ্নির ন্যায়, বদান্যতায় কুবেরের ন্যায়, ও সত্যনিষ্ঠায় দ্বিতীয় ধর্মের
ন্যায় কীর্তিত হইয়া থাকেন। তিনি রাজ্য দশরথের সবজ্যোষ্ঠ ও গুণা শঠ
পুত্র। মহাপাল দশরথ এইরূপ সর্বভুগুণসম্পন্ন প্রভাংগের হিতার্থী রামকে
প্রজাগণেরই প্রিয়কাব্য সাধনাথ প্রীতমনে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিতে
অভিলাষী হইয়া ছিলেন।

কৈকেয়ী রামের অভিষেকার্থ সামগ্র্যসংভার আহৃত দেখিয়া দশ-
রথের পূর্ব অঙ্গীকার অনুসারে তাঁহার নিকট রামের বনবাস ও ভরতের
রাজ্যাভিষেক এই দুইটী বর প্রার্থনা করেন। রাজা দশরথ একান্ত সত্য-
প্রতিজ্ঞ ছিলেন, সুতরাং সত্যরূপ ধর্ম পাশে বদ্ধ থাকাতে তিনি প্রিয় পুত্র
রামকে বনবাস দেন। মহাবীর রামও কৈকেয়ীর হিতসাধন এবং পিতার
ঈশ্বর্য্য প্রতিপালন এই উভয় কার্য্যদ্বয়রোধে পিতার আজ্ঞাক্রমে বনপ্রস্থান
করিয়াছিলেন। সুমিত্রার স্নানজনক বিনীতসভাব লক্ষণ রামের অতিশয়
প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি তাঁহাকে অরণ্যবাস আশ্রয় করিতে দেখিয়া
সৌভাগ্য প্রদর্শন পূর্বক স্নেহভরে তাঁহার অনুগমন করিলেন। সর্বমূলকণ-
সম্পন্ন জনককুলোৎপন্ন বিষ্ণু মোহিনীমূর্ত্তির ন্যায় সুদয়হারিণী রম্যকুলসমণি-
ততা রামের হিতসাধিকা ও প্রাণাধিকা প্রিয়দয়িতা সীতাও, মোহিনীসদেবন

চত্বের অঙ্গুগমন করেন, সেইরূপ প্রিয়তমের অঙ্গুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে পুরবাসিগণ এবং স্বয়ং রাজা দশরথও রামের সহিত কিয়দূর গমন করিয়াছিলেন।

অনন্তর রাম নিষাদগণের অধিপতি জুহের সহিত সাক্ষাৎ করেন, এবং শূন্যবের পুরে জাহ্নবীতীরে সারথী সুমন্ত্রকে বিদায় দিয়া তথা হইতে সীতা ও লক্ষণের সহিত বনান্তরে প্রবেশ পূর্বক অগাধসলিলা নদী সকল পার হইয়া মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রমে উপস্থিত হন। তৎপরে ভরদ্বাজের আদেশে চিত্রকূট পর্বতে উপনীত হইয়া এক পর্ণশালা নির্মাণ পূর্বক তথায় শ্বেচ্ছাক্রমে পরম সুখে কালহরণ করেন।

এদিকে রাম বনবাসী হইলে রাজা দশরথ পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া নানাপ্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করতঃ প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার দেহান্তে বশিষ্ঠ প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ মহাবল ভরতকে রাজ্যভার গ্রহণে অঙ্গুরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু ভরত কিছুতেই তাঁহাদিগের বাক্যে সন্মত হন নাই। পরে তিনি রামকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত বনে প্রস্থান করিলেন এবং বিনীতবেশে সত্যপরাক্রম মহাতপা রামের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, আর্ঘ্য ! জ্যেষ্ঠ সম্বন্ধে কনিষ্ঠের রাজ্যাধিকার উচিত হয় না, আপনি এই ধর্ম বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন, অতএব এক্ষণে প্রত্যাগমন পূর্বক রাজ্য গ্রহণ করুন। ভরত এইরূপ প্রার্থনা করিলেও প্রসন্নবদন, যশস্বী, উদারস্বভাব রাম পিতৃনিদেশ রক্ষার্থ রাজ্যগ্রহণে সন্মত হন নাই।

অনন্তর সেই মহাবল রাম রাজ্যপালনার্থ ভরতকে পাত্কাযুগল গ্রাস-স্বরূপ দান করিয়া নির্ব্বক্কাতিশয় সহকারে তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। তখন ভরত প্রার্থনাসিদ্ধি বিষয়ে একান্ত হতাশ হইয়া রামের পাদবন্দন পূর্বক নলিগ্রামে সুস্থপস্থিত হইলেন, এবং তথায় রামের আগমনকাল প্রতীক্ষা করত রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন। ভরত প্রতিগমন করিলে সত্যপ্রতিজ্ঞ জিতেন্দ্রিয় রামও পুরবাসিদিগের পুনরাগমন আশঙ্কা করিয়া চিত্রকূট হইতে সাবধানে দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করেন।

পদ্মপাশলোচন রাম সেই মহারণ্যে উপস্থিত হইয়া অগস্ত্য প্রভৃতি মহর্ষিদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। অনন্তর তিনি মহাতপা অগস্ত্যের আদেশে ইন্দ্রধনু, অক্ষয় শর, তুণ্ডী ও খড়্গ গ্রহণ করিয়া যৎপরোনাস্তি যুদ্ধ ও সমুদ্র হন।

যৎকালে রাম সেই দণ্ডকারণ্যে বানপ্রস্থদিগের সহিত অবস্থান করিতে-
ছিলেন, সেই সময় তপোধনগণ অশ্বর ও রাক্ষসদিগের বিনাশবাসনায়ী
তাঁহার নিকট উপস্থিত হন। রামও তদগে সেই সমস্ত দণ্ডকারণ্যবাস
অধিকল্প ঋষিদিগের সন্নিধানে রণক্ষেত্রে রাক্ষস ও অশ্বরগণের সংহার
অঙ্গীকার করেন।

অনন্তর তিনি একদা জনস্থানবাসিনী কামরূপিণী হর্পনখার নাসাকর্ণ
ছেদন করিয়া দিলেন। পরে তত্রতা রাক্ষসগণ হর্পনখার উত্তেজনায সংগ্রা-
মার্থ সুসজ্জিত হইল। রাম যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া খর, ত্রিশিরা ও দুষণকে
অমুচরগণের সহিত রণশায়ী করিলেন। দণ্ডকারণ্যে অবস্থানকালে তাঁহার
হস্তে ঐ স্থানের চতুর্দশ সহস্র রাক্ষস নিহত হইয়াছিল।

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ জ্ঞাতবধবর্তী শ্রবণে ক্রোধে একান্ত অধীর
হইয়া মারীচ নামক এক রাক্ষসকে সাহায্য প্রদানার্থ প্রার্থনা করেন।
মারীচ রাবণকে এইরূপ অসম সাহসের কার্যে প্রবৃত্ত দেখিয়া বারবার
নিবারণ পূর্বক কহিল, রাজন্ ! মহাবীর রামের সহিত বিরোধ করা
তোমার শ্রেয়স্কর নহে। কিন্তু রাবণ মৃত্যুর প্রেরণায় মারীচের বাক্যে অনা-
দর পুন্দর্দন পূর্বক তাহার সহিত রামের আশ্রমে গমন করিলেন, এবং রাম ও
লক্ষ্মণকে মারীচের মায়ায় মোহিত ও সুদূরে অপসারিত করিয়া গৃধরাজ
জটায়ুর বধসাধন পূর্বক জানকীকে হরণ করিয়া আনিলেন। অনন্তর রাম
সীতা অপহৃত ও বিহগরাজ জটায়ুকে নিহত দেখিয়া শোকাবুল চিত্তে
বিলাপ করিতে লাগিলেন। পরে জটায়ু অগ্নিসংস্কার করিয়া হুংখিত মনে বনে
বনে সীতারেষণে প্রবৃত্ত হইলে, ঘোরদর্শন বিকটাকার কবন্ধ নামক এক
রাক্ষসকে দেখিতে পাইলেন। অনন্তর তিনি কবন্ধকে বিনাশ করিয়া
তাহার মৃত দেহ চিতানলে ভস্মীভূত করিলে সে দিব্য গন্ধর্ভরূপ প্রাপ্ত হইয়া
স্বর্গারোহণ করিল এবং স্বর্গারোহণকালে রামকে কহিল, রাম ! তুমি এক্ষণে
ধর্মশীলা তাপসী শবরীর নিকট গমন কর। রাম তাহার বাক্যে শবরী
সন্নিধানে গমন করেন এবং শবরী তাঁহাকে যথোচিত উপচারে অর্চনা করিলে
তিনি পম্পাতীরে মহাবীর হনুমানের নিকট উপস্থিত হন।

অনন্তর তিনি হনুমানের বাক্যানুসারে স্ত্রীগ্রীবের নিকট গমন করিয়া
তাঁহার সমক্ষে আদ্যোপান্ত আত্মবৃত্তান্ত, বিশেষতঃ সীতার দুর্ব্যস্তার বিষয়
অবিকল সকলই কহিলেন। কপিধর স্ত্রীগ্রীব রামের সেই হৃৎথের কথা শ্রবণ

করিয়া অগ্নিসন্নিধানে পুলকিতমনে তাঁহার সহিত সখা স্থাপন করিলেন। পরে রাম, কপিরাজ বালির সহিত তাঁহার শত্রুতার বিশেষ কারণ কি এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে সূগ্রীব বন্ধুত্বের অনুরোধে বিষয় মনে সমস্ত কহিতে লাগিলেন। রাম তৎসমুদায় শ্রবণ করিয়া বালিবধোদ্দেশে প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হন।

অনন্তর সুবর্ণের ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ কপিবর সূগ্রীব কিক্কিদ্ধায় উপস্থিত হইয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। মহাবল বালি সেই সিংহনাদ শ্রবণে তারাকে সম্মত করিয়া সংগ্রামার্থ নির্গত ও সূগ্রীবের সহিত সমাগত হইলেন। তখন রাম সূগ্রীবের আগ্রহে একমাত্র শরে সমরে বালির প্রাণসংহার করিলেন এবং বালিব রাজ্য সূগ্রীবকে দিলেন।

তৎপরে কপিরাজ সূগ্রীব বানরগণকে আহ্বান পূর্বক জানকীর অব্যবার্থ তাহাদিগকে চতুর্দিকে প্রেরণ করিলেন। মহাবীর হনুমান পক্ষীন্দ্র সম্প্রতি বাক্যে শতযোজন বিস্তীর্ণ লবণ সমুদ্র পার হইয়া রাক্ষসরাজ রাবণের সুরক্ষিত পুরী লঙ্কায় প্রবেশ পূর্বক অশোকবনে ধানে নিমগ্না সীতাকে দেখিতে পাইলেন, এবং তাঁহাকে রামের সংবাদ নিবেদন ও অভি-জ্ঞান প্রদর্শন পূর্বক আশ্বাসিত করিয়া ঐ বনের তোরণদ্বার চূর্ণ করিলেন। অনন্তর কেবল অশোকবন ব্যতিরেকে সমস্ত লঙ্কা দগ্ধ করিয়া রামকে এই প্রিয় সংবাদ দিবার নিমিত্ত পুনরায় তাঁহার নিকট সমুপস্থিত হন।

অসীমবল ধীমান হনুমান মহাত্মা রামের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ পূর্বক কহিলেন, প্রভো! আমি যথার্থই জানকীকে দেখিয়া আসিলাম। রাম হনুমানের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া সূগ্রীবের সহিত সাগর-তীরে গমন পূর্বক সেতু প্রস্তুত করিয়া লইলেন, এবং সেই সেতু দ্বারা লঙ্কায় উপস্থিত হইয়া রাক্ষসরাজ রাবণকে বিনাশ করিলেন।

রাম রাবণকে বধ করিয়া জানকীকে উদ্ধার করেন, কিন্তু তাঁহাকে উদ্ধার করিয়াও বহুকাল রাক্ষসগৃহে অধিবাসনিবন্ধন লোকাপবাদ ভয়ে ভীত ও অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন। পতিব্রতা সীতা তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া অগ্নিপ্রবেশ করেন। পরিশেষে রাম সীতাকে নিষ্পাপা জানিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে পুনরায় তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। দেবতা ও ঋষিগণ এই কার্য্যের নিমিত্ত তাঁহাকে বারবার সাধুবাদ প্রদান করিলেন এবং ত্রিলোকস্থ

সমস্ত লোক যারপর নাই সন্তুষ্ট হইল। তিনি রাক্ষসপ্রধান বিজীষণকে লঙ্কায় অভিষেক পূর্বক কৃতকার্য ও স্তম্ভিত হইয়া আনন্দিত হন।

অনন্তর রাক্ষস স্তম্ভকাম সমভিকাহারে পুষ্পক রথে আরোহণ করতঃ অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন, এবং মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রমে উপনীত হইয়া ভরতের নিকট হনুমানকে পাঠাইলেন। পরে পুনরায় পুষ্পকে আরোহণ করিয়া অতীত বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে করিতে নন্দিগ্রামে উপস্থিত হন। তথায় ভ্রাতৃগণের সহিত মন্তকের জটাতার অবতরণ পূর্বক সীতার রূপের অমূরূপ রূপ ধারণ করিয়া পুনরায় রাজাগ্রহণ করিয়াছেন।

ধর্মপরায়ণ শশিষ্য মহর্ষি বায়ীকি দেবর্ষি নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে পূজা করিলেন। নারদ বায়ীকি কর্তৃক যথোচিত উপচারে অর্চিত হইয়া তাঁহাকে সন্ধান ও তাঁহার অনুমতি গ্রহণ পূর্বক দেবলোকে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর বায়ীকি মুহূর্তকাল আশ্রমে অবস্থিতি করিয়া ভাগীরথীর অদূরে স্রোতাস্বতী তমসার তীরে উপস্থিত হইলেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া নদীর অবতরণপ্রদেশ কর্দমশূন্য দেখিয়া পার্শ্ববর্তী শিষ্য ভরদ্বাজকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, বৎস ! দেখ এই তীর্থ কেমন রমণীয় ও কর্দম-শূন্য, এবং ইহার জল সচ্চরিত্র মনুষ্যের চিত্তের ন্যায় কেমন স্বচ্ছ, এক্ষণে তুমি কলস রাখিয়া আমাকে বদল দেও, আমি এই নদীতে অবগম্ভন করি। গুরুভ্রাতৃবানুরাগী শিষ্য ভরদ্বাজ বায়ীকির এইরূপ আদেশ পাইবামাত্র অবিলম্বে তাঁহাকে বদল প্রদান করিলেন। বায়ীকি শিষ্যহস্ত হইতে বদল গ্রহণ পূর্বক তীরবর্তী নিবিড় অরণ্য নিরীক্ষণ করতঃ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন।

সেই কাননসমীপে এক ক্রৌঞ্চমিথুন মধুস্বরে গান করতঃ স্তম্ভশরীরে বিহার করিতেছিল, এই অবসরে অকারণবৈরী পাপমতি এক ব্যাধ আসিয়া সহসা তন্মধ্যে ক্রৌঞ্চকে বিনাশ করিল। তখন ক্রৌঞ্চী, ক্রৌঞ্চকে নিহত ও শোণিতলিপ্ত-কলেবরে ধরাতে বিলুপ্তিত দেখিয়া, এবং সেই তাত্রণীর্ষ আয়ত-পক্ষ সহচরের সহিত চিরবিরহ উপস্থিত স্থির করিয়া, কাতরস্বরে রোদন করিতে লাগিল। ধর্মপরায়ণ মহর্ষি বায়ীকি বিহঙ্গকে নিষাদ কর্তৃক নিহত দেখিয়া বিবাদসাগরে একান্ত নিমগ্ন হইলেন। ক্রৌঞ্চীর কক্ষণ কণ্ঠস্বরে তাঁহার শব্দে দয়ার সঞ্চার হইল। তখন তিনি এই কাব্য নিভান্ত অধর্মজনক

জ্ঞান করিয়া কহিলেন, রে নিষাদ ! তুই ক্রৌঞ্চমিথুন হইতে কামমোহিত ক্রৌঞ্চকে বিনাশ করিয়াছিল; অতএব তুই চিরকাল প্রতিষ্ঠাভাজন হইতে পারিবি না। বান্দীকি নিষাদকে এইরূপ অভিশাপ দিয়া, আমি এই শকুনির শোকে আকুল হইয়া কি কহিলাম, বারবার এই চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই বুদ্ধিমান জ্ঞানবান্ মহর্ষি মনে মনে এই বিষয় আন্দোলন ও সম্যক অবধারণ পূর্বক শিষ্যকে সোধোন করিয়া কহিলেন, বৎস ! আমার এই বাক্য ভয়ঙ্কর অক্ষর-বৈষম্য-বিরহিত ও তত্ত্বিলয়ে গান করিবার সম্যক উপযুক্ত হইয়াছে, অতএব ইহা যখন আমার শোকাবেগ প্রভাবে কণ্ঠ হইতে নির্গত হইল, তখন ইহা নিশ্চয়ই শ্লোকরূপে প্রেথিত হউক। শিষ্য ভরদ্বাজ গুরুদেবের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীতমনে তাহাতে অমু-
 রোদন করিলেন।

ধর্মজ্ঞ ঋষি বান্দীকি, শিষ্য সমতিব্যাহারে স্বীয় আশ্রমে প্রবেশ পূর্বক আশ্রমে উপবেশন করিয়া নানাপ্রকার কথা উত্থাপন করতঃ এক একবার সেই শ্লোকের বিষয় চিন্তা করিতেছেন, এই অবসরে মহাতেজ প্রজ্ঞাপতি ব্রহ্মা স্বয়ং তাঁহার দর্শনার্থ তথায় আগমন করিলেন। বান্দীকি তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র গাত্ৰোত্থান করিয়া বিশ্বম্যাবিষ্ট চিত্তে নিস্তব্ধ হইয়া ক্লৃতা-
 ঞ্জলিপুটে বিনোতভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। তৎপরে তিনি পাদ্যার্থ্য আসন ও স্তুতিবাদ দ্বারা তাঁহার অর্চনা করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন।

তখন অন্তর্ধ্যায়ী ভগবান্ ব্রহ্মা সহস্রমুখে মহর্ষিকে সোধোন পূর্বক কহিলেন, তপোধন ! তোমার কণ্ঠ হইতে যে বাক্য নিঃসৃত হইয়াছে, তাহা শ্লোক বলিয়াই বিখ্যাত হইবেক। তাপস ! আমার সংকল্প প্রভাবেই তোমার মুখ হইতে এই বাক্য নির্গত হইয়াছে, অতএব তুমি এক্ষণে সমগ্র রামচরিত রচনা কর। তুমি দেবর্ষি নারদের নিকট যেরূপ শুনিয়াছ, তদনুসারে সেই ধর্মশীল, গভীর-স্বভাব, বুদ্ধিমান রামের এবং লক্ষণ, সীতা ও রাক্ষসদিগের বিদিত ও অবিদিত সমস্ত বৃত্তান্ত কীর্তন কর। এই জীবলোকে যতকাল গিরিনদী স্রবল অবস্থান করিবে, ততদিন তৎকৃত এই রামায়ণ কথা প্রচারিত থাকিবে, এবং ততদিন তোমার কীর্তিশরীর উজ্জ্বল ও অধোলোকে স্থায়ী হইবে। ভগবান্ ব্রহ্মা মহর্ষি বান্দীকিকে এই কথা বলিয়া অন্তর্ধ্যান করিলেন।

অনন্তর সশিষ্য মহর্ষি বান্দীকি এই ব্যাপারে যারপর নাই বিস্মিত হইলেন। তাঁহার শিষ্যগণ সেই শ্লোক গান করতঃ প্রীত ও বিশ্বম্যাবিষ্ট হইয়া বারংবার

কহিতে লাগিলেন; গুরুদেব, তুল্যাক্ষর-চরণ চতুষ্ঠয়সম্পন্ন যে পদাবলি গান করিয়াছেন, শোকাবেগ প্রভাবে উচ্চারিত হওয়াতে তাহা শ্লোক বলিয়া প্রাথিত হইয়াছে। তখন সেই মহাত্মা এই প্রকার শ্লোকে রামায়ণ রচনা করিবেন, এইরূপ সংকল্প করিলেন।

রঘুকুলতিলক রাম রাজ্যলাভ করিলে মহর্ষি বায়্মৌকি বিচিত্র পদ ও অর্থসংযুক্ত রামচরিত সংক্রান্ত এক মহাকাব্য রচনা করিলেন। এই কাব্য মধ্যে চতুর্বিংশতি সহস্র শ্লোক পাঁচ শত সর্গ ও ছয়কাণ্ড এবং উত্তরা-কাণ্ড প্রস্তুত আছে। এই উত্তরাকাণ্ডে সীতা পরিত্যাগ আরম্ভ করিয়া তাঁহার ভূগর্ভ প্রবেশ পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। মহর্ষি এই সাতকাণ্ড রামায়ণ প্রস্তুত করিয়া ইহার প্রচার বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই অবসরে মুনিবেশধারী আশ্রমবাসী যশস্বী রাজকুমার কুশ ও লব আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। তখন মহাত্মা মহর্ষি ধর্ম্মজ্ঞ মেধাবী মধুরস্বরসম্পন্ন কুশ ও লবকে কাব্যার্থবোধে সমর্থ দেখিয়া তাহাদিগকে বেদার্থ গ্রহণ ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে স্বকৃত সমগ্র রামায়ণ কাব্য অধ্যয়ন করাইতে লাগিলেন। ঐ দুই ভ্রাতা গুরুদেবের ন্যায় পরম সূন্দর ও মধুর কণ্ঠস্বরসম্পন্ন ছিলেন। উঁহারা সঙ্গীতবিদ্যা এবং স্থান ও মুচ্ছনাভাস সম্যক আয়ত্ত করিয়াছিলেন। ইহা-দিগকে দেখিলে বিশ্ব হইতে উথিত প্রতিবিম্বের ছায়া রূপে রামেরই অম্লরূপ বোধ হইত।

অনন্তর ভ্রাতৃদ্বয় কুশ ও লব, পাঠ ও গীতকালে একান্ত শ্রতিসুখকর ক্রুত, মধ্য ও বিলম্বিত এই ত্রিবিধ প্রমাণসম্মত ষড়্জাতীয় সপ্তস্বর সংযুক্ত, তাললয়াসুকূল এবং শৃঙ্গার-হাস্য-করুণ-রৌদ্র-বীর প্রভৃতি রস-বহুল মহা-কাব্য রামায়ণ শিক্ষা করিতে লাগিলেন, এবং অনতিদীর্ঘকাল মধ্যে সেই ধর্ম্মসংক্রান্ত উৎকৃষ্ট উপাখ্যান কণ্ঠস্থ করিয়া ব্রাহ্মণ, তপোধন ও সাধুসমাজে সবিশেষ অভিনিবেশ সহকারে গান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এইরূপে কুশ ও লব সংগীত দ্বারা সর্বত্র প্রশংসা লাভ করিতে লাগিলেন। অনন্তর একদা ঐ দুই ভ্রাতা অযোধ্যার রাজমার্গে 'রামায়ণ গান করিতেছেন, এই অবসরে রাজা রাম সহস্রা তাঁহাদিগকে 'দেখিতে পাইলেন। রাম সেই ভ্রাতৃদ্বয়কে দেখিয়া স্বভবনে আনন্দন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সমুচিত সংকার করিলেন। পরে তিনি কাঞ্চননির্ম্মিত দিব্য সিংহাসনে উপবেশন করিলে, লক্ষ্মণ প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ ও মন্ত্রীবর্গ

ভাঁহার সন্নিধানে উপবিষ্ট হইলেন। তখন রাম সেই বিনীত রূপসম্পন্ন কুশ ও লবকে নিরীক্ষণ করিয়া লক্ষণ ভরত ও শত্রুঘ্নকে কহিলেন, ভ্রাতৃগণ! তোমরা এই দেবপ্রভাব ভ্রাতৃদ্বয়ের নিকট বিচিত্র অর্থ ও পদসংযুক্ত উৎকৃষ্ট উপাখ্যান শ্রবণ কর। তিনি লক্ষণ প্রভৃতিকে এইরূপ বলিয়া সেই গায়কদ্বয়কে গান আরম্ভ করিবার আদেশ দিলেন। তখন গায়ক কুশ ও লব উভয়েই শ্রোতৃগণের কলেবর পুলকিত এবং হৃদয় ও মন আত্মাদিত করিয়া স্বেচ্ছানুরূপ উচ্চৈঃস্বরে রাগরাগিণী সহকারে বীণার স্থায় মধুর স্বরে সুস্পষ্টভাবে গান করিতে লাগিলেন।

প্রজাপতি মনু অবধি যে সমস্ত নৃপতি এই সমাগরা বহুমতীকে অনন্তসাধারণরূপে পালন করিয়া আসিয়াছেন, বাহাদিগের বংশে সগর রাজা উৎপন্ন হন, ইক্ষাকুকুলের সেই মহীপালবংশ এই রামায়ণ উপাখ্যানে কীর্তিত হইয়াছে। অতএব এক্ষণে আমরা এই উপাখ্যান অদ্যোপান্ত গান করিব, আপনারা অস্বয়াশ্রু হইয়া শ্রবণ করুন।

শ্রোতৃস্বতী সরযুর তীরে প্রচুর ধনদাতৃসম্পন্ন আনন্দ-কোলাহলপূর্ণ অতি সমৃদ্ধ কোশল নামে এক জনপদ আছে। ত্রিলোকপ্রথিত অযোধ্যা উহার নগরী। মানবেন্দ্র মনু স্বয়ং এই পুরী প্রস্তুত করেন। ঐ অযোধ্যা দ্বাদশ যোজন দীর্ঘ ও তিন যোজন বিস্তীর্ণ। উহা অতি সুদৃশ্য। ইতস্ততঃ সুপ্রশস্ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজপথ ও বহিঃপথ সকল বিকশিতকুসুমসমলঙ্কৃত ও নিয়ত জলসিক্ত হইয়া উহার অপূর্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে। ঐ নগরীর চারিদিকে কপাট ও তোরণ এবং শ্রেণীবদ্ধ বিপণী। কোন স্থানে নানা প্রকার যন্ত্র ও অস্ত্র। কোন স্থানে শিল্পীগণ নিরন্তর বাস করিতেছে। অত্যাচ্চ অট্টালিকার ধ্বজপট সকল বায়ুবেগে উড্ডীন এবং প্রাকার-রক্ষণার্থ লৌহনির্মিত শতদ্বা নামক যন্ত্র উচ্ছ্রিত রহিয়াছে। উহাতে বধুগণের নাট্যশালা সকল ইতস্ততঃ প্রস্তুত আছে। পূর্ণবাটিকা ও আম্রবন স্থানে স্থানে শোভা বিস্তার করিতেছে এবং নানা দেশবাসী বণিকেরা আসিয়া বাণিজ্যার্থ আশ্রয় লইয়াছে। প্রাকার ও অতি গভীর হর্গম জলহর্গম নগরীর চতুর্দিক্ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে এবং উহা শত্রু মিত্র উভয়েরই একান্ত ভরভিগম্য। উহার কোন স্থান হস্তী, অশ্ব, খর, উষ্ট্র ও গোগণে নিরন্তর পরিপূর্ণ আছে। কোথাও বা রত্ননির্মিত প্রাসাদ পর্বতের

শ্রায় শোভমান। কোন স্থানে হৃত ও মাগধগণ বাস করিতেছে। কোন স্থানে বিহারার্থ গুপ্তগৃহ ও সপ্ততলগৃহ নির্মিত আছে। ঐ নগরীতে বারনারীগণ নিরস্তর বিরাজমান। তথাকার স্বর্ণখচিত প্রাসাদ সকল অবিরল ও ভূমিসমতল। উহা ধাতু, তণ্ডুল ও নানাপ্রকার রত্নে পরিপূর্ণ, এবং দেবলোকে সিদ্ধগণের তপোবল্লবক বিমানের আয় উহা সর্বোৎকৃষ্ট ও সংপুরুষগণে নিরস্তর সেবিত আছে। তথাকার জল ইক্ষুরসের আয় স্মৃষ্টি। ঐ নগরীর স্থানে স্থানে চন্দ্রুতি, মৃদঙ্গ, বীণা ও পণব সকল নিরস্তর বাদিত হইতেছে। কোন স্থানে বা সামন্ত রাজগণ আসিয়া করপ্রদান করিতেছেন। যে সমস্ত ক্ষিপ্রহস্ত বীরেরা শরনিকর দ্বারা সহায়হীন, লুকাইত, বা পলায়ন-তৎপর শত্রুকে বিদ্ধ করেন না, বরং শানিত অস্ত্র ও বাহুবলে বনচারী প্রমত্ত ভীমনাদ সিংহ, ব্যাঘ্র ও বরাহগণকে ধিনাশ করিয়া থাকেন, এই প্রকার সহস্র মহারথগণে ঐ মহানগরী পরিপূর্ণ রহিয়াছে। সাম্যিক গুণবান্ বেদবেদাঙ্গবেত্তা দামশীল সত্যপরায়ণ মহাত্মা মহর্ষিগণ তথায় নিরস্তর কালযাপন করিতেছেন। রাজ্যবিবর্দ্ধন রাজা দশরথ সেই অতুল প্রভাবসম্পন্ন সুরনগরী অমরাবতী সদৃশ সর্কালঙ্কার-শোভিত অযোধ্যা পালন করিয়াছিলেন।

সেই অযোধ্যা নগরীতে বেদবেদাঙ্গপারগ পরম ধার্মিক দূরদর্শী তেজস্বী যজ্ঞশীল ত্রিলোকবিখ্যাত মহাবল-পরাক্রান্ত ঋষিকল্প রাজর্ষি দশরথ প্রতাপশালী মহুর আয় রাজ্যপালন করিতেন। ইক্ষ্বাকুংশীয় ভূপালগণের মধ্যে জিতেন্দ্রিয় দশরথ অতিরথ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইনি একজন স্বাধীন রাজা। চতুরঙ্গবল প্রভৃতি রাজ্যাঙ্গ সকল ইহার সংগ্রহ ছিল। ধৃষ্টি, জয়ন্ত, বিজয়, সুরাষ্ট্র, রাষ্ট্রবর্দ্ধন, অকোপ, ধর্মপালন ও অর্থবিৎ সূমন্ত্র এই আট জন মহাবীর মহাত্মা রাজা দশরথের মন্ত্রী ছিলেন। ইঁহারা যশস্বী বিশুদ্ধস্বভাব ও গুণবান্। অন্যের মনোগত ভাব হৃদয়ঙ্গম ও কার্য্যাকার্য্য-পরিজ্ঞান বিষয়ে ইঁহারা বিশেষ পারদর্শী ছিলেন এবং নৃপতির হিতসাধনে নিরস্তর যত্ন করিতেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ ও বামদেব এই দুইজন দশরথের সর্কপ্রধান ঋষিক ছিলেন। তত্ত্বিগ্ন সূর্য্যজ্ঞ, জাবালি, কাশ্যপ, গৌতম, দীর্ঘায়ু মার্কণ্ডেয় ও কাত্যায়ন এই সকল ঋষি মন্ত্রী ছিলেন। দশরথের পুরুষ-পরম্পরাগত মন্ত্রিগণ ঐ সমস্ত ব্রহ্মর্ষিদিগের সহিত মিলিত ইঁহারা রাজ্যকার্য্য পর্যালোচনা করিতেন।

প্রভাব-সম্পন্ন, ধর্মপরায়ণ, মহাজ্ঞা দশরথ পুত্র কামনায় নিরন্তর তপোহুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তথাচ বংশধর পুত্রের মুখচন্দ্র নিরীক্ষণে সমর্থ হন নাই। একদা তিনি এই বিষয় চিন্তা করিতে করিতে মনে করিলেন, এক্ষণে সন্তানার্থ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা কর্তব্য হইতেছে। অনন্তর সেট ধীমান, স্থিরচিত্ত অমাত্যগণের সহিত এই বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়া মন্ত্রীপ্রধান সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র ! তুমি অবিলম্বে গুরু ও পুরো-হিতগণকে আনয়ন কর। তখন সুমন্ত্র রাজার আদেশপ্রাপ্তিমাত্র সম্বরে সুযজ্ঞ, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ, পুরোহিত বশিষ্ঠ ও বেদবেদাঙ্গপারগ ব্রাহ্মণগণকে আনয়ন করিলেন। রাজা দশরথ তাঁহাদিগকে যথোচিত উপচারে অর্জনা করিয়া ধর্মার্থসম্পন্ন মধুর বাক্যে কহিলেন, তপোধনগণ ! আমি পুত্রের নিমিত্ত অতিমাত্র ব্যাকুল হইয়াছি, কিছুতেই আমার সন্তান নাই ; এক্ষণে বাসনা যে, আমি সন্তানকামনায় এক অশ্বমেধ যজ্ঞ আহরণ করি। বিপ্র ! আমি শাস্ত্রবিহিত বিধি অনুসারে যজ্ঞ সাধন করিব। এক্ষণে কিরূপে আমার মনোরথ সিদ্ধ হইতে পারে, আপনারা তাহা অব-বারণ করুন।

বশিষ্ঠ প্রভৃতি দ্বিজাতিগণ নৃপতির এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বারংবার সাধুবাদ প্রদান করিলেন এবং প্রফুল্ল মনে তাঁহাকে কহিলেন, মহারাজ ! যখন সন্তানার্থ আপনার এইরূপ ধর্মবুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে, তখন আপনি অভিপ্রেত পুত্রলাভে কখনই বঞ্চিত হইবেন না। অতএব আপনি অবিলম্বে যজ্ঞীয় সামগ্রীসম্ভার আহরণ, অশ্বমোচন ও সরযু উত্তর তীরে যজ্ঞভূমি নির্মাণ করুন। রাজা দশরথ ব্রাহ্মণগণের মুখে এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া যারপর নাই হুটু ও সন্তুষ্ট হইলেন।

অনন্তর ধর্মপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ রাজা দশরথকে আশীর্বাদ করিয়া তাঁহার নিকট বিদায়গ্রহণ পূর্বক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। ব্রাহ্মণেরা প্রস্থান করিলে দশরথ মন্ত্রীদিগকে কহিলেন, মন্ত্রীগণ ! ঋত্বিকেরা যেরূপ আদেশ করিলেন তদনুসারে যজ্ঞের আয়োজন কর। দশরথ সন্নিহিত মন্ত্রীবর্গকে এই বলিয়া তাঁহাদিগকে গৃহগমনে অনুমতি প্রদান পূর্বক স্বয়ং অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া প্রেয়সী মহিষীদিগকে আহ্বান পূর্বক কহিলেন, মহিষীগণ ! আমি সন্তানকামনায় যজ্ঞাহুষ্ঠান করিব, অতএব তোমরাও তদ্বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হও। তখন মহিষীপালের .

এই মধুর বাক্যে সেই কমনীয়কান্তি নৃপকান্তাগণের মুখশশী বসন্তকালীন কমলিনীর শোভা ধারণ করিল।

অনন্তর রাজা দশরথ পুত্রার্থ যজ্ঞানুষ্ঠানের সংকল্প করিয়াছিলেন দেখিয়া সারথি সূমন্ত্র নিৰ্জ্জনে তাঁহাকে কহিলেন, মহারাজ ! সন্তানার্থ যজ্ঞানুষ্ঠান করা ঋত্বিকগণের অভিমত। এক্ষণে আমি পুরাণে যাহা শ্রবণ করিয়াছি, আপনার পুত্রোৎপত্তি-সংক্রান্ত সেই পুরাবৃত্ত কীর্ত্তন করি, শ্রবণ করুন।

মহারাজ ! দেবপ্রধান ধীমান্ সনৎকুমার এই উপাখ্যান আরম্ভ করিয়া পরিশেষে যাহা কহিয়াছিলেন, আমার নিকট পুনরায় সেই হিতকর বাক্য শ্রবণ করুন। তিনি কহিলেন, দশরথ নামে ইক্ষ্বাকুবংশে পরম ধার্মিক সত্যপ্রতিজ্ঞ এক রাজা জন্মগ্রহণ করিবেন। ইহার সহিত অঙ্গরাজের আত্মজ লোমপাদের অতিশয় বন্ধুত্ব জন্মিবে। এই লোমপাদের শাস্তা নারী এক কন্যা হইবে। এক সময়ে বশস্বী মহীপাল দশরথ লোমপাদের নিকট গমন করিয়া কহিবেন, মহাশয় ! আমি নিঃসন্তান, এক্ষণে এই কারণে এক যজ্ঞানুষ্ঠানের বাসনা কবিয়াছি। তোমার জামাতা ঋষাশ্বজ্ঞ আমার বংশরক্ষার্থ সেই যজ্ঞে ব্রতী হউন। তুমি এই বিষয়ে উইঁকে আদেশ কর। রাজা লোমপাদ দশরথের এই বাক্য শ্রবণ পূর্বক পুত্রকলত্রসম্পন্ন মহর্ষি ঋষাশ্বজ্ঞকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন। দশরথ ঋষাশ্বজ্ঞকে আনয়ন পূর্বক নিশ্চিন্ত হইয়া প্রহুষ্ঠ মনে পুত্রোৎপত্তির যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া কৃতাজ্জলিপটে তাঁহাকে যজ্ঞ সাধনার্থ, পুত্রার্থ ও স্বর্গলাভার্থ বরণ করিবেন। বিপ্রবর ঋষাশ্বজ্ঞ হইতে তাঁহার এই পুত্রোৎপত্তি পূর্ণ হইবে, এবং তাঁহার ঔরসে ত্রিলোক-বিখ্যাত অতুল বলসম্পন্ন বংশধর চারি পুত্র উৎপন্ন হইবেন।

মহারাজ ! পূর্বে সত্যযুগে ভগবান্ সনৎকুমার ঋষিগণসমক্ষে এইরূপ কহিয়াছিলেন। অতএব এক্ষণে আপনি স্বয়ং বল-বাহনের সহিত গমন করিয়া পরম সমাদরে মহর্ষি ঋষাশ্বজ্ঞকে আনয়ন করুন।

রাজা দশরথ মন্ত্রী সূমন্ত্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন, এবং সূমন্ত্র যাহা কহিলেন, তাহা মহর্ষি বশিষ্ঠকে আদ্যোপান্ত নিবেদন করিয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণ পূর্বক সঙ্গীক অঙ্গরাজ্যে যাত্রা করিলেন। অমাত্যেরাও তাঁহার সমভিব্যাহারে চলিলেন। অনন্তর তিনি বন, উপবন, নদ, নদী সমুদায় ক্রমশঃ অতিক্রম করিয়া অঙ্গদেশে উত্তীর্ণ হইলেন এবং প্রদীপ্ত পাবকের স্থায় তেজস্বী মহর্ষি ঋষাশ্বজ্ঞকে লোমপাদের সন্নিধানে দেখিতে

পাইলেন। তখন লোমপাদ রাজা দশরথকে সমুপস্থিত দেখিয়া বহুত্ব নিবন্ধন পরম সমাদরে বিধানানুসারে তাঁহার পূজা করিলেন। রাজার আগমনে তাঁহার আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। পরে দশরথের সহিত তাঁহার যে বহুত্ব আছে, স্বীয় জামাতা ঋষাশৃঙ্গের নিকট তাহার পরিচয় দিলেন। মহর্ষি ঋষাশৃঙ্গ এই পরিচয় পাইয়া যথোচিত উপচারে সৎকার করিলেন।

অনন্তর রাজা দশরথ সাত আট দিবস লোমপাদের সহিত একত্রে বাস করিয়া কহিলেন, সখে! আমি কোন একটি মহাকাব্যানুষ্ঠানের উপক্রম করিয়াছি, অতএব এক্ষণে তোমার তনয়া শান্তাকে ভর্তা ঋষাশৃঙ্গের সহিত আমার আশ্রয়ে গমন করিতে হইবে। লোমপাদ বয়সোর এই কথা শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাতে সম্মত হইয়া জামাতা ঋষাশৃঙ্গকে কহিলেন, বৎস! তুমি সহধর্মিনীর সহিত রাজধানী অযোধ্যায় গমন কর।

অনন্তর ঋষাশৃঙ্গ লোমপাদের আদেশে ভাষ্যার সহিত অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পরে দশরথ বয়স্তু লোমপাদের আবাস হইতে নির্গত হইয়াই দ্রুতগামী দূতগণ দ্বারা অযোধ্যাবাসীদিগকে অবিলম্বে সমস্ত নগর ধূপ-সুবাসিত, জলসিক্ত, পরিকৃত ও পতাকাদি দ্বারা সুসজ্জিত করিতে আজ্ঞা দিলেন। পুরবাসিগণ রাজার প্রত্যাগমন সংবাদ পাইয়া আনন্দের সহিত অবিলম্বে সমস্ত নগর সুসজ্জিত করিল। অনন্তর মহিপাল ঋষাশৃঙ্গকে অগ্রবর্তী করিয়া নগর প্রবেশ করিলেন। তাঁহার প্রবেশকালে শঙ্খবনি ও ধ্বজনির্ঘোষ হইতে লাগিল।

অনন্তর বহুদিন অতীত ও মনোহর বসন্তকাল উপস্থিত হইলে রাজা দশরথের অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানের ইচ্ছা হইল। তখন তিনি সন্তান-কামনায় দেবপ্রভাব মহর্ষি ঋষাশৃঙ্গকে পাদবন্দন পূর্বক তাঁহাকে যজ্ঞে বরণ করিলেন। ঋষাশৃঙ্গ যজ্ঞে বৃত্ত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনি অবিলম্বে যজ্ঞীয় যাবতীয় সামগ্রী আহরণ, অশ্বমোচন ও শ্রোতস্বতী সরষুর উত্তর তীরে যজ্ঞভূমি নির্মাণ করুন।

বৎসরান্তে পুনরায় বসন্তকাল উপস্থিত হইল। মহাবীৰ্য্য রাজা দশরথ সন্তানার্থী হইয়া অশ্বমেধ যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইবার বাসনায় মহর্ষি বশিষ্ঠকে অভি-বাদন ও যথাশাস্ত্র অর্চনা করিয়া বিনীতবাক্যে কহিলেন, ভগবন্! আপনি বিধানানুসারে আমার যজ্ঞ সাধনে দীক্ষিত হউন এবং যাহাতে যজ্ঞে কোনরূপ ব্যাঘাত উপস্থিত না হয়, তাহার উপায় বিধান করুন। আপনি •

আমার শিষ্ট বন্ধু ও পরম গুরু। আপনাকেই এই যজ্ঞের যাবতীয় কার্যভার বহন করিতে হইবে। বশিষ্ঠ কহিলেন স্বহারাঙ্গ! আপনি বাহ্য প্রার্থনা করিতেছেন, আমি অবশ্যই তাহা সাধন করিব।

অনন্তর তিনি যজ্ঞ-কর্ম-প্রবীণ, তৃত্য, তক্ষক, ধনক, গণক, শিল্পী, নট, নর্তক এবং শাস্ত্রজ্ঞ বিগুরুস্বভাব পুরুষদিগকে আহ্বানপূর্বক কহিলেন, তোমরা অবিলম্বে রাজ্য দশরথের নিদেশানুসারে যজ্ঞকার্য্য নির্বাহে প্রবৃত্ত হও। বহুসংখ্য ইষ্টক শাশ্রু আনয়ন করিয়া মহীপালগণের বাসোপযোগী আবাস নির্মাণপূর্বক তাহা বিবিধ দ্রব্যে সুসজ্জিত করিয়া দেও। পরে বিপ্রগণের নিমিত্ত উত্তাপাদি নিবারণক্ষম নানাবিধ অন্নপান সমেত শত সহস্র অলয় প্রস্তুত কর। তৎপরে বহুদূর হইতে আগত নৃপতিগণের পৃথক পৃথক গৃহ, পুরবাসী এবং স্বদেশী যোদ্ধাদিগের গৃহ, শয়ন গৃহ ও অশ্বশালা সকল নির্মাণ কর। এই সমস্ত বাসস্থান নানাপ্রকার উপকরণে পরিপূর্ণ করিয়া রাখ। এই যজ্ঞে বহুতর ইতর লোকের সমাগম হইবে, তাহাদিগের নিমিত্ত সুরম্য গৃহ সকল প্রস্তুত কর।

বশিষ্ঠ এইরূপ আজ্ঞা করিলে, কতকগুলি পুরুষ তাঁহার সন্নিধানে আগমন করিয়া কহিল, তপোধন! আমরা আপনার অভিলাষানুসারে কার্য্য সূচরূপে নির্বাহ করিয়াছি, তাহাতে কিছুমাত্র ত্রুটি হয় নাই। এক্ষণে আর আর যাহা আদেশ করিতেছেন, আমরা তাহাও অমুষ্ঠান করিব,— তদ্বিষয়েরও কোন অঙ্গহানি হইবে না।

অনন্তর বশিষ্ঠ সূমন্ত্রকে আহ্বান পূর্বক কহিলেন, সূমন্ত্র! এই পৃথিবীতে যে সমস্ত ধার্মিক রাজা আছেন, তাঁহাদিগকে এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও বহুসংখ্যক শূদ্রকে তুমি নিমন্ত্রণ করিয়া আইস। সকল দেশের মনুষ্যকে আদর পূর্বক আনয়ন কর। মহাভাগ মহাবীর সত্যবাদী মিথিলাধিপতি জনককে স্বয়ং গিয়া বহুমান পূর্বক আন। তিনি আমাদের চিরন্তন সুহৃদ, এই কারণে আমি সর্বাগ্রেই তাঁহার আনয়নের প্রসঙ্গ করিতেছি। তৎপরে সচ্চরিত্র প্রিয়বাদী দেবপ্রভাব কাশিরাজকে তুমি নিজে গিয়া আনয়ন কর। রাজার খণ্ডর ধার্মিক বৃদ্ধ সপুত্র কেকয়রাজ, রাজার বয়স্য অঙ্গ দেশাধিপতি লোমপাদ, তেজস্বী কোশলরাজ এবং মহাবীর সর্বশাস্ত্রবিশারদ উদার-প্রকৃতি মগধরাজ ইহাদিগকে তুমি সবিশেষ সম্মানপূর্বক যজ্ঞস্থলে আনয়ন কর। পূর্বদেশীয়, সিদ্ধ ও সৌবার দেশীয়, সৌরাষ্ট্রদেশীয় এবং দাক্ষিণাত্য

রাজগণকে দশরথের নির্দেশানুসারে গিয়া নিমন্ত্রণ কর। এই পৃথিবীতে আত্মীয় যে সকল নৃপতি আছেন, তাঁহাদিগকে বহু বান্ধব ও অনুচরবর্গের সহিত শীঘ্র আনয়ন কর। এক্ষণে তুমি রাজার আদেশানুসারে ইহাঁদিগের নিকট দূত পাঠাইয়া দেও।

মহামতি সূমন্ত্র মহর্ষি বশিষ্ঠের বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া ভূপালগণের আনয়নের নিমিত্ত অনতিবিলম্বে বিখ্যস্ত দূত সকল প্রেরণ করিলেন এবং আপনিও তাঁহার নির্দেশে নৃপতিগণের নিমন্ত্রণ কবিবার উদ্দেশে চলিলেন।

অনন্তর দুই এক দিবসের মধ্যে নিমন্ত্রিত নৃপতিগণ রাজা দশরথকে উপহার দিবার নিমিত্ত প্রভূত রত্নভার লইয়া তথায় আগমন করিলেন। তদর্শনে বশিষ্ঠ প্রীতি হইয়া দশরথকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ ! ভূপালগণ আপনার আদেশানুসারে উপস্থিত হইয়াছেন। আমি তাঁহাদিগকে যথোচিত সম্মান করিয়াছি। ভৃত্যোরাও বিশেষ যত্ন পূর্ব্বক যজ্ঞের দ্রব্য সামগ্রী সকল প্রস্তুত করিয়াছে। এক্ষণে আপনি দাক্ষিত হইবার নিমিত্ত সন্নিহিত যজ্ঞভূমিতে গমন করুন।

তখন রাজা দশরথ বশিষ্ঠ ও ঋষাশ্বকের বাক্যানুসারে শুভনক্ষত্র-যুক্ত দিবসে যজ্ঞভূমিতে উপস্থিত হইলেন। বশিষ্ঠ প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞস্থলে গমন পূর্ব্বক মহর্ষি ঋষাশ্বককে সম্মুখে করিয়া শাস্ত্র ও বিধি অনুসারে যজ্ঞকর্ম্ম আরম্ভ করিলেন। রাজা দশরথও সহধর্ম্মিণীগণের সহিত দাক্ষিত হইলেন।

অনন্তর সংবৎসর কালপূর্ণ ও পূর্ব্বপরিত্যক্ত অশ্ব প্রত্যাগত হইলে সরযুর উত্তর তীরে যজ্ঞ আরম্ভ হইল। বেদপারগ বিপ্রগণ ঋষাশ্বককে সম্মুখে করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা মহাত্মা দশরথের মহাযজ্ঞ অশ্ব-মেধ আরম্ভ করিয়া বিধি ও ত্রায়ানুসারে স্ব স্ব ক্রিয়া-ক্রম-কাল অনুসরণ পূর্ব্বক কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। ঋষাশ্ব প্রভৃতি মহর্ষিগণ সুশিক্ষিত দেবমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক ইন্দ্রাদি দেবগণকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। হোতৃগণ দেব-গণকে মধুর গান ও মন্ত্র দ্বারা আহ্বান পূর্ব্বক আবাহন করিয়া যথোপযুক্ত যজ্ঞাংশ প্রত্যেককে প্রদান করিতে লাগিলেন।

যজ্ঞোপলক্ষে যথা প্রমাণ ইষ্টক সকল নির্ম্মিত হইয়াছিল। শিল্পকর্ম্মকুশল যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণেরা সেই ইষ্টক দ্বারা অগ্নিকুণ্ড নির্মাণ করিলেন। ঐ কুণ্ডের প্রত্যেক স্তরে ছয় খণ্ড ইষ্টক বিন্যস্ত হইল। ব্রাহ্মণেরা সেই আধার মধ্যে বহিষ্কাপন করিলেন। ঐ অগ্নি গল্লভাকার রুদ্রপক্ষ-সম্পন্ন। যজ্ঞস্থলে

ইন্দ্রাদিদেবগণের উদ্দেশ্যে নানাপ্রকার পশু জীব উরগ জলচর অশ্ব ও পক্ষী সকল সংগৃহীত ছিল, ঋত্বিকেরা শাস্ত্রানুসারে সকলকেই বিনাশ করিলেন। যুগকাষ্ঠে তিন শত পশু ও রাজা দশরথের এক উৎকৃষ্ট অশ্ব বদ্ধ ছিল। রাজ-মহিষী কৌশল্যা সেই অশ্বের পরিচর্যা করিয়া হৃষ্টমনে খজ্ঞাঘাতে তাহাকে ছেদন করিলেন। অনন্তর তিনি পক্ষযুক্ত অশ্বের সহিত তথায় ধর্ম্য কামনায় স্থিরচিত্তে এক রাত্রি অতিবাহিত করিলেন।

এইরূপে রাজা দশরথ পাপহর স্বর্গপ্রদ, অশ্রের অসাধ্য অশ্বমেধ সমাপন পূর্বক প্রীত হইয়া মহর্ষি ঋষাশৃঙ্গকে কহিলেন, সুরত ! বাহাতে আমার বংশরক্ষা হয় আপনি এইরূপ কার্য্য অনুষ্ঠান করুন। তখন বেদবিৎ মেধাবী মহর্ষি ঋষাশৃঙ্গ কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করতঃ ইতিকর্তব্যতা স্থির করিয়া দশরথকে কহিলেন, মহারাজ ! আমি আপনার পুত্রার্থে অথর্ববেদোক্ত মন্ত্র দ্বারা, প্রসিদ্ধ পুত্রোষ্টি যাগ অনুষ্ঠান করিব। অনন্তর তিনি পুত্রোষ্টি যাগ অনুষ্ঠান করিয়া কল্পহ্রোত্রোন্নিখিত প্রণালী অনুসারে হোম করিতে লাগিলেন।

এই যজ্ঞস্থলে দেবতা, গন্ধর্ষ, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ স্ব স্ব ভাগগ্রহণের নিমিত্ত উপস্থিত ছিলেন। পুত্রোষ্টি যাগ আরম্ভ হইলে সুরগণ সমবেত হইয়া সর্বলোক-বিধাতা ব্রহ্মাকে কহিলেন, ভগবন্ ! রাবণ নামে এক রাক্ষস আপনার প্রসাদে বীধামদে মত্ত হইয়া আমাদের উপর অত্যাচার করিতেছে। আমরা কিছুতেই তাহাকে শাসন করিতে পারি নাই। আপনি প্রসন্ন হইয়া তাহাকে বর প্রদান করিয়াছেন, তন্নিবন্ধনই আমরা তৎকৃত সকল অত্যাচার সহ করিয়া আছি। সূর্য্যদেব ইহাকে উত্তাপ প্রদান ও সমীরণ ইহার পার্শ্বে সঞ্চরণ করেন না। তরঙ্গমালাসঙ্কুল মহাসাগর ইহাকে দেখিলে নিষ্পন্দ হইয়া থাকে। আমরা সেই ঘোরদর্শন রাক্ষসের ভয়ে যারপর নাই ভীত হইয়াছি। এক্ষণে কিরূপে সেই ছুট বিনষ্ট হইবে, আপনি তাহার উপায় অবধারণ করুন।

তখন ভগবান্ কমলধোনি কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন, দেবগণ ! আমি সেই ছুরাশ্রার বধোপায় স্থির করিয়াছি। সে বরগ্রহণ কালে আমার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিল যে ‘দেবতা, গন্ধর্ষ, যক্ষ ও রাক্ষসের হস্তে আমার মৃত্যু হইবে না’ আমি তাহাতেই সন্মত হইয়াছিলাম। তৎকালে সে অবজ্ঞা করিয়া মনুষ্যের উল্লেখ করে নাই। স্মৃতরাং মনুষ্যের হস্তেই তাহার মৃত্যু

হইতে পারে। তখন সুরগণ ও মহর্ষিগণ ব্রহ্মার মুখে এইরূপ প্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিলেন।

এই অবসরে তপ্ত-কাঞ্চন-কেয়ূর-শোভিত নির্মলদ্ব্যতি ত্রিজগৎপতি শঙ্খচক্রগদাধর গীতাধর হরি জলদোপরি দিবাকরের ছায় গরুড়পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্বক স্তম্ভমান হইয়া তথার আগমন করিলেন। তিনি আসিয়া একান্তমনে ব্রহ্মার সহিত সমানীন হইলেন। তখন দেবগণ তাঁহাকে অভিবাদন পূর্বক স্তব করিয়া কহিলেন, বিষ্ণো! আমরা লোকের হিতসাধন করিবার নিমিত্ত আপনাকে কোন কার্য্যভার প্রদান করিব। রাজা দশরথ ধর্ম্মপরায়ণ, বদান্ত ও মহর্ষির ছায়া তেজস্বী। ইহার ব্রী, শ্রী ও কীর্তিসদৃশ্য তিন মহিষী আছেন। আপনি চারি অংশে বিভক্ত হইয়া সেই তিন রাজ-মহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ ককন, এবং মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া দেবগণের অবস্থা বাহুবল-দৃষ্ট লোক-কণ্টক রাবণকে সমবে নংহার ককন।

অপূত্র দশরথ পুত্রকামনার পুত্রোষ্টি যাগ করিতেছিলেন, বিষ্ণু তাঁহার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ কবিত্তে কৃতনিশ্চয় হইয়া ব্রহ্মাকে আমন্ত্রণ ও মহর্ষিগণের পূজা গ্রহণ পূর্বক সেই স্বপ্নসমাদ্র হইতে অন্তর্য্যান করিলেন।

অনন্তর সেই যজ্ঞ-দীক্ষিত রাজা দশরথের যজ্ঞাগ্নিতাশন হইতে কৃষ্ণকায়, আরক্তলোচন, রক্তাশ্বরখারী, দিবাকরের ছায় তেজঃপূর্ণ এক মহাপুরুষ দিব্যপায়সপূর্ণ এক প্রশস্ত পাত্র স্বয়ং বাহুরবে ধারণ পূর্বক উৎখত হইলেন। তিনি যজ্ঞকুণ্ড হইতে উখিত হইয়া দশরথের প্রতি দৃষ্টপাত পূর্বক কহিলেন, মহারাজ! এই অভাগত ব্যক্তিকে প্রজাপতি-প্রেরিত পুরুষ বলিয়া জানিবেন। দশরথ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাজ্জলিপটে কহিলেন, ভগবন্! আজ্ঞা করুন, আপনার কি অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

তখন সেই প্রজাপতি পুরুষ পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন, মহারাজ! আপনি দেবগণের আরাধনা করিয়া অদ্য এই পায়স প্রাপ্ত হইলেন। এক্ষণে এই বংশকর স্বাস্থ্যপ্রদ প্রজাপতি-প্রেস্তুত পায়স অম্লরূপ পত্নীদিগকে ভোজনার্থ প্রদান করুন। আপনি যে নিমিত্ত যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেছেন, সেই সমস্ত পত্নী হইতে তাহা প্রাপ্ত হইবেন। রাজা দশরথ তাঁহার বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া সেই দেবার্পণ দেবদত্ত হিরণ্ময় পাত্র প্রীতমনে যন্তকে গ্রহণ করিলেন, এবং দরিদ্রের অর্থলাভের ছায় এই দেব-পায়স প্রাপ্ত হইয়া

বার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন। তেজঃপুঞ্জ-কলেবর প্রজ্ঞাপত্য পুরুষও স্বকৰ্ম সাধন পূৰ্বক অধিকুও মধ্যে অন্তর্ধান করিলেন।

বনোহর শারদীয় শশধরের করনিকরে নভোমণ্ডল যেমন শোভা পায়, সেইরূপ রাজা দশরথের অন্তঃপুরবাসী রমণীগণের হর্ষোৎফুল্ল মুখকমল অশোভিত হইতে লাগিল। তখন তিনি অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিয়াই কৌশল্যাকে কহিলেন, প্রিয়ে! তুমি পুত্রোৎপত্তির নিমিত্ত এই পায়স গ্রহণ কর। এই বলিয়া দশরথ তাঁহাকে অমৃততুল্য সেই পায়সের অর্দ্ধাংশ প্রদান করিলেন; তৎপরে কৌশল্যা রাজার অমুরোধে অমিত্রাকে স্বীয় পায়সের অর্দ্ধাংশ দিলেন। অনন্তর যে অর্দ্ধাংশ অবশিষ্ট রহিল রাজা দশরথ তাহা কৈকেয়ীকে প্রদান করিয়া অমিত্রাকে তাহারও অর্দ্ধাংশ দিতে অমুরোধ করিলেন। এইরূপে রাজা দশরথ সহধর্মিণীদিগের প্রত্যেককেই সেই প্রজ্ঞাপত্য-পুরুষ প্রদত্ত পায়স প্রদান করিলে রাজমহিষীরা তাঁহার দ্বেশ অপক্লপাত দর্শনে যথোচিত সন্তুষ্ট হইলেন। অনন্তর তাঁহারা প্রত্যেকে সেই পায়স ভক্ষণ করিয়া অবিলম্বে গর্ভবতী হইলেন।

বিষ্ণু রাজা দশরথের পুত্রস্ব স্বীকার করিলে ভগবান্ স্বয়ম্ভু দেবগণকে কহিলেন, দেবগণ! আমরাদিগের হিতকারী সত্যপ্রতিজ্ঞ মহাবীর বিষ্ণুর কামরূপী মহাবল সহায় সকল সৃষ্টি কর। দেবগণ ভগবান্ স্বয়ম্ভুর এইরূপ বাক্য শ্রবণ পূর্বক তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া বানররূপী পুত্র সকল উৎপাদন করিতে লাগিলেন। সুররাজ ইন্দ্র মহেন্দ্র পর্বতের ত্রায় দীর্ঘদেহ কপিরাজ বালিকে, জ্যোতিষ্কমণ্ডলী-প্রধান সূর্য্য গ্রীবাকে, সুরগুরু বৃহস্পতি বানরগণের মধ্যে বুদ্ধিমান্ তারককে, কুবের পরম স্নানর গন্ধমাদনকে, বিশ্বকর্মা নলকে এবং অনল স্বপ্রভ নীলকে সৃষ্টি করিলেন। তৎপরে প্রখ্যাত রূপসম্পন্ন অখিনীকুমারদ্বয় মৈন্দ্র ও দ্বিবিদকে, বরুণ স্র্ষেণকে, মহাবল পর্জন্ত শরভকে এবং বায়ু বলবান্ হুমানকে উৎপাদন করিলেন। এইরূপে অমিত-বল, করি ও গিরি-সদৃশ প্রশস্তত্বের কামরূপী যে সকল বানর দশাননের বিনাশসাধনের নিমিত্ত উদ্যত হইবে, তাহারা এবং ভল্লুক ও গোলাকুল সকল সহস্র সহস্র উৎপন্ন হইল। এইরূপে রামের সাহায্যদানের নিমিত্ত সেই সমস্ত অচলশৃঙ্গতুল্য ভীষণাকার মহাবীর বানরগণে এই পর্বত, বন, সাগর-স্রমাকীর্ণা পৃথিবী পরিপূর্ণা হইল।

অনন্তর ছয় গুরু অতীত ও ষাটশ মাস পূর্ণ হইল, চৈত্রের নবমী তিথিতে

পুনর্নব নক্ষত্রে রবি, মঙ্গল, শনি, শুক্র, ও বুধ এই পঞ্চ গ্রহের মেঘ, মকর, তুলা, কর্কট ও মীন এই পঞ্চ রাশিতে সঞ্চার এবং বৃহস্পতি চন্দ্রের সহিত কর্কট রাশিতে উদিত হইলে রাজমহিষী কোশল্যা বিষ্ণুর অর্ধাংশভূত, সর্বলোকনমস্কৃত, দিবালক্ষণাক্রান্ত, জগতের অধীশ্বর রামকে প্রসব করিলেন। তখন দেবমতি অদিতি যেমন দেবপ্রধান বজ্রধর পুরন্দরকে পাইয়া শোভাধারণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ কোশল্যা সেই পুত্ররত্ন লাভ করিয়া যার পর নাই স্নেহাভিত হইলেন। তৎপরে কৈকেয়ী বিষ্ণুর চতুর্থাংশভূত গুণালঙ্কৃত সত্যপরাক্রম ভরতকে প্রসব করিলেন। অনন্তর সূমিত্রার গর্ভ হইতে বিষ্ণুর অর্ধাংশভূত মহাবীর সর্ষাপ্তবিং লক্ষণ ও শত্রুঘ্ন ভূমিষ্ঠ হইলেন। নির্মলবুদ্ধি ভরত পুষ্যা নক্ষত্র ও মীন লগ্নে এবং শত্রুঘ্ন কর্কটে সূর্য্য উদিত হইলে, অশ্বেষা নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলেন।

এইরূপে মহায়া রাজা দশরথের অসাধারণ গুণসম্পন্ন, প্রিয়দর্শন এবং কান্তিসম্পন্ন চারি পুত্র উৎপন্ন হইলেন। গন্ধর্বেরা মধুর সঙ্গীত ও অম্বর সাকল নৃত্য করিতে লাগিল। দেবলোকে হৃন্দুভিক্ষনি ও অন্তরীক্ষ হইতে পুষ্পরষ্টি হইতে লাগিল। অযোধ্যা নগরীতে সকলে একত্র হইয়া নানাপ্রকার উৎসব আরম্ভ করিল। পথ সকল নটনর্তকপূর্ণ ও লোকারণ্য হইয়া উঠিল। উহার কোন স্থানে গায়কেরা গান ও বাদকেরা বাদ্য করিতে লাগিল। শ্রোতৃবর্গ উহাদিগকে সমুদ্র করিবার নিমিত্ত বিবিধ রত্ন প্রদানে প্ররত্ত হইল। ক্রমশঃ সেই সমস্ত প্রশস্ত রাজপথ অপূর্ব্ব শোভাধারণ করিল। রাজা দশরথ সূত, মাগধ ও বন্দিদিগকে পারিতোষিক দিয়া ব্রাহ্মণগণকে বহুসংখ্য গোদান ও প্রাথনাবিক অর্থদান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর একাদশ দিবস অতীত হইলে, মহর্ষি বশিষ্ঠ হৃষ্টমনে রাজকুমারদিগের নামকরণ করিলেন। কোশল্যার পুত্রের নাম রাম কৈকেয়ীর পুত্রের নাম ভরত ও সূমিত্রার পুত্রবয়ের মধ্যে একটীর নাম লক্ষণ ও অপরটীর নাম শত্রুঘ্ন হইল। রাজা দশরথ ব্রাহ্মণ নগর ও জনপদবাসীদিগকে প্রচুর পারমাণে ভোজন করাইয়া বশিষ্ঠের সাহায্যে আত্মজদিগের জাতকর্ম্ম প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য অমুষ্ঠান করিলেন। রাজকুমারেরা বেদবিৎ, মহাবীর, সাধারণের হিতামুষ্ঠানে তৎপর, এবং জ্ঞান ও গুণসম্পন্ন ছিলেন। ইহাদিগের মধ্যে তেজস্বী সত্যপরাক্রম রামই নির্মল শশাঙ্কের ন্যায় সকলের প্রিয়দর্শন

হইয়া উঠিলেন। তিনি অস্বাৰোহণ, রথচৰ্চা ও ধনুর্বেদে সুপটু ছিলেন, এবং পিতৃভ্রাতৃশ্রমায় যথোচিত অমুরাগ প্রদর্শন করিতেন। লক্ষ্মীবর্দ্ধন লক্ষণ শৈশবাবধি লোকাভিরাম রামের প্রিয়কার্য্য অমুষ্ঠান করিতেন। তিনি জ্যেষ্ঠ রামের বহিষ্কৃত দ্বিতীয় প্রাণের ন্যায় প্রিয়তর ছিলেন। সেই পুরুষোত্তম, রাম ব্যতিরেকে নিদ্রিত হইতেন না, জননীরা মিষ্টান্ন প্রদান করিলে তিনি রাম ব্যতীত কদাচই ভোজন করিতেন না। যখন রাম অশ্বে আরোহণ পূর্বক যুগ্মস্বার্থ বহির্গত হইতেন, তৎকালে তিনি শবাসন গ্রহণ পূর্বক তাঁহার শরীরক্ষার্থ অনুগমন করিতেন। যেমন লক্ষণ রামের, সেইরূপ শত্রুঘ্নও ভরতের প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় হইয়া উঠিলেন।

রাজা দশবথ দেবগণ হইতে ব্রহ্মার ন্যায় সেই চারি তনয়ে যৎপরোনাস্তি পবিত্র হইলেন। পরে যখন বাজকুমারেরা জ্ঞানী, গুণসম্পন্ন, লজ্জাশীল, কীর্ত্তিমান ও দূবদর্শী হইলেন, তখন এতাদৃশ প্রভাব পুত্র সকল লাভ করিয়া তাঁহার আর আনন্দের পারিসীমা রহিল না।

একদা রাজা দশরথ পুরোহিত, মন্ত্রী ও মিত্রবর্গের সহিত সমবেত হইয়া পুত্রগণের বিবাহ দিবস নিমিত্ত চিন্তা করিতেছেন এই অবসরে মহাতেজা, মহর্ষি বিশ্বামিত্র তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার আশবে দ্বারে আসিয়া দ্বারপালদিগকে কহিলেন, ওহে দ্বারপালগণ! আমি কুশিকতনয় বিশ্বামিত্র, তোমরা অবিলম্বে মহারাজকে গিয়া আমার আগমন সম্বাদ দেও।

তখন দ্বারপালেরা এই বাক্যশ্রবণে ভীত ও ব্যতসমস্ত হইয়া রাজ-ভবনান্তিমুখে দাবমান হইল এবং অবিলম্বে মহারাজের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, মহারাজ! কুশিকতনয় মহর্ষি বিশ্বামিত্র দ্বারদেশে আপনার অপেক্ষা করিতেছেন। রাজা এই সম্বাদ পাইবামাত্র সম্ভব পুরোহিতগণের সহিত একাগ্রমনে সেই কঠোরব্রত তেজঃপ্রদীপ্ত তাপসের প্রত্যাগমন পূর্বক তাঁহাকে অর্থ প্রদান করিলেন। ধর্ম্মপবায়ণ বিশ্বামিত্র নৃপতিপ্রদত্ত অর্থ গ্রহণ পূর্বক তাঁহাকে এবং তাঁহার কোশল নগর, জনপদ ও বন্ধুবান্ধবের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, মহারাজ! সমস্ত নৃপতিগণ আপনার নিকট সন্নত এবং শত্রুগণ ত পরাজিত আছে? দৈব ও মানবীয় কার্য্য ত সম্পাদিত হইতেছে?

অনন্তর বিশ্বামিত্র দশরথ রাজাকে কহিলেন, মহারাজ! আমি সম্প্রতি এক যজ্ঞামুষ্ঠানার্থ দীক্ষিত হইয়াছি। ঐ যজ্ঞ সমাপ্ত হইতে

না হইতেই মারীচ ও সুবাহ নামে কামরূপী মহাবল দুই রাক্ষস উহার নানা প্রকার বিষ আচরণ করিতেছে। উহারা আমার যজ্ঞবেদিতে মাংসখণ্ড নিক্ষেপ ও রক্তবৃষ্টি করিয়াছে। উহাদিগকে আমার সঙ্কল্পের এইরূপ ব্যাবাস ও যজ্ঞ নষ্ট করিতে দেখিয়া আমি তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছি। যজ্ঞসাধন করিবার কালে কাহাকেও অভিশাপ প্রদান করা কর্তব্য নহে, এই কারণে আমি ঐ দুই রাক্ষসের উপর রোষপ্রকাশ করি নাই। এক্ষণে প্রার্থনা এই যে, আপনি কাকপক্ষধারী মহাবীর রামকে আমার হস্তে সমর্পণ করুন। ইনি আমার প্রযত্নে রক্ষিত হইয়া স্বীয় দিব্য তেজঃপ্রভাবে ঐ সমস্ত যজ্ঞ-বিঘ্নকর নিশাচরকে সংহার করিতে সমর্থ হইবেন।

মহীপাল দশরথ মহর্ষি বিশ্বামিত্রের কথার মুহূর্ত্তকাল যেন হতজ্ঞান হইয়া-
ছিলেন। তৎপবে চেতনা লাভ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, তপোধন! এক্ষণে রামের বয়ঃক্রম প্রায় ষোড়শ বৎসর; রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করা ইহঁদের সাধ্যাত্ত নহে। আমি এই অক্ষৌহিণী সেনার অধীশ্বর। এই সেনা সমভিব্যাহারে গিয়া আমিই নিশাচরগণের সহিত যুদ্ধ করিব। তপো-
ধন! রাম ব্যতীত মুহূর্ত্ত প্রাণধারণ করাও আমার ছন্দ্র হইবে। দেখুন বর্জি সহস্র বৎসর আমার বয়ঃক্রম হইয়াছে। আমি এই বয়সে অতি ক্লেশে রামকে পাইয়াছি। পুত্রচতুষ্টয়ের মতো সর্বজ্যোষ্ঠ ধর্ম্মপ্রবান রামেরই প্রতি আমার বিশেষ প্রীতি আছে; অতএব আপনি রামকে লইয়া বাইবেন না।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র মহাপাল দশরথের এই স্নেহগদ্য বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া কোপাকুলিত চিত্তে কহিতে লাগিলেন, মহাবাজ! তুমি প্রথমে আমার প্রার্থনা পূরণ কাঁবে বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলে, এক্ষণে তদ্বিষয়ে পরাশ্রু হইতেছ। কলতঃ এইরূপ ব্যবহার রঘুবংশীরদিগের অনুরূপ হই-
তেছে না। তোমার এই অত্যাচারে নিশ্চয়ই এই বংশ ক্ষয় হইবে। এক্ষণে যদি এই প্রতিজ্ঞাভঙ্গ ও কুলক্ষর তোমার অভিমত হয় ত বল, আমি স্বস্থানে চলিয়া যাই, তুমিও আমাকে বঞ্চনা করিয়া স্তম্ভদগ্গণের সহিত স্নখে কালহরণ কর।

বিশ্বামিত্রের এইরূপ ক্রোধবেগ উবেল হইলে সমগ্র পৃথিবী বিচলিত হইয়া উঠিল। তখন সূর্য্যের বশিষ্ঠ দশরথকে কহিলেন, মহারাজ! আপনি ইক্ষ্বাকুবংশে দ্বিতীয় ধর্ম্মের জ্ঞান জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আপনি অতি ধীর ও ব্রতপরায়ণ। ধর্ম্মচ্যোগ্য করা আপনার সদৃশ লোকের কর্তব্য।

নহে। এক্ষেপে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করুন। মহারাজ ! রাম অন্তর্লিপিকা করুন বা নাই করুন, হতাশন যেমন অমৃতের রক্ষক, বিশ্বামিত্র সেইরূপ রামের রক্ষক হইলে রাক্ষসেরা কদাচই তাঁহার বলবীৰ্য্য সহ্য করিতে পারিবে না। অতএব রামকে প্রেরণ করুন। রাম পৃথিবীতে অবতীর্ণ সাক্ষাৎ ধর্ম্ম। তিনি সর্বা-পেক্ষা বলবান, সর্বাপেক্ষা বিদ্বান, তপস্যার আশ্রয় ও অস্ত্রস্ত্র। এই পৃথি-বীতে কোন ব্যক্তিই তাঁহাকে জানে না এবং কোনকালে কেহ জানিতেও পারিবে না। দেবতা, ঋষি, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, কিন্নর ও উরগেরা তাঁহাকে স্জাত হইতে পারে নাই। আর এই যে মহর্ষিকে দেখিতেছেন, ইনিও সামান্য নহেন। ইনি অপূর্ব্ব অস্ত্রবিদ্যাবিশেষের সৃষ্টি করিতে পারেন। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান ইহঁার কিছুই অবিদিত নাই। অতএব আপনি ইহঁার সমভিব্যাহারে রামকে প্রেরণ করিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ করিবেন না। স্বয়ং বিশ্বামিত্রই সেই নিশাচরগণকে বিনাশ করিতে পারেন, কেবল রামের হিতার্থে আপনার নিকট আসিয়া রামকে প্রার্থনা করিতেছেন।

অনন্তর রাজা দশরথ হৃষ্টান্তঃকরণে লক্ষ্মণের সহিত রামকে আহ্বান করিলেন, এবং রামের মস্তক আঘ্রাণ করিয়া প্রীতমনে তাঁহাকে বিশ্বামিত্রের হস্তে সমর্পণ করিলেন। বিশ্বামিত্র অগ্রে অগ্রে চলিলেন। তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ রাম ও তৎপশ্চাৎ কাকপক্ষ্যবানী লক্ষ্মণ গমন করিতে লাগিলেন। ঐ দুই স্নকুমার রাজকুমারের শরাসন, তুণীর অঙ্গুলিত্রাণ ও খড়া অপূর্ব্ব শোভা পাইতে লাগিল। ইহঁারা যখন সমরবেশে ত্রিশীর্ষ্য সর্পের গ্রায় ভীমভাবে বিশ্বামিত্রের অনুসরণ করেন, তৎকালে বোধ হইল যেন, অশ্বিনীকুমারেরা পিতামহ ব্রহ্মার এবং কার্ত্তিকেয় ও বিশাখ অচিন্ত্যস্বভাব দেবাদিদেব ক্রত্নের অনুগমন করিতেছেন।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র রাজধানী অযোধ্যা হইতে অর্দ্ধযোজনেনও অধিক পথ অতিক্রম করিয়া সরযুর দক্ষিণ তীরে ‘রাম’ এই মধুর নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস ! তুমি এই নদীর জল লইয়া আচমন কর। আমি তোমাকে বলাঃ ও অতিবলা নামক মস্ত্র প্রদান করিতেছি। এই মস্ত্র জপ করিলে ত্রিলোকমধ্যে তোমার তুল্য বলবান্ দৃষ্টিগোচর হইবে না। কি সৌভাগ্য, কি দাক্ষিণ্য, কি তত্ত্বজ্ঞান, কি সূক্ষ্মার্থবোধ কোন বিষয়ে কেহই তোমার সমকক্ষ হইতে পারিবে না। এই বিদ্যাবলে সর্ব্ববিষয়ে তুমি সকলকেই অতিক্রম করিবে। অনন্তর ভীমবিক্রম রাম, সহায়্যমুখে আচমন পূর্ব্বক

পবিত্র হইয়া বিশ্বামিত্র হইতে বলা ও অতিবলা নামী দুইটা বিদ্যা গ্রহণ করিলেন। তিনি ঐ দুই বিদ্যা গ্রহণ করিয়া শরৎকালীন প্রথর স্বর্ঘ্যের জ্বায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ রজনী উপস্থিত। তখন রাম গুরুদেব বিশ্বামিত্রের প্রতি শিষ্যোচিত কার্য্য সকল সংসাধন করিলেন। পরে বিশ্বামিত্র তাঁহাদিগকে লইয়া সরযুতটে রজনীযাপন করিতে লাগিলেন। রাত্রিও প্রভাত হইয়া আসিল।

তখন বিশ্বামিত্র কহিলেন, বৎস! এই ভয়ঙ্কর বন যে অধিকার করিয়া আছে, কহিতেছি শুন। বহুদিবস হইল এই স্থানে মলদ ও করুণ নামে দুইজন হইয়াছে জনপদ ছিল। পূর্বে সুররাজ ইন্দ্র বৃত্তবধকালে ক্রোধ ও মলদিগ্ধ হইয়াছিলেন। তদর্শনে বসু প্রভৃতি দেবতা ও ঋষিগণ গম্ভীজল-পূর্ণ কলসে তাঁহাকে স্নান করান। এই স্থানে ইন্দ্রের সেই শরীরজ মল ও করুণ (ক্রোধ) অপনৌত হইল দেখিয়া তিনি কহিলেন, যে, ইহা মলদ ও করুণ নামে অতি প্রবুদ্ধ দুইটা জনপদ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইবে। বৎস! বহুদিন অবধি এই মলদ ও করুণ ধনধান্যসম্পন্ন অতিসমৃদ্ধ জনপদ ছিল। পরে কিয়ৎকাল অতীত হইলে তাড়কা নামী কামরূপীণি ছট্টাচারিণী এক যক্ষী এই জনপদ বিনষ্ট করে। ঐ তাড়কা স্নানের ভার্য্যা। সে স্বয়ং সহস্র হস্তীর বলধারণ করিতেছে। ইহার পুত্রের নাম মারীচ। আমরাদিগকে সেই তাড়কার বন দিয়া গমন করিতে হইবে। অতএব তুমি স্বীয় ভূজবলে ঐ রাক্ষসীকে বিনাশ করিও।

রাম কহিলেন, ভগবান্! শুনিয়াছি যক্ষদিগের শৌর্য্যবীৰ্য্য অতি যৎসামান্য, সূতরাং সেই অবলা কল্পে সহস্র হস্তীর বলধারণ করিতেছে? বিশ্বামিত্র কহিলেন, বৎস! তাড়কা যে কারণে এইরূপ বললাভ করিয়াছে শুন। পূর্বে সূকেতু নামে এক মহাবল-পরাক্রান্ত যক্ষ ছিল। সে একসময়ে সন্তান কামনায় সদাচার অবলম্বন পূর্ব্বক অতি কঠোর তপোভুষ্ঠান করে। সর্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা ঐ তপস্যায় প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া তাহাকে তাড়কা নামী এক কন্যা প্রদান করিয়াছিলেন। এবং তাঁহার বরে ঐ কন্যার দেহের সহস্র হস্তীর তুল্য বলবীৰ্য্য হয়। কিন্তু ব্রহ্মা তৎকালে লোকপীড়া পরিহারার্থ সূকেতুর পুত্র-কামনা পূর্ণ করেন নাই। অনন্তর তাড়কা বাল্যকাল অতিক্রম করিয়া যুবতী ও রূপবতী হইলে সূকেতু তাহাকে জন্তনন্দন স্নানের বস্ত্রে সমর্পণ করে। পরে কিয়ৎকাল অতীত হইলে ঐ তাড়কার গর্ভে

মারীচ নামে এক পুত্র জন্মে। বৎস ! এই মারীচ শাপপ্রভাবে রাক্ষস হইয়াছিল। যে কারণে ইহার এইরূপ রাক্ষসের লাভ হয় তাহাও শ্রবণ কর।

মহর্ষি অগস্ত্য কোন অপবাধে স্তম্ভকে বিনাশ করিলে তাড়কা ও মারীচ বৈরনির্যাতনে অভিনাব কবিবাড়িল। তাড়কা ক্রোধে তর্জ্জনগর্জ্জন পূর্বক ঋষিকে ভক্ষণ কবিস্বার নিমিত্ত মহাবেগে ধাবমান হইল। তখন ভগবান্ অগস্ত্য তাড়কাকে এইরূপে আগমন করিতে দেখিয়া মারীচকে কহিলেন, রে ছুট ! তুই আমাব অভিশাপে বাক্ষন হইয়া থাক্। তাড়কাকেও কহিলেন, বক্ষি ! তুই বিকটবেশে বিকটাসো মনুষ্যভক্ষণে অভিশাপ্য হইয়াছিস্, অত-এব অবিলম্বে এই বক্ষিৰূপ পণিত্যাগ করিয়া দাক্ষণ রাক্ষসীৰূপ ধারণ কর। বৎস ! এক্ষণে এট তাড়কা অগস্ত্য-শাপে জাতক্রোধ হইয়া অগস্ত্যেরই এই পবিত্র আশ্রম উৎসন্ন করিতেছে। তুমি গো, ব্রাহ্মণের হিতের নিমিত্ত এই ছবুৰ্ত্তাকে বিনাশ কর। ত্রিলোকমনো তোমা ভিন্ন অণু কোন ব্যক্তিই এই শাপগ্রস্তা রাক্ষসীকে বিনাশ করিতে সাহসী হইবে না। পুরুষোত্তম ! জীবধ করিতে হইবে বলিয়া কিছুমাত্র দ্বণা করিও না। চতুর্বর্ণের হিতের নিমিত্ত এই কার্য্য রাজকুমারের কর্তব্য হইতেছে।

রবুক্ষণকতিনক রাম মহর্ষি বিধামিত্রের এইরূপ উৎসাহকর বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতান্তলিপুটে কহিলেন, ভগবন্। আসিবার কালে পিতা আমাকে কহিয়াছিলেন, বৎস ! কুশিক-তনয় বিধামিত্র তোমাকে বাহা আদেশ কবিবেন, তুমি অকুণ্ঠিত মনে তাহা শিরোধার্য্য করিয়া লইবে। স্তত্রায় পিতার নিদেশ ও পিতার বাক্যগৌরব এই দুই কারণে আপনার যেরূপ আজ্ঞা আমি তাহাই পালন করিব ; কদাচই অবহেলা করিব না। আমি গো, ব্রাহ্মণের হিতের নিমিত্ত তাড়কাকে নিশ্চয়ই বিনাশ করিব।

এই বলিয়া রাম শরাসন গ্রহণ পূর্বক ভীষণরবে চতুর্দিকে প্রতি ধ্বনিত করিয়া টঙ্কার প্রদান করিতে লাগিলেন। ঐ টঙ্কারশব্দে অরণ্যের জীবজন্ত সকল চকিত ও ভীত হইয়া উঠিল। রাক্ষসী তাড়কা আকুল হইয়া ধমুহ জ্বাঘাত শব্দ লক্ষ্য কল্পতঃ ক্রোধভরে মহাবেগে আগমন করিতে লাগিল। ক্ষণমাত্রেই তাড়কা অন্তরীক্ষে ধূলিজ্বাল উজ্জীন করিয়া ঐ দুই বীরকে বিমোহিত করিল এবং মায়াবিস্তার পূর্বক অনবরত শিলাবৃষ্টি করিতে লাগিল। তখন রাম শরজালে ঐ রাক্ষসীর শিলাবৃষ্টি নিবারণ পূর্বক

তাহার বাহ্যুগল কর্তন করিয়া ফেলিলেন। সে ছিন্নহস্তা ও যৎপরোনাস্তি পরিশ্রান্তা হইলেও তাঁহাদের সম্মুখে গিয়া আশ্বালন করিতে লাগিল। তদর্শনে লক্ষ্মণ ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া তাহার নাসাকর্ণ ছেদন করিয়া দিলেন।

অনন্তর কামরূপিনী তাড়কা বিবিধরূপ ধারণ পূর্বক প্রচ্ছন্ন হইয়া রাক্ষসীমায় রাম ও লক্ষ্মণকে বিমোহিত করতঃ অনবরত শিলাবৃষ্টি ও প্রচণ্ডভাবে রণক্ষেত্রে সঞ্চরণ করিতে লাগিল। রাম কণ্ঠস্থরে তাহার সন্ধান পাইয়া, শর দ্বারা তাহাকে বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। তখন রাক্ষসী প্রচ্ছন্ন ভাব পরিত্যাগ পূর্বক সিংহনাদ করিতে করিতে ধাবমান হইল। রাম তাহাকে বজ্রের ঞায় মহাবেগে আসিতে দেখিয়া শর দ্বারা তাহার হৃদয় বিদ্ধ করিলেন। সে তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত ও পঞ্চস্থ প্রাপ্ত হইল।

ঐ সময় ইন্দ্রাদি দেবগণ অন্তরীক্ষে থাকিয়া তাড়কাকে রামের শরে বিনষ্ট দেখিয়া প্রীতমনে মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, তপোধন! তোমার মঙ্গল হউক। আমরা এই রাক্ষসীর বিনাশ দর্শন করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। এক্ষণে রামের প্রতি তোমার একটি স্নেহের কার্য্য প্রদর্শন করিতে হইবে। তুমি প্রজাপতি কৃশাখের পুত্রদিগকে এই রামের হস্তে সমর্পণ কর। রাম তোমার দানের উপযুক্ত পাত্র এবং তোমারই শুশ্রূষায় অনুরক্ত। এই রাজকুমার হইতে অমরগণের মহৎকার্য্য সাধিত হইবে।

ক্রমে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত। তখন বিশ্বামিত্র তাড়কাবধে অতিমাত্র প্রীত হইয়া রামের মস্তকাস্রাণ পূর্বক কহিলেন, প্রিয়দর্শন! আইস, আজ আমরা এই স্থানে রাত্রি যাপন করি। কল্য প্রভাতে আমার আশ্রমে গমন করিব। রাম বিশ্বামিত্রের বাক্যশ্রবণে পুলকিত হইয়া সেই অরণ্য মধ্যে রজনৌ অতিবাহন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর বিপ্রবর বিশ্বামিত্র দেবহর্ষিত মন্ত্ৰাস্বক অন্ত্রশস্ত্র রামকে প্রদান করিবার মানসে পূর্নাত্ম হইয়া ধ্যান করিতে লাগিলেন। তখন দিব্যাস্ত্রজাল রামের সম্মুখে প্রোত্ভূত হইয়া স্ফুটচিতে কৃতাজলিপুটে কহিল, রাম! আমরা আপনার কিঙ্কর, আপনার ধোমপ অভিশ্রায, তদনুসারে সকল কার্য্যই সাধন করিব। রাম প্রসন্নমনে তাহাদিগের অঙ্গে করস্পর্শ পূর্বক গ্রহণ স্বীকার করিয়া কহিলেন, দিব্যাস্ত্রগণ! অতঃপর তোমরা স্মৃতিমাত্রেই আমার নিকট উপস্থিত হইবে।

তৎকালে মহর্ষি বিশ্বামিত্র বজ্রে দীক্ষিত এই জন্ত মৌনাবলম্বন করিয়া •

ছিলেন। অত্যা তপসেরা মধুর বাক্যে রাম লক্ষণকে কহিলেন, রাজকুমার !
এক্ষণে মহর্ষি দীক্ষিত আছেন, তন্নিবন্ধন এই ছয় রাত্রি মোনাবলম্বন করিয়া
থাকিবেন। অতএব তোমরা আজ অবধি ঐ ছয় রাত্রি তপোবন রক্ষা কর।
অনন্তর রাম ও লক্ষণ ঋষিগণের এইরূপ আদেশে শরাসন ও বর্ষধারণ
পূর্বক দিবারাত্রি সেই তপোবন রক্ষা করিতে লাগিলেন। এবং নিদ্রাবেগ
পরিহার পূর্বক যজ্ঞবিদ্য নিবারণার্থ নিরন্তর সাবধান হইয়া রহিলেন। ক্রমশঃ
পঞ্চম দিবস অতীত ও ষষ্ঠ দিবস উপস্থিত। তখন রাম স্মিত্রাতনয় লক্ষণকে
কহিলেন, বৎস ! এখন সতর্ক হইয়া সততই সজীভূত থাক।

এদিকে যজ্ঞবেদিতে যজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছিল। ভগবান্ বিশ্বামিত্র উপবেশন
করিয়া ময়োচ্চারণ পূর্বক শাস্ত্রানুসারে যজ্ঞকার্য সাধন করিতেছিলেন।
ইত্যবসরে সহসা ঐ বেদি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল, অন্তরীক্ষে ভয়ানক শব্দ
হইতে লাগিল। বর্ষাকালে মেঘ আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ভীষণ গর্জন,
মুহূর্মুহঃ বজ্রাঘাত, ও মূলধারে বৃষ্টিপাত করিলে যেমন দেখিতে হয়, রাক্ষসেরা
সেইরূপ আড়ম্বরে নানাপ্রকার মায়া বিস্তার পূর্বক মহাবেগে আগমন
করিতে লাগিল। মারীচ, সুবাহু এবং ইহাদিগের অহুচর নিশাচর সকল
উগ্রমূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্বক আসিয়া যজ্ঞ বেদির উপর অনবরত রক্তধারা বর্ষণ
করিতে প্রবৃত্ত হইল।

তখন রাম বেদির উপর রক্তবৃষ্টি হইতে দেখিয়া উদ্ধে দৃষ্টিপাত করিলেন।
দেখিলেন, রাক্ষসেরা দ্রুতবেগে দলবদ্ধ হইয়া আসিতেছে। তিনি তাহা-
দিগকে আগমন করিতে দেখিয়া শরাসনে তেজঃপ্রদীপ্ত উৎকৃষ্ট মানবাস্ত্র
সন্ধান করিয়া মারীচের বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করিলেন। মারীচ আহত হইয়া
শতযোজন দূরে মহাসাগরে নিপতিত হইল। তখন রাম কাম্বুকে আগ্নেয়াস্ত্র
সন্ধান পূর্বক সুবাহুর বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করিলেন। সুবাহু আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা
বিদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ রণশায়ী হইল। এইরূপে মহাবীর রাম সুবাহুকে
বিনাশ করিয়া বায়বাস্ত্র দ্বারা অবশিষ্ট রাক্ষসগণকে বিনষ্ট করিলেন।

মহর্ষি বিশ্বামিত্র নিঃশিষ্যে যজ্ঞ সমাপন করিলেন এবং ঐ প্রদেশকে
একান্ত নিরুপদ্রব দেখিয়া রামকে কহিলেন, বৎস ! আমি এক্ষণে কৃতার্থ হই-
লাম। তুমি গুরুবাক্য যথার্থই প্রতিপালন করিলে। অতঃপর এই আশ্রম
যথার্থই সিদ্ধাশ্রম হইল। বিশ্বামিত্র রামের এইরূপ প্রশংসা করিয়া
ঔহাকে এবং লক্ষণকে সঙ্গে লইয়া সন্ধ্যা উপাসনা করিবার নিমিত্ত গমন

করিলেন। মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণ পুলকিত মনে সেই তপোবনে রাত্রিযাপন করিতে লাগিলেন। শরীরী-প্রভাত হইল। তাঁহারা প্রাতঃকৃত্য সমুদায় সমাপন করিয়া মহর্ষিগণের সম্মিথানে উপস্থিত হইলেন এবং সেই প্রজ্জ্বলিত ছত্ৰাশনের ছায় তেজস্বী বিশ্বামিত্রকে অভিবাদন পূর্বক উদার ও মধুর বাক্যে কহিলেন, ভগবন্! আপনার এই দুই কিস্কর উপস্থিত, আজ্ঞা করুন আমরাগকে আর কি করিতে হইবে?

তখন বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ঋষিগণ রামকে কহিলেন, মিথিলাধিপতি জনক ধর্ম্ম প্রধান এক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিবেন। আমরা সকলেই সেই যজ্ঞ দর্শনার্থ গমন করিব। বৎস! এখন আমরাগের সমভিব্যাহারে তোমাকেও তথায় যাইতে হইবে। তুমি তথায় যাইলে জনকের এক অদ্বৃত শরাসন দেখিতে পাইবে। পূর্বকালে দেবতারা মহারাজ দেবরাজের যজ্ঞসভায় উহা দান করিয়াছিলেন। মনুষ্যের কথা কি, সুরাসুর, রাক্ষস ও গন্ধর্বেরাও ঐ কঠোর ও ভীষণ শরাসনে জ্যা আরোপণ করিতে পারেন না। জনকরাজ ঐ উৎকৃষ্ট ধনুঃ দেবগণের নিকট যজ্ঞ-ফল স্বরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। দেবতারা উহা তাঁহাকে প্রদান করেন। এক্ষণে তিনি আরাধ্য দেবতার ছায় স্বগৃহে রাখিয়া বিবিধ গন্ধ ও অঙ্কুরাঙ্গী ধূপ দ্বারা উহার অর্চনা করিয়া থাকেন। বৎস! চল, তুমি মিথিলা দেশে মহাত্মাজনকের সেই ধনু ও অদ্বৃত যজ্ঞদর্শন করিয়া আসিবে।

অনন্তর মুনিবর বিশ্বামিত্র রাম লক্ষ্মণ ও অশ্বাশ্ব তাপসগণের সহিত মিথিলায় গমন করিবার উদ্দেশে বনদেবতাদিগকে আমন্ত্রণ পূর্বক কহিলেন, বনদেবতাগণ! আমি এক্ষণে এই সিদ্ধাশ্রম হইতে পূর্ণমনোরথ হইয়া উত্তর দিকে হিমাচলে চলিলাম। তোমাদিগের মঙ্গল হউক। তিনি এই বলিয়া সিদ্ধাশ্রম প্রদক্ষিণ পূর্বক রাম লক্ষ্মণ ও অশ্বাশ্ব তাপসের সহিত উত্তরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ শতসংখ্য শকটে অগ্নিহোত্রের যাবতীয় দ্রব্য লইয়া তাঁহার অনুকরণে প্রবৃত্ত হইলেন।

ক্রমশঃ দিব্যবাসন হইয়া আসিল। মহর্ষিগণ বহুদূর অতিক্রম করিয়া শোণ নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন। দিবাকরও অন্তাচল-শিখরে আরোহণ করিলেন। অনন্তর মহর্ষিগণ সায়াংকালীন স্নান-সমাপন ও অগ্নিহোত্র-সমাধানপূর্বক বিশ্বামিত্রকে পুরোবর্তী করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। পরে রাম

কৌতূহল-পরবশ হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন, ভগবন্ ! যথায় আমরা উপস্থিত হইয়াছি ইহা কোন্ স্থান ?

মহাতেজা মহর্ষি কহিলেন, বৎস ! এইটী বাহার আশ্রম, যে কারণে ইহার এইরূপ দুরাবস্থা ঘটয়াছে, কহিতেছি শ্রবণ কর। এই দেবপুঞ্জিত দিব্যাশ্রম-সদৃশ আশ্রমপদ পূর্বে মহাত্মা গৌতমেরই অধিকৃত ছিল। তিনি এই স্থানে অহল্যার সহিত বহুকাল ধরিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। একদা মহর্ষি কোন কার্য্যপ্রসঙ্গে আশ্রম হইতে নির্গত হইয়াছেন ; এই অবসরে শচীপতি ইন্দ্র সুযোগ পাইয়া গৌতম-বেশে অহল্যাকে আসিয়া কহিলেন, সুন্দরি ! রতিপ্রার্থী ঋতুকালের প্রতীক্ষা করে না, তুমি এখনই আমার প্রার্থনা পূর্ণ কর। দৃষ্টা অহল্যা মুনিবেশে সুরগতি ইন্দ্রই আসিয়াছেন বুঝিয়া, তাঁহার সম্ভোগ-লোভে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন।

অনন্তর তিনি সন্তুষ্ট মনে ইন্দ্রকে কহিলেন, দেবরাজ ! আমার অভিলাষ পূর্ণ হইল। এক্ষণে এস্থান হইতে শীঘ্র চলিয়া যাও এবং গৌতমের অভিশাপ হইতে আপনাকে ও আমাকে রক্ষা কর। তখন সুররাজ ঈবং হাসিয়া অহল্যাকে কহিলেন, সুন্দরি ! আমি বিশেষ পরিতুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে স্বস্থানে চলিলাম। এই বলিয়া ইন্দ্র মহর্ষির ভয়ে ভরিত পদে পর্ণকুটীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। ইত্যবসরে সহসা দেখিলেন দেব-দানবগণের ত্বরতি-ক্রমণীয় তপোবলসম্পন্ন মহর্ষি গৌতম তীর্থ-সলিলে অভিষেক ক্রিয়া সমাপন পূর্বক সমিধ ও কুশহস্তে প্রদীপ্ত পাবকের দ্বারা আশ্রমে প্রবিষ্ট হইতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়াই ভয়ে ইন্দ্রের মুখ স্নান হইয়া গেল।

তখন মহর্ষি গৌতম, দূর্বৃত্ত দেবরাজকে মুনিবেশে নিষ্ক্রান্ত হইতে দেখিয়া রোষভরে অভিশাপ করিলেন। তিনি ইন্দ্রকে অভিশাপ দিয়া অহল্যাকেও কহিলেন, রে দুঃশীলে ! তোকেও এই আশ্রমে অতের অদৃশ্য হইয়া ভয়-রাশিতে শয়ন এবং বাবুনাত্র ভক্ষণ পূর্বক কালযাপন করিতে হইবে। স্বকৃত কার্য্যের জন্ত তোর অনুতাপের আর পরিসীমা থাকিবে না, এইরূপে বহু সহস্র বৎসর অতীত হইয়া যাইবে। এক সময়ে দশরথতনয় রাম এই ঘোর অরণ্যে আগমন করিবেন। তুই লোভ ও মোহের বশবর্তী না হইয়া তাঁহার আতিথ্য করিলে তদ্বারা তোর এই পাপধ্বংস হইয়া যাইবে, এবং তুই পুনর্বার পূর্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া আমার সহিত সন্নিহিত হইবি। মহাতেজা মহর্ষি গৌতম দুঃশীলা অহল্যাকে এই কথা বলিয়া স্বীয় আশ্রমপদ

পরিভাগ পূর্বক সিদ্ধ-চারণ-সেবিত পরম রমণীয় হিমাচলশিখরে গিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাম লক্ষ্মণের সহিত গৌতমের আশ্রমে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রবেশ করিলেন। তিনি তথায় প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, তপঃপ্রভাবে মহাভাগা অহল্যার প্রভা অধিকতর বদ্ধিত হইয়াছে। স্মৃতাং মনুষ্যের কথা দূরে থাক নিকটস্থ হইলে দেবদানবেরও দৃষ্টি প্রতিহত হইয়া যায়। অহল্যা মহর্ষির অভিলাষে রামের দর্শনকাল অবধি ত্রিলোকের অদৃশ্য হইয়াছিলেন, এক্ষণে শাপাবসানে সকলেই তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। রাম ও লক্ষ্মণ অহল্যাকে নিরীক্ষণ করিয়া হৃষ্টমনে তাঁহার পাদ-বন্দন করিলেন। অহল্যাও গৌতমের বাক্য শ্রবণ করিয়া অবহিতমনে পাদ্য অর্ঘ্য প্রদান পূর্বক তাঁহাদের আতিথ্য করিলেন। দেবলোক হইতে পুষ্পবৃষ্টি ও চন্দ্রভিষ্মনি হইতে লাগিল। গন্ধর্ব্ব ও অম্পরা সকল এই ব্যাপার অবলোকন পূর্বক উৎসবে মগ্ন হইল। দেবতারা তপোবল বিপুলতা পতি-পরায়ণা অহল্যাকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। মহর্ষি গৌতম যোগবলে এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তপোবনে আগমন করিলেন এবং বিধানামুসারে রামের সংকার করিয়া সহধর্ম্মিনী অহল্যার সহিত পরম স্নেহে তপস্যা করিতে লাগিলেন। রামও গৌতমের সংকারে সর্বিশেষ প্রীত হইয়া মিথিলায় গমন করিলেন।

অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণ মহর্ষি গৌতমের আশ্রম হইতে উত্তর-পূর্বাস্য হইয়া বিশ্বামিত্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ রাজা জনকের যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। গাহারা তথায় গিয়া বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, তপোধন! দেখিতেছি, মহাত্মা জনকের যজ্ঞসমৃদ্ধি অতি পরিপাটি; এই উপলক্ষে বেদাধ্যয়নশীল বহুসংখ্য ব্রাহ্মণ দিগ্দিগন্ত হইতে আগমন করিয়াছেন। ঋষির্নিবাস সকল অভ্যাগত ঋষিগণে পরিপূর্ণ ও বহুসংখ্য শকটে সমাকীর্ণ হইয়াছে। অতএব এক্ষণে আমরা দিগকে যথায় অবস্থিতি করিতে হইবে, আপনি সেইরূপ একটী স্থান নির্ণয় করুন। তখন বিশ্বামিত্র তাঁহাদের বাক্যামুসারে নিজ্ঞান সজল একটী নিবাসস্থান নির্ধারন করিয়া লইলেন।

ইত্যবসরে বিশুদ্ধস্বভাব রাজর্ষি জনক মহর্ষি বিশ্বামিত্রের আগমন সংবাদ পাইবামাত্র পুরোহিত শতানন্দ ও ঋত্বিকগণকে অগ্রে লইয়া অর্ঘ্যহস্তে স্মরিত-পদে তাঁহার প্রত্যুদগমন পূর্বক বিনীতভাবে পূজা করিলেন। বিশ্বামিত্র

তৎপ্রদত্ত পূজা গ্রহণ করিয়া, অমুক্রমে তাঁহার স্বজ্ঞের, এবং উপাধার ও পুরোহিতদিগের কুশল জিজ্ঞাসিলেন। পরে তিনি পুলকিত মনে শতানন্দ প্রভৃতি মুনীগণকে সম্ভাষণ করিলেন। তখন রাজা জনক কৃতাজ্জলিপুটে তাঁহাকে কহিলেন, ভগবন্! আপনি এই সমস্ত সহচর ঋষির সহিত আসন গ্রহণ করুন।

মহারাজা জনক প্রকল্পমুখে মহর্ষি বিশ্বামিত্রকে এইরূপ কহিয়া পুনরায় কৃতাজ্জলিপুটে জিজ্ঞাসিলেন, ভগবন্! এই অসি, তুণ ও শরাসনধারী বীরবর পরাক্রমে অমরগণের অমুরূপ এবং রূপে অশ্বিনীকুমারের ছায় সুরূপ। বোধ হইতেছে যেন, দ্যালোক হইতে দুইটা দেবতা বদচ্ছাক্রমে ভুলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন। যেমন সূর্য্য ও চন্দ্র অন্তরীক্ষকে সূশোভিত করেন, সেইরূপ ইহারা এই প্রদেশকে দার পর নাই অলঙ্কৃত করিতেছেন। এই ক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, এই কাকপক্ষধারী বীরযুগল কাহার পুত্র? কিরূপে ও কি কারণেই বা এই দুর্গম পথে পাদচারে আগমন করিলেন? তপোধন! আপনি সবিশেষ বলুন, ইহা শুনিতে আমার একান্ত কৌতুহল হইতেছে।

১৮০৭৭

বিশ্বামিত্র কহিলেন, মহারাজ! এই যে দুইটা কুমারকে দেখিতেছেন, ইহারা রাজা দশরথের আশ্রজ। মহর্ষি রাম ও লক্ষ্মণের এইরূপ পরিচয় দিয়া তাঁহাদের সিদ্ধাশ্রমনিবাস, রাক্ষসনিবাস, অকুতোভয়ে দুর্গম পথে আগমন, অহল্যার শাপোদ্ধার, গোতমসমাগম, ও হরকাস্মুক নিরীক্ষণার্থে আগমন, এই সকল সংবাদ রাজা জনককে আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিলেন।

অনন্তর সূনির্ম্মল প্রভাতকাল উপস্থিত হইলে মহীপাল জনক প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক রাম ও লক্ষ্মণের সহিত মহর্ষি কৌশিককে আহ্বান করিলেন এবং বেদবিধি অনুসারে সকলের সংকার করিয়া কৌশিককে কহিলেন, ভগবন্! আমি আপনার আজ্ঞাধীন, বলুন, আপনার কোন কার্য্য সাধন করিতে হইবে? বাক্বিশারদ, ধর্ম্মনিষ্ঠ কৌশিক কহিলেন, মহারাজ! আপনার আশ্রয়ে যে ধনু সংগৃহীত আছে এই দুই ক্ষত্রিয়কুমার তাহা দেখিবার জন্ত আগমন করিয়াছেন। আপনি ইহাদিগকে সেই শরাসন প্রদর্শন করুন। তদর্শনে ইহারা সকলকাম হইয়া যথায় ইচ্ছা প্রতিগমন করিবেন।

জনক কহিলেন, তপোধন! যে সূত্রে এই ধনু আমার হস্তগত হইয়াছে আপনি অগ্রে তাহা শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে মহাবল রুদ্র দক্ষযজ্ঞ বিনাশের

নিমিত্ত অবলীলাক্রমে এই শরাসন আকর্ষণ করিয়া রৌষভরে সুরগণকে
কহিয়াছিলেন, সুরগণ! আমি যজ্ঞভাগ প্রার্থনা করিতেছি কিন্তু তোমরা
আমায় লভ্যাংশদানে সম্মত হইতেছ না। এই কারণে আমি এই শরাসন দ্বারা
তোমাদিগের শিরশ্ছেদন করিব।

আদিদেব মহাদেবের এই কথায় দেবগণ একান্ত বিমনায়মান হইয়া
স্তুতিবাক্যে তাঁহাকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ রুদ্র ক্রোধ
সংবরণ করিয়া প্রীতমনে তাঁহাদিগকে ঐ ধনু প্রদান করিলেন। দেবতারা
তাঁহার নিকট ধনু লাভ করিয়া আমার পূর্বপুরুষ নিমির জ্যেষ্ঠ পুত্র মহা-
রাজা দেবরাতের নিকট ন্যাসস্বরূপ উহা রাখিয়া দেন।

অনন্তর একদা আমি হল দ্বারা যজ্ঞক্ষেত্র শোধন করিতেছিলাম। ঐ সময়
লাজলপদ্ধতি হইতে এক কন্ডা উথিতা হয়। ঐ কন্ডা ক্ষেত্র-শোধনকালে
হলমুখ হইতে উথিতা হইল বলিয়া আমি উহার নাম রাখিলাম সোতা। এই
অধোনিস্তব তনয়া আমার গৃহেই পরিবর্তিতা হয়। অনন্তর আমি এই
পণ করিলাম যে, যে ব্যক্তি এই হরকাম্বুকে জ্যা ঘোজনা করিতে পারি-
বেন, আমি তাঁহাকেই এই কন্ডা দিব। ক্রমশঃ সোতা বিবাহযোগ্য বয়ঃ-
প্রাপ্তা হইল। অনেকানেক রাজা আসিয়া তাঁহাকে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন,
কিন্তু আমি উহাকে কাহারই হস্তে সম্প্রদান করি নাই।

পরে নৃপতিগণ ঐ হরধনুর সার জাত হইবার ইচ্ছায় মিথিলায় আগমন
করিতে লাগিলেন। আমিও তাঁহাদিগকে শরাসন প্রদর্শন করিয়াছিলাম
কিন্তু তাঁহারা উহা গ্রহণ কি উত্তোলন করিতে পারেন নাই। তপোধন!
তৎকালে মহাপালগণের এইরূপ বলবার্যের পরিচয় পাইয়াই অগত্যা
তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছি। কিন্তু পরিশেষে যেরূপ ঘটে,
তাহাও শ্রবণ করুন।

ভূপালগণ এইরূপ বার্ষ্যশুদ্ধে কৃতকার্য হওয়া সংশয়স্থল বুদ্ধিতে পারিয়া
একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন, এবং আমিই এই কঠিন পণ করিয়া তাঁহাদিগকে
প্রত্যাখ্যান করিয়াছি নিশ্চয় করিয়া বলপূর্বক কন্ডাগ্রহণের মানসে মিথিলা
অবরোধ করিলেন। নগরীতে বিস্তর উপদ্রব হইতে লাগিল। আমি দুর্গমধ্যে
অবস্থান করিয়া তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলাম। কিন্তু সংবৎসর
পূর্ণ হইতেই আমার দুর্গের সমুদায় উপকরণ নিঃশেষিত হইয়া গেল। তদ-
র্গনে আমি যার পর নাই দুঃখিত হইলাম এবং তপঃসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া

দেবগণের প্রসন্নতা প্রার্থনা করিলাম। অনন্তর তাঁহারা প্রীত হইয়া যুদ্ধার্থ আমায় চতুরঙ্গিনী সেনা প্রদান করিলেন। আমি ভূপালগণের সহিত পুনর্বার সংগ্রামে অবতীর্ণ হইলাম। উভয় পক্ষে বিস্তর লোকক্ষয় হইতে লাগিল। পরে সেই নিবীৰ্য্য সন্ধিগ্ধবীৰ্য্য ভ্রূচাচার পামরেরাও অমাত্যগণের সহিত রণে ভঙ্গ দিয়া চতুর্দিকে পলায়ন করিল।

তপোধন! যাহার নিমিত্ত এত কাণ্ড হইয়াছে সেই কোদণ্ড এক্ষণে রাম ও লক্ষ্মণকেও দেখাইতেছি। যদি রাম উহাতে জ্যা যোজনা করিতে পারেন তাহা হইলে আমি ইহাকে কন্যাদান করিব। ঐ ধনু অষ্টচক্রের এক শকটের উপর লৌহনির্মিত মঞ্জুষামধ্যে স্থাপিত ছিল। রাজার আদেশে অতিদীর্ঘকায় পাঁচ সহস্র মনুষ্য কথঞ্চিৎ উহা আকর্ষণ পূর্বক আনিতে লাগিল।

তখন মিথিলাধিপতি জনক রাম ও লক্ষ্মণকে ধনু দেখাইবার উদ্দেশে কৃতাজ্জলিপুটে মহর্ষি কৌশিককে কহিলেন, ব্রহ্মণ! আমার পূর্বপুরুষগণ এই ধনু অর্চনা করিতেন এবং যে সমস্ত মহাবীৰ্য্য মহীপাল ইহার সার পরীক্ষায় অসমর্থ হন, তাঁহারাও ইহার পূজা করেন। এই ধনুর কথা অধিক আর কি বলিব, মনুষ্য দূরে থাক, সুরাসুর যক্ষরক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর ও উরগেরাও ইহা আকর্ষণ, উত্তোলন, আশ্বলন, এবং ইহাতে জ্যা-যোজনা ও শরসংযোজন করিতে পারেন না। তপোধন! আমি সেই ধনুই আনিইলাম, আপনি উহা এই কুমারদ্বয়কে প্রদর্শন করুন।

অনন্তর কৌশিক রামকে কহিলেন, বৎস! তুমি এক্ষণে এই হরধনু নিরীক্ষণ কর। রাম মহর্ষির আদেশে মঞ্জুষা উদঘাটন ও ধনু নিরীক্ষণ পূর্বক কহিলেন, আমি এই দিব্য ধনু করতলে স্পর্শ করিতেছি। এখন কি ইহা আমাকে উত্তোলন ও আকর্ষণ করিতে হইবে? মহারাজ জনক ও বিশ্বামিত্র তৎক্ষণাত্ তদ্বিষয়ে সম্মতি প্রদান করিলেন। তখন রাম অবলীলাক্রমে ঐ শরাসনের মুণ্ডীগ্রহণ এবং সর্বসমক্ষে তাহাতে জ্যা আরোপণ পূর্বক আকর্ষণ করিলেন। কোদণ্ড তদ্বৎই দ্বিখণ্ডিত হইয়া গেল। বজ্রনির্ঘোষের ঞ্চায় একটা ঘোর ও গভীর শব্দ হইল। পর্বত বিদীর্ণ হইলে ভূভাগ যেমন কম্পিত হয় চারিদিক সেইরূপ কাঁপিয়া উঠিল।

জানকার পরিণয়ে রাজা জনকের যে এতকাল সংশয় ছিল, তাহা অপনীত হইল। তিনি কৃতাজ্জলিপুটে বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, ভগবন্ আমি

এই দাশরথি রামের বীৰ্য্যপরীক্ষা করিলাম। ধনুর্ভঙ্গ ব্যাপার অতি চমৎকার ; আমি মনেও করি নাই যে ইহা কখনও সম্ভব হইবে। এখন রামের সহিত সীতার বিবাহ হইয়া আমার একটা কুলকীর্তি স্থাপিত হউক। বলিতে কি, এত দিনের পব আনার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইল। এক্ষণে আপনি অনুমতি করুন, আমার দূতগণ রথে আরোহণ পূর্বক অবিলম্বে অবোধায় গমন করুক। বিনয় বাক্যে মহারাজ দশাথকে এই স্থানে আনয়ন এবং ধনুর্ভঙ্গপণে রামের সীতালভ হইল, এ কথাও নিবেদন করুক। রাজকুমার রান ও লক্ষণ যে নির্ঝিয়ে আছেন, ইহারা গিয়া এই সংবাদও দিবে।

মহর্ষি বিধামিত্র রাজর্ষি জনকের প্রার্থনায় তৎক্ষণাৎ সন্মত হইলেন। জনকও রাজা দশাথকে এই বৃত্তান্ত জ্ঞাপন ও আনয়ন করিবার নিমিত্ত দূতদ্বয়কে পত্র দিয়া অবোধায় প্রেরণ করিলেন। দূতগণ রাজর্ষি জনকের আদেশে অবোধায় তীক্ষ্ণবেগে যাইতে লাগিল। পথে তিন রাত্রি অত্যন্ত তহুয়া গেল। তাহাদিগের বাহন সকল ক্লান্ত হইয়া পড়িল। ক্রমশঃ বহুদূর আতঙ্ক করিয়া তাহারা অবোধায় উপস্থিত হইল।

অনন্তর ঐ সমস্ত দূতগণ অমর-প্রভাব বৃদ্ধবাচ্য দশবথের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কৃতাজ্ঞালপুটে নিভয়ে বিনীত ও মধুর বাক্যে কহিতে লাগিল, মহারাজ! মহর্ষী ও স্বাত্মকেব সহিত রাজা জনক আপনাকে বাবংবার মেহপূর্ণ বাক্যে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, এবং ভগবান বিধানিত্রের অনুমোদিত কাব্য সংসাদনার্থ কহিয়াছেন, “বিনা ধনুর্ভঙ্গ-পণে কৃতকার্য হইতে পারিবেন, আমি তাহাকেই কণ্ঠাদান করিব, গুরু এই যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম আপনি তাহা অবশ্যই জানেন। অনেক হীনবল ভূপাল এই ধনুর্ভঙ্গে অপারগ হইয়া রোষ-কষায়িত মনে প্রস্থান করিয়াছেন, আপনি ইহাও জানেন। এক্ষণে আপনার পুল রাম বদ্বচ্ছাক্রমে মহর্ষি বিধামিত্রের সহিত আসিয়া সভামধ্যে সেই প্রসিদ্ধ হরধনু দ্বিগুণ করিয়া পণে সীতাকে লাভ করিয়াছেন। অতএব আমি ইহাকে কণ্ঠাদান করিয়া প্রতিজ্ঞাভার হইতে মুক্ত হইব ; আপনি এই বিষয়ে আমায় অনুমতি করুন। মহারাজ! আপনি অবিলম্বে উপাধ্যায় ও পুরোহিতের সহিত মিথিলায় আসিয়া রাম ও লক্ষণকে চক্ষে দৃষ্টি করুন এবং আমাকেও এই কণ্ঠাভার হইতে উদ্ধার করুন। আপনি মিথিলা-রাজ্যে আসিলে পুলহন্যেরই বিবাহমহোৎসব উপভোগ করিতে পারিবেন।”

নরনাথ ! রাজা জনক মহর্ষি কৌশিকের আদেশে এবং পুণ্ড্রোহিত শতানন্দের উপদেশে আপনাকে এইরূপই কহিয়াছেন ।

রাজা দশরথ দূতমুখে এই সংবাদ শ্রবণ পূর্বক যার পর নাই আনন্দিত হইলেন ; এবং বশিষ্ঠ, বামদেব ও মন্ত্রীদিগকে কহিলেন, এক্ষণে বৎস রাম লক্ষণের সহিত মহর্ষি কৌশিকের প্রযত্নে বিদেহ নগরে বাস করিতেছেন । মহর্ষি জনক তাঁহার বলবীৰ্য্যের পবীক্ষা করিয়া তাঁহাকে কন্যাদানের সংকল্প করিয়াছেন । এখন আপনারা যদি জনককে বৈবাহিক সম্বন্ধের যোগ্য বিবেচনা করেন, তাহা হইলে চলুন, আমরা সকলে শীঘ্র বিদেহ নগরে যাত্রা করি, কালাতিপাতের আর অবসর নাই । মন্ত্রিগণ ঋষিদিগের সহিত দশরথের এই প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিলেন । তখন কোশলাধিপতি, পরম প্রীত হইয়া তাহাদিগকে কহিলেন, তবে আমরা কলাই মিথিলাভিমুখে যাত্রা করিব ।

অনন্তর রাত্রি প্রভাতে রাজা দশরথ উপাধ্যায় ও বন্ধুগণে পরিবৃত হইয়া হৃষ্টমনে সূমন্ত্রকে আহ্বান পূর্বক কহিলেন, সূমন্ত্র ! অদ্য ধনাধ্যক্ষেরা সুরক্ষিত হইয়া প্রভূত ধনরত্নের সহিত অগ্রে গমন করুক । আমার আদেশে চতুরঙ্গিণী সেনা সুসজ্জিত হইয়া নির্গত হউক । ভগবান্ বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি, কশ্যপ, দীর্ঘায়ু, মার্কণ্ডেয় ও কতায়ন এই সমস্ত ব্রাহ্মণ অশ্ব ও শিবিকাযোগে যাত্রা করুন । মহারাজ জনকের দূতবা শীঘ্র প্রস্তুত হইবার নিমিত্ত ত্বর দিতেছেন, অতএব আমারও রথে অশ্বযোজনা কর ।

রথ সুসজ্জিত হইলে দশরথ ঋষিগণের সহিত নিষ্ক্রান্ত হইলেন । তাঁহার আদেশে সেনাগণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল । পথে চারি দিবস অতিক্রান্ত হইয়া গেল । সকলে মিথিলায় সমুপস্থিত হইলেন ।

অনন্তর মহীপাল জনক বৃদ্ধ রাজা দশরথের আগমন সংবাদে যৎপরো-
নাস্তি সন্তোষ লাভ করিলেন এবং তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া প্রীতিভরে যথোচিত উপচারে অর্চনা করতঃ কহিলেন, নরনাথ ! আপনি ত নির্ঝিল্লি আসিয়া-
ছেন ? আপনার আগমন আমার ভাগ্যবলেই ঘটয়াছে । এক্ষণে আপনি এই দুই রাজকুমারের বিবাহজনিত প্রীতি অমুভব করুন । সুরগণ পরিবৃত
সুররাজ ইন্দ্রের শ্রায় স্বয়ং ভগবান্ বশিষ্ঠদেব অশ্রাশ্র প্রগণের সহিত
উপস্থিত হইয়াছেন ; ইহাতেও আমার সৌভাগ্য গর্বের পরিসীমা নাই ।
এক্ষণে আমার ভাগ্যগুণে মহাবীর রঘুবংশীয়দিগের সহিত সম্বন্ধ নিবন্ধন

কুল অলঙ্কৃত হইল। মহারাজ! আপনি স্বয়ংই ঋষিগণের সহিত কল্যাণপ্রভাতে যজ্ঞ সমাপনান্তে বিবাহক্রিয়া নির্বাহ করিয়া দিবেন।

রাজা দশরথ মহর্ষিগণ-সমক্ষে জনকের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, বিদেহনাথ! ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় কি আছে? আপনি যে বিষয়ের প্রসঙ্গ করিতেছেন, তাহাতে আমরা সম্মত হইলাম। তখন রাজর্ষি জনক অযোধ্যাবিপতির এইরূপ বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া যার পর নাট আনন্দিত হইলেন।

রজনী প্রভাত হইল। রাজা জনক মহর্ষিগণের সহিত প্রাতঃসবনাদি কার্য সমাধান করিয়া পুরোহিত শতানন্দকে কহিলেন, যে স্থান দিবা ইক্ষুমতী নদী প্রবাহিত হইতেছে, সেই সাংকাশা নামী স্বর্গসদৃশী নগরীতে কুশধ্বজ নামে আমার এক ভ্রাতা বাস করিয়া থাকেন। তিনি অতি ধর্মশীল, তেজস্বী ও মহাবলপরাক্রান্ত। এক্ষণে আমি একবার তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছা করি। তিনি এখানে আসিয়া আমারই সহিত জানকীর বিবাহ-মহোৎসব উপভোগ করিবেন। মহারাজ জনক পুরোহিত শতানন্দকে এইরূপ কহিলে, কার্যকুশল দূতেরা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। শতানন্দও অবিলম্বে তাহাদিগকে সাংকাশা নগরীতে পাঠাইলেন। মহারাজ কুশধ্বজ দূতমুখে জানকীর বিবাহ-সংবাদ শ্রবণ করিয়া জনকের আত্মক্রমে বিদেহনগরে যাত্রা করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া ধর্মপরায়ণ জনককে সন্দর্শন এবং তাঁহাকে 'ও মহর্ষি শতানন্দকে অভিবাদন পূর্বক রাজবোধ্য দিবা আসনে উপবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর অমিতদ্যুতি মহাবীর জনক ও কুশধ্বজ সূদামন নামক মন্ত্রীকে প্রাহ্মান পূর্বক কহিলেন, মন্ত্রী! তুমি গিয়া এক্ষণে দুর্দ্বর্ষ রাজা দশরথকে পুত্র ও অমাত্যগণের সহিত অবিলম্বে এই স্থানে আনয়ন কর। তখন রাজমন্ত্রী সূদামন রঘুকুল-প্রদীপ রাজা দশরথের শিবিরে আগমন করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং অবনত শিরে তাঁহাকে অভিবাদন পূর্বক কহিলেন, নরনাথ! রাজা জনক উপাধায় ও পুরোহিত সমভিব্যাহারে আপনাকে দর্শন করিবার বাসনা করিতেছেন।

মহারাজ দশরথ মন্ত্রীপতির এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ঋষিগণ এবং অমাত্য ও বন্ধুবর্গের সহিত যথায় রাজা জনক উপবেশন করিয়া আছেন, তথায় গমন করিলেন। কহিলেন, মহারাজ! ভগবান্ বশিষ্ঠ

আমাদিগের কুলগুণ। আমাব সকল কার্যো, মুখে যাহা বলিবার তাহা ইনিই বলিয়া থাকেন, ইহা আপনার অবদিত নাই। এক্ষণে ইনিই মহর্ষি বিশ্বামিত্রের অনুমতিক্রমে আমাব কুণ্ডপর্ষ্যায় কীৰ্ত্তন করিবেন।

‘রাজা দশরথ এইরূপ কহিবা তুম্বীশ্বার অবলম্বন করিলেন। ভগবান্ বশিষ্ঠ রাজা জনককে কহিলেন, মহাবাজ ! প্রমাণের অগোচর ত্রক্ষ হইতে অবিনাশী ত্রক্ষা উৎপন্ন হন। ত্রক্ষাব পুত্র মবীচি। মবীচি হইতে কশ্যপ জন্মগ্রহণ করেন। কশ্যপের পুত্র বিবস্বত। বিবস্বত হইতে মনু উৎপন্ন হন। এই মনুই প্রজাপতি নামে অবিহিত হইয়া থাকেন। মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু। এই ইক্ষ্বাকু যমোদার আদ্য রাজা। ইক্ষ্বাকুর কুক্ষি নামে এক পুত্র জন্মে। কুক্ষির পুত্র বিকুক্ষি; বিকুক্ষির পুত্র মহাপ্রভাব বাণ; বাণের পুত্র মণ্ডাপ্রভাব তেজস্বী গনবধ্য। গনবধ্যের পুত্র পথু; পথুর পুত্র ত্রিশঙ্কু। মহারাজ ত্রিশঙ্কুর দুহুমান নামে এক পুত্র জন্মে। ইনি অতি বশস্বী ছিলেন। দুহুমানের পুত্র মহাবশ্ব বনবধ্য; বনবধ্যের পুত্র মাক্রাতা; মাক্রাতার পুত্র সূসন্ধি; সূসন্ধির দুই পুত্র, ক্রবসন্ধি ও প্রসেনজিৎ। তন্মধ্যে ক্রবসন্ধি হইতে বশস্বী ভাবত উৎপন্ন হন। ভাবতের পুত্র মহাতেজা অসিত। এই অসিতের বিপক্ষে চৈতন, তালজয়ে ও শর্শাবন্ধুগণ উখিত হইয়াছিল। তুর্কল অসিত ইহাদিগের সহিত যুদ্ধ প্রবৃত্ত, পরাভূত ও রাজ্যচ্যুত হইয়া দুই মাহিষ্য সহিত ত্রিমাচলে গমন ও মানবলীলা সংবরণ করেন। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, মণ্ডাপ্রভাব অসিতের দুই মাহিষী সনধ্যা ছিলেন। ইহাদিগের মধ্যে একজন অপবিত্র গভ নষ্ট করিবার নিমিত্ত ভক্ষ্য-দ্রব্যে বিষসংযোগ করিয়া দেন। কিন্তু ভগ্ননন্দন চ্যবনের প্রসাদে সেই মাহিষী কালিন্দীর গর্ভে এক পুত্র জন্মিল। তাহার সপত্নী গর্ভবিনাশ-বাসনায় যে গরল প্রয়োগ করিয়াছিল, পুত্র ভূমিও ইহাবাব কালে তাহাও নির্গত হয়; এই কাণ্ডে উহাও নাম সগর হইল। এই সগরের পুত্র অসমঞ্জ। অসমঞ্জ হইতে অংশুমান উৎপন্ন হন। অংশুমানের পুত্র দিলীপ, দিলীপের পুত্র ভগীরথ, ভগীরথের পুত্র ককুৎস্থ। ককুৎস্থ হইতে রঘু জন্মগ্রহণ করেন। রঘুর পুত্র তেজস্বী প্রবন্ধ। ইনি শাপপ্রভাবে নাগশার্শী রাক্ষস হন। পবে ইহাবট নাম কন্যাপাদ হইয়াছিল। ইহার পুত্রের নাম শজ্ঞ। শজ্ঞের পুত্র সূদর্শন; সূদর্শনের পুত্র অগ্নিবর্ণ; অগ্নিবর্ণের পুত্র শীঘ্রগ; শীঘ্রগের পুত্র মক, মকর পুত্র প্রশুশ্রক; প্রশুশ্রকের পুত্র অধবীষ। অধবীষ

হইতে নভষ উৎপন্ন হন। নহষের পুত্র যযাতি; যযাতির পুত্র নাভাগ; নাভাগের পুত্র অজ; অজের পুত্র মহারাজ দশরথ। রাম ও লক্ষ্মণ ইহাবই আশ্রয়। বিদেহনাথ! এই বংশ পরম্পরা পরিশুদ্ধ, মহাবীর, পরম ধার্মিক, সত্যনিষ্ঠ ইক্ষ্বাকুদিগের কুলভূষণ রাম ও লক্ষ্মণেরই নিমিত্ত আপনার কণ্ঠা-দ্বয় প্রার্থনা করা যাইতেছে; আপনি অনুরূপ পাত্রে রূপগুণ-সম্পন্ন কন্যা সম্প্রদান করুন।

মহর্ষি বশিষ্ঠ এইরূপ কহিলে, মহারাজ জনক কৃতাজ্ঞলিপুটে কহিলেন, ভগবন্! কন্যাদানকালে কুলপরিচয় প্রদান করা সদংশীয়দিগের অবশ্য কর্তব্য, সূতরাং আমিও আমাদিগের কুলক্রম কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। নিমি নামে অদ্বিতীয় বীর ধর্মপরায়ণ এক মহীপাল ছিলেন। তিনি স্বীয় কর্মবলে ত্রিলোকমধ্যে বিলক্ষণ খ্যাতিলাভ করেন। তাঁহার পুত্র মিথি; মিথির পুত্র জনক। ইহার নামানুসারে আমাদের বংশপরম্পরা সকলেই জনকশব্দে আহুত হইয়া থাকেন। জনকের পুত্র উদাবসু; উদাবসুর পুত্র নন্দিবর্দ্ধন; নন্দিবর্দ্ধনের পুত্র মহাবীর সুকেতু; সুকেতুর পুত্র মহাবল দেববাত; রাজর্ষি দেববাতের পুত্র বৃহদ্রথ; বৃহদ্রথের পুত্র মহাপ্রতাপ মহাবীর; মহাবীরের পুত্র সুধীর ও সুধীতি। সুধীতি হইতে ধার্মিক ধৃষ্টকেতু জন্মগ্রহণ করেন। ধৃষ্টকেতুর পুত্র হর্ষশ; হর্ষশের পুত্র মরু; মরুর পুত্র প্রতীক্ষক; প্রতীক্ষকের পুত্র মহাবল কার্ত্তিরথ। কার্ত্তিরথ হইতে দেবমৌচ উৎপন্ন হন। দেবমৌচের পুত্র বিবুধ; বিবুধের পুত্র মহীধর; মহীধরের পুত্র কীর্ত্তিরাত; কীর্ত্তিরাতের পুত্র মহারোমণ; মহারোমণের পুত্র স্বর্ণবোমণ; স্বর্ণবোমণের পুত্র ব্রহ্মরোমণ। এই ধর্ম্যস্ত্র মহাশ্রীর দুই পুত্র, তন্মধ্যে আমি জ্যেষ্ঠ এবং আমার ভ্রাতা বীর কুশধ্বজ কনিষ্ঠ। আমাদের বৃদ্ধ পিতা জ্যেষ্ঠ বলিয়া আমারই হস্তে সমস্ত রাজ্য এবং কনিষ্ঠ কুশধ্বজের রক্ষাভার অর্পণ করিয়া বনপ্রস্থান করেন। পরে তিনি লোকলীলা সংবরণ কারিলে আমি অমরপ্রভাব কুশধ্বজকে স্নেহের চক্ষে নিরীক্ষণ ও ধর্ম্যানুসারে রাজ্য-পালন করিতেছিলাম।

অনন্তর কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে সুধম্মা নামে এক মহাবল মহীপাল মিথিলারাজ্য অবরোধ করিবার নিমিত্ত সাংকাশ্যা হইতে আগমন করিলেন। তিনি আসিয়া দূতমুখে এই কথা কহিলেন, যে আমাকে হংকাস্তুক ও কমললোচনা জানকী প্রদান করিতে হইবে। কিন্তু আমি

তাঁহার প্রার্থনায় সম্পূর্ণ অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিল। এই কারণে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হয় এবং আমি তাঁহাকে সমরে পরাজুখ ও সংহার করি। তপোধন! সূধম্বা নিহত হইলে তাঁহার রাজ্যে মহাবীর কুশধ্বজকেই অভিষেক করিয়াছি। এই কুশধ্বজ আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, আমিই ইহার জ্যেষ্ঠ। এক্ষণে আমি প্রীতমনে এই কন্যাই দান করিব। সুরকন্ঠার শ্রায় সুরূপা জানকীকে রামের হস্তে এবং উষ্মিলাকে লক্ষ্মণের হস্তে দিব। এক্ষণে আপনি রাম ও লক্ষ্মণের বিবাহোদ্দেশে গোদান-বিধি ও পিতৃকৃত্য নির্বাহ করিয়া দেন। অদ্য মধ্যাহ্ন। আগামী তৃতীয় দিবসে প্রশস্ত উত্তরফাল্গুনী নক্ষত্রে বিবাহসংস্কার সুসম্পন্ন হইতে পারিবে। এক্ষণে রাম ও লক্ষ্মণের স্নেহোদ্দেশে গো-হিরণ্যাদি দান করা কর্তব্য।

অনন্তর বিশ্বামিত্র মহর্ষি বশিষ্ঠের মতামুসারে রাজা জনককে কহিলেন, মহারাজ! ইক্ষাকু ও বিদেহ এই উভয় কুলের কথা আর কি বলিব, অল্প বংশ কোন অংশেই ইহার তুল্য হইতে পারে না। ফলতঃ সীতা ও উষ্মিলার সহিত রাম ও লক্ষ্মণের এই যোগ সম্বন্ধ সম্যক্ উপযুক্তই হইল; এবং ইহাদের যে প্রকার রূপ ইহা তাহারও অনুরূপ হইল। রাজন্! এক্ষণে আমার আর একটি বক্তব্য আছে, আপনি তাহাও শ্রবণ করুন। আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধর্ম্মশীল কুশধ্বজের সর্দান্ধমুন্দরী দুইটা কন্যা আছে। আমরা রাজ-কুমার ভরত ও শত্রুঘ্নের জন্ত ঐ দুইটিকেও প্রার্থনা করিতেছি।

রাজর্ষি জনক ভগবান্ কোশিকের মুখে তপোধন বশিষ্ঠের অভিপ্রায়ানুরূপ কথা শুনিয়া কৃতাজ্জলিপুটে কহিলেন, তপোধন! যখন আপনারা উভয়ে এই অনুরূপ কুলসম্বন্ধে অনুজ্ঞা দিতেছেন, তখন আমার কুল যে ধন্য, তাহার আর সন্দেহ নাই। এক্ষণে আপনাদিগের যেরূপ অভিরুচি তাহাই হইবে। রাজকুমার ভরত ও শত্রুঘ্নের হস্তে কুশধ্বজের দুইটা কন্যাকেই সম্প্রদান করা যাইবে। আগামী পরশ্ব উত্তরফাল্গুনী নক্ষত্রে ঐ নক্ষত্রে ভগদেবতা আছেন, সুরতায় উহাই বিবাহের প্রশস্ত দিবস। এক্ষণে চারিটা রাজপুত্র একদিনেই চারি রাজকন্ঠার পাণিগ্রহণ করুন।

অনন্তর যশস্বী দশরথ রাজর্ষি জনককে সম্ভাবণ পূর্বক ভগবান বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রকে অগ্রে লইয়া অবিলম্বে তথা হইতে নির্গত হইলেন এবং স্বীয় শিবিরে উপস্থিত হইয়া শ্রাদ্ধকর্ম্ম সমাপন করিলেন। পরদিন প্রভাতে প্রাতঃকালীন গোদানসংস্কার সমুষ্ঠিত হইল। পুত্রবৎসল রাজা পুত্রগণে

শুভসংকল্পে চারি লক্ষ স্বর্ণ-শৃঙ্গম্পন্ন ছদ্মবতী সৎসঙ্গ ধেনু ধর্ম্যানুসারে ব্রাহ্মগণকে কাংস্য দোহনপাত্রের সহিত প্রদান পূর্বক তাঁহাদিগকে প্রার্থনাধিক অর্থদান করিলেন, এবং সেই গোদান-সংস্কার-সংস্কৃত পুত্রগণে পরিবৃত্ত হইয়া লোকপাল পরিবেষ্টিত প্রজাপতির ত্রায় শোভা পাইতে লাগিলেন। মহারাজ দশরথ যে দিবস এই গোদান-সংস্কার সম্পাদন করেন, ঐ দিনে কেকয়রাজের আশ্রয়, ভরতের মাতুল, মহাবীর যুধাজিত ও দশরথের সহিত সাক্ষাৎকার করিবার নিমিত্ত মিথিলায় উপস্থিত হইলেন।

পর দিন অষাধ্যার অধিনাথ, পুত্রগণের সহিত পরম স্নেহে নিশাযাপন পূর্বক প্রভাতে গাত্রোথান করিলেন এবং প্রাতঃকৃত্য সমুদায় সমাধান করতঃ মহর্ষিগণকে অগ্রে লইয়া যজ্ঞবাটে চলিলেন। রাজকুমার রামও বিবাহের মঙ্গলাচার সকল পরিসমাপ্ত হইলে শুভলগ্নে বিজয় মুহূর্ত্তে সর্বাভরণভূষিত ব্রাহ্মগণের সহিত বশিষ্ঠাদি ঋষিগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যজ্ঞভূমিতে গমন করিলেন। তৎপর রাজা দশরথ ঋষিগণ ও পুত্রদিগকে লইয়া সভাপ্রবেশ করিলেন। সকলে সভামধ্যে প্রবেশ করিলে জনক বশিষ্ঠকে কহিলেন, প্রভো! আপনি ঋষিগণের সহিত লোকাভিরাম রামের বিবাহকর্ম্ম নির্বাহ ককন। তখন বশিষ্ঠদেব এই বাক্যে সন্মত হইয়া গৌতমতনয় শতানন্দ এবং কুশিক-নন্দন বিখ্যামিত্রের সহিত বিধানানুসারে যজ্ঞশালায় এক বেদি নিৰ্ম্মাণ করিলেন। ঐ বেদির চারিদিক গন্ধপুষ্পে অলঙ্কৃত। যবাক্ষুরযুক্ত চিত্রকূট, পূর্ণধূপপাত্র, শঙ্খাধার, অর্থভাজন, প্রভৃতি দ্রব্যাদি উহার ইতস্ততঃ শোভা পাইতে লাগিল। মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ ঐ বেদির উপর সমপ্রমাণ দর্ভ মন্ত্রপুত বিয়া বিধানানুসারে আশীর্বাদ করিয়া দিলেন। পরে তথায় বিধি ও মন্ত্র হকারে বলিত্তাপন করিয়া আহুতিপ্রদান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর বাজা জনক সর্বাভরণ-বিভূষিতা সীতাকে আনয়ন এবং রামের ভিষ্মে ও অগ্নির সমক্ষে সংস্থাপন করিয়া কহিলেন, রাম! এই সীতামার দুহিতা; ইনি তোমার সহধর্ম্মিনী হইলেন। তুমি ইহার পাণিগ্রহণ কর, মঙ্গল হইবে। এই মহাভাগা পতিব্রতা ইউন এবং ছায়ারায় নিয়ত তোমার অনুগতা থাকুন। এই বলিয়া রাজর্ষি জনক রামের স্তমন্ত্রপুত জল নিক্ষেপ করিলেন। দেবতা ও ঋষিগণ সাধুবাদ করিতে গিলেন। নিরবচ্ছিন্ন হৃদুভিক্ষনি ও পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল।

রাজা জনক মন্ত্রোচ্চারণ ও জলপ্রক্ষেপ পূর্বক রামকে সীতা সম্প্রদান

করিয়া স্রষ্টামনে লক্ষণকে কহিলেন, লক্ষণ ! এক্ষণে তুমি এই স্থানে আগমন কর. তোমার মঙ্গল হউক। আমি উর্ধ্বীনােকে সম্প্রদান করি, তুমি অবিলম্বে ইহার পাণিগ্রহণ কর। জনক লক্ষণকে এইরূপ কহিয়া ভরতকে কহিলেন, ভরত ! তুমি মাণ্ডবীকে গ্রহণ কর। শক্রয়কেও কহিলেন, শক্রয় ! তুমিও ঐশ্বর্য্যকৃতিকে গ্রহণ কর। তোমরা স্ত্রীল ও ব্রতপরায়ণ। এক্ষণে আর বিলম্ব না করিয়া পত্নীগণের সহিত সমাগত হও।

অনন্তর ঐ চারি রাজকুমার বশিষ্ঠের মতামুসারে ঐ চারিটা রাজকুমারী পাণিগ্রহণ করিলেন। পরে তাঁহারা অগ্নি, বেদি, রাজা জনক, ও মহাদ্ব্য ঋষিগণকে প্রদক্ষিণ করিয়া শান্তোক্ত প্রণালী অনুসারে বিবাহ করিলেন। অন্তরীক্ষ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। দিব্য চন্দ্ৰভি ও অত্যাশ্চর্য্য বাদ্য বাদিত হইতে লাগিল। অপ্সরা সকল নৃত্য এবং গন্ধর্ব্বেরা মধুর স্বরে গান আরম্ভ করিল। তদৃষ্টে সকলের বিশ্ববের আর পরিমাণা রহিল না। পরে রাজা দশরথের পুত্রগণ তিনবার অগ্নি প্রদক্ষিণ করিয়া পত্নীদিগের সহিত শিবিরে গমন করিলেন। দশরথও বরবধুসঙ্গমে নানারূপ মঙ্গলাচরণ করিয়া উহাদিগের অনুগামী হইলেন।*

*আদি কাণ্ডম্। ত্রিসপ্ততিতমঃ সর্গঃ।

তঃ সীতাং সমানীষ সর্বাভবণভূষিতাম্।
সমক্ষমায়েঃ সংস্থাপ্য রাঘবাভিমুখে তদা ॥
অরবীজ্ঞনকো বাজ্রাকৌশল্যামন্দবন্ধনম্।
ইষং সীতা মম সূতা সহধর্ম্মচরী তব ॥
প্রতাচ্ছ চৈনাং ভদ্রং তে পাবিৎ গৃহীষ পাণিনা।
পতিব্রতা মহাভাগা চায়েবানুগতা সদা ॥
হ্যাতুত্বা প্রাক্ষিপদ্ব বাজা মন্ত্রপুতং জলং তদা।
সান্থু সাক্ষিভি দেবানাম্ ঋষীণাম্ বদতাং তদা।
দেব চন্দ্ৰভি নিধোষঃ পুষ্পবগো মহান ভূং ॥
এবং দত্তা সীতাং মনোদকপুংস্তুতাম্।
অরবীজ্ঞনকো বাজা হর্ষেণাভিপরিসুতঃ ॥
বদ্রবাগচ্ছ ভদ্রং তে উর্ধ্বীলামুদ্যতাং মযা।
প্রতাচ্ছ পাবিৎ গৃহীষ মাতুং কালস্য পর্য্যায়ঃ ॥
তমেনংমুগ্ধা জনকো ভব একাভ্যভাষত।
গৃহাণ পাবিৎ মাণ্ডব্যঃ পাণিনা ববুনন্দন ॥
শক্রয়ধর্ম্মাপ ধর্ম্মায়া অত্রবান্ মিথিলেশ্বরঃ।
ঐশ্বর্য্যকৃতে মহাবাহো পাবিৎ গৃহীষ পাণিনা ॥
সর্ব্বৈ ভবন্তু সৌম্যাশ্চ সর্ব্বৈ সূচরিতব্রতাঃ।
পত্নীভিঃ সন্ত কাকুৎস্থ মাতুং কালস্য পর্য্যায়ঃ ॥

পরদিন প্রভাতে মহর্ষি বিশ্বামিত্র রাজা দশরথ ও জনককে সম্ভাষণ পূর্বক হিমাচলে প্রস্থান করিলেন। দশরথ ও রাজধানী অযোধ্যায় গমন করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। তখন মিথিলাধিনাথ জনক প্রকল্পমনে কণ্ঠ্যগণকে বহুসংখ্য গো, উৎকৃষ্ট কষল, কোশেয় বসন, বহুসংখ্য বস্ত্র, সুসজ্জিত হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি এবং সুবর্ণ, রক্ত, মুক্তা ও প্রবাল, কণ্ঠাধন স্বরূপ দান করিলেন। প্রত্যেক কণ্ঠ্যকে শতসংখ্য সখী এবং দাসী ও দাস দিলেন। এইরূপে বিবাহকালীন সমস্ত লৌকিক কার্যই সুসম্পন্ন হইল। তখন মহারাজ জনক দশবথের আদেশে স্বীয় আবাসে প্রবেশ করিলেন। দশরথ ও ঋষিগণকে অগ্রবর্তী করিয়া চতুরঙ্গ বল সমভিব্যাহারে পুত্রদিগকে সঙ্গে লইয়া অযোধ্যাভিমুখে চলিলেন।

ইত্যবসরে পক্ষীগণ অস্তরীক্ষে ভীষণ স্বরে চীৎকার আরম্ভ করিল। ভূতলে মৃগেরা দক্ষিণ দিক দিয়া গমন করিতে লাগিল। একটা প্রচণ্ড বাত্যা উত্থিত হইল। উহার প্রভাবে মেদিনী বিকম্পিত ও মহৌরুহ সকল নিপতিত হইতে লাগিল। গাঢ়তর অন্ধকার সূর্য্যকে আচ্ছন্ন করিল।

ইত্যবসরে ক্ষত্রিয়কুলকালাত্তক জটানুগলধারী ভৃগুনন্দন রাম স্বদেহে কুঠার, করে প্রথর শর ও ভাস্বর শবাসন ধারণ পূর্বক ত্রিপুরাসুর সংহারক ভগবান ব্যোমকেশের ন্যায় তথায় প্রাজ্জ্বলিত হইলেন। রাজা দশরথ ঐ কৈলাসপর্ব্বতের ত্রায় হর্দ্বর্ষ, যুগাস্তবহ্নির ন্যায় তুঃসহ মহাবীরকে সহসা দেখিতে পাইলেন। তিনি আগমন করিয়া দাশরথি নামকে কহিলেন। রাম! আমি তোমার অদ্বৃত বলবীৰ্য্য ও ধনুর্ভঙ্গ

জনকস্য বচঃ শ্রদ্ধা পাণীন্ পানিভিবস্পৃশন্ ।

চত্বারস্তে চ তস্যাং বসিষ্ঠস্য মতে স্থিতাঃ ॥

অগ্নিং প্রদাক্ষণং কৃত্বা বেদিং বাজানমেব চ ।

ঋণীংশ্চাপি মহাস্থানঃ সহভাষ্যা বযুধ্বজাঃ ।

যথোক্তেন ততশ্চকু বিবাহং বিধি পূর্ব্বকম্ ॥

পুষ্পবৃষ্টমহতাসীদন্তবিক্ষাৎ সুভাষবা ।

দিব্যা হ্রদুভি নিযোযৈর্গীতবদিত্রি নিযনৈঃ ॥

ননুতুশ্চাস্পবঃ সজ্জা গজকর্কশ্চ জগুঃ কলম্ ।

বিবাহে রঘুসুখ্যানাং তদভুতমদৃশ্যত ॥

ঈদৃশে বর্তমানেকু তুখ্যোদবৃষ্টিনিদিতৈ ।

ত্রিরগ্নিঃ তে পবিত্রম্য উজ্জীর্থা মহোজসঃ ॥

অথোপকাৰ্যঃ জগ্মুস্তে সভাষ্যা রঘুনন্দনাঃ ।

বাজাপ্যশুযযৌ পশান্ সর্ষিসজ্জ্বঃ সবাক্ষবঃ ॥

সমস্তই শ্রুত হইয়াছি। তুমি যে সেই শৈবধনু অনায়াসে দ্বিখণ্ড করিয়াছ ইহা অতিশয় বিস্ময়ের বিষয় সন্দেহ নাই। আমি এই কথা শ্রবণ করিয়া অন্য এক ধনু গ্রহণ পূর্বক উপস্থিত হইলাম। তুমি এক্ষণে আমার পূর্ব পুরুষগণের এই ভীষণ শরাসনে শরযোজনা করিয়া ইহা আকর্ষণ ও আপনার বল প্রদর্শন কর। এই কার্যে বীৰ্য্য পরীক্ষা হইলে আমি তোমার সহিত বলবৎ দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিব।

জমদগ্নিনন্দন দাশবতিকে আরও কহিলেন, রাম ! দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা দুইখানি কাশ্মুক প্রমত্তসহকাৰে নিৰ্ম্মাণ কবেন। ঐ দুই ধনু সৰ্বলোক-পূজিত সূদৃঢ় ও সাবলং। তন্মধ্যে তুমি যাহা ভাঙ্গিয়াছ, সুরগণ উহা সংগ্রামার্থী ভগবান্ বাসুককে ত্রিপুরাসুর সংহারের জন্ত প্রদান করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় আমারই হস্তে বিদ্যমান। দেবতারা এই শরাসনটী বিশ্বককে দান করিয়াছিলেন। এই পবনুবিজয়ী বৈষ্ণব ধনু সারাংশে শৈব ধনুরই অমুকপ।

কোন এক সময়ে সুরগণ সৰ্বলোকপিতামহ ব্রহ্মাকে রুদ্ধ ও বিষ্ণুর বলাবলের বিষয় দ্বিভ্রাসা করিয়াছিলেন। তখন সত্যসংকল্প ব্রহ্মা সুরগণের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া রুদ্ধ ও বিষ্ণুর মধ্যে বিরোধ উৎপাদন করিয়া দেন। উহাবাত্ত পরস্পর জিগীষা-পরবশ হইয়া ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। ইত্যবসরে বিষ্ণু এক ছফার পবিত্যাগ করেন। সেই ছফার শব্দে ভীষণ শৈব ধনু শিথিল হইয়া যায় এবং কদ্রুদেবও স্তম্ভিত হন। তদবধি দেবতা ও ঋষিগণ বুঝিলেন ত্রিলোকনাথ বিষ্ণুই অধিকবল। পবে ক্রুদ্ধ কদ্রুদেব অল্পকল্প হইয়া প্রসন্ন হইলেন এবং বিদেহনগরে রাজ্যি দেবরাতকে শরের সহিত ঐ শরাসন অর্পণ করিলেন। আর আমাব হস্তে যে এই কোদণ্ড দেখিতেছ ইহা প্রথমতঃ বিষ্ণু মহর্ষি ঋটীককে প্রদান করিয়াছিলেন। পরে মহাতেজা ঋটীক আমার পিতা জমদগ্নিকে প্রদান করেন। অনন্তর একদা তপোবলসম্পন্ন মহাত্মা জমদগ্নি এই বৈষ্ণব ধনু পরিত্যাগ করিলে হৈহয়বিপতি অর্জুন অদম্যবুদ্ধি আশ্রয় করিয়া তাঁহাকে বধ করেন। রাম ! আমি পিতার এই বিসদৃশ দাকণ বিনাশবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ক্রোধ-ভরে ক্ষত্রিয়কুল উৎসন্ন করিয়াছিলাম। পরে সমগ্র পৃথিবী অধিকার পূর্বক যজ্ঞাণ্ডে উহা মহাত্মা কাশ্যপকে দক্ষিণাদান করিয়া মহেন্দ্রপর্বতে তপঃসাধন করিতেছিলাম, ইত্যবসরে শুনিলাম, তুমি জনকালয়ে হরধনু

ভাঙ্গিয়াছ। আমি এই বার্তা শুনিবামাত্র অতিশয় ব্যস্তসমস্ত হইয়া তোমার নিকট উপস্থিত হইলাম। এক্ষণে তুমি ক্ষত্রিয় ধর্মের মর্যাদা রক্ষা করিয়া আমাব এই পৈতৃক শ্রবাসন গ্রহণ ও ইহাতে শর-সংবোজন কর। যদি তুমি এই বিষয়ে কৃতকার্য হও তাহা হইলেই আমি তোমার সহিত বন্দুক করিব।

দাশরথি রাম ক্রোড়ে একান্ত অধীর হইয়া জামদগ্ন্যের হস্ত হইতে অবলীলাক্রমে শর ও শ্রবাসন গ্রহণ করিলেন এবং ঐ শ্রবাসনে গুণযোগ ও শবসংযোগ করিয়া কোপাকুলিত বাক্যে কাহলেন, জামদগ্ন্য ! তুমি ব্রাহ্মণ, বিশেষতঃ বিশ্বামিত্র সম্বন্ধে আমার পূজনীয় হইতেছ ; কেবল এই কাবণেই আমি প্রাণহব শর পরিভ্যাগ করিতে পারিতেছি না। কিন্তু এই দিব্য শবসন্ধান কখনই ব্যর্থ হইবাব নহে। এক্ষণে বল ইহা দ্বারা তোমার তপঃ-সঞ্চিত লোকসমুদায়, কি তোমার আকাশগতি, কেন্‌টি নষ্ট করিব ? ঐ সমক ব্রহ্মাদি দেবতা ও ঋষিগণ এবং গন্ধর্ব্ব, অঙ্গর, সিন্ধু, চারণ, কিন্নর, যক্ষ, রক্ষ ও উবগগণ এই অদৃত ব্যাপার নিরীক্ষণ করিবার নিমিত্ত তথায় সমাগত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের সমক্ষেই জামদগ্ন্যের তেজ রামে সংক্রমিত হইয়া গেল ; জামদগ্ন্যও নিবীৰ্য্য ও স্তম্ভিত হইলেন এবং রামেব প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। অনন্তর তিনি পদ্মপলাশলোচন রামকে মৃদু বচনে কহিতে লাগিলেন, বাম ! আমি যখন মহর্ষি কাশ্যপকে সমগ্র বহুদ্রব্য দান করি, তখন তিনি আমাকে কহিয়াছিলেন, তুমি আমার রাজ্যে আর বাস করিতে পারিবে না। আমি তাঁহার এই প্রতিশোধে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়াছিলাম। তদবধি আমি পৃথিবীতে আর রাজ্যবাস করি না। অতএব তুমি এক্ষণে আমাব গতিনাশ করিও না, আমি এই গতিবলে মানসবৎ বেগে মহেন্দ্র পার্বতে যাত্রা করিব। আব আমি তপোভূষ্ঠান দ্বারা যে উৎকৃষ্ট লোক লাভ করিয়াছি তুমি এই শরদণ্ডে তাহা সংহার কর। বাব ! এই বক্ষব শ্রবাসন গ্রহণ করাতেই আমি বুঝিলাম, তুমি সাক্ষাৎ পুরুষোত্তম। তুমি অবিনশী বিষ্ণু। জগৎ তোমার প্রতিদ্বন্দী কেহ নাই। তুমি ত্রিলোকের অধীশ্বর।

মহাপ্রতাপ জামদগ্ন্য এইকপ কহিলে শ্রীমান্ রাম লক্ষ্যে শর নিক্ষেপ করিলেন। জামদগ্ন্যের তপোবল-সঞ্চিত লোক সকল বিনষ্ট হইল। জামদগ্ন্যও মহেন্দ্র পার্বতে গমন করিলেন।

রাজা দশরথ সঠৈন্যে অযোধ্যায় উপস্থিত হইলেন। রমনীয় অযোধ্যা কুসুমের অপূর্ণ রচনায় সুশোভিত এবং উহার রাজপথ সকল জলসেকৈ সিক্ত ও ধ্বজপটে অলঙ্কৃত হইয়াছে। তুর্ধারব উহার চতুর্দিকে নিরন্তর প্রতিক্ষণিত করিতেছে। পুরবাসিরা মাঙ্গল্যদ্রব্যহস্তে দণ্ডায়মান। সর্বত্রই লোকারণ্য, রাজপ্রবেশদর্শনে সকলেরই মুখ একান্ত উজ্জ্বল হইয়াছে। দশরথ পুল্লগণের সহিত হিমাচলের ত্রায় ধবল স্বীয় প্রিয় আবাসে প্রবেশ করিলেন। দেবী কোশল্যা, স্মিত্রা ও কৈকেয়ী প্রভৃতি রাজমহিষীরা মঙ্গলাচরণ পূর্বক হোমপুত কোশেয়বস্ত্র-শোভিত বধূগণকে প্রত্যাগ্রহ করিলেন। এবং উহাদিগকে অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া গৃহদেবতাদিগকে প্রণাম ও নমস্যাদিগকে নমস্কার করাইতে লাগিলেন।

প্রবেশোপযোগী মঙ্গলাচার সকল পরিসমাপ্ত হইলে। বধূগণ নির্জনে পুলকিতমনে ভর্তৃগণের সহিত সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতি ভ্রাতৃগণও ধনজনে পূর্ণ হইয়া পিতৃভগ্নবায় প্রবৃত্ত হইলেন।

অযোধ্যাকাণ্ড ।

অনন্তর রাজা দশরথ যোগ্য অবসরে আপনার ও প্রজাগণের হিতার্থে এবং রামের ও প্রজাগণের প্রতি স্নেহ প্রদর্শনার্থ রামকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন । তিনি মন্ত্রীগণ দ্বারা নানা নগর ও জনপদের প্রধান প্রধান লোকদিগকে আনাইলেন এবং মর্যাদা অনুসারে তাঁহাদিগকে বাসগৃহ ও নানাপ্রকার বাসোপযোগী বস্ত্র প্রদান করিলেন । অনন্তর রাজা হৃন্দভিসদৃশ গভীর ও মধুর স্বরে চতুর্দিক প্রতিধ্বনিত করিয়া পারিষদগণকে আমন্ত্রণ ও তাঁহাদিগের চিত্ত আকর্ষণ পূর্বক হিতকর ও প্রীতিকর বাক্যে কহিলেন, পারিষদগণ ! আমার পূর্বপুরুষেরা এই বিস্তীর্ণ রাজ্য পুত্রনির্বিশেষে প্রতিপালন করিয়া আসিয়াছেন তোমরা ইহা অবশ্যই জান । এক্ষণে আমি সেই ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি নৃপতির প্রতিপালিত সুখোচিত সমস্ত সাম্রাজ্যে সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধির প্রস্তাব করিতেছি । দেখ আমি পূর্বতন নিয়ম অবলম্বন পূর্বক আশ্রয়স্থ-নিরপেক্ষ হইয়া প্রতিনিয়ত প্রজাগণের বক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছি । আমি সমস্ত লোকের হিতাচরণে দীক্ষিত হইয়া পথতত্ত্বের ছায়ায় এই শরীর জীর্ণ করিয়াছি । এক্ষণে বহু বৎসর আমার বয়ঃক্রম হইয়াছে, অতঃপর আমার ইচ্ছা এই যে, এই জীর্ণ দেহকে এককালে বিশ্রাম দেই । আমি লোকের যে গুরুতর ধর্মভার বহন করিতেছি, নিরঙ্কুশ মহাশয় ইহার ত্রিসীমায় বাইতে পারে না, এবং ইহা বীর-পুরুষেই সম্যক উপযুক্ত । আমি এক্ষণে সেই গুরুভারে একান্ত পারিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি । অতএব এই সকল উপস্থিত ব্রাহ্মণের অনুমতি গ্রহণ পূর্বক পুত্রকে প্রজাগণের হিতসাধনে নিয়োগ করিয়া বিশ্রামলাভের ইচ্ছা করি । আমার আয়ুজ মহাবীর রাম আমারই সমস্ত গুণ অধিকার করিয়া জগৎগ্রহণ করিয়াছেন । তিনি বলবীৰ্য্যে সুররাজ ইন্দ্রের অনুরূপ । এক্ষণে আমি সেই পুণ্যবিহারী চন্দ্রের ত্রায় প্রিয়দর্শন ধার্মিকপ্রধান রামকে প্রীতমনে যৌবরাজ্যে নিয়োগ করিব ।

নীল মেঘ দেখিলে ময়ূর যেমন সন্তুষ্ট হয়, ভূপালগণ মহারাজ দশরথের বাক্য সেইরূপ সন্তোষের সহিত স্বীকার করিলেন । তখন সভামধ্যে সর্বাগ্রে

সামন্তরাজগণের আনন্দকোলাহল উত্থিত হইল। পরে জনসাধারণের আন্দোলনে মেদিনী কম্পিত হইতে লাগিল। অনন্তর ব্রাহ্মণ ও সেনাপতিগণ পুরবাসী ও জনপদবর্গের সহিত ধর্মার্থকুশল মহাপাল দশরথের অভিপ্রায় সম্যক অবগত হইয়া ঐক্যমত অবলম্বন পূর্বক মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন, এবং ভূপালকৃত প্রস্তাব মীমাংসা করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, মহারাজ ! আপনার বয়ঃক্রম বহু বৎসর হইল। আপান বৃদ্ধ হইয়াছেন ; এই কারণে রামকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করাই আপনাব শ্রেয়ঃ। অনন্তর মহারাজ দশরথ সারথি স্তম্ভকে আহ্বান পূর্বক কহিলেন, স্তম্ভ ! তুমি ধার্মিক রামকে শীঘ্র এই স্থানে আনয়ন কর।

তখন স্তম্ভ রামকে রথে আরোপণ পূর্বক তাঁহার নিকট আনয়ন করিলেন। রাজসভায় মণিমণ্ডিত সুবর্ণময় রমণীয় এক সিংহাসন রামের জ্যেষ্ঠ আনীত হইল। রাজা দশরথ তত্পরি তাঁহাকে উপবেশন কবিত্তে অনুমতি দিলেন। রাম উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর তিনি রামকে কহিলেন, বৎস ! তুমি আমার সর্বপ্রধানা সর্বাংশসদৃশী মহিষী কৌশল্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। তুমি সর্বাংশে আমার অনুরূপ এবং সকল পুত্রের মধ্যে তুমিই সর্বগুণে গুণবান ; এইজন্ত আমি তোমাকে বৎসরোনাশ্চি স্নেহ করিয়া থাকি। তুমি নিজ গুণে এই প্রজাগণকে অনুরক্ত করিয়াছ ; অতএব এক্ষণে চল্লের পুণ্যাসংক্রম হইলে স্বয়ং যৌবরাজ্যের ভার গ্রহণ কর। রাম ! তুমি স্বভাবতঃই গুণবান। তথাচ আমি স্নেহের বশবর্তী হইয়া তোমাকে কিছু হিতোপদেশ প্রদানের ইচ্ছা করি। দেখ, তুমি যদিও বিনীত, তথাচ অপেক্ষাকৃত বিনয়ী হইয়া প্রতি-নয়িত ইন্দ্রিয়-নিগ্রহে যত্নবান হও। কামক্রোধনিবন্ধন বাসন পরিত্যাগ করিয়া অস্বাগার, ধনাগার ও ধাত্মাগার পরিপূর্ণ রাখিয়া পবোক্ষ ও অপবোক্ষবিচাব দ্বারা অমাত্যাদি প্রজাবর্গের অনুবাগ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হও। বিনি অভিমত প্রজাদিগকে অনুরক্ত করিয়া রাজ্যপালন করেন, অমৃতলাভে দেবতার আশ্রয় মিত্রগণ তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। অতএব বৎস ! তুমি আপনাকে এইরূপে নিয়ন্ত্রিত করিয়া স্বকর্তব্য পর্যালোচনে যত্নবান হও।

অনন্তর রামকে বিদায় দিয়া রাজা দশরথ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তথায় রামকে পুনরায় ডাকাইয়া কহিলেন, বৎস ! অদ্য প্রজাবর্গ তোমারই হস্তে পালনভার দেখিবার বাসনা করিতেছে, এইজন্ত আমি তোমাকেই রাজ্যে অভিষেক করিব। বিশেষতঃ আজ আমি নিদ্রাযোগে বড় অশুভ

দুগ্ধ দেখিয়াছি ; যেন দিবাভাগে বজ্রাঘাত ও ঘোররবে উদ্ধাপাত হইতেছে । দেবজেরা কহিতেছেন, সূর্য্য, মঙ্গল ও রাহু এই তিন দারুণ গ্রহ আমার জন্ম-
নক্ষত্র আক্রমণ করিয়াছেন । এইরূপ অশুভ নিমিত্ত উপস্থিত হইলে প্রায়ই
রাজা বিপদস্থ হন ; এমন কি, তাঁহার মৃত্যুঘটনাও ইহাতে সম্ভবপর হইতে
পাবে । বৎস ! মনুষ্যের চিত্ত স্বভাবতঃ অস্থির । অতএব আমার মনে
ভাবান্তর উপস্থিত না হইতেই তুমি রাজ্যভার গ্রহণ কর । অদ্য পুনর্বার
নক্ষত্রে চন্দ্রের সঞ্চার হইয়াছে । জ্যোতির্বেত্তারা কহিতেছেন, চন্দ্রের
দুর্ভাগ ভাগ আগামী দিবসে ঘটবে । এক্ষণে আমি তোমায় যৌবরাজ্য
দবার জন্ত ব্যগ্র হইয়াছি । ইচ্ছা কলাই তোমাকে অভিষেক করিব । অত-
এব তুমি আজিবার রাত্রিযোগে বধু সীতার সহিত নিয়ম অবলম্বন ও
ঔপবাস করিয়া কুশল্যায় শয়ন করিয়া থাকিও ।

এদিকে দেবী কৌশল্যা রামের রাজ্যাভিষেকের কথা শুনিয়া, স্মিত্রা,
পিতা ও লক্ষণের সহিত দেবগৃহে গমন পূর্ব্বক নিম্নলিখিতেন্ত্রে পুরাণপুস্তককে
দান করিলেন, এবং স্মিত্রা, পিতা ও লক্ষণ তাঁহার শুশ্রূষা করিতে
লাগিলেন । ইত্যবসরে রাম তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, জননী
দ্রবন্ধ পানবান ও মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক দেবভবনে দেবপূজায় প্রবৃত্ত হইয়া
সাঁহারই রাজশ্রী প্রার্থনা করিতেছেন । পরে তিনি জননীকে অভি-
দান পূর্ব্বক শুভসংবাদে পুলকিত করিয়া কহিলেন, জননি ! পিতা
তোমাকে প্রজাপালনভার অর্পণ করিয়াছেন । তাঁহার আজ্ঞা হইল যে,
গাই আমার রাজ্যাভিষেক হইবে । এক্ষণে জানকী এই রজনী আমার
সহিত উপবাস করিয়া থাকিবেন, উপাধায়েরা এই ব্যবস্থা দিয়াছেন এবং
পিতাও আমাকে এইরূপ কহিয়া দিলেন । অতএব কল্য রাজ্যাভিষেকে
নাকীর যে সকল মঙ্গলাচার আবশ্যিক, আপনি আজিই তাহার আয়োজন
করুন ।

দেবী কৌশল্যা রামের মুখে চিরদিনের কামনা সফল হইবে শুনিয়া
ঈশদগদ বাক্যে কহিলেন, রাম ! চিরজীবী হও, তোমার শত্রু দূর হউক ।
মি রাজশ্রীলাভ করিয়া আমার ও স্মিত্রার অন্তরঙ্গদিগকে আনন্দিত কর ।
হা ! আমি কি শুভক্ষণেই তোমাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলাম । ঐ
নে লক্ষণ কৃতাজলিপুটে বিনীতভাবে উপবিষ্ট ছিলেন । রাম তাঁহার প্রতি
ঔপাত পূর্ব্বক হাস্যমুখে কহিলেন, লক্ষণ ! এক্ষণে তোমাকেও আমার

সহিত এই রাজ্যভার বহন করিতে হইবে। তুমি আমার দ্বিতীয় অন্তরায়, সূতরাং রাজক্ৰী আমার শ্রায় তোমাকেও আশ্রয় করিয়াছেন। বৎস! আমার জীবন ও রাজ্য কেবল তোমারই নিমিত্ত; অতএব তুমি ইচ্ছামুৰূপ ভোগসুখ উপভোগ কর। রাম ভ্রাতা লক্ষ্মণকে এইরূপ কহিয়া কৌশল্যা ও স্মিত্রাকে অভিবাদন পূৰ্ব্বক তাঁহাদের আজ্ঞাক্রমে জানকীর সহিত স্বভবনে গমন করিলেন।

এদিকে রাজা দশরথ কুলপুরোহিত বশিষ্ঠকে কহিলেন, তপোধন! অদ্য আপনি রামের বিব্রশান্তি ও রাজ্যপ্রাপ্তির নিমিত্ত সীতা ও তাঁহাকে উপবাস করিবার আদেশ প্রদান করিয়া আসুন। মহর্ষি বশিষ্ঠ রামের নিকট আশ্রয় পূৰ্ব্বক কহিলেন, বৎস! রাজা দশরথ তোমার প্রতি অতিশয় প্রসন্ন হইয়াছেন। তিনি তোমারই হস্তে সমস্ত সাত্রাজ্যভার অর্পণ করিবেন। অদ্য তুমি জানকীর সহিত উপবাস করিয়া থাকিও কল্যাণ প্রাপ্তে মহারাজ প্রীতিসহকারে তোমায় রাজপদে অধিকৃত দেখিবেন এই বলিয়া বিস্কন্ধস্বভাব মহর্ষি মন্তোচ্চারণ পূৰ্ব্বক জানকীর সহিত রাম উপবাসের সংকল্প করাইলেন এবং তৎপ্রদত্ত পূজা গ্রহণ করিয়া তাঁহার অমিতে তথা হইতে নিজ্রাস্ত হইলেন।

বশিষ্ঠদেব বিনায় গ্রহণ করিলে রাম কৃতজ্ঞান হইয়া বিশাললোচন জানকীর সহিত একান্তমনে নারায়ণের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি ঐ মহান্ দেবতাকে নমস্কার করিয়া হবিঃপাত্র গ্রহণ পূৰ্ব্বক তাঁহার উদ্দেশে প্রজ্জ্বলিত হতাশনে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। পরে হবির ছোমাস শেষ ভক্ষণ পূৰ্ব্বক নারায়ণধ্যান ও তাঁহার নিকট আপনার ইষ্টসিদ্ধি প্রার্থা করিয়া মৌনভাবে ঐ দেবালয়ের মধ্যেই সীতার সহিত কুণ্ঠযায় শয়ন করিয়া রহিলেন। রাত্রি প্রহর মাত্র অবশিষ্ট থাকিতে রাম শয্যা হইতে প্রাতোত্থান করিয়া অধিকৃত লোকদিগকে সুপ্রণালীক্রমে গৃহসজ্জায় অমুমতি প্রদান করিলেন। ঐ সময় সূত, মাগধ ও বন্দিগণ শরীরী প্রভাত হইয়া দেখিয়া, মধুর স্বরে মঙ্গলগীত গান করিতে প্রবৃত্ত হইল। রাম পূৰ্ব্বসন্ধ্যা উপাসনা সমাপন পূৰ্ব্বক সমাহিতচিত্তে গায়ত্রী জপ করিতে লাগিলেন অনন্তর তিনি পবিত্র পটবস্ত্র পরিধান পূৰ্ব্বক নারায়ণের স্তুতিবাদ ও বন্দন করিয়া বিপ্রগণ দ্বারা স্তুতিবাচন করাইলেন। তুর্য্যধ্বনি এবং বিপ্রগণে মধুর ও গভীর পুণ্যাহ ঘোষে সমস্ত রাজধানী প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।

তৎকালে রাম জানকীর সহিত উপবাস করিয়া আছেন এই সংবাদে নগরবাসী সকলেই বার পর নাই আনন্দিত হইল।

মহুবা রাজমহিষী কৈকেয়ী দাসী। কৈকেয়ী ঐ অনাথাকে মাতৃকাল হইতে আনয়ন করেন এবং আপনার নিকটে রাখিয়াই তাহাকে প্রতিপালন করিতেন। প্রাতঃকালেই নগরীর চতুর্দিকে তুমুল জনকোলাহল উথিত হইয়াছে। মহুবা ইহাৰ কারণ জানিবার জন্য যদৃচ্ছাক্রমে শশাঙ্কধ্বল প্রাসাদের উপর উঠিল। দেখিল, অবোধার সমস্ত রাজপথ চন্দনজলে সিক্ত এবং রক্তোৎপলে শোভিত হইয়াছে। চতুর্দিকে উৎকৃষ্ট ধ্বজদণ্ড ও পতাকা। কোন স্থানে নিম্নোন্নত পথ এবং কোথাও বা গতিসৌকর্য্যের জন্য বিস্তৃত পথ পঙ্কত হইয়াছে। সকলেই কৃতজ্ঞান। বিপ্রগণ মালা ও মাদক হস্তে কোলাহল করিতেছেন। সমস্ত দেবালয়ের দ্বারদেশ স্তম্ভাধীন। চারিদিকে বাদ্যধ্বনি হইতেছে। সকলেই আমোদে উন্মত্ত। বদগান নগর ভেদ করিয়া উঠিতেছে। এবং হস্তী, অশ্ব, গো, বৃষ পর্য্যন্ত যানন্দনাদ করিতেছে। পবিচারিকা মহুবা অবোধায় এইরূপ উৎসবের যোগ্যজন দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন। অনন্তর সে অদূরে এক দ্বারকে ধবল পটবস্ত্র পবিধান পূর্ব্বক হর্ষোৎকৃষ্ট লোচনে দণ্ডায়মান দেখিয়া জিজ্ঞাসিল, ধানি! বামজ্ঞননী কোশলা বায়কুষ্ঠ হইয়াও আজ কি কারণে হা আনন্দে ধন দান করিতেছেন? আজ সকলেই আন্তরিক হর্ষের কারণ কি? আজ মহাপালট বা এমন কি কার্য্য করিবেন? তখন ধাত্রী বাবেগে পিঙ্গল হইয়া কহিল, মহুবে! আজ মহাবাজ শান্তপ্রকৃতি শীল বামকে যৌবরাজ্য পদান করিবেন।

অসামুদর্শিনী মহুবা ধাত্রীমুখে এই কথা শুনিমাত্র ক্রোধে প্রাজ্জলিত হইয়া উঠিল এবং সেই কৈলাসশিখরাকার প্রাসাদ হইতে অবতীর্ণ হইয়া যনগৃহে কৈকেয়ীকে গিয়া কহিল, মূঢ়ে! গাত্রোথান কর, বৃথা আর কেন যন করিয়া আছ। তোমার সর্বনাশ উপস্থিত। তুমি কি বুঝিতেছ না যে ঋভর প্রবলবেগে তোমায় পীড়ন করিতেছে? তুমি মহারাজের অপ্রিয়, যে কেন নিরর্থক সৌভাগ্য-গর্বে ক্ষীণ হও? গ্রীষ্মকালীন নদীস্রোতের মত তোমার সৌভাগ্য ক্ষণস্থায়ী সন্দেহ নাই।

মহুবা ক্রোধভরে এইরূপ কঠোর কথা কহিলে কৈকেয়ী বিষণ্ণ হইয়া

জিজ্ঞাসিলেন, মম্বরে! আমার কি কোন অমঙ্গল ঘটিয়াছে? আজ কি কারণে তোমাকে বিষয় ও হুঃখিত দেখিতেছি?

বচনচতুরা মম্বরা বাহ্য আকারে আরও বিষাদের লক্ষণ দেখাইয়া তাঁহার মনে রামের প্রতি বিদ্বেষ উৎপাদনের জন্য পূর্ববৎ ক্রোধে কহিতে লাগিল, দেবি! তোমার সর্বনাশের উপক্রম হইতেছে। মহারাজ রামকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিবেন। আমি ত আপাততঃ এই বিষদের প্রতিকার কিছুই দেখিতেছি না। রামের অভিষেকের কথা শুনিয়া আমার মনে ভয়, দুঃখ, শোক যুগপৎ উপস্থিত হইয়াছে। সর্বাঙ্গ বেন দগ্ধ হইয়া বাইতেছে।

রাজমহিষী কৈকেয়ী শাবদীয় চল্লকলার ন্যায় হস্তমুখে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন এবং রামের শুভ অভিষেক সংবাদে যার পর নাই বিস্ময়াবিষ্ট ও সন্তুষ্ট হইয়া মম্বরাকে পারিতোষিক স্বরূপ উৎকৃষ্ট অলঙ্কার প্রদান পূর্বক প্রদূরমনে কহিলেন, মম্বরে! তুমি আমার আজ কি আল্লাদের কথাই শুনাইলে! এক্ষণে আমার এমন কি আছে যাহা প্রদান করিলে এই স্তব্ধবাদের অনুরূপ হইতে পারে। বৎস রাম ও ভরত উভয়েই আমার পক্ষে সমান; স্তব্ধবৎ মহাবাজ যে রামকে রাজ্যদান করিবেন, ইহাতে আমারই অধিকতর সন্তোষ। বলিতে কি, ইহা অপেক্ষা প্রীতিকর সংবাদ আর আমার কিছুই নাই। মম্বরে! তুমিই আজ তাহা আমার শুনাইলে। এক্ষণে বল তোমার কি প্রার্থনীয় আছে, আমি তোমাকে তাহাই দান করিব।

তখন মম্বরা হুঃখক্রোধে একান্ত অধীৰ হইয়া পারিতোষিক-অলঙ্কার দ্বয়ে নিক্ষেপ করিল এবং কৈকেয়ীর প্রতি অম্বা প্রদর্শন পূর্বক কহিতে লাগিল কৈকেয়ী! তুমি কি জন্য অবত্যাগানে হর্ষ প্রকাশ করিতেছ? তুমি বিবুঝিতেছ না যে অতঃপর তোমার হুঃখের পারাবারে পড়িতে হইবে! দেবী কোশল্যা অতি ভাগ্যবতী আজ শুভক্ষণে ব্রাহ্মণেরা তাঁহার পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিবেন। রাজ্য তাঁহার হইল, শত্রু সকল দূর হইয়া গেল। এক্ষণে তিনি মনের আনন্দে থাকিবেন, আর তুমি দাসীর ন্যায় কৃতজ্ঞলিপুটে তাঁহার অনুবৃত্তি করিবে। আমরা তোমার ন্যায় তাঁহার দাসী হইয়া থাকিব এবং ভরত ও রামের দাস হইবে। সীতা সখীগণের সহিত আমোদ আল্লাদ করিবেন, আর তোমার বধু ভরতের প্রভাব পরাহত দেখিয়া মনের দুঃখে ম্রিয়মাণ হইবে।

কৈকেয়ী মম্বরাকে রামের প্রতি এইরূপ অপ্রীতিভাব প্রদর্শন করিতে

দেখিয়া তাঁহার গুণের কথা উল্লেখ পূর্বক কহিতে লাগিলেন, মহুরে ! বৎস-
রাম ধার্মিক, গুণবান, সুশিক্ষিত, কৃতজ্ঞ, সত্যবাদী ও পবিত্র স্বভাব।
তিনি মহারাজের জ্যেষ্ঠ পুত্র স্তব্রাং রাজ্য সম্পূর্ণই তাঁহাকে অর্শিতে পারে।
তিনি ভ্রাতা ও ভৃত্যদিগকে পিতার ন্যায় প্রতিপালন কবেন, অতএব
তুমি কেন তাঁহার অভিষেক-সংবাদে এইরূপ পরিতাপ করিতেছ ? রামের
পবেই ত আবার ভরতের পৈতৃকরাজ্যে অধিকার ; তবে কেন
তুমি এই উৎসবের সময় অন্তর্জালায় দগ্ধ হইতেছ ? আমি যেমন স্বপুত্র
ভরতের শুভাকাঙ্ক্ষী, তদ্রূপ বা তদপেক্ষা অধিক রামের শুভকামনা করিয়া
ধাকি, এইজন্য রামও জননীর অধিক আমাব সেবা কবেন। এক্ষণে
রাজ্য যদিও বামেব হয় তথাচ উহা ভবতেরই হইবে, কারণ রাম আত্মনির্ভি-
শেষে ভ্রাতৃগণকে দেখিয়া থাকেন।

তখন মহুবা অতিশয় দুঃখিত হইল এবং দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক
কহিল, কৈকেয়ি ! যাহা শুভ, তাহাই তুমি কুদৃষ্টিতে দেখিতেছ। দুঃখ, শোক
ও বিপদ তোমাকে আক্রমণ করিতেছে, কিন্তু তুমি নিরোধ বলিয়া আপনার
দুরবস্থা কিছুই বুঝিতেছ না। এখন রাম রাজ্য হইতেছে, ইহার পর আবার
তাহার পুত্রও রাজ্য পাইবে, স্তব্রাং ভরত এককালেই রাজবংশ হইতে
পবিত্র হইলেন। দেখ, রাজার সকল পুত্র কিছু রাজ্য পান না ; পাইলে
একটা মহান্ অনর্থ উপস্থিত হয় ; এইজন্য নৃপতির পুত্রগণের মধ্যে হয়
সর্বজ্যেষ্ঠ না হয় যিনি সর্বাপেক্ষা গুণশ্রেষ্ঠ তাঁহাকেই রাজ্যের ভারার্ণণ
কবেন। এইরূপ ব্যবস্থা থাকাতাই কহিতেছি, অতঃপর ভরত অনাথের
ন্যায় রাজবংশ ও স্থগসৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইবেন। রাম ও লক্ষণ
পবম্পর পরস্পরের রক্ষক। দুই অধিনীকুমারের ন্যায় তাহাদের সৌভ্রাতৃ
সম্বন্ধ বিদিত আছে। এইজন্য রাম ভ্রাতা লক্ষণের কিছুমাত্র অনিষ্ট
করবে না। কিন্তু সে যে ভবতের প্রাণহস্তা হইবে, তাহাতে কিছু-
মাত্র সন্দেহ নাই। এক্ষণে ভরত রাজগৃহ হইতে বনপ্রস্থান ককন,
আমাদ ত ইহাই প্রীতিকর বোধ হইতেছে। হা ! বৎস ভবত চিরকাল
সুখে প্রতিপালিত হইয়া আগিয়াছেন, এখন তিনি রামের সহজ শত্রু, রামের
উন্নতি তাঁহার অবনতি, স্তব্রাং তিনি রামের বশে থাকিয়া আর কিরূপে
রাচিবেন। দেবি ! অরণ্যে সিংহের আক্রমণ হইতে যেমন হস্তীকে রক্ষা
পারে, তদ্রূপ তুমি ভরতকে এই বিপদ হইতে রক্ষা কর। রামজননী

কৌশল্যা তোমার সপত্নী। তুমি ভর্তৃসৌভাগ্যে গর্ভিত হইরা তাঁহাকে বিস্তর তুচ্ছতাচ্ছল্য করিয়াছ, এক্ষণে তিনি কেনই না তাহার প্রতিশোধ লইবেন। কৈকেয়ী! অধিক আর কি বলিব, রাম এই শৈলসাগরপূর্ণা পৃথিবীর অধিরাজ হইলে, পুত্রের সহিত তোমার বিস্তর অবমাননা সহিতে হইবে। অতএব এক্ষণে কি উপায়ে ভরতের রাজ্যলাভ হইতে পারে, কি উপায়েই বা বামের বনবাস সিদ্ধ হয় তুমি তাহাই অবধারণ কর।

তখন রাজমহিষী কৈকেয়ী ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং দীর্ঘ-নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক কহিলেন, মন্দ্রবে। আজিই আমি রামকে বনবাস দিব এবং আজিই আমি ভবতকে বাহ্যে অভিব্যক্ত করিব। এক্ষণে কি উপায়ে আমার অভিষ্ট সিদ্ধি হইতে পারে তুমি তাহা বুঝিবা দেখ।

অসাধুদর্শিনী মন্তবা রামের বাজ্যাভিব্যক্তের ব্যাঘাত দিব্যর জ্ঞাত কৈকেয়ীকে কহিল, দেবি! এক্ষণে যে উপায়ে কেবল তোমার পুত্র ভবতেরই রাজ্য হইবে, তাহা কহিতেছি শুন, এবং উহা সম্ভব হব কি না তুমি স্বয়ংই তাহা বুঝিয়া দেখ। ভদ্রে! এখন কি তোমার আর কিছুমাত্র মনে নাই, তুমি স্বয়ং যে কথা অনেকবার আমার কহিয়াছিলে, তাহা কি কেবল আমার মুখে শুনিবার জ্ঞাত গোপন করিতেছ? যদি তাহাই তোমার অভিপ্রায় হয় তবে শুন। দক্ষিণ দিকে দণ্ডকারণ্য নামক প্রদেশে বৈজয়ন্ত নামে একটী নগর আছে। তথায় নিমিস্বজ নামা এক মায়াবী অসুর বাস করিত। ইহার অপরাধ নাম শম্বব। ইহারই সহিত পূর্বে ইন্দ্রাদি দেবগণের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল। এই দেবাসুরযুদ্ধে মহারাজ দশবধ তোমাকে লইয়া রাজর্ষিগণের সহিত দেবরাজ ইন্দ্রের সাহায্য কবিত্তে যান। তৎকালে সৈন্যগণ যুদ্ধশ্রমে কাতর হইয়া বাহিরে নিদ্রিত থাকিত আর বাহ্যসেবা আসিয়া তাহাদিগকে বলপূর্বক বিনাশ করিত। তখন রাজা দশবধ অসুরগণের সহিত তুমি যুদ্ধ কবিত্তেছিলে। তাঁহার সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল। তিনি রণস্থলে মুচ্ছিত হইয়া পড়েন। ঐ সময় তুমি তাঁহার সমভিব্যাহারে ছিলে। তুমি তাঁহাকে মুচ্ছিত দেখিয়া তথা হইতে অপসারণ পূর্বক রক্ষা কর। তখন মহারাজ তোমার প্রতি সমুদ্র হইয়া তোমাকে ছট্‌টী বর দিব্যর বাসনা করেন, কিন্তু তুমি কহিয়াছিলে, নাথ! আমার বনন ইচ্ছা হইবে, তখন বরগ্রহণ করিব। তৎকালে মহারাজও তোমার এই কথায় সম্মত হন। দেবি! আমি এই বিষয়ের বিন্দুবিদগ্ধও জানিতাম না, পূর্বে তুমিই আমাকে ইহা কহিয়াছিলে।

ফলতঃ তোমার প্রতি স্নেহনিবন্ধন আমি ইহার কিছুই বিস্মৃত হই নাই। এক্ষণে তুমি মহারাজকে রামের রাজ্যাভিষেক হইতে ক্ষান্ত কর, এবং তাঁহার নিকট রামের চতুর্দশ বৎসর বনবাস ও ভরতের অভিষেক প্রার্থনা কর। রাম চতুর্দশ বৎসরের নিমিত্ত বনবাসী হইলে তোমাব পুত্র ভরত এই সময়ের মধ্যে প্রজাগণকে অধুরক্ত করিয়া রাজ্যে অটল হইয়া বসিতে পারিবেন।

অনন্তর স্বর্ণবর্ণা কৈকেয়ী মম্বরার বাক্যে উৎসাহিত হইয়া সৌভাগ্য-গর্বে তাহাবই সহিত ক্রোধাগারে প্রবিষ্ট হইলেন। এবং কণ্ঠের বলমূল্য মুক্তাহার ও সর্দাঙ্গের অলঙ্কার দূরে নিক্ষেপ করিয়া ভূমিতে উপবেশন পূর্বক কহিলেন, মথবে! এই ক্রোধাগারে হয় প্রাণত্যাগ করিব, না হয় বৎস ভবতকে রাজ্য দিব। আমার ধনরত্ন ও অস্ত্রাশ্রয় ভোগ্য বস্তুতে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। যদি মহারাজ রামকে রাজ্যে অভিষেক করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই কহি-
তেছি, আমি এই প্রাণ আর রাখিব না।

এদিকে রাম দশরথ রামের রাজ্যাভিষেকের সমস্ত আয়োজন করিয়া, সভাস্থ লোকের অহুমতি গ্রহণ পূর্বক অস্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। অদ্য যে রামের অভিষেক হইবে, বুঝি প্রাণপ্রিয়া কৈকেয়ী তাহা জানেন না, তিনি এই ভাবিয়া এই প্রিয় সংবাদ দিবার জন্ত কৈকেয়ীর কক্ষাব প্রবিষ্ট হইলেন। দেখিলেন, তথায় ইতস্ততঃ কুজা ও বামনাকার স্ত্রীলোক সকল হিরাছে। কোথাও শুক, মগ্ন, ক্রোধ ও হংসগণ কলরব করিতেছে। কোথাও বেণু, বীণা প্রভৃতি বাদ্য মধুর স্ববে বাদিত হইতেছে। কোন স্থলে তাগুহ ও নানাক্রপ চিত্রিত গৃহ; কোথাও সর্বদাবিকশিত, সর্বকালকলপ্রদ নানাক্রপ বৃক্ষ এবং চম্পক ও অশোক সকল অপূর্ণ শোভা বিস্তার করিতেছে। কোথাও গজদন্ত, স্বর্ণ ও রৌপ্যের বেদি ও আসন প্রস্তুত। কোথাও দেব দীর্ঘিকা; কোথাও নানাবিধ অন্নপান ও মহামূল্য অলঙ্কার। রাজা দশরথ সেই সুরপুরপ্রতিম সুরমূক স্বীয় অস্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া শয়নতলে প্রথমে কৈকেয়ীকে দেখিতে পাইলেন না। এক প্রতীহারীকে তাঁহার গোষ্ঠিক্সা করিলেন। তখন প্রতীহারী ভীত হইয়া কৃতাজ্জলিপুটে কহিল, হারাজ! রাজ্ঞী ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ক্রোধাগারে প্রবেশ করিয়াছেন।

এই কথা শুনিবামাত্র রাজা দশরথ একান্ত বিমনায়মান হইলেন। তাঁহার ন আকুল হইয়া উঠিল। তিনি ক্রোধাগারে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন,

যিনি তৃপ্তফেননিভ শয্যায় শয়ন করিয়া থাকেন, তিনি ভূতলে শয়ন করিয়া আছেন। তদর্শনে তাঁহার হৃদয় হৃৎকতাপে দগ্ধ হইতে লাগিল। তখন সেই বৃদ্ধ রাজা প্রাণপ্রিয়া তরুণী ভার্য্যা কৈকেয়ীকে ছিন্ন লতার স্তায়, সুরলোক-পরিভ্রষ্ট সুরনারীর স্তায়, ভূতলে পতিত দেখিয়া চকিত মনে স্নেহভরে তাঁহার দেহে কর পরিমর্শণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজা ঐ কমললোচনা হৃৎখিতা কামিনীকে কহিলেন, প্রিয়ে! তোমার যে কি নিমিত্ত ক্রোধ উপস্থিত আমি তাহা কিছুই জানি না। বল কে তোমায় অপমান এবং কেই বা তোমাকে তিরস্কার করিল? তুমি ধূলির উপর শয়ন করিয়া কেন আমায় অসুখী করিতেছ? আমি তোমার শুভ কামনাই করিয়া থাকি, সুতরাং আমার প্রাণ সবে তুমি কেন এইরূপ অবস্থায় কুগ্রহগ্রস্তার স্তায় পতিত রহিয়াছ? এই বসুন্ধরায় যে পর্য্যন্ত সূর্য্যের কিরণ স্পর্শ করে তদবধি আমার অধিকার জাবিড়, সিদ্ধ, সৌবীর, সৌরাষ্ট্র, দক্ষিণাপথ, অঙ্গ, বঙ্গ, মগধ, মৎস কাশী ও কোশল এই সমুদয়ই আমার শাসনে রহিয়াছে। এই সম-দেশে ধন, ধাতু, শস্ত প্রভৃতি যাহা কিছু পদার্থ আছে সমুদয়ই আমার। এ সমস্ত পদার্থের মধ্যে যাহা তোমার মনে লয় প্রার্থনা কর। এইরূপে ক্রোধান্বিতার আর আবশ্যকতা নাই। গারোখান কব।

অনন্তর কৈকেয়ী মহারাজ দশরথের প্রীতিকর বাক্যে সন্মত হইয়া তাহাকে অধিকতর যত্নপূর্ণ প্রদানার্থ নিদারুণভাবে কহিলেন, নাথ কেহই আমাকে অপমান বা কেহই আমাকে তিরস্কার কবে নাই। আমি মনে মনে একটা সংকল্প করিয়াছি, তোমাকে তাহা সিদ্ধ করিতে হইবে। এক্ষণে যদি তুমি আমার মনোরথসিদ্ধির বাসনা করিয়া থাক, তবে আমার প্রত্যয়ের নিমিত্তে অগ্রে প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হও। নচেৎ আমি কিছুতে আপন ইচ্ছা ব্যক্ত করিব না।

তখন মহারাজ দ্বিষং হাসিয়া প্রিয়তমা কৈকেয়ীর মস্তক ভূতল হইয়া আপনার উৎসঙ্গে লইয়া কহিতে লাগিলেন, অগ্নি সৌভাগ্য-মদ-গর্ভবতে! তুমি কি জান না, বে কেবল রাম ভিন্ন জগতে তোমা অপেক্ষা আর কেহ আমার প্রিয় নাই। এক্ষণে আমার জীবনের অবলম্বন রামের দিবা, ব তোমার মনে কি হইয়াছে? যিনি ক্ষণকালের জন্ত চক্ষের অন্তরাল হইতে প্রাণ অস্তির হয়, সেই রামের দিবা, তুমি যাহা বলিবে তাহাই করিব। আমি আপনার এবং অশ্রুত পুত্রের অপেক্ষাও বাহাকে প্রিয় জ্ঞান করিয়া থাকি।

সেই রামের দিবা, তুমি যাহা বলিবে আমি তাহাই করিব। আমি স্বীয় স্মৃতিতে উল্লেখ করিয়া শপথ পূর্বক কহিতেছি যে তোমার যাহা অভিলাষ, অসঙ্কচিত মনে তাহাই করিব।

তখন কৈকেয়ী দশরথকে এইরূপে বচনবদ্ধ দেখিয়া আপনার অভিষ্ট-সিদ্ধি বিষয়ে একপ্রকার নিঃসংশয় হইলেন, এবং ক্ষুণ্ণমনে স্বপুত্র ভরতের রাজ্যাভিষেক সংকল্প করিয়া সাক্ষাৎ কৃতান্তের জ্বায় লোমহর্ষণ কঠোর বাক্যে কহিলেন, মহারাজ ! তুমি যে যথাক্রমে শপথ করিয়া অঙ্গীকৃত বরপ্রদানে প্রতিজ্ঞাকৃত হইতেছ ইহা ইন্দ্রাদিত্যরস্বিংশং দেবতারা শ্রবণ করুন। চন্দ্র-সূর্য্য, দিবাবাত্রি, দশদিক্, পবোক্ষ ও প্রত্যক্ষ ভুবনদেবতা, গৃহদেবতা, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও অগ্ন্যস্ত্র সমস্ত জীব তোমার এই প্রতিজ্ঞাব বিষয় অবগত হউন। একজন শুদ্ধস্বভাব, সত্যপ্রতিজ্ঞ, সত্যবাদী, ধার্মিক রাজা আমাকে বরপ্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছেন দেবতারা ইহা শ্রবণ করুন। রাজমহিষী কৈকেয়ী আপনার উদ্দেশ্যসাধন অটল রাখিবার নিমিত্ত অগ্রে রাজা দশরথকে এইরূপে স্তব করিয়া পশ্চাৎ কহিলেন, মহারাজ ! এক্ষণে তুমি দেবাসুরযুদ্ধের কথা একবার শ্রবণ করিবা দেখ। ঐ সময়ে অগ্নুরেখব শব্দব তোমায় বিনষ্ট করিতে পারে নাই বটে; কিন্তু তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া তুমি অত্যন্ত দুর্বল হইবা পড়। তৎকালে আমি বিশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়া বিস্তর যত্নে তোমাকে বক্ষা করি, এইজন্য তুমি আমায় দুইটি বর দিবার বাসনা কর। কিন্তু তখন আমি তোমার নিকট কোন বরই গ্রহণ করি নাই। এক্ষণে সময় পণ্ডিত, আমিও প্রার্থনা করিতেছি। তুমি ধর্ম্মানুসারে অঙ্গীকার করিয়া দি আমায় বরদান না কর তাহা হইলে আমি আজই এই অপমানে প্রাণ-গাগ্য করিব।

কৈকেয়ী রাজা দশরথকে স্বসৌন্দর্য্যে বশীভূত করিয়াছিলেন। দশরথ আর তাহাকে উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। যুগ যেমন আত্মবিনাশের মিত্র পাশে বদ্ধ হয়, সেইরূপ তিনি সত্যরক্ষায় অঙ্গীকার করিয়া আপনার মৃত্যুপাশে বদ্ধ হইলেন। তখন কৈকেয়ী কহিলেন, মহারাজ ! আমি রামকে রাজ্যে অভিষিক্ত না করিয়া ভরতকেই অভিষেক কর। আর ধীর-রাস-চীর-চর্ম্ম পরিধান ও মস্তকে জটাতার ধারণ পূর্বক দণ্ডকারণ্যে তুর্দশ বৎসর তপস্বীব্রত কালষাপন করুন। মহারাজ ! আজই ভরতের সঙ্গে যৌবরাজ্য গ্রহণ এবং আজই রাম অরণ্যে প্রস্থান করুন ; এই

আমার ইচ্ছা, এই আমার প্রার্থনা। মহারাজ ! তুমি সত্যপ্রতিজ্ঞ হইয়া আপনার কুলশীল রক্ষা কর। তপস্বীরা কহিয়া থাকেন যে, সত্যবাক্য লোকান্তরে মনুষ্যের হিতকর হয়।

দশরথ কৈকেয়ীর এই নিদারুণ কথা শুনিয়া ক্ষণকাল পণিতাপ পূর্বক মনে করিলেন, আমি কি দিবাভাগে স্বপ্ন দেখিলাম, না আমার চিত্তবিভ্রম উপস্থিত হইয়াছে। ইহা কি গ্রহবিশেষের আবেশ, না আমার মনের বাস্তবিক কোন বিপ্লব ঘটয়াছে। তিনি এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে মুচ্ছিত হইলেন। বহুক্ষণের পর তাঁহার চৈতন্যলাভ হইল। তিনি দুঃখানলে কৈকেয়ীকে দগ্ধ কবিতা সক্রোধে কহিতে লাগিলেন, নৃশংস ! হুচাবিনি ! কুলনাশিনি ! পাণীয়সি ! রাম তোর কি অপকাব কবিয়াছে এবং আমিই বা এমন কি অনিষ্ট করিযাছি। কৈকেয়ী ! আমি বৃদ্ধ, আমার অন্তিমকাল উপস্থিত, এইরূপ শোচনীয় অবস্থায় দীনভাবে তোমাব নিকট বিলাপ করিতেছি, তুমি আমাকে ক্রুপা কব। এই সমাগণা পৃথিবীর মধ্যে যাহা কিছু পদার্থ প্রাপ্য হওয়া যায়, আমি সমুদয়ই তোমায় দিতেছি, তুমি এই হৃদ্বুদ্ধি পরিত্যাগ কর। আমি কবঘোড়ে কহিতেছি, তোমার চরণে ধরিতেছি, তুমি রামকে রক্ষা কর। দেখিও, যেন নিরপরাধীকে পরিত্যাগ করিয়া আমার অশ্রু সঞ্চয় করিতে না হয়।

মহারাজ দশরথ শোকহুখে একান্ত আকুল হইয়া উঠিলেন। তিনি কখন বিলাপ করিতে লাগিলেন, কখন মুচ্ছিত হইলেন, কখন তাঁহার সর্বাঙ্গ ঘূর্ণিত হইতে লাগিল, কখন এই দুঃখার্ণব হইতে নিস্তার পাইবার নিমিত্ত বারংবার প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এইরূপ শোচনীয় অবস্থা দেখিয়াও ক্রুরস্বভাবা কৈকেয়ী তাঁহাকে কঠোর বাক্যে কহিলেন, মহারাজ ! বরদান করিয়া যদি তোমাকে পুনরায় অনুতাপই করিতে হইল, তবে তুমি পৃথিবীতে আপনার ধার্মিকতা কিরূপে প্রচার করিবে ? যখন রাজর্ষিগণ আসিয়া তোমায় আমার এই বরদানের কথা জিজ্ঞাসিবেন, তখন তুমি তাহাদিগকে নিকট কি বলিয়া প্রত্যুত্তর করিবে ? আমি যাহাব প্রসাদে জীবন পাইয়াছি যে আমার সেবাসুশ্রমা করিয়াছে, সেই কৈকেয়ীর নিকট অঙ্গীকার করি রক্ষা করিতে পারি নাই, এই কথাই কি বলিবে ? মহাবাজ ! তুমি এ মাত্র প্রতিজ্ঞা করিয়া পুনর্বার অন্তরূপ করিতেছ, তোমায় এই দোষে বংশে সকল রাজারই একটা অপবণ হইবে। দেখ মহীপাল শৈব সত্যপাশে

হইয়া শোনপক্ষী ও কপোতকে আপনার মাংস দিয়াছিলেন। রাজা অলর্ক আপনার চক্ষু উৎপাটন পূর্বক কোন এক অন্ধ ব্রাহ্মণকে দান করিয়া সন্মানিত লাভ করেন। মহাসমুদ্রও অদ্যাপি তাবতুমি অতিক্রম করেন না। তুমি এক্ষণে এই সমস্ত নিদর্শন দেখ, যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, কিছুতেই তাহার অত্যাচার করিও না। নরনাথ ! বুঝিলাম এক্ষণে তোমার নিতান্ত দুর্বুদ্ধি উপস্থিত। তুমি ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্বক রামকে রাজ্য দিয়া কৌশল্যার সহিত প্রণয় ইচ্ছা করিতেছ। আমি তোমার নিকট যাহা প্রার্থনা করিয়াছি, তাহাতে ধর্ম্ম বা অধর্ম্মই হউক, এবং তুমি আমার নিকট যাহা অঙ্গীকার করিয়াছ তাহা সত্য বা মিথ্যাই হউক, কিছুতেই ইহা ব্যতিক্রম হইবার নহে। যদি তুমি রামকে রাজ্যে অভিষেক কর, নিশ্চয় কহিতেছি, আমি আজই তোমার সমক্ষে বিষপান করিয়া প্রাণত্যাগ করিব। যদি আমায় একদিনের নিমিত্তও কৌশল্যার সন্মান করিতে হয়, তবে মরণই শ্রেয়ঃ। আমি ষাণ্মাসিক ভরতের নামোচ্চারণ পূর্বক শপথ করিতেছি যে, রামের বনবাস যতীত কিছুতেই আমার মনে সন্তোষ হইবে না।

এদিকে রাজ্য প্রভাত ও সূর্য্যোদয় হইয়াছে। শুভক্ষণ, শুভনক্ষত্র, ও ভয়হীন উপস্থিত। তদৃষ্টে বশিষ্ঠদেব অভিষেকের ব্যবতীয দ্রব্য লইয়া শ্বশুরগণের সহিত রাজপুরীতে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, উহার সমস্ত শিখর জলসিক্ত ও পরিস্কৃত, আপন সকল পণ্যদ্রব্য পরিপূর্ণ, চতুর্দিকে পতাকা উড়ীন, এবং চন্দন, অগুরু ও ধূপের গন্ধে চারিদিক আমোদিত হইয়াছে। সন্ধ্যাই মহোৎসব, সকলেই আশ্লাদে উন্মত্ত ও রামের অভিষেক দর্শনার্থে সংগৃহীত। বশিষ্ঠ সেই সুরপূর্বপ্রতিম পুরী অতিক্রম করিয়া অন্তঃপুরের প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, উহা ধ্বজপতাকায় পরিশোভিত। তৎকালে ব্রাহ্মণ ও জনপদবাসী সমস্ত প্রজা এবং বজ্রবিৎ ব্রাহ্মণ ও সদাশ্রয়গণ পস্থিত। তখন তিনি অন্যান্য শ্বশুরগণের সহিত প্রীতমনে রাজা দশরথের নিকট বাইতে লাগিলেন।

ঐ সময়ে সারথি সুরময় অঃপুর হইতে বহির্গত হইতেছিলেন। বশিষ্ঠদেব দ্বারদেশে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া কহিলেন, সুরময় ! তুমি গিয়া ষাণ্মহারাজকে আমার আগমন সংবাদ দেও, এবং বল, সাগরজল এবং স্বর্গজলে স্বর্ণকলস পরিপূর্ণ করিয়া আনয়ন করা হইয়াছে। ওজস্বর পাঠ সর্ব্বকার বীজ, গন্ধ, বিবিধ বস্ত্র, মধু, দধি, ঘৃত, লাজ, কুশ, পুষ্প, সর্বাঙ্গসুন্দরী

আটটা কুমারী, মত হস্তী, অশ্চতুষ্ঠয়-যুক্ত রথ, বজ্রা, উৎকৃষ্ট ধনু, মহাবা-
 বাহা যান, খেতচন্দ্র, খেতচামর, স্বর্ণভূষার, স্বর্ণশৃঙ্খলবদ্ধ ককুদধারী পাণ্ডুবর্ণ
 ঘুঘু, চতুর্দণ্ড মহাবল সিংহ সিংহাসন, ব্যাঘ্রচর্ম্ম, সমিধ, ছত্ৰাশন সকল প্রকার
 বাদ্য, সুসজ্জিত গণিকা, ব্রাহ্মণ, আচার্য্য, ধেমু এবং নানারূপ পবিত্র মৃগপক্ষী
 আনীত হইয়াছে। নগর ও জনপদের প্রধান প্রধান লোক এবং ভূত্যাগণের
 সহিত বণিকেরা উপস্থিত। ইহারা ও অন্যান্য অনেকেই দিগদিগন্তবাসী
 নৃপতিগণের সহিত রামের অভিশেষকদর্শনার্থ প্রীতমনে আসিয়াছেন। সূমন্ত্র !
 এক্ষণে এই পুষ্যা নক্ষত্রে রামের রাজ্যাভিষেক যাহাতে সম্পন্ন হয় তুমি
 মহারাজ দশরথকে গিয়া শীঘ্র তদ্বিষয়ে প্রস্তুত হইতে বল।

মহাবল সূমন্ত্র মহর্ষি বশিষ্ঠের আদেশমাত্র রাজা দশরথের বাসগৃহাভিমুখে
 চলিলেন। রাজাজ্ঞায় অস্ত্রংপুংবের সর্বত্রই তাঁহার অবারিতদ্বার ছিল। ঐ
 সময়ে দশরথের যে কিরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে সূমন্ত্র ইহার বিন্দুবিবর্গ কিছুই
 জানিতেন না। তিনি অসঙ্কুচিত মনে উপস্থিত হইয়া চিরপ্রচলিত প্রথ
 অনুসারে কৃতাজ্জলিপুটে তাঁহার স্তুতিবাদ পূর্বক কহিলেন, মহারাজ
 আপনি আমাদিগের প্রীতির একমাত্র আশ্রয়। সুর্য্যোদয় হইলে সমুদ্র
 যেমন উত্তরাজিত জলে সকলকে আনন্দিত করেন, সেইরূপ আপনি
 স্বয়ং প্রীত হইয়া প্রফুল্ল মনে আমাদিগকে আনন্দিত করুন
 অদ্য রাজকুমার রামের অভিশেষ-মহোৎসব। আপনি বিচিত্র বস্ত্র
 আভরণ ধারণ পূর্বক উজ্জল দেহে সূমেরু পর্বত হইতে সূর্য্য যেমন
 উদিত হন সেইরূপ শয্যা হইতে গাত্রোথান করুন। অভিশেষের সমস্ত
 আয়োজন হইয়াছে। নগর ও জনপদের যাবতীষ লোক বণিকগণের সহি
 কৃতাজ্জলিপুটে দণ্ডায়মান আছে। স্বয়ং বশিষ্ঠদেবও অন্যান্য ব্রাহ্মণের সহি
 দ্বারে উপস্থিত। অতএব আপনি অবিলম্বে রামের রাজ্যাভিষেকের আদেশ
 প্রদান করুন।

মন্ত্রী সূমন্ত্র এইরূপ শাস্ত ও সুসঙ্গত বাক্যে স্তব করিলে মহীপাল দশরথ
 পুনর্বার শোকে অভিভূত হইলেন এবং নিরানন্দমনে আরক্ত লোচনে তাঁহার
 প্রতি দৃষ্টিনির্য্যেস করিয়া কহিলেন, সূমন্ত্র ! তোমার এই স্তুতিবাদ আম
 অধিকতর মর্শ্ববেদনা প্রদান করিতেছে। রাজা দশরথের মুখে সহসা এইর
 কাতরোক্তি শ্রবণ ও তাঁহার দীন দশা দর্শন করিয়া সূমন্ত্র কৃতাজ্জলিপুটে ত
 হইতে কিঞ্চিৎ অপন্থত হইলেন। তখন দেবী কৈকেয়ী মহারাজকে

বিবাদে আবৃত ও বাণ্যপ্রয়োগে অসমর্থ দেখিয়া স্তম্ভকে আহ্বান পূর্বক
কহিলেন, দেখ, মহীপাল রামাভিষেকের হর্ষে সমস্ত রজনী জাগরণ করিয়া-
ছেন। এক্ষণে তিনি যৎপরোনাস্তি পরিশ্রমে শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া নিদ্রিত
আছেন। অতএব তুমি অকুণ্ঠিত মনে রামকে এই স্থানে আনয়ন কর।
তোমার মঙ্গল হইবে। স্তম্ভ কহিলেন, দেবি! রাজাজ্ঞা ব্যতীত আমি
কিরাপে যাইব? তখন রাজা দশরথ মন্ত্রী এই কথা শুনিয়া কহিলেন, স্তম্ভ!
আমি প্রিয়দর্শন রামকে একটাবার দেখিব, তুমি শীঘ্র তাঁহাকে আনয়ন কর।
তখন স্তম্ভ রামের অভ্যুদয় হইবে এই ভাবিয়াই রাজাজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র
হঠমনে তথা হইতে নিক্রান্ত হইলেন।

অনন্তর স্তম্ভ বাজকুমার রামের প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইলেন। উহা
কোলাহলশূন্য ও নিস্তব্ধ। উহার ইতস্ততঃ কুণ্ডলধারী বিশ্বস্ত যুবকেরা
স্বপ্নশব্দহস্তে সতত সাবধানে আছে এবং দ্বারদেশে কতকগুলি বৃদ্ধা স্ত্রী
বত্রহস্তে উপবিষ্ট। স্তম্ভ গৃহপ্রবেশ করিয়া দেখিলেন, রাম উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ
ধারণ পূর্বক স্বর্ণময় পর্য্যাকে ধনাধিপতি কুবেরবৎ উপবিষ্ট আছেন।
তাঁহার দেহ স্নগন্ধি রক্তচন্দনে চর্চিত। দেবী জানকী চামরহস্তে
তাঁহার পাশ্বে উপবিষ্ট; বোধ হয় যেন চিত্রার সহিত চন্দ্র মিলিত হইয়াছেন।
রাম মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় স্বতেজে প্রদীপ্ত। স্তম্ভ তাঁহার সম্মুখ হইয়া
বিনীতভাবে প্রণাম করিলেন এবং তাঁহাকে প্রমোদনায় উপবিষ্ট ও
ধন্য দেখিয়া কৃতাজ্ঞলিপুটে কহিলেন, যুবরাজ! রাজা দশরথ ও দেবী
কৈকেয়ী আপনাকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, অতএব আপনি বিলম্ব না
করিয়া এখনই চলুন।

অনন্তর মঙ্গলাচরণ পবিসমাপ্ত হইলে রাম জানকীর সম্মুখ লইয়া
মন্ত্রের সহিত নিক্রান্ত হইলেন। তিনি গিরিগুহাবিহারী কেশরীর আয়
সভবন হইতে নিক্রান্ত হইয়াই দেখিলেন বিনোদ লক্ষণ কৃতাজ্ঞলিপুটে
স্নেহে দণ্ডায়মান। মধ্যপ্রকোষ্ঠে সূর্য্যদগণ দলবদ্ধ হইয়া তাঁহার সহিত
আলাপকারের প্রতীক্ষা করিতেছেন। তখন তিনি উহাদিগের নিকটস্থ
হইয়া উহাদিগকে সবিশেষ সম্মান পূর্বক স্বর্ণমণিমণ্ডিত রথে আরোহণ
করিলেন। ঐ রথ ব্যাঘ্রচর্মে আবৃত, করিশাবকের আয় হস্তপুট উৎকৃষ্ট
ধ্বজে যোজিত এবং স্তম্ভের পর্ষ্যকের আয় সূদৃশ।

রাজা দশরথ শুক্লমুখে ও দীনভাবে কৈকেয়ীর সহিত পর্য্যাকে উপবিষ্ট

আছেন, এই অবসরে রাম তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বিনয়ের সহিত অগ্রে তাঁহাকে নমস্কার করিয়া পরে প্রসন্ন মনে কৈকেয়ীকে অভিবাদন করিলেন। তখন দশরথ রামের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্বক কহিলেন, রাম! —নামগ্রহণমাত্র তাঁহার নেত্রবৃগল অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি আব তাঁহাকে দর্শন ও তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিতে পারিলেন না! পিতৃবৎসল সূচতুর রাম তাঁহাব এইরূপ অসম্ভাবিক শোক অকস্মাৎ কি প্রকারে উপস্থিত হইল এই ভাবিয়া পরিকালীন সমুদ্রের ত্রায় অস্থির হইয়া উঠিলেন। মনে করিলেন, মহারাজ আজ কেন আমাকে লইয়া হর্ষ প্রকাশ করিতেছেন না। অন্য দিন আমাকে দেখিলে যদি কোনও কারণে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া থাকেন, প্রসন্ন হন, কিন্তু আজ কেন এইরূপ চঃখিত হইতেছেন। এই ভাবিয়া রাম শোকাকুল মনে বিষম বদনে কৈকেয়ীকে জিজ্ঞাসিলেন, অম্ব! বল, আমি ভ্রমপ্রমাদে কি কোন অপরাধ করিয়াছি? মাতঃ! তুমি কি ক্রোধ বা অভিমানে পিতাকে কোন কঠোর কথা কহিয়াছ? তজ্জন্মাই কি ইহঁার মন এইরূপ বিরূপ হইয়া আছে। ইহাব নিগুঢ় কারণ জানিবাব জন্য আমার মন একান্ত অস্থির। বল ইহঁার এইরূপ অদৃষ্টপূর্ব চিত্তবিকার কি কারণে উপস্থিত হইল।

তখন নিলজ্জ কৈকেয়ী আপনার হিতোদ্দেশে কহিল, রাম! রাজা ক্রোধাবিষ্ট হন নাই, ইহঁার চঃখ এমন কিছু নয়। কিন্তু ইনি তোমার ভদ্রে আপনার কোন মনোগত কথা ব্যক্ত করিতে পারিতেছেন না। তুমি ইহঁা প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র, তোমাকে কোনরূপ অপ্রিয় কহিতে ইহঁার মুখে কথা সরিতেছে না। কিন্তু ইনি আমার নিকট যাহা অঙ্গীকার করিয়াছেন তাহা অবশ্যই তোমার প্রতিপালন করা কর্তব্য। ইনি পূর্বের সম্মান পূৰ্ব্ব আমাকে দুইটী বব দান করিতে প্রতিশ্রুত হন। এক্ষণে আমি সেই ব প্রার্থনা করাতে ইনি অলুতাপ কবিতেন। দেখ, সত্য ধর্মের মূল, ইহ সাধু লোকের অবিদিত নহে। এক্ষণে রাজা যেন তোমার অলুরোধে আমার প্রতি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সেই সত্যরক্ষায় বিমুখ না হন। ইনি তোমাতে যাহা কহিবেন, তাহার ভাল মন্দ বিচার না করিয়া যদি তুমি তাহা পাল্য কর, তবেই আমি সমস্ত কহিতে পারি।

রাম কৈকেয়ীর মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ব্যথিত মনে কহিলেন দেবি! রাজাজ্ঞার কথা কি, তোমার হিতসাধন ও পিতৃ-সত্যপালনে

চল আমি স্বয়ংই ভ্রাতা ভরতকে রাজ্য, ধন, প্রাণ পর্য্যন্ত দান করিতে পারি। এক্ষণে মহারাজ অতিশয় লজ্জিত হইয়াছেন, তুমি ইহাঁকে আশ্বাস দেও। নি কি জন্যই বা অধোমুখে মন্দ মন্দ অশ্রুপাত করিতেছেন? আজি ভরতকে মাতুলালয় হইতে আনিবার জন্য দূতেরা ইহাঁর আদেশে দ্রুতগামী অশ্বে যাত্রা করুক। আর আমিও অবিচারিত চিত্তে পিতৃআজ্ঞা শিবোবাধ্য করিয়া শীঘ্রই চতুর্দশ বৎসরের নিমিত্ত দণ্ডকারণ্যে প্রস্থান করি।

কৈকেয়ী রামের এই কথায় সন্তুষ্ট হইল এবং তাঁহার বনগমনে সম্পূর্ণ দশমশয় হইয়া কহিল, ভালই, দূতেরা দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক ভরতকে মাতুলালয় হইতে আনিবার জন্য শীঘ্রই যাইবে, কিন্তু রাম! তুমি বনগমনে এইকপ উৎসুক হইয়াছ তখন তোমার বিলম্ব করা আর ভাল বোধ হয় না, তুমি এখনই যাত্রা কর। দেখ সত্যরক্ষার বিলম্ব থিয়াই মহারাজ এইরূপ লজ্জিত হইতেছেন, এবং এই জন্যই ইনি তোমার হিত বাক্যলাপ করিতেছেন না। যতক্ষণ না তুমি এই পুরী হইতে বনপ্রস্থান বিতেছ তাবৎ তোমার পিতা স্নানভোজন কিছুই করিবেন না।

তখন রাজা দশরথ, হা ধিক্ কি কষ্ট! এই বলিয়া এক দীর্ঘনিঃশ্বাস বিভাগ পূর্ব্বক শোকভরে সেই স্বর্ণমণ্ডিত পর্য্যঙ্কে মুচ্ছিত হইলেন। রামও শশবাস্তে তাঁহাকে উত্থাপন পূর্ব্বক কৈকেয়ীর পুনঃপুনঃ অনুরোধে শাহত অশ্বে ন্যায় বনগমনে ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন এবং উহার কঠোর খায় কিছুমাত্র কাতর না হইয়া কহিলেন, দেবি! আমি স্বার্থপর হইয়া ঈ পৃথিবীতে বাস করিতে চাহি না। যদি প্রাণ দিয়াও পূজনীয় পিতার তিসাধন করিতে পারা যায়, তবে তাহা আমার করাই হইয়াছে। পিতৃ-শ্রাবা ও পিতৃ-আজ্ঞা পালন অপেক্ষা জগতে মহান্ ধর্ম্ম আব কিছুই নাই। এক্ষণে পিতার আদেশ না পাইলেও আমি তোমার নিদেশেই চতুর্দশ বৎসরের নিমিত্ত নির্জ্জন অরণ্যে গিয়া বাস করিব। আজ জননীও অহুমতি হইবে ও জানকীকে অনুন্নয় করিতে আমার যা কিছু বিলম্ব, ফলতঃ এখনই আমি দণ্ডকারণ্যে যাত্রা করিব। এক্ষণে ভরত যাহাতে রাজ্যপালন ও তপশ্শ্রাব্য করেন, তুমি তাহার যত্ন করিও। দেবি! পিতৃসেবাই পুত্রের ধর্ম্ম।

রামের এই কথায় রাজা দশরথের হৃৎখ উদ্বেল হইয়া উঠিল। তিনি কাবেগে কোন কথা কহিতে না পারিয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে

লাগিলেন। তখন সুধীর রাম ঐ অচেতন শিতা এবং অনাধীয়া কৈকেয়ীকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া অন্তঃপুরে হইতে নিজান্ত হইলেন। মহাবীর লক্ষ্মী এতক্ষণ এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিতেছিলেন। তিনিও ক্রোধে একা আকুল হইয়া বাষ্পপূর্ণলোচনে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। অনন্তর রাম উৎকৃষ্ট ছত্র, চামর, আত্মীয়স্বজন ও পৌরজন সমস্ত বিদ্যা করিলেন। তিনি মনে মনে হৃৎথাবেগ বহন এবং হৃৎথের বাহু লক্ষণ সমস্ত সংবরণ পূর্বক এই অপ্রিয় সংবাদ দিবার আশায় জননীর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। ফলতঃ তৎকালে কেহই তাঁহার মুখে হৃৎথের কোন চিহ্ন দেখিতে পাইল না। জ্যোৎস্নাপূর্ণ শারদীয় চন্দ্র যেমন আপনার নৈসর্গিক শোভা ত্যাগ করেন না, সেইরূপ ঐ সুধীর তখনও চিরপরিচিত হর্ষকে ত্যাগ করেন নাই।

কৌশল্যা সংঘম পূর্বক রাজিষাপন করিয়া প্রাতে পুত্রের হিতরত্ন স্বয়ং বিষ্ণুপূজা করিয়াছেন। পরে শুক্লবর্ণ পটবস্ত্র পরিধান ও মঙ্গলাচার সমাপন পূর্বক পুলকিত মনে ঋত্বিকগণ দ্বারা হোম করাইতেছিলেন। ঐ অবসরে তাঁহার বহুদিনের বাসনার ধন, আনন্দবর্দ্ধন রাম তাঁহার নিকট গমন করিলেন। তিনিও দেবকাৰ্য্য পরিত্যাগ করিয়া বালবৎসা বড়বা ভ্রায় তাঁহার নিকটস্থ হইলেন। অনন্তর রাম কৌশল্যার চরণে প্রণিপাত করিলেন। কৌশল্যা তাঁহাকে আলিঙ্গন ও তাঁহার মস্তকাস্পর্শ করিয়া পুত্র বাৎসল্যে প্রিয়বাক্য প্রয়োগ পূর্বক কহিলেন, বৎস! তুমি ধর্ম্মশীল রাজর্ষিগণের আয়ু, কীর্ত্তি এবং কুলোচিত ধর্ম্ম লাভ কর। দেখ, মহারাজ কেমন সত্যপ্রতিজ্ঞ, তিনি আজ তোমাকে যৌবরাজ্যে নিয়োগ করিছেন। এই বলিয়া কৌশল্যা রামকে উপবেশনার্থে আসন প্রদান পূর্বক ভ্রাতৃ সম্মুখোন্মুখ করিলেন। তখন বনগমনোদ্যত স্বভাবতঃই বিনীত রাম মাতৃগৌরবার্থ ঈষৎ আনত হইয়া অঞ্জলি প্রসারণ পূর্বক কহিলেন, জননি! তোমার জ্ঞানকীর ও লক্ষণের বড় বিপদ উপস্থিত, তুমি তাহা জ্ঞান না। এ এই আসনে আমার প্রয়োজন কি? আমি এই দণ্ডে দণ্ডকারণ্যে বশীভূত করিব। অতঃপর আমাকে বনে বনে চতুর্দশ বৎসর যাপন করিতে হইবে। পিতা আজ আমাকে বনবাস দিতেছেন এবং ভারতকে যৌবরাজ্য প্রদান করিতেছেন।

কৌশল্যা এই বাক্য শ্রবণ করিয়ামাত্র কুঠারচ্ছিন্ন শালঘটিত

মলোক-পরিভ্রষ্ট স্বরনারীর ন্যায়, তৎক্ষণাৎ ভূতলে মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তিনি কখনই হুঃখ সহ্য করেন নাই, রাম তাঁহাকে কদলীবৃক্ষের গায় ধরাসনে পতিত ও মুচ্ছিত দেখিয়া বাস্তবসমস্ত চিত্তে উত্থাপিত করিলেন, বৎ বড়বা যেমন ভারবহন পূৰ্ব্বক শ্রমাপনোদনার্থ ভূপৃষ্ঠে লুপ্তিত হয়, তাকে সেইরূপ লুপ্তিত ও ধূলিধূসরিত দেখিয়া স্বয়ং স্বহস্তে তাঁহার সর্বাঙ্গ হাইতে লাগিলেন। রাম কৃতাজ্জলিপুটে কৌশল্যাকে কহিলেন, দেবি ! আমি বনে বাইব, আপনি অল্পমতি প্রদান করুন। আমার দিবা আপনি আমার এই শ্রেয়ের বিষয়চরণ করিবেন না। রাজর্ষি যযাতি যেমন স্বর্গ হইতে মিতে আগমন করেন, সেইরূপ আমি প্রতিজ্ঞা উত্তীর্ণ হইয়া পুনরায় গৃহে ত্যাগমন করিব। শোক করিবেন না, মনের হুঃখ মনেই সংবরণ করুন। আমি নিশ্চয় কহিতেছি, পিতার আদেশপালন করিয়া বনবাস হইতে পুনরায় গৃহে প্রত্যাগমন করিব। দেখুন আপনি, আমি, জানকী, লক্ষ্মণ ও মিত্রা আমরা এই কয়েকজন, পিতা বাহা বলিবেন, তাহাই করিব, ইহাই অর্থ ধর্ম।

অনন্তর সুধীর রাম ক্রোধাবিষ্ট হস্তীর দ্বায় প্রিয় মিত্র সুমিত্রানন্দন রণকে সম্মুখীন করিয়া অবিকৃত মনে কহিতে লাগিলেন, বৎস ! এক্ষণে শোধ, শোক এবং এই অবমাননাকে হৃদয়ে স্থান প্রদান করিও না। আমি দ্যলোভ পরিত্যাগ করিয়া এখনই এই পুরী হইতে নির্গত হইবার ইচ্ছা করি। আমি নির্গত হইলে আজ কৈকেয়ী কৃতকার্য হইয়া নিরুণ্টকে আপনার ভরতকে রাজ্যে অভিষেক করিবেন। আমি জটাবঙ্কল ধাবণ পূর্বক প্রস্থান করিলে তিনি মনের সুখে কালযাপন করিতে পারিবেন। প্রতি কৈকেয়ীর মনের ভাব যে এইরূপ কলুষিত হইয়াছে, দৈবই কারণ, তাহা না হইলে কৈকেয়ী আমার হুঃখ দিবার নিমিত্ত কখনই পাদ্যবসায় করিতেন না। ভাই ! তুমি ত জানই যে আমি কোন মাতৃগণের মধ্যে কাহাকেও ইতর বিশেষ করি নাই, আর কৈকেয়ীও এক ও ভরতকে কখন ভিন্নভাবে দেখেন নাই ; সুতরাং তিনি অতি বাক্যে যে আমার রাজ্যনাশ ও বনবাস প্রার্থনা করিয়াছেন, তদ্বি-
ভিন্ন অত্র কোন কারণই দেখি না। ভাই ! রাজ্যলক্ষ্মী হস্তগত বলিয়া তুমি হুঃখিত হইও না, রাজ্য ও বন এই উভয়ের মধ্যে
স্ত। দৈবের প্রভাব যে কিরূপ তুমি ত তাহা জ্ঞাত হইলে ;

সুতবাং এই রাজ্যনাশ বিষয়ে দৈবোপহত পিতা ও কনিষ্ঠা মাতার দোষা-
শঙ্কা করা আর কর্তব্য হইতেছে না।

লক্ষণ কটাক্ষ নিষ্ক্ষেপ করিয়া উত্তর করিলেন, বীর! এই জঘন্ত ব্যাপার
আমার কিছুতেই সহ্য হইতেছে না। এক্ষণে আমি মনেব দুঃখে যাহা কিছু
কহিতেছি, আপনি ক্ষমা করিবেন। আপনি কৰ্ম্মক্ষম, তবে কি কারণে সে-
স্বৈৰ রাজ্যে ঘণিত অবশ্মপূর্ণ বাক্যের বশীভূত হইবেন? যে ব্যক্তি নিস্তেজ
নির্বীৰ্য্য, সেই দৈবের অনুসরণ করে। কিন্তু যাহারা বীর, লোকে যাহা
দিগের বলবিক্রমেব গ্লাবা করিয়া থাকেন, তাঁহারা কদাচ দৈবের সুখাপেক্ষ
কবেন না। যিনি স্বীয় পুরুষকার দ্বারা দৈবকে নিরস্ত করিতে পারেন
দৈববলে তাঁহার স্বার্থহানি হইলেও অবসন্ন হন না। আৰ্য্য! আজ লোকে
দৈববলে এবং পুরুষের পৌকব উভয়ই প্রত্যক্ষ করিব। অদ্য দৈব ও পুরুষ
কার উভয়েরই বলাবল পরীক্ষা হইবে। যাহারা আপনার রাজ্যাভিষেক
দৈবপ্রভাবে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়াছে, আজ তাহারাই আমার পৌকষের হস্তে
পরাস্ত হইবে। আজ আমি উচ্ছৃঙ্খল, দুঃদাস্ত, মদস্রাবী, মত্ত হস্তা
জায় দৈবকে স্বীয় পনাক্রমে প্রতিনিবৃত্ত করিব। পিতা দশরথের কণ-
দূবে থাক, সমস্ত লোকপাল, অধিক কি ত্রিজগতের সমস্ত লোকও আপ-
নার রাজ্যাভিষেকে ব্যাঘাত দিতে পাবিবে না। যাহাৰা পরস্পর একবাক্য
হইয়া আপনাব অরণ্যবাস সিদ্ধান্ত কবিয়াছে, আজ আমি তাহাদিগেবই
অনিষ্টসাধন কবিষা ভবতকে রাজ্য দিবার নিমিত্ত রাজা ও কৈকেয়ীর যে
আশা উপস্থিত হইয়াছে, তাহারই নির্মূল কবিব। রঘুবংশাবতংস রাম
লক্ষণের এইকপ বাক্য শ্রবণ পূৰ্ব্বক বারংবার তাঁহাকে সান্বনা ও তাঁহার
অশ্রুজল মার্জনা কবিয়া কহিলেন, বৎস! আমি পিতৃ-আজ্ঞা পালন কবিয়া
সৰ্ব্বাবয়বে ইহাই সংপথ বলিয়া আমার বোধ হইতেছে।

অনন্তর দেবী কৌশল্যা ধার্মিক রামকে পিতৃ-আজ্ঞাপালনে একা
অধ্যবসায়াকট দেখিয়া বাস্পগন্ধাদ কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, হা বৎস! এক্ষণে
তুমি যথায় যাইবে বৎসানুসারিণী ধেনুর জায় আমি তোমার সমভিব্যাহারী
হইব। পুরুষপ্রধান রাম শোকাভুরা জননীর এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া
কহিলেন, মাতঃ! কৈকেয়া বঞ্চনা করিয়া মহারাজকে বৎসপোনাস্তি হুঃখি
করিয়াছেন, এক্ষণে আমি ত বনে চলিলাম আবার আপনিও যদি আমা
অনুসরণ করেন তাহা হইলে তিনি নিশ্চয় প্রাণত্যাগ করিবেন। স্ত্রীলোকে

স্বামীপরিভাগ অপেক্ষা নিষ্ঠুরতা আর কিছুই নাই, সেই জঘন্য বিষয় আপনি মনেও স্থান দিবেন না। জগতে পতি যত দিন জীবিত থাকিবেন, আপনি কায়মনোবাক্যে তাঁহার সেবা করুন, ইহাই আপনার ধর্ম। মাতঃ! কায়মনে সেই বৃদ্ধ রাজার হিতসাধন করা আপনার বিধেয়।

অনন্তর কৌশল্যা শোকসংবরণ পূর্বক পবিত্র সলিলে আচমন করিয়া রামের নিমিত্ত নানাপ্রকার মঙ্গলাচরণ করিতে লাগিলেন। কহিলেন, বৎস! আমি তোমাকে কিছুতেই নিবারণ করিয়া রাখিতে পারিলাম না। এক্ষণে তুমি প্রস্থান কর, কিন্তু শীঘ্রই প্রত্যাগমন করিও। তুমি প্রীতিভরে নৈরমসহকারে যে ধর্ম প্রতিপালনে প্রবৃত্ত হইয়াছ, সেই ধর্ম তোমায় রক্ষা করুন। তুমি দেবালয়ে যে সমস্ত দেবতাকে প্রতিনিয়ত প্রণাম করিয়া থাক, বনমধ্যে তাঁহারা তোমায় রক্ষা করুন। ধীমান বিশ্বামিত্র তোমাকে যে সমস্ত অস্ত্র প্রদান করিয়াছেন, তাঁহারাও তোমায় রক্ষা করুন। বৎস! পিতৃসেবা, মাতৃসেবা ও সত্যপালনের প্রভাবে রক্ষিত হইয়া চিরজীবিত হও। ইন্দ্রাদি লোকপাল, বসন্তাদি ছয় ঋতু, মাস, সপ্তমসর, দিন, রাত্রি, মুহূর্ত্ত, কাল এবং বিরাট, বিধাতা, পুষা, ভগ, অর্য্যামা, ঋতি, স্মৃতি ও ধর্ম তোমায় রক্ষা করুন। ভগবান স্বন্দ, সোম, বৃহস্পতি, সপ্তর্ষি নারদ ও অগ্ন্যত্র মহর্ষিগণ তোমায় রক্ষা করুন। ক্রুরকর্ম্মপর ভীষণ রাক্ষস, পিশাচ ও মাংসভোজী অগ্ন্যাত্র ইংস্র জন্তু হইতে যেন তোমার কোনরূপ ভয়সঙ্কর না হয়। বানর, বৃশ্চিক দংশ মশক সুরীসৃপ ও কাট সকল বনমধ্যে তোমার যেন কোনরূপ ঘনিষ্ঠাচরণ না করে। হস্তী, ব্যাঘ্র, বিশালদশন ভল্লুক, শৃঙ্গসম্পন্ন করালদর্শন দিহিব এবং অগ্ন্যাত্র মনুষ্য-মাংসভোজী ভয়ঙ্কর জন্তু সকলকে আমি এই ধ্যান হইতে পূজা করিব, তাহারা যেন তোমায় প্রাণে বিনাশ না করে। তোমার পরাক্রম সিদ্ধ হউক, পথের বিয় দূর হউক। বিশাললোচনা কৌশল্যা রামকে এইরূপ আশীর্ব্বাদ করিয়া মালা ও গন্ধ ও স্তুতিবাদ দ্বারা দেবগণকে অর্চনা করিতে লাগিলেন। পরে বহি স্থাপন পূর্বক বৈদ্যনাথস্বামীর প্রচ্ছলিত অগ্নিতে আহুতিপ্রদান করিতে লাগিলেন এবং ইত্যাবশেষ দ্বারা লোকপালাদির বল সমাধান ও ব্রাহ্মণগণকে মধুপর্ক প্রদান করিয়া রামের বনবাসোদ্দেশে স্বস্তিবাচন করাইলেন।

এদিকে জানকী রামের বনবাসবৃত্তান্ত কিছুই জানিতে পারেন নাই, মদ্য তাঁহার যৌবরাজ্য হস্তগত হইবে মনের এই উদ্ভাসেই মগ্ন হইয়া

আছেন। তিনি ঐ সময় রাজধর্মের অম্লকপ আচার অবলম্বন পূর্বক প্রীতি-মনে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে দেবপূজা সমাপন করিয়া তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, এই অবসরে রাম লজ্জাবনত বদনে তথায় প্রবেশ কবিলেন। তখন জানকী প্রিয়তমকে একান্ত চিস্তিত ও শোক-সন্তপ্ত দেখিয়া কম্পিত কলেবরে উখিত হইলেন। জানকীর সমক্ষে রামের মনোগত শোক আর গোপন রহিল না, আকার ইঙ্গিতে যেন সুস্পষ্টই তাহা প্রকাশ পাইতে লাগিল। অনন্তর জানকী রামের মুখকান্তি মলিন দেখিয়া হুঃখিত মনে কহিলেন, নাথ! এখন তোমার এইরূপ ভাবান্তর উপস্থিত কেন? অন্য চন্দ্রেব সহিত পুষ্যা নক্ষত্রের যোগ হইয়াছে, এই শুভলগ্নে বৃহস্পতি দেবতা আছেন বিজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা কহিতেছেন, আজিকার দিনই রাজ্যাভিষেকে প্রশস্ত, তবে কেন তুমি এইরূপ বিমনা হইয়াছ?

রাম জানকীর এইরূপ করুণ বিলাপ কর্ণগোচর করিয়া কহিলেন, জানকী! পূজাপাদ পিতা আমাকে অরণ্যে নির্বাসিত করিয়াছেন। আজ যে সূত্রে আমার ভাগ্যে এই ঘটনা উপস্থিত হইল, কহিতেছি শ্রবণ কর। তখন প্রিয়বাদিনী জানকী সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া প্রণয়কোপ প্রকাশ পূর্বক কহিলেন, নাথ! তুমি কি জঘন্তা ভাবিয়া আমায় এইরূপ কহিতেছ? তোমার কথা শুনিয়া যে, আর ধৈর্য্য সংবরণ করিতে পারি না। তুমি যাহা কহিলে, ইহা একজন শত্রুজ্ঞ মহাবীর বাজকুমারের নীতান্ত্র অবগোচর। একান্তই অপবশের, বলিতে কি, একথা শ্রবণ করাই অসম্ভব বোধ হইতেছে। সে যাহা ইউক, নাথ! পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পুত্র ও পুত্রবধূ ইহারা আপন আপন কর্মের ফল আপনাই প্রাপ্ত হয় কিন্তু একমাত্র ভাষ্যাই স্বামী ভাগ্য ভোগ করিয়া থাকে। সুতরাং যখন তোমার দণ্ডকারণ্যবাস আদেশ হইয়াছে, তখন ফলে আমারও ঘটতেছে। দেখ, অত্যাচার স্বসম্পর্কীয় কথা দূরে থাক, স্ত্রীলোক আপনিও আপনাকে উদ্ধার করিতে পারে না ইহলোকে বা পরলোকে কেবল পতিই তাহার গতি। প্রাসাদশিখর, স্বর্ণ বিমান ও আকাশগতি হইতেও বঞ্চিত হইয়া সে স্বামীর চরণছায়ায় আশ্রয় লইবে। পিতা মাতাও আমাকে উপদেশ দিয়াছেন যে, সম্পদে ও বিপদে স্বামীর সহগামিনী হইবে। অতএব নাথ! তুমি যদি অদ্যই গমন বা গমন কর আমি পদতলে পথের কুশকণ্টক দলন করিয়া তোমার অগ্রণে যাইব। অনুরোধ রহিল না বলিয়া ক্রোধ করিও না। পথিকের

যেমন পানাবশেষ জল লইয়া বায়, তদ্রূপ তুমি অশঙ্কিত মনে আমার সঙ্গী করিয়া লও। আমি তোমার নিকট কখন এমন কোন অপরাধই করি নাই, যে আমার রাখিয়া যাইবে। আমি ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্য চাহি না, তোমার সহবাসই বাঞ্ছনীয়। তোমায় ছাড়িয়া স্বর্গের সুখও আমার স্পৃহনীয় নহে। এক্ষণে এই উপস্থিত বিষয়ে আমি যাহা করিব, তাহাতে আমার কোন কথাই কহিও না। জীবিতনাথ! আমার একান্ত অভিলাষ যে, যে স্থানে মুগ ও ব্যাঘ্র সকল বাস করিতেছে, সেই নিবিড় নির্জন অরণ্যে তাপসী হইয়া নিয়ত তোমার চরণ সেবা করি। যে জলাশয়ে কমলদল প্রফুল্লিত হইয়া আছে, হংস ও কারওব সকল কলরব করিতেছে, প্রতিদিন নিয়ম পূর্ব্বক তথায় অবগাহন করি। সেই বানরসঙ্কুল প্রদেশে পিতৃগৃহের জায় অক্লেশে তোমার চরণগল গ্রহণ পূর্ব্বক তোমারই আজ্ঞানুবর্তিনী হইয়া থাকি এবং তোমার নহিত নির্ভবে শৈল-সরোবর ও পর্ব্বল সকল দর্শন করিয়া কৃতার্থ হই। আমি জানি তুমি আমাকে বনেও সুখে প্রতিপালন করিতে পারিবে। আমার কথা বুঝে থাকুক, অসংখ্য লোকের ভার লইলেও তোমার কোন আশঙ্কা হইবে না। এই কারণে কহিতেছি, আজ কিছুতেই তোমার সঙ্গ ছাড়িব না। তুমি কোনমতেই আমাকে পরাস্থ করিতে পারিবে না। ক্ষুধা পাইলে ঘনের দলমূল আছে, আমি উৎকৃষ্ট অন্ন পানের নিমিত্ত তোমায় কোন কষ্ট দিব না। তোমার অগ্রে অগ্রে যাইব এবং তোমার আহারান্তে আহার করিব। এইরূপে বচকাল অতিক্রান্ত হইলেও ছুঃখ কিছুই জানিতে পারিব না।*

জনকনন্দিনী রামেব প্রতিষেধ বাক্যে বিষাক্ত বাণবিন্দু করিণীর জ্বা

* অযোধ্যা কাণ্ডম্। সপ্তবিংশঃ সর্গঃ।

আর্য্যপুত্র। পিতামাতাজাতাপুত্রস্তথা সূতা।

পানি পুণ্যানি ভুঞ্জানাঃ স্বঃ স্বঃ ভাগ্যমুপাসতে ॥

ওষ্ঠুর্ভাগ্যাস্ত নাথোকা প্রাপ্নোতি পুণ্যমধত।

অতশ্চৈবাহনাদিষ্টা ননৈ বস্তব্যমিহাপি ॥

ন পিতা নাস্বজো নাস্তা ন মাতা, সঙ্গীজনঃ।

ইহ প্রেতা চ নাবীণাঃ পতিরেকো গতিঃ সদা ॥

যদি স্বঃ প্রস্থিতো দুর্গং বনমদ্যৈব রাখব।

অত্র তন্তু গমিষ্যামি সুদুস্তী কুশকটকান্ ॥

ঈশাবোসৌ বহিষ্ঠা গীতশেষমিবোদকম্।

নয় মাং বীর বিস্রজঃ পাপং ময়ি ন বিদাতে ॥

একান্ত আহত হইয়াছিলেন। তিনি সন্তুষ্ট মনে করণবচনে এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া প্রিয়তমকে গাঢ়তর আলিঙ্গন পূর্বক মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। অরণিকার্ত্ত যেমন অগ্নি উদ্গার করিয়া থাকে সেইরূপ ঐ সময়ে তাঁহার নেত্র হইতে ক্ষটিক ধবল জলধারা দরদরিতধারে প্রবাহি হইতে লাগিল, এবং প্রবল শোকানলে মেই বিশাললোচনার পূর্ণচন্দ্র-সুন্দ মুখমণ্ডল বৃত্তচ্ছিন্ন পঙ্কজের ত্রায় একান্ত ম্লান হইয়া গেল।

তখন রাম জানকীকে দুঃখশোকে বিচেতন প্রায় দেখিয়া কণ্ঠালিঙ্গন আশ্বাসপ্রদান পূর্বক কহিলেন, দেবি ! তোমায় যন্ত্রনা দিয়া আমি স্বর্ণ প্রার্থনা করি না। পূর্বের সদাচারপরায়ণ রাজর্ষিগণ স্ত্রীক হইয়া এ বানপ্রস্থ ধর্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন আমি তাহাই করিব। জানকি

প্রাসাদাগ্রৈবিমানৈর্বা বৈহায় সগতেন বা ।
 সর্গাবস্থাপতা ভর্ত্তুঃ পাদচ্ছায়া বিশিষাতে ॥
 অশুশিষ্টান্নি মাত্ৰা চ পিত্রা চ বিবিধাশ্রয়ম্ ।
 নান্নি সংপ্রতিবক্তব্যং বর্ত্তিতব্যং যথা ময়া ॥
 অহং দুর্গং গমিষ্যামি বনং পুরুষবর্জিতম্ ।
 নানা মৃগগণাকীর্ণং শাদ্দ্ লগণসেবিতম্ ॥
 সুপং বনে নিবস্যামি যথৈব ভবনে পিতৃঃ ।
 অচিন্ত্যস্তী ত্রীন্ লোকান্ চিন্ত্যস্তী পতিব্রতম্ ॥
 স্তম্ভমাণাং তে নিত্যং নিয়তা বক্ষ্যামি বিপী ।
 সহবাস্যে ত্বয়া বীর বনেষু মৎপক্ষিষু ॥
 তং হি কর্ত্তুং বনে শক্যে বাম সংবিপালনম্ ।
 অন্যস্যাপি জনস্যোহ কিং পুনর্মম মানদ ॥
 সাহং ত্বয়া গমিষ্যামি বনমদা ন সংশয়ঃ ।
 নাহং শকা মহাভাগ নিবর্ত্তয়িতুমুদাতা ॥
 ফলমলাশনা নিত্যং ভবিষ্যামি ন সংশয়ঃ ।
 ন তে দুঃপং করিষ্যামি নিবসন্তী ত্বয়া সদা ।
 অশ্রুস্তস্তে গমিষ্যামি ভোক্ষ্যে ভুক্তবতি ত্বয়ি ॥
 ইচ্ছামি সবিভং শৈলান পল্ললানি সবাংসি চ ।
 দ্রষ্টুং সর্বত্র নির্ভীতা ত্বয়া নাথেন ধীমতা ॥
 হংসকাবণ্যাকীর্ণাঃ পদ্মিনীঃ সাধুপুষ্পিতাঃ ।
 ইচ্ছ্যন্তঃ স্তম্বিনী দ্রষ্টুং ত্বয়া বীরেণ সম্ভতা ॥
 অভিষেকং কবিষ্যামি তাস্থ নিতামমৃততা ।
 সহ ত্বয়া বিশালাক্ষ বংশে পবন নন্দিনী ॥
 এবং বর্ষ সহস্রাণি শতং বাপি ত্বয়া সহ ।
 ব্যতিক্রমং ন বৈদ্যামি বর্গোহপি হি ন মে মতঃ ॥
 বর্গোহপি চ বিনা সাসৌ ভবিতা যদি রাঘব ।
 ত্বয়া বিনা নবন্যাত্র নাহং তদপি বোচ্যে ॥

আমার দণ্ডকারণ্য গমনে আমার অভিলাষ ছিল না, কিন্তু তুমি এখন তদ্বিষয়ে দৃঢ়সংকল্প করিয়াছ তখন অবশ্যই সঙ্গে লইব। এক্ষণে আমি চহিতেছি, যাহা আমার ধর্ম, তুমিও তৎসাধনে প্রবৃত্ত হও। বনগমনের উপযুক্ত অস্থানে প্রবৃত্ত হও। ব্রাহ্মণগণকে রত্ন এবং ভক্ষণার্থী ভিক্ষুকদিগকে ভাজ্য প্রদান কর। মহামূল্য অলঙ্কার, উৎকৃষ্ট বস্ত্র, ক্রৌড়াশাখন রমণীয় উপকরণ, শয্যা এবং আমার ও তোমার অন্ত্যস্ত যাহা কিছু আছে, বিপ্র-গণকে দান করিয়া অবশিষ্ট সমুদয় ভৃত্যবর্গকে বিতরণ কর। আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, এখনই প্রস্তুত হও।

মহাবীর লক্ষ্মণ রামের অগ্রে তথায় আগমন করিয়াছিলেন। তিনি টভয়ের এইরূপ কথোপকথন শ্রবণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন, এবং রামের বিরহ দুঃখ সহিতে পারিবেন না ভাবিয়া তাঁহার চরণগ্রহণ পূর্বক কহিলেন, আর্ঘ্য ! যুগমাতঙ্গসঙ্কল অরণ্যে যদি একান্তই আপনার যাইবার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমিও ধনুর্ধারণ পূর্বক আপনার সঙ্গে অগ্রে গমন করিব। আপনাকে ছাড়িয়া আমি উৎকৃষ্ট লোক কি অমরত্ব কিছুই চাহি না, ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্যও প্রার্থনা করি না। এখন রাম লক্ষ্মণকে অনুগমনে একান্ত সমুৎসুক দেখিয়া সাঙ্ঘনা বাক্যে পারংবার নিবারণ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ নিবস্ত হইলেন না, ক্রতাজ্জলি-গুটে পুনরায় কাহলেন, আর্ঘ্য ! পূর্বে আপনি আমাকে আপনারই অনুসরণ করিতে আস্থা দিয়াছেন, তবে কি কারণে এখন নিবারণ রিতেছেন ?

রাম লক্ষ্মণের এই বাক্যে সবিশেষ প্রীত হইয়া কহিলেন, লক্ষ্মণ ! তবে আমি আশ্বীর্ষজনের অনুমতি লইয়া আমার সঙ্গে আইস। মহাশয় ৭৭৭ ঐশ্বি জনকের মহাবজ্রে ভীষণদর্শন দিব্য শরাসন, দুর্ভেদ্য বর্ম্ম, তুণ, অক্ষয় র এবং সূর্য্যের জ্বায় নির্ম্মল কনকখচিত খড়্গ এই সকল অস্ত্র দুই হই প্রদান করিয়াছিলেন। যৌতুক-স্বরূপ সকলই আমাদিগের হস্তগত ইয়াছে। আমি আচার্য্যের গৃহে আচার্য্যকে পূজা করিয়া তৎসমুদয় বিধিয়া আসিয়াছি। এক্ষণে তুমি ঐ গুলি লইয়া শীঘ্র আগমন কর। রামের আদেশ অনুসারে লক্ষ্মণ গুহগৃহে গমন এবং অর্চ্চিত মালাদমলঙ্কৃত ত্রিগ্রহণ পূর্বক রামের নিকট উপস্থিত হইলেন। তদর্শনে বাম যৎপরো-ক্তি প্রীত হইয়া কহিলেন, লক্ষ্মণ ! আমার বাঞ্ছিত সময়েই তুমি

আসিয়াছ। এক্ষণে আমি তোমার সহিত একত্রে আমার সমস্ত ধনসম্পত্তি তপস্বী ও বিপ্রাদিগকে বিতরণ করিব। স্মৃঢ় গুরুভক্তিপরায়ণ অনেক ব্রাহ্মণ আমার আশ্রয়ে রহিয়াছেন। তাঁহাদিগকে ও অন্ত্যাত্ম পোষ্যবর্গকে অর্থ দান কবিতে হইবে। তুমি বশিষ্ঠতনয় আৰ্য্য স্নবজ্ঞকে শীঘ্র আনয়ন কর।

অনন্তর বেদবিৎ স্নবজ্ঞ মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যা সমাপন করিয়া লক্ষণের সহিত রামের রমণীয় সম্পদপূর্ণ নিকেতনে সমুপস্থিত হইলেন। সেই হৃত হতাশনের ছায় প্রদীপ্ত ঋষিকুমার তথায় উপস্থিত হইবামাত্র রাম কৃতাজলিপুটে সীতার সহিত গাত্রোত্থান পূর্বক তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন এবং তাঁহাকে উৎকৃষ্ট অঙ্গদ, কুণ্ডল, স্বর্ণসূত্রগ্রথিত মুক্তাহার, কেয়ুর, বলয় ও নানাবিধ রত্ন প্রদান করিয়া সীতার অভিপ্রায়ক্রমে কহিলেন, সখে! তুমি তোমার ভার্য্যাকে গিয়া এই হার ও কণ্ঠমালা দেও। আমার অরণ্যসহচরী জানকী তোমার এই কাক্ষীদাম, বিচিত্র অঙ্গদ ও কেয়ুর দিতেছেন এবং উৎকৃষ্ট আন্তরঙ্গের সহিত নানারত্নখচিত পর্যাক্ষ প্রদান কবিতেছেন। তুমি এই সমস্তই লও। আমি মাতুলের নিকট শক্রজয় নামে যে হস্তী প্রাপ্ত হইয়াছি এক্ষণে নিদ্রা সহস্র সহিত তাহাও তোমাকে অর্পণ করিলাম। ইহাও গ্রহণ কর।

ঋষিতনয় স্নবজ্ঞ ধনরত্ন সমুদায় প্রতিগ্রহ করিয়া দৃষ্টমনে তাঁহাদিগকে আশীর্বাদ করিলেন। তখন ব্রহ্মা যেমন ইন্দ্রকে, তদ্রূপ রাম প্রিয়বদ লক্ষ্মণকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! তুমি অতঃপর মহর্ষি অগস্ত্য ও বিশ্বামিত্রকে আহ্বান এবং অর্জুনা সহকায়ে গোসহস্র, স্রবণ, রজত ও মহামূল্য রত্ন প্রদান করিয়া পরিতৃপ্ত কর। যিনি দেবী কোশল্যাকে প্রতিনিয়ত আশীর্বাদ কবিতো আটসেন, সেই তৈত্তিরীয় শাখার অব্যাপক, প্রশংসনীয় ব্রাহ্মণকে পরিতোষ পূর্বক কোশেয় বস্ত্র, ঘান ও পরিচারিকা প্রদান কর। আৰ্য্য চিত্রবাহু আমাদিগের মন্ত্রীও সারথি, তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাকে বহু মূল্য বস্ত্র, রত্ন, পশু ও সহস্র গো দান কর। আমার আশ্রয়ে কঠশাখাধার্য্য দণ্ডধারী বহুসংখ্য ব্রহ্মচারী আছেন, তাঁহারা বেদামুশীলনে সততই ব্যাপ্য থাকেন বলিয়া কোন কার্য্যই করিতে পারেন না, তুমি সেই সমস্ত সাহস্রমন্ত মহামুনিদিগকে রত্নভারপূর্ণ অশীতি উষ্ট্র, সহস্র বলীবর্দ, চনক, মুং এবং দধিভৃঙ্গেব নিমিত্ত বহুসংখ্য পেষু প্রদান কর। আমার জননীর নিকটে ব্রহ্মপুত্র অনেক ব্রাহ্মণ আসিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে প্রত্যেককে সহ

১৫ দেও এবং বাহাতে সীতার মনস্তাট্ট জন্মে, সেই পরিমাণে উইদিগকে ক্ষিপা দান কর।

এইরূপে রাম ও লক্ষ্মণ সমুদয় ধনসম্পত্তি বিতরণ করিয়া পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার আশয়ে সীতা সমভিব্যাহাবে তথা হইতে নিক্রান্ত হইলেন। তা স্বহস্তে যে সমস্ত অস্ত্র মালাচন্দনে অলঙ্কৃত করিয়াছেন, দুইটি পরি-রিকা তৎসমুদয় গ্রহণ পূর্বক তাঁহাদিগের সঙ্গে চলিল। রাজপথ প্রাকীরণ তথায় গমনাগমন করা নিতান্ত স্নকঠিন, এই কারণে তৎকালে কলে প্রাসাদ, হর্ম্য ও বিমানশিখরে আরোহণ পূর্বক দান নয়নে রামকে বলোকন করিতে লাগিল। তাহার রামকে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত রাজ্যে বাইতে দেখিয়া দুঃখিত হৃদয়ে কহিতে লাগিল, হায় বাহাদিগের গমন লে চতুরঙ্গ বল সঙ্গে বাইত, আজ সেই রাম একাকী, কেবল লক্ষ্মণ ও নকী তাঁহার অনুসরণ করিতেছেন। বাহার চরিত্রে পৃথিবীস্থ সমস্ত লোক হিত হইয়া আছে, তাঁহার কথা দূবে থাকুক, যে পুত্র নিষ্ঠুর, তাহার তিও লোকে এইরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতে পারে না। প্রচণ্ড দ্রের উত্তাপে সরোবরের জলশেষ হইলে মৎস্তাদি জলজন্তু যেমন আকুল য়া থাকে, তদ্রূপ প্রজারা ইহার বিরহে যার পর নাই আকুল হইবে। তএব আইস আমরা গৃহ, উদ্যান ও ক্ষেত্র সকল পরিত্যাগ পূর্বক রামের খের দুঃখী ও সুখের সুখী হইয়া রামেরই অনুসরণ কবি। ইনি যে থ বাইবেন, আমরা লক্ষ্মণেব ন্যায় ভাষা ও সুহৃদগণের সহিত তাহাই প্রয় করি।

অনন্তর সেই পদ্মপলাশলোচন বনগ্রাম রাম স্মমন্ত্রকে আহ্বান পূর্বক ইলেন, সূত! তুমি গিয়া পিতার নিকট আমার আগমন সংবাদ প্রদান। তখন স্মমন্ত্র অবিলম্বে রাজা দশরথের নিকট গমন করিলেন। দেখিলেন, নি রাহগ্রস্থ দিবাকরের শ্রায়, ভাস্মাচ্ছন্ন অনলের ন্যায়, জলশূন্য তড়াগের যি সত্তাপে একান্ত কলুষিত হইয়া দোর্বানঃস্বাস পরিত্যাগ পূর্বক রামের দশে শোক করিতেছেন। সারথি স্মমন্ত্র তাঁহার সন্নিহিত হইয়া জয়াশীর্ষাদ যোগ পূর্বক ভয়সন্নিধি মনে মুহুমন্দ বচনে কহিলেন, মহারাজ! করজাল-ওত সুর্য্যের ন্যায় বিবিধ গুণালঙ্কৃত রাম ব্রাহ্মণ ও অনুজীবীগণকে দান ও সুহৃদবর্গকে আমন্ত্রণ করিয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার শয়ে দ্বারে দণ্ডায়মান আছেন। তিনি শীঘ্রই বনে বাইবেন আপনার

আদেশ হয় ত এখনই প্রবেশ করিতে পারেন। তখন দশরথ স্তম্ভে কহিলেন, স্তম্ভে ! এই আশ্রয়ে আমার যতগুলি পত্নী আছেন, তুমি অগ্রে তাঁহাদিগকে আনয়ন কর। আমি তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া রামকে দর্শন করিব। অনন্তর স্তম্ভ রাজাজ্ঞা প্রাপ্ত হইবামাত্র দ্রুতবেগে স্তম্ভপু্রে প্রবেশ করিয়া রাজপত্নীদিগকে কহিলেন, মহাপাল আপনাদিগকে আহ্বান করিতেছেন। আপনারা শীঘ্রই তাঁহার নিকট আগমন করুন তখন শত পঞ্চাশত রাজপত্নী স্তম্ভের মুখে রাজা দশরথের এইক আদেশ পাইয়া, রাম জানকী ও কৌশল্যাকে পরিবেষ্টন পূর্বক তথ্য উপস্থিত হইলেন।

রাজা দশরথ যার পর নাই দুঃখিত হইয়া রামকে আলিঙ্গন পূর্বক মুচ্ছিত হইলেন। তাঁহার সর্বাস্ব নিষ্পন্দ হইয়া গেল। তদর্শনে কৈকেয়ী অত্যন্ত রাজমহিষাগণ রোদন করিতে লাগিলেন। পরিচারিকারা হাহাক করিতে লাগিল। স্তম্ভও নেত্রজলে প্লাবিত ও মুচ্ছিত হইলেন। অন্য রাম রাজা দশরথকে বিনয় সহকারে কহিলেন, পিতঃ ! আমি ভোগ ও অন্যান্য সকল সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া যখন বনমধ্যে ফলমূলমাত্র ভোগ পূর্বক প্রাণযাত্রা নিব্বাহ করিতে চলিলাম তখন সৈন্যসামন্ত লইয়া আমার কি হইবে। হস্তী দান করিয়া বন্ধন-রজ্জুর মমতা করা নিরর্থক এক্ষণে আমি সমস্তই ভরতকে দিতেছি। অতঃপর কেহ আমার আগমনের নিমিত্ত চারবস্ত্র, খনিত্র ও পেটক আনয়ন করিয়া দি।

রাম এইরূপ কহিবামাত্র কৈকেয়ী স্বয়ং গিয়া চারবস্ত্র আনয়ন করিলে এবং নিলজ্জা হইয়া রামকে সেই সভা মধ্যে কহিলেন, রাম ! আমি এই চার আনয়ন করিলাম, তুমি ইহা পরিধান কর। তখন সেই পুরুষপ্রধান পতি স্তম্ভ বসন পরিত্যাগ পূর্বক মুনিবস্ত্র চার গ্রহণ করিলেন। লক্ষণও পিতৃ সমক্ষে তাপসবেশ ধারণ করিলেন। অনন্তর কৌশেয়বসনা জানকী চার গ্রহণ করিয়া অত্যন্ত ভীত হইলেন এবং একান্ত বিমনায়মান হইয়া জলধারাকুল লোচনে ভর্তাকে কহিলেন, নাথ ! বনবাসী ঋষিরা কিরূপে চারবস্ত্র করিয়া থাকেন ? এই বলিয়া তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া চারবস্ত্রের এক খণ্ড কর্ণে ও অপর খণ্ড হস্তে লইয়া লজ্জাবনত বদনে দণ্ডায়িত রহিলেন। তদর্শনে রাম সমস্তর তাঁহার সম্মিহিত হইয়া স্বয়ংই কৌশেয় বস্ত্র উপর চারবস্ত্র প্রবৃত্ত হইলেন। পুরনারীগণ জানকীর সঙ্গে রাম

গীত বন্ধন করিতে দেখিয়া কাতর মনে অনর্গল চক্ষে জল বিসর্জন করিতে লাগিলেন, কহিলেন, বৎস ! জানকী তোমার গ্রায় বনবাসে নিযুক্ত হন নাই। তুমি নৃপতির অনুরোধে বনে গমন করিয়া যতদিন না আসিবে, তাবৎ সীতাকে দেখিয়া আমরা শীতল হইব। এক্ষণে তুমি সহচর লক্ষণের সহিত প্রস্থান কর। সীতা তাপসীর গ্রায় বনবাস আশ্রয় কবিতো পারিবেন না। তুমি ধর্মপরায়ণ ; স্বয়ং এই স্থানে থাকিতে সম্মত হইবে না, কিন্তু অনুরোধ করি জানকীকে রাখিয়া যাও।

জনকনন্দিনী সনাধা হইয়াও অনাপার ন্যায় চীরধারণে প্রবৃত্ত হইলে চরিত্র্য সকলেই দশরথকে বিষ্কার প্রদান করিতে লাগিল। তদর্শনে দশরথ বতাস্ত হৃষিত হইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক কৈকেয়ীকে কহিলেন, কৈকেয়ি ! জানকী স্কুমারী ও বালিকা, এবং ইনি নিরবচ্ছিন্ন ভোগসুখেই পালন করিয়া থাকেন। গুরুদেব কহিলেন, ইনি বনবাসের ক্লেশ হিবার যোগ্য নহেন, একথা যথার্থই বোধ হইতেছে। এই স্মৃশীলা রাজ-মাবী কাহারও কোন অপকার করেন নাই। ইনি বনবাসী ভিক্ষুকীর ন্যায় ব্রহ্মহণ কিকপে কবিবেন ? পাপীগণি ! স্বীকার করিলাম যে রাম তোমার কেট কোন অপবাদ করিয়া থাকিবেন, কিন্তু বল দেখি, এই হরিণনয়না দৃষ্টতাবা জানকী তোমার কি অপকার করিবাছেন ? তখন রাজার আদেশমাত্র ধনাধক্ষ্য অবিলম্বে কোষগৃহে গমন ও বসনভূষণ গ্রহণ পূর্বক আসিয়া সীতাকে প্রদান করিল। অবোনিমম্ববা জানকী সুশোভন অস্ত্রে ঐ মন্ত বিচিত্র আভরণ ধারণ কবিলেন। প্রাতঃকালে উদিত দিবাকর প্রভা পমন নভোমণ্ডলকে রঞ্জিত করে, সীতাব কমলীয় কান্তি তৎকালে ঐ হ সেইরূপ সুশোভিত করিল।

অনন্তর দেবী কৌশল্যা তাঁহাকে আলিঙ্গন ও তাঁহার মস্তকাস্প্রাণ করিয়া গেলেন, বৎসে ! যে নারী প্রিয়জনদিগের আদরভাজন হইয়াও বিপদে গীসেবার পরাভূত হয়, সে ইহলোকে অসত্যী বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। যাঁহারা গুরুজনের উপদেশ গ্রহণ এবং আপনার কুলমর্যাদা পালন বন, যাঁহারা সত্যবাদণী ও শুদ্ধস্বভাবা, সেই সকল সত্যী একমাত্র পতিকেই আশ্রয় জ্ঞান করিয়া থাকেন। এক্ষণে আমার রাম যদিও নির্দাসিত হইতেছেন, কিন্তু তুমি ইহঁাকে অনাদর করিও না। ইনি দরিদ্র বা সম্পন্ন

হউন, তুমি ইহাঁকে দেবতুল্য বিবেচনা করিবে। জানকী দেবী কৌশল্যার এইরূপ ধর্মসঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাজ্জলিপুটে কহিলেন, আর্ঘ্যো! আপনি আমাকে যেরূপ আদেশ করিতেছেন আমি অবশ্যই তাহা পালন করিব। স্বামীর প্রতি যেরূপ আচরণ করিতে হয়, আমি তাহা জানি ও শুনিয়াছি। জগতে স্বামী ভিন্ন অপরিমেয় পদার্থের দাতা আর কেহ নাই। আর্ঘ্যো! পতিই আমার পরম দেবতা।

অনন্তর রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত দীনভাবে কৃতাজ্জলিপুটে মহারাজ দশরথের চরণে প্রণাম ও তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন। পরে তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া শোকসন্তপ্ত মনে জননীকে অভিবাদন করিলেন। তখন লক্ষ্মী সর্বাঙ্গে কৌশল্যার পরে স্মিত্রাকে প্রণাম করিলে, স্মিত্রা তাঁহার মস্তকাভ্যাস পূর্বক হিতাভিলাষে কহিলেন, বৎস! যদিও সকলের প্রতি তোমার অমুরাগ আছে, তথাচ আমি তোমাকে বনবাসেব আদেশ দিতেছি। তোমার ভ্রাতা অরণ্যে চলিলেন, দেখিও তুমি সতত ইহার সকল বিষয়ে সতর্ক হইবে। রাম বিপন্ন বা সম্পন্ন হউন, ইনিই তোমার গতি। বাছা! জ্যোতীর বশবর্তী হওয়াই ইহলোকে সদাচার জানিবে। বিশেষতঃ এইরূপ কার্য্য এই বংশেরই যোগ্য। এক্ষণে রামকে পিতা, জানকীকে জননী, এবং গহন বনকে অধ্যায়া জ্ঞান করিও। স্মিত্রা প্রিয়দর্শন লক্ষ্মণকে এইরূপ উপদেশ দিয়া পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিলেন, বাছা! তবে তুমি এখন স্বচ্ছন্দে বনে প্রস্থান কর।

অনন্তর স্মিত্রা বিনীতভাবে রামকে কহিলেন, রাজকুমার! এক্ষণে রো আরোহণ কর। তুমি যে স্থানে বলিবে শীঘ্রই তথায় লইয়া যাইব। দেবী কৈকেয়ী অন্য তোমাকে গমনের আদেশ দিয়াছেন, সুতরাং আজ হইতে চতুর্দশ বৎসর বনবাস কালের আরম্ভ করিতে হইতেছে। তখন সীতা পুলকিত মনে সর্বাঙ্গে সেই সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল কনকখচিত রথে আরোহণ করিলেন। পরে রাম ও লক্ষ্মণ, পিতা বৎসর সংখ্যা করিয়া জানকীকে সমস্ত বস্ত্র ও অলঙ্কার প্রদান করিয়াছেন, সেইগুলি এবং বিবিধ অস্ত্র, বর্ম চর্মপরিবৃত পেটক ও খনিত্র রথমধ্যে রাখিয়া উত্থান করিলেন। সুর্য্য বায়ুর ন্যায় বেগবান মনোমত অশ্বে কষাঘাত করিবামাত্র রথ ঘরঘর ধাবমান হইল। তদর্শনে নগরবাসীরা মুচ্ছিত হইয়া পড়িল। চতুর্দিক তুমুল অর্ধনাদ উখিত হইল। নগরের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই

পরোনাস্তি কাতর হইয়া নীর দর্শনে উত্তাপতপ্ত পথিকের ন্যায় রামের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। বিস্তর লোক রথে লম্বমান হইয়া, অশ্রুপূর্ণ মুখে পৃষ্ঠ ও পার্শ্ব হইতে উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল, স্তম্ভ! তুমি অশ্বরশ্মি আকর্ষণ পূর্বক যত্নবেগে যাও, আমরা রাজকুমারের মুখকমল বহুদিন আর দেখিতে পাইব না, একবার ভাল করিয়া দেখিব। বোধ হয় রাম জননী কোশল্যার হৃদয় নোহময়, নতুবা এমন কার্তিকৈয়তুলা তনয়কে বনে বিসর্জন দিয়া কেন বিদীর্ণ হইল না। ধর্মপরায়াণা জানকী ছায়ায় ন্যায় স্বামীর অলুপ্ততা হইয়া কৃতার্থ হইলেন। সূর্য্যপ্রভা যেমন স্নমেককে পরিত্যাগ করেন না, ইনিও সেইরূপ রামের সংসর্গ পরিত্যাগ করিলেন না। লক্ষণ! তুমিই ধন্য, তুমি বনমধ্যে প্রিয়বাদী দেবপ্রভাব রামের পরিচর্যা করিবে।

অযোধ্যার অধিবাসীরা রামকে যথোচিত স্নেহ করিত। রাম অরণ্যে প্রস্থান করিতেছেন দেখিয়া উহা বা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। রাম রথ হইতে পুত্রসদৃশ প্রজাবর্গের উপর স্নেহ দৃষ্টিপাত পূর্বক কহিলেন, দেখ, তোমরা আমাকে যেক্ষেপে প্রীতি ও বহমান করিয়া থাক, আমার যত্নরোধে ভরতকে তদপেক্ষা অধিক করিবে। সেই কৈকেয়ী-হৃদয়-নন্দন প্রতিশব্দ স্মৃশীল, তিনি তোমাদিগের প্রিয়কর ও হিতকর কার্য্য অবশ্যই সাধন করিবেন। ভরত বয়সে বালক হইলেও জ্ঞানে বৃদ্ধ হইয়াছেন। টাহাব বলবীৰ্য্য প্রচুর হইলেও স্বভাব স্নেহকোমল। তিনি তোমাদিগের কল ভয়ই নিবারণ করিতে পারিবেন। আমি বনপ্রস্থান করিলে হাতে তাঁহার সন্তাপ উপস্থিত না হয় তোমরা সেইরূপই করিবে। তাবসরে রাম অদূরে দেখিলেন তমসা তাঁহাদিগের প্রতি অনুকম্পা করিয়া যেন তাহাকে বনগমনে নিবারণ করিতেছেন। অনন্তর স্তম্ভ রিভ্রান্ত অধগগকে রথ হইতে বিমুক্ত করিয়া দিলেন। রাম সেই গাঠবহুল তমসার উপকূলে প্রকৃতিগণের সহিত রজনী যাপন করিলেন।

প্রভাতে রাম তমসা নদী অতিক্রম করিলেন, এবং রাজধানী অযোধ্যার কৈ কৃতাজলি হইয়া কহিলেন, হে রঘুকুল-প্রতিপালিত! আমি তোমাকে যে সমস্ত দেবতা তোমাতে বাস ও তোমায় রক্ষা করিতেছেন, হাদিগকে আমন্ত্রণ করিতেছি। আমি বন হইতে প্রত্যাগত এবং তোমাতার সহিত মিলিত হইয়া পুনরায় তোমায় দর্শন করিব। রাম এই কথা অযোধ্যাকে সন্তাষণ পূর্বক দক্ষিণ বাহ উত্তোলন করিয়া অশ্রুপূর্ণ-

লোচনে জনপদবাসীদিগকে কহিলেন, দেখ তোমরা আমার যথোচিত আদর ও রূপা করিলে, অতঃপর বহুক্ষণ দুঃখ সহ্য করা আর শ্রেয় নহে, অতএব প্রতিনিবৃত্ত হও, আমারও স্বকার্য্য সাধনে আমি গমন করি। তখন জনপদবাসীরা রামকে প্রণাম করিয়া ফিরিয়া চলিল। যাইতে যাইতে তাঁহাকে দেখিবার আশয়ে এক একবার দাঁড়াইয়া রহিল। উহারা যতই তাঁহাকে দেখিতে লাগিল, নেত্রের তৃপ্তিলাভ করিতে পারিল না।

ক্রমে সায়াংকালীন সূর্য্যের ঞ্চায় রাম অদৃশ্য হইলেন এবং যথায় বিস্তৃত বদান্ত লোকের বসতি, চৈত্য ও যূপ সকল শোভা পাইতেছে, এবং নিরন্তর বেদধ্বনি হইতেছে, যে স্থান আশ্রয়স্থানে পরিপূর্ণ, জলাশয় শোভিত, এবং ধনধান্য ও ধেনুসম্পন্ন, রাম ক্রমশঃ সেই রাজগণে দর্শনীয় রমণীয় কোশলদেশে অতিক্রম করিলেন, এবং মন্দবেগে সুরম্যোদ্যান শোভিত সুসমৃদ্ধ শৃঙ্গবের পুরে উপনীত হইলেন। তথায় দেখিলে ত্রিপথগামিনী পাপনাশিনী জাহ্নবী কল কল শব্দে প্রবাহিত হইতেছে জাহ্নবীর জল মণির ঞ্চায় নিম্নল, শীতল ও পবিত্র, মহর্ষিরা ঐ জ্ঞান ও পানক্রিয়া সম্পাদন করিতেছেন। রাম ভাগীরথীকে দর্শন করি স্তম্ভকে কহিলেন, স্তম্ভ! ঐ দেখ, এই নদীর অদূরে পল্লবকুসুম-সুশোভিত ইক্ষুরী বৃক্ষ রহিয়াছে, আজ আমরা ঐ স্থানেই বাস করিব। তথ লক্ষণ ও স্তম্ভ উভয়েই তাঁহার বাক্যে সন্মত হইলেন। অনন্তর রথ অবিলম্বে বৃক্ষের নিকট উপস্থিত হইল। রাম, জানকী ও লক্ষণের সহিত অবতী হইলেন। তাঁহারা অবতীর্ণ হইলে স্তম্ভ অগ্গণকে মোচন করিয়া দিলে এবং রামকে ইক্ষুরী বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট দেখিয়া তাঁহার সেবা করিবার নিমিত্ত কৃতাজলিপুটে সন্নিহিত হইলেন।

ঐ স্থানে গুহ নামে নিষাদ জাতীয় এক বলবান রাজা বাস করিতেন রাম নিষাদরাজ্যে আসিয়াছেন শুনিয়া গুহ বৃদ্ধ অমাত্য ও জ্ঞাতীগণে পরিবৃত্ত হইয়া তাঁহার নিকট গমন করিলেন, এবং যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, সখে! তুমি আমার এই রাজধানী অবোধ্যার ঞ্চায় তোমারই বিবেচনা করিবে। বল, এক্ষণে তোমার কি করিব? ভবাদৃশ প্রিয় অতিথি ভাগ্যক্রমেই উপস্থিত হইয়া থাকেন।

রাম গুহের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, নিষাদরাজ! তুমি যে দূর হইতে আগমন করিয়া স্নেহ প্রদর্শন করিলে, ইহাতে আমি সংক

ও সন্তুষ্ট হইলাম। এই বলিয়া তিনি বর্তুল বাহয়ুগল দ্বারা গুহকে পাদতল আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, গুহ ! এক্ষণে তোমার রাজ্য ও অরণ্য ত নির্বিক্সে আছে ? তুমি প্রীতি পূর্বক আমাকে যে সকল আহাৰ্য্য দ্রব্য উপহার দিলে, আমি কিছুতেই প্রতিগ্রহ করিতে পারি না। এক্ষণে চীরচন্দ্র ধারণ ও ফল মূল ভক্ষণ পূর্বক তাপসব্রত অবলম্বন করিয়া অরণ্যে ধর্মসাধন করিতে ইবে সূতরাং কেবল অধের ভক্ষ্য ভিন্ন অণ্ড কোন দ্রব্যই লইতে পারি না। এই সমস্ত অর্থ পিতা দশরথের অত্যন্ত প্রিয়, ইহারা তৃপ্ত হইলেই আমার সংকার করা হইল। গুহ রামের এইরূপ আদেশ পাইবামাত্র অধিকৃত কুব্জদিগকে অশ্বের আহাৰপান শীঘ্র প্রদান করিবার অনুমতি করিলেন।

অনন্তর রাম উত্তরীয় চীরগ্রহণ পূর্বক সন্ধ্যা সমাপন করিলেন। তাঁহার সন্ধ্যা সমাপ্ত হইলে লক্ষ্মণ পানার্থ জল আনিয়া দিলেন এবং রাম জল পান করিয়া জানকীর সহিত ভূমিশষায় শয়ন করিলে তিনি তাঁহাদের পাদ প্রক্ষালন করিয়া তরুমূলে আশ্রয় লইলেন। লক্ষ্মণ রামকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত অকৃত্রিম অমুরাগে রাত্রি জাগরণ করিতেছেন দেখিয়া, গুহ সন্তুষ্ট হইলেন, রাজকুমার ! তোমার জ্ঞাত এই সূতশয্যা প্রস্তুত হইয়াছে, আমি ইহাতে বিশ্রাম কর। আমরা অনায়াসে ক্লেশ সহিতে পারি। তখন লক্ষ্মণ গুহের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, নিষাদরাজ ! তোমার দৃষ্টি আছে ; তুমি যখন রক্ষাভার গ্রহণ করিতেছ, তখন আমাদের পান করিবার বিষয়েই ভয় সম্ভাবনা নাই। কিন্তু দেখ, এই যযুকুলতিলক রাম জানকীর সহিত ভূমিশষায় শয়ন করিয়া আছেন, অতএব আমার নিদ্রায় যোজন কি ?

শরীরী প্রভাত হইলে, রাম শুভলক্ষণে লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস ! রাত্রি পীত ও হর্যোদয় কাল উপস্থিত হইল। ঐ দেখ অরণ্যে কৃষ্ণবর্ণ কোকিল রব করিতেছে এবং ময়ূরগণের কণ্ঠধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতেছে। আইস আমরা এক্ষণে গঙ্গা পার হই। অতঃপর স্মমন্তকে কহিলেন, স্মমন্ত ! তুমি বার স্বরায় রাজ্যের নিকট যাও, আমাকে রথে আনয়ন করা এই স্তম্ভই শেষ হইল ; অতঃপর আমি পদব্রজে গমন বনে প্রবেশ করিব। ঐ পিতা বাহাতে আমার নিমিত্ত অধীর না হন, তুমি তাহাই কর। তাঁহাকে আমার প্রণাম নিবেদন করিয়া আমার নিমিত্ত এই কথা কহিবে, আমরা যে নগর হইতে নির্বাসিত হইলাম এবং আমাদের অরণ্যবাস

আশ্রয় করিতে হইল, তন্নিমিত্ত আমি হুঃখিত নহি, চতুর্দশ বৎসর অতীত হইলেই তিনি জানকীর সহিত আমাদিগকে পুনরায় দেখিতে পাইবেন। সুমন্ত্র ! তুমি আমার জনক জননীকে এইরূপ কহিয়া অন্যান্য মাতা ও কৈকেয়ীকে অবিকল এইরূপ কহিবে। তৎপরে কোশল্যাকে আমাদিগের প্রণাম জানাইয়া সর্বাঙ্গীন মঙ্গল জ্ঞাত করিবে, মহারাজকে ও বলিবে, তিনি যেন ভরতকে শীঘ্রই আনয়ন করেন, এবং আসিলে তাঁহাকেই যেন রাজপদে স্থাপিত করেন। প্রাণাধিক ভরতকেও কহিবে, যে তিনি মহারাজের প্রতি যেমন আচরণ করিবেন, মাতৃগণের প্রতিও যেন সেইরূপ করেন। কৈকেয়ীকে যেমন দেখিবেন, সুমিত্রা ও কোশল্যাকেও যেন সেইরূপ দেখেন। তিনি পিতার হিতোদ্দেশে যৌববাজ্য শাসন করিয়া ইহলোক ও পরলোকে অবশ্যই শ্রেয়লাভ করিতে পারিবেন।

অনন্তর রাম সুমন্ত্র ও গুহকে প্রতিগমনে অনুমতি করিয়া নাবিকদিগকে পার করিয়া দিতে বলিলেন। তরণী ক্ষেপণী প্রক্ষেপ-বেগে শীঘ্র যাইতে লাগিল। জানকী গঙ্গার মধ্যস্থলে গিয়া কুতাজ্জলিপুটে কহিলেন, গঙ্গে এই রাজকুমার তোমার রূপায় নিক্ষিপ্ত এই নিদেশ পূর্ণ করুন। এই চতুর্দশ বৎসর অরণ্যে বাস করিয়া পুনরায় আমাদের সহিত প্রত্যাগমন করিবেন আমি নিরাপদে আসিয়া মনের সাথে তোমার পূজা করিব। তুমি সমুদ্রে ভাঙা, ব্রহ্মলোক ব্যাপিয়া আছ। দেবি ! আমি তোমাকে প্রণাম করি।

অনতিবিলম্বে নৌকা নদীর দক্ষিণ তীরে উপনীত হইল। অনন্তর বা লক্ষ্মণের সহিত মৃগ বরাহ বধ করিলেন, এবং উহাদের পবিত্র মাংস গ্রহণ পূর্বক সায়াংকালে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হইয়া বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। পরের সায়াংসন্ধ্যা সমাপন করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস ! জনপদের বাহি এই প্রথম নিশা দর্শন করিলাম। অদ্যাবধি আমাদিগকে আলমশূণ্য হই রাত্রি ভাগরণ করিতে হইবে ; সীতার রক্ষা আমাদিগেরই আয়ত্ত। আই আজ আমরা স্বয়ংই তৃণ পত্র আনিয়া ভূতলে শয্যা প্রস্তুত করিয়া শয়ন করি। অনন্তর রাম অদূরে বটবৃক্ষ মূলে পর্ণশয্যা রচিত হইয়াছে দেখিয়া সীত সহিত তথায় গিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। অরণ্য জনসঞ্চার শূন্য তাঁহাদের সঙ্গে কেহ নাই, কিন্তু গিরিশৃঙ্গগত সিংহ যেমন নির্ভয়ে থাটে তাঁহারা সেইরূপ অকুতোভয়ে তরুতলে শয়ন করিয়া রহিলেন।

পরদিন রাম ও লক্ষ্মণ কিয়দূর অতিক্রম করিয়া, গঙ্গা ও যমুনা

স্বর্গেদিতে মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রম প্রাপ্ত হইলেন। দেখিলেন উগ্রতপাঃ
ব্রহ্মলজ্জ মহর্ষি, অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠানপূর্বক শিষ্যগণের সহিত একাগ্রমনে
পবিত্র আছেন। রাম তাঁহাকে দর্শন করিয়া লক্ষ্মণের সহিত কৃতাজ্জলিপুটে
ভিবাদন করিলেন এবং জানকীকেও প্রণাম কবাইলেন। পবে মহর্ষিকে
ঐশ্বর্য-পরিচয় প্রদানপূর্বক কহিলেন, ভগবন্! আমরা মহারাজ দশরথের
ঐশ্বর্য, আমাদের নাম রাম ও লক্ষ্মণ। রাজর্ষি জনকের কন্যা কল্যাণী সীতা
আমারই ভাৰ্য্যা। ইনি এক্ষণে বিজন বনে আমার অনুসরণ করিতেছেন।
ঐশ্বর্য লক্ষ্মণও ব্রতধারণপূর্বক আমার সঙ্গে যাইতেছেন। আমরা পিতার
দেশে বনবাসে কালযাপন এবং ফল মূল ভক্ষণপূর্বক ধর্মদান করিব।
মহর্ষি ভরদ্বাজ রামের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে স্বাগত প্রণামপূর্বক
নাশ্রয়কার বস্ত্র ফল মূল ও জল প্রদান করিলেন, এবং তাঁহার অবস্থিতির
মিত স্থান নিরূপণ করিয়া দিলেন। অনন্তর কথা প্রসঙ্গ করিয়া তাঁহাকে
কহিলেন, রাম! বহুদিনের পবে তোমার এই আশ্রমে দেখিলাম, তোমাকে
অকারণ নির্বাসিত করা হইয়াছে, আমি তাহা শুনিয়াছি। যাহাই হউক
ঐ গঙ্গাযমুনাসঙ্গম-ক্ষেত্র নির্জন, পবিত্র ও রমণীয়, তুমি এক্ষণে পরমসুখে
ই স্থানে অবস্থান কর।

রাম কহিলেন, ভগবন্! এই তপোবনের অদূরে পৌর ও জনপদ লোক
সংলগ্ন বাস করিয়া থাকে, বোধ হয় তাহারা আমাকে ও জানকীকে অন্য-
সে দেখিতে পাইবে, জানিলে সততই গমনাগমন করিবে, এই কারণে এই
ন আমার তাদৃশ প্রীতিকর হইতেছে না। জানকী যথায় সুখে থাকিতে
পারেন, আপনি এমন কোন জনশূণ্য আশ্রম আমায় দেখাইয়া দিন। ভরদ্বাজ
কহিলেন, রাম! আমার বোধ হয় চিত্রকূটই তোমার পক্ষে নির্জন ও সুখ-
প্রসূ হইবে। রজনী উপস্থিত হইল, রাম অত্যন্ত পরিশ্রান্ত ছিলেন, তিনি
জল ও লক্ষ্মণকে লইয়া ঐ তপোবনে পরমসুখে রাত্রিযাপন করিতে
গিলেন।

শরীরী প্রভাত হইলে রাম ও লক্ষ্মণ মহর্ষি ভরদ্বাজকে অভিবাদনপূর্বক
চিত্রকূটে যাত্রা করিবার নিমিত্ত উদ্যত হইলেন। তখন পিতা যেমন ওরসজাত
কে স্থানান্তরে প্রস্থান করিতে দেখিলে স্বস্ত্যয়ন করিয়া থাকেন, সেইরূপ
মহর্ষি তাঁহাদিগের উদ্দেশে স্বস্ত্যয়ন করিয়া কহিলেন, রাম! তুমি এই সঙ্গম-
স্থল গিয়া পশ্চিমবাহিনী যমুনার তীর অবলম্বনপূর্বক গমন করিবে। সেই

তীর্থে অবতীর্ণ হইয়া ভেলা দ্বারা নদী পার হইতে হইবে। পথে যমুনা তীরে
বহুবিধ বৃক্ষ পরিব্যাপ্ত নীলবর্ণকানন দেখিতে পাইবে। ঐ পথ দিয়াই
চিত্রকূট গমন করা যায়।

অনন্তর তাঁহারা বন হইতে শুষ্ক কাষ্ঠ আহরণ এবং উশীরদ্বারা তাহা
বেষ্টন করিয়া ভেলা নির্মাণ করিলেন। মহাবল লক্ষণ জম্বু ও বেতসের শাখা
চ্ছেদনপূর্বক জানকীর উপবেশনার্থ আসন প্রস্তুত করিয়া দিলেন। তখন
রাম সাক্ষাৎ লক্ষীর আশ্রিত্য-প্রভাবা দ্বিগুণ লজ্জিতা প্রিয়দমিতাকে অগ্রে
ভেলায় তুলিলেন, এবং তাহার পার্শ্বে বসন ভূষণ শনিত্র এবং ছাগচর্ম্মাবৃত
পেটক রাখিয়া লক্ষণের সহিত স্বয়ং উথিত হইলেন, এবং সেই ভেলা অবলম্বন
করিয়া প্রীতমনে সাবধানে পার হইতে লাগিলেন। জানকী যমুনার মধ্যস্থলে
আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, দেবি! আমি তোমায় অতিক্রম
করিয়া যাইতেছি, এক্ষণে যদি আমার স্বামী সুমঙ্গলে ব্রত পালন করিয়া
অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিতে পারেন, তাহা হইলে তোমার পূজা করিব।
সীতা কৃতজ্ঞলিপুটে এইরূপ প্রার্থনা করত তরঙ্গবহলা কালিন্দীর দক্ষিণ তীরে
উত্তীর্ণ হইলেন।

সীতা যাইতে যাইতে বৃক্ষ গুল্ম এবং অদৃষ্টপূর্বক পুষ্পশুচ্ছ স্রশোভিত লত
যাহা কিছু দেখেন, অমনি রামকে জিজ্ঞাসা করেন, লক্ষণও ব্যস্ত সমস্ত হই
তাহা আনিয়া দেন। অনন্তর রাম ও লক্ষণ তথা হইতে ক্রোশমাত্র গম
পূর্বক বহুসংখ্য পবিত্র মৃগ বধ করিয়া বনমধ্যে ভোজন করিলেন এবং
মাতঙ্গসজ্জল বানরবহুল বিপিনে স্থখে বিচরণ করিয়া নিশাকালে সমতা
নদীতীরে আশ্রয় লইলেন। রজনী প্রভাত হইলে সকলে যমুনার জলে স্নান
করিয়া শ্মশি নিবেশিত পথে চিত্রকূটভিমুখে যাইতে লাগিলেন।

অনন্তর তাঁহারা পাদচ্যারে কিয়দূর অতিক্রম করিয়া চিত্রকূটে উপস্থিত
হইলেন। উপস্থিত হইয়া রাম লক্ষণকে কহিলেন, বৎস! এই পর্বতে দ্রুম
মূল প্রচুর পরিমাণে উপলব্ধ হইবে, ইহার জলও অতি সুস্বাদু। এই স্থান
বহুসংখ্য শ্মশি বাস করিয়া আছেন। আইস আমরা এই চিত্রকূটেই আ
লইব। এই বলিয়া তাহারা মহর্ষি বায়্মাকির আশ্রমে উপস্থিত হ
কৃতজ্ঞলিপুটে তাঁহাকে আশ্র-নিবেদন ও অভিবাदन করিলেন। বায়্মাকি
তাঁহাদিগকে স্বাগত প্রশ্ন পূর্বক অভ্যর্থনা ও সংকার করিয়া সন্তুষ্ট হইলে
অনন্তর রামের আদেশে লক্ষণ অরণ্য হইতে নানাপ্রকার বৃক্ষ আনিয়া ৷

নি গৃহ নির্মাণ করিলেন। ঐ গৃহেব চতুর্দিক কাষ্ঠাবরণে আবৃত, উপরি-
াগ পত্র দ্বারা আচ্ছাদিত। এবং উহা অতি সুদৃশ্য, সকলে তথায় বাস
করিতে লাগিলেন।

বাম বহুদিন চিত্রকূটে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি আপনার চিত্র
বিনোদন এবং জানকীর তুষ্টি সম্পাদন উদ্দেশে করিলেন, জানকি! এই
মণীয় শৈল দর্শনে রাজানাশ ও সুহৃদ বিচ্ছেদ আব আমায় তাদৃশ কাতব
বিত্তেছে না। জানকি! তোমার ও লক্ষণেব সহিত যদি আমি বহুকাল এই
স্বতে বাস করি, শোক কোনমতেই আমায় অভিভূত করিতে পারিবে না।
ই ফলপুষ্পপূর্ণ বিহঙ্গকুলকৃজিত সুবন্দা গিরিশৃঙ্গে আমি বথার্থ প্রীতি লাভ
কিতেছি। তুমিও চিত্রকূট পর্বতে নানাপ্রকার বস্তু দর্শন করিয়া কি আন-
ন্দত হইতেছ না?

বাম এইরূপে সীতার চিত্র বিনোদন করিতেছেন এই সময়ে সৈন্তের
আগোষ্ঠিত বেণু নভোমণ্ডলে দৃষ্ট হইল, দিগন্তব্যাপী তুমুল কোলাহলও
কিগোচর হইতে লাগিল। তখন বাম অকস্মাৎ এই বোবতব শব্দ শুনিতে
পাওয়া, এবং মুগ্ধগুণপতিদিগকে চতুর্দিকে মহাবেগে গমন করিতে দেখিয়া,
স্বপ্নকে আহ্বান পূর্বক করিলেন, লক্ষণ! দেখ, চতুর্দিকে মেঘনির্ঘোষের
ব ভয়ঙ্কর গম্ভীর রব শুনা যাউতেছে, এবং মুগ্ধ হস্তী ও মহিষেবা ভয়ে
বমান হইতেছে, ইহার কারণ কি? এখানে কি কোন বাজা বা রাজপুত্র
ন মুগ্ধবা করিতে আসিবাছেন? অকস্মাৎ কেন এই প্রকার ঘটিল, তুমি
দ্রুত কারণ অন্বেষণ কর। তখন লক্ষণ অবিলম্বে এক কুহ্মনিত শালবৃক্ষে
দোহনপূর্বক ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। বিশেষ অন্বে-
ধান করিয়া আসিয়া রামকে জানাইলেন যে ভবত সসৈন্তে এই বনে
সিয়াছেন।

এদিকে ভরত লোকের সংমর্দ না হয়, এই জন্ত সৈন্তগণকে পর্বতে
সমুত্ততঃ অবস্থান করিতে অনুমতি করিলেন। উহারাও তথায় সাদৃশ্য যোজন
ধিকার করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। ভরত নিকটস্থ হইয়া দেখিলেন,
মর পবিত্র পর্ণকূটীর শাল ও তাল ও অশ্বকর্ণের পত্রে আচ্ছাদিত, তথায়
প্রশস্ত বেদি প্রস্তুত ছিল, এবং উহাতে সতত অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইতেছে।
ত এই সকল নেত্রগোচর করিয়া পরে দেখিলেন, পদ্মপলাশলোচন

হত্যাশনকল্প রাম, সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভুব ঞায় পর্ণকুটীর মধ্যে চন্দ্রাসনে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার পরিধান চীর বস্ত্র ও কৃষ্ণাজিন, মস্তকে জটাভার। ভরত সেই সমাগবা পৃথিবীর অধিপতি ধার্মিককে দর্শন করিয়া দুঃখাবেগে ধাবমান হইলেন এবং তৎকালে অত্যন্ত অধাব হইয়া বাপগঙ্গদবাক্যে কহিতে লাগিলেন, হা! প্রজারা বাজসভায় যাঁহার আরোহণা করিবে, এক্ষণে বহু মুগেরা তাঁহাকেই বেঁধেন করিয়া আছে। বহুমূল্য বস্ত্র পরিধান করা যাঁহার অভ্যাস, তিনি এক্ষণে মৃগচর্ম্ম ধারণ করিতেছেন! বিচিত্র মাণ্যে বেশবিন্যাস করা যাঁহার সমুচিত, তিনি এক্ষণে জটাভার বহন করিতেছেন!

এই বলিতে বলিতে ভরত নামের নিকট গমন করিলেন এবং সন্নিহিত না হইতেই রোদন করিয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। অনন্তর শত্রুর সজ্জন লোচনে রামের পাদ বন্দনা করিলেন। রামও তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন। অরণ্যবাসীরা ঐ চারি জন রাজকুমারকে দেখিয়া বিবাদে অনর্গল নেত্রজল মোচন করিতে লাগিল।

এদিকে ভরত, কৃতাঞ্জলিপুট হইয়া ভূতলে পতিত আছেন, তাঁহার মুখকান্তি মলিন, এবং তিনি যাব পব নাই ক্লশ হইয়া গিয়াছেন। রাম সেই যগান্তকালীন হৃৎগোর ঞায় নিতান্ত দুর্গিরীক্ষ্য জটাচৌবদারী মহাবীরকে কথঞ্চিৎ চিনিতে পারিলেন, এবং তাঁহাকে আলিঙ্গন ও অঙ্কে গ্রহণ করিয়া সাদরে জিজ্ঞাসিলেন, বৎস! এক্ষণে বল এই দুর্জ্জেষ্ম অরণ্যে তুমি কি কারণে উপস্থিত হইলে। মহারাজ ত কুশলে আছেন? তুমি বালক, রাজ্য ত বিহীন হয় নাই? পিতৃসেবার ত রত আছে? যিনি রাজস্ব ও অশ্বমেধ যজ্ঞে অমুষ্ঠাতা, আমাদিগের সেই ধর্ম্মপরায়ণ পিতা ত কুশলে আছেন? কুলপুত্র বশিষ্ঠ ত যথোচিত আদর প্রাপ্ত হইয়া থাকেন? দেবী কৌশল্যা ও সূমিত্রা ত মঙ্গল? আর্ঘ্যা কৈকেয়ী ত আনন্দে কালযাপন করিতেছেন? অধিকার যত লোক আছে, ধর্ম্মানুসারে সকলকে রক্ষা করাই তোমার কর্তব্য। বৎস! জ্ঞীলোকেরা ত তোমার যত্নে সাবধানে আছে? উহাদিগকে ত সমাদর করিয়া থাক? ধনৌ বা দরিদ্র যাঁহারই ইউক না, বিবাদরূপ দুষ্ট তোমার অমাত্যেরা ত অপক্ষপাতে ব্যবহারপর্যালোচনা করেন? দেখ, বান্ধবের মিথ্যাভিযোগের সম্যক বিচার না হয় সেই সকল নিরীহ লোকের ক্ষেত্র হইতে যে অশ্রুবিন্দু নিপতিত হইয়া থাকে, তাহা ভোগাভিলাষী রাজার

ভ্রু ও পশু সকল বিনষ্ট করিয়া ফেলে। আমাদিগের পূর্বপিতামহগণ যে গালী অবলম্বন করিয়াছিলেন, তুমি ত তাহারই অনুসরণ করিতেছ ?

তখন ভরত কথঞ্চিৎ শোকাবেগ সংবরণ করিয়া কৃতাজলিপুটে কহিতে গিলেন, আৰ্য্য ! পিতা কৈকেয়ীর নিয়োগে অতি দুষ্কর কার্য্য সাধন রিয়া পুত্রশোকে সমস্ত পরিত্যাগ পূর্বক স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। আৰ্য্য ! মি আপনাব দাস, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন এবং স্বয়ং দেব-জেব ঞ্চার রাজ্য অধিকার করুন। এই সমস্ত প্রজা ও বিধবা মাতৃগণ পনার সন্নিধানে আসিয়াছেন, এক্ষণে প্রসন্ন হউন। আপনি সৰ্ব্বজ্যোত্, ভবেক আপনাকেই অশে, এক্ষণে আপনি ধৰ্ম্মানুসারে রাজ্য গ্রহণ করিবা য়ীব স্বজনেব কামনা পূর্ণ করুন। বহুমতী আপনাকে পাতত্বে লাভ বধা বৈববা হইতে বিমুক্ত হউন। আমি মন্ত্ৰিগণের সহিত আপনার গণ বার, আমি আপনাব ভ্রাতা শিষ্য ও দাস, আপনি প্রসন্ন হউন।

যদি ভরতের মুখে বজ্রপাতসদৃশ পিতৃবিয়োগ কথা শ্রবণ করিয়া বাহ-রণ পূর্বক পরশুছিন্ন কুস্মিত বৃক্ষের ঞ্চার ভূতলে মুচ্ছিত হইয়া গিলেন। তখন তদীব ভ্রাতৃগণ ও জানকী তাঁহাকে ধরাশায়ী দেখিয়া গাকুণলোচনে তাঁহাব চৈতন্ত্য সম্পাদনের নিমিত্ত জলসেক করিতে লাগি-ব। ক্রমশঃ রামের সংজ্ঞা লাভ হইল। তিনি রোদন করিতে কথিতে ভাবে কহিলেন, ভরত ! পিতা স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, এক্ষণে আমি মাধ্যম গিষা কি করিব ?

শশুরের স্বর্গারোহণবার্ত্তা শ্রবণে জানকীব নয়নযুগল বাষ্পভরে অববদ্ধ াছিল, ভগ্নবন্ধন তিনি আর রামকে নিরীক্ষণ করিতে পারিলেন না। ছুঃখিতমনে লক্ষণকে কহিলেন, বৎস ! তুমি ইঙ্গুদী ফল ও নুতন বলল য়ন কর, আমি এক্ষণে মন্দাকিনীতে গিয়া পিতার তর্পণ করিব। অন-রাম মন্দাকিনী তীর্থে উপস্থিত হইয়া দক্ষিণাস্য হইয়া, অঞ্জলিপূর্ণ জল া, গলদশলোচনে কহিলেন, পিতঃ ! আপনি পিতৃলোকে গমন করিবা, এক্ষণে মং প্রদত্ত এই নিম্নল জল আপনাকে পরিতৃপ্ত করুক। পরে া ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে দর্ভময় আস্তরণে বদরীমিশ্রিত ইঙ্গুদী-পিও পিন পূর্বক ছুঃখিতমনে রোদন করিতে করিতে কহিলেন, পিতঃ ! নি প্রীত হইয়া এই পিও ভক্ষণ করুন ; আমিরা এক্ষণে বনমধ্যে এইরূপ

বস্তুই ভোজন করি। পুরুষের যে বস্তু ভোগের, তাহার পিতৃলোকেব
তাঁহাই উপযোগের হইয়া থাকে।

এদিকে মহর্ষি বশিষ্ঠ রামদর্শনাভিলাষে রাজমহিষীদিগকে অগ্রে লইয়া
আশ্রমের সন্নিহিত হইলেন। মহিষীরা নদীতট দিয়া মৃচ্ছপদে গমন করিতে
করিতে দেখিলেন, মন্দাকিনীর একস্থানে বামলক্ষ্মণের অবতবনার্থ সোপান
পথ রহিয়াছে। তদ্বশনে কৌশল্যা সজলনয়নে শুষ্কমুখে দীনা স্মিত্রা !
অত্যাশ্রয় সপত্নীকে কহিলেন, দেখ, যাঁহা বা রাজ্য হইতে নির্বাসিত হইয়াছে
এইটী যেই অনাথদিগেরই তীর্থ। স্মিত্রে ! তোমার পুত্র লক্ষ্মণ স্বয়ং নিরব
হইয়া রামের জন্ত এই সোপান পথ দিয়া জল লইয়া যান। অনন্ত
মহিষীরা নিতান্ত কাতর হইয়া কৌশল্যাকে নানাপ্রকারে সাহসনা করা
আশ্রমে প্রবেশ কবিলেন। দেখিলেন, ভোগ-পবিত্র স্থগভ্রষ্ট-দেবতা
সদৃশ রাম তন্মধ্যে অবস্থান করিতেছেন ; দেখিয়াই শোকে অধীর হইলেন
এবং সম্মুখে রোদন কবিত্তে লাগিলেন।

তখন রাম গাত্ৰোত্থান করিয়া উর্ধ্বদিগকে প্রণিপাত কবিলেন। তিনি
প্রণাম করিলে উর্ধ্বাঙ্গা স্মৃতিস্মরণ পাপিতল দ্বারা তাঁহারা পৃষ্ঠের ধূম
মার্জনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর লক্ষ্মণ ছুঃখিতমনে ভক্তিসহকারে উর্ধ্ব
দিগকে অভিবাদন করিলেন। উর্ধ্বাঙ্গা বাম নির্দিশেষে তাঁহাকেও সবিশেষ
ও স্নেহ করিতে লাগিলেন। পবে বনবাসকৃশা জানকী অশ্রুপূর্ণলোচনে স্ব
গণের পাদবন্দনা করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। তদ্বশনে কৌশল
নিতান্ত ছুঃখিত হইয়া তাঁহাকে ছুঃখিতার স্তায় আনিমন পূর্বক কহিলে
হা ! বিদেহবাজের কল্যা, দশবধেব পুত্রবধূ, বামের ভাৰ্যা কিরূপে এই নিষ্
বনে ছুঃখ ভোগ কবিত্তেছেন ! বৎস ! তোমার মুখখানি শুষ্ক কমলের
মলিন দেখিয়া, অগ্নি যেমন কাষ্ঠকে দগ্ধ কবে, সেইরূপ শোক অদ
অন্তর্দাহ করিতেছে।

অনন্তর রাম অগ্নিতুল্য বশিষ্ঠকে নমস্কার কবিয়া, তাঁহারই স
উপবিষ্ট হইলেন। ভরতও মন্ত্রী, সেনাপতি ও ধর্ম্মপরায়ণ পৌরগণের স
তাঁহার পশ্চাৎভাগে উপবেশন করিলেন। রাজকুমারগণ আশ্রয়-স
পরিবেষ্টিত হইয়া পিতার উদ্দেশে শোক করিতেছেন ইত্যবসরে রাত্রি প্র
হইয়া গেল। তখন উর্ধ্বাঙ্গা ও অত্যাশ্রয় সকলে মন্দাকিনীতীরে প্রাতঃকা
হোম ও সাবিত্রী জপ সমাপন করিয়া রামের সন্নিহিত হইলেন।

অনন্তর ভরত কহিলেন, আৰ্য্য ! এক্ষণে আমার অনুরোধ রক্ষা করিয়া আপনি সকলকে পরিত্যাগ করুন। কোথায় অরণ্য, কোথায় বা ক্ষত্রিয়ধর্ম, কোথায় জটা, কোথায় রাজ্যশাসন, এইরূপ বিসদৃশ কার্য্য কোন মতে আপনার উপযুক্ত হইতেছে না। প্রজাপালন ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম, কোন্ দ্বারিয়া এই ধর্ম উপেক্ষা করিয়া সংশয়ান্বিত ক্রোধান্বিত বান্ধব ধর্ম মাচরণ করিবে? যদি ক্রোধান্বিত ধর্ম আপনার এতই অভিমত হইয়া থাকে, আপনি ধর্মাত্মসারে বর্ণ চতুষ্টয়কে পালন করিয়া ক্রোশ ভোগ করুন। ঈশ্বরেরা কহেন যে, চার আশ্রমের মধ্যে গার্হস্থ্য সর্বোৎকৃষ্ট, আপনি নিমিত্ত তাহা পরিত্যাগের বাসনা করিয়াছেন? আৰ্য্য ! আমি বিদ্যায় আপনার নিকট বালক, এবং জন্মেও কনিষ্ঠ, আপনি বিদ্যামানে রাজ্যপালন না আমাব কিরূপে সম্ভব হইবে? আমি বুদ্ধিহীন, আপনার সাহায্য গীত প্রাণ ধারণ করিতেও পারি না। এক্ষণে আপনি বন্ধুবর্গের সহিত গ্র পৃথিবীর শাসন করুন। বর্ষাষ্ট প্রভৃতি মন্ত্রবিৎ ঈশ্বরেরা প্রকৃতিগণের দ্বিত এই স্থানেই আপনাকে অভিষেক করিবেন। অভিষেকান্তে আপনি যথায় গমন পূর্বক ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রের হায়ে বাজবলে প্রতিপক্ষদিগকে হৃত করিয়া রাজ্য রক্ষায় প্রবৃত্ত হউন। দৈবাপেক্ষ্য প্রভৃতি তিন ঋণেতে আত্মমোচন, শত্রুবর্গের দুঃখবন্ধন, ও সুহৃদগণের সুখসাধন পূর্বক মন করুন। এবং আমার জননী কৈকেয়ীকে কলঙ্ক দূর করিয়া পূজাপাদ তা দশবথকে পাপ হইতে রক্ষা করুন। আমি আপনার চরণে প্রণিপাত করি বারংবার প্রার্থনা করিতেছি, ঈশ্বর যেমন সমস্ত ভূতের প্রতি রূপা রাখাছেন তদ্রূপ আপনি আমার প্রতি রূপা বিতরণ করুন। যদি আপনি আমার অনুরোধ না রাখিয়া বনান্তরে প্রবেশ করেন, নিশ্চয় কহিতেছি, আমিও আপনার সমভিব্যাহারে গমন করিব।

তখন রাম কহিলেন, ভরত! তুমি রাজ্য দর্শন হইতে জন্মগ্রহণ করিবাচ্ছ, যেরূপ কহিলে, তাহা তোমার সমুচিত হইতেছে। কিন্তু দেখ, পূর্বে তোমার মাতার পাণিগ্রহণকালে চেকরবাজকে প্রতিজ্ঞাপূর্বক কহিয়া-
 ন, রাজন! তোমার এই কণ্ঠাতে যে পুত্র উৎপন্ন হইবে, আমি
 ঈকেই সমস্ত সাম্রাজ্য অর্পণ করিব। অনন্তর দেবাসুর সংগ্রাম উপস্থিত
 হইল। তিনি তোমার জননীর গুণবশত সন্তুষ্ট হইয়া দুইটা বর অঙ্গীকার
 করিল। তদনুসারে তোমার জননী তোমার রাজ্য ও আমার বনবাস এই দুই

বব প্রার্থনা করিয়াছিলেন। মহারাজও অগত্যা তদ্বিষয়ে সম্মত হয়েন, এবং আমাকে চতুর্দশ বৎসরবয়সে নিমিত্ত বনবাসে নিয়োগ করেন। এক্ষণে আঁহার সত্যাপালনার্থ জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত এই স্থানে আসিয়াছি, তুমি পিতার নিদেশেও তাঁহারই সত্য রক্ষার উদ্দেশে অবিলম্বে রাজ্য গ্রহণ কর।

অনন্তর জাবালি কহিলেন, রাম! তুমি অতি সুবোধ, সামান্য লোকে ত্রায় তোমার বুদ্ধি যেন অনর্থদর্শিনী না হয়। দেখ, কে কাহার বন্ধু কোন ব্যক্তিবই বা কোন সম্বন্ধে কি প্রাপ্য আছে? জীব একাকী জন্মগ্রহণ করে, এবং একাকীই বিনষ্ট হয়। অতএব পিতা মাতা বলিয়া যাহা স্নেহাশ্রিত হইয়া থাকে সে উন্নত। যেমন কোন লোক প্রবাসে গমন করিবার কালে গ্রামের বহির্দেশে বাস করে, আবার পরদিন সেই আবাস পবিত্রাঙ্গ পূর্বক প্রস্থান করিয়া থাকে, পিতা মাতা গৃহ ও ধন তদ্রূপই জানিবে। সঙ্কল্পেরা কোনও মতে উহাতে আসক্ত হন না সুতরাং পিতার আদেশে পৈতৃক-বাজ্য পরিত্যাগ করিয়া চঞ্চলজনক দুর্গম সঙ্কটপূর্ণ অরণ্য আশ্রয় করা তোমার কর্তব্য হইতেছে না। এক্ষণে তুমি সুসমৃদ্ধ অযোধ্যায় প্রত্যাগমন কর, সেই একবেণীধরা নগরী তোমার প্রতীক্ষা করিতেছেন। তুমি তথায় রাজভোগে কালক্ষেপ করিবা, দেবলোকে সুররাজ ইন্দ্রের ত্রায় পরমসুখে বিহার করিবে। লোকে পিতৃদেবতার উদ্দেশে অষ্টকা শ্রাদ্ধ করিবা থাকে, ইহাতে কেবল অন্ন অনর্থক নষ্ট করা হয়, কারণ কে কোথায় শুনিয়াছে যে মৃত ব্যক্তি আহাৰ করিতে পাবে? যদি একজন ভোজন করিলে অস্ত্রের শরীরে উহা বক্ষার হয়, তবে প্রবাসীর উদ্দেশে এক ব্যক্তিকে আহাৰ করাও, উহাতে কি ঐ প্রবাসীর তৃপ্তিলাভ হইবে? যে সমস্ত শাস্ত্রে দেবপূজা, যজ্ঞ, দান ও তপস্তা প্রভৃতি কার্যের বিধান আছে, দীর্ঘমান মনুষ্যেরা কেবল লোকদিগকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত সেই সকল শাস্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। অতএব রাম! পরলোকসাধন ধর্ম নামে কোন পদার্থই নাই। ভরত তোমাকে অনুরোধ করিতেছেন, তুমি সর্বসম্মত বুদ্ধির অনুসরণ পূর্বক রাজ্যভাব গ্রহণ কর।

জাবালির এই কথা শুনিয়া বামের কিছুদূর ভাববৈপরীত্য ঘটিল না, তিনি ধর্মবুদ্ধি অবলম্বন পূর্বক কহিতে লাগিলেন, তপোধন! আপনি আমার হিতকামনায় এক্ষণে যাহা কহিলেন তাহা বস্তুতঃ অকার্য্য, কিন্তু কর্তব্যবৎ প্রতীতমান হইতেছে, বস্তুতঃই অপার্থ্য, কিন্তু পণ্ড্যের ত্রায় সপ্রমাণ

হইতেছে। যে পুরুষ বিপথগামী হইয়া জনসমাজে শাস্ত্রবিরুদ্ধ মত প্রচার
করিয়া থাকে সে সাধুলোকের নিকট কখনই সম্মান পায় না। উচ্চ কি নীচ
ংশীয়, বীর কি পুঙ্খভিমানী, শুচি কি অপবিত্র, চরিত্র তাহার পবিচয়
দয়া থাকে। যদি এই লোকদূষণ অধর্মকে ধর্মবেশে গ্রহণ করি, এবং প্রকৃত
ধর্ম পরিতাগ পূর্বক অবৈধ বাপারে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে বিজেব
একট অনাদৃত ও কুলাচার হইতে পরিভ্রষ্ট হইব। প্রকৃতিবাও আমায়
স্ববিপ্লবকারী ও স্বেচ্ছাচাৰী দেখিয়া আমার অনুকরণ কবিলে, কাবল বাজার
একপ আচার প্রজার তদ্রূপই হইয়া থাকে। অতএব, তপোধন! আপনি
রূপ কহিলেন তাহা কোনও মতে প্রীতিকর বোধ হইতেছে না।

দেখুন অনাদি-শাস্ত্রবিরুদ্ধ দয়াপ্রবান বাজত্ব স্বয়ং সত্য, এই নিমিত্ত লোক
দ্ব্যক্রে সত্যকপ বলিবা নিদেশ কবিয়া থাকেন। সত্যের প্রভাব অতি
বৎকাব, সমস্ত লোক সত্যাবিশ্রুত বহিষাছে। দেবতা ও ঋষিগণ সত্যাব
মানব কবেন, সত্যবাদীর রক্তলোক লাভ হয়। সত্যই ঈশ্বর, সত্যে ধর্ম
তিষ্ঠিত আছেন, সত্যই সকল বিষয়ের মূল, এবং সত্যই পবন পদ। দান,
ত, হোম ও তপঃপ্রতিপাদক বেদশাস্ত্র সত্যকে আশ্রয় কবিয়া আছে। যে
ক্তি সত্যপবায়ণ তাঁহাকেই ভূমি, যশ ও কীর্তি প্রাপ্তনা করিয়া থাকে,
তএব সত্যপর হওয়া সর্বতোভাবে কর্তব্য। আমার সত্যসন্ধ পিতা
সত্যে বদ্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞা বক্ষ্য আমায় বাহা আজ্ঞা করিয়াছেন আমি
ন তাহা অবহেলা কবিব? আমি তাঁহার নিকট সত্যে প্রতিশ্রুত আছি,
কণে ক্রোধ, লোভ, মোহ বা অজ্ঞানতা বশতঃ কোননতে গুরুলোকের
তাসেতু ভেদ কবিব না।

তপোধন! সত্য, ধর্ম, তপস্যা, দয়া, প্রিয়বাদিতা এবং দেবপূজা ও
তথ্যসংকার এই সকল স্বর্গের পথ; ধার্মিকেরা ঐ গুলিকে মুখ্যফলপ্রদ
লিয়া বথাবিহিত ধর্ম্যচরণ পূর্বক উৎকৃষ্ট লোক আকাজ্ঞা করিয়া থাকেন।
পিনার বুদ্ধি বেদবিরোধিনী, আপনি ঈশ্বরভ্রষ্ট ও নাস্তিক; যেমন বৌদ্ধ
গর্হ; নাস্তিকও তদ্রূপ দণ্ডার্থ। ফলতঃ যাহাবা ধর্মপরায়ণ, দানশীল,
হিংস্রক ও পবিত্র, সেই সকল মহর্ষিরাই লোকে পূজনীয় হইয়া থাকে।
ম রোষভরে এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিলে, জাবালি বিনয়বচনে
হেলেন, রাম! আমি নাস্তিক নহি। তোমাকে বন হইতে প্রত্যানয়ন

করিবার নিমিত্ত ঐরূপ কহিলাম, এবং তোমাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্তই আবার তাহার প্রতাহার করিয়া লইলাম।

অনন্তর রাম ভরতকে কহিলেন, ভরত, তুমি রাজ্যভার বহনে সাহসী হও। চন্দ্র হইতে শোভা অপনীত হইতে পারে, হিমালয় হিম পরিত্যাগ করিতে পারেন, এবং সাগরও বেলাভূমি লজ্জন করিতে পাবেন, কিন্তু আমি পিতৃসত্য পালনে কখনই বিরত হইব না। বৎস! তোমার জননী স্বয়ংক্রান্ত স্নেহ বা লোভ বশতঃই হউক যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহা তুমি মনেও আনিও না, মাতাকে যেমন ভক্তি করিতে হয় তাহাই করিবে।

অনন্তর ভরত দিবাকরের গ্রায় তেজস্বী, দ্বিতীয় চন্দ্রের গ্রায় স্নর্গরামের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, অর্ঘ্য! এক্ষণে আপনি পদতল হইতে এই কনকখচিত পাঙ্গকাণ্ডগল উন্মুক্ত ককন, অতঃপব ইহাই লোকেব ক্ষেম বিধান করিবে। তখন রাম পাঙ্গকা উন্মোচন করিয়া তাঁহাকে প্রদান করিলেন। ভরত প্রণিপাত পুংসব উহা গ্রহণ করিয়া কহিলেন, অর্ঘ্য! আমি সমস্ত রাজ্যব্যাপাব এই পাঙ্গকাকে নিবেদন পূর্ব্বক জটাটীর ধারণ ও ফলমূল ভক্ষণ করিয়া আপনার প্রতীক্ষায় চতুর্দশ বৎসর নগরের বহির্দেশে বাস করিব। পঞ্চদশ বৎসরের প্রথম দিবসে যদি আপনার দর্শন না পাই, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমার হৃতাশনে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। তখন ধর্ম্মে হিমাচলের গ্রায় অটল রাম কুলগুপ্ত বশিষ্ঠকে যথোচিত অর্চনা করিয়া অনুক্রমে ভবত ও শক্ররকে এবং প্রকৃতিগণকে বিদায় দিলেন। ঐ সময়ে তদীয় মাতৃগণের কণ্ঠ বাস্পভরে অববন্ধ হওয়ার তাঁহারা আর বাক্যক্ষুরি করিতে পাবিলেন না। রামও তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিয়া রেদিন করিতে করিতে পর্ণকুটীরে প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর নানা কারণে রামের তথায় বাস করিতে আর প্রবৃত্তি হইল না। ভাবিলেন, আমি এখানে ভরত মাতৃগণ ও পুরবাসাদিগকে দেখিতে পাইলাম, তাঁহারা সকলেই আমার শোকে একান্ত আকুল, আমি কোন মতে উহাদিগকে বিস্মৃত হইতে পারিতেছি না। সুতরাং এক্ষণে অত্ৰ প্রস্থান করাই শ্রেয়ঃ হইতেছে। এই চিন্তা করিয়া রাম জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত তথা হইতে মহর্ষি অত্রির আশ্রমে চলিলেন, এবং তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণিপাত করিলেন। তখন অত্রি তাঁহাকে পুত্রনির্কীর্ষে গ্রহণ ও আতিথ্য করিয়া সীতা ও লক্ষ্মণকে সন্মোহে দেখিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে তাঁহার সহধর্ম্মিণী

প্রায়গা অনহুয়া তথায় আগমন করিলেন। তপোধন সেই সর্বজন-
জনীয়া তাপসীকে আয়ত্ত্ব ও সীতাকে প্রদর্শন পূর্বক কহিলেন, প্রিয়ে !
মি এক্ষণে এই সীতাকে সম্মান কর।

সীতা স্বনাম উল্লেখ পূর্বক সেই পতিব্রতাকে প্রণাম করিলেন, এবং
তাজলিপুটে তাঁহার সকল বিষয়ের কুণল জিজ্ঞাসিলেন। তখন অনহুয়া
তাকে অবলোকন পূর্বক সত্যনা বাক্যে কহিলেন, জানকি ! তোমার
দৃষ্টি আছে। তুমি আত্মীয় স্বজন ও অভিমান বিসর্জন করিয়া বনচারী
মের অনুসরণ করিয়াছ। স্বামী অহুকুল বা প্রতিকূলই হউন, নগরে বা
মই থাকুন, যে নারী একমাত্র তাঁহাকে প্রিয় বোধ করেন তাঁহাব সঙ্গতি
ভ হয়। পতি হুম্মাল, বেচ্ছাচারী বা দরিদ্রই হউন, পূজ্যস্বভাব স্ত্রীলোকের
নিই পরম দেবতা।

জানকী অনহুয়ার এইরূপ কথা শুনিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, আর্ধ্য ! স্বামী
স্ত্রীলোকের গুরু, আমি তাহা বিশেষ জানিয়াছি। তিনি যদিও হৃষ্টচিত্র
দরিদ্র হন, তথাচ কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়া তাঁহার পরিচারণায় নিযুক্ত
কিতে হইবে। কিন্তু যিনি জিতেঞ্জিয়, গুণবান, দয়ালু, স্থিরাত্মা গী ও
শ্রদ্ধা, এবং যিনি মাতৃসেবাপব ও পিতৃবৎসল, তাহার বিষয়ে আর বলিবার
আছে ? আমি যখন এই ভীষণ অরণ্যে আসি, তখন আর্ধ্য ! কোশলা
মার যাহা উপদেশ দেন, আমি তাহা বিশ্বস্ত হই নাই ; এবং বিবাহের
য জননী অধিসমক্ষে যে প্রকার আদেশ করেন, তাহাও ভুলি নাই। পতি-
মই স্ত্রীলোকের তপস্যা ; সাবিত্রী ইহার বলে স্বর্গে পূজিত হইতেছেন !

প্রায়গা অনহুয়া সীতার মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে
লস্কন ও তাঁহার মন্তক আশ্রয় পূর্বক কহিলেন, জানকি ! এক্ষণে সূর্য্য
নাকে নিকটে আনিয়া স্বয়ং অন্তর্দৃষ্টির আবেশ করিলেন। ঐ গুন
দেগা সমস্ত দিন আহাবাবেষণে পর্যটন করিয়া সন্ধ্যাকালে বিশ্রামার্থ
আবহান পূর্বক মধুর পানি করিতেছে। মহর্ষিগণ অভিষেক সলিলে সিক্ত
কক্ষে জনপূর্ণ কলস গ্রহণ পূর্বক আর্জ্জবলে আসিতেছেন। যদাবিধি
আমহোত্র হইতে কপোতকণ্ঠের ত্রায় অকণবর্ণ ধূম বায়ুবশে উথিত
তহে। যে বৃক্ষের পত্র অতি বিরল, অন্ধকার প্রভাবে তাহাও যেন
হুত হইয়াছে। এই সমস্ত আশ্রম মৃগ বেদি মণ্ডো শয়ান ; রাত্রির
জরগণ ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে ; দূরতর প্রদেশে দিক সকল আর

অনুভূত হইতেছে না। এক্ষণে নিশাকাল উপস্থিত, চন্দ্র জ্যোৎস্নার অবগুষ্টি হইয়া আকাশে উদ্ভিত হইয়াছেন, নক্ষত্রও দৃষ্ট হইতেছে। জানকি! এক আমি তোমায় অনুমতি করিতেছি তুমি গিয়া পতিসেবার প্রবৃত্ত হও। তুঁ আজ মধুব কথা কীর্তন করিয়া আমায় পরিতুষ্ট করিলে। এক্ষণে আমরা সন্মুখে একবার বেশভূষায় সুসজ্জিত হইয়া আমাদের সন্তুষ্ট কর। এইরূপ আদেশ প্রাপ্ত হইয়া সুরকণ্ঠারূপিনী সীতা নানালঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া তাপসীর পাদবন্দন পূর্বক রামের নিকট গমন করিলেন। তাপসী যে বস ভূষণ ও মালা দিয়াছেন, সীতা তাহা তাঁহার গোচর করিলেন।

অনন্তর রাম তাপসগণ কর্তৃক সংকৃত হইয়া অত্রির আশ্রমে নিশা যাপন করিলেন। পরে রাত্রি প্রভাত হইলে লক্ষ্মণের সহিত কৃতজ্ঞান হইয়া মহর্ষিগণকে বনাস্তুর প্রবেশের পথ জিজ্ঞাসিলেন। তখন ঐ সমস্ত বনবাসী ঋষিগণ তাঁহাদিগকে প্রস্থানার্থ উদ্যত দেখিয়া কহিলেন, রাজকুমার! এই বনবিভারাক্ষসে পরিপূর্ণ। মনুষ্যাশী নানাপ্রকারে রাক্ষস ও শোণিতপায়ী হিংস্র জন্তু সকল এই মহারণ্যে নিরন্তর বাস করিয়া থাকে। তাপসেরা অশুচি ও অসাবধান থাকিলে উহারা আসিয়া তাঁহাদিগকে ভক্ষণ করে। অতএব এক্ষণে তুমি উহাদিগকে নিবারণ কর। তাপসগণ কৃতাজ্জলিপুটে এইরূপ কহিলে রাম ও লক্ষ্মণ তাঁহাদের আশীর্বাদ গ্রহণ পূর্বক জানকীর সহি মেঘমণ্ডলে সূর্য্যের ন্যায় গহন কাননে প্রবেশ করিলেন।

অরণ্যকাণ্ড ।

মহাবীর রাম দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়া তাপসগণের আশ্রম সকল দেখিতে পাইলেন । তথায় চীরচর্ম্মধারী ফলমূলাহারী বেদজ্ঞ বৃদ্ধ তাপসগণ বাস করিতেছেন । সর্বত্র কুশচীর, প্রাঙ্গণ সকল পরিচ্ছন্ন, মৃগ ও পক্ষিগণ দক্ষরণ করিতেছে । অনবরত বেদধ্বনি হইতেছে, কোথায় পূজোপহার রহিয়াছে, কোথায়ও হোম হইতেছে । স্থানে স্থানে কমলদলসমলঙ্কৃত দবোবর, কোথাও বা স্বাহফলপূর্ণ বিবিধ বহু বৃক্ষ এবং নির্মালা পুষ্প ইত্যন্ত বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে । রাম সেই সর্বভূতশরণ্য পুণ্যাশ্রম দর্শন করিয়া ধ্বাসন হইতে জ্যাণ্ডণ অবরোপণ পূর্বক প্রবেশ কবিলেন । ঐ সমস্ত পবিত্রস্বভাব তপস্বী উদয়োগ্রাথ শশাঙ্কের দ্বায় প্রিয়দর্শন রাম এবং জানকী ও লক্ষ্মণকে নিরীক্ষণ করিয়া প্রীতিমনে প্রত্যুদগমন এবং মঙ্গলাচার পূর্বক গমন করিলেন । পরে তাঁহারা রামকে এক পর্ণশালায় উপবেশন করাইয়া, লমূল জল ও পুষ্প আহরণ পূর্বক তাঁহাব যথোচিত সংকার করিলেন, এবং তাঁহার জন্ম স্বতন্ত্র এক গৃহ নির্দিষ্ট করিয়া কৃতাজলিপুটে কহিলেন, 'হাম ! তুমি ধর্ম্মরক্ষক, দণ্ডদাতা ও গুরু । নৃপতি ধর্ম্মানুসারে প্রকৃতিগণের ক্ষণাবেক্ষণ করেন, এই কারণে সাধারণে তাঁহার নিকট প্রণত হয় । এক্ষণে আমি নগরে বা বনেই থাকি, আমাদের রাজা, আমরা তোমার অধিকারে আস করিয়া আছি । আমাদের রক্ষা কবা তোমার কর্তব্য ।

তৎকালে মহর্ষি শরভঙ্গ অগ্নিহোত্রগৃহে আসীন ছিলেন, রাম লক্ষ্মণ গিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন, এবং তাঁহাব আদেশ পাইয়া আসনে উপবিষ্ট হইলেন । অনন্তর মহর্ষি উহাদিগকে আতিথেয় নিমন্ত্রণ করিলেন, এবং তাঁহাদের নিমিত্ত স্বতন্ত্র এক বাসস্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন । এইরূপে গৃহাচার পরিসমাপ্ত হইলে শরভঙ্গ কহিলেন, বৎস ! আমি কঠোর তপসাধন পূর্বক সকলের অমূল্য ব্রহ্মলোক অবিকার করিয়াছি । এক্ষণে বরদাতা ব্রহ্মদেব আমাকে তথায় উপনীত করিবার জন্ম উপস্থিত হইয়াছিলেন । কিন্তু আমি তোমাকে অদূরবর্তী জানিয়া, এবং তোমার দ্বায় প্রিয় অতিথিকে । দেখিয়া তথায় গমন করিলাম না । তুমি অতি ধর্ম্মানীল, তোমার সনাতনমতে তৃপ্ত হইয়া পশ্চাৎ দেবসেবিত ব্রহ্মলোকে যাত্রা করিবা । বৎস !

বহুসংখ্য লোক আমার আয়ত্ত হইয়াছে ; এক্ষণে বাসনা, তুমি তৎসমুদায় প্রতিগ্রহ কর। শাস্ত্রবিশারদ রাম এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, তপোধন ! আমি স্বয়ং তপোবলে দিব্য লোক সকল আহবণ করিব। এক্ষণে এই বনমধ্যে কোথায় গিয়া আশ্রয় লইতে হইবে, আপনি আমার তাহাই বলিয়া দিন। তখন শরভঙ্গ কহিলেন, বৎস ! এই স্থানে স্মৃতীক্ষ নামে এক ধর্ম্মপরায়ণ মহর্ষি বাস করিয়া আছেন, তিনি তোমার মদন বিধান করিবেন। অদূরে কুণ্ডমবাহিনী মন্দাকিনী বহিতেছেন, তুমি উহায়ে প্রতিশ্রোতে রাখিয়া চলিয়া যাও, তাহা হইলেই তাহার আশ্রয় প্রাপ্ত হইবে। রাম, এক্ষণে তুমি মুগ্ধকাল অপেক্ষা কর ; ভূজ যেমন জীর্ণ বৃক্ষ পরিত্যাগ করে, সেইরূপ আমি তোমার সমক্ষে এত দেহ বিসর্জন করিব।

মহর্ষি শরভঙ্গ স্বর্গারোহণ করিলে, অত্যাশ্চর্য্য ঋষি তেজস্বী রামের নিকট উপস্থিত হইলেন। ইহঁরা আসিয়া রামকে কহিলেন, রাম ! যেমন দেবগণের ইন্দ্র, সেইরূপ তুমি ইন্দ্রাকুলের ও সমগ্র পৃথিবীর প্রধান ও নাথ। তুমি যৎ বিক্রমে ত্রিলোকমধ্যে প্রথিত হইয়াছ। সত্য •তোমাতেই রহিয়াছে সন্দ্বন্দ্বপূর্ণ ধর্ম্ম তোমাকেই আশ্রয় করিয়া আছে। রাম ! তুমি এই বিষ্ণু বহুল বানপ্রস্থগণের নাথ। এক্ষণে ইহঁরা নিশাচরের হস্তে অনাথের দ্বারা নিহত হইতেছেন। রাক্ষসেরা আমাদের বধ করে, এক্ষণে তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর। তখন ধর্ম্মশীল রাম উহাদিগের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, তাপসগণ ! আপনারা আমাকে ঐরূপ করিয়া আর বাগদেন না, আমি সততই আপনাদের আজ্ঞাবান হইয়া আছি। এক্ষণে যখন আমাকে পিতৃসত্যপালনোদ্দেশ্যে বনপ্রবেশ করিতে হইয়াছে, তখন এই প্রসঙ্গে আপনাদের নিশাচরকৃত অত্যাচারের অবশ্য প্রতীকার করিয়া বাইব। পূজ্যস্বভাব মহাবীর রাম মুনিগণকে এইরূপ আশ্বাস প্রদান পূরিত্তাহাদিগের সমভিব্যাহারে স্মৃতীক্ষের তপোবনে যাত্রা করিলেন।

তখন তপোধন স্মৃতীক্ষ, রামকে নিরীক্ষণ করিয়া আলিঙ্গন পূর্ণ কহিলেন, বীর ! তুমি ত নির্বিলে আসিয়াছ ? এই তপোবন তোমার আগমনে এক্ষণে যেন সনাথ হইল। আমি কেবল তোমারই প্রতীক্ষায় ধরাত্যা দেহ বিসর্জন পূরক, এ স্থান হইতে সুরলোকে আরোহণ করি নাই। তুমি রাজাভ্যন্ত হইয়া চিত্রকূটে কালষাপন করিতেছিলে, আমি তাহা শুনিয়াছি। দেবরাজ ইন্দ্র আমার এই আশ্রমে আসিয়াছিলেন, এবং আমি

পূণাবলে যে উৎকৃষ্ট লোক সকল অধিকার করিয়াছি, তিনি আমায় এই সংবাদ প্রদান করিলেন। বৎস! এক্ষণে আমি কহিতেছি, তুমি আমার প্রীতির উদ্দেশে সেই সমস্ত দেবর্ষি-সেবিত মদীয় তপোবললঙ্ক লোকে গিয়া জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত বিহার কর। তখন রাম সেই উগ্রতপাঃ মহর্ষিকে কহিলেন, ভগবন্! আমি তপোবলে স্বয়ংই লোক সকল আহরণ করিব। এক্ষণে আপনি এই অরণ্য মধ্যে আমায় একটি বাসস্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিন। অনন্তর সর্বলোকপ্রথিত স্মৃতীক্ষু আত্মাদে পুলকিত হইয়া মধুরবাক্যে কহিলেন, রাম! তুমি আমারই আশ্রমে বাস কর।

রাম সেই তাপসজনশরণ অরণ্যে স্মৃতীক্ষুর আশ্রমে রাত্রি যাপন করিয়া প্রভাতে প্রতিবোধিত হইলেন, এবং জানকীর সহিত গাত্রোত্থান পূর্বক পদ্মগন্ধ সূশীতল মণিলে স্নান ও যথাকালে বিবিধং দেবতা ও অগ্নির পূজা সমাধান করিলেন। সূর্য্যোদয় হইল। তদর্শনে তিনি মহর্ষি স্মৃতীক্ষুর নগ্নিগানে গমন এবং তাঁহাকে মধুর বচনে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, তপোধন! আমি আপনায় সংস্কারে তৃপ্ত হইয়া স্নেহে বাস করিয়াছিলাম। এক্ষণে দত্তাত্ত তপোবন দর্শনার্থ প্রস্থান করিব। এই বলিয়া জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত রাম স্মৃতীক্ষুকে প্রণাম করিলেন। তখন তপোধন উইদিগকে উত্থাপন পূর্বক দ্রুত আলিঙ্গন করিয়া সম্মুখে কহিলেন, বৎস! তুমি এক্ষণে এই ছায়ার আশ্রয় অগুপ্তা সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত নির্ঝিল্লি যাও, এবং এই দণ্ডকারণ্যবাসী তাপসগণের রমণীয় আশ্রম সকল দর্শন কর। অনন্তর রাম সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত পর্য্যায়ক্রমে অগুপ্ত তপোবনে পর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইলেন। কোথায় দশমাস কোথায় সংবৎসর, কোথায় চার মাস, কোথায় পাঁচ মাস, কোথায় ছয় মাস, কোথায় বৎসরাধিক কাল, কোথায় বহুমাস, কোথায় দেড় মাস, কোথায় তদপেক্ষা অধিক মাস, কোথায় তিন মাস ও কোথায়ও বা আট মাস বাস করিলেন। এইরূপে তাহার দশ বৎসর অতীত হইয়া গেল।

অনন্তর রাম পুনরায় মহর্ষি স্মৃতীক্ষুর তপোবনে প্রত্যাগমন পূর্বক কিছুদিন যাপন করিলেন, এবং একদা সন্নিহনে তাঁহাকে কহিলেন, ভগবন্! অনেকের মুখে শুনিয়াছি, এই দণ্ডকারণ্যে মহর্ষি অগস্ত্য বাস করিয়া আছেন। কস্ত এই বন অত্যন্ত বিস্তীর্ণ, তজ্জন্ত আমি ঐ স্থান জানিতে পারিতেছি না। এক্ষণে বলুন, সেই সুরম্য তপোবন কোথায় আছে। আমি অগস্ত্যকে অভিশ্রম করিবার নিমিত্ত সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত তথায় যাত্রা করিব, গিয়া

স্বয়ংই তাঁহার সেবায় প্রবৃত্ত হইব, ইহাই আমার আন্তরিক ইচ্ছা। তখন স্নাতীক প্রীতমনে कहিলেন, বৎস ! আমি স্বয়ংই এই কথার প্রসঙ্গ কবির স্থির করিয়াছিলাম, সৌভাগ্যক্রমে তুমিই আমাকে তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ। এক্ষণে যথায় অগস্ত্যের আশ্রম, कहিতেছি শ্রবণ কর। তুমি এই স্থান হইতে দক্ষিণে চারি যোজন অতিক্রম করিয়া যাও, তাহা হইলে ইহার ভ্রাতা ইধ্ববাহের তপোবন পাইবে। ঐ প্রদেশ সুরম্য ও পিঙ্গল বনে শোভিত। তথায় ফল পুষ্প প্রচুররূপ উৎপন্ন হইতেছে, নানাপ্রকার পক্ষী কলরব করিতেছে, এবং হংস-সারস-সংকুল চক্রবাক-শোভিত স্বচ্ছ সরোবর আছে। তুমি ঐ তপোবনে একরাত্রি বাস করিয়া ঐ বনের পার্শ্ব দিয়া প্রভাতে দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিও, তাহা হইলে এক যোজন ব্যবধানে অগস্ত্যের আশ্রম দেখিতে পাইবে। ঐ স্থান অত্যন্ত রমণীয় ও নানাপ্রকার বৃক্ষে শোভিত। তোমরা তথায় গিয়া স্নান হইবে। এই উপদেশ অনুসারে রাম লক্ষ্মণ প্রস্থান করিলেন এবং যথাকালে অগস্ত্যের আশ্রমে পহুছিলেন।

লক্ষ্মণ আশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া অগস্ত্যের এক শিষ্যকে कहিলেন, রাজা দশবথের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহাবল রাম পক্ষী জানকীকে লইয়া মহর্ষিকে দর্শন করিতে উপস্থিত হইয়াছেন। আমি তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, নাম লক্ষ্মণ। বাসনা ভগবান অগস্ত্যের সহিত সাক্ষাৎ করিব। এক্ষণে আপনি গিয়া তাঁহাকে এই সংবাদ প্রদান করুন। মহর্ষি অগস্ত্য শিষ্যমুখে এই কথা শ্রবণ পূর্বক कहিলেন, আমার ভাগ্যগুণে রাম আজ আমায় দর্শন কবির আসিয়াছেন। ইনি আগমন করিবেন, আমি এইরূপ প্রত্যাশা করিতে ছিলাম। বৎস ! এক্ষণে যাও, তাঁহাকে ভ্রাতা ও ভাৰ্য্যার সহিত পরম সমাদরে আমার নিকট আনয়ন কর। এদিকে অগস্ত্য শিষ্যবর্গে পরিবৃত্ত হইয়া রামের প্রত্যাগমন করিলেন। তখন রাম মুনিগণের অগ্রে সেই তেজঃপুঞ্জ-কলেব মহর্ষিকে দর্শন করিয়া সেই সূর্য্যসংকাশ মুনিকে অভিবাদন করিলেন, এবং কৃতজ্ঞ হইয়া, জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন অগস্ত্যদেব তাঁহাকে আলিঙ্গন এবং পাদ্য ও আসন দ্বারা অর্চনা করি অথিতে বৈশ্বদেব হোম সমাপন পূর্বক, ঐ সমস্ত অতিথিকে অর্ঘ্য ও বাস প্রস্থের বিধি অনুসারে ভোজ্য দান করিলেন। অনন্তর মহর্ষি कहিলেন বৎস ! ইন্দ্র আমাকে এই হেমময় হীরকখচিত বিশ্বকর্মানির্মিত দিব্য বৈষ্ণবধনু, এবং ব্রহ্মদত্ত নামে সূর্য্যপ্রভ অমোঘ শর প্রদান করিয়াছেন। আর ।

জলন্ত অগ্নিবৎ বাণে পূর্ণ অক্ষয় তুণীর, এবং স্বর্ণকোষে কনকমুষ্টি অসিও আছে। এক্ষণে ইচ্ছা যেমন বজ্র ধারণ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ তুমি এই সমস্ত অস্ত্র গ্রহণ কর। এই বলিয়া অগস্ত্যদেব তৎসমুদায় রামকে প্রদান করিলেন। রাম অস্ত্রসমূহ গ্রহণ করিলেন এবং কহিলেন, তপোধন! আপনি শুক; যখন আপনি আমার গুণে পরিতুষ্ট হইতেছেন, তখন আমি ধন্য ও অনুগ্রহীত হইলাম। এক্ষণে যেখানে বন আছে, জলও স্নলভ, আপনি আমার এইরূপ একটা প্রদেশ নির্দেশ করিয়া দিন। আমি তথায় আশ্রম নির্মাণ পূর্বক নিয়তকালে স্নথে বাস করিব।

তখন অগস্ত্যদেব মুহূর্তকাল ধ্যান করিয়া কহিলেন, বৎস! এই স্থান হইতে দুই যোজন অন্তরে পঞ্চবটী নামে প্রসিদ্ধ রমণীয় এক বন আছে। সেখানে ফল মূল সুপ্রচুর, জলের অপ্রতুল নাই, এবং মৃগপক্ষীও যথেষ্ট; তুমি ঐ বনে গিয়া আশ্রম নির্মাণ পূর্বক পিতৃনিদেশ পালনের নিমিত্ত লক্ষণের সহিত স্নথে বাস কর। বৎস! অগ্রে ঐ মধুক বন দেখা যায়। তুমি যথোপাশ্রম লক্ষ্য করিয়া ঐ বনের ভিতর দিয়া গমন কর, তাহা হইলে একটা পর্বত দেখিতে পাইবে। ঐ পর্বতের অদূরেই পঞ্চবটী। মহর্ষি অগস্ত্য এইরূপ কহিলে, রাম ও লক্ষণ তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও অভিবাদন করিলেন, এবং তাঁহার অনুমতি গ্রহণ পূর্বক শরাসন ও তুণীর লইয়া জানকীর সহিত পঞ্চবটীতে চলিলেন।

রাম সেই হিংস্রজন্তুপরিপূর্ণ পঞ্চবটীতে উপস্থিত হইয়া লক্ষণকে কহিলেন, বৎস! অগস্ত্যদেব যাহা নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন, আমরা সেই দেশে আগমন করিলাম। এই পুষ্পিতকানন পঞ্চবটী। তুমি এক্ষণে ইহার সর্বত্রই প্রসারণ করিয়া দেখ, কোন্ স্থানে মনোমত আশ্রম প্রস্তুত হইতে পারে। যাহা জানকী প্রীত হইবেন, এবং আমরাও সর্বাংশে আরাম পাইব, যে স্থানে নিকটে জলাশয় ও জল স্বচ্ছ, যে স্থানে বন রমণীয় এবং সমিধ কুশ পুষ্প স্নলভ, তুমি সেইরূপ একটি স্থান নির্বাচন কর। বৎস! এ বিষয়ে মিথি স্ননিপুণ। তখন স্নবীর লক্ষণ কৃতাদ্ধলি হইয়া জানকীর সমক্ষে রামকে হিলেন, আৰ্য্য! আপনি বিদ্যামানে আমি চিরকাল আপনাকে কিঙ্কর হইয়া থাকিব। এক্ষণে স্বয়ং কোন এক প্রীতিকর স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিন, এবং তথায় আমাকে আশ্রম নির্মাণার্থ আদেশ করুন। রাম লক্ষণের কথায় চ্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন, এবং বিশেষ বিবেচনা করিয়া সর্বগুণোপেত একটা

স্থান মনোনীত করিলেন। তখন মহাবল লক্ষণ অনতিবিলম্বে তথায় সুপ্রশস্ত উৎকৃষ্ট স্তম্ভ-শোভিত সমতল ও সুরম্য এক পর্ণশালা প্রস্তুত করিলেন। উহার ভিত্তি মৃত্তিকা দ্বারা নির্মিত, ও বৃহৎ বংশে বংশকাষ্ঠা সম্পাদিত হইল, এবং উহা শমীশাখা কুশ কাশ শর ও গত্রে আচ্ছাদিত হইয়া সূদৃঢ় পাশে সংযত হইল। লক্ষণ এইরূপে আশ্রম নির্মাণ করিয়া গোদাবরীতে গমন করিলেন, এবং তথায় স্নান করিয়া পদ্ম উত্তোলন ও পথপার্শ্বস্থ বৃক্ষের ফল গ্রহণ পূর্বক আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর পুষ্পবলি প্রদান ও যথাবিধি বাস্তবাস্তি করিয়া রামকে কুটীর প্রদর্শন করিলেন। কুটীর দেখিয়া রাম ও জানকীর অত্যন্ত সন্তোষ জন্মিল। অনন্তর রাম সুরলোকে দেবতাবৃত্তায় তথায় কিছুকাল পরমসুখে বাস করিয়া রহিলেন। সীতা ও লক্ষণ নানাপ্রকারে তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর এক রাক্ষসী যদুচ্ছক্রমে তথায় উপস্থিত হইল। ঐ নিশাচরী রাবণের ভগিনী, নাম শূৰ্পণখা। সে তথায় আসিয়া অনঙ্গকাস্তি, পুণ্ডরীক-লোচন, রাজশ্রীসম্পন্ন, স্নকুমার রামকে দেখিতে পাইল, এবং দর্শনমাত্র মোহিত হইল। শূৰ্পণখা কহিল, আমি শূৰ্পণখা নামে কামরূপিনী রাক্ষসী, এই বনে একাকিনী বিচরণ করিয়া থাকি। তুমি রাক্ষসরাজ রাবণের নন্দ শুনিয়া থাকিবে, তিনি আমার ভ্রাতা; এবং মহাবল কুন্তকর্ণ, ধাঘ্রিহ বিভীষণ, ও প্রথ্যাতবিক্রম থর ও দুষণ ইহঁরাও আমার ভ্রাতা। রাম! তুমি স্নন্দর পুরুষ, আমি তোমাকে দেখিবামাত্র তোমার বশবর্ত্তিনী হইয়া উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে তুমি চিরদিনের নিমিত্ত আমার ভর্তা হও। তখন রাম শূৰ্পণখাকে হাস্যমুখে মধুর বাক্যে কহিলেন, ভদ্রে! আমি দ্বারগ্রহণ করিয়াছি, এই সীতা আমার দয়িতা, ইনি সততই আমার সন্নিহিতা আছেন।

অনন্তর শূৰ্পণখা রামকে তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ পূর্বক লক্ষণকে কহি- তোমারই প্রকার রূপ, আমিই তাহার সম্পূর্ণ উপযুক্ত, এক্ষণে আমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ কর, তাহা হইলে তুমি আমার সহিত পরম সুখে দণ্ডকারণে পরিভ্রমণ করিতে পারিবে। তখন লক্ষণ হাস্যমুখে শূৰ্পণখাকে পরিহাস করিয়া কহিলেন, দেখ, আমি দাস, আমার ভার্য্যা হইয়া তুমি কি দাসীত্ব গ্রহণ থাকিবে? তুমি রামের কনিষ্ঠা পত্নী হও, তাহা হইলে পূর্ণকাম হইয়া স্নাত্রে কালব্যাপন করিবে।

দাদাদর্শনা শূর্ণগথা পরিহাস বুদ্ধিত না, সে লক্ষণের কথা শ্রবণ পূর্বক
হাস্য বলিয়াই বিশ্বাস করিল, এবং রামকে কহিতে লাগিল, তুমি
বিক্রপা অসত্য বোরাঙ্কতি ব্রহ্মা মীতাকে পরিত্যাগ কবিয়া আমার
দান করিতেছ না। অতএব আমি আজ তোমার সমক্ষেই ইহাকে
ক্ৰন্দন করিব, এবং সপত্নীশূণ্ডা হইয়া পরমহুখে তোমার সহিত পরিভ্রমণ
বিব। এই বলিয়া সেই অঙ্গার-নোহিতবর্ণী রাক্ষসী রোবভবে মুগ্ধনয়না
নিম্নীর প্রতি ধাবমান হইল। বোব হইল যেন উজ্জ্বল বোহিণীর দিকে
দ্রিষ্টেছে। তখন মহাবল রাম সেই মৃত্যুপাশদৃশী রাক্ষসীকে নিবারণ
ক্ষক কুপিত হইয়া লক্ষণকে কাহ্নলেন, বৎস! তুমি আর কখন ইতর
লোকের সহিত পরিহাস করিও না। দেখ, জানকী ভীতা হইবা-
ন। এক্ষণে তুমি শীঘ্রই ঐ বিকৃত উন্মত্তা অসত্যীকে বিক্রপা করিয়া
ও। মহাবল লক্ষণ এইরূপে অভিহিত হইবামাত্র ক্রোধভরে রামের
ক্ষেই ধ্বজা উদ্যত করিয়া শূর্ণগথার নাসাকর্ণ ছেদন করিলেন। তখন
ই বোরা নিশাচরী কধির-বারায় সিক্ত হইয়া বিষরে যোদন করিতে করিতে
তবেগে চলিল, এবং উজ্জ্বল হইয়া বর্ষার মেঘের স্থায় তজ্জন গর্জনে পূর্বক
মধ্যে প্রবেশ করিল।

অনন্তর শূর্ণগথা জনস্থানে রাক্ষসগণ-বেষ্টিত ভ্রাতা খরের সম্মিহিত হইয়া
যতল হইতে অশনির স্থায় ভূতলে পতিত হইল। তখন উগ্রতেজা খর
কে শোণিতসিক্ত ও ভূতলে নিপতিত দেখিয়া ক্রোধাকুলিত মনে
হল, উত্থিত হও, কি হইয়াছে? বথার্থ বল, তোমায় কে এইক
করা কবিয়া দিল? শূর্ণগথা সমস্ত কথা ভ্রাতাকে জ্ঞাত করাইল।
খর ক্রুদ্ধ হইয়া ক্রতাতুল্য চতুর্দশ মহাবল রাক্ষসকে আহ্বান-
কাহ্নল, দেখ, চাবচর্ম্মবান সশস্ত্র ছইটী মনুষ্য এক প্রমদার সহিত
যার দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়াছে। তোমরা তাহাদিগকে এবং সেই
নাথীকে সংহার করিয়া প্রত্যাগমন কর। আমার এই ভগিনী আজ
দেব কধির পান করিবেন, ইহাই ইহঁর বাসনা। এক্ষণে তোমরা
যতেজে উহাদিগকে দলন করিয়া শীঘ্র ইহা সম্পন্ন কর। ইনি তোমা-
হস্তে এই ছই মনুষ্যকে নিহত দেখিয়া, পুলকিত মনে উহাদের শোণিত-
শা শান্তি করিবেন। তখন রাক্ষসগণ খরের এইরূপ আদেশ পাইয়া,
খর সহিত পবনপ্রেরিত মেঘের স্থায় মহাবেগে তথায় গমন করিল।

ক্রমশঃ নিশাচর-সৈন্য চতুর্দিকে দৃষ্ট হইল। উহাদের তুয়ুল কলববে বনস্থল পূর্ণ হইয়া গেল। অরণ্যের জীব জন্তুগণ চকিত ও ভীত হইয়া উঠিল, এবং পশ্চাতে দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া, তৎক্ষণাৎ, যথায় কিছুমাত্র শঙ্ক নাই, এইরূপ স্থানে ধাবমান হইল। তখন মহাবীর রাম খরের বিনাশার্থ ক্রোধাবিষ্ট হইলেন। রোষে তাঁহার নেত্রপ্রান্ত আরক্ত হইয়া উঠিল। তিনি অবিশ্রান্ত শরক্ষেপে প্রবৃত্ত হইলেন। খরের শরক্ষত দেহরক্ত হইতে প্রস্রবণের ন্যায় সফেদ শোণিত প্রবাহিত হইতে লাগিল। সে প্রহার-বেগে একান্ত বিহ্বল হইয়া উঠিল, এবং দ্রুতবেগে রামের দিকে ধাবমান হইল। রাম উহার রক্তাক্ত-দেহে মহাবেগে আগমন করিতে দেখিয়া, সত্বরে দুই তিন পদ দূর হইলেন, এবং উহার বিনাশার্থ ইন্দ্রপ্রদত্ত এক শর নিক্ষেপ করিলেন। উহা নিমূর্ক্ত হইবামাত্র মহাবেগে খরের বক্ষঃস্থলে পতিত হইল। খরও শরাদ্বিতে দগ্ধ হইয়া ভূতলে পড়িল। তৎপর দূর প্রভৃতি চতুর্দশ সহস্র রাক্ষসের সংহার করিলেন। ঐ যুদ্ধে অকম্পন নামে একটীমাত্র রাক্ষস অবশিষ্ট ছিল। সে জনস্থান পরিত্যাগ পূর্বক দ্রুতবেগে লঙ্কায় উপস্থিত হইয়া রাবণকে সমস্ত সমাচার জ্ঞাত করাইল।

তখন রাবণ কহিলেন, অকম্পন! আমি ঐ রাম লক্ষ্মণের বধসাধ নিমিত্ত এখনই জনস্থানে বাত্মা করিব ইহা শুনিয়া অকম্পন কহিল, রাজ আমি রামের বলবীৰ্য্য ও কার্য্য যেরূপ কহিতেছি, শ্রবণ করুন। ঐ মহা কুপিত হইলে কাহার সাধ্য যে, বিক্রমে উহাকে নিরস্ত করিয়া রা আপনি সমস্ত রাক্ষসের সহিত প্রবৃত্ত হইলেও উহাকে পরাস্ত করিতে পাবেন না। সে সুরাসুরগণের অবধ্য, কিন্তু আমি উহার বিনাশের উপায় কহিতেছি, অনন্তমনে শ্রবণ করুন। সীতা নামে উহার এক স্ত্রী ভাৰ্য্যা আছে। সে সর্ব্বলঙ্কার-সম্পন্ন ও পূর্ণযৌবনা। তাহার অঙ্গসৌষ্টব্য করিলে বিস্মিত হইতে হয়! সে একটী জীৱহ। মনুষ্যের কথা কি, গন্ধবী, অঙ্গরা ও পন্নগীও তাহার অনুরূপা নহে। আপনি বনমধ্যে যেরূপে রামকে মোহিত করিয়া, ঐ সীতাকে অপহরণ করুন। জীৱি উপস্থিত হইলে, সে কখনই প্রাণধারণ করিতে পারিবে না।

তখন রাবণ এই কথা সঙ্গত বোধ করিলেন, এবং ক্রিয়াক্ষণ চিন্তা করি কহিলেন, অকম্পন! আমি এই প্রাতেই একাকী কেবল সারথিকে তথায় যাইব, এবং সীতাকে মহাহর্ষে লঙ্কা নগরীতে লইয়া আসিব।

লিয়া, ঐ বীর গর্দভবাহন উজ্জ্বল রথে আরোহণ পূর্বক দিক্ সকল উদ্ভাসিত করিয়া চলিলেন। জলদে চন্দ্র যেমন শোভিত হয়, তৎকালে, ঐ রথ আকাশ-পথে সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিল! অদূরে তাড়কাতনয় মারীচের যাত্রা। রাবণ বহুদূর অতিক্রম করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তখন মারীচ যং পাদা ও আসন দ্বারা উহাকে অর্চনা করিয়া, অমাব্যুস-হর্লভ ভক্ষ্য ভোজ্য প্রদান পূর্বক জিজ্ঞাসিল, রাজন্! নিশাচরদিগের কুশল ত? তুমি যখন একাকী এত সত্ত্বর আইলে, ইহাতেই আমার মনে সংশয় হইতেছে। তখন রাবণ কহিলেন, মারীচ! রাম যুদ্ধে রাক্ষসের সহিত জনস্থানের অবধ্য রাক্ষস-গণকে নষ্ট করিয়াছে। এক্ষণে আমি উহার ভার্য্যাকে অপহরণ করিব, তুমি দ্বিঘষে আমার সাহায্য কর।

মারীচ রাবণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিল, রাক্ষসরাজ! কান্ মিত্ররূপী শত্রু তোমার নিকট সীতার কথা উল্লেখ করিল? যে এই বিষয়ে তোমাকে উৎসাহিত করিতেছে, সে তোমার পবন শত্রু, সন্দেহ নাই। সে তোমাকে দিয়া সর্পের মুখ হইতে দন্ত উৎপাটনের চেষ্টা করিতেছে। রাম মহাবল সিংহ, রাক্ষস-মৃগ সংহার করা উহার কার্য্য। সে এক্ষণে মদ্রিত আছে, তাহাকে জাগরিত করা তোমার উচিত হইতেছে না। আমি বিত্তীর্ণ সমুদ্র; রাজন্! ঐ সমুদ্রেব মুখে পতিত হওয়া তোমার শ্রেয়ঃ হে। তখন রাবণ মারীচের এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া, তথা হইতে লঙ্কায় স্থান করিলেন।

এদিকে শূর্ণপথা দেখিল, রাম একাকী চতুর্দশ সহস্র নিশাচরকে বিনাশ করিলেন; খর ও দুষণ ও বিশিবাও নিহত হইল, দেবিনা ও দেবদুর্গা ক্ষণে শোকাবেগে চীৎকার কবিত্তে লাগিল, এবং রানো এতদ্বারা বীক্ষণে একান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া রাবণ-বক্ষিত লঙ্কায় গমন করিলেন। অনন্তর পিথা আমাত্যগণের সমক্ষে মহাক্রোধে কঠোরভাবে রাবণকে তিরস্কার রিতে লাগিল। রাবণ শূর্ণপথার এই তিরস্কার বাক্য শ্রবণ করিয়া মস্তিষ্ক-গণ সহিত ইতিকর্তব্য নির্ণয় করিয়া প্রচ্ছন্নভাবে বানশালার প্রবেশ করিলেন। সারথি রথ-যান আনয়ন করিল। উহা স্বর্ণময় ও রত্নখচিত এবং গাতে স্বর্ণভূষণ-শোভিত গর্দভ বোজিত হইয়াছে। রাক্ষসরাজ রাবণ ঐ নারথগামী রথে আরোহণ পূর্বক জলদগন্তীররবে সমুদ্রের অভিমুখে গেলেন।

রাবণ পুনরায় মারীচের নিকট গিয়া পুনরায় আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া কহিলেন, মারীচ ! পিতা রুষ্টমনে যাহাকে সস্ত্রীক নির্বাদিত করিল, সেই ক্ষীণপ্রাণ ক্ষত্রিয়ধর্ম হইতে সমস্ত রাক্ষসসৈন্য নিম্মূল হইয়া গেল। যে দুঃশীল আমার ভগিনীর নাসাকর্ণ ছেদন করিয়া দিয়াছে, এক্ষণে আমি নিশ্চয়ই উহার পত্নী দেবকত্তারূপিণী সীতাকে স্ববিক্রমে জনস্থান হইতে আনিব, তুমি এই কার্যে আমার সাহায্য কর। এক্ষণে আমার জন্ত তোমার যাহা কবিত্তে হইবে, তাহা শুন। তুমি রামের আশ্রমে গমন পূর্বক রজতবিন্দু-খচিত হিবগ্নয় হরিণ হইয়া সীতার সম্মুখে সঞ্চরণ কর ; সীতা তোমায় দেখিলে নিশ্চয়ই তোমাকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত বাম ও লক্ষ্মণকে অনুবোধ করিবে। পবে, ঐ দুইজন এই কার্য প্রসঙ্গে নিষ্কান্ত হইলে, আমি ঐ শৃঙ্গ স্থান হইতে অবোধে, রাত্বে যেমন চন্দ্রপ্রভাকে হরণ কবে, সেইরূপ পবম স্থানে সীতাকে হরণ করিয়া আনিব। অনন্তর রাম সীতার বিরহে যাবপরি নাই ক্লম হইয়া যাইবে ; আমিও কৃতার্থ হইয়া অক্লেশে উহাকে বিনাশ করিব।

মারীচ অধিকতর বিষয় হইনা কৃতাজলিপুটে আপনাব ও রাবণের শুভ-সঙ্কল্পে কহিতে লাগিল, রাজন্ ! নিবদচ্ছিন্ন প্রিয়কথা বলে, এরূপ লোকের অভাব নাই, কিন্তু অপ্রিয় অগচ হিতকর বাক্যের বজ্রা ও শোভা উভয়ে জর্জরিত। দেখ, তুমি অতিশয় চপল, এই কাবণে উদ্ভ্রমদৃশ বরুণপ্রভাব মণ্ড বল বামকে জানিতেছ না। যদি তিনি ক্রোধে আকুল হইয়া রাক্ষসকুল বিনাশ না করেন, তাহা হইলেই আমিদিগের মঙ্গল। সীতা তোমার প্রাণান্ত করিবার নিমিত্ত উৎপন্ন হইয়াছেন, এবং তাঁহারই জন্ত শীঘ্র ঘোরতর সর্গ উপস্থিত হইবে। তুমি অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারী ও ছবুও ; লক্ষা নগরী গোময় আবিপত্যে সকলদেবী সহিত ছারখার হইয়া যাইবে। যে নৃপতি তোমার ল্যাব দুঃশীল, উচ্ছৃঙ্খল ও পামর, সেই দুঃশীল রাজ্য এবং আশ্রয় স্বর্গে সহিত আপনাকেও নষ্ট করিয়া থাকে। তুমি রাজ্য, স্বথ ও অভীষ্ট প্রাণে সমতা পৰিভ্রম্য করিয়া, সেই কালস্বরূপ বামের নিকট যাইও না। রাজন্ আমাব বোধ হয়, রামের সহিত যুদ্ধ করা তোমার সম্ভব হইতেছে না। তব মুমূর্ষু যেমন ঔষধ সেবন করে না, সেইরূপ আসন্নমৃত্যু বাবণ মারীচের এ যুক্তি সমস্ত কথা শ্রবণ করিলেন না, বরং তাহার প্রাত কঠোর বাক্য প্রয়ো করিতে লাগিলেন। মারীচ তাহাব ভয়ে দুঃখিতমনে পুনরায় কহিল, রাবণ

ল, তবে আমরা গমন করি। সেই শর-শরাসনধারী রাম যদি আমাদের নিকট দেখেন, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই প্রাণে মরিব। কেহ বিক্রম প্রকাশ পূর্বক তাঁহার হস্ত হইতে জীবিতাবস্থায় মুক্ত হইতে পারে না। মৃতঃপর তুমিও যম-দস্তে বিনষ্ট হইবে।

অনন্তর মারীচ রত্নময় মৃগরূপ ধারণ করিয়া সীতাকে লোভ প্রদর্শনের নিমিত্ত ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল, এবং কখন তৃণ, কখন বা পত্র ভক্ষণ করতঃ কদলী-বাটিকায় প্রবেশ করিল। এদিকে মদিরেক্ষণা জানকী পুষ্প-গন্ধে ব্যগ্র হইয়া, কর্ণিকার অশোক ও আশ্র বৃক্ষের সন্নিহিত হইলেন, এবং পুষ্পচয়ন প্রসঙ্গে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন। এই অবসরে, মৃত্যুমুখোচ্চিত রত্নময় মৃগ তাঁহার দৃষ্টপথে পড়িল। তিনি সেই অদৃষ্টপূর্ব রামমূগকে বিষ্ময়োৎক্ল লোচনে সন্নেহে দেখিতে লাগিলেন! মৃগও মপ্রণয়িনীকে দর্শন করিয়া, বনবিভাগ আলোকিত করতঃ ভ্রমণ করিতে গিল।

স্বর্ণবর্ণা জানকী, ঐ অদ্ভুত মৃগ দর্শন করিয়া দৃষ্টমনে রামকে আহ্বান করিলেন, অর্ঘ্যপুত্র! তুমি শীঘ্র লক্ষণকে লইয়া এখানে আইস। তিনি একবার উঠাকে আহ্বান কবেন, আবার ঐ মৃগটি দেখিতে থাকেন। আতত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ লক্ষণের সহিত তথায় আগমন ও মৃগকে ব করিলেন। তখন লক্ষণ সংশয়াক্রান্ত হইয়া কহিলেন, অর্ঘ্য! আমার ধ হয়, রাক্ষস মারীচট্ট এই মৃগরূপ ধারণ করিয়াছে। মারীচ অতিশয় দাবী, মায়াবলে বোধ হয় মৃগ হইয়াছে! জগতে এই প্রকার রত্নময় থাকা অসম্ভব। ইহা যে রাক্ষসী-মায়া তদ্বিষয়ে আমাব কিছুমাত্র সংশয় নহে না। লক্ষণ এইরূপ কহিতেছেন শুনিয়া, জানকী তাঁহাকে নিবারণ কি দৃষ্টমনে রামকে কহিলেন, অর্ঘ্যপুত্র! ঐ সুন্দর মৃগ আমার হরণ করিয়াছে! এক্ষণে তুমি ঐটিকে আনয়ন কর, আমরা উহাকে ধ ক্রীড়া করিব। আহা! উহার কি রূপ! কি শোভা! কেনন রব! ঐ অপূর্ব মৃগ যেন আমার মনকে আকর্ষণ করিয়া লইতেছে! তুমি উহা জয়ন্ত ধরিয়া আনিতে পার, অতান্ত বিষ্ময়ের হইবে। এদের বনবাসকাল অতিক্রান্ত হইলে, আমরা পুনরায় রাজ্যলাভ করিব; ালে এই মৃগ অস্তঃপুরে আমাদের এক শোভার দ্রব্য হইয়া বে। যদি মৃগ জীবিত থাকিতে তোমার হস্তগত না হয়, তাহা হইলেও

উহার রমণীয় চৰ্ম্ম আমাদের ব্যবহারে আসিতে পারে। আমি তৃণময় আসনে ঐ স্বর্ণের চৰ্ম্ম আন্তীর্ণ করিয়া উপবিষ্ট হইব। স্বার্থের অভিসন্ধি করিয়া স্বামীকে নিয়োগ করা জীলোকের নিতান্ত অসদৃশ, কিন্তু বলিতে কি, ঐ জন্তুর দেহ দেখিয়া আমি অত্যন্তই বিস্মিত হইয়াছি !

অনন্তর রাম জানকীর এই বাক্য শ্রবণ এবং অরুণবর্ণ মৃগকে দর্শন পূৰ্ব্বক বিশ্বয়াবেশে মনের উল্লাসে লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস ! দেখ, সীতার মৃগ-লাভের স্পৃহা কি প্রবল হইয়াছে ! তুমি বর্ষ্য ধারণ পূৰ্ব্বক সাবধানে সীতাকে রক্ষা কর। যদি মৃগ মারীচ হয়, বিনাশ করিব ; আর যদি বস্ত্ততঃই মৃগ হয়, লইয়া আসিব।

পরে রাম উহার বিনাশে কৃতনিশ্চয় হইয়া, ক্রোধভরে স্বর্ষ্যরশ্মির আয় প্রদীপ্ত এক ব্রহ্মাস্ত্র গ্রহণ করিলেন, এবং উহা শরাসনে সূদৃঢ় সন্ধান ও মহাবেগে আকর্ষণ পূৰ্ব্বক পরিত্যাগ করিলেন। জলন্ত সর্পের ন্যায় নিতান্ত ভীষণ বজ্রসদৃশ ব্রহ্মাস্ত্র পরিত্যক্ত হইবামাত্র, মৃগরূপী মারীচের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিল। মারীচ প্রহারবেগে তালবৃক্ষ-প্রমাণ লক্ষ প্রদান পূৰ্ব্বক, আর্ন্তর্য্যে ভয়ঙ্কর চীৎকার করিয়া উঠিল ! তাহার প্রাণ নির্কীর্ণপ্রায় হইয়া আসিল, এবং সে মৃত্যুকালে সেই কৃত্রিম মৃগদেহ বিসর্জিত করিল। তখন মায়াবী, রামের অনুরূপ স্বরে, “হা সীতে ! হা লক্ষ্মণ !” বলিয়া চীৎকার করিল।

এদিকে জানকী অরণ্যে রামের অনুরূপ আর্ন্তর্য্য শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, লক্ষ্মণ ! যাও, জান আর্ষাপুত্রের কি দুর্ঘটনা হইল ! তিনি কাতর হইয়া ক্রন্দন করিতেছেন, আমি সূক্ষ্মস্রষ্ট সেই শব্দ শ্রবণ করিলাম। আমার প্রাণ আকুল হইতেছে, এবং মনও চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে ! এক্ষণে তুমি গিয়া তাঁহাকে রক্ষা কর। তিনি সিংহসমাক্রান্ত বৃষের আয় রাক্ষসগণের হস্তগত হইয়া আশ্রয় চাহিতেছেন, তুমি শীঘ্র তাঁহার নিকট ধাবমান হও। কিন্তু লক্ষ্মণ রামের আত্মা স্মরণে, গমনে কিছুতেই অভিলাষী হইলেন না। তখন জানকী নিতান্ত ক্ষুধা হইয়া কহিলেন, দেখ, তুমি এইরূপ অবস্থাতেও রামের সন্নিহিত হইলে না, তুমি একজন তাঁহার মিত্ররূপী শত্রু। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, তুমি কেবল আমারই লোভে তাঁহার নিকট গমন করিলে না। তোমার ভ্রাতৃস্নেহ কিছুমাত্র নাই, তাঁহার বিপদই তোমার অভীষ্ট।

সুশীল লক্ষ্মণ জানকীর এই রোমহর্ষণ বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাজলিপুটে

কহিলেন, আর্যো ! তুমি আমার পরম দেবতা ; তোমার বাক্যে প্রত্যুত্তর করি, আমার এরূপ ক্ষমতা নাই। যাহা হউক, তোমার এই কঠোর কথা কিছুতেই আমার সহ্য হইতেছে না। উহা কর্ণমধ্যে তপ্ত নারাচাক্ষের ন্যায় একান্ত ক্লেষকর হইতেছে। বনদেবতারা সাক্ষী, আমি তোমার ন্যায্যই কহিতেছিলাম, কিন্তু তুমি আমার প্রতি যারপরনাই কটুক্তি করিলে। তোমার মঙ্গল হউক, যথায় রাম, আমি সেই স্থানে চলিলাম। এক্ষণে বনদেবতারা তোমাকে রক্ষা করুন, আমি রামের সহিত প্রত্যাগমন করিয়া আবার যেন তোমার দর্শন পাই। অনন্তর লক্ষ্মণ কৃতাজ্জলিপুটে তাঁহাকে অভিবাदन পূর্বক তাঁহার প্রতি পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিপাত করতঃ, তথা হইতে কুপিতমনে রামের নিকট প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর রাবণ রামের অপকারার্থী হইয়া, তৃণাচ্ছন্ন কূপের ত্রায় নব্য ভিক্ষুকরূপে, ভূর্ভুগোকার্ত্তা সীতার সন্নিহিত হইলেন, এবং উহাকে নিরীক্ষণ পূর্বক নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। জানকী ব্রাহ্মণবেশে রাবণকে আগমন করিতে দেখিয়া যথোচিত অতিথিসংকার করিলেন এবং উহাকে পান্য ও আসন প্রদান পূর্বক কহিলেন, বিপ্র ! এই আসনে উপবেশন করুন, এই পাদোদক গ্রহণ করুন, এবং এই সকল বন্য দ্রব্য আপনার জন্য সিদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি, আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া ভোজন করুন। আমার স্বামী নানাপ্রকার পশু হনন ও পশুমাংস গ্রহণ পূর্বক শাপ্র আসিবেন। বিপ্র ! অতঃপর আপনার নাম ও গোত্রের যথার্থ পরিচয় দান করুন, এবং কি কারণ একাকী দণ্ডকারণ্যে ভ্রমণ করিতেছেন, তাহাও বলুন।

সীতা এইরূপ জিজ্ঞাসিলে, রাবণ দারুণ বাক্যে কহিলেন, জানকি ! যাহার প্রতাপে দেবাসুর মনুষ্য শঙ্কিত হয়, আমি সেই রাক্ষসাবিপতি রাবণ। আমি নানা স্থান হইতে বহুসংখ্য সুরূপা রমণী আহরণ করিয়াছি, এক্ষণে তুমি তৎসমুদায়ের মধ্যে প্রধানা মহিষী হও। লঙ্কা নামে আমার এক বৃহৎ নগরী আছে, উহা সমুদ্রে পরিবেষ্টিতা এবং পর্বতোপরি প্রতিষ্ঠিতা। যদি তুমি আমার ভার্য্যা হও, তাহা হইলে ঐ লঙ্কার উপবনে আমারই সহিত পরিভ্রমণ করিবে ; সুবেশা পঞ্চ সহস্র দাসী তোমার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিবে ; আর এই বনবাসে তোমার ইচ্ছাও হইবে না।

তখন সীতা কুপিতা হইয়া, রাবণকে কহিতে লাগিলেন :—যিনি হিমাচলের ত্রায় হির, এবং সাগরের ত্রায় গভীর, সেই দেবরাজ-তুল্য রাম

যথায়, আমি সেই স্থানে যাইব। যিনি বটবৃক্ষের ছায় সকলের আশ্রয়, যিনি সত্যপ্রতিজ্ঞ, কীর্তিমান ও স্থলক্ষণ, সেই মহাত্মা যথায় আমি সেই স্থানে যাইব। যাহার বাহুবল সুদীর্ঘ, বক্ষঃস্থল বিশাল, ও মুখ পূর্ণচন্দ্রের ছায় কমনীয়; যিনি সিংহতুল্য পরাক্রান্ত ও হস্তিবৎ মহুরগামী; সেই মহুধ্যপ্রধান যথায়, আমি সেই স্থানে যাইব। রাক্ষস! তুই শৃগাল হইয়া ছলভা সিংহীকে অভিলাষ করিতেছিন্? যেমন সূর্যের প্রত্যেকে স্পর্শ করা যায় না, সেইরূপ তুই আমাকে স্পর্শও করিতে পারিবি না। রে নীচ! যখন রামের প্রিয় পত্নীতে তোর স্পৃহা জন্মিয়াছে, তখন তুই নিশ্চয়ই স্বচক্ষে মৃত্যু-লক্ষণ দেখিতেছিন্।

অনন্তর রাবণ সূর্য্যপ্রভার ছায় প্রদীপ্তা কক্ষকেনী সীতাকে কহিলেন, ভদ্রে! ত্রিলোক-বিখ্যাত পতিলাভ করিতে চাও, তবে আমাকে আশ্রয় কর, আমি সর্ব্বাংশে তোমার অমুরূপ। তুমি মহুধ্য রামের মমতা দূর করিয়া, আমাতে অমুরূপ হও। অগ্নি পণ্ডিতমানিনি! যে নির্বোধ, স্ত্রীলোকের কথায় আত্মীয় স্বজন ও রাজ্য বিসর্জন দিয়া, এই হিংস্রজন্তুপূর্ণ অরণ্যে আসিয়াছে, তুমি কোন্‌ গুণে সেই নষ্টসংকল্প অন্নায়ু রামের প্রতি অমুরাগিনী হইয়াছ! ছুটস্বভাব রাবণ এই বলিয়া, বৃধ যেমন রোহিণীকে আক্রমণ করে, সেইরূপ ঐ প্রিয়বাদিনী সীতাকে গিয়া গ্রহণ করিলেন। বাম হস্তে উহার কেশ এবং দক্ষিণ হস্তে উরুযুগল ধারণ করিলেন। অনন্তর, এক মায়াময় স্বর্ণরথ খর-বাহিত হইয়া ঘর্ঘর রবে তথায় উপনীত হইল। রাবণ সীতাকে লইয়া ও কঠোর স্বরে তজ্জন গর্জন পূর্ব্বক ঐ রথে আরোহণ করিলেন। সীতা অতিমাত্র কাতরা হইয়া, দূর অরণ্যগত রামকে উচ্চঃস্বরে আহ্বান করিতে লাগিলেন, এবং রাবণের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্ত ভুজঙ্গীর ছায় বারংবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাবণ উহাকে লইয়া সহসা আকাশপথে উঠিত হইলেন।

অনন্তর সীতা উন্মত্তার ছায়, শোকাভুরার ছায়, উদ্ভ্রান্ত মনে কহিতে লাগিলেন, হা গুরুবৎসল লক্ষণ! কামরূপী রাক্ষস আমাকে লইয়া যায়, তুমি জানিতে পারিলে না। হা রাম! ধর্ম্মের জন্ত সূত্র ঐশ্বর্য্য সমস্তই ত্যাগ করিয়াছ, রাক্ষস বলপূর্ব্বক আমাকে লইয়া যায়, তুমি দেখিতে পাইলে না! বীর! তুমি হ্রস্বভদিগের শিক্ষক, এই ছুরাআকে কেন শাসন করিতেছ না? হৃদয়ের ফল সদ্যই ফলে না, শস্য সুপক হইতে যেমন সম

মপেক্ষা করে, ইহাও সেইরূপ। রাবণ তুই যত্নমোহে মুগ্ধ হইয়া এই
 কুকার্য্য করিলি ! এক্ষণে রামের হস্তে প্রাণান্তকর ঘোরতর বিপদ দর্শন কর্ণ।
 হা ! ধর্ম্মাকাজ্ঞী রামের ধর্ম্মপত্নীকে অপহরণ করিয়া লইয়া যায় ! অতঃপর
 কৈকেয়ী স্বজনের সহিত পূর্ণকামা হইলেন। এক্ষণে আমি জনস্থান এবং
 পুষ্পিত-কর্ণিকার সকলকে সম্ভাষণ করিতেছি, রাবণ সীতাকে হরণ করিতেছে,
 তোমরা শীঘ্র রামকে এই কথা বল। হংসকুল-কোলাহলপূর্ণা গোদাবরীকে
 বন্দনা করিতেছি, রাবণ সীতাকে হরণ করিতেছে ; তুমি শীঘ্রই রামকে এই
 কথা বল। নানা বৃক্ষশোভিত অরণ্যের দেবতাদিগকে অভিবাদন করিতেছি,
 রাবণ সীতাকে হরণ করিতেছে, তোমরা শীঘ্রই রামকে এই কথা বল।
 এই স্থানে, যে কোন জীব জন্তু আছে, সকলেরই শরণাপন্ন হইয়া বলিতেছি,
 রাবণ রামের প্রাণাধিকা প্রেরসী সীতাকে হরণ করিতেছে, তোমরা শীঘ্রই
 তাঁহাকে এই কথা বল। হা ! যদি যমও লইয়া যান, যদি ইহলোক হইতেও
 মন্তরিতা হই, সেই মহাবীর জানিতে পারিলে, নিজবিক্রমে নিশ্চয়ই আমার
 মানিবেন।*

* অরণ্যাকাণ্ডম্। একোনপঞ্চাশঃ সর্গঃ।

সাগৃহীতাতিক্রোশাবরণেন যশস্বিনী।
 রামেতি সীতা দুঃখান্তা বামং দূর্ব্বগতং বনে ॥
 তামকামাং স কামার্ত্তঃ পরগঞ্জবধূমিব।
 বিচেষ্টমানাদায় উৎপপাতাথ রাবণঃ ॥
 ততঃ সা রাক্ষসেঞ্জের হ্রিয়মাণা বিহায়সা।
 ভূশং চূক্রোশ মন্তেব জাস্তচিত্তা যথাভূয়া ॥
 হালক্ষণ ! মহাবাহো ! গুচিভুপ্রসাদক।
 হ্রিয়মাণাং ন জানীষে রাক্ষসা কামক্লপিণা ॥
 জীবিতং সুখমর্থঞ্চ ধর্ম্মহেতোঃ পবিত্যজন্।
 হ্রিয়মাণামধর্ম্মেণ মাং রাখব ! ন পশ্যসি ॥
 ননু নামাবিনীতানাং বিনেতাসি পরস্তপ।
 কথমেবংবিধং পাপং ন ত্বং শাধি হি রাবণম্ ॥
 ন তু সদোহবিনীতসা দৃশ্যতে কর্ণঃ কলম্।
 কালোহপ্যঙ্গীভবত্যত্র শস্যানামিব পক্তয়ে ॥
 তং কর্ণকৃতবানেতং কালোপহতচেতনঃ।
 জীবিতান্তকরং ঘোরং রামাদব্যসনমাপু হি ॥
 হস্তেদানীং সকামা তু কৈকেয়ী বান্ধবৈঃ সহ।
 হ্রিয়েন্নং ধর্ম্মকামস্য ধর্ম্মপত্নী যশস্বিনঃ ॥
 আমন্ত্রয়ে জনস্থানং কর্ণিকারান্চ পুষ্পিতান্।
 ক্ষিপ্তং রামায় শংসকং সীতাং হরতি রাবণঃ ॥

সীতা নিতাস্ত কাতরা হইয়া, করুণবচনে, এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন, এই অবসরে বৃক্ষের উপর বিহগরাজ জটায়ুকে দেখিতে পাইলেন। তিনি উহার দর্শনমাত্র দীন বাক্যে সভয়ে কহিলেন, আর্ধ্য জটায়ু দেখ, এই দুরাত্মা রাক্ষস! আমাকে অনাথার ছায় লইয়া যায়! রাম লক্ষণ যাহাতে এই বৃত্তান্ত সম্যক জানিতে পারেন, তুমি তাহাই করিও জটায়ু অত্যন্ত ত্রুণ হইয়া রাবণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল; ঘোর সংগ্রামে রাবণ হস্তে ক্ষত বিক্ষত হইয়া জটায়ু ভূমিতে পতিত হইল!

তখন জানকী রক্ষক আর কাহাকেও না দেখিয়া, গিরিশিখরে পাঁচ বানরকে নিরীক্ষণ করিলেন। তিনি ঐ বানরগণকে দর্শন করিয়া উহাঃ রামকে বলিবে এই প্রত্যাশায়, উহাদের মধ্যে কনকবর্ণ কোশেয় বা উত্তরীয় ও উৎকৃষ্ট; অলঙ্কার সকল নিষ্ক্ষেপ করিলেন।

ক্রমশঃ রাবণ সীতাকে লইয়া, লঙ্কানগরীর অভিমুখে চলিলেন শরাসনচ্যুত শরের ছায় অতিশীঘ্র নদী পার্শ্বত ও সরোবর সকল উল্লঙ্ঘ্য করিলেন, এবং তিমি-নক্ৰপূর্ণ সমুদ্রের সমীপবর্তী হইলেন। সমুদ্র পার হইয়া রাবণ সীতার সহিত মহানগরী লঙ্কায় প্রবেশ করিলেন। উহার পথ সকল সুপ্রশস্ত ও সুবিভক্ত, এবং দ্বার দেশ বহুজনাকীর্ণ। রাবণ তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অন্তঃপুরে গমন করিলেন, এবং তথায় সীতাকে রাখিয়া, ঘোরদর্শ রাক্ষসীগণকে কহিলেন, আমার আদেশ ব্যতীত কি স্ত্রী কি পুরুষ, কেহ যেন সীতাকে দেখিতে না পায়। মণি মুক্তা সুবর্ণ বস্ত্রালঙ্কার যে যে বস্ত্রে ইহার ইচ্ছা হইবে, তোমরা ইহাকে তাহাই দিবে। জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে হউক, কেহ ইহাকে কোনরূপ অপ্রিয় কহিলে, আমি নিশ্চয় তাহার প্রাণ দণ্ড করিব।

তদনন্তর রাবণ এই সীতাকে কহিলেন, সীতে! শুন, আমি অ

হংস-সারস-সংঘুটাং বন্দে গোদাবরীং নদীম্।

ক্ষিপ্তং রামায় শংসং সীতাং হরতি রাবণঃ।

বৈবতানি চ ষান্যস্মিন্ বনে বিবিধপাদপে।

নমস্করোম্যাহং তেভ্যো ভর্তুঃ শংসত মাং হৃতাম্।

যানি কানিচিদপ্যত্র সন্ধানি বিবিধানি চ।

সর্বাণি শরণং যামি যুগপক্ষিগণানি বৈ।

হ্রিয়মাণাং প্রিয়াং ভর্তুঃ প্রাণেভ্যোহপি গরীমসীম্।

বিবশা তে হৃত্য সীতা রাবণেনেতি শংসত।

দশমাস প্রতীকা করিব ; যদি তুমি এত দিনে আমার প্রতি অহুকূলা না হও, তবে পাচকেরা তোমায় প্রাতর্ভোজনের জন্ত খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিবে। রাবণ সীতার প্রতি এইরূপ কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করিয়া, ক্রোধভরে রক্ত-মাংসশিনী রাক্ষসীদিগকে কহিলেন, রাক্ষসীগণ ! এক্ষণে তোমরা সীতাকে লইয়া অশোকবনে সতত বেঠন পূর্বক গোপনে রক্ষা কর, এবং কখন যারতর গর্জন ও কখন বা সাঙ্ঘনাবাক্যে বত্যা করিণীর ছায় ইহাঁকে ক্রমশঃ শে আনিবার চেষ্টা পাও। রাক্ষসীরা রাবণের এইরূপ আজ্ঞা পাইয়া, দানকীকে লইয়া অশোকবনে গমন করিল।

এদিকে রাম মৃগরূপী মারীচকে সংহার করিয়া, সীতাকে দেখিবার জন্ত মশ্রমাভিমুখে চলিলেন। ইত্যবসরে লক্ষণ নিশ্চত হইয়া আসিতেছিলেন, রাম তাঁতাকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহাকে সেই রাক্ষসপূর্ণ নির্জন অরণ্যে সীতাকে পরিত্যাগ পূর্বক, উপস্থিত দেখিয়া ভৎসনা করিলেন, এবং তাঁহার রাম হস্ত ধারণ করিয়া, কাতরতার সহিত কহিলেন, লক্ষণ ! জানকীকে দেখিয়া আগমন করা তোমার অত্যন্ত গর্হিত হইয়াছে। না জানি, এক্ষণে চতুর্দিক ঘটিয়া থাকিবে ! চতুর্দিকে নানাপ্রকার ছনিমিত্ত দেখিতেছি, সীতা নিঃসন্দেহ অপলভা হইয়াছেন, কিংবা অরণ্যচারী রাক্ষসেরা তাঁহাকে চক্ষুণ করিয়াছে ! মারীচ মৃগরূপে আমায় প্রলোভিত করিয়া বহুদূরে আনি ল, আমি বিশেষ পরিশ্রমে কথঞ্চিৎ তাহাকে বিনাশ করিলাম, সেও মৃত্যুকালে রাক্ষস হইল। তথাচ আমার মন বিষন্ন এবং একান্তই অপ্রসন্ন। রাম ক্ষু স্পন্দিত হইতেছে ! বোধ হয়, যেন সীতা নাই ; হয়, কেহ হরণ করিয়াছে, হয়, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, কিম্বা তিনি পথে পথে ভ্রমিতেছেন।

রাম এই প্রকার সীতাসংক্রান্ত চিন্তায় অতিমাত্র কাতর হইয়া ক্রতপদে বনস্থানে ঘাইতে লাগিলেন। ক্ষুৎপিপাসা ও পরিশ্রমে তাঁহার মুখ শুষ্ক হইয়া গেল। তিনি অতিশয় বিষন্ন হইলেন এবং ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। তাঁহার আশ্রমপদ অদূরে। তিনি লক্ষণের সহিত উপস্থিত হইয়া, তাঁহার সমীপদেশ শূন্য দেখিলেন, এবং উহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া, সীতার বৈহার-স্থানে গমন ও পূর্ববৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া যার পর নাই ব্যথিত হইলেন। তাঁহার সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল ! অনন্তর তিনি উদ্বিগ্নমনে ইতস্ততঃ মগ্ন এবং হস্তপদ ক্ষেপণে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে হেমন্ত পদ্মশ্রী-বিরহিত রোবরের আয়ত্বপূর্ণকূটীর সীতামূর্তি রহিয়াছে ; বৃক্ষ সকল যেন রোদন

করিতেছে, পুষ্প সমুদায় ম্লান এবং যুগ ও পক্ষিগণ যৌন ; আশ্রম একান্তই হতশ্রী ও বিপর্যাস্ত, বনদেবতার। তথা হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। তখন রাম কুটীর শূন্য দর্শন করিয়া এষ্টরূপে বিলাপ করিতে লাগিলেন, হা ! জানকীকে কি কেহ হরণ করিল, না, তাঁহার মৃত্যু হইল ! তিনি কি অন্তর্ধান করিলেন, না, তাঁহার রুধিরে কেহ তৃপ্তি লাভ করিল ! তিনি কি কোথাও প্রচ্ছন্ন আছেন, না, বনে গিয়াছেন ! তিনি কি ফল পুষ্প চয়নের জন্ত নির্গতা, না, জল আনয়নের নিমিত্ত নদী বা সরোবরে নিমজ্জিত হইলেন !

অনন্তর রাম শোকে আরও উন্মত্ত হইয়া, বন্ধ সহকারে সর্বত্র অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু কুত্রাপি জানকীর দর্শন পাইলেন না। তখন তিনি দুঃখে অতিমাত্র কাতর হইয়া, বিলাপ ও পরিতাপ পূর্বক বৃক্ষ পর্বত এবং নদ নদী সমস্ত পর্য্যটন করতঃ এইরূপ জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন, কদম্ব ! আমার প্রেয়সী তোমার অতিশয় প্রীতি করেন, এক্ষণে যদি তুমি তাঁহাকে দেখিয়া থাক, ত বল ? বিব ! যাহার সর্বান্ন নবপল্লববৎ কোমল, এবং পরিধান পীত কোশেয় বস্ত্র, যদি তুমি তাঁহাকে দেখিয়া থাক, ত বল ? করবীর ! তুমি কুশাদ্রী জানকীর অত্যন্ত স্নেহের হইতেছ, এক্ষণে তিনি জীবিতা আছেন কি না, বল ? মরুবক ! তুমি লতাসংকুল পল্লবাকীর্ণ ও পুষ্পপূর্ণ হইয়া, অপূর্ণ শোভা পাইতেছ, জানকী এক্ষণে কোথায়, তুমি তাহা অবশ্য জান। তিলক ! তুমি বৃক্ষপ্রধান, ভ্রমরৈরাও তোমার চতুর্দিকে গান করিতেছে, তুমি জানকীর অত্যন্ত আদরের বস্ত্র, এক্ষণে তিনি কোথায়, তুমি তাহা অবশ্যই জান অশোক ! শোকনাশক ! আমি শোকভরে হতচেতন হইয়া আছি, এক্ষণে তুমি জানকীকে দেখাইয়া আমার শোক নষ্ট কর। তাল ! যদি তুমি তাঁহাকে দেখিয়া থাক, ত কৃপা করিয়া বল ? জম্বু ! যদি তুমি সেই স্বর্ণবর্ণা সীতাকে জান, তবে নির্ভয়ে বল। কর্ণিকার ! তুমি কুম্মমিত হইয়া অত্যন্ত শোভিত হইতেছ, সূশীলা জানকী তোমাতে একান্ত অমুরজা ; এক্ষণে যদি তুমি তাঁহাকে দেখিয়া থাক, ত বল ?

রাম অনেক অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোথাও জানকীর দর্শন পাইলেন না। তখন তিনি বাহুদ্বয় উৎক্ষেপণ পূর্বক হাহাকার করিয়া লক্ষণকে কহিতে লাগিলেন, ভাই ! সীতা কোথায় ? কোন্ দিকে গমন করিলেন ? কে তাঁহাকে হরণ এবং কেই বা তাঁহাকে ভক্ষণ করিল ? অনন্তর রাম অতিশয় সন্তপ্ত হইয়া গোদাবরীতে গমন করিলেন এবং জানকীর। বধ

জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন ; কিন্তু ঐ নদী এবং অন্তান্ত প্রাণী উহার নিকট কোন কথা প্রকাশ করিল না ।

অনন্তর রাম মৃগ-সমূহকে লক্ষ্য করিয়া বাষ্প-গদগদবাক্যে জিজ্ঞাসিলেন, মৃগগণ ! জানকী কোথায় ? মৃগেরা এইরূপ অভিহিত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিল, এবং দক্ষিণাভিমুখী হইয়া, আকাশপ্রদর্শন ও সীতাকে যে পথে লইয়া গিয়াছে, তথায় গমনাগমন পূর্বক স্বামকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল । তখন লক্ষণ, মৃগেরা যে নিমিত্ত পথ ও আকাশ দেখাইয়া দিতেছে এবং যে নিমিত্ত নিনাদ ছাড়িয়া ধাবমান হইতেছে, তাহা লক্ষ্য করিলেন । তিনি উহাদের বাক্য-স্থানীয় ইঙ্গিত স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়া রামকে কহিলেন, দেব ! আপনি জানকীর কথা জিজ্ঞাসিলে, মৃগেরা সহসা গাত্রোত্থান পূর্বক দক্ষিণদিক ও তদভিমুখী পথ দেখাইয়া দিতেছে ; ভাল, আসুন, আমরা ঐ দিকেই যাই । হয় ত, এবারে আমরা জানকীর কোন চিহ্ন বা তাঁহাকেই পাইব ।

অনন্তর রাম লক্ষণের এই বাক্যে সন্মত হইলেন এবং তাঁহারই সমভি-
বাহারে চতুর্দিকে নিরীক্ষণ করতঃ দক্ষিণাভিমুখে যাইতে লাগিলেন । উহার
জানকী-সংক্রান্ত কথার প্রসঙ্গ করিয়া গমন করিতেছেন, ইত্যবসরে দেখিলেন,
পথের একস্থলে অনেকগুলি পুষ্প পতিত আছে । তদর্শনে মহাবীর রাম
লক্ষণকে দৃষ্টান্তবাক্যে কহিলেন, বৎস ! আমি কাননে জানকীকে যে সকল
পুষ্প দিয়াছিলাম, তিনি কবরীতে তাহা বন্ধন করিয়াছিলেন, চিনিয়াছি,
এইগুলি সেই পুষ্প । বোধ হয়, বায়ু সূর্য্য ও যশস্বিনী পৃথিবী আমার উপ-
কারার্থ এই সমস্ত রক্ষা করিতেছেন ।

তদন্তর রাম লক্ষণের সহিত ঐ সমস্ত বনে পর্য্যটন করিতে লাগিলেন ;
দেখিলেন, একস্থলে গিরিশৃঙ্গাকার জটায়ু কুখিরে লিপ্ত হইয়া পতিত আছেন !
তিনি নিকটস্থ হইলে, জটায়ু দীন বচনে কহিতে লাগিলেন, আয়ুগ্ন ! তুমি
এই মহারণ্যে মৃতপঞ্জীবনীর ত্রায় ঐহার অন্বেষণ করিতেছ, মহাবল রাবণ
আমার প্রাণের সহিত সেই দেবীকে হরণ করিয়াছে । তিনি অরক্ষিতা
ছিলেন, এই অবসরে ঐ দুর্বল আসিয়া তাঁহাকে বল পূর্বক লইয়া যাইতেছে,
আমি দেখিতে পাইলাম । দেখিয়া, তাঁহার রক্ষার্থ নিকটস্থ হইলাম এবং
রাবণকেও ভূতলে ফেলিয়া দিলাম । রাম ! এই তাহার ধনু ও শর ভাঙিয়াছি,
ঐ সাংগ্রামিক রথ ও ছত্র চূর্ণ করিয়া রাখিয়াছি এবং এই সারথিকে পক্ষাঘাতে
নিহত করিয়াছি । আমি যখন যুদ্ধে একান্তই পরিশ্রান্ত হইয়াছিলাম, তখন

সে আমার পক্ষ ছেদন পূর্বক সীতাকে হরণ করিয়া আকাশ পথে প্রস্থান করিল। রাম বিহগরাজ জটায়ুর মুখে প্রিয় সংবাদ পাইয়া দ্বিগুণ সন্তুষ্ট হইয়া উঠিলেন, এবং তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্বক রোদন করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইলেন, এবং পিতৃনির্কিশেষ স্নেহে ঐ ছিন্নপক্ষ শোণিতলিপ্ত জটায়ুর সর্বাঙ্গ স্পর্শ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণ শর, শরাসন ও অসি গ্রহণ পূর্বক জানকীর অন্বেষণার্থে নৈঋতদিকে যাত্রা করিলেন এবং দক্ষিণাভিমুখী হইয়া, এক জন-সঙ্করশূন্য পথে অবতীর্ণ হইলেন। উঁহারা এইরূপে সীতার অন্বেষণ করিতে ছেন, ইত্যবসরে একটা ভয়ঙ্কর শব্দ উৎপন্ন হইল! রাম তৎক্ষণাৎ খড়্গ গ্রহণপূর্বক লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে উহার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। দেখিলেন, সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড রাক্ষস! উহার বক্ষঃ বিস্তৃত, মস্তক ও গ্রীবা নাই, উদরে মুখ এবং ললাটে একটীমাত্র চক্ষু। চক্ষুর পক্ষাঙ্গুলি বৃহৎ, উহা পিঙ্গল স্থল ঘোর ও দীর্ঘ, উহা অগ্নিশিখার ত্যায় জলিতেছে এবং সমস্তই দেখিতেছে। তখন ঐ মহাবল রাক্ষস, রাম লক্ষ্মণকে দেখিয়া, উঁহাদের পথ আবরণ করিয়া রহিল। তৎকালে উঁহারাও ক্লিষ্টঃ অপমৃত হইয়া, উহাকে দর্শন করিতে লাগিলেন। কবন্ধ বাহুপাশ-বেষ্টিত রাম ও লক্ষ্মণের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্বক কহিল, ক্ষত্রিয়-কুমার! তোমরা আমাকে ক্ষুধার্ত্ত দেখিয়া কি দণ্ডায়মান রহিয়াছ? রে নির্কোষ! আজ দৈব আমার আহারাখই তোমাদিগকে নির্দিষ্ট করিয়াছেন।

ঐ সময়ে দেশকালজ্ঞ রাম উহার দক্ষিণে ও লক্ষ্মণ বামে ছিলেন। উঁহারা খড়্গ দ্বারা মহাবেগে উহার দুই হস্ত ছেদন করিলেন। কবন্ধ মেঘবৎ গন্তীব রবে দিগন্ত পৃথিবী ও আকাশ প্রতিধ্বনিত করিয়া, শোণিত-লিপ্ত দেহে পতিত হইল এবং নিতান্ত দুঃখিত হইয়া উঁহাদিগকে জিজ্ঞাসিল, বীর! তোমরা কে? তখন লক্ষ্মণ কহিল, রাক্ষস! ইনি ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাম; আমি ইঁহঁরই কনিষ্ঠ ভ্রাতা, লক্ষ্মণ। মাতা রাজ্যাভিষেকের ব্যাঘাত সজটন পূর্বক ইঁহঁকে বনবাস দিয়াছেন। তন্নিবন্ধন এই দেবপ্রভাব, পত্নী ও আমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া, বনে বনে বিচরণ করিতেছেন। ইনি নির্জন-বাস আশ্রয় করিয়াছিলেন, ইত্যবসরে এক রাক্ষস আসিয়া, ইঁহঁর ভাৰ্য্যাকে অপহরণ করিয়াছে। নিশাচর! আমরা তাঁহারই অন্বেষণ-প্রসঙ্গে এখানে আসিয়াছি। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কে? তোমার প্রদীপ্ত মুখ বক্ষে

নিহিত এবং জজ্ঞাও ভয় ! বল, তুমি কি জ্ঞান কবন্ধবৎ ভ্রমণ করিতেছ ?

তখন কবন্ধ ইঙ্গের বাক্য শ্রবণ করিল এবং অতিমাত্র প্রীত হইয়া স্বাগত প্রশ্ন পূর্বক কহিল, বীর ! আমি ভাগ্যবলে আজ তোমাদের দর্শন পাইলাম এবং ভাগ্যবলেই আজ আমার বাহু ছিন্ন হইল। তপোধন স্থল-শিরা আমার কহিয়াছিলেন যে, রাম ব্যতীত আর কেহই তোমাকে বধ করিতে পারিবে না ; বস্তুতঃ তাহাই সত্য হইল। এক্ষণে তুমি আমার অগ্নি-দংস্কার কর, আমি তোমাকে স্রবুদ্ধি দিব।

অনন্তর পর্বতোপরি একটা গর্ভে চিতা প্রস্তুত হইল। মহাবীর লক্ষণ ছলন্ত উজ্জ্বল দ্বারা চিতা প্রদীপ্তা করিয়া দিলেন। উহা চতুর্দিকে জ্বলিয়া উঠিল এবং ঐ মেদপূর্ণ কবন্ধের ঘৃতপিণ্ডতুল্য প্রকাণ্ড দেহ মৃৎমন্দরূপে দগ্ধ হইতে লাগিল। ইত্যবসরে ঐ মহাবল কবন্ধ পুলকিতমনে সহসা চিতা হইতে বিধূম বহির হ্রাস উথিত হইল। উহার পরিধান নিম্নল বস্ত্র, গলে উৎকৃষ্ট মালা এবং সর্বাঙ্গে দিব্য অলঙ্কার। সে হংস বোজিত উজ্জল রথে আরোহণ পূর্বক প্রভাপুঞ্জে দশ দিক শোভিত করিল, এবং অন্তরীক্ষে উথিত হইয়া রামকে কহিতে লাগিল, রাম ! তুমি যেক্রমে সীতাকে প্রাপ্ত হইবে, কহিতছি, শ্রবণ কর। সূগ্রীব নামে কোন এক মহাবীর বানর আছেন। তিনি ক্ষরাজের ক্ষেত্রজ ও সূর্য্যের ঔরস পুত্র। ইন্দ্রতনয় বালি উহার ভ্রাতা। ঐ বালি রাজ্যের জ্ঞান ক্রোধাবিষ্ট হইয়া, তাঁহাকে দূরীভূত করিয়াছেন। এক্ষণে সূগ্রীব পম্পার উপকূলবর্তী ঋষ্যমূখ পর্বতে চারিটা বানরের সহিত বাস করিতেছেন। তিনি বিনীত, বুদ্ধিমান, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সূবীর ও দক্ষ। এক্ষণে সেই সূগ্রীবই সীতার অন্বেষণে তোমার সহায় ও মিত্র হইবেন। অতএব, বীর ! তুমি আজ সত্বর এস্থান হইতে যাও। গিয়া, অনিষ্ট পরিহারার্থ অগ্নি দাক্ষী করিয়া, অবিলম্বে সেই কপীধরের সহিত মিত্রতা কর। বানর বলিয়া তাঁহাকে অনাদর করিও না। তিনি কৃতজ্ঞ, কামরূপী ও সহায়ার্থী। তিনি তোমার কার্য্যে উদাসীন থাকিবেন না।

তখন রাম ও লক্ষণ, সূগ্রীব দর্শনার্থ কবন্ধ-নির্দিষ্ট পথ আশ্রয় করিলেন, এবং পর্বতোপরি স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ বৃক্ষ সকল দেখিতে দেখিতে পম্পার অভিমুখে পশ্চিমাস্থ হইয়া যাইতে লাগিলেন। দিবা অবসান হইয়া আসিল। উহার পর্বতপৃষ্ঠে রাত্রিযাপন করিলেন, এবং প্রাতে পম্পার পশ্চিম তটে উপস্থিত হইলেন। তথায় তাপসী শবরীর আশ্রম, বহুবৃক্ষে পরিবৃত্ত ও রমণীয়। -

ঐ সময় গজগামী কপিরাজ শ্লামুখ পর্বতের সন্নিধানে সঞ্চরণ করিতে ছিলেন, ইত্যবসরে, ঐ দুই অপূৰ্ণরূপ তেজস্বী রাজকুমারকে দেখিতে পাইলেন। তিনি উহাদের দর্শনমাত্র ভীত ও নিশ্চেষ্ট ও বিষন্ন হইয়া রহিলেন। সুগ্রীব, অস্ত্রধারী মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণকে দর্শন করিয়া, যারপর নাই শঙ্কিত হইলেন, এবং উদ্বিগ্নমনে ততুর্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি ব্যাকুলচিত্তে মন্ত্রিগণের সহিত কর্তব্য নির্ণয় করিয়া কহিলেন, কপিগণ! বালি নিশ্চয়ই ঐ দুই ব্যক্তিকে পাঠাইয়াছে। উহারা বিধাস উৎপাদনচ্ছলে চীর পরিধান করিতেছে। দেখ, এক্ষণে উহারা পর্যটন-প্রসঙ্গে এই দুর্গম বনমধ্যেই প্রবেশ করিল।

অনন্তর হনুমান সুগ্রীবের আদেশ পাইয়া রাম ও লক্ষ্মণের নিকট গমন করিলেন। তিনি বানররূপ পরিহার পূৰ্ব্বক ভিক্ষুরূপ ধারণ করিলেন, এবং বিনীতের ভাষা উহাদিগের সন্নিহিত হইয়া, পূজা ও স্তুতিবাদ পূৰ্ব্বক মধুর ও কোমল বাক্যে কহিতে লাগিলেন, বীর! তোমরা কে? তোমাদের বর্ণ সুকুমার ও কাণ্ডি কমনীয়। তোমরা ব্রতপরায়ণ সুধীর তাপস এবং রাজর্ষি-সদৃশ ও দেবতুল্য। এক্ষণে বল, কি জন্ত এই স্থানে আসিয়াছ? তোমরা চিরধারী ও ব্রহ্মচারী; তোমাদের দেহপ্রভা এই স্বচ্ছসলিলা নদী শোভিতা হইতেছে! দেখ, এই শ্লামুক পর্বতে সুগ্রীব নামে এক বীর বাস করিয়া থাকেন। তিনি বানরগণের অধিপতি ও ধার্মিক। তাঁহার ভ্রাতা বালি তাঁহাকে রাজ্য হইতে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন বলিয়া, তিনি হুঃখিতমনে সমস্ত জগৎ ভ্রমণ করিতেছেন। এক্ষণে আমি কেবল তাঁহারই নিম্নোণে তোমাদিগের নিকট আগমন করিলাম। আমি পবন-তনয়, নাম হনুমান। ধর্মশীল সুগ্রীব তোমাদের সহিত মৈত্রীভাব স্থাপনের ইচ্ছা করিয়াছেন।

অনন্তর শ্রীরাম, হনুমানের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, পুলকিতমনে পার্শ্ব ভ্রাতা লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! আমি কপিরাজ সুগ্রীবের অন্বেষণ করিতে ছিলাম, এক্ষণে তাঁহারই এই মন্ত্রী আমার নিকট উপস্থিত হইলেন। এই বানর বীর ও বক্তা, তুমি সন্নেহে মধুর বাক্যে ইহার সহিত আলাপ কর। তখন বক্তা লক্ষ্মণ, সুগ্রীব-সচিব হনুমানকে কহিলেন, বিদ্বন্! মহাশ

সুগ্রীবের গুণ আমাদিগের অবিদিত নাই, আমরা তাঁহাকেই অনুসন্ধান করিতেছি। তুমি তাঁহার বাক্যক্রমে আমাদিগকে যাহা কহিলে, আমরা চাহাই করিব।

সুগ্রীব হনুমানের নিকট রাম লক্ষণের সমস্ত পরিচয় পাইয়া প্রিয়দর্শন রূপ ধারণ পূর্বক প্রীতিভরে রামকে কহিলেন, রাম ! আমি হনুমানের নিকট তোমার গুণ সমস্ত প্রকৃতরূপে শ্রবণ করিয়াছি। তুমি তপোনিষ্ঠ ও ধর্ম-প্রায়ণ ; সকলের উপর তোমার বাৎসল্য আছে। আমি বানর, তুমি আমারও সহিত যে বন্ধুতা ইচ্ছা করিতেছ, এই আমার পরম লাভ, এই আমার সম্মান। তখন রাম পুলকিত মনে সুগ্রীবের হস্ত গ্রহণ এবং মিত্রতা আপন পূর্বক তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। ঐ সময় হনুমান ছুইখানি পাঠ ঘর্ষণ পূর্বক অগ্নি উৎপাদন কবিয়া, প্রীতমনে পুষ্প দ্বারা তাহা অর্চনা করত, উর্হাদেব মধ্যস্থলে রাখিলেন। উর্হারা, ঐ প্রদীপ্ত অনল প্রদক্ষিণ করিয়া, পরস্পরকে দর্শন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সুগ্রীব হর্ষোৎফুল্ললোচনে কহিলেন, রাম ! আমি রাজ্য হইতে বরীকৃত হইয়া ভীতমনে অরণ্য পর্যটন কবিতেছি। বালির সহিত আমার তান্ত্র বিরোধ। সে আমার ভার্য্যাকে হরণ করিয়াছে ! আমি তাহারই যে উদ্ভ্রান্তচিত্ত হইয়া এই দুর্গ আশ্রয় কবিয়া আছি। অনন্তর যাহাতে আমার ভয় দূর হয়, তুমি তাহাই কর। অনন্তর ধর্মবৎসল তেজস্বী রাম ঈষৎ স্না করিয়া কহিলেন, কপিরাজ ! উপকাবই যে মিত্রতার ফল, আমি তাহা দিত আছি। আমি তোমার সেই ভার্য্যাপহারক বালিকে বিনাশ করিব। অন্তর রাম, লক্ষণের সহিত স্বর্ণ-চিত্রিত ধনু এবং সমরপটু শর লইয়া ঋষ্যমুকতে মহাবীর বালির বাহুবল-পালিতা কিক্কিঙ্কায় যাত্রা করিলেন। সর্বাগ্রে সুগ্রীব চলিলেন। পশ্চাতে লক্ষণ, বীর হনুমান, নল, নীল ও যুধপতিগণের যক তেজস্বিতার ঘাইতে লাগিলেন।

অনন্তর সকলে শীঘ্র কিক্কিঙ্কায় উপস্থিত হইয়া, এক গহনবনে প্রবেশ করি বৃক্ষের ব্যবধানে অবস্থান করিলেন। ঐ সময় বিশালগ্রীব সুগ্রীবের সর্বত্র দৃষ্টি প্রসারণ পূর্বক একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং বানরগণের রবত হইয়া, ঘোর রবে গগনতল বিদীর্ণ করতই যেন সংগ্রামার্থ বালিকে স্থান করিতে লাগিলেন। তৎকালে বোধ হইল, যেন একটা প্রকাণ্ড মেঘ রূবেগ সহায় করিয়া গর্জ্জন করিতেছে !

অনন্তর বালি ভূজঙ্গের ছায় ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে ক্রোধভরে নগরী হইতে বেগে বহির্গমন করিলেন এবং স্নগ্ৰীবের সন্দর্শনার্থ সর্বত্র দৃষ্টি প্রসারণ করিতে লাগিলেন ; দেখিলেন, স্বৰ্ণপিঙ্গল স্নগ্ৰীব কটিতটে স্ফুট বন্ধন পূর্বক জলন্ত অনলের ছায় দণ্ডমান রহিয়াছেন। তখন, ঐ মহাবাহু বালি, দৃঢ় বন্ধনে বস্ত্র পরিধান পূর্বক যুদ্ধার্থ মুষ্টি উত্তোলন করিয়া, উহার দিকে ধাবমান হইলেন। স্নগ্ৰীবও ক্রোধভরে বজ্রমুষ্টিউদ্যত করিয়া, আরক্ত লোচনে উহার অভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর, বালি স্নগ্ৰীবকে বেগে আক্রমণ পূর্বক প্রহার করিতে লাগিলেন। তখন পক্ষী হইতে জলপ্রপাতের ছায় স্নগ্ৰীবের সর্বাঙ্গ হইতে শোণিতপাত হইতে লাগিল।

স্নগ্ৰীব হীনবল হইয়া মুহমূর্ছ চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। মহাবীর রাম তাহা দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহাকে অতিশয় কাতর বোধ করিয়া বালিবধার্থ ভূজঙ্গ-ভীষণ শর শরাসনে সন্ধান পূর্বক তাহা আকর্ষণ করিলেন ঐ প্রদীপ্ত বজ্রতুলা শর বজ্রের ছায় ঘোর রবে উন্মুক্ত হইবামাত্র বালি বন্ধস্থলে গিয়া পড়িল। মহাবীর বালি রামের শরে মহাবেগে আহত হতচেতন হইয়া ধরাশায়ী হইলেন। বাষ্পভরে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল এবং ক্রমশঃ স্বরও কাতর হইয়া আসিল।

মহাবীর বালি নিম্প্রভ সূর্যের ছায়, জলশূন্য মেঘের ছায়, এবং নির্ঝর অনলের ছায় পতিত হইয়া রামকে অনেক ভৎসনা করিলেন। রাম তাঁহা কঠোর বাক্যে এইরূপ তিরস্কৃত হইয়া কহিতে লাগিলেন, বালি ! তুমি কে আমায় নিন্দা করিতেছ? তুমি বিধর্মী, দুষ্টচরিত্র ও কামপ্রধান; এবং তোমার হইতে রাজধর্মের ব্যতিক্রম ঘটয়াছে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, পিতা ও অধ্যাপক ইহার পিতা; কনিষ্ঠ ভ্রাতা, পুত্র ও গুণবান্ শিষ্য, ইহার পুত্র। তুমি সনাতন ধর্ম উল্লঙ্ঘন পূর্বক ভ্রাতৃজ্ঞায়াকে গ্রহণ করিয়াছ। মহাত্মা স্নগ্ৰীব জীবিত আছেন, ইহার পত্নী শাস্ত্রানুসারে তোমার পুত্রবধূ, তাঁহাকে অধিকা করিয়া তোমায় পাপ অর্শিয়াছে। তুমি ধর্মভ্রষ্ট ও স্বেচ্ছাচারী এই জন্য আমি তোমাকে দণ্ড প্রদান করিলাম।

অনন্তর বালির দিব্য জ্ঞান লাভ হইল। তখন তিনি কৃতাজলিপুটে কহিতে লাগিলেন, রাম ! তোমার বাক্য অপ্রামাণিক নহে। তুমি উৎকৃষ্ট, আদিক্রমে তোমার কথায় প্রত্যুত্তর দিব? তুমি প্রজাগণের হিতসাধনে তৎপর পাপ প্রমাণ ও দণ্ড বিধান বিষয়ে তোমার অনধর বুদ্ধি প্রশংসাই আছে।

ঐ সময় বাপ্ততরে বালির কণ্ঠরোধ হইল, স্বর কাতর হইতে লাগিল ! তিনি পঙ্কনিমগ্ন মাতঙ্গের গ্রায় মৃতকল্প হইয়া, রামকে নিরীক্ষণ পূরক ক্ষীণ-চেষ্টে কহিতে লাগিলেন, রাম ! আমি আপনার জন্ত দুঃখিত নহি, এক্ষণে কবল স্বর্ণাঙ্গদ-শোভী অঙ্গদের চিন্তাই আমাকে ব্যাকুল করিতেছে ! আমি গাহাকে বাস্যাবধি লালন পালন করিরাছি, এখন সে আমার না দেখিলে যতি দীন হইয়া, জলাশয়ের গ্রায় গুহ হইয়া বাইবে । সে বালক, আজিও গাহার বুদ্ধিব পরিণতি হয় নাই, আমি তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসি ; এক্ষণে আমি তাহাকে রক্ষা করিও । সূগ্রীব ও অঙ্গদেব প্রতি তোমার যেন স্মৃতি থাকে । তুমি উহাদের কার্য্য-রক্ষক ও অকার্য্য-প্রতিষেধক হইবে । ভরত ও লক্ষ্মণকে যেকপ, উহাদিগকেও তদ্রূপ বুঝিবে । তপস্বিনী তারা আমার জন্তই সূগ্রীবের নিকট অপরাধিনী আছেন, সূগ্রীব যেন তাঁহার অবমাননা না কবে । যে ব্যক্তি তোমাব বশব্দ হয়, সে তোমাব প্রসাদে রাজ্য অধিকার করিতে পারে, সমগ্র পৃথিবী শাসন করিতে সমর্থ হয়, স্বর্গ ও তাহার পক্ষে হ্রস্ব হইয়া থাকে । রাম ! অতঃপর তোমার আর কি বলিব ! তারা আমাকে নিবারণ করিলেও, আমি তোমাব হস্তে মৃত্যু কামনা করিয়া, সূগ্রীবের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম । বালি, এই বলিয়া, তৎকালে মৌনাবলম্বন করিলেন ।*

অনন্তর রাম, সমশোকে আক্রান্ত হইয়া, প্রবেদ-বচনে সূগ্রীব, তারা ও অঙ্গদকে কহিতে লাগিলেন, দেখ, শোক তাপ কবিলে মৃত ব্যক্তির শুভ সংস্খিত হয় না ; অতএব যে কার্য্য আবশ্যক, তোমরা তাহারই অনুষ্ঠানে

* কিঙ্কিকাণ্ডম্ । অষ্টাদশঃ সর্গঃ ।

বাপ্তসংকল্পকণ্ঠস্থ বালী সান্তববঃ শনৈঃ ।
 উবাচ রামঃ সংশ্রেক্ষ্য পঙ্কলগ্র ইব দ্বিপঃ ॥
 ন চাঙ্গানমহং শোচে ন তাবান্ নাপি বান্ধবান্ ।
 যথা পুত্রং গুণগোষ্ঠমঙ্গদং কনকাস্বদম্ ॥
 স মমাদর্শনাকীনে বাল্যাং প্রভৃতি লালিতঃ ।
 তড়াগ ইব পীতাপুরুষশোষণং গমিষ্যতি ॥
 বালশ্যাকৃতবুদ্ধিশ্চ এক পুত্রশ্চ মে প্রিয়ঃ ।
 তারেযো রাম ভবতা রক্ষণীয়ো মহাবলঃ ॥
 সূগ্রীবে চাঙ্গদে চৈব বিধংস্ব মতিমুত্তমাম্ ।
 ত্বং হি গোপ্তা চ শাস্তা চ কার্য্যাকাংক্ষাবিধৌ স্থিতঃ ॥
 যা তে নরপতে বৃত্তিভরতে লক্ষ্মণে চ য়া ।
 সূগ্রীবে চাঙ্গদে রাজস্বাক্ষিস্তিহিতুর্হৃদয়ীস ॥

যত্ববান হও। এইরূপে মহাবল রাম বালির অগ্নিসংস্কার প্রভৃতি সমস্ত প্রেত-
কার্য্য সমাপন করাইলেন।

অনন্তর সুগ্রীব বানরগণকে সীতার অন্বেষণে পূর্বদিকে যবদ্বীপ প্রভৃতি
দেশে, দক্ষিণে পাণ্ড্য, মহেন্দ্র, লঙ্কা প্রভৃতি দেশে, পশ্চিমে পারিষাত্র পর্বত
প্রভৃতি স্থানে, এবং উত্তরে হিমালয় ও কৈলাস পর্বত ও উত্তর-কুরু প্রভৃতি
দেশে প্রেরণ করিলেন। তৎপর সুগ্রীব মহাবীর হনুমানের উপর কার্য্য-
সিদ্ধির সম্যক্ প্রত্যাশা কবিয়া কহিলেন, বীর ! তোমার গতি পৃথিবী ও
আকাশ ও দেবলোকেও প্রতিহত হয় না। তুমি অশ্রু, গন্ধর্ব্ব, উরগ, মনুষ্য
ও দেবলোক সমস্তই জ্ঞাত আছ। তোমার গতি, বেগ, তেজ ও ক্ষিপ্রকারিতা,
নিজ পিতা অনিলেরই তুল্য। এই জীবলোকে তোমার তুল্য তেজস্বী হয়
নাই, হইবেও না। এক্ষণে, বাহাতে জানকীর অনুসন্ধান হয়, তুমি তাহাই
চিন্তা কর। তোমার বল বুদ্ধি অসাধারণ, তুমি নীতি নিক্রপণ ও দেশ কালের
অনুসরণ করিতে পার।

তখন রাম জানকীর প্রত্যয়ের জন্ত হনুমানের হস্তে স্বনামাঙ্কিত এক
অঙ্গুরীয় প্রদান পূর্বক বহিলেন, বীর ! আমি যে তোমায় প্রেরণ করিলাম,
জানকী এই অভিজ্ঞানে তাহা জানিতে পারিবেন, এবং তোমাকে অশঙ্কিত
মনে দেখিবেন। তোমার যাদৃশ অবাবসায় এবং যেরূপ বলবীৰ্য্য, ইহাতে
আমার যে কার্য্যাসিদ্ধি হইবে, তদ্ব্যয়ে আমি কিছুই সংশয় করি না।
তখন হনুমান ঐ অঙ্গুরীয় কৃতাজলিপুটে গ্রহণ ও মস্তকে ধারণ পূর্বক রামকে
প্রণিপাত করিলেন। পরে বাক্য কহিলেন, পবন-কুমার। তুমি সিংহ-বিক্রম
ও মহাবল ; আমি তোমারই উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া রহিলাম, এক্ষণে
তুমি যেক্রমে জানকীর অনুসন্ধান পাও, তাহাই করিও।

মন্দোষকৃতদোষান্তঃ যথা তারং তপশিনাম্।

সুগ্রীবো নাবমন্তে তথাবস্থাতুমহিসি।

তস্মা হনুগৃহীতেন শাক্য রাজামুপাসিতুম্।

তদ্বশে বস্ত্রমানেন তব চিন্তামুবার্তিনা ॥

শক্যং দিবর্জার্জয়িতুং বহুধাঞ্চাপি শাসিতুম্।

ত্বতোহহং বধমাকংক্ষন্ বাধ্যমানোহপি ভাবয়াম্ ॥

সুগ্রীবেন সহ ভাত্রা বন্দ্যুদ্রুমপাগতঃ ॥

ইতুক্ত্বা বানরো রামং বিররাম হরীশ্বরঃ ॥

অনন্তর মহাবীর হনুমান জানকীর উদ্দেশে যাইবার সঙ্কল্প করিলেন, এবং সলিল-শ্রামল তৃণাচ্ছন্ন ভূপৃষ্ঠে স্বৈরপদে গমন করিতে লাগিলেন। তিনি গর্জিত সিংহের স্তায় মৃগ সকল দলিত করিয়া এবং বক্ষের আঘাতে পাদপ-দলন ভগ্ন করিয়া, গমন করিতে লাগিলেন। মহেন্দ্র পর্বতে নানারূপ ধাতু, ইত্যন্ততঃ নীল রক্ত ও পটলরাগ বিস্তার করিতেছে। তথায় সুরপ্রভাব সুরূপ যক্ষ, কিন্নর ও গন্ধর্ব্বগণ উজ্জলবেশে বাস করিতেছে। হনুমান উহার নিম্নদেশে দণ্ডায়মান হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। এইরূপে হনুমান সমুদ্র তীরে উপনীত হইলেন।

মহাবীর শত-যোজন সমুদ্র লঙ্ঘন করিলেন, তাহাতেও কিছুমাত্র শ্রান্ত হইলেন না। বহুল আয়াস স্বীকারেও তাঁহার ঘন ঘন নিঃশ্বাস নির্গত হই-তেছে না। তিনি অটলদেহে শোভমান। তখন বৃক্ষ সকল ঐ বীরের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ করিল, তিনি তদ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া, যেন পুষ্পময় দেহে দণ্ডায়মান রহিলেন। লম্ব পর্বতের অপর নাম ত্রিকূট, তত্ক্ষণে লঙ্কাপুরী প্রতিষ্ঠিত আছে, হনুমান মৃদুপদে ক্রমশঃ তদভিমুখে যাইতে লাগিলেন। তথায় সুনীল সুবিস্তীর্ণ তৃণাচ্ছন্ন প্রদেশ, মধুগন্ধি বন, এবং সূচাক্ষু তরুশ্রেণী। ত্রিকূটে নানারূপ বৃক্ষ; দেবদারু, কর্ণিকার, পুষ্পিত ঋজুর, প্রিয়াল, কুটজ, কেতক, সুগন্ধি প্রিয়ঙ্গু, কদম্ব, স্বপ্তচ্ছদ, অমন, কোবিকার ও করবীর। ঐ সমস্ত বৃক্ষের মধ্যে কতকগুলি মুকুলিত এবং বহুসংখ্য পুষ্পভরে অবনত রহি-য়াছে; পল্লবদল বায়ুর মৃদুমন্দ হিল্লোলে আন্দোলিত হইতেছে, এবং বিহঙ্গগণ শাখা প্রশাখায় উপবেশন করিয়া মধুর স্বরে কূজন করিতেছে। তথায় নানারূপ স্বচ্ছ জলাশয় ও সরোবর, তন্মধ্যে শ্বেত ও রক্ত পদ্ম প্রক্ষুটিত হইয়া আছে এবং হংস সারস প্রভৃতি জলচর জীবগণ সতত বিচরণ করিতেছে। উহাৰ স্থানে স্থানে সুরম্য ক্রীড়া পর্বত এবং শোভনতম উদ্যান। মহাবীর হনুমান এই সমস্ত দেখিতে দেখিতে রাবণ-রক্ষিতা লঙ্কায় উপস্থিত হইলেন।

মহাপুরী লঙ্কা উৎপলশোভিতা পরিখায় বেষ্টিতা, কনকময় প্রাকারে পরিবৃত্তা, অতুল্য সুধা-ধবল গৃহ এবং পাণ্ডুবর্ণ সূত্রশস্ত রাজপথে শোভিতা। উহার ইত্যন্ততঃ পতাকা এবং স্বর্ণময় লতাকাণ্ঠ তোরণ। দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা

ঐ পুরী বহু প্রযত্নে নির্মাণ করিয়াছেন। যেমন গিরিগুহা উরগে পূর্ণ থাকে, সেইরূপ উহা ঘোররূপ রাক্ষসে পূর্ণ হইয়া আছে। ঐ নগরী পৰ্ব্বতোপরি প্রতিষ্ঠিতা, স্ততরাং দূর হইতে বোধ হয়, যেন গগনে উড্ডীনা হইতেছে। উহা যেন কাহারও মানসী সৃষ্টি হইবে। উহার স্থানে স্থানে শতগ্রী ও শূলভ্রম। হনুমান সবিস্ময়ে দেখিতে লাগিলেন !

অনন্তর বীর ক্রমশঃ লঙ্কার উত্তর দ্বারে গমন করিলেন। উহা গগন-স্পর্শী ; দৃষ্টিমাত্র যেন কুবেরপুরী অলংকার দ্বার বোধ হয়। তথায় গৃহ সকল যারপর নাই উচ্চ, যেন আকাশকে ধারণ করিয়া আছে। হনুমান ঐ দ্বারের রক্ষাপ্রণালী, সমুদ্র এবং প্রবল রিপু রাবণের বিষয় চিন্তা করিয়া ভাবিলেন, বানরগণ লঙ্কায় আগমন করিলেও কৃতকার্য হইতে পারিবে না। যুদ্ধ ব্যতীত ইহা অধিকার করা সুরগণেরও অসাধ্য হইবে। রাম এখানে উপস্থিত হইলেও, জানি না, কি করিবেন। হয়ত সূগ্রীব, অঙ্গদ ও নীল প্রভৃতি বানরগণের এখানে আসাই দুর্ঘট হইবে। যাহা হউক, এক্ষণে জানি, জানকী জীবিতা আছেন কি না ? আমি তাঁহার দর্শন পাইলে, পশ্চাৎ কিংকর্তব্য অবধারণ করিব।

অনন্তর হনুমান মুহূর্তকাল ধ্যান পূর্বক অশোক-কাননের প্রাকারে লক্ষ প্রদান করিলেন। এবং শিংশপা বৃক্ষে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া জানকীকে দেখিবার জ্ঞাত ইতস্ততঃ দৃষ্টিপ্রসারণ করিতে লাগিলেন। ঐ বন নানারূপ উপকরণে সুসজ্জিত, দেখিবামাত্র নন্দন-কানন বলিয়া বোধ হয়। উহার ইতস্ততঃ হৃদয় ও প্রাসাদ, কোকিলেরা মধুর কণ্ঠে নিরন্তর কুহরব করিতেছে। সরোবর স্বর্ণপদ্মে শোভমান এবং অশোক বৃক্ষ সকল কুসুমিত হইয়া সর্বত্র অরুণপ্রীতি বিস্তার করিতেছে। পক্ষিগণ নিরন্তর বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে উপবেশন করিতেছে, এবং অপূর্ব শ্রীধারণ করিতেছে ! অশোকের শাখা প্রশাখা সমস্তই পুষ্পিত, কর্ণিকার পুষ্পভরে ভূতলস্পর্শ করিতেছে, কিংগুক সকল পুষ্প-স্তবকে শোভিত। পুমাগ, মগুপণ, চম্পক ও উদ্ভালক বৃক্ষ সকল কুসুমিত।

মহাবীর হনুমান ঐ অশোক বনের মধ্যে সহসা একটা কামিনীকে দেখিতে পাইলেন। তিনি রাক্ষসীগণে পরিবৃত্তা, উপবাসে যারপর নাই ক্লশা ও দীন, এবং পুনঃপুনঃ সুদীর্ঘ হঃখ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন। তিনি গুরুপক্ষীয় নবোদিত শশিকলার ত্রায় নিম্নালা, তাঁহার সর্বাঙ্গ অলঙ্কারশূন্য, পরিধান একমাত্র পীতবর্ণ মলিন বস্ত্র। তাঁহার নয়নযুগল হইতে অনর্গত বারিধারা

বহিতেছে, শোকভরে যেন নিরন্তর হৃদয় মধ্যে কাহাকে চিন্তা করিতেছেন ! তাঁহার সম্মুখে প্রীতি ও স্নেহের পাত্র কেহ নাই, কেবলই রাক্ষসী ; তিনি যুগ্মপুত্র কুরু-পরিবৃত্ত কুরুপুত্রের দৃষ্ট হইতেছেন। তাঁহার পৃষ্ঠে কাল-ভুজঙ্গীর আঘাত একমাত্র বেণী লগ্নিত। হনুমান ঐ বিশাল-লোচনাকে নিরীক্ষণ করিয়া, সীতা বলিয়া অনুমান করিলেন।

অনন্তর দিবস অতীত হইয়া গেল, রাত্রিকাল উপস্থিত। কুমুদ-ধবল ভগবান্ শশাঙ্ক স্বীয় প্রভা বিস্তার পূর্বক যেন স্নান সলিলে হংসের আঘাত নির্মল নভোমণ্ডলে উদিত হইলেন। তৎকালে পূর্ণচন্দ্রাননা জানকী, গুরুভারে মগ্নপ্রায়া নোকর আঘাত, শোকভরে আচ্ছন্ন আছেন ! উহার অদূরে বহুসংখ্যা ঘোররূপা রাক্ষসী।

শরীরী অল্পমাত্র অবশিষ্ট। রাত্রিশেষে বেদবেদাঙ্গবিৎ যজ্ঞশীল ব্রহ্ম-রাক্ষসগণ বেদধ্বনি করিতে লাগিলেন, এবং মঙ্গলবাদ্য ও সুললিত মঙ্গলগীত উচ্চিত হইল। মহাবীর রাবণ প্রবোধিত হইলেন। তিনি গাত্রোথান পূর্বক জানকীর চিন্তা করিতে লাগিলেন, এবং বৃক্ষশ্রেণীর শোভা দর্শন করিতে করিতে অশোকবনে চলিলেন। রাক্ষসরাজ রাবণের সমভিব্যাহারে বহুসংখ্যা রাজপুত্রী; সোদামিনী যেমন জলদেব অনুগামিনী হয়, তদ্রূপ উহার স্নেহ ও অনুরাগ ভরে উহার অনুসরণ করিতেছে।

অনন্তর জানকী মহাবীর রাবণকে দেখিবামাত্র, বায়ু-ভরে কদলীর আঘাত, ভরে নিরবিচ্ছিন্ন কম্পিতা হইতে লাগিলেন, এবং জলধারাকুল লোচনে উপবেশন করিয়া রহিলেন। রাবণ ঐ রাক্ষসী-পরিবৃত্ত জানকীর সমক্ষে গিয়া, তাঁহাকে মধুর বাক্যে প্রলোভন পূর্বক কহিতে লাগিলেন, বিশাল-লোচনে ! আমি তোমার প্রণয় ভিক্ষা করিতেছি, তুমি আমাকে সম্মান কর। এক্ষণে আমার অন্তঃপুরে যে সমস্ত গুণবতী রমণী আছে, তুমি উহাদের অধিধরী হও। অঙ্গরাজ যেমন দেবী কমলার পরিচাৰণা করে, সেইরূপ ঐ সকল ত্রিলোক-সুন্দরী তোমার সেবা করিবে। তুমি যক্ষেশ্বরের যা কিছু ঐশ্বর্য আছে তৎসমুদায় এবং পৃথিব্যাদি সপ্তলোক, আমার সহিত ভোগ কর। ঐ সমুদ্র-তীরে সুরম্যকানন আছে, তুমি স্বর্ণহারে শোভিতা হইয়া তন্মধ্যে বিহার কর।

অনন্তর জানকী উগ্রস্বভাব রাবণের এইরূপ বাক্য শ্রবণে কম্পিতা হইয়া ঘবিরণ রোদন করিতে লাগিলেন। রামচিন্তা তাঁহার মনে নিরন্তর জাগরুক ; তিনি একটী তৃণ ব্যবধানে রাখিয়া, উহাকে কাতর স্বরে কহিতে লাগিলেন,

রাক্ষসাদিনাথ! তুমি আমার অভিলাষ করিও না। ধর্ম্য শ্রেয়ঃ জ্ঞান কর এবং সংব্রতচারী হও। রাক্ষস! নিজের ছায়ার পরের জীকেও রক্ষা করা উচিত। তোমার বুদ্ধি যখন এইরূপ বিপরীতা ও ভ্রষ্টা, তখন বোধ হয়, এই মহানগরী লঙ্কায় সজ্জন নাই, থাকিলেও, তুমি তাঁহাদিগের কোনরূপ সংশ্রব রাখ না। বিচক্ষণেরা তোমাকে যাহা কিছু হিতকথা কহেন, রাক্ষসকুল উৎসন্ন দিবার জন্ত তাহা অসার বোধে তুমি উপেক্ষা করিয়া থাক। দেখ, কুক্তিয়াসক্ত নির্যোধের রাজ্য ঐশ্বর্য্য কিছুই থাকে না। এক্ষণে, এই ধনরত্ন-পূর্ণা লঙ্কা একমাত্র তোমার দোষে অচিরাতঃ ছারখার হইবে। রাবণ! প্রভা যেমন সূর্য্যের, আমিও সেইরূপ রামের ; সুতরাং তুমি আমাকে ঐশ্বর্য্য বা ধনে কদাচ প্রলোভিতা করিতে পারিবে না। রাবণ! তুমি এক্ষণে এই দুঃখিনীকে রামের সঙ্গিনী করিয়া দাও। যদি লঙ্কার শ্রীরক্ষায় ইচ্ছা থাকে, যদি সবংশে বাঁচিবার বাসনা থাকে, তবে সেই শরণাগত-বৎসল রামকে প্রসন্ন করিয়া, তাঁহার সহিত মিত্রতা কর।

তদনন্তর রাবণ কুপিত মনে জানকীরে কহিলেন, দেখ, আমি তোমাব কথা-প্রমাণে আর দুই মাস অপেক্ষা করিয়া থাকিব। যদি এই নির্দিষ্ট কালের অন্তে তুমি আমার প্রতি অনুরাগিণী না হও, তবে পাচকগণ আমার প্রাতঃভক্ষ্য বিধানের জন্ত নিশ্চয়ই তোমাকে খণ্ড খণ্ড করিবে। এই বলিয়া রাবণ ঘোরদর্শন রাক্ষসীগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।

অনন্তর ঐ সমস্ত করালবদনা রাক্ষসী অগ্রিম ও কঠোর বাক্যে প্রিয়-দর্শনা জানকীরে কহিতে লাগিল, রাক্ষসরাজ রাবণের রমণীয় অন্তঃপুরে বাস করিতে কি জন্ত তোমার অভিলাষ নাই? তুমি মানুষী, মানুষের পত্নী হওয়া গোরবের বলিয়া বৃদ্ধিতেছ, কিন্তু তোমার এই সংকল্প কোন মতেই সিদ্ধ হইবে না। রাম রাজ্যভ্রষ্ট, ভগ্নমনোরথ ও দীন, তুমি তাহার প্রতি বীতানুরাগা হও। রাবণ বিশ্বরাজ্যের ঐশ্বর্য্যভোগ করিতেছেন, তুমি তাঁহাকে পাইয়া স্বেচ্ছানুরূপ সুখ লাভ কর।

তখন জানকী রাক্ষসীগণের এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক অশ্রুপূর্ণলোচনে কহিলেন, বরং তোমরা আমাকে ভক্ষণ কর, তথাপি আমি কোন মতে তোমাদের অনুরোধ রক্ষা করিব না। আমার পতি রাম দীন বা রাজহীন হউন, তিনিই আমার পূজ্য। সুবর্চলা যেমন সূর্য্যের, শচী যেমন ইন্দ্রের, সাবিত্রী যেমন সত্যবানের, এবং দময়ন্তী যেমন নলের, সেইরূপ আমি রামের অনুরাগিণী

হইয়া আছি। অনন্তর জানকী বহ্নাঙ্গে চক্ষু মার্জন করিতে করিতে শিশুপা
ক্ষের মূলে গিয়া উপবিষ্টা হইলেন। রাক্ষসীগণ পুনর্বার চতুর্দিক হইতে
টাহাকে বেচন করিল।

হনুমান শিশুপা বৃক্ষে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া, এতক্ষণ সমস্তই অবগণ করিলেন।
তিনি জানকীর বিলাপ ও রাক্ষসাদিগের গর্জন শুনিলেন। অনন্তর ঐ
হাবীর সুরনারীসমা জানকীকে নিরীক্ষণ পূর্বক এইরূপ চিন্তা করিতে লাগি-
লেন, অসংখ্য বানর বাঁহার জন্তু দিগ্দিগন্তে ভ্রমণ করিতেছে, আমি তাঁহাকেই
হইলাম। আমি মহাসাগর লঙ্ঘন পূর্বক রাক্ষসগণের বিভব লঙ্কাপুরী ও
পর্বত প্রভাব প্রত্যক্ষ করিয়াছি, এক্ষণে সেট অসীম-শক্তি, সাক্ষর-শক্তি
সম্বল এই অমুরাগিনী পত্নীকে আশ্রয় করিব। এই চিন্তাননা কখনও
সফল হয় করেন নাই, এক্ষণে অত্যন্ত কাতরা হইয়াছেন, আমি ইহাকে
আশ্রয় করিব। যদি আজ ইহাকে প্রবোধ দিয়া না যাই, তাহা হইলে, এই
মজকুমারী পরিত্রাণের উপায় না দেখিয়া, আত্মত্যাগ করিবেন।

হনুমান এইরূপ অবধারণ পূর্বক জানকীর নিকটস্থ হইলেন, এবং মৃদু-
স্বরে কহিতে লাগিলেন, দশরথ নামে কোন এক পুণ্যশীল রাজা ছিলেন।
তিনি সুসম্পন্ন, রাজশ্রীযুক্ত ও পরম সুন্দর। সর্বশ্রেষ্ঠ ইক্ষ্বাকুবংশে তাঁহার
জন্ম ; সমগ্র পৃথিবীতেই তাঁহার প্রতিপত্তি ছিল। তিনি মিত্রগণকে
আশ্রয় স্বীকার করিতেন। রাম সেই দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি ধর্ম্মরক্ষণের
প্রণয়, স্বজনপালক ও সুশীল। এই জীবলোক তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া
গাছে। তিনি ধর্ম্মরক্ষক ও জ্ঞানবান্। ঐ মহাত্মা, সত্যনিষ্ঠ বৃদ্ধ পিতার
আদেশে ভাৰ্গ্যা ও ভ্রাতার সহিত বনবাসে প্রবিষ্ট হন। তিনি যখন যুগয়া-
সঙ্গে অবগ্য পষাটন করেন, তখন তাঁহার বলবীর্য্যে বহুসংখ্য রাক্ষসী
ধ্বংস হয় এবং খর ও দুষণ প্রভৃতি নিশাচরগণ জনস্থানস্থ সৈন্যের
সহিত উচ্ছিন্ন হইয়া যায়। পরে, রাক্ষসরাজ রাবণ এই সংবাদে অতিশয়
ক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং যুগরূপী মারীচের মায়াবলে রামকে বধনা করিয়া দেবী
জানকীকে অপহরণ করেন। পরে, রাম জানকীর অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া,
পিরাজ স্ত্রীবেশে সহিত মিত্রতাসূত্রে বদ্ধ হন, এবং বালিকে বিনাশ করিয়া
স্ত্রীবেশে কপিরাজ্যের আধিপত্য প্রদান করেন। অনন্তর বানরগণ স্ত্রীবেশে
যোগে জানকীর অন্বেষণে চতুর্দিকে বহির্গত হয়, এবং আমিও এই উপলক্ষ
করিয়া মহাবেগে শতযোজন-বিস্তীর্ণ সমুদ্র লঙ্ঘন করি। রামের নিকট

জানকীব যেরূপরূপ, যেরূপ বর্ণ, এবং যেরূপ লক্ষণ গুনিয়াছিলাম, তদনুসারে বোধ হয় এক্ষণে জানকীকেই পাইলাম। মহাবীর হনুমান এই বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন।

জানকী এই সমস্ত কথা শুনিবামাত্র অতিমাত্র বিস্মিতা হইলেন, এবং অলকসঙ্কুল মুখকমল উত্তোলন পূর্বক সভয়ে শিশুপা বক্ষে দৃষ্টিপাত কবিত্তে লাগিলেন। হনুমান ধবলবর্ণ বস্ত্র পরিধান পূর্বক বৃক্ষশাখায় প্রচ্ছন্ন হইয়া আছেন, জানকী তাঁহাকে দেখিবামাত্র চমকিতা হইয়া উঠিলেন। তাঁহা মনে নানারূপ আশঙ্কা উপস্থিত হইল। তিনি হৃৎকণ্ঠে অক্ষুটস্বরে, হা রাম হা লক্ষণ! এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। পরে তিনি পুনর্বার বানরকে দেখিলেন এবং চিন্তা কবিত্তে লাগিলেন, আমি এই বানবৎ স্পষ্ট দেখিতেছি এবং ইহার কথাও স্পষ্ট শুনিতেছি। এক্ষণে বৃহস্পতিবৎ নমস্কার, ইন্দ্রকেন্দ্রনমস্কার, এবং ব্রহ্মা ও অগ্নিকে নমস্কার। এই বানর আমার নিকট বাহা বলিল, তাহা সত্যই হউক।

অনন্তর হনুমান বৃক্ষ হইতে কিঞ্চিং অবতীর্ণ হইলেন এবং বিনীত ও দীনভাবে জানকীর নিকটস্থ হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। পরে মস্তকে অঞ্জলি স্থাপন পূর্বক মধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, পদ্মপত্র লোচনে! তুমি কে? কি জন্য মলিন কোশের বস্ত্র ধারণ এবং বৃক্ষশাখা অবলম্বন পূর্বক এই স্থানে দণ্ডায়মানা আছ? রাবণ জনহান হইতে বাঁহায়ে বল পূর্বক আনিয়াছেন, যদি তুমি সেই সীতা হও, তাহা হইলে আমার বাক্যে প্রত্যুত্তর কর। তোমার যেরূপ অলৌকিক রূপ, যেরূপ দীনতা এবং যেরূপ পবিত্র বেশ, তাহা দেখিয়া তোমাকে রামমহিষী বলিয়াই আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইতেছে।

তখন জানকী রামের নাম শ্রবণ পূর্বক হৃষ্টমনে কহিলেন, আমি রাজর্ষিরাজ প্রবলপ্রতাপ দশরথের পুত্রবধূ, মহাত্মাজনকের কন্যা, এবং ধীমান্ রামের ধর্মপত্নী; আমার নাম সীতা। আমি বিবাহের পর দ্বাদশ বৎসর বাল্যশুভ্রাণে নানারূপ স্মৃৎভোগে কালক্ষেপ করি। পরে ত্রয়োদশ বর্ষ উপস্থিত হইলে, দশরথ উপাধ্যায়গণের সহিত সমবেত হইয়া রামের রাজ্যাভিষেক সংকল্প করেন। তখন দেবী কৈকেয়ী অভিষেকের আয়োজন দেখিয়া দশরথের এইরূপ কহিলেন, যদি তুমি রামকে রাজ্য দেও, তাহা হইলে আমি আর কিছুতেই প্রাণ রাখিব না। এক্ষণে রাম বনে যাউক। পূর্বে তুমি প্রীতি

মাকে যাহা কহিয়াছিলে, তাহা সত্য হউক। তখন বৃদ্ধ দশরথ কৈকেয়ীর
 ক্রুর নিষ্ঠুর বাক্য শ্রবণ এবং বরপ্রদান বৃত্তান্ত শ্রবণ পূর্বক বিমোহিত
 হলেন এবং রামকে কহিলেন, বৎস ! তুমি ভরতকে সমস্ত রাজ্যভার দিয়া
 বনবাসী হও। তৎকালে, পিতার এই আদেশ রামের রাজ্যাভিষেক
 পক্ষাও প্রীতিকর বোধ হইল, এবং তিনি অবিচারিতচিত্তে ঐ বাক্য
 মানসীকার করিলেন। দানই তাঁহার অনুরাগ, তিনি কখন প্রতিগ্রহ
 করেন নাই, সত্যই তাঁহার নিষ্ঠা, তিনি প্রাণান্তেও মিথ্যা কহেন নাই।
 র, ঐ ধর্মশীল বীর রাজ্য-সম্বল বিসর্জন পূর্বক জননীর হস্তে আমার অর্পণ
 করিলেন। কিন্তু আমি তাহাতে সন্মত হইলাম না, এবং শীঘ্রই বহির্গতা
 য়া তাঁহার সহিত বনচারিণী হইলাম। বলিতে কি, রাম ব্যতীত স্বর্গস্থখেও
 আমার স্থান নাই। তখন মিত্র-বৎসল লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠের অনুসরণ করিবার জন্ত
 আগে কুশচার ধারণ করিলেন। পরে আমরা রাজনিয়োগ শিরোধার্য্য
 বধা অদৃষ্টপূর্বক গভীরদর্শন নিবিড় কাননে প্রবেশ করিলাম। আমরা
 ছুদিন দণ্ডকারণ্যে বাস করিয়া আছি, এই অবসরে, ছুরায়া রাবণ আমাদের
 হরণ করিয়া আনে। এক্ষণে, সে দুই মাস আমার প্রাণরক্ষায় অনুগ্রহ
 করিয়াছে। এই নিদ্রিষ্ট কাল অতীত হইলে, আমি নিশ্চয়ই দেহত্যাগ করিব।
 তখন কপিবর হনুমান দুঃখাভিভূতা সীতাকে সান্ত্বনাবাক্যে কহিতে
 গিলেন, দেবি ! আমি রামের আদেশে তোমার নিকট দূতস্বরূপ আসি-
 ছি ; এক্ষণে তাঁহার সর্বাঙ্গীন মঙ্গল, তিনি তোমাকে কুশল জিজ্ঞা-
 সাছেন। যিনি ব্রহ্ম অস্ত্র ও সমগ্র বেদের অধিকারী, তিনি তোমাকে কুশল
 জ্ঞাসিয়াছেন। যিনি তোমার ভর্তার প্রিয় অনুচর, সেই মহাবীর লক্ষ্মণও
 তর মনে তোমার চরণে প্রণাম নিবেদন করিয়াছেন।

তখন জানকী, রাম ও লক্ষ্মণের কুশল সংবাদ পাইয়া, যারপরনাই পুল-
 তা হইলেন ; কহিলেন, “জীবিত লোক শত বৎসরেও আনন্দ লাভ করে,”
 “যে লৌকিক প্রবাদ আছে, ইহা এক্ষণে আমার সত্যই বোধ হইল।
 যন্তর হনুমান সীতার মনে বিশ্বাস উৎপাদনের নিমিত্ত পুনরায় কহিলেন,
 বি ! আমি ধীমান্ রামের দূত, জাতিতে বানর। এক্ষণে তুমি এই রাম-
 শাস্তিত অঙ্গুবাণ নিরীক্ষণ কর। রাম ইহা আমাকে অর্পণ করিয়াছেন,
 আমি তোমার প্রত্যয়ের জন্ত ইহা আনয়ন করিয়াছি। তুমি আশ্বস্ত হও,
 শিও, শীঘ্রই তোমার এই দুঃখের অবসান হইবে।

তখন জানকী হনুমানের হস্ত হইতে রামের কর-ভূষণ অঙ্গুরীয় গ্রহণ পূর্বক সতৃষ্ণ নয়নে দেখিতে লাগিলেন, এবং রামের সমাগম-লাভে তাঁহার যেকণ প্রীতি হয়, তিনি ঐ অঙ্গুরীয় পাইয়া সেইরূপ প্রীতি ও প্রসন্না হইলেন। তাঁহার রমণীয় মুখ রাত্ৰ্যাসনিস্থিত চন্দ্রের ত্রায় হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি পরিতুষ্টা হইয়া সমাদর পূর্বক হনুমানকে কহিতে লাগিলেন বীর ! তুমি যখন একাকীই এই রাক্ষসপুত্রী লঙ্কায় আসিয়াছ, তখন তুমি সমর্থ ও বিজ্ঞ, সন্দেহ নাই। মহাসাগর নক্র-মকরপূর্ণ ও শতযোজন-বিস্তীর্ণ তুমি যখন ইহা গোপ্পদবৎ জ্ঞান করিয়াছ, তখন তোমার বিক্রম শ্লাঘনীয় সন্দেহ নাই। এক্ষণে যদি তুমি রামের নিদেশে আগমন করিয়া থাক তবে আমার সহিত কপোপকথন কর। রাম অপরীক্ষিত অদৃষ্টবীৰ্য্য ব্যক্তিকে কখনই আমার নিকট প্রেরণ করিবেন না। আমি ভাগ্যক্রমেই সেই সতানি ধর্ম্মশীল রাম ও লক্ষ্মণের কুশল বার্তা জানিতে পারিলাম। দূত ! যদি রামে কোনরূপ অমঙ্গল না ঘটয়া থাকে, তবে তিনি প্রলয়কালীন ভীষণতার তা উখিত হইয়া, ক্রোধভরে এই সগাগরা পৃথিবীকে কেন ভস্মসাৎ করিতেছে না ? অথবা, দেবগণকে নিগ্রহ করাও তাঁহার পক্ষে অধিক নহে। কি বোধ হয়, আমার অদৃষ্টে আজিও দুঃখের অবসান হয় নাই। বীর এক্ষণে রাম ত দুঃখে কাতর নহেন ? তিনি ত আমাকে উদ্ধার করিবার জে চেষ্টা করিতেছেন ?*

* স্কন্দরাকাক্যম্ । ষট্‌বিংশঃ সর্গঃ ।

ভূয় এব মহাতেজা হনুমান্ পবনায়জঃ ।
অত্রবীৎ প্রশ্রিতঃ বাক্যং সীতাপ্রত্যকারণাৎ ॥
বানরোহং মহাভাগে । দূতো রামস্য ধীমতঃ ।
রামনামাক্ষিতক্ষেদং পশ্য দেবাকুরীয়কম্ ॥
প্রত্যয়ার্থং তবানীতং তেন দত্তং মহায়না ।
সমাখসিহি ভদ্রস্তে ক্ষীণদুঃখফলাভ্যসি ॥
গৃহীত্বা প্রেক্ষমাণা সা ভর্তুঃ করবিভূষিতম্ ।
ভক্তাবমিব সম্প্রাপ্তং জানকী মুদিতাভবৎ ॥
চারু তদ্বদনং তস্যাস্ত্রাস্ত্রশুক্রায়তেক্ষণম্ ।
বভূঃ হৃণোদগ্রক বাচমুক্ত ইবোড়, বাঢ়ি ॥
ততঃ সা হুমতী বালা ভর্তুঃ সন্দেশ তর্পিতা ।
পরিতুষ্টা প্রিয়ং কুত্বা প্রশংসং মহাকপিম্ ॥
বিন্দান্তস্থঃ সমর্থস্থঃ প্রাক্তস্থঃ বানবোত্তম ।
যেনেদং রাক্ষসপদং হৃয়েকেন প্রধনিতম্ ॥

হনুমান উত্তর করিলেন, দেবি ! রাম আমার নিকট তোমার সংবাদ পাশ্চ হইবামাত্র বানর ভল্লুক সমভিব্যাহারে লইয়া শীঘ্রই উপস্থিত হইবেন । অনন্তর জানকী আপনার মঙ্গল-সংকল্পে কহিতে লাগিলেন, দূত ! তুমি প্রয়বাদী ; উত্তাপদগ্ধা পৃথিবী বৃষ্টিপাতে যেরূপ তুষ্টা হইয়া থাকে, তদ্রূপ আমি তোমার সন্দর্শনে যারপরনাই পুলকিতা হইয়াছি । এক্ষণে এই শাকশীর্ণ দেহে যেরূপে রামকে স্পর্শ করিতে সমর্থ্য হই, তুমি কৃপাপরতন্ত্র ইয়া তাহারই উপায় অবধারণ কর । আমি এই যে চূড়ামণি তোমায় পর্ণ করিলাম, তুমি গিয়া রামকে তাহা প্রদর্শন করিবে । তিনি ক্রোধভরে ক্লান্ত দ্বারা কাকের যে একচক্ষু নষ্ট করিয়াছিলেন, তুমি তাঁহার নিকট এথা উল্লেখ করিবে । এই হই অভিজ্ঞান ব্যতীত, তুমি আমার বাক্যে ইহাও হিবে, “নাথ ! মনে করিয়া দেখ, আমার পূর্বেকার তিলক বিলুপ্ত হইলে, আমি মনঃশিলা দ্বারা গণ্ডপার্শ্বে অপর একটা তিলক রচনা করিয়া দেও । আমি মহাবীর, ইন্দ্রপ্রভাব ও বরুণতুল্য ; এক্ষণে তোমার সীতা অপহৃত হইয়া ক্ষুদ্রপুরীতে বাস করিতেছে ! জানি না, তুমি ইহা কিরূপে সহ করিয়া আছ ! আমি এতদিন এই চূড়ামণি সাবধানে রাখিয়াছিলাম ; হুঃখশোকে তোমায় টিলে যেমন আত্মদিতা হইয়া থাকি, সেইরূপ এই চূড়ামণি দেখিলে তাম্বই স্থখিনী হই । এক্ষণে ইহা অভিজ্ঞানের জন্ত তোমার নিকট পাঠাই-
মি, কিন্তু তুমি যদি শীঘ্র এস্থানে না আইস, তাহা হইলে আমি শোকভরে

শতযোজনবিস্তীর্ণঃ সাগবো মকবালয়ঃ ।
বিক্রমপ্লাঘনীয়েন ক্রমতা গোপদীকৃতঃ ॥
ন হি হিং প্রাকৃতং মন্ত্রে বানবং বানবর্ষভ ।
যস্যা তে নাস্তি সন্তানো রাবণাদপি সশ্রমঃ ॥
অর্হসে চ কপিশ্রেষ্ঠ । ময়া সমভিত্তাষিতুম্ ।
যদাসি প্রেষিতস্তেন রামেণ বিদিতাগ্রনা ॥
প্রেষয়িষ্যতি দুর্দ্ধবো বামো ন হপবীক্ষিতম্ ।
পরাক্রমমবিজ্ঞায় মংসকাশং বিশেষতঃ ॥
দিষ্ট্যা চ কুশলী বামো ধর্ম্মাত্মা সত্যসম্ভরঃ ।
লক্ষ্মণশ্চ মহাতেজাঃ স্মিত্রানন্দবর্দ্ধনঃ ॥
কুশলী যদি কাকুৎস্থঃ কিন্নু সাগরমেখলাম্ ।
মহৌ দহতি কোপেন যুগান্তাগ্নিরিবোধিতঃ ॥
অথবা শক্তিমন্তো তৌ হুবাণামপি নিগ্রহে ।
মমৈব তু ন হুঃখানামস্তি মনো বিপথ্যঃ ॥
কচ্চিৎ বাথতে রামঃ কচ্চিৎ পরিতপ্যতে ।
উত্তবাণি চ কায্যাণি কুরুতে পুণ্ড্রোত্তমঃ ॥

নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিব। নাথ! আমি কেবল তোমারই জন্ত দুর্বিষহ হুঃখ, মর্শ্বেভেদী বাক্য ও রাক্ষস-সহবাস সহিয়া আছি। আমি আর একমাস প্রাণ রক্ষা করিব; এই অবকাশে যদি তোমার সন্দর্শন না পাই, তবে নিশ্চয়ই দেহ-পাত করিব। ছুরাত্মা রাবণ উগ্রস্বভাব, সে কুদৃষ্টিতে আমায় দেখিয়া থাকে; এক্ষণে যদি তোমার কালবিলম্ব হয়, তবে আমি নিশ্চয়ই দেহপাত করিব।”

অনন্তর হনুমান, চূড়ামণি গ্রহণ এবং জানকীকে নতশিরে অভিবাদন পূর্বক, প্রতিগমনে উদ্যত হইলেন। তদর্শনে জানকী সজল নয়নে গগনদ বাক্যে কহিলেন, দূত! তুমি গিয়া রাম, লক্ষ্মণ ও অমাত্য সহ স্ত্রীীবকে কুশল জিজ্ঞাসা করিবে। রাম যেন রূপা করিয়া অবিলম্বে এই হুঃখ হইতে আমায় উদ্ধার করেন। তুমি তাঁহাকে আমার এই তীব্র শোকবেগ এবং রাক্ষসগণের ভৎসনার কথা পুনঃ পুনঃ কহিবে। দূত! এক্ষণে তুমি এস্থান হইতে নির্বিঘ্নে যাত্রা কর।

হনুমান সীতার নিকট বিদায় লইয়া রাবণের বিহার-বন এবং মন্দির বিনষ্ট করিতে লাগিলেন, এবং জম্বুমালী প্রভৃতি কয়েক জন রাক্ষসকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বিনাশ করিলেন। অবশেষে, রাবণের আজ্ঞায় তাঁহাব পুত্র ইন্দ্রজীৎ, হনুমানকে ধরিয়া রাবণ-সন্নিধানে লইয়া আসিলেন। দূত অবধ্য বিবেচনা করিয়া রাবণ, হনুমানের লাঙ্গুলে অগ্নিসংযোগ করিয়া ছাড়িয়া দিতে বলিলেন। প্রক্ষলিত লাঙ্গুল লইয়া হনুমান লক্ষ্য দিয়া গৃহ হইতে গৃহান্তরে ঘাইতে লাগিলেন, এবং এইরূপে লঙ্কাপুরী দগ্ধ করিয়া, অবশেষে সমুদ্র সঙ্ঘন পূর্বক রামের নিকট পুনরায় উপস্থিত হইলেন।

মহাবীর হনুমান রামের সন্নিহিত হইয়া অভিবাদন পূর্বক কৃতজ্ঞলিপটে কহিলেন, বীর! আমি দেবী জানকীকে দেখিয়াছি। তিনি কুশলে আছেন এবং স্বীয় পাতিব্রত্য রক্ষা করিতেছেন। তখন রাম ও লক্ষ্মণ হনুমানের নিকট এই অমৃততুল্য সংবাদ পাইবামাত্র যারপরনাই সন্তুষ্ট হইলেন। মহাবীর লক্ষ্মণ, এবং রাম প্রীত হইয়া সাদরে হনুমানের প্রতি ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। অনন্তর সকলে কানন-শোভিত প্রস্রবণ শৈলে গমন করিলেন। তথায় বানরগণ, রাম, লক্ষ্মণ ও স্ত্রীীবকে অভিবাদন পূর্বক জানকীর বৃত্তান্ত আত্মপূর্বক কহিতে লাগিল। রাবণের অন্তঃপুর মধ্যে জানকীর নিরোধ, রাক্ষসীগণ-কৃত ভৎসনা, তদীয় স্বামিভক্তি এবং রাবণ-নির্দিষ্ট জীবিতকাল, ক্রমাশ্রমে এই সমস্ত কথা কহিতে লাগিল।

হনুমান রামের হস্তে অভিজ্ঞান-স্বরূপ প্রদীপ্ত স্বর্ণমণি প্রদান পূর্বক কৃতাজ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, দেব ! আমি সীতার অনুসন্ধানার্থ শত-
 বোজন সমুদ্র লঙ্ঘন করি। উহার দক্ষিণতীরে ছুরায়া রাবণেব লক্ষাপুরী।
 আমি তথায় দেবী জানকীকে দর্শন করিয়াছি। তিনি রাবণের অন্তঃপুর
 মধ্যে নিকট, রাক্ষসীগণ নিরন্তর তাঁহার প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে।
 বিকটাকার রাক্ষসীরা তাঁহার রক্ষকা। তিনি তোমার বিরহে অতিশয় কষ্ট
 পাইতেছেন। তাঁহার পৃষ্ঠে একমাত্র বেণী লম্বিতা, তিনি দীনমনে নিবন্তর
 তোমার ধ্যানে নিমগ্না রহিয়াছেন। তাঁহার শয্যা ধরাতল, তাঁহার বর্ণ
 হিমাগমে কমলিনীর ন্যায় মলিন। তিনি রাবণের প্রতি বিদেহ বশতঃ প্রাণ-
 ত্যাগের সঙ্কল্প করিয়াছেন। দেব ! আমি ইক্ষুকুরাজকূলের খ্যাতি কীর্তন
 করিয়া তাঁহার বিশ্বাস উৎপাদন করি ; এবং তাঁহার সহিত কথোপকথনে
 প্রবৃত্ত হইয়া স্ববক্তব্য জ্ঞাপন করি। তিনি স্ত্রীবেদের সহিত সম্বাভাবের
 কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তোমার প্রতিই নিয়ত তাঁহার ভক্তি
 এবং তোমার উদ্দেশ্যেই তাঁহার সমস্ত কার্য্য। অভিজ্ঞান-স্বরূপ তিনি এই
 চূড়ামণি দিয়াছেন, আমি যত্নপূর্বক তাহা আনয়ন করিয়াছি। চিত্রকূটে
 তোমারই সমক্ষে একটি কাক তাঁহার উপর যেরূপ অত্যাচার করে, তিনি
 অভিজ্ঞান-স্বরূপ অনুপূর্বক সেই কথা কহিয়াছেন। তুমি মনঃশিলা দ্বারা
 তাঁহার যে তিলক রচনা করিয়া দেও, তিনি পুনঃ পুনঃ তাহা স্মরণ করিতে
 বলিয়া দিয়াছেন। আরও বলিয়াছেন, আমি আর এক মাস কাল জীবিতা
 থাকিব, পরে রাক্ষসগণের হস্তে প্রাণত্যাগ করিব। রাম ! দেবী জানকী
 আমাকে এইরূপই কহিয়াছেন। এক্ষণে, তুমি যেরূপে সমুদ্র পার হইতে পার,
 তাহার উপায় কর।

অনন্তর রাম জানকী-প্রদত্ত ঐ মণিবস্ত্র হৃদয়ে স্থাপন পূর্বক যত্ন যত্ন রোদন
 করিতে লাগিলেন, এবং বারংবার তাহা নিরীক্ষণ পূর্বক অশ্রুপূর্ণ লোচনে
 কপিরাজ স্ত্রীবকে কহিলেন, সখে ! বৎসলা দেখে বৎস-দর্শনে যেরূপ স্নিগ্ধা
 হয়, এই চূড়ামণি দেখিয়া আমার হৃদয়ও সেইরূপ স্নিগ্ধ হইতেছে। বিদেহরাজ
 জনক আমার বিবাহকালে এই উৎকৃষ্ট মণিরত্ন জানকীকে অর্পণ করিয়া-
 ছিলেন ; আজ এই মণিরত্ন দেখিয়া, পিতা দশরথ ও রাজর্ষি জনককে আমার
 বারংবার স্মরণ হইতেছে। প্রেয়সী জানকী ইহা মস্তকে ধারণ করিতেছেন ;
 আজ বোধ হইতেছে আমি যেন সংসার সমুদ্রে তাঁহারকে পাইলাম। মোহা।

তুমি পুনঃ পুনঃ বল, জানকী কি কহিলেন। জলসেক দ্বারা মূর্ছিত ব্যক্তির
 ষেকরূপ চৈতন্য হইয়া থাকে, তদ্রূপ তাঁহার কথায় আমার দেহে প্রাণের
 সঞ্চার হইবে। লক্ষ্মণ ! আমি জানকী-ব্যতীত এই মণিটি দেখিলাম ; ইহা
 অপেক্ষা আমার আর কি কষ্টকর আছে ! আমি সেই কৃষ্ণলোচনা জানকীর
 বিরহে ক্ষণমাত্রও তিষ্ঠিতে পারি না। হনুমান ! এক্ষণে যে স্থানে তাঁহাকে
 দেখিয়াছ, আমাকেও সেই প্রদেশে লইয়া চল। আমি তাঁহার উদ্দেশ্য পাইয়া
 কিছূতেই আর কাল বিলম্ব করিতে পারি না। জানকী অত্যন্ত ভীকৃষ্ণভাবা,
 জানি না, তিনি কিরূপে সেই ভীষণ রাক্ষসগণের মধ্যে কাল হরণ করি-
 তেছেন ! অক্লকার-মুক্ত শারদীয় চন্দ্র যেমন মেঘের আবরণে মলিন হইয়া
 যায়, সেইরূপ তাঁহার মুখমণ্ডল এক্ষণে প্রভাশূন্য হইয়াছে। জানকী কি
 কহিলেন, তুমি আমাকে যথার্থ বল ; রোগীর পক্ষে যেমন ঔষধ, তাঁহার
 বাক্যও সেইরূপ আমার প্রাণধারণের পক্ষে যথেষ্ট হইবে। বল, সেই মধুর-
 ভাষিণী কি বলিলেন ? বল, তিনি হৃৎথের পর হৃৎথ সহিয়া, কিরূপে জীবিত
 আছেন ?

মহাত্মা রাম হনুমানের নিকট জানকীর বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া প্রীত মনে কহিলেন, এই পৃথিবীতে অল্প ব্যক্তি যে কার্যা-সাধনে সাহস কবিতে পারে না, হনুমান সেই ছকর কার্য অক্লেশে সম্পন্ন করিয়াছে। এই বলিয়া, রাম রোমাঞ্চিত কণ্ঠেবরে হনুমানকে আলিঙ্গন করিলেন, এবং ক্লিষ্টাঙ্গ চিন্তা করিয়া, স্ত্রীভ্রাতৃবের সমক্ষে পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন, এক্ষণে জানকীর ত অমুসন্ধান হইল, কিন্তু সমুদ্রের কথা শ্রবণ হইলে, মন ঈদৃশ হইয়া উঠে ! অগাধ সমুদ্র ভ্রল্ভ্যা ; জানি না, বানরগণ কিরূপে উহা টীর্ণ হইবে !

তখন কপিরাজ স্ত্রীভ্রাতৃ রামকে নিতান্ত উদ্বিগ্ন দেখিয়া কহিতে লাগিলেন, ঈশ ! এক্ষণে দেবী জানকীর উদ্দেশ লাভ হইয়াছে, শত্রুপুরী লঙ্কারও অমুসন্ধান হইয়াছে, অতঃপর শোক করিবার আর কারণ কি ? এক্ষণে তুমি ইহার উপায় অবধারণ কর। বেক্ষণে সমুদ্রে সেতুবন্ধন হইতে পারে, বেক্ষণে লঙ্কানগরী লাভ হইতে পারে, তুমি তাহারই উপায় অবধারণ কর। সমুদ্র-বক্ষে সেতু প্রস্তুত না করিলে সূর্যাসুরও লঙ্কা আক্রমণে আহবী হন না। লঙ্কার সম্মুখ পর্য্যন্ত সেতুবন্ধন আবশ্যক ; বানর-সৈন্য দ্বাবা সমুদ্র লভন করিলে আমরা নিশ্চয়ই জয়শ্রী অধিকার করিব।

অনন্তর রাম স্ত্রীভ্রাতৃ এই যুক্তি-সম্পন্ন বাক্যে অঙ্গীকার পূর্ব্বক কহিলেন, তপোবল, সেতুবন্ধন বা জলশোধন, যে কোন উপায়েই হউক, আমি মুদ্র লভন কবিতে পারিব। ছবাত্মা রাবণ জানকীকে হরণ করিয়াছে, কিন্তু সে, প্রাণসম্বন্ধ আর কোথাও গিয়া পরিত্রাণ পাইবে না। আসন্ন কালে আশ্রয় গ্রহণ ও অমৃত পান করিলে রোগী যেমন আশ্রয় হয়, সেইরূপ জানকী আমার এই যুদ্ধযাত্রার সংবাদে নিশ্চয়ই আশ্রয় জীবন ধারণ করিব। অদ্য উত্তর ফাল্গুনী, কল্যা হস্তা নক্ষত্রের সহিত চন্দ্রের যোগ হইবে। স্ত্রীভ্রাতৃ ! চল, আমরা এই মুহূর্ত্তেই সসৈন্য যুদ্ধার্থ বহির্গত হই। আমি নিশ্চয়ই বিজয়ী হইব। আমি নিশ্চয়ই রাবণকে বধ করিয়া, জানকীকে উদ্ধার করিব।

তখন মহানারী লঙ্কাতে যাত্রা করিয়া গেলেন।

নাই সম্ভব হইলেন। অনন্তর রাম পুনর্বার কহিতে লাগিলেন, এক্ষণে মহাবীর নীল পথপরীক্ষার্থ শত সহস্র বানর লইয়া, সৈন্যগণের অগ্রে অগ্রে যাত্রা করুন। নীল! যথায় ফলমূল সুলভ, পানীয় জল স্বচ্ছ ও শীতল, মধুর এবং প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তুমি সেই পথে সৈন্ত সকল লইয়া চল। পর্বতাকার গজ, মহাবল গবয় ও গবাক্ষ, গর্জিত বৃষভের আয় সর্বাগ্রে গমন করুন। ঋষভ সৈন্তের দক্ষিণ পার্শ্ব এবং গন্ধগজবৎ দুর্জয় গন্ধমাদন উহার বামপার্শ্ব রক্ষা করুন। আমি সৈন্তমণ্ডলীর মধ্যস্থলে থাকিয়া সৈন্তগণের হর্ষোৎপাদন পূর্বক গমন করিব। এবং মহাবীর জাম্ববান, সুষেণ ও বেগদর্শী, এই তিনজন সৈন্তের পৃষ্ঠরক্ষক হইয়া বাইবেন।

অনন্তর বানর-সৈন্য বর্ণ-সাদৃশ্যে দ্বিতীয় সমুদ্রবৎ শোভা ধারণ করিল। তৎকালে উহাদের তুমুল পদসঞ্চাবশব্দ, সাগরের গম্ভীর রব তিরোহিত করিয়া স্রুতিগোচর হইতে লাগিল। সম্মুখে বিস্তীর্ণ মহাসমুদ্র প্রচণ্ড বায়ুবেগে নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলিত হইতেছে। সমুদ্রের কোথাও উদ্দেশ নাই, চতুর্দিক্ অবাদে প্রসারিত হইয়া আছে। প্রদোষকালে অনবরত কেন উদ্যার পূর্বক যেন হাস্য করিতেছে এবং তরঙ্গভঙ্গী প্রদর্শন পূর্বক যেন নৃত্য করিতেছে। স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড শৈল ; ভীম অজগরগণ গর্ভে লীন রহিয়াছে ; জলরাশি নিরবচ্ছিন্ন উঠিতেছে ও পড়িতেছে। সমুদ্র আকাশতুল্য, উভয়ের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই ; আকাশে সমুদ্র ও সমুদ্রে আকাশ মিশিয়াছে। প্রবল তরঙ্গের পরস্পর সঙ্ঘর্ষ নিবন্ধন, মহাকাশে মহাভেরীর আয় অনবরত ভীম রব বায়ুতে মিশ্রিত হইতেছে। বানরগণ বিস্মিত হইয়া নির্নিমেঘ-নেত্রে মহাসমুদ্র দেখিতে লাগিল।

এদিকে, রাক্ষসরাজ রাবণ যারপরনাই চিন্তিত। তিনি মহাবীর হনুমানের ঘোরতর কার্য্য দর্শন পূর্বক লজ্জাবনত বদনে রাক্ষসগণকে কহিলেন, দেখ, এই লঙ্কাপূরীতে প্রবেশ করা সহজ নহে ; কিন্তু সেই একমাত্র বানর ইহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া জ্ঞানকীকে দেখিতে পাইল ; চৈতপ্রাসাদ চূর্ণ করিল ; বীর রাক্ষসগণকে বিনষ্ট এবং লঙ্কাকেও আকুল করিয়া গেল। এক্ষণে কর্তব্য কি, এবং তোমাদেরই বা কিরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ কর। যাহা আমার যোগ্য ও প্রাচ্য হইতে পারে, তোমরা এইরূপ কোন পরামর্শ স্থির কর।

অনন্তর ধর্ম্মপরায়ণ বিভীষণ, রাক্ষসরাজ রাবণের প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। তিনি গৃহপ্রবেশ পূর্বক তেজঃপ্রদীপ্ত সিংহাসনস্থ রাবণকে প্রণাম

করিলেন, এবং সমুচিত শিষ্টাচার প্রদর্শন পূর্বক স্বর্ণমণ্ডিত আসনে উপ-
বিষ্ট হইলেন। তখন গৃহ নির্জন, কেবল একটামাত্র মন্ত্রী দৃষ্ট হইতেছে। এই
অবসরে বহুদর্শী বিভীষণ, রাবণকে সাস্তুবাদ প্রয়োগ পূর্বক দেশকালোচিত
হিতকর বাক্যে কহিলেন, রাক্ষসরাজ ! আমি যদিও লোভে ও মোহক্রমে
কোনরূপ বিরুদ্ধ বলি, তদ্বিষয়ে আমার দোষ গ্রহণ করিও না। এই সীতাহরণ
অপরাধের ফল, রাক্ষস ও রাক্ষসীগণকে অচিরেই ভোগ করিতে হইবে।
যদিও মন্ত্রিমধ্যে কেহ তোমাকে আমার গ্রাস সংপরামর্শ দেন নাই, তথাচ
আমি যেরূপ দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি সেরূপ অবশ্যই তোমাকে বলিব।
এক্ষণে অহুরোধ করি, তুমি আমার হিতকর বাক্য রক্ষা কর। সীতাকে
ফরাইয়া দেও।

অনন্তর দুর্নতি রাবণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বিভীষণকে কঠোর বাক্যে কহি-
লেন, বরং শত্রু ও রুষ্ট সপের সহিত বাস করিবে, কিন্তু মিত্ররূপী শত্রুর সহিত
দহবাস কদাচই উচিত নহে। দেখ, জ্ঞাতিস্বভাব আমার অবিদিত নাই।
একটি জ্ঞাতি আর একটি জ্ঞাতির বিপদে সততই দৃষ্ট হয়। জ্ঞাতির মধ্যে যে
যাক্তি সর্বপ্রধান, রাজ্যরক্ষার নিদান, এবং জ্ঞান ও ধর্মের অলঙ্কার, জ্ঞাতিরা
রুযোগ পাইয়া তাহাকে পরাভূত করিয়া থাকে। বিভীষণ ! আমি অতুল
ঐশ্বর্যের অধিপতি, শত্রুবিজয়ী ও ত্রিলোক-পূজিত ; বোধ হয়, তোমার চক্ষে
ইহা সহ হইতেছে না। কুলকলঙ্ক ! তোরে ধিক্, যদি আমাকে অথ কেহ
এইরূপ কহিত, তবে তদ্বৎই তাহার মস্তক দিখও করিতাম।

তখন যথার্থবাদী বিভীষণ জ্যেষ্ঠের এইরূপ কঠোর বচন শ্রবণ পূর্বক
দাহস্তে চারিজন রাক্ষসের সহিত গাত্রোথান করিলেন, এবং অন্তরীক্ষে
সারোহণ পূর্বক ক্রোধভরে রাবণকে কহিতে লাগিলেন, রাজন ! তুমি
ঈর্ষ্যজ্যেষ্ঠ, পিতৃতুল্য ও মাননীয়, কিন্তু তোমার কিছুমাত্র ধর্মদৃষ্টি নাই।
যানিও, প্রিয়বাদী হওয়াও স্থলভ, কিন্তু অপ্রিয় অথচ হিতকর বাক্যের
বক্তা ও শ্রোতা উভয়ই দুর্লভ। তুমি আমার গুরু, আমি তোমার গুণসংকল্পে
যেরূপ কহিলাম, তুমি তাহা ক্ষমা কর, এবং আশ্রয়ক্ষায় যত্নবান হও। আমি
চলিলাম, আমি শুভোদ্দেশ্যেই তোমাকে নিষেধ করিতেছি, কিন্তু আমার
এই সমস্ত কথা কিছুতেই তোমার প্রতিকর হইল না ! যাহার আয়ুঃশেষ
হইয়া আইসে, সুহৃদের হিতকর বাক্য তাহার অপ্ৰতিকর হইয়া উঠে।

মহাভাৱা বিলীমণ নানৱাক্ত কক্ষান নানৱাক্ত এইরূপ কহিয়া যথায় বায় ৭

লক্ষণ অবস্থান করিতেছেন, মুহূর্ত্ত মধ্যে তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি স্বয়ং স্নমেক-শিখরবৎ উজ্জ্বল এবং বিদ্যাতের শ্রায় প্রদীপ্ত। বানর বীরগণ অন্তরীক্ষে সহসা তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিল। বিভীষণের সঙ্গে চারিটা অল্পচর উঁহারা মহাবল ও মহাবীর; উঁহাদের অঙ্গে বর্ম্ম ও উৎকৃষ্ট ভূষণ, হবে নানারূপ অস্ত্র শস্ত্র। সূগ্রীব দূর হইতে ঐ পাঁচজন রাক্ষসকে দেখিয়া বানর গণের সহিত কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিলেন, এবং হনুমান প্রভৃতি বীরগণকে কহিলেন, দেখ, ঐ একটা সর্ব্বাস্ত্রধারী রাক্ষস, অপর চারিটা রাক্ষসের সহিত আমাদিগের বিনাশার্থ আসিতেছে, সন্দেহ নাই।

অনন্তর বিভীষণ ক্রমশঃ সমুদ্রের উত্তর তীরে উপস্থিত হইলেন। তিনি বানরগণকে দেখিয়া গভীর স্ববে কহিলেন, লঙ্কাদ্বীপে রাবণ নামে কোন এক দুর্ব্বৃত্ত রাক্ষস আছে। সে রাক্ষসগণের রাজা, আমি তাহারই কনিষ্ঠ ভ্রাতা নাম বিভীষণ। সে, বিহগরাজ জটায়ুকে বধ করিয়া, জনহান হইতে জানকায়ে লইয়া আইসে। এক্ষণে সেই দানী অশরণা তাহারই অন্তঃপুরে অবরুদ্ধা বহুসংখ্যা রাক্ষসী নিরন্তর তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। আমি রাবণকে স্নসঙ্গত বাক্যে পুনঃ পুনঃ কহিয়াছিলাম, “রাজন্! তুমি গিয়া, রামের হস্তে জানকী অর্পণ কর।” কিন্তু তাহার মৃত্যুকাল নিকটবর্ত্তী; মুমূর্ষু পক্ষে ঔষধবৎ আমার হিতকর বাক্য তাহার প্রাতিকর হয় নাই। সে আমাকে নানারূপ কটু কথা কহিল, এবং দাসনির্ব্বিশেষে অবমাননা করিল। এক্ষণে আমি জীপুল্ল পরিত্যাগ পূর্ব্বক রামের শরণাপন্ন হইলাম। মহাত্মা রাম সকলের আশ্রয়; তোমরা শীঘ্রই তাঁহাকে গিয়া বল যে, বিভীষণ আসিয়াছে।

তখন কপিরাজ সূগ্রীব ত্বরিতপদে রাম ও লক্ষণের সন্নিহিত হইয়া ক্রোধ ভরে কহিলেন, বীর! শত্রুপক্ষীয় কোন এক ব্যক্তি অতর্কিতভাবে আমাদিগের সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে। সে, স্নযোগ পাইয়া উল্লুক যেমন বায়সগণকে বধ করিয়াছিল, সেইরূপ বানরগণকে বধ করিবে! তুমি বিশ্বাসপ্রবণ ও নিশ্চিন্ত থাকিবে, এই স্নযোগে সে মায়াবলে প্রচ্ছন্ন হইয়া তোমাকে বিনা করিতে পারে। স্নতরাং তাহাকে তীব্র প্রহারে সংহার করাই কর্তব্য সেনাপতি সূগ্রীব ক্রোধভরে রামের নিকট এইরূপে স্বমত ব্যক্ত করিয়া মোনাবলম্বন করিলেন।

অনন্তর শাস্ত্রজ্ঞ রাম প্রসন্নমনে কহিলেন, বানরগণ! তোমরা আমাঃ হিতার্থী, এক্ষণে আমি বিভীষণের উদ্দেশে কিছু কহিব, শুন। দেখ, বিভীষণ

এভাবে উপস্থিত, এক্ষণে যদিও তাঁহার কোনরূপ দোষদেখা যায়, তথাচ আমি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে পারি না ; দোষস্পৃষ্ট হইলেও শরণাগতকে প্রশ্রয় দেওয়া, সাধুর অবশ্যস্বর কার্য্য নহে। শরণাগতকে প্রত্যাখ্যান করিলে দাষজন্মে। যদি কেহ উপস্থিত হইয়া একবার বলে “আমি তোমার,” তাঁহাকে অভয় দান করাই আমার ত্রুত। সুগ্রীব! এক্ষণে বিভীষণ বা রাবণ, হই কেন উপস্থিত হউক না, তুমি শীঘ্র তাঁহাকে আমার নিকট আনয়ন কর, আমি অভয় দান করিব।

অনন্তর ভক্তিমান বিভীষণ রামের অভয়প্রদানে একান্ত সন্তুষ্ট হইয়া, পরিজন বিধস্ত অনুচরের সহিত গগনতল হইতে অবতীর্ণ হইয়া রামকে ধ্যান করিলেন। তাঁহার অনুচরেরাও অনুক্রমে প্রণিপাত করিল। পরে, তিনি রামকে ধর্ম্মাযুক্ত প্রীতিকর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, রাম! আমি রাক্ষসরাজ রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি, যারপরনাই আমার বৈমাননা করিয়াছেন। তুমি সকলের শরণ্য, এইজন্ত আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম। আমি লঙ্কাপুরী, ধন, রত্ন, সম্পদ ও মিত্র, সমস্তই বিত্যাগ করিয়াছি। এক্ষণে আমার জীবন ও সুখ তোমারই আশ্রয়। রাক্ষস-রাজ রাবণ, প্রজাপতি ব্রহ্মার বরে, সর্ব্বভূতের অবধা হইয়া আছেন। তাঁহার ধাম ভ্রাতার নাম কুন্তকর্ণ। আমি সর্ব্বকনিষ্ঠ। কুন্তকর্ণ রণস্থলে সুরাজ জয়ের প্রতিদ্বন্দী হইতে পারেন। প্রহস্ত রাবণের সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি। তিনি কৈলাস পর্ব্বতে মণিভদ্রকে পরাজিত করিয়াছিলেন। মহাবীর ইন্দ্রজিৎ রাবণের পুত্র। তিনি গোধাচর্ম্ম-নির্ম্মিত অঙ্গুলিত্রাণ, অচ্ছেদ্য বর্ম্ম ও শরাসন ধারণ পূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া সহস্র অদৃশ্য হইয়া থাকেন! মহোদর, হাপার্শ্ব ও অকম্পন, ইহারা রাবণের উপসেনাপতি। ইহাদের বলবীৰ্য্য লোক-লগণেরই অনুরূপ। রাবণের প্রধান সৈন্যদল দশ সহস্র কোটি হইবে।

অনন্তর রাম বিভীষণের মুখে রাবণের বলাবল শ্রবণ করিয়া, মনে মনে মত্ত আন্দোলন পূর্ব্বক কহিলেন, বিভীষণ! এক্ষণে সত্যই কহিতেছি, আমি রাবণকে পুত্র ও সেনাপতির সহিত সংহার করিয়া, তোমায় রাক্ষস-রাজ্যে অভিষিক্ত করিব। অতঃপর রাবণ ভূগর্ভে বা পাতালেই প্রবেশ করুক, অথবা পিতামহ ব্রহ্মারই শরণাপন্ন হউক, সে আমার হস্তে কদাচই রিত্রাণ পাইবে না। আমি ভ্রাতৃত্বয়ের নাম উল্লেখ পূর্ব্বক শপথ করিতেছি। তাঁহাকে সগণে বিনাশ না করিয়া রূপময় অসমাপ্ত করিব না।

তখন ধর্মশীল বিভীষণ রামকে প্রণিপাত পূর্বক কহিলেন, আমি রাক্ষস বধ ও লঙ্কা পরাভব বিষয়ে যথাশক্তি তোমায় সাহায্য করিব, এবং রাবণেরও প্রতিদ্বন্দ্বী হইব। অনন্তর রাম বিভীষণকে আলিঙ্গন পূর্বক প্রীতমনে লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস ! তুমি সমুদ্র হইতে জল আহরণ কর। আমি বিভীষণের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াছি, তুমি ইহাঁকে রাক্ষসরাজ্যে অচিরাৎ অভিষিক্ত কর। তখন স্মৃশীল লক্ষ্মণ জোষ্ঠের আজ্ঞাক্রমে সমুদ্র হইতে জল আনয়ন পূর্বক সর্বপ্রধান বানরগণের সমক্ষে বিভীষণকে রাক্ষসরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। অনন্তর স্মৃগ্রীব ও হনুমান বিভীষণকে কহিলেন, রাক্ষসরাজ ! আমরা এই সমস্ত বানর-সৈন্য লইয়া কিরূপে এই অক্ষোভ্য মহাসমুদ্র পার হইব, তুমি আমাদেরকে তাহার উপায় বলিয়া দেও। তখন ধর্মশীল বিভীষণ কহিলেন, বানরগণ ! এক্ষণে মহাত্মা রাম সমুদ্রের শরণাপন্ন হউন। মহারাজ সগরেব পূত্রগণ এই অপ্রমেয় সাগর খনন করিরাছেন। রাম ইহাঁর জাতি, সূতরাং সমুদ্র ইহাঁর কার্য্যে কদাচ উদাস্ত করিবেন না।

অনন্তর রাম সমুদ্রতটে পূর্বাস্ত্র হইয়া, সমুদ্রের নিকট কৃতাজ্জলিপুটে কুশা সনে শয়ন করিলেন। তিনি নিয়ম-নিবন্ধন অগ্রমাদে সেই কুশশয্যা শয়ন থাকিলেন। তিন রাত্রি অতীত হইল। ধর্মবৎসল রাম এইকাল যাবৎ সমুদ্রের আরাধনা করিলেন, তথাচ সমুদ্র তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিল না। তখন মহাবীর রাম ধূগ্রহণ করিলেন। তাঁহার নেত্রযুগল বোরে বিক্ষারিত হইয়া উঠিল। তিনি যুগান্তবহ্নির ত্রায় প্রজ্জ্বলিত ও তুর্কী হইলেন এবং ভীষণ শরাসন আকর্ষণ আকর্ষণ পূর্বক সমস্ত জগৎ কম্পিত করি, বজ্ররবে শরত্যাগ করিলেন। শর নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র স্বতেজে প্রজ্জ্বলিত হইয়া মহাবেগে সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিল। জলবেগ ভয়ঙ্কর বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল, বায়ুর ঘোর রব শ্রুতিগোচর হইল ; তরঙ্গজাল বিক্ষিপ্ত করিয়া প্রচণ্ড বেগে উথিত হইতে লাগিল, ধুমরাশি দৃষ্ট হইল !

তখন উদয়পর্বত হইতে সূর্য্য যেরূপ উদিত হন, সেইরূপ সমুদ্র মধ্য হইতে মূর্ত্তিমান সমুদ্র উথিত হইলেন। তাঁহার বর্ণ স্নিগ্ধ মরকত মণির ত্রায় শ্যামল, সর্বাঙ্গে স্বর্ণালঙ্কার, কণ্ঠে রত্নহার, নেত্র পদ্মপলাশের ত্রায় আরত এবং মস্তকে উৎকৃষ্ট মালা। তিনি হিমাচলের ত্রায় আত্মজাত বিবিধ রত্নে শোভিত। তাঁহার তরঙ্গ অনবরত ঘূর্ণিত হইতেছে, তিনি মেঘ-বায়ুতে আকল। তাঁহার সঙ্গে গঙ্গা প্রভৃতি নদ নদী। তিনি রামের সমিহিত

ইয়া তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণ পূর্বক কৃতাজ্ঞলিপুটে কহিলেন, রাম! পৃথিবী, যু, আকাশ, জল, ও জ্যোতিঃ, এই সমস্ত পদার্থ ব্রহ্মস্রষ্ট পথ আশ্রয় পূর্বক ভাবেই অবস্থিতি করিয়া থাকে। আমার অগাধতা ও হস্তরতাই স্বভাব, হার বৈপরীত্যই বিকার। আমি অহুরাগ, ইচ্ছা, লোভ বা ভয়ক্রমে এই লরাশি কদাচ স্তম্ভিত করিতে পারি না। তথাপি তুমি যেক্রমে আমার হইয়া যাইবে, আমি তাহা কহিতেছি। এই শ্রীমান্ নল বিশ্বকর্মার পুত্র। নি পিতার বরে নির্মাণ-দক্ষতা লাভ করিয়াছেন। তোমার প্রতি ইহাঁর খেই প্রীতি আছে। এক্ষণে ইনি উৎসাহের সহিত আমার উপর সেতু নির্মাণ করুন, আমি তাহা অক্লেশে ধারণ করিব। সুর-শিল্পী বিশ্বকর্মার হইয়া নিপুণতা আছে। সমুদ্র রামকে এই বলিয়া, অন্তর্ধান করিলেন।

অনন্তর মহাবীর নল বানরগণের সাহায্যে সেতু নির্মাণ আরম্ভ করিলেন। ক্রমশঃ, প্রথম দিনে চতুর্দশ যোজন, দ্বিতীয় দিনে বিংশতি যোজন, তৃতীয় দিনে একবিংশতি যোজন, চতুর্থ দিনে দ্বাবিংশতি যোজন, এবং পঞ্চম দিনে ত্রয়োবিংশ যোজন সেতু প্রস্তুত হইল। এইরূপে, নল বানরগণের সাহায্যে, পিতা বিশ্বকর্মার জ্ঞায় নিপুণতার সহিত, সমুদ্রের পরপার পর্য্যন্ত, সেতু প্রস্তুত করিলেন। তৎকালে, ঐ সুদীর্ঘ সেতু অন্তরীক্ষে ছায়াপথের দ্য শোভা পাইতে লাগিল। নল-নির্মিত সেতু দশ যোজন বিস্তীর্ণ এবং ত্রয়োবিংশ যোজন দীর্ঘ। অপূর্ব সেতু মহাসাগরের সৌমন্তেরঃ জ্ঞায় শোভা পাইতে লাগিল।

অনন্তর রাম শাস্ত্রনির্দিষ্ট প্রণালীক্রমে সৈন্ত বিভাগ পূর্বক কহিলেন, মহাবীর অঙ্গদ ও নীল স্ব স্ব সৈন্ত লইয়া মধ্যস্থলে থাকিবেন। মহাবীর ঋষভাস্ত্রের দক্ষিণ পার্শ্ব এবং গন্ধগজবৎ দুর্ধর্ষ গন্ধমাদন উহার বামপার্শ্ব আশ্রয় করিবেন। আমি লঙ্কণের সহিত সকলের সম্মুখে থাকিব। জাম্ববান, সুবেণ, বেগদর্শী, এই কয়েকটা বীর, সৈন্তের অভ্যন্তর রক্ষা করুন, এবং কপিবর গ্রীব, সূর্য্য যেক্রমে পৃথিবীর পশ্চিম পার্শ্ব রক্ষা করেন, সেইরূপ উহার দক্ষিণাংশ রক্ষা করুন। তৎকালে রামের এইরূপ সূচনামুযায় বানর-সৈন্ত হ-বিভাগে রক্ষিত হইল এবং উহা মেঘাবৃত নভোমণ্ডলের জ্ঞায় শোভা পাইতে লাগিল। বানরগণ লঙ্কাপুরী চূর্ণ করিবার সঙ্কল্পে গিরিশৃঙ্গ ও প্রকাণ্ড কাণ্ড বৃক্ষ গ্রহণ পূর্বক মহাবেগে যাইতে লাগিল।

অনন্তর রাম সূচনামুযায় কহিলেন, রামঃ। আশ্রয়িতার সৈন্ত, অগাধতা

ক্রমে বিভক্ত হইয়াছে, অতঃপর তুমি এই শুককে ছাড়িয়া দেও। তখন সূগ্রীব রামের আজ্ঞাক্রমে শুকের বন্ধন মোচন করিলেন। শুক মুক্ত হইবামাত্র যারপর নাই ভীত হইয়া, রাক্ষসাদিপতি রাবণের নিকট উপস্থিত হইল। শুক ভয়ে অত্যন্ত কাতর হইয়া কহিতে লাগিল, রাজন্! যিনি, কবন্ধ ও খরকে সংহার করেন, এক্ষণে সেই রাম জ্ঞানকীর অধেষণক্রমে সূগ্রীবের সহিত উপস্থিত হইয়াছে। তিনি সেতু নির্মাণ পূর্বক সমুদ্র পার হইয়াছেন, এবং রাক্ষসগণকে তৃণবৎ বোধ করিয়া বীরভাবে কালক্ষেপ করিতেছেন। এক্ষণে বজ্রমতী মেঘবর্ণ বানর ও পর্ষতাকার ভল্লুক সৈন্যে আচ্ছন্ন। ঐ সমস্ত সৈন্য প্রাচীরের নিকট শীঘ্রই পৌঁছিল। আপনি সত্বর হইয়া হয় যুদ্ধ নয় সীতা সমর্পণ করুন।

অনন্তর লঙ্কাধিপতি রাবণ, শুক ও সারণ নামে দুইজন অমাত্যকে আহ্বান পূর্বক কহিলেন, দেখ, সমুদ্রে সেতু বন্ধন এবং বানর-সৈন্যের সমুদ্র-লঙ্ঘন, উভয়ই অসম্ভব। সমুদ্র অতি বিস্তীর্ণ, তাহাতে সেতু-বন্ধন কিরূপে বিশ্বাস করিব? যাহা হউক, প্রতিপক্ষের সৈন্য-সংখ্যা জ্ঞাত হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। এক্ষণে তোমরা উভয়ে প্রচ্ছন্নভাবে যাও এবং সৈন্য-সংখ্যা ও সৈন্যের বলবীৰ্য্য বুঝিয়া আইস। বানরগণের কে কে প্রধান? রাম ও সূগ্রীবের কে কে মন্ত্রী? বীরগণের মধ্যে কে কে অগ্রসর এবং কেই বা প্রকৃত বীর? তোমরা এই সমস্ত জানিয়া আইস। রাম ও লঙ্কণের বলবীৰ্য্য ও অস্ত্র শস্ত্র কি প্রকার, তোমরা এই সমস্ত শীঘ্র জানিয়া আইস।

তখন শুক ও সারণ, রাক্ষসরাজ রাবণের আদেশক্রমে বানররূপ ধারণ পূর্বক, রামের দেনানিবেশে প্রবেশ করিল। বানর-সৈন্য অসংখ্য ও ভীষণ, উহার কিছুতেই তাহার সংখ্যা করিতে পারিল না। তৎকালে ঐ সমস্ত সৈন্য গিরিশিখর, গুহা ও প্রস্রবণ আশ্রয় করিয়া আছে। অনেকে আসিয়াছে, অনেকে আসিতেছে এবং অনেকে আসিবে। শুক সারণ ছদ্মভাবে থাকিয়া সমস্ত পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। ইত্যবসরে বিভীষণ সহসা ঐ প্রচ্ছন্নচারী চরদ্বয়কে দেখিতে পাইলেন এবং তৎক্ষণাৎ উহাদিগকে ধারণ পূর্বক রামের নিকটে গিয়া কহিলেন, রাম! এই দুই ব্যক্তি রাক্ষসরাজ রাবণের মন্ত্রী, নাম শুক ও সারণ। ইহারা লঙ্কা হইতে ছদ্মবেশে আসিয়াছে। ইহারা গুপ্তচর। তখন শুক ও সারণ রামকে দেখিয়া যারপর নাই ভীত হইল এবং পলায়ন করিল।

তুইজন রাক্ষসরাজ রাবণের নিয়োগে সৈন্য সংখ্যা করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছি।

তখন লোকহিতার্থী রাম উহাদিগের এইরূপ কথায় হাস্য করিয়া কহিলেন, যদি তোমরা সমস্ত সৈন্য দেখিয়া থাক, যদি তাহাদিগের যথাযথ সমস্ত পরিচয় পাইয়া থাক, যদি প্রভুনিয়োগ সম্যক রক্ষা হইয়া থাকে, তবে স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাও। আর যদি কিছু দেখিবার অবশিষ্ট থাকে, তবে তাহা পুনর্ব্বার দেখ। কিম্বা যদি বল ত বিভীষণই তোমাদিগকে সমস্ত দেখাইতে পাবেন। তোমরা ধৃত হইয়াছ বলিয়া প্রাণের কিছুমাত্র আশঙ্কা করিও না। তোমরা একে ত নিরস্ত্র, তাহাতে আবার ধৃত হইয়াছ, বিশেষতঃ, তোমরা দূত, তোমাদিগকে বধ করা কর্তব্য নহে। বিভীষণ! এই দুইটা রাক্ষস যদিও গৃঢ় চর, যদিও ইহারা আমাদের পরস্পরকে বিচ্ছেদ করাইতে আসিয়াছে, তথাচ তুমি ইহাদিগকে ছাড়িয়া দাও। চর! তোমরা লঙ্কায় গিয়া, আমার কথায় সেই রাক্ষসরাজকে বলিও, “তুমি যে শক্তি আশ্রয় করিয়া আমার জানকী অপহরণ করিয়াছ, অতঃপর সেই শক্তি সসৈন্যে ও সবারূপে, যেমন ইচ্ছা হয় আমাকে দেখাও। আমি কল্যাণ প্রাপ্তেই প্রাকার ও তোরণের সহিত সমস্ত লঙ্কাপুরী এবং রাক্ষস-সৈন্য শরজালে ছিন্ন ভিন্ন করিব। আমি কল্যাণ প্রাপ্তেই, ইন্দ্র যেরূপ দানবগণের প্রতি বজ্র পরিত্যাগ করেন, সেইরূপ তোমার প্রতি ভীষণ ক্রোধ পরিত্যাগ করিব।”

তখন শুক ও সারণ জয় জয় রবে ধর্ম্মবৎসল রামকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া লঙ্কায় আগমন পূর্ব্বক রাবণকে কহিল, রাক্ষসরাজ! বিভীষণ আমাদের বধ করিবার জন্য ধৃত করিয়াছিল, কিন্তু ধর্ম্মশীল রাম আমাদের ছাড়িয়া দেন। রাম, লঙ্কণ, বিভীষণ ও সুগ্রীব, এই চাৰিজন লোকপাল-সদৃশ মহা-বীর যখন একস্থানে মিলিয়াছেন, তখন তাঁহারা সমস্ত লঙ্কাপুরী উৎপাটন পূর্ব্বক আবার স্বতন্ত্রে রাখিতে পারেন। রামের যে প্রকার রূপ এবং যে প্রকার অস্ত্র শস্ত্র, তিনি একাকীই লঙ্কা উৎসন্ন করিতে পারেন। যে সৈন্ত, রাম, লঙ্কণ ও সুগ্রীবের ন্যায় বীরগণের বাহুবলে রক্ষিত, দেবাসুর ও তাহাদিগকে পরাভব করিতে সমর্থ নহে। রাজন্! আপনি এখনই গিয়া, রামের স্তম্ভে জানকী অর্পণ পূর্ব্বক সন্ধি করুন।

তখন রাবণ সারণের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ পূর্ব্বক কহিলেন, দেখ, যদি

নমস্ত লোক হইতেও ভয় উপস্থিত হয়, তথাচ আমি সীতাকে প্রতিপ্রদান করিব না। তুমি অত্যন্ত ভীত এবং বানরগণের প্রহারে নিতান্ত কাতর হইয়াছ, তজ্জন্তু অদাই রামকে সীতা সমর্পণ করা শ্রেয়স্কর বোধ করিতেছি। রাবণ ক্রোধভরে কঠোর বাক্যে এইরূপ কহিয়া, বানর-সৈন্য নিরীক্ষণ করিবার জন্ত শুক ও সারণের সহিত তুষার-ধবল অতুচ্চ প্রাসাদশিখরে আরোহণ করিলেন। সম্মুখে সমুদ্র, পর্বত ও নিবিড় কানন, অদূরে বানরসৈন্য ভূবিভাগ আচ্ছন্ন করিয়া আছে। রাক্ষসরাজ রাবণ শুকের নির্দেশক্রমে মহাবল লক্ষ্মণ, রামের সন্নিহিত বিভীষণ, ভীমবল সুগ্রীব, বালিতনয় অঙ্গদ, মহাবীর হনুমান, দুর্জয় জাষুবান, সুষেণ, কুমুদ, নীল, নল, গয়, গবাক্ষ, শরভ, উমন্দ ও দ্বিবিদ প্রভৃতি বীরগণকে স্বচক্ষে দেখিয়া কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন হইলেন।

অনন্তর রাবণ মন্ত্রিগণের সহিত ইতিকর্তব্য অবধারণ করিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দিয়া গৃহপ্রবেশ করিলেন। পরে, বিদ্যাজ্জিহ্ব নামক এক মায়াবী রাক্ষসকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, তুমি মায়াবলে রামের মন্তক এবং প্রকাণ্ড ধনুর্কণ প্রস্তুত করিয়া আন। এক্ষণে আমি জানকীকে রাক্ষসী-মায়ায় মোহিতা করিব।

তখন বিদ্যাজ্জিহ্ব, রাবণের আদেশ পাইবামাত্র, মায়ামুণ্ড প্রস্তুত করিয়া আনিল। রাবণ ঐ মায়ামুণ্ড দর্শনে অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং বিদ্যাজ্জিহ্বকে বহুমূল্য অলঙ্কার প্রদান পূর্বক জানকীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ত অশোক বনে চলিলেন। অদূরে ভীষণ রাক্ষসীগণ সীতাকে প্রবেোধ দিতেছে। ইত্যবসরে রাবণ তাঁহার সন্নিহিত হইয়া হর্ষ প্রকাশ পূর্বক গর্জিত বাক্যে কহিলেন, জানকি! আমি তোমায় নানারূপ সাস্তনা করিতেছি, কিন্তু তুমি যাহার বলে আমাকে অবমাননা করিতেছ, তোমার সেই বীর স্বামী যুধে নিহত হইয়াছে। আমি তোমার গর্ভ খর্ব্ব করিলাম, এক্ষণে তুমি গতান্তর অভাবে আমার ভার্যা হও। মুঢ়ে! রামের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ কর, সে ত মরিয়াছে, তাহার চিন্তায় আর কি হইবে? অতঃপর তুমি আমার পত্নীগণের অধিষ্ঠাত্রী হইয়া থাক।

রাম আমার বধ-সংকল্পে সুগ্রীব-সংগৃহীত বানরসৈন্য লইয়া সমুদ্রপ্রান্তে উপস্থিত হন। তিনি সূর্যাস্তের পর, সমুদ্রের উত্তর প্রান্তে উপস্থিত হইয়া সেনানিবেশ স্থাপন করেন। তখন সকলেই পথশাস্ত ও স্নেহে নিদ্রিত। রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে, ইত্যবসরে সর্বপ্রথমে ঐ সৈন্যমধ্যে আমার কএকটি

র প্রবেশ করে। পরে প্রহস্তরক্ষিত রাক্ষসসৈন্য গিয়া রাম ও লক্ষ্মণের সন্নিহিত সৈন্যগণকে বিনাশ করে। তৎকালে রাম ঘোর নিদ্রায় অভিভূত ; মহাবীর প্রহস্ত, ক্ষিপ্তহস্তে অসি প্রহার পূর্বক তাঁহার শিরশ্ছেদন করিয়াছে। বিভীষণ ধৃচ্ছাক্রমে পলায়ন করিতেছিল, ইত্যবসরে বলপূর্বক ধৃত হইয়াছে। লক্ষণ বানরসৈন্যের সহিত অমুদ্বিষ্ট ; সুগ্রীবের প্রীবাদেশ ভগ্ন হইয়াছে। হনুমানের হনু বিনষ্ট হইয়াছে। জাম্বুবান জাম্বুদ্বয়ে উথিত হইতেছিল, ইত্যবসরে অস্ত্র দ্বারা বৃক্ষবৎ খণ্ড খণ্ড হইয়া যায় ; এবং অঙ্গদ শরচ্ছিন্ন ইয়া রুধির উদগার পূর্বক ধরাশায়ী হইয়াছে। বানর-সৈন্য হস্তীর পদ ও খেচকে দলিত হইয়া বায়ুবেগচ্ছিন্ন মেঘের আয় দৃষ্ট হইতেছে। উহাদের দ্বারা কেহ পলায়িত, কেহ ভীত, কেহ বা হতমান। সিংহেরা ঘেরূপ হস্তী-খের অমুসরণ করে, সেইরূপ রাক্ষসেরা অনেকের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হয়। তৎকালে কেহ সমুদ্রে পতিত, কেহ বা আকাশে লুপ্তায়িত হইল, স্নেকগণ বানরের সহিত বৃক্ষে আরোহণ করিল। রাক্ষসেরা সমুদ্রতীরে র্কত ও কাননে যত বানর ছিল তৎসমস্ত বিনাশ করিয়াছে। তোমার নামী রাম সৈন্যে আমার সৈন্যের হস্তে বিনষ্ট হইয়াছে। দেখ, তাহার শাণিতলিপ্ত ধূলিধূসর মস্তক আনিয়াছি !

তখন বিদ্যাজ্জিহ্ব, মায়ামুণ্ড ও শরাসন লইয়া উপস্থিত হইল, এবং রাক্ষস-রাজ রাবণকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া রামের প্রিয়দর্শন মুণ্ড জানকীর সম্মুখে নিক্ষেপ পূর্বক তথা হইতে শীঘ্র অন্তর্ধান করিল। রাবণও ত্রিলোক-প্রথিত শরাসন, “ইহা রামের” বলিয়া, তথায় নিক্ষেপ করিলেন।

জানকী রামের ছিন্নমুণ্ড ও কোদণ্ড স্বচক্ষে দেখিলেন,—সেই নেত্র, সেই গর্গ, সেই মুখ, সেই কেশ, সেই ললাট, সেই চূড়ামণি ! জানকী কম্পিত দেহে ছিঁত হইয়া ছিন্ন কদলীর আয় ভূতলে পতিতা হইলেন। পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া ছিন্ন মুণ্ড সম্মুখে স্থাপন পূর্বক বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন,—
 ১ বীর ! শেষে আমার এই দশা ঘটিল ! যিনি আমাকে উদ্ধার করিবেন, তাঁজ তিনিই বিনষ্ট হইলেন। আৰ্য্যা কৌশল্যা একান্ত পুত্রবৎসলা, ক্ষণে বৎসলা দেখুর আয় তাঁহাকে বিবৎসা করিল ! হা নাথ ! আমি ক্ষাৎ করাল কালরাত্রি ! আমিই তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া বলপূর্বক আনিয়াছিলাম, বুঝি তাহাতেই তুমি নষ্ট হইলে ! নাথ ! তুমি নিশ্চয়ই র্গে পিতা দশরথ প্রভৃতি পিতৃপুরুষের সহিত মিলিত হইয়াছ। বোধ হয়

আমি পূর্বে জন্মে পাণ্ডিত্য ছিলাম, তজ্জন্ম আজ অতিথিপ্রিয় রামের পত্নী হইয়াও শোকে পড়িলাম। রাবণ! তুই শীঘ্র আমাকে রামের মৃত দেহের উপর লইয়া গিয়া বধ কর, ভর্তার সহিত পত্নীকে একত্র করিয়া দাও এবং কল্যাণের কার্য্য কর। আজ তাঁহার মস্তকের সহিত আমার মস্তক এবং তাঁহার দেহের সহিত আমার এই দেহ মিলিত হউক, আমি তাঁহার অঙ্গুগমন করিব।

আয়তলোচনা জানকী রামের ছিন্ন মুণ্ড দর্শন পূর্ব্বক কাতর মনে এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে এক দ্বাররক্ষক রাক্ষস-রাজ রাবণের নিকট উপস্থিত হইয়া কৃতাজ্জলিপুটে জয়াশীর্ষাদ প্রয়োগ পূর্ব্বক অভিবাদন করিয়া কহিল, মহারাজ! সেনাপতি প্রহস্ত, অমাত্যগণের সহিত আপনার দর্শনার্থী হইয়া আসিয়াছেন। আমি তাঁহারই প্রেরিত। আমি যদিও অসময়ে উপস্থিত হইলাম, কিন্তু আপনি রাজভাবে আমায় ক্ষমা করুন। এক্ষণে কোন বিশেষ কার্য্যানুরোধ আছে, আপনি গিয়া উই দিগকে একবার দর্শন দিন। রাবণ দ্বাররক্ষকের এই কথা শুনিয়া, অশোক বন পরিত্যাগ পূর্ব্বক মন্ত্রিগণের উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন, এবং অবিলম্বে সভা প্রবেশ পূর্ব্বক তাঁহাদের সহিত সমস্ত কার্য্য পর্যালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

রাক্ষসী সরমা জানকীর প্রিয়সখী ছিলেন। জানকী ভর্তৃশোকে হতাশেতনা; বড়বা যেরূপ শ্রান্তি ও ক্লান্তি নিবন্ধন ধূলিতে লুপ্তিত হইয়া পুনরুত্থিত হয়, সরমা তাঁহাকে সেইরূপ দেখিলেন। স্নেহবতী সরমা তাঁহার নিকটে উপস্থিতা হইলেন এবং সখীস্নেহে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক মুহূর্ব্বাক্যে কহিতে লাগিলেন, জানকি! আমি এতক্ষণ তোমার জন্ম জনশূন্য নিবিড় বনে প্রজ্জ্বলিত থাকিয়া সমস্তই শুনিতেছিলাম। রাক্ষসরাজ রাবণ যে কারণে শশব্যস্তে নিজ্রান্ত হইলেন, আমি বহির্গতা হইয়া তাহাও জানিলাম। দোষিত যুদ্ধের কথা সমস্তই অলীক। সুরগণ যদ্রূপে সুররাজ ইন্দ্র কর্তৃক রক্ষিত হন, তদ্রূপ বানরেরা রামের বাহুবলে রক্ষিত হইতেছে। মহাবীর রামের ভূজযুগল দীর্ঘ ও সুগোল, বক্ষঃস্থল বিশাল, হস্তে শর ও শরাসন, এক অঙ্গে দুর্ভেদ্য বর্ষা। তিনি সকলেরই রক্ষক, তিনি ধর্ম্মশীল ও সুবিখ্যাত, তাঁহার বলবীৰ্য্য অচিস্তনীয়, তিনি সৎজনীয় ও নীতি-কুশল। জানকি! সেই বিজয়ী বীর নষ্ট হন নাই। উগ্রপ্রকৃতি রাবণ কুমতি

কার্যকারী, সে সর্বভূত-বিরোধী। ঐ মায়াবী তোমাকে মায়া-প্রভাবে
মাহিতা করিয়াছে। দেবি! আমি তোমাকে একটা শুভ সন্বাদ দিতেছি,
৩ন। দেখিলাম, মহাবীর রাম, লক্ষ্মণের সহিত সসৈন্যে সমুদ্র পার হইয়া
মুদ্রের দক্ষিণ তীরে অবস্থান করিতেছেন। তিনি পূর্ণব্রহ্ম এবং স্বমহিমায়
ক্ষিত, বানরসৈন্য তাঁহাকে বেঁটন করিয়া আছে। রাবণ এইমাত্র রাক্ষস-
গণকে তথায় পাঠাইয়াছিল। তাহারা রামের সমুদ্র পার হইবার সংবাদ
মানিয়াছে। এক্ষণে রাবণ ঐ সংবাদ শুনিয়া মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা
করিতেছে।

ইত্যবসরে জলদগম্ভীর ভেরীরবের সহিত সৈন্যগণের ভীষণ সিংহনাদ
শ্রুত হইল! তখন সরমা মধুর বাক্যে জানকীর সহিত কহিতে
লাগিলেন, সখি! ঐ শুন, ভীষণ ভেরী মেঘগর্জন সদৃশ ভীম রবে রণ-
জ্ঞার সঙ্কেত করিতেছে। এক্ষণে যুদ্ধের উদ্বোধন। মত্ত মাতঙ্গগণ স্তম্ভিত
এবং অশ্ব সকল রথে যোজিত হইতেছে। ঐ দেখ, অশ্বারূঢ় বহুসংখ্য বীর
দ্রুতগতি করিয়া প্রাশস্তে ইতস্ততঃ ধাবমান; যেরূপ বেগবান জলশ্রোতে
গির পূর্ণ করে, সেইরূপ অদ্ভুত-দৃশ্য রাক্ষস সৈন্যে রাজপথ পূর্ণ
হইতেছে। ঐ দেখ, গ্রীষ্মকালে অরণ্য-দাহ-প্রবৃত্ত অগ্নির ষাটশ নানারূপ
দৃষ্ট হয়, সেইরূপ সুশাগিত শত্রু, চন্দ্র ও বর্ষের নানাবর্ণ প্রভা দৃষ্ট হই-
তেছে। সমরগামী চতুরঙ্গ সৈন্য যারপরনাই ব্যস্ত সমস্ত। ঐ শুন ঘটানিনাদ,
ঐ রথচক্রের ঘর্ঘর শব্দ, ঐ অশ্বের হেঁচাধ্বনি, ঐ তুর্য্যবৎ এবং অশ্বধারী
সৈন্যগণের তুমুল কলরব। জানকি! এক্ষণে তোমার প্রতি শোকনাশিনী
গাংগাশ্রী সুপ্রসন্না হইয়াছেন। ইন্দ্র যেমন দৈত্যগণকে জয় করিয়াছিলেন,
রাম সেইরূপ রাবণকে জয় করিয়া তোমায় উদ্ধার করিবেন। তুমি
এই যে একমাত্র বেণী বহুদিন ধাবৎ ধারণ করিয়া আছ, সেই মহাবল শীঘ্রই
ইহা মোচন করিবেন। তাঁহার মুখশ্রী উদিত পূর্ণ চন্দ্রকলার ত্যায় স্নন্দর,
তুমি অচিরে তাহা নিরীক্ষণ পূর্বক স্থলধারে আনন্দাশ্রু পরিত্যাগ করিবে।
যে যেমন উত্তাপদগ্ধা পৃথিবীকে জলধারায় পুলকিতা করে, সেইরূপ সরমা
শোকসন্তপ্তা জানকীকে এইরূপ বাক্যে পুলকিতা করিলেন।

এদিকে রাবণ অশোক কানন হইতে সভা গৃহে আসিলে তাঁহার মাতামহ
মহাবিজ় মাল্যবান তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, রাজন! যে রাজা নীতিসম্মত
পার্শ্বের অনুষ্ঠান করেন, তিনি চিরকাল ঐশ্বর্যশালী থাকেন এবং শত্রুগণ

তাঁহার বশীভূত হয়। এক্ষণে, তুমি গিয়া রামের সহিত সন্ধি কর; তিনিও নিমিত্ত তোমায় আক্রমণ করিয়াছেন, তুমি তাঁহার হস্তে সেই জ্ঞানকীর্কে অর্পণ কর। দেবর্ষি ও গন্ধর্বেরাও তাঁহার জয়শ্রী আকাজ্জল করেন, তুমি অবিরোধে তাঁহার সহিত সন্ধি কর। যিনি মহাসমুদ্রে সেতু বন্ধন করিয়াছেন, তিনি সানাতন মনুষ্য নহেন, তুমি গিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি কর। মালাবানের এই হিতকর বাক্য আসন্ন-মৃত্যু রাবণের সহ্য হইল না। তিনি ক্রোধভরে জকুটি বিস্তার পূর্বক বিষৃণিত নেত্রে কহিতে লাগিলেন, তুমি শত্রুপক্ষকে অধিক বল স্বীকার করিয়া আমার রুষভাবে যে অহিতকর কথা কহিলে, আমি এরূপ আর কখনও স্বকর্ণে শুনি নাই। যে ব্যক্তি মনুষ্য ও দীন, যে পিতার ত্যজ্যপুত্র, যে বনবাসী, কেবলমাত্র বনের বানর যাহার আশ্রয়, তুমি তাহাকে কি জন্ত এত প্রবল জ্ঞান করিতেছে? আর, যে ব্যক্তি সমস্ত রাক্ষসের অধীশ্বর, দেবগণের ভয়স্থল, তাহাকে তুমি কি জন্ত এত দুর্বল জ্ঞান করিতেছে? আমি মহাবীর, হয়ত এই কারণে, আমার প্রতি তোমায় বিদ্বেষবুদ্ধি আছে। মাতামহ মালাবান রাবণকে ক্রোধাবিষ্ট দেখিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন। তিনি আর কিছুই উত্তর করিলেন না এবং তাঁহারে জঘানীর্বাদ পূর্বক তাঁহার অনুমতিক্রমে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ মন্ত্রিগণের সহিত ইতিকর্তব্য অবধারণ পূর্বক নগর রক্ষায় প্রস্তুত হইলেন। তিনি মহাবীর প্রহন্তকে লঙ্কার পূর্বদ্বারে, মহাপার্শ্ব ও মহোদরকে দক্ষিণদ্বারে, এবং মায়াবী ইন্দ্রজিতকে পশ্চিমদ্বারে নিযুক্ত করিলেন, পরে কহিলেন, আমিই উত্তরদ্বার রক্ষা করিব। পরে তিনি মহাবল বিরূপাক্ষকে কহিলেন, তুমি বহুসংখ্য রাক্ষসের সহিত পুরো মধ্যগুপ্ত রক্ষা কর।

এদিকে রাম শত্রুবিনাশে কৃতসংকল্প হইয়া কহিলেন, মহাবীর নীচ বহুসংখ্য সৈন্য লইয়া, লঙ্কার পূর্বদ্বারে প্রহন্তের প্রতিদ্বন্দ্বী হউন। বালিতনয় অঙ্গদ দক্ষিণদ্বারে গিয়া মহাপার্শ্ব ও মহোদরকে আক্রমণ করুন, এবং হনুমান পশ্চিমদ্বার নিষ্পীড়ন পূর্বক তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হউন। আর যে দুরাশ্য দৈত্য, দানব ও ঋষিগণের অপকারক, যে পামর, প্রজাগণের অনিষ্টচরণ পূর্বক বরদর্পে পর্যটন করিয়া থাকে, আমি স্বয়ংই সেই রাবণকে বধ করিবার জন্ত প্রস্তুত আছি, লঙ্কণের সহিত উত্তরদ্বার অবরোধ করিব। এবং কপিরাজ স্নগ্ৰীব, জাম্ববান ও বিভীষণ, এই তিনজন মধ্যে গুরু

প্রক্রমণ করুন। এক্ষণে আমাদের পরস্পর এই একটা সঙ্কেত রহিল যে-
নিরগণ স্বচিহ্ন ব্যতীত মনুষ্যমূর্তি ধারণ করিবে না। আর আমরা ছই ভ্রাতা,
ত্রি বিতীষণ এবং তাঁহার চারিজন আমাত্য, এই সাতজন মনুষ্যরূপেই
কিব।

অনন্তর রাম বিতীষণের অভিপ্রায়ানুসারে কুমার অঙ্গদকে আহ্বান-
করুক কহিলেন, সৌম্য ! তুমি রাবণের নিকট যাও, এবং আমার বাক্যে
তাহাকে গিয়া বল, রাক্ষসরাজ ! আমরা সমুদ্র লঙ্ঘন পূর্বক নির্ভয়ে নিকূপ-
বে লক্ষ্য অবরোধ করিয়াছি, এক্ষণে আমি ভাষ্যাপহরণ-হুংখে তোমার পক্ষে
ক্ষাণ্ড কৃতান্তের স্বরূপ হইয়া, দ্বাররোধ করিয়া আছি। রাক্ষস ! যদি তুমি
নিকীকে প্রতিদান পূর্বক আমার শরণাপন্ন না হও, তবে নিশ্চয়ই আমি
পিত শরে ত্রিলোক রাক্ষসশূন্য করিব।

মহাবীর অঙ্গদ এইরূপ আদিষ্ট হইবামাত্র সাক্ষাৎ হতাশনের শ্রায়
প্ততেজে গগণমার্গে যাত্রা করিলেন। তিনি মুহূর্ত্ত মধ্যে রাবণের নিকট
পহিত হইয়া স্থিরভাবে দেখিলেন, রাবণ সচিবগণের সহিত উপবিষ্ট
ছিলেন। তখন অঙ্গদ উহার অদূরে আকাশ হইতে পতিত হইয়া জলন্ত
হ্রৈর ন্যায় দণ্ডায়মান হইলেন, এবং তাঁহাকে আশ্রয়পরিচয় প্রদান পূর্বক
বিসমক্ষে রামের কথা যথাযথ কহিতে লাগিলেন ! অঙ্গদের কথায় রাবণ
তিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া, সচিবগণকে বারংবার কহিতে লাগিলেন, সচিবগণ !
গমরা ঐ নিকীকে ধর এবং উহাকে বধ কর। তখন চারিজন ভীষণ
ক্ষস, রাবণের আদেশমাত্র জলন্ত অঙ্গাররূপ অঙ্গদকে তৎক্ষণাৎ ধৃত করিল।
মহাবীর অঙ্গদ ঐ পতঙ্গবৎ বাহুসংলগ্ন চারিটা রাক্ষসকে লইয়া, অভ্যুচ্চ
প্রাসাদোপরি লক্ষ প্রদান করিলেন ; তাঁহার উৎপতন-বেগে উহার গু-
লিত হইয়া রাবণের নিকট পড়িয়া গেল। অনন্তর অঙ্গদ প্রাসাদশিখর,
শীত শৃঙ্গের ন্যায়, উন্নত দেখিয়া, পদভরে আক্রমণ করিয়া চূর্ণ করিলেন।
তৎপরে পুনঃ পুনঃ স্বনাম কীর্ত্তন ও সিংহনাদ পূর্বক রাক্ষসগণকে ব্যথিত ও
নিরদিগকে পুলকিত করিয়া রামের নিকট উপস্থিত হইলেন। বানরেরা
হাঁস এই অদ্ভুত বীরকার্য্যে অত্যন্ত প্রীত হইল, এবং ঘন ঘন সিংহনাদ
কিতে লাগিল।

অনন্তর রাবণ ক্রোধাবিষ্ট হইলেন, এবং সৈন্যগণকে, শীঘ্র যুদ্ধযাত্রা করি-
বার জন্য অনুজ্ঞা দিলেন। রাক্ষসেরা তাঁহার এই আদেশ পাইবামাত্র

সহসা ভূমূল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তুই পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত। রাক্ষসগণ স্ব স্ব বলবীৰ্য্যের গৰ্ব্ব প্রকাশ পূৰ্ব্বক প্রদীপ্ত গদা এবং স্তম্ভীকৃত শূল শক্তি ও পরশু দ্বারা বানরদিগকে প্রহার আরম্ভ করিল। বৃহৎকায় বানরেরাও উহা দিগকে গিরিশৃঙ্গ, বৃক্ষ, নখ ও দন্ত দ্বারা মহাবেগে আঘাত করিতে লাগিল। বানরগণের মধ্যে সূগ্রীবের জয়, এবং রাক্ষসগণের মধ্যে রাবণের জয়, চতুর্দিকে কেবলই এই “জয় জয়” শব্দ। উভয় পক্ষে যোদ্ধারা স্বনাম উল্লেখ পূৰ্ব্বক স্ব স্ব বীর খ্যাতি প্রচার করিতে লাগিল। ভীম রাক্ষসগণ প্রাকারের উপ এবং বানরগণ নিম্নে ভূপৃষ্ঠে; রাক্ষসেরা বানরদিগকে ভিন্দিপাল ও শূ প্রহার করিতে লাগিল, এবং বানরেরাও ক্রোধভরে লক্ষ্য প্রদান পূৰ্ব্বক উহাদিগকে বাহুবলে নিম্নে আকর্ষণ করিতে লাগিল। উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত, রথস্থল রক্ত মাংসের কর্দমে পূর্ণ হইয়া গেল।

অনন্তর সূর্যাস্ত হইল; প্রাণহারিণী রাত্রি উপস্থিত হইল। জাতবৈ বানর ও রাক্ষসের নিশাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। চতুর্দিকে ঘোরতর অন্ধকার। তুই বানর, তুই রাক্ষস, এই বলিয়া পরস্পর পরস্পরকে বিনাশ করিতে লাগিল। একে গাঢ় অন্ধকার, তাহাতে রাক্ষসেরা কৃষ্ণবর্ণ ও স্বর্ণ-কবচধারী সূতরাং উহারা প্রদীপ্ত ওষধি-যুক্ত পর্কতের স্নায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। ফলতঃ ঐ বীরঘাতিনী ঘোর রাত্রি তৎকালে কালরাত্রির স্নায় একাং ছরতিক্রমণীয় হইয়া উঠিল। তখন রাম, যজ্ঞশত্রু, মহাপাশ্ব, মহোদব, বজ্রদংষ্ট্র, শুক ও সারণ, এই ছয়জন রাক্ষসকে লক্ষ্য করিয়া নিমেষ মতে প্রদীপ্ত ছয়টি শর নিক্ষেপ করিলেন। উহারা রামের শরে বিদ্ধমণ্য হইয়া তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিল। মহারথ রাম অলপ্ত অগ্নিকল্প শরজালে তৎক্ষণাৎ দিক বিদিক নিশ্চল করিয়া দিলেন।

এদিকে অঙ্গদ ইন্দ্রজিতের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন। ইন্দ্রজিতের অশ্ব ও সারথি বিনষ্ট হইল, তিনি রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া মহাকণ্ঠে পরিভ্রাণ পাইলেন। অনন্তর পাপস্বভাব ইন্দ্রজিৎ অঙ্গদের হস্তে পরাস্ত হইয়া অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন, এবং মায়াপ্রভাবে অদৃশ্য হইয়া রাম ও লক্ষণকে ঘোর নাগাজ্ঞে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। সম্মুখ যুদ্ধে উহাদিগকে পরাভূত করা নিতর্য ছুর, সূতরাং ইন্দ্রজিৎ মায়াবল প্রয়োগ পূৰ্ব্বক উহাদিগকে অবসন্ন করিতে লাগিলেন। বানরগণ অত্যন্ত ভীত হইয়া আকাশ ও পৃথিবী নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, রামও লক্ষণ নাগপাশে বদ্ধ হইয়া পতিত হইলেন। তাঁহারা উভয়ে

রবিদ্ধ ও নিশ্চেষ্ট, তাঁহাদের সর্বাঙ্গ শোণিতলিপ্ত, নিঃশ্বাস মন্দ মন্দ হইতেছে। ছই মহাবীর নাগাস্ত্রে বিদ্ধ দেহে হেমময় ধ্বজদন্তের ছায় পড়িয়া হলেন, যুগপতিগণ জলধারাকুল লোচনে উইদিগকে বেষ্টন করিয়া রহিল।

ইত্যবসরে বানরগণ মুহূর্ত্তমধ্যে প্রদীপ্ত পাবকের ছায় গরুড়কে দেখিতে ইল। বিহগরাজ গরুড় উপস্থিত হইবামাত্র, যে সমস্ত ভীমবল সর্প রূপী ছইয়া রাম ও লক্ষ্মণকে বন্ধন করে, তৎসমুদায় পলায়ন করিল। ঘন গরুড় ঐ ছই মহাবীরকে অভিনন্দন পূর্ব্বক উইদিগের অঙ্গ স্পর্শ রিয়া উইাদের মুখচন্দ্র করতলে মার্জনা করিয়া দিলেন। তাঁহার করস্পর্শ ত্র উইাদের ত্রণমুখ শুদ্ধ হইয়া গেল, দেহ শীঘ্র শ্রীলাবণ্য শোভিত মিল্ক হইল, এবং তেজ ও বলবীৰ্য্য দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। বিহগরাজ গরুড় মকে প্রদক্ষিণ ও আলিঙ্গন পূর্ব্বক বায়বেগে আকাশ পথে প্রস্থান করিলেন। তখন যুগপতি ~~অসমুদায়~~, রাম ও লক্ষ্মণকে নীরোগ দেখিয়া, ঘন ঘন জ্বল কম্পন পূর্ব্বক সিংহাসন করিতে লাগিল। ভেরীনাদ উথিত হইল, এক বাদিত হইতে লাগিল, এবং অনেকে হৃষ্টমনে শঙ্খধ্বনি করিতে রুত্ত হইল।

তখন রাক্ষসেরা ব্যস্ত ঈষন্ত হইয়া নির্গত হইল, এবং প্রাকারে আরোহণ র্কক দেখিল, কপিরাজ সুগ্রীব বানরসৈন্য রক্ষায় নিযুক্ত, এবং রাম ও লক্ষ্মণ ষণ নাগপাশ হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত ও উথিত। তদৃষ্টে রাক্ষসেরা যারপর-ই বিবম্ব হইল, উহাদের মুখকান্তি মলিন ও দীন হইয়া গেল। অনন্তর হারা ভীতমনে প্রাকার হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক রাবণের নিকট গিয়া িল, মহাবাজ ! মহাবীর ইন্দ্রজিৎ রাম ও লক্ষ্মণকে নাগপাশে বন্ধন পূর্ব্বক াশেষ্ট করিয়া দেন, কিন্তু এক্ষণে গিয়া দেখিলাম, সেই ছই গজেন্দ্র-বিক্রম ার, হস্তী ধৈর্য্য বন্ধনমুক্ত হয়, সেইরূপ সর্ব্বতোভাবে বন্ধনমুক্ত হইয়াছে। ক্ষনরাজ রাবণ ক্রোধভরে ভূজঙ্গের ছায় ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলিতে াগিলেন, এবং ধুম্রাক্ষকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, বীর ! তুমি বহুসংখ্য ান্ত লইয়া, রাম ও বানরগণকে বিনাশ করিবার জন্ত বহির্গত হও। াক্ষ যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। হনুমান ধুম্রাক্ষের শরজালে বানরগণকে াপীড়িত ও ব্যথিত দেখিয়া এক প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড গ্রহণ পূর্ব্বক ক্রোধভরে ার সম্মিহিত হইলেন। তাঁহার লোচনযুগল রোষে অধিকতর আরক্ত, ানি বিক্রমে পবনেরই অনুরূপ। মহাবীর উদ্যত শিলাখণ্ড ধুম্রাক্ষকে লক্ষ্য

করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। ধূম্রাক্ষ, শিলাখণ্ড মহাবেগে আসিতে দেখিয়া, সম্বর রথ হইতে লক্ষ্য প্রদান পূর্বক গদা উদ্যত করিয়া ভূতলে দণ্ডায়মান হইলেন। প্রকাণ্ড শিলা উহার রথ চূর্ণ করিয়া নিপতিত হইল। পরে হনুমান এক শৈলশৃঙ্গ গ্রহণ পূর্বক ধূম্রাক্ষকে লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হইলেন। ধূম্রাক্ষও সহসা সিংহনাদ পূর্বক গদা হস্তে উহার অভিমুখে গমন করিলেন, এবং ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উহার মস্তকে ঐ গদা মহাবেগে নিক্ষেপ করিলেন। গদা ব্যর্থ হইয়া গেল, তখন হনুমান শৈলশৃঙ্গ দ্বারা ধূম্রাক্ষের মস্তক চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। ধূম্রাক্ষ সর্বাঙ্গ প্রসারিত করিয়া বিক্ষিপ্ত পর্বতবৎ সহস্র ভূতলে পতিত হইলেন। তদুপে হতাবশিষ্ট রাক্ষসেরা অতিমাত্র ভীত হইয়া মহাবেগে লঙ্কায় প্রবেশ করিল।

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ, মহাবীর ধূম্রাক্ষের বধসংবাদে যারপবনই ক্রোধাবিষ্ট হইলেন। তিনি ভুজঙ্গের গ্রায় ঘন ঘন দীর্ঘ ও উষ্ণ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক মহাবল পরাক্রান্ত বজ্রদংষ্ট্রকে কহিলেন, বীর! তুমি রাক্ষসৈশ্বে বেষ্টিত হইয়া শীঘ্রই যুদ্ধার্থ বহির্গত হও, এবং পঞ্চগ্রীব প্রভৃতি বানরগণের সহিত পরম শত্রু রামের বিনাশ সাধন করিয়া আইস। মহাবীর বজ্রদংষ্ট্র পাশহস্ত কৃতাস্ত্রের গ্রায় রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। মহাবল রাক্ষসেরা ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিল, এবং সুতীক্ষ্ণ শরে বানরগণকে বিনাশ করিতে লাগিল। তখন হনুমান সংবর্তক বহ্নির গ্রায় দ্বিগুণ ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া রাক্ষসবধে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর অঙ্গদ রোষে আরক্ত-লোচন হইয়া বৃক্ষ উত্তোলন পূর্বক, সিংহ যেমন ক্ষুদ্র মৃগদিগকে বিনাশ করে, সেইরূপ রাক্ষসগণকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইলেন। অনন্তর নিমেষমায়ে অঙ্গদ দণ্ডাহত উরগের গ্রায় জলন্ত নেত্রে উত্তীর্ণ হইলেন, এবং সুশাণ্ড খড়্গ দ্বারা বজ্রদংষ্ট্রের মস্তক ছেদন করিলেন। বজ্রদংষ্ট্রের সর্বাঙ্গ রত্ন হইল, মস্তক দ্বিখণ্ড হইয়া পড়িল, এবং নেত্র উদ্বর্তিত হইয়া গেল। তখন রাক্ষসেরা বজ্রদংষ্ট্রের বিনাশে ভীত হইল, এবং বানরগণ কর্তৃক হতমান হইয়া লঙ্কার দিকে ধাবমান হইল।

অনন্তর রাক্ষস রাজ রাবণ বজ্রদংষ্ট্রের বিনাশ সংবাদে অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন, এবং কৃতাজ্জলিপুটে দণ্ডায়মান সৈন্যাদি প্রহস্তে কহিলেন, প্রহস্ত! এক্ষণে ভীমবল রাক্ষসগণ অকম্পনকে লইয়া শীঘ্রই যুদ্ধার্থ নির্গত হউক। এই অকম্পন শত্রু-দমনে সুনিপুণ, ইনি স্বপক্ষের রক্ষক এবং যুরো

সাধনায়ক, এক্ষণে এই মহাবীরই রাম লক্ষণ এবং সূগ্রীব প্রভৃতি বানরকে শস্যই বিনাশ করিয়া আসিবেন। মহাবীর অকম্পন জলদকায়, তাঁহার ঈশ্বর জলদগম্ভীর, সুরগণও তাঁহাকে সংগ্রামে বিচলিত করিতে পারেন। ঐ মহাবীর তপ্তকাক্ষনখচিত রণে আরোহণ পূর্বক রাক্ষসসৈন্তে স্টিত হইয়া ক্রোধভরে নির্গত হইলেন। অনন্তর, উভয় পক্ষই বৃক্ষ, শক্তি, না, প্রাস, শিলা, পরিখ ও তোমর দ্বারা পরস্পরকে প্রবলবেগে প্রহার রিতে লাগিল। বানরেরা পর্বতপ্রমাণ রাক্ষসগণকে মুষ্টিপ্রহারে প্রবৃত্ত হিল। রাক্ষসেরাও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ভীষণ প্রাস ও তোমর দ্বারা বানর-গণকে বিনাশ করিতে লাগিল। তখন অকম্পন ভীমদর্শন হনুমানকে গমন করিতে দেখিয়া, শশব্যস্তে তর্জন গর্জন পূর্বক স্ততীক্ষ চতুর্দশবাণে তাহাকে বিদ্ধ করিলেন। পরে হনুমান একটা বৃক্ষ উৎপাটন এবং সমুচিত গ প্রদর্শন পূর্বক ক্রোধভরে তদ্বারা অকম্পনের মস্তক চূর্ণ করিয়া লিলেন। অকম্পন তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হইলেন।

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ অকম্পনের বধসংবাদ পাইয়া দীনমুখে সচীব-গণ প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, এবং মুহূর্ত্তকাল চিন্তা ও উহাঁদের সহিত ঠকর্তব্য অবধারণ পূর্বক ব্যূহ নিরীক্ষণ করিবার জন্ত নগর মধ্যে গিত হইলেন। দেখিলেন, ধ্বজপতাকা-শোভিতা লঙ্কাপুরী বহুবাহে ষ্টতা ও রাক্ষসগণে রক্ষিতা হইতেছে। পরে তিনি যুদ্ধ-বিশারদ সেনা-প্রহস্তকে আহ্বান পূর্বক কহিলেন, বীর! এই লঙ্কাপুরী বিপক্ষ সৈন্তে রুদ্ধা এবং ইহা বলপূর্বক নিপীড়িতা হইতেছে, এক্ষণে যুদ্ধ ব্যতীত আর উদ্ধারের কোনও সম্ভাবনা দেখি না। কিন্তু আমি, কুম্ভকর্ণ, তুমি, জিৎ অথবা নিকুম্ভ, এই কয়েকজন ব্যতীত এই কার্য্যভার আর কে ব করিবে? অতএব তুমিই জয়লাভের উদ্দেশে প্রভূত সৈন্ত লইয়া নির্গত হও। প্রহস্ত যুদ্ধে নির্গত হইলেন। অনন্তর রাম প্রহস্তকে ক্ষণ করিয়া হাস্যমুখে বিভীষণকে জিজ্ঞাসিলেন, রাক্ষসরাজ! ঐ যে বীর বহুসংখ্য সৈন্যে বেষ্টিত হইয়া মহাবেগে আসিতেছেন, উনি কে? এবং আর বলবীৰ্য্যই বা কিরূপ? বিভীষণ কহিলেন, রাম! ঐ বীর, রাক্ষসরাজ গের সেনাপতি, উহাঁর নাম প্রহস্ত। লঙ্কার মধ্যে যে পরিমাণ সৈন্য আছে, তাহার তৃতীয় ভাগ ইহাঁরই সহিত আসিতেছে। ইনি অস্ত্রজ্ঞ বীর, ইহাঁর বলবিক্রম সর্বত্রই প্রথিত আছে। অনন্তর সেনাপতি নীল,

বায়ু যেমন প্রকাণ্ড মেঘের অভিমুখে প্রবাহিত হয়, সেইরূপ প্রহস্তের দিকে মহাবেগে চলিলেন। তদ্রূপে প্রহস্ত শরাসন গ্রহণ পূর্বক নীলের প্রতি ধাবমান হইলেন, এবং উইঁাকে লক্ষ্য করিয়া অনবরত শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। উইঁারা দুই জনই সিংহ ও ব্যাঘ্রের ন্যায় ভীমমূর্তি, এবং দুই জনই সিংহ ও ব্যাঘ্রে ন্যায় হিংস্র। সেনাপতি প্রহস্ত বহু আয়াসে নীলের ললাটে এক মুসলাঘাত করিলেন। মুসল তাঁহার ললাটপট্ট ভেদ করায় রক্তধারা বহিতে লাগিল। তিনি অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন, এবং এক বৃক্ষ গ্রহণ পূর্বক প্রহস্তের বক্ষঃস্থলে প্রহার করিলেন। প্রহস্ত ঐ বৃক্ষ প্রহার লক্ষ্য না করিয়া, মুসল গ্রহণ পূর্বক নীলের প্রতি ধাবমান হইলেন। নীল ও এক প্রকাণ্ড শিলা গ্রহণ করিলেন, এবং উহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া মহাবেগে তাহা নিক্ষেপ করিলেন। প্রহস্তের মস্তক শতধা চূর্ণ হইয়া গেল, তিনি হতজীবন ও অবশেষীয় হইয়া ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় সহসা ভূতলে পড়িলেন, এবং তাহার সর্কাস হইতে প্রস্রবণের ন্যায় বক্তপ্রবাহ ছুটিতে লাগিল। প্রহস্ত বিনষ্ট হইলে, রাক্ষস-সৈন্য অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া, লঙ্কার দিকে পলাইয়ে লাগিল।

অনন্তর সৈন্তগণ, রাক্ষসবাজ রাবণের নিকট উপস্থিত হইয়া, প্রহস্ত বধবৃত্তান্ত নিবেদন করিল। তখন রাবণ উহাদের নিকট এই সংবাদ শুনি মাত্র অতিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট হইলেন। তাঁহার মন শোকে অভিভূত হইয়া তিনি কহিলেন, রাক্ষসগণ! যাহারা আমার সেনাপতি সুর-সৈন্ত-নি প্রহস্তকে সসৈন্তে বিনাশ করিল, এক্ষণে সেই সমস্ত শত্রুকে উপেক্ষা কোনক্রমে উচিত হইতেছে না। অতএব আমি স্বয়ংই তাহাদের সাধনের জন্ত সেই অজুত যুদ্ধভূমিতে যাত্রা করিব। দীপ্ত হতাশনে বনস্থল দগ্ধ করে, সেইরূপ আজ আমি নিশ্চয়ই রাম লক্ষণ ও বানরগণকে করিব। এই বলিয়া ইন্দ্রশত্রু রাবণ সদয়যোজিত অস্ত্রারকল্প রথে আরোহণ করিলেন। শঙ্খ, ভেরী ও পণব বাদিত হইতে লাগিল। রাক্ষসরাজ র পুন্যন্তবে পূজিত হইয়া সত্তর বহির্গত হইলেন, এবং পর্বতপ্রমাণ দীপ্ত জলন্তনেত্র রাক্ষসগণে বেষ্টিত হইয়া, ভূতপরিবৃত্ত রুদ্র দেবের আয়ণে পাইতে লাগিলেন।

বৃহৎ মংস্ত্র যেমন পূর্ণ সমুদ্রের প্রবাহ ভেদ করে, সেইরূপ রাবণ বদ

স্তর মধ্যে সহসা প্রবেশ করিলেন। কপিরাজ সূগ্রীব, রাবণকে শর
 হাসন হস্তে আগমন করিতে দেখিয়া, বৃক্ষবহল গিরিশৃঙ্গ উৎপাটন পূর্বক
 নভিমুখে ধাবমান হইলেন, এবং তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া মহাবেগে শৃঙ্গ
 ক্ষেপ করিলেন। মহাবীর রাবণ স্বর্ণপুঙ্খ শরে সূগ্রীব-নিষ্কিপ্ত শৃঙ্গ চূর্ণ
 রিয়া ফেলিলেন, এবং অতিমাত্র রুষ্ট হইয়া অঙ্গপরভীষণ কৃতান্তদর্শন এক
 নিষ্ক্ষেপ করিলেন। শর বজ্রদেহ সূগ্রীবকে অক্লেশে ভেদ করিল, সূগ্রীবও
 ঠরবে ভূতলে মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। অনন্তর মহাবীর গবাক্ষ, গবয়,
 ষণ, ঋষভ, জ্যোতির্মুখ ও নল গিরিশৃঙ্গ উৎপাটন পূর্বক রাবণের প্রতি
 হাবেগে ধাবিত হইলেন। রাবণ শাণিত শরে বানর-নিষ্কিপ্ত বৃক্ষ, শিলা
 ষ করিয়া অনবরত শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ভীমকায় বানরগণের
 ধ্য অনেকে রাবণের শরে ছিন্ন ভিন্ন হইল, অনেকে আহত ও অনেকে
 তলে পতিত হইল, এবং অনেকেই ভীত হইয়া কাতর স্বরে রামের আশ্রয়
 ইল। তখন মহাবীর রাম বানরগণের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া আর
 ক্ষেপ্ত থাকিতে পারিলেন না, তিনি ধনুর্বাণ হস্তে উখিত হইলেন।
 তাবসরে মহাবীর লক্ষণ তাঁহার সন্নিহিত হইয়া কৃতাজ্জলিপুটে কহিলেন,
 ধ্যা ! ছুরায়া রাবণের সংহার কল্পে একমাত্র আমিই পর্যাপ্ত। এক্ষণে
 পনি আদেশ করুন, আমিই গিয়া উহাকে বিনাশ করিয়া আসি। রাম
 হুমতি প্রদান করিলেন।

ইতিমধ্যে হনুমান ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দ্রুতবেগে গিয়া রাবণের বক্ষে এক
 ষ্ট প্রহার করিলেন। রাবণ তীক্ষ্ণ শরে হনুমানকে বিদ্ধ করিলেন। হনুমান
 ণাগিতাপ্লুত কলেবরে পতিত হইলেন। অতঃপর লক্ষণ অগ্রসর হইয়া
 বিণের সহিত তুমুল সংগ্রাম করিলেন, কিন্তু রাবণের শরে বিদ্ধ হইয়া
 তলে পড়িলেন।

তখন রাম স্বয়ং যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন, এবং শাণিত শরজালে রাবণের রথ
 ণ করিয়া ফেলিলেন। পরে, সুররাজ ইন্দ্র যেমন স্তম্ভরূপে বজ্রাঘাত
 রিয়াছিলেন, সেইরূপ তিনি উহার বিশাল বক্ষে এক শরাঘাত করিলেন।
 মহাবীর, ইন্দের বজ্র সহ্য করিয়াছিলেন, তিনি রামের শরে কাতর ও
 চলিত হইলেন। তাঁহার শরাসন স্থলিত হইয়া পড়িল, তখন রাম প্রদীপ্ত
 দ্বিচ্ছন্দ দ্বারা উহার উজ্জ্বল কিরীট খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। রাক্ষসরাজ
 বিণ নির্বিষ সর্প এবং নিপ্তভ স্বর্য্যের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন, এবং

ষারপরনাই হতশ্রী হইয়া পড়িলেন। তখন রাম কহিলেন, রাবণ! তুমি ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছ, এক্ষণে তুমি পরিশ্রান্ত, এই কারণে আমি তোমায় বধ করিলাম না। অতঃপর অমুজ্ঞা দিতেছি, এখনই প্রস্থান কর। তুমি রণস্থল হইতে বীরগণের সহিত নির্গত হও, এবং লঙ্কায় প্রবেশ পূর্বক বিশ্রাম কর, পশ্চাৎ রথোরোহণে প্রত্যাগমন করিয়া আমার বল প্রত্যক্ষ করিও। তখন রাবণ হতগর্ষ ও বিষয় হইয়া লঙ্কায় প্রবেশ করিলেন। রামও বানরগণের সহিত লক্ষ্মণকে সূস্থ করিয়া দিলেন।

রাক্ষসরাজ রাবণ হতদর্প ও বিমনা হইয়াছেন। সিংহের নিকট হস্তী ও গরুড়ের নিকট সর্প যেমন পরাস্ত হয়, তিনি সেইরূপ রামের নিকট পরাস্ত হইয়াছেন। তিনি উৎকৃষ্ট স্বর্ণাসনে উপবিষ্ট হইয়া রাক্ষসগণের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্বক কহিলেন, রাক্ষসগণ! অতঃপর তোমরা এই উপস্থিত সঙ্কট দূর করিবার জন্য যত্ন কর। সকলে রাজপথ, পুরদ্বার ও গ্রামিকারে সমবেত হইয়া থাক। মহাবীর কুম্ভকর্ণ ঘোর নিদ্রায় আচ্ছন্ন, তাঁহাকে গিয়া জাগরিত কর। সেই মহাবীর সমস্ত রাক্ষসশ্রেষ্ঠ, তিনি রাম লক্ষ্মণ ও বানরগণকে শীঘ্রই বিনাশ করিবেন।

অনন্তর রাবণের আদেশে মহাবীর কুম্ভকর্ণ নিদ্রা হইতে উখিত হইয়া, স্বর্ণখচিত লৌহময় শাণিত শূল গ্রহণ করিলেন। কুম্ভকর্ণ সেই সুরাসুর-হস্তাশ্রয়শাণিত-রঞ্জিত প্রকাণ্ড শূল বেগে গ্রহণ পূর্বক কহিলেন, রাজন্! সৈন্যে আমার কি প্রয়োজন, আমি একাকীই যুদ্ধে বাইব এবং ক্ষুধার্ত্ত হইয়া বানরগণকে ভক্ষণ করিয়া আসিব। ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বানরগণ কুম্ভকর্ণের যুদ্ধে হত ও আহত হইয়া পলায়ন করিল। কুম্ভকর্ণ ঘোর চীৎকার পূর্বক রামের প্রতি দ্রুত পদে ধাবমান হইলেন। রাম সুরাশাণিত অস্ত্র দ্বারা উহার হস্ত পদদ্বয় ছেদন করিলেন। কুম্ভকর্ণের হস্ত পদ খণ্ডিত, তিনি মুখ ব্যাদান পূর্বক গভীর গর্জন সহকারে অন্তরীক্ষে চন্দ্রের প্রতি রাহুর মত ধাবমান হইলেন। মহাবীর রাম তীক্ষ্ণ শরনিকরে উহার মুখে আঘাত করিলেন। কুম্ভকর্ণের বাক্রোধ হইয়া গেল। তিনি অতি কষ্টে অক্ষুট শব্দ উচ্চারণ পূর্বক মূচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন রাম ভাস্করবৎ প্রথরজ্যোতিঃ ব্রহ্মদণ্ডতুল্য কৃতান্ত-সদৃশ ঐন্দ্রাজ্ঞ গ্রহণ করিলেন, এবং ঐ সুরাশাণিত বায়ুবেগগামী অস্ত্র কুম্ভকর্ণের প্রতি বজ্রবৎ মহাবেগে নিক্ষেপ করিলেন। ঐন্দ্রাজ্ঞ বিধুম্বহ্নির ন্যায় অতিমাত্র করালদর্শন, উহা নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র স্বতেজে দিগ্য়গণ

উদ্ভাসিত করিয়া ভীম বিক্রমে চলিল, এবং কুম্ভকর্ণের কুণ্ডল-সমলঙ্কৃত গিবিশৃঙ্গতুল্য দংষ্ট্রাকরাল মুণ্ড দ্বিধণ্ড করিয়া ফেলিলেন! স্বর্ঘ্য যেমন অন্তরীক্ষে রাত্ৰগ্রাস হইতে বিমুক্ত হইয়া অন্ধকার নিরাস পূর্বক শোভমান হন, সেইরূপ রাম কুম্ভকর্ণকে বিনাশ করিয়া বানরগণের মধ্যে শোভা পাইতে লাগিলেন।

কুম্ভকর্ণের মৃত্যুকথা শুনিয়া রাবণ ধারণরনাই শোকাকুল হইলেন, কিন্তু তাঁহার পুত্রগণ তাঁহাকে সাহুনা করিয়া পুনরায় যুদ্ধে বহির্গত হইলেন। নবাস্তক নামক রাবণের এক পুত্র অঙ্গদহস্তে নিহত হইলেন, এবং হনুমানের সহিত যুদ্ধে দেবাস্তক নামক অপর পুত্র পঞ্চদ্ব প্রাপ্ত হইলেন। তৎপর ত্রিশির-নামক রাবণের ভীমবল পুত্র হনুমানের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন, এবং হনুমানের ভীষণ আঘাতে প্রাণত্যাগ করিলেন। ভ্রাতাদিগের মৃত্যু দেখিয়া, বীর অতিকায় ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং বানরদিগকে পরাস্ত করিয়া লক্ষ্মণের সহিত ঘোষ বুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। লক্ষ্মণের অনেক অস্ত্র ব্যর্থ হইল। অবশেষে স্মিত্রা-নন্দন ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা অতিকায়কে হত করিলেন।

বীর পুত্রগণের মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া দশানন শোকে ও ক্রোধে অধীর হইলেন, কিন্তু বীর-চূড়ামণি ইন্দ্রজিৎ পিতাকে সাহুনা করিয়া যুদ্ধে নির্গত হইল। ইন্দ্রজিতের সম্মুখে বানরগণ তিষ্ঠিতে পারিল না ; স্ত্রীীব, অঙ্গদ, নীল, হনুমান প্রভৃতি সকলে তাহার অস্ত্রে আহত হইল। স্বয়ং রাম লক্ষ্মণ, ইন্দ্রজিতের বাণে অস্থির হইয়া অচেতন হইয়া পড়িলেন ; এবং বিজয়ী ইন্দ্রজিৎ সহর্ষে পিতার নিকট প্রত্যাবর্তন করিয়া রাম-লক্ষ্মণের মৃত্যু-সংবাদ নিবেদন করিল।

ঘোর বজ্রনীতে সকলে হত বা আহত হইয়া পড়িয়া আছে, এমন সময়ে বিভীষণ হনুমানকে ডাকিয়া কৈলাস এবং ঋষত পর্বতের মধ্যগত এক পর্বত সীত ওষধি আনিতে কহিলেন। হনুমান আদেশ পাইবামাত্র সমুদ্র এবং দেশ প্রদেশ লঙ্ঘন করিয়া তুষার-মণ্ডিতা পর্বতশ্রেণীর সন্নিকট উপস্থিত হইলেন। ওষধি অব্বেষণ করিয়া না পাইয়া, অবশেষে পর্বত উৎপাটন করিয়া আনয়ন করিলেন। ওষধির গন্ধে চারিদিক আমোদিত হইল, বানরগণ পুনরায় বলপ্রাপ্ত হইল, এবং রাম লক্ষ্মণ পুনরায় সজীব হইয়া উঠিলেন।

অতঃপর রাক্ষসবীর কুম্ভ, নিকুম্ভ, স্ত্রীীবের হস্তে এবং মকরাক্ষ রামের সহিত যুদ্ধে নিহত হইলেন। তৎপর ইন্দ্রজিৎ দ্বিতীয় বার যুদ্ধে বহির্গত

হইলেন, এবং মায়াবলে অদৃশ্য হইয়া অনেক বানর সংহার করিলেন। পাপীষ্ঠ ইন্দ্রজিৎ সীতার একটা মায়া রূপ রথে গ্রহণ করিয়া রামের সৈন্যের সম্মুখে তাহাকে ধজাগাঘাতে নিহত করিলেন। সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ রুষ্ট হইলেন, এবং তুমুল সংগ্রামের পর মহাবীর ইন্দ্রজিৎকে নিহত করিলেন ইন্দ্রজিতের মৃত্যুকথা শুনিয়া দেবতাদিগের আনন্দের পরিসীমা রহিল না :

রাক্ষসগণ বিষাদে মগ্ন হইল। পতিপুত্রহীনা রাক্ষসীগণ কহিতে লাগিল হা ! নিয়োধরী বিকটা রাক্ষসী শূর্ণপথা অরণ্যে রামের নিকট কেন গিয়া ছিল ? রাবণ কেবল তাহারই জন্য রামের সহিত এই শত্রুতা করিয়াছেন এবং জানকীকে হরণ করিয়া আনিয়াছেন। মহাত্মা বিভীষণ রাবণকে হিতকর বাক্যে অনেক বুঝাইয়াছিলেন, কিন্তু তৎকালে মোহপ্রভাবে সেই সমস্ত কথা তাঁহার কিছুতেই প্রীতিকর হয় নাই। হা ! যদি রাবণ তাঁহার কথা শুনিতেন, তবে এই লক্ষা আজ শ্মশানতুল্য হইত না ! এক্ষণে কুন্তকণ ও ইন্দ্রজিৎ শত্রু হস্তে বিনষ্ট হইয়াছেন। এই সমস্ত কাণ্ড দেখিয়া শুনিয়াও কি রাবণের চৈতন্য হইল না ! হায় ! আমার পুত্র, আমার ভ্রাতা, আমার ভর্তা, আমাকে ফেলিয়া কোথায় পলায়ন করিলেন ? এখন এই পুত্র বীরশূন্য ! আমরাও প্রাণে হতাশ ! রাম যুগান্তকালীন করাল কালের ন্যায় আমাদের আক্রমণ করিয়াছেন, এক্ষণে আমাদের আশ্রয় দেয় পৃথিবীতে এমন আর কাহাকেই দেখি না। আমরা অরণ্যে দাবান্নবেষ্টিত করিণীর ন্যায় বিপন্ন, এক্ষণে আমাদের উদ্ধারের আর পথ নাই।

রাক্ষসরাজ রাবণ লক্ষার গৃহে গৃহে রাক্ষসীগণের এই করুণ বিলাপ শুনিতে পাইলেন। তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া, যারপরনাই ক্রোধাবিষ্ট হইলেন। তাঁহার নেত্রযুগল আরক্ত হইয়া উঠিল, তিনি দন্ত দ্বারা পুনঃ পুনঃ ওষ্ঠ দংশন করিতে লাগিলেন। অনন্তর চক্ষুর্জ্যোতিতে সন্নিহিত রাক্ষসদিগকে যেন দণ্ড করিয়া ক্রোধস্থলিত বাক্যে মহোদর, মহাপার্ষ ও বিরূপাক্ষকে কহিলেন, বীরগণ ! তোমরা শীঘ্রই সৈন্যগণকে বল, তাহারা এখনই যেন যুদ্ধার্থ নির্গত হয়।

সারথি রথ সুসজ্জিত করিয়া আনিল। রক্ষোবাজ রাবণ ঐ প্রদীপ্ত পাবকসদৃশ দ্রুতগামী রথে আরোহণ করিলেন, এবং বহুসংখ্য রাক্ষসে পরিবৃত্ত হইয়া বীৰ্যাতিশয্যে যেন পৃথিবীকেই বিদারণ পূর্বক বেগে নির্গত হইলেন। চতুর্দিকে তুর্য্যাব উখিত হইল, এবং মৃদঙ্গ, পটহ ও শঙ্খ বাদিত

হইতে লাগিল। মহাপার্শ্ব, মহোদয় এবং বিরূপাক্ষ, এই তিন মহাবীর রাবণের আদেশে রথারোহণ পূর্বক যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন। উহাদের ঘোরতর সিংহনাদে পৃথিবী বিদীর্ণ হইতে লাগিল। করাল কৃতান্ততুল্য রাবণ শরাসন উদ্যত করিয়া, যে দ্বারে রাম ও লক্ষ্মণ, তদভিমুখে বেগগামী রথ চলাইলেন। সূর্য্য নিশ্চত, চতুর্দিক নিবিড় অন্ধকারে আবৃত, ইত্যন্ততঃ শকুনিগণ ঘোরতর চীৎকার করিতে লাগিল।

এদিকে বানরেরাও রাক্ষসগণের রথশব্দে উৎসাহিত হইয়া যুদ্ধার্থ ক্রোধভরে পরস্পর পরস্পরকে আহ্বান করিতেছে। উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাবণের স্বর্ণখচিত স্ত্রীকুম্ব শরে বানরগণ ক্ষত বিক্ষত হইতে লাগিল। উহাদের মধ্যে কাহারও মস্তক ছিন্ন, কাহারও বা জুংপিণ্ড ধগিত, কেহ চক্ষুকর্ণহীন, কেহ রক্তক্ষাসে পতিত, কাহারও বা পার্শ্বদেশ বিদীর্ণ! রাবণ ক্রোধবিবৃণ্ণিত নেত্রে যেখানে চলিলেন, তথায় বানরেরা কিছুতেই উহার শরবেগ সহ্য করিতে পারিল না।

অনন্তর মহাবীর লক্ষ্মণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সাতটা শরে রাবণের ন্মগুচিক্রিত ধ্বজছেদন করিলেন এবং সারথির কুন্তললাঙ্কত মস্তক ধ্বংস করিয়া পাঁচ শরে রাবণের করিণ্ডাকার ধনুছেদন করিলেন। ঐ সময় বিভীষণও উহার নীলমেঘাকার পর্কত-সদৃশ অশ্বসকল পদাঘাতে বিনাশ করিলেন। তখন রাবণ রথ হইতে লক্ষ প্রদান পূর্বক উহার প্রতি ক্রোধভরে দীপ্ত অশনির ত্রায় এক শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। লক্ষ্মণ বিভীষণের প্রতি ঐ মহাশক্তি নিক্ষেপ দেখিয়া, অর্দ্ধ পথেই উহা ধগু ধগু করিয়া ফেলিলেন। বানরেরা সিংহনাদ করিয়া উঠিল এবং ঐ স্বর্ণমালিনী শক্তিও ত্রিধা ছিন্ন হইয়া আকাশচূতা বিক্ষুব্ধযুক্ত অলস্ত উদ্ধার ত্রায় ভূতলে পড়িল।

তখন রাবণ ভ্রাতৃবধে উৎসাহ পরিত্যাগ করিয়া লক্ষ্মণের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্বক কহিলেন, রে বলগর্কিত! তুই যখন স্বয়ং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া বিভীষণকে শক্তি হইতে রক্ষা করিলি, তখন আমি উহাকে ছাড়িয়া ইহা তোমার প্রতিই নিক্ষেপ করিব। এই শত্রু-শোণিত-লোলুপা শক্তি আজ নিশ্চয়ই তোমার প্রাণ সংহার করিবে। এই বলিয়া, মহাবীর রাবণ ঐ অলস্ত শক্তি লক্ষ্মণের প্রতি ক্রোধভরে নিক্ষেপ পূর্বক সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। উরগরাজের জিহ্বার ত্রায় করাল শক্তি বেগে আসিয়া নির্ভীক লক্ষ্মণের বক্ষঃ ভেদ করিল এবং নিক্ষেপবেগে বক্ষ্যামধ্যে গাড়তর নিবদ্ধ হইল। লক্ষ্মণ মুচ্ছিত হইয়া

পড়িলেন। সমীপস্থ রাম উর্হাকে তদবস্থ দেখিয়া, ভ্রাতৃস্নেহবশতঃ যারপরনাই বিষণ্ণ হইলেন। তাঁহার নেত্র হইতে দরদরিত ধারায় শোকার্ত্ত বহিতে লাগিল।

ঐ সময়ে লক্ষণ মর্শ্ববেদনায় অস্থির হইয়া, বিকৃত স্বরে চীৎকার করিতে-
ছিলেন। তদর্শনে রাম আরও বিষণ্ণ ও ব্যাকুল হইলেন এবং স্র্ষেণকে
কহিতে লাগিলেন, স্র্ষেণ! ভাই লক্ষণকে রণস্থলে ধূলির উপর শয়ান
দেখিয়া, জয়শ্রী লাভও আমার প্রীতিপ্রদ হইতেছে না! এখন যুদ্ধে আমার
কাজ কি? এবং জীবনেই বা প্রয়োজন কি? আমি যখন বনবাসী হই,
তখন এই মহাবীর আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছিলেন! এক্ষণে আমিও যমলোকে
ইহার সঙ্গে সঙ্গেই যাইব। একি ছরাবস্থা ঘটিল! হা! দেশে দেশে জ্ঞী ও দেশে
দেশে বন্ধু পাওয়া যায়, কিন্তু সহোদর ভ্রাতা লাভ করা যায় না। স্র্ষেণ!
এক্ষণে লক্ষণ ব্যতীত আর আমার রাজ্যলাভে ফল কি? হা! আমি
অযোধ্যায় গিয়া, পুত্রবৎসলা অম্বা স্মিত্রাকে কি বলিব? তিনি যখন পুত্র-
শোকে আমার লাঞ্ছনা করিবেন, তখন তাহা কিরূপে সহ্য করিব? আমি
জননী কোশল্যা ও কৈকেয়ীকেই বা কি বলিব? এবং ভরত ও শত্রুঘ্ন আসিয়া
যখন আমায় জিজ্ঞাসিবেন, “তুমি লক্ষণকে সঙ্গে লইয়া বনে গমন করিলে,
কিন্তু তদ্ব্যতীত তুমি কেন প্রত্যাগত হইলে,” তখন আমি তাঁহাদিগকেই
বা কি বলিব? না জানি, পূর্ক্সজন্মে আমি কত পাপ করিয়াছিলাম, সেই
কারণে ধার্মিক লক্ষণ আজ বিনষ্ট হইয়া আমার সম্মুখে পতিত আছেন! হা!
ভ্রাতঃ! হা মহাবীর! তুমি আমায় ছাড়িয়া একাকী কেন লোকান্তরে যাও?
আমি তোমার জন্ত বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছি, তুমি কেন আমাকে
সাম্বনা করিতেছ না? এক্ষণে উঠ, চক্ষু উন্মীলন করিয়া আমায় একবার
দেখ। আমি পর্বত বা বন মধ্যে শোকার্ত্ত, প্রমত্ত ও বিষণ্ণ হইলে,
তুমিই প্রবোধ বাক্যে আমায় সাম্বনা করিতে, এখন কেন এইরূপ নীরব
হইয়া আছ?

অনন্তর স্র্ষেণ রামকে ব্যাকুল মনে এইরূপ পরিতাপ করিতে দেখিয়া
কহিলেন, মহাবীর! শ্রীমান্ লক্ষণ জীবিত আছেন। লক্ষণ প্রসারিত দেহে
শয়ান, উর্হা হৃৎপিণ্ড মুহুমূহ স্পন্দিত হতয়াতে, শ্বাস প্রশ্বাস অচুমিত
হইতেছে। প্রাজ্ঞ স্র্ষেণ রামকে এই বলিয়া হনুমানকে কহিলেন, সোম্য!
জাম্বুবান পূর্ক্সে তোমার যাহার কথা বলিয়াছিলেন, তুমি সেই ঔষধি-পর্বতে

যাও এবং তাহার দক্ষিণ শিখরে যে সকল ঔষধি জন্মিয়াছে, তাহা তুমি গিয়া শীঘ্র আনয়ন কর। অনন্তর মহাবীর হনুমান ঔষধি-পৰ্বতে উপস্থিত হইলেন এবং তন্মধ্যে ঔষধির সন্ধাননা পাইয়া ইতিকণ্ঠব্যতা চিন্তা করিতে লাগিলেন ; ভাবিলেন, আমি এই গিরিশৃঙ্গ লইয়া গ্রহণ করি। এই চিন্তা করিয়া, হনুমান পুষ্পিতবৃক্ষ-শোভিত নীলমেঘাকার ঔষধিশৃঙ্গ বারত্সয় আলোড়ন ও উৎপাটন পূৰ্ব্বক, তাহা ছই হস্তে লইয়া অন্তরীক্ষে উথিত হইলেন এবং মহাবেগে স্রবেশের নিকট উপস্থিত হইয়া উহা অবতারণ পূৰ্ব্বক বিশ্রামান্তে কহিলেন, স্রবেশ ! আমি তোমার নির্দিষ্ট ঔষধি অল্পসন্ধান করিয়াও পাই নাই, এইজন্ত সমগ্র শৃঙ্গই তোমার নিকট আনয়ন করিলাম। তখন স্রবেশ ঔষধি পেষণ পূৰ্ব্বক লক্ষণকে আঘাণ করাইলেন। লক্ষণও উহার গন্ধ আঘাণ করিবামাত্র বিশল্য ও নীরোগ হইয়া অবিলম্বে গাত্রোত্থান করিলেন। বানরেরা প্রীত মনে পুনঃ পুনঃ উহাঁর সাধুবাদ করিতে লাগিল।

এদিকে, রাক্ষসরাজ রাবণ অত্র এক রথে আরোহণ পূৰ্ব্বক, সূর্য্যের প্রতি রাহর ছায়া, রামের অভিমুখে উপস্থিত হইলেন এবং মেঘ যেমন পৰ্ব্বতে বৃষ্টিপাত করে, সেইরূপ উহাঁকে লক্ষ্য করিয়া বজ্রসার শর সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর রামও শরাসন গ্রহণ পূৰ্ব্বক উহার প্রতি দীপ্ত-পাবকতুল্য স্বর্ণখচিত শর সকল নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সময় দেবতা, গন্ধৰ্ব্ব ও কিন্নরগণ রামকে ভূতলে দণ্ডায়মান এবং রাবণকে রথোপরি অবস্থিত দেখিয়া হুঃখিত হইলেন। তখন সুররাজ ইন্দ্র মাতলিকে কহিলেন, মাতলি ! তুমি শীঘ্র রথ লইয়া রামের নিকট যাও এবং গিয়া উহাঁকে বল, “দেবরাজ আপনার নিমিত্ত এই রথ প্রেরণ করিয়াছেন।” অনন্তর রাম দেবরথকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম পূৰ্ব্বক দেহশ্রীতে সমস্ত লোক উদ্ভাসিত করিয়া তত্পরি আরোহণ করিলেন। রাম ও রাবণের রোমহর্ষণ অদ্ভুত দৈবরথ যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

রাম-রাবণের মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইল, সে যুদ্ধ দেখিয়া দেবগন্ধৰ্ব্বাদি ত্রাসিত হইলেন ! অনন্তর সুরসারথি মাতলি রামকে কহিলেন, বীর ! এক্ষণে ব্রহ্মাস্ত্র পরিত্যাগ কর। রাবণের বিনাশকাল সমুপস্থিত। মাতলি এই কথা স্মরণ করাইবামাত্র, রাম ব্রহ্মাস্ত্র গ্রহণ করিলেন। পূৰ্বে অপরিচ্ছিন্ন প্রভাবে ভগবান প্রজাপতি ত্রিলোকজয়ার্থী ইন্দ্রকে ঐ অস্ত্র প্রদান করেন। পরে রাম, মহাবি অগস্ত্য হইতে উহা অধিকার করিয়াছেন। উহা কণ্ঠ সর্পের ছায়া ভীষণ এবং

কৃতান্তবৎ উগ্রদর্শন। বানরগণ ঐ ব্রহ্মাজ্ঞ দেখিয়া আনন্দিত হইল এবং রাক্ষসেরা অবসন্ন হইয়া পড়িল। মহাবল রাম বেদোক্ত বিধানক্রমে উহা মস্তপূত করিয়া শরাসনে যোজনা করিলেন। সমস্ত প্রাণী ভীত ও পৃথিবী কম্পিতা হইয়া উঠিল। রাম ক্রোধে অধীর হইয়া রাবণের প্রতি উহা পরিত্যাগ করিলেন। বজ্রবৎ দুর্ধর্ষ, কৃতান্তের শ্রায় দুর্গিবার ব্রহ্মাজ্ঞ মহাবেগে রাবণের বক্ষে গিয়া পড়িল এবং ঝাটুতি উহার বক্ষোভেদ ও প্রাণহরণ পূর্বক রক্তাক্ত দেহে ভূগর্ভে প্রবেশ করিল। রাবণের হস্ত হইতে সহসা শর ও শরাসন ঝলিত হইয়া পড়িল ; তিনি বজ্রাহত বৃত্রাসুরের শ্রায় রথ হইতে ভীম বেগে ভূতলে পতিত হইলেন।

অনন্তর হতাবশেষ রাক্ষসগণ অনাথ হইয়া ভীত মনে দীন মুখে লঙ্কার প্রবেশ করিল। গার্বিত বানরেরা হৃষ্ট মনে রামের জয়ধ্বনি করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিল। অন্তরীক্ষে সুরভূমুভি মধুর গম্ভীর নাদে বাজিয়া উঠিল। সুখস্পর্শ স্নগন্ধ সমীরণ চতুর্দিকে বহিতে লাগিল ; রামের রথোপরি দ্বর্জ ও মনোহর পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ হইল। গগণে দেবতারা রামকে স্তব ও সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। সর্বলোকভীষণ রাবণের বধে সকলের অতিমাত্র হর্ষ উপস্থিত হইল।

অনন্তর রাক্ষসীরা রাবণের বিনাশে শোকাকুলা হইয়া অন্তঃপুর হইতে নিক্ষিপ্তা হইল। উহাদের কেশপাশ আলুলায়িত, বারবার নিবারিত হইলেও উহার ধূলিতে লুপ্তিত হইতেছে, সকলে হতবৎসা ধেমুর শ্রায় শোকাকুলা। ঐ সমস্ত রাক্ষসী লঙ্কার উত্তর দ্বার দিয়া নিক্ষিপ্তা হইয়া ভীষণ যুদ্ধ স্থানে উপস্থিত হইল। সর্বজ্যোষ্ঠা প্রিয়পত্নী মন্দোদরী, রাবণকে রামের শরে বিনষ্ট দেখিয়া ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বিলাপ করিতে লাগিলেন, হা নাথ ! তুমি ক্রোধবিষ্ট হইলে, স্বয়ং ইন্দ্র ও ভগ্নে তোমার সম্মুখে তিস্তিতে পারিত না। মহর্ষি, যশস্বী, গন্ধর্ব ও চারণগণ তোমার ভগ্নে দিগ্দিগন্তে পলায়ন করিত। তুমি আজ একজন মনুষ্যের হস্তে পরাজিত হইলে ! তুমি স্বয়ং দুঃসহ বলবিক্রমে ত্রিলোক আক্রমণ পূর্বক জয়লাভ করিয়াছিলে ; আজ কিনা একজন বনচারী মনুষ্য তোমাকে বিনাশ করিল ! তুমি স্বয়ং কামরূপী, মনুষ্যের অগম্য এই লঙ্কারীপ তোমার বাসভূমি। আজ একজন মনুষ্য তোমাকে বধ করিল ! রাক্ষসরাজ-মহিষী মন্দোদরী সজল নয়নে এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া স্নেহাবেগে রাবণের বক্ষে মুচ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। তিনি তৎকালে সন্ধ্যারাগরক্ত মেঘে

উজ্জ্বল বিদ্যাতের ছায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন উইঁার সপত্নীগণ ঘরপরনাই কাতরা হইয়া রোদন করিতে করিতে উইঁাকে ভর্তার বক্ষঃস্থল হইতে উত্থাপন পূর্বক প্রবোধ বাক্যে কহিলেন, দেবি ! লোকস্থিতি যে অনিশ্চিত, ইহা কি তুমি জান না ? এবং পুণ্যক্ষয় হইলে রাজার রাজলক্ষ্মী যে থাকেন না, ইহাও কি তুমি জান না ? রাবণের পত্নীগণ রোদ্ধদ্যমানা মনোদরীকে এই বলিয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিল।

তখন ধর্মশীল রাম বিভীষণকে কহিলেন, রাক্ষসরাজ ! আমি তোমার প্রভাবে জয়শ্রী লাভ করিয়াছি। এক্ষণে তোমার কোনরূপ প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠান করা আমার সর্বতোভাবে কর্তব্য। এই প্রসঙ্গে আমার যাহা কিছু বক্তব্য, আমি বলি। দেখ, এই রাক্ষসাধিপতি রাবণ যদিও অধার্মিক ও দুশ্চরিত্র, কিন্তু ইনি মহাবল ও মহাবীর। গুনিয়াছি যে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণও ইহাঁকে জয় করিতে পারেন নাই। এক্ষণে তুমি ইহাঁর অগ্নিসংস্কার কর। তখন বিভীষণ রাবণের অগ্নিসংস্কারে সত্ত্বর হইলেন। পরে দেহ তন্মস্যাং হইলে, তিনি কৃতস্নাত হইয়া আদ্রবস্ত্রে বিধিপূর্বক দর্ভমিশ্রিত তিলোদকে উইঁার তর্পণ করিলেন, এবং সমস্ত ত্রীলোককে পুনঃ পুনঃ সাস্থনা করিয়া প্রতিগমনে অনুরোধ করিলেন। উহার সকলে প্রস্থান করিল।

অনন্তর হনুমান আদিষ্ট হইয়া, বিভীষণের আজ্ঞা গ্রহণ পূর্বক লঙ্কাপুরীতে গমন করিলেন। তিনি বৃক্ষ-বাটিকায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, জানকী লঙ্কাসংস্কারাভাবে মলিনা এবং গ্রহভয়াতীতা রোহিণীর ছায় দীনা। তিনি লক্ষীগণে বেষ্টিতা এবং বৃক্ষমূলে নিরানন্দমনে উপবিষ্টা। তখন হনুমান নকটবর্তী হইয়া উইঁাকে অভিবাদন পূর্বক কহিলেন, দেবি ! রাম তোমার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, এবং তিনি, লক্ষণ, সুগ্রীব, সকলেই হুগ্লে আছেন। মহাত্মা রাম ও লক্ষণ বানর-সৈন্য সমভিব্যাহারে বিভীষণের সাহায্যে রাবণকে বধ করিয়াছেন। তিনি এক্ষণে নিঃশত্রু ও পূর্ণমনস্কাম।

তখন পতিব্রতা সীতা পরম শ্রীতা হইয়া বাষ্পগদগদ বাক্যে কহিতে লাগিলেন, বৎস ! তুমি আমার যে কথা শুনাইলে, তাবিয়াও আমি ইহার সমুদ্রপ কোন দেয় বস্তু দেখিতে পাই না। তোমাকে দান করিয়া স্থখিনী হইতে পারি, পৃথিবীতে এমন কিছুই দেখিতেছি না। হনুমান, জানকীর এই বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া, কৃতাজলিপুটে কহিলেন, দেবি ! তুমি ভর্তার হিতার্থিনী ও প্রিয়কারিণী। আমি তোমার নিকট প্রিয় ও মহৎ কথাই শুনিবার

প্রার্থী; ইহা ধন, রত্ন ও দেবরাজ্য হইতেও আমার পক্ষে অধিকতর। দেবি! তুমি যখন রামকে বিজয়ী ও সুস্থির দেখিতেছ, তখন ত বস্তুতই আমার দেবরাজ্য লাভ হইল।

হনুমান, রামের নিকট ফিরিয়া আসিয়া, তাঁহাকে সীতার কথা নিবেদন করিলেন। ধর্ম্মশীল রাম এই কথা শুনিয়া সহসা চিন্তিত হইলেন। তাঁহার চক্ষে জল আসিল, তিনি দীর্ঘ ও উষ্ণ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ ও চতুর্দিক নিরীক্ষণ পূর্বক বিভীষণকে কহিলেন, রাক্ষসরাজ! জানকীকে শীঘ্র আনয়ন কব। অনন্তর বিভীষণ সত্বর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, এবং স্বীয়া পুরন্দরী দ্বারা অগ্রে সীতাকে সত্বর হইতে সংবাদ দিলেন। পরে তিনি স্বয়ং সাক্ষাৎ করিয়া মন্তকে অঞ্জলিবন্ধন পূর্বক সবিনয়ে কহিলেন, দেবি! তুমি উৎকৃষ্ট অঙ্গরাগ ও অলঙ্কারে সুসজ্জিতা হইয়া যানে আরোহণ কর, তোমার মঙ্গল হউক, রাম স্বয়ং তোমায় দেখিবার ইচ্ছা করিয়াছেন।

তখন পতিব্রতা সীতা স্নানান্তে মহামূল্য বস্ত্র ও অলঙ্কার পরিয়া শিবিকায়া উঠিলেন। বিভীষণ স্ত্রীলোকবহন-যোগ্য বাহকের দ্বারা উহাকে বহুসংখ্য রক্ষক সমভিব্যাহারে রামের নিকট আনিলেন। তখন ধর্ম্মজ রাক্ষসরাজ সত্বর তত্রত্য সমস্ত লোককে স্থানান্তর করিয়া দিতে অনুজ্ঞা করিলেন। কিন্তু রাম কহিলেন, বিভীষণ! গৃহ, বস্ত্র ও প্রাকার স্ত্রীলোকের আবরণ নয়, ইহা রাজাঈশ্বর মাত্র, চরিত্রই স্ত্রীলোকের আবরণ। অতএব, তিনি শিবিকা ত্যাগ করিয়া পদব্রজেই আসুন। এই সমস্ত বানর আমার সমীপে তাঁহাকে অবলোকন করুক। বিভীষণ, রামের এই কথা শুনিয়া তাঁহার নিকট সীতাকে বিনীতভাবে আনিলেন। জানকী রামের নিকট উপস্থিতা হইলেন, এবং বিশ্বয়, হর্ষ ও স্নেহভরে ভর্তার প্রশান্ত মুখ নিরীক্ষণ করিলেন। বহুদিনের অদৃষ্ট প্রিয়তমের সেই পূর্ণচন্দ্র-সুন্দর মুখ দেখিয়া তাঁহার মনের ক্লান্তি দূর হইল, এবং হর্ষে তাঁহার মুখকান্তিও নিশ্চল চন্দ্রবৎ বোধ হইতে লাগিল।

অনন্তর রাম বিনয়াবনতা জানকীকে দেখিয়া কহিলেন, ভদ্রে! আমি সংগ্রামে শত্রুজয় করিয়া তোমাকে আনিলাম। পৌরুষে যতদূর করিতে হয়, আমি তাহাই করিলাম। আজ মহাবীর হনুমানের সমুদ্রলঙ্ঘন সার্থক, আজ স্ত্রীবেদ সংপরামর্শ ফলবান্ হইল। আর যিনি ভ্রাতাকে পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ংই আমার আশ্রয় লইয়াছেন, আজ তাঁহারও পরিশ্রম সফল হইল।

রামের এই কথা শুনিয়া জানকীর নেত্র বিস্ফারিত ও অশ্রুজলে ব্যাপ্ত হইল। তৎকালে ঐ নীলকুক্ষিতকেশা কমললোচনাকে সম্মুখে দেখিয়া লোকাপবাদ ভয়ে রামের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল। তিনি কহিতে লাগিলেন, অবমাননার প্রতিশোধ লইতে গিয়া মনুষ্যের যাহা কর্তব্য আমি তাহা করিয়াছি। আমি রাবণের ভয় হইতে জীবলোককে উদ্ধার করিয়াছি। এক্ষণে আমি নিজের সংকুলের পরিচয় দিয়া কিরূপে তোমায় পুনর্গ্রহণ করিব? তুমি যথায় ইচ্ছা, গমন কর।

জানকী রামের এই রোমহর্ষণ কঠোর বাক্য শুনিয়া করিণ্ডাওহতা লতার দ্যায় অত্যন্ত ব্যথিতা হইলেন। রামের ঐ সমস্ত বাক্য তাঁহার হৃদয়ে শল্য বিদ্ধ করিতে লাগিল। তিনি বাপ্পাকুললোচনে রোদন করিতে লাগিলেন। পরে বস্ত্রাঙ্কলে মুখ মুছিয়া মূছ ও গদগদ বাক্যে রামকে কহিলেন, তুমি যদি আমাকে পরিত্যাগ করিবে, তবে আমার অনুসন্ধানের জন্ত যখন লঙ্কায় হনুমানকে পাঠাইয়াছিলে, তখন কেন পরিত্যাগের কথা শুনাও নাই? আমি এই কথা শুনিলে সেই বানরের সমক্ষে তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিতে পারিতাম। এইরূপ হইলে, তুমি আপনাকে জীবনসঙ্কটে ফেলিয়া ঈশ্বর পাইতে না, এবং তোমার সুহৃদগণেরও অনর্থক কোন ক্লেশ হইত। রাজন্! তুমি কোপের বশীভূত হইয়া, সাধারণ জীজাতি নির্বিশেষে আমার ভাবিতেছ। কিন্তু আমার “জানকী” নাম কেবল জনকের সম্পর্কে হ, পৃথিবীই আমার জননী। এক্ষণে তুমি বিচারক হইয়াও আমার চরিত্র বলে না, বাল্যে যে উদ্দেশ্যে আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছ তাহা মানিলে না, ষং তোমার প্রতি আমার প্রীতি ও ভক্তির বিচার করিলে না!

এই বলিয়া জানকী রোদন করিতে করিতে বাপ্পগদগদ স্বরে দুঃখিত ও স্তম্ভিত লক্ষণকে কহিলেন, লক্ষণ! তুমি আমার চিত্তা প্রস্তুত করিয়া দাও, এক্ষণে তাহাই আমার ঔষধ, মিথ্যা অপবাদ সহিয়া আমি আর বাঁচিতে হি না। ভর্তা আমার গুণে অপ্রীত, তিনি সর্বসমক্ষে আমায় পরিত্যাগ করিলেন, এক্ষণে আমি অগ্নিপ্রবেশ পূর্বক দেহপাত করিব।

অনন্তর লক্ষণ চিত্তা প্রস্তুত করিলেন। তৎকালে সুহৃদগণের মধ্যে রাম ধ্বনত মুখে উপবিষ্ট। সীতা তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া অলস্ত চিত্তার নিকটস্থ হইলেন এবং দেবতাগণকে অভিবাদন পূর্বক ক্রুতাজলিপুটে অগ্নিসমক্ষে হিলেন, যদি রামের প্রতি আমার মন অটল থাকে, তবে এই লোকসাক্ষী

অগ্নি সর্বতোভাবে আমায় রক্ষা করুন। রাম সাধ্বী সীতাকে অসতী জানিতেছেন! যদি আমি সতী হই, তবে এই ঞ্জোকসাক্ষী অগ্নি সর্বতোভাবে আমায় রক্ষা করুন।

এই বলিয়া জানকী চিতা প্রদক্ষিণ পূর্বক নির্ভয়ে প্রদীপ্ত অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিলেন। আবাল বৃদ্ধ সকলেই আকুল হইয়া দেখিল, জানকী দীপ্ত চিত্তানলে প্রবেশ করিতেছেন। সেই তপ্তকাঞ্চনবর্ণা, তপ্তকাঞ্চনভূষণা সৰ্ব-সমক্ষে অলস্ত অগ্নিতে প্রবিষ্টা হইলেন। মহর্ষি, দেবতা ও গন্ধর্বগণ দেখিলেন, সেই বিশাললোচনা যজ্ঞে পূর্ণাহতির জ্বায়, অগ্নিতে প্রবিষ্টা হইলেন।

অনন্তর মূর্ত্তিমান অগ্নি জানকীকে অঙ্কে লইয়া চিতা পরিত্যাগ পূর্বক উখিত হইলেন! জানকী তরুণস্ব্যপ্রভা ও স্বর্ণালঙ্কার-শোভিতা, তাঁহার পরিধান রক্তাঙ্গুর এবং কেশকলাপ কৃষ্ণ ও কুঞ্চিত, দীপ্ত চিত্তানলের উত্তাপে তাঁহার মালা ও অলঙ্কার ম্লান হয় নাই। সর্বসাক্ষী অগ্নি ঐ সর্বসাক্ষ-স্বন্দরীকে রামের হস্তে সমর্পণ পূর্বক কহিলেন, রাম! এই তোমা জানকী, ইনি নিষ্পাপী। এই সচ্চরিত্রা বাক্য মন বুদ্ধি ও চক্ষু দ্বারা চরিত্রকে দূষিত করেন নাই। যদবধি বলদৃপ্ত রাবণ ইহাঁকে আনিয়াছে তদবধি ইনি তোমার বিরহে দীনমনে নিৰ্জ্জনে কালযাপন করিতেছিলেন ইনি অন্তঃপুরে রক্তা ও রক্ষিতা। ইনি এতদিন পরাধীনা ছিলেন, কিয় তোমাতেই ইহাঁর চিত্ত, তুমিই ইহাঁর এককাত্ত গতি। ঘোররূপা ঘোরবুদ্বি রাক্ষসীরা ইহাঁকে নানারূপ প্রলোভন দেখাইত, এবং ইহাঁর প্রতি সর্বগা তর্জন গর্জন করিত, কিন্তু ইহাঁর মন তোমাতেই অটল ছিল, এবং ইনি রাবণকে কখন চিন্তাও করেন নাই। ইহাঁর আন্তরিক ভাব বিগুহ, ইনি নিষ্পাপী। এক্ষণে তুমি ইহাকে গ্রহণ কর, আমি তোমাকে আজ্ঞা করিতেছি, তুমি কিছুমাত্র সন্দেহ করিও না।

তখন ধর্ম্মশীল রাম, ভগবান অগ্নির এই কথা শুনিয়া অতিশয় প্রীত হইলেন, এবং হর্ষব্যাকুল লোচনে কহিলেন, দেব! এক্ষণে আমি জানিনাম যে জানকীর হৃদয় অনন্তপরায়ণ, দোষ ইহাঁকে স্পর্শও করিতে পারে নাই। ইনি স্বীয় পাতিব্রত্যা তেজে রক্ষিতা, সমুদ্রের পক্ষে ঘেরূপ তীরভূমি, রাবণের পক্ষে ইনিও সেইরূপ অলজ্বা। ইনি প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার জ্বা সর্বতোভাবে তাহার অস্পৃশ্য। প্রভা ঘেরূপ স্বর্ঘ্য হইতে অবিচ্ছিন্না, সেইরূপ ইনিও আমা হইতে বিভিন্না নহেন। ত্রিলোক মধ্যে ইনি পবিত্রা। কীর্ত্তি

যে রূপ মনস্বীর অত্যজ্ঞা, ইনিও সেইরূপ আমার অপরিত্যজ্ঞা। এই বলিয়া
মহাবল বিজয়ী রাম জানকীকে গ্রহণ পূর্বক স্থখী হইলেন।*

* বিংশোত্তরশততমঃ সর্গঃ ।

বিধুয়াধ চিতাং তাস্ত বৈদেহীং হব্যবাহনঃ ।
উত্তরো মূর্ত্তিমানান্ত গৃহীত্ব জনকাস্ত্রজাম্ ॥
তরুণাদিত্যসঙ্কশাং তপ্তকাঞ্চনভূষণাম্ ।
রক্তাঘরধরাং বাল্যং নীলকুঞ্চিত মূৰ্দ্ধজাম্ ॥
অল্লিষ্টমালাভরণাং তথারূপামনিমিত্তাম্ ।
দদৌ রামায় বৈদেহীমেকৈ কৃত্বা বিভাবহুঃ ॥
অব্রবীতু তদা রামং সাক্ষী লোকস্য পাবকঃ ।
এবা তুে রাম বৈদেহী পাপমস্যাং ন বিদ্যাতে ॥
নৈব বাচা ন মনসা নৈব বুদ্ধ্যা ন চক্ষুযা ।
স্ববৃত্তা বৃত্তশৌচির্ধ্যং ন দ্ব্যমতাচরচ্ছুতা ॥
রাবর্ণেনাপনৌতৈষা বীৰ্য্যাংসিক্তেন রক্ষসা ।
তয়া বিরহিতা দীনা বিবসা নিৰ্জনে সতী ॥
রূক্ষা চাস্তঃপুৰে শুভ্রা ত্ৰিচিন্তা ত্বংপরায়ণা ।
রক্ষিতা রাক্ষসীভিঞ্চ যোরাতির্ঘোরবুদ্ধিভিঃ ॥
প্রলোভ্যমানা বিবিধং তৰ্জ্যমানা চ মৈথিলী ।
নাচিস্তয়ত তঙ্গক্ষত্বকালে নাস্তুরাস্ত্রনা ॥
বিশুদ্ধভাবাং নিস্পাপাং প্রগৃহীষ মৈথিলীম্ ।
ন কিঞ্চিদভিধাতব্য্য অহমাজ্ঞাপয়ামি তে ॥
ততঃ প্রীতমনা রামঃ ক্রৈবৈবং বদতাং বরঃ ।
দধৌ মুহূৰ্ত্তং ধৰ্ম্মাস্ত্রা হর্গব্যাকুললোচনঃ ॥
এবমুক্তো মহাতেজা ধৃতিমামুরবিব্রমঃ ।
উবাচ ত্রিদশশ্রেষ্ঠঃ রামো ধৰ্ম্মভূতাং বরঃ ॥
অবশ্যক্যপি লোকেষু সীতা পাবনমহতি ।
দীৰ্ঘকালোঘিতা হায়ং রাবণাস্তঃপুরং শুভা ॥
বালিশো বত কামাস্ত্রা দশরথাস্ত্রজঃ ।
ইতি বক্ষ্যতি মাং লোকে জানকীমবিশোধ্য হি ॥
অনন্তরুদয়াং সীতাং মাচ্ছিত্তপরিবক্ষণীম্ ।
অহমপ্য বগচ্ছামি মৈথিলীং জনকাস্ত্রজাম্ ॥
ইমামপি বিশালাক্ষীং রক্ষিতাং শ্বেন তেজসা ।
রাবণো নাতিবর্ত্তেত বেঙ্গামিব মহোদধিঃ ॥
ন চ শস্ত্রঃ সূদ্রষ্টাস্ত্রা মনসাপি হি মৈথিলীম্ ।
প্রধৰ্ষয়িতুমপ্রাণাং দীপ্তামগ্নিশিখামিব ॥
নেয়মহতি বৈরুবাং রাবণাস্তঃপুরে সতী ।
অনন্যা হি ময়া সীতা ভাস্করস্য প্রভা যথা ॥
বিশুদ্ধা ত্রিষলোকেষু মৈথিলী জনকাস্ত্রজা ।
ন বিহাতুং ময়া শক্যা কীর্ত্তিরাস্ত্রবতা যথা ॥
অবশ্যক ময়া কার্য্যং সৰ্ব্বেষাং বো বচো হিতম্ ।
শিষ্টানাম লোকনাথানামেবক বদতাং হিতম্ ॥

অতঃপর ইন্দ্রলোকগত রাজা দশরথ স্বর্গীয় বিমানযোগে রাম ও লক্ষ্মণকে দর্শন করিতে আসিলেন। রাম ও লক্ষ্মণ বিমানস্থ পিতাকে প্রণাম করিলেন। দেখিলেন, তিনি বিমলাবরধারী, এবং স্বীয় দেহশ্রীতে দীপ্যমান ! রাজা দশরথও প্রাণাধিক পুত্র রামকে দেখিয়া বারপরনাই হুষ্ট হইলেন, এবং তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া গাঢ় আলিঙ্গন পূর্বক কহিতে লাগিলেন, বৎস ! আজ লক্ষ্মণের সহিত তোমায় নিরাপদ দেখিয়া এবং তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া নীহারনির্মুক্ত হৃদয়ের জায় আমি দুঃখমুক্ত হইলাম। বৎস ! কোশল্যার মনস্কাম পূর্ণ হইল, তিনি হৃষ্টমনে তোমায় অরণ্যবাস হইতে গৃহে ফিরিয়া যাইতে দেখিবেন। পুরবাসিগণের পরম ভাগ্য, তাহার তোমায় রাজ্যে অভিষিক্ত ও রাজ্যোৎসব দেখিতে পাইবে। বৎস ! এক্ষণে তুমি ধর্মচারী, শুদ্ধস্বভাব, অমুরক্ত ভরতের সহিত গিয়া মিলিত হও, আমি এইটী দেখিতে ইচ্ছা করি। তুমি আমার প্রীতিকামনায় লক্ষ্মণ ও জানকীর সহিত নির্দিষ্ট বনবাসকাল অতিক্রম করিলে। তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইল, এবং তুমি রাবণকে বধ করিয়া দেবগণকে পরিতুষ্ট করিলে। এক্ষণে এই ছকর কার্যসাধনে যশস্বী হইয়াছ, অতঃপর রাজা হইয়া ভ্রাতৃগণের সহিত দীর্ঘজীবী হও।

তখন রাম কৃতাজ্ঞলিপুটে কহিলেন, পিতঃ ! আপনি কৈকেয়ী । ভরতের প্রতি, প্রসন্ন হউন। “আমি তোমাকে পুত্রের সহিত পরিত্যাগ করিলাম,” এই বলিয়া আপনি কৈকেয়ীকে ঘোর অভিসম্পাত করিয়াছিলেন এক্ষণে তাঁহাকে ক্ষমা করুন। রাজা দশরথ রামের বাক্যে সন্মত হইলেন এবং লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন পূর্বক কহিলেন, বৎস ! রাম প্রসন্ন থাকিলে তোমার ধর্ম লাভ হইবে, পার্থিব যশ ও স্বর্গ লাভ হইবে, এবং তুমি মহিমাযিত্ত হইয়া উঠিবে। এক্ষণে ইহাঁর শুশ্রূষা কর, তোমার মঙ্গল হউক। বৎস জানকীর সহিত ইহাঁর সেবা করিয়া তোমার ধর্ম ও যশোলাভ হইয়াছে।

পরে দশরথ কৃতাজ্ঞলিপুটে অবস্থিতা পুত্রবধূ জানকীকে মুহূর্ত্তকো কহিলেন, রাম যে তোমাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তজ্জন্ত তুমি রুষ্টা হইও না ইনি তোমার হিতার্থী, এক্ষণে কেবল তোমার শুক্লসম্পাদন উদ্দেশে এইরূপ করিয়াছেন। বৎস ! তুমি চরিত্রের পবিত্রতা ধারণ রক্ষা করিয়াছ, সেরূপ নিতান্ত ছকর, ইহা দ্বারা অন্তান্ত জীলোকের যশ অভিভূত হইয়া যাইবে। দিব্যশ্রীসম্পন্ন মহামুভব দশরথ, রাম ও লক্ষ্মণ এবং সীতাকে এইরূপ কহিয়া এবং তাঁহাদিগকে আমন্ত্রণ করিয়া বিমানযোগে ইন্দ্রলোক প্রস্থান করিলেন।

পরদিন প্রাতে বিভীষণ রামকে কহিলেন, কুবেরের পুত্রক নামে এক কামগামী উজ্জল রথ ছিল। বলবান রাবণ তাঁহাকে পরাজয় করিয়া সেই রথ অধিকার করেন। এক্ষণে তাহা ত তোমারই হইয়াছে। তুমি এই রথ দ্বারা নির্ঝিন্বে অযোধ্যায় যাইবে। এই কথা বলিয়া রাক্ষসরাজ বিভীষণ শীঘ্র রথ আনাইলেন। উহা স্বর্ণখচিত, বৈদ্যুতমণিবেদিত, বহুকুটাগার-সম্পন্ন, পাণ্ডুবর্ণ ধ্বজপতাকার শোভিত, কিল্বিনীজাল-মণ্ডিত, এবং মণি-মুক্তাময় গবাক্ষে রমণীয়! রাক্ষসরাজ বিভীষণ রথ আনাইয়া রামকে কহিলেন, রাজন্! এই রথ উপস্থিত। তখন রাম ও লক্ষ্মণ ঐ দিব্য রথ দেখিয়া যারপরনাই বিস্মিত হইলেন।

সকলে সবিশেষ সংকৃত হইলে, রাম লঙ্কানন্দমুখী সীতাকে ক্রোড়ে লইয়া ধর্ম্মধারী লক্ষ্মণের সহিত ঐ উৎকৃষ্ট বিমানে উঠিলেন, এবং সমস্ত বানর, মহাবীৰ্য্য স্ত্রীবা ও বিভীষণকে সম্মান পূর্বক কহিলেন, মিত্রের বাহা করা উচিত, তোমরা তাহাই করিয়াছ, এক্ষণে আমি তোমাদিগের সকলকে অনুজ্ঞা দিতেছি, তোমরা স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাগমন কর। স্ত্রীবা! এক্ষণে সমস্ত সৈন্য লইয়া অবিলম্বে কিল্বিন্দ্রায় যাও। বিভীষণ! আমি তোমাকে এই লঙ্কারাজ্য অর্পণ করিলাম, তুমি সচ্ছন্দে বসবাস কর। এক্ষণে আমি পিতার রাজধানী অযোধ্যায় চলিলাম, তজ্জন্ত তোমাদিগকে আমন্ত্রণ ও তোমাদিগের অনুজ্ঞা গ্রহণ করিতেছি।

রাম এইরূপ কহিলে, স্ত্রীবাদি বানরগণ এবং বিভীষণ কৃতাজ্জলিপুটে কহিলেন, রাজন্! আমরা অযোধ্যায় যাইব, তুমি আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া চল। আমরা অযোধ্যায় গিয়া স্তম্ভচিত্তে বন ও উপবনে বিচরণ করিব। পরে তোমার রাজ্যাভিষেক দেখিয়া, দেবী কোশল্যাকে অভিবাদন পূর্বক শীঘ্রই স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগত হইব। ধর্ম্মশীল রাম উহাদের এইরূপ কথা শুনিয়া কহিলেন, আমি তোমাদের শ্রায় সুহৃদগণের সহিত রাজধানীতে গিয়া যে প্রীতিলাভ করিব, ইহা ত আমার পক্ষে প্রিয় হইতেও প্রিয়তর লাভ। অতএব তোমরা শীঘ্র রথে উঠ। অনন্তর সকলে প্রীত হইয়া বিমানে উঠিলেন। বিমান রামের অনুজ্ঞা ক্রমে আকাশ পথে উখিত হইল। রাম ঐ হংসযুক্ত যানে স্তম্ভমনে কুবেরের শ্রায় শোভা পাইতে লাগিলেন। বানর, চতুর্ক ও মহাবল রাক্ষসেরা উহার মধ্যে স্তম্ভে উপবেশন করিল।

অনন্তর রাম, চতুর্দশ বৎসর পূর্ণ হইলে, পঞ্চমীতিথিতে মর্ষি ভরদ্বাজের

আশ্রমে উপনীত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্বক জিজ্ঞাসিলেন, ভগবন্! অযোধ্যানগরীতে কাহারও ত অন্নকষ্ট হয় নাই? সকলেই ত কুশলে আছে? ভরত ত প্রজাপালন করিতেছে? আমার মাতৃগণ ত জীবিতা? ভরদ্বাজ সহস্রা মুখে কহিলেন, রাম! তোমার আজ্ঞানুবর্তী জটধারী ভরত তোমার পাছকাষুগল সম্মুখে রাখিয়া স্বর্গহ ও পুরের কুশল সম্পাদন পূর্বক তোমার প্রতীক্ষায় আছেন। তুমি যখন রাজ্যচ্যুত হইয়া চীরবসনে জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত বনে যাও, তুমি যখন সর্বভোগ ও সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া স্বর্গভ্রষ্ট দেব-তার ঞ্চায় পিতৃনিদেশে ধর্মকামনায় পদব্রজে বনে যাও, তখন তোমাকে দেখিয়া আমার বড় দুঃখ হইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে তোমায় নিঃশত্রু সুসমৃদ্ধ ও সবান্ধব দেখিয়া আমি বস্তুতই সুখী হইলাম। এক্ষণে আমার শিবাগণ এস্থান হইতে অযোধ্যায় তোমার সংবাদ লইয়া যাইবে। অতঃপর আমিও তোমায় বরদান করিতেছি, তুমি অর্ঘ্য গ্রহণ কর, কল্য অযোধ্যায় যাইও।

তখন রাম মহর্ষি ভরদ্বাজের বাক্য শিরোধার্য্য করিলেন। অতঃপর রাম হনুমানকে কহিলেন, বীর! তুমি এস্থান হইতে শীঘ্র অযোধ্যায় গমন কর। পথে বনবাসী নিষাদপতি গুহককে আমার বাক্যক্রমে আমার কুশল জানাইও। তিনি আমার সদৃশ ও সখা। তিনি আমাকে গতক্লেশ, অরোগ ও কুশলী শুনিলে প্রীত হইবেন, এবং তোমাকে ভরতের বার্তা জ্ঞাপন পূর্বক অযোধ্যায় পথ দেখাইয়া দিবেন। পরে তুমি অযোধ্যায় গিয়া ভরতকে জানকী, লক্ষ্মণ ও আমার কুশল জানাইয়া কহিও, আমি পূর্ণকাম হইয়াছি। হনুমান এইরূপ আদিষ্ট হইবামাত্র মনুষ্য মূর্ত্তি ধারণ পূর্বক অবিলম্বে অযোধ্যায় যাত্রা এবং রামের আদেশ পালন করিলেন।

ভরত, হনুমানের মুখে এই কথা শুনিয়া, পর দিন প্রত্যুষে ভরদ্বাজের আশ্রমভিমুখে যাত্রা করিলেন। অনেক অশ্বারোহী ও পদাতি বহির্গত হইল। পরে রাজা দশরথের পত্নীগণ দেবী কৌশল্যা ও স্মিত্রাকে অগ্রে লইয়া যানযোগে নিজ্জাস্তা হইলেন। ধর্মশীল ভরত ব্রাহ্মণ, বণিক ও মন্ত্রিগণের সহিত যাত্রা করিলেন। অশ্বের খুরশব্দ, হস্তীর বৃংহণ, রথের ঘর্ঘর শব্দ, ও শঅহুন্মুভিরবে পৃথিবী বিচলিতা হইয়া উঠিল।

পথিমধ্যে রামের বিমান নয়নগোচর হইল। তখন আবাল বৃদ্ধ বনিতা, সকলেরই মুখে কেবল “ঐ রাম, ঐ রাম,” এই শব্দ ঞ্চতিগোচর হইতে লাগিল। উহাদিগের হর্ষধ্বনি আকাশ ভেদ করিয়া উপস্থিত হইল। সকলে

যান বাহন হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া, অন্তরীক্ষে ঘেমন চক্ষকে নিরীক্ষণ করে, সেইরূপ বিমানস্থ রামকে দেখিতে লাগিল। ভরত কৃতাজ্ঞলি হইয়া তাঁহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রামের অনুজ্ঞায় ঐ হংসশোভিত বেগবান বিমান ভূপৃষ্ঠে অবতীর্ণ হইল। রাম উহাতে ভরতকে উঠাইয়া লইলেন। ভরত দৃষ্ট হইয়া পুনর্বার তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। রাম তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া দৃষ্টমনে আলিঙ্গন করিলেন। পরে ভরত, প্রণত লক্ষ্মণকে সাদর সম্ভাষণ পূর্বক, প্রীতমনে জানকীকে অভিবাদন করিলেন। ঐ সময়ে শত্রু, ব্রাহ্ম ও লক্ষ্মণকে অভিবাদন পূর্বক, বিনীতভাবে জানকীর পাদবন্দনা করিলেন। অনন্তর রাম ও শোককুশা বিবর্ণা জানকী, কোশল্যার সন্নিহিতা হইয়া তাঁহার হর্ষবর্দ্ধন ও পাদবন্দন করিলেন। পরে রাম, স্মিত্রা কৈকেয়ী ও অস্ত্রান্ত মাতৃ-গণকে অভিবাদন করিয়া পুরোহিতের নিকট উপস্থিত হইলেন। নগর-বাসীরা কৃতাজ্ঞলিপুটে তাঁহাকে স্বাগত প্রদান করিতে লাগিল। ইত্যবসরে ধর্মশীল ভরত স্বয়ং সেই দুইখানি পাছুকা লইয়া রামের পদে পরাইয়া দিলেন, এবং কৃতাজ্ঞলি হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, আর্ধ্য ! আপনি যে রাজ্য ন্যাস্বরূপ আমার হস্তে দিয়াছিলেন, আমি তাহা আপনাকে অর্পণ করিলাম।

সকলে অযোধ্যায় উপনীত হইলে বশিষ্ঠ অস্ত্রান্ত ব্রাহ্মণের সহিত যত্নবান হইয়া জানকী ও রামকে রত্নপীঠে উপবেশন করাইলেন। পরে, তিনি এবং বিজয়, জাবালি, কাশ্যাপ, কাত্যায়ন, গোতম, ও বামদেব, স্নগন্ধী ও স্বচ্ছ সলিলে রামকে অভিষেক করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহাদের নিয়োগে প্রথমে ঋত্বিক্, ব্রাহ্মণ, ষোলটা কস্তা, মন্ত্রী, যোদ্ধা ও বণিকেরা দৃষ্টমনে রামকে সর্বৌষধিরসে অভিষেক করিলেন। পরে বশিষ্ঠ স্বর্ণখচিত ও রত্ন-মণ্ডিত সভামধ্যে রত্নপীঠে রামকে উপবেশন করাইলেন, এবং রত্নশোভিত অত্যাঙ্কল কিরীট রামের মস্তকে পরিধান করাইয়া দিলেন। ঋত্বিকেরা তাঁহার সর্লাঙ্গ বিবিধ ভূষণে ভূষিত করিলেন। শত্রুগণ তাঁহার মস্তকে ষ্ণেত ছত্র এবং সূত্রীব ও বিভীষণ তাঁহার পার্শ্বে শশাঙ্ক-ধবল ষ্ণেত চামর ধারণ করিলেন। বায়ু ইন্দ্রদেবের নিয়োগে শতপদ্মগ্রন্থিত অত্যাঙ্কল স্বর্ণমালা এবং সর্বরত্নশোভিত মণিময় মুক্তাহার তাঁহাকে প্রদান করিলেন। দেবগন্ধর্বেরা দক্ষীত ও অঙ্গরাগণ নৃত্য করিতে লাগিল। রামের অভিষেক কালে ভূমি শস্যবতী, বৃক্ষ ফলবান্ ও পুষ্প স্নগন্ধী হইল।

পরে রাম জানকীকে মণিমণ্ডিত জ্যোৎস্নাধবল মুক্তাহার, নির্মল বস্ত্র ও উৎকৃষ্ট অলঙ্কার প্রদান করিলেন। জানকী কণ্ঠ হইতে সেই হার খুলিয়া পূর্বোপকার স্মরণ পূর্বক হনুমানকে প্রদান করিতে অভিলাষিনী হইলেন এবং রামের প্রতি বারংবার দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তদর্শনে রাম তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, জানকি ! তুমি ষাহার প্রতি পরিভূষ্টা আছ, তহোকেই এই হার প্রদান কর। তখন জানকী, ষাহাতে তেজ, ধৈর্য্য, যশ, সরলতা, সামর্থ্য, বিনয়, নীতি, পৌরুষ, বিক্রম ও বুদ্ধি এই সমস্ত রিদ্ভামান, সেই হনুমানকে ঐ হার প্রদান করিলেন। পর্ত্ত য়েমন খেত মেঘে শোভিত হয়, সেইরূপ হনুমান ঐ হারে শোভিত হইলেন। পরে অস্ত্রাস্ত্র বানরগণ মৰ্য্যাদাহুসারে বসন ভূষণে সম্বাদৃত হইতে লাগিল। স্ত্রীীব, বিভীষণ, হনুমান, জাম্ববান প্রভৃতি সৰ্ব্বপ্রধান বীরগণকে রাম বহুসংখ্য ধন রত্ন ও নানাপ্রকার ভোগবস্তু দ্বারা পরিভূপ্ত করিলেন। এইরূপে সকলে দানমানে পরিভূষ্ট হইয়া, মহারাজ রামের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্বক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। কপিৰাজ স্ত্রীীব কিক্কিষ্কার যাত্রা করিলেন। ধৰ্ম্মশীল বিভীষণও স্বরাজ্য লাভ করিয়া সচিব চতুষ্ঠয়ের সহিত লঙ্কায় প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর উদারস্বভাব নিঃশক্ৰ ধৰ্ম্মবৎসল রাম হৃষ্টমনে রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হইয়া লক্ষণকে কহিলেন, বৎস! মমু প্রভৃতি পূর্বরাজগণ চতুরঙ্গ সৈন্তের সহিত যে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তুমি আমার সহিত সেই রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হও, এবং পূর্বে তাঁহারা যৌবরাজ্যের যে ভার বহন করিয়াছেন, তুমিও সেই ভার বহন কর। লক্ষণ রামের এইরূপ অমুনয় ও নিয়োগ বাক্যে কিছুতেই যৌবরাজ্যের ভারগ্রহণে সম্মত হইলেন না। তখন রাম ভরতকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। রামের রাজ্যকালে সমস্ত জনপদ দম্ভ্যভয়শূন্য ছিল এবং কাহারও কোন অনর্থ ঘটিত না। তৎকালে সকলেই হৃষ্ট ও সকলেই ধৰ্ম্মপরায়ণ ছিল। রামের প্রতি স্নেহবশতঃ কেহ কাহারও অনিষ্ট করিবার চেষ্টা পাইত না। লোক সকল বহু পুণ্ড্র পরিবৃত্ত ছিল। সকলেই নীরোগ ও নিঃশোক, বৃক্ষে ফলমূল ও পুষ্প জন্মিত। পৰ্জ্জদেব প্রচুর জল বর্ষণ করিতেন এবং বায়ু অতিমাত্র স্পর্শ ছিল। সকলে স্বকর্মে সন্তুষ্ট থাকিয়া স্বকর্মেই প্রবৃত্ত হইত। প্রজারা ধৰ্ম্মপরায়ণ ছিল এবং কেহই মিথ্যা কহিত না।

রাম রাজ্যে অধিকার করিলে একদা মুনিগণ তাঁহাকে অভিনন্দন করিবার জন্ত আগমন করিলেন। মহর্ষি কৌশিক ও কণ্ঠ প্রভৃতি পূর্বদিক হইতে, ভগবান অগস্ত্য ও অত্রি প্রভৃতি দক্ষিণদিক হইতে, ভগবান কৌশেয় প্রভৃতি পশ্চিমদিক হইতে, এবং ভগবান বশিষ্ঠ, কশ্যপ, বিশ্বামিত্র, গৌতম, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ ও সপ্তর্ষিগণ উত্তরদিক হইতে আগমন করিলেন। প্রাতঃস্ব্যাকান্তি ঋষিগণ রাজসভায় প্রবেশ করিয়া মর্যাদানুসারে উপবেশন করিলে রাম উইদগের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। মহর্ষিগণ কহিলেন, রাজনু! আমরা সোভাগ্যক্রমে যখন তোমাকে নিঃশত্রু ও কুশলী দেখিতেছি, তখন আমাদের কুশল। আমাদের পরম ভাগ্য যে, রাবণ সবংশে বিনষ্ট হইয়াছে! আজ আমরা জানকীর সহিত তোমাকে বিজয়ী দেখিতেছি, এবং হিতকারী লক্ষণ ও মাতৃগণের সহিত তোমাকে সুখী দেখিতেছি। অতএব আমরা তোমাকে অভিনন্দন করিতে আসিয়াছি। ঋষিগণ এইরূপ নানারূপ বাক্যালাপ করিয়া বিদায় লইলেন।

অনন্তর একদা মহারাজ রাম মধ্যাহ্নকালে উপবিষ্ট হইলে অনেক বিচক্ষণ লোক আসিয়া তাঁহার চতুর্দিক বেঠেন এবং নানা কথার প্রশ্ন পূর্বক হস্ত পরিহাস করিতে লাগিল। এই অবসরে মহারাজ রাম জিজ্ঞাসিলেন, ভদ্র! এখন নগরে কি কি জল্পনা হইয়া থাকে? গ্রাম ও নগরবাসীরা আমার বিষয় কি বলিয়া থাকে? সীতা সংক্রান্ত কোন কথা হয় কি না? সকলে ভরত, লক্ষণ ও শত্রুঘ্নের বিষয় কি বলে? এবং মাতা কৈকেয়ীর কথাই বা কি হয়? দেখ, রাজার কথা লইয়া, কি বন, কি নগর, সর্বত্রই আন্দোলন হইয়া থাকে। ভদ্র কৃতাজ্জলিপুটে কহিলেন, মহারাজ! পুরবাসীরা, আপনার কোন প্রশ্ন উত্থিত হইলে, সর্বদা ভালই বলিয়া থাকে। তাহারা এই রাবণবধ-জনিত জয়ের কথা অনেক করিয়া বলে। রাম কহিলেন, ভদ্র! পুরবাসীরা ভাল মন্দ উভয় প্রকারের কথা কিরূপ কহিয়া থাকে, তুমি যথাযথ্যতঃ তাহাই বল, শুনিয়া ভালটা অমূল্য করিব, এবং মন্দটা পরিত্যাগ করিব। তুমি নির্ভয়ে বিশ্বস্তচিত্তে অসঙ্কোচে সমস্তই বল।

তখন ভদ্র সাবধান হইয়া কৃতাজ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! পুর-

ষাঙ্গীরা বনে উপবনে এবং পথে ঘাটে ভাল মন্দ যে সমস্ত কথা কহে কহিতেছি, শুনুন। তাহারা কহিয়া থাকে, মহারাজ রাধ সমুখে সেতুবন্ধন করিয়াছেন, এই কার্য অতি দুষ্কর, আমরা কখন শুনি নাই যে পূর্বরাজগণ এবং দেবদানবও ইহা পারিয়াছেন। রাম দুর্জয় রাবণকে বলবাহনের সহিত বিনষ্ট এবং রাক্ষসগণের সহিত ভল্লক ও বানরদিগকে বশীভূত করিয়াছেন। তিনি রাবণবধের পর সীতাকে উদ্ধার করেন, এবং ঈর্ষাকে গৃষ্ঠে রাখিয়া তাঁহাকে পুনরায় গৃহেও আনিয়াছেন। জানি না, রামের হৃদয়ে সীতা-সন্তোষ-স্বথ কিরূপ প্রবল। রাবণ সীতাকে বলপূর্বক লইয়া যায় এবং লঙ্কায় গিয়া তাঁহাকে অশোক বনে রাখে। সীতা রাক্ষসদিগের বশীভূতা ছিলেন। জানি না, রাম কেন তাঁহাকে ঘুগার চক্ষে দেখিলেন না! রাজার যেরূপ আচরণ, প্রজারাও তাহারই অনুকরণ করিয়া থাকে। অতঃপর স্ত্রীর এইরূপ ব্যতিক্রম ঘটিলে আমরাও সহিয়া থাকিব। রাজন্! আপনার সংক্রান্ত কথা উপস্থিত হইলে গ্রাম নগর সর্বত্রই সকলেই এইরূপই কহিয়া থাকে।

তখন রাম এই কথা শুনিবামাত্র অতিশয় কাতর হইলেন, এবং সুহৃদগণকে কহিলেন, তোমরা বল, এই কথা সত্য কি না? তখন সকলে ভূমিষ্ঠ হইয়া রামকে অভিবাदन পূর্বক কহিল, রাজন্! ভদ্র বাহা কহিলেন, ইহার কিছুই অলীক নহে। অনন্তর রাম, সুহৃদগণকে বিসর্জন করিয়া বুদ্ধিবলে কার্য নিৰ্ণয় পূর্বক সমুখে আসীন ঘোষারিককে কহিলেন, তুমি শীঘ্র লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্নকে আমার নিকট আনয়ন কর।

পরে, শুক্লাধরধারী বিনীত কুমারগণ কৃতাজ্জলিপুটে রামের নিকট উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, রামের মুখ রাহগ্রস্ত চন্দ্রের স্থায়, সন্ধ্যাকালীন সূর্যের স্থায়, ও শোভাহীন পদ্মের স্থায় মলিন, এবং নেত্রযুগল বাষ্পে পরিপূর্ণ। তদর্শনে উহারা বিবল হইয়া সত্তর তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। রাম সজলনয়নে উঁহাদিগকে উত্থাপন ও আলিঙ্গন পূর্বক বসিবার অনুমতি দিয়া কহিলেন, ভ্রাতৃগণ! তোমরাই আমার জীবনসর্বস্ব, তোমাদের কৃত রাজ্য আমি পালন করিতেছি এইমাত্র, বস্তুতঃ তোমরাই রাজা। তোমরা শাস্ত্রজ্ঞানের অমুরূপ কার্য কর, এবং তোমরা বুদ্ধিমান। এক্ষণে আমি বাহা কহিব, তোমরা সকলেই তাহার অনুসরণ কর। পুরবাসিগণের মধ্যে সীতা সংক্রান্ত যেরূপ কথা রটিয়াছে, তাহা তোমরা শুন। গ্রাম ও নগর মধ্যে আমার অত্যন্ত অপবাদ হইয়াছে, তজ্জন্ত আমি মর্মে যারপরনাই আঘাত পাইয়াছি।

দেখ, মহাত্মা ইক্ষাকুর বংশে আমার জন্ম, সীতারও মহাত্মা জনকের কুলে জন্ম। আমার অন্তরাত্মা জানে জানকী সচরিত্রা। কিন্তু এক্ষণে আমার এই অপবাদ শ্রবণে আমার হৃদয়ে বড় আঘাত লাগিয়াছে। কীর্ত্তির জন্তই মহাজনদিগের চেষ্টা। সীতার কথা কি, আমি অকীর্ত্তি ভয়ে নিজের প্রাণও পরিত্যাগ করিতে পারি। এক্ষণে আমি অকীর্ত্তি-জনিত শোকসাগরে পতিত হইয়াছি। অতএব, ভাই লক্ষ্মণ! তুমি কল্য প্রভাতেই স্নমন্ত্রচালিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক সীতাকে লইয়া অত্র দেশে পরিত্যাগ করিয়া আইস। গঙ্গার পরপারে তমসার তীরে মহাত্মা বাল্মীকির দিব্য আশ্রম আছে। তথায় জানকীকে কোন নির্জন স্থানে শীঘ্র পরিত্যাগ করিয়া আইস। আমার কথা রাখ, তুমি জানকীর জন্ত আমায় কোন অনুরোধ করিও না। পূর্ব্বে সীতা আমার কহিয়াছিলেন, “আমি গঙ্গাতীরে আশ্রম সকল দেখিব,” এখন তাঁহার সেই মনোরথ পূর্ণ কর।

অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলে লক্ষ্মণ শুষ্কমুখে দীনমনে স্নমন্ত্রকে কহিলেন, স্নমন্ত্র! রাজার আদেশ, তুমি রথে দ্রুতগামী অশ্ব সকল যোজনা করিয়া তন্মধ্যে দেবী সীতার জন্ত আসন প্রস্তুত করিয়া দেও। আমি রাজার আদেশ ও অনুজ্ঞাক্রমে সংকল্পশীল ঋষিগণের আশ্রমে সীতাকে লইয়া যাইব। অতএব তুমি শীঘ্র রথ আনয়ন কর। স্নমন্ত্র বথাজ্ঞা বলিয়া সুদৃশ্য রথে সুবশয্যা রচনা ও অশ্ব যোজনা করিয়া আনিলেন।

তখন লক্ষ্মণ রাজগৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক সীতার নিকট গিয়া কহিলেন, দেবি! মহারাজ তোমার অনুরোধ বাক্যে সম্মত হইয়াছেন। এক্ষণে তিনি তোমায় গঙ্গাতীরে ঋষিগণের আশ্রমে লইয়া যাইতে আমার আজ্ঞা দিয়াছেন। মহারাজের আজ্ঞাক্রমে আমি তোমাকে ঋষিসেবিত অরণ্যে শীঘ্রই লইয়া যাইব। সীতা প্রস্থানের উপক্রম করিয়া কহিলেন, বৎস! আমি এই সমস্ত মহামূল্য বস্ত্র ও অলঙ্কার মুনিপত্নীদিগকে দান করিব। তখন লক্ষ্মণ সীতার কথায় অনুমোদন করিয়া তাঁহার সাজতে রথে উঠিলেন এবং রামের অনুজ্ঞা শ্রবণ পূর্ব্বক দ্রুতবেগে যাইতে লাগিলেন।

সেদিন সীতা ও লক্ষ্মণ গোমতীতীরস্থ আশ্রমে রাত্রিবাস করিয়া প্রভাতে পুনরায় রথে আরোহণ করিয়া যাইতে লাগিলেন। অল্প দিবসেই পথ অতিক্রম করিলে পর, গঙ্গা দৃষ্টিগোচর হইল। লক্ষ্মণ গঙ্গা নিরীক্ষণ করিবামাত্র হৃৎকম্পিত-মনে মুজকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। জানকী তাঁহার কাতর দেখিয়া

নিরীক্ষাতিশয় সহকারে জিজ্ঞাসিলেন, বৎস! তুমি আমার চিরপ্রার্থিত গঙ্গাতীরে আসিয়া কেন রোদন করিতেছ? হর্ষের সময় তুমি কেন আমার বিষণ্ণ করিতেছ? তুমি নিয়তই রামের নিকট থাক, আজ দুই রাত্রি তাঁহাকে দেখিতে পাও নাই বলিয়া কি এইরূপ শোকাকুল হইতেছ? রাম আমারও প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়, কিন্তু আমি তোমার ঋণ শোকাকুল হই নাই। এক্ষণে তুমি এইরূপ অধীর হইও না। তুমি আমাকে গঙ্গাপার কর এবং তাপসগণকে দেখাইয়া দেও। আমি তাঁহাদিগকে বস্ত্রালঙ্কার প্রদান করিব। পরে তাঁহাদিগের আশ্রমে এক রাত্রি বাস করিয়া তাঁহাদিগকে অভিবাদন পূর্বক অযোধ্যায় যাইব। দেখ আমারও সেই বিশালবক্ষ ক্রোধদর পদ্মপলাশলোচন রামকে দেখিবার নিমিত্ত মন চঞ্চল হইয়াছে। অনন্তর লক্ষণ চক্ষের জল মুছিয়া নাবিকদিগকে আহ্বান করিলেন। নাবিকেরা নৌকা প্রস্তুত করিল।

অনন্তর লক্ষণ নিষাদোপনীত সুসজ্জিত বিস্তীর্ণ নৌকায় অগ্রে জানকীকে তুলিয়া পশ্চাৎ স্বয়ং আরোহণ করিলেন। পরে সুমন্তকে রথের সহিত অপেক্ষা করিতে বলিয়া শোকাকুল মনে নাবিকদিগকে কহিলেন, তোমরা নৌকা লইয়া যাও। ক্রমশঃ তিনি অপর পারে উপস্থিত হইলেন, এবং সজল নয়নে কৃতাজলিপুটে সীতাকে কহিলেন, দেবি! আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। আর্য্য রাম ধীমান হইলেও যখন এই কার্য্যে আমার নিয়োগ করিয়াছেন, তখন আমি লোকের নিকট অবশ্যই নিন্দনীয় হইব। আজ আমার মৃত্যুই পরম শ্রেয়ঃ। তুমি প্রসন্ন হও, আমার অপরাধ লইও না। এই বলিয়া লক্ষণ কৃতাজলিপুটে ভূতলে পতিত হইলেন।

তখন জানকী লক্ষণকে কহিলেন, বৎস! আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, প্রকৃত কথা কি আমার খুলিয়া বল। তোমাকে কেন এইরূপ উদ্ভিগ্ন দেখিতেছি? মহারাজ তো কুশলে আছেন? তিনি কি কোন বিষয়ে তোমায় অনুরোধ করিয়াছেন, তজ্জন্মই কি তোমার অন্ততাপ? আমি আজ্ঞা করিতেছি প্রকৃত কথা কি তুমি আমার সমস্ত বল।

লক্ষণ অনর্গল অশ্রু বিসর্জন পূর্বক দীনমনে অধোবদনে কহিলেন, দেবি! গ্রাম ও নগরে তোমার যে দারুণ অপবাদ রটিয়াছে, মহারাজ সভ্যমধ্যে তাহা শুনিয়া সন্তপ্তমনে গৃহপ্রবেশ করিলেন। তুমি নিদোষী প্রমাণিত হইয়াছিলে, তথাপি মহারাজ অপকলঙ্ক ভয়ে তোমায় পরিত্যাগ করিলেন। এক্ষণে

রাজার আদেশে আমি তোমাকে আশ্রমের প্রান্তভাগে পরিত্যাগ করিয়া যাইব। এই জাহ্নবীতীরে ব্রহ্মর্ষিগণের এই পবিত্র ও রমণীয় তপোবন, যশস্বী মহর্ষি বাসীকি আমার পিতা দশরথের পরম বন্ধু। তুমি সেই মহাত্মার চরণছায়ায় আশ্রয় লইয়া বাস কর। তুমি পাতিব্রত অবলম্বন এবং রামকে হৃদয়ে ধারণ পূর্বক একাগ্রমনে কালযাপন কর।

জনকনন্দিনী সীতা লক্ষ্মণের এই দারুণ কথা শুনিয়া হুঃখিতমনে মূচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তিনি ক্ষণকালের পর সংজ্ঞা লাভ করিয়া জলধারাকুল লোচনে দীনবদনে কহিতে লাগিলেন, লক্ষ্মণ! বিধাতা আমার এই দেহ নিশ্চয় হুঃখ ভোগের নিমিত্তই সৃষ্টি করিয়াছিলেন। আমি কেবল হুঃখেরই মুখ দেখিতেছি। আমি পূর্ব জন্মে এমন কি পাপ করিয়াছিলাম যে আমি শুদ্ধচারিনী পতিপরায়ণা হইলেও মহারাজ আমায় পরিত্যাগ করিলেন? পূর্বে আমি পতি পার্শ্ববর্তিনী থাকিয়াই বনবাসের সকল কষ্ট সহিয়াছিলাম, এক্ষণে আমি একাকিনী কিরূপে এই আশ্রমে থাকিব? হুঃখ উপস্থিত হইলে আর তাহার নিকট হুঃখের সমস্ত কথা বলিব? মুনিগণ আমায় যখন জিজ্ঞাসিবেন, হায়া রাম কি জন্ত তোমায় পরিত্যাগ করিলেন, তুমি এমন অসৎ কার্য্যই কি করিয়াছিলে, তখন আমি তাঁহাদিগকে কি কহিব? লক্ষ্মণ! আমি রাজ জাহ্নবীর জলে প্রাণত্যাগ করিতাম যদি না আমার গর্ভে রামের রাজ-ংশধর সন্তান বিনষ্ট হইত। এক্ষণে যেরূপ তাহার আজ্ঞা তুমি তাহাই কর। এই হুঃখিনীকে পরিত্যাগ করিয়া যাও, রাজার আদেশ পালন কর। বৎস! তুমি আমার হইয়া স্বশ্রুগণের চরণে নিকীর্ণশেষ প্রণাম করিয়া সকলকে কুশল জিজ্ঞাসা করিও। পরে সেই ধর্ম্মনিষ্ঠ মহারাজকে কুশল প্রশ্নপূর্বক অভিবাদন করিয়া কহিও আমি যে শুদ্ধচারিনী, তোমার প্রতি একান্ত ভক্তিমতী, এবং তোমার নিরত হিতকারিনী, তুমি তাহা যথাধৈর্য জান। আর কেবল লোক-নিন্দা ভয়ে যে তুমি আমায় পরিত্যাগ করিলে তাহাও আমি জানি। মহারাজ! আমার প্রাণ যদি যায় তজ্জন্ত আমি কিছুমাত্র অগ্নুতাপ করি না। কিন্তু পৌরজনের নিকট তোমার যে অপযশ ঘটয়াছে বাহাতে তাহা ক্ষালন হয় তুমি তাহাই কর। স্ত্রীলোকের পতিই পরম দেবতা, পতিই বন্ধু, এবং পতিই গুরু। অতএব তুচ্ছ প্রাণ দিলেও যদি পতির মঙ্গল হয় স্ত্রীলোকের তাহাই কর্তব্য। লক্ষ্মণ এই কথা তুমি মহারাজকে এইরূপ কহিবে।

তখন লক্ষ্মণ দীনমনে সীতার চরণে প্রণাম করিলেন। তাহার বাক্যস্মৃতি

করিবার শক্তি নাই। তিনি মুক্তকণ্ঠে রোদন করিয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন। তৎপর লক্ষণ জানকীকে প্রণাম করিলেন এবং পুনরায় নৌকায় উঠিয়া নান্নিককে যাইতে আদেশ করিলেন। পরে অবিলম্বে গঙ্গার আর পারে গিয়া শোকহুঃখে বিমোহিত হইয়া রথে উঠিলেন। এদিকে সীতা অনাথার ভ্রায় পূর্বপারে ধূলিতে লুপ্তিত হইতেছেন, লক্ষণ পুনঃ পুনঃ ফিরিয়া তাঁহাকে নিরীক্ষণ পূর্বক গমন করিতে লাগিলেন। জানকীও পুনঃ পুনঃ লক্ষণকে দেখিতে লাগিলেন। যে পর্য্যন্ত রথ দেখিতে পান, দেখিলেন। পরে উদ্বেগ ও শোক তাঁহাকে বিমোহিত করিল। ঐ পতিব্রতা কোন আশ্রয় দেখিতে না পাইয়া, ঐ বনমধ্যে হুঃখভরে মুক্ত স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ঋষিকুমারেয়া বনমধ্যে সীতাকে রোদন করিতে দেখিয়া মহাত্মা বায়ীকির নিকট ধাবমান হইলেন, এবং তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়া কহিলেন, ভগবন্! কোন একটা স্ত্রী শোকমোহে কাতর হইয়া বিকৃতাননে আর্তনাদ করিতেছেন, আমরা তাঁহাকে কখন দেখি নাই। তিনি সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ভ্রায় সুরূপা। তিনি কোন মহাত্মার পত্নী হইবেন। চলুন আপনি গিয়া তাঁহাকে দেখিবেন। তিনি যেন আকাশচ্যুত কোন দেবতা। আমরা দেখিয়া আসিলাম তিনি নদীতীরে শোকহুঃখে আকুল হইয়া কাঁদিতেছেন।

তখন ধর্ম্মজ্ঞ মহর্ষি বায়ীকি তপোবললব্ধ দিব্য চক্ষুঃপ্রভাবে সমস্তই বুঝিতে পারিলেন, এবং বুদ্ধিবলে কাণ্ডনির্ণয় করিয়া জানকীর নিকট দ্রুত-পদে চলিলেন। অনন্তর তিনি জাহ্নবীর তীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, রামের প্রিয়পত্নী জানকী অনাথার ভ্রায় আর্তস্বরে রোদন করিতেছেন। তদৃষ্টে বায়ীকি মধুর বাক্যে তাহাকে পুলকিত করিয়া কহিলেন, বৎসে! তুমি রাজা দশরথের পুত্রবধূ, রামের প্রিয় মহিষী, ও রাজর্ষি জনকের কণ্ঠা, আমি তাহা জানিয়াছি। তুমি যে শুদ্ধস্বভাবা তাহাও আমি জানি। এক্ষণে তুমি আশ্বস্ত হও। অতঃপর আমার সন্নিধানে তোমায় অবস্থান করিতে হইবে। আমার এই আশ্রমের অদূরে তাপসীরা তপোমুষ্ঠান করেন। তাঁহারা নিয়ত কণ্ঠান্নেহে তোমায় পালন করিবেন। এক্ষণে তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া স্বর্গহের ভ্রায় আমার এই আশ্রমে থাক, কিছুমাত্র বিষন্ন হইও না। জানকী মহর্ষি বায়ীকির এই আশ্বাসকর কথা শ্রবণ পূর্বক তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, তপোধন! আমি আপনারই আশ্রয়ে থাকিব।

অনন্তর বান্ধীকি আশ্রমভিত্তিমুখে চলিলেন। জামকীও কুতাজলি হইয়া উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। মুনিপত্নীরা জানকীর সহিত মহর্ষিকে আসিতে দেখিয়া প্রত্যাশমন পূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, তপোধন ! বলুন, আপনাদের সহিত ইনি কে আসিতেছেন ? বান্ধীকি কহিলেন, তাপসীগণ ! ইনি ধীমান্ রামের মহিষী, রাজা দশরথের পুত্রবধূ এবং রাজর্ষি জনকের দুহিতা সীতা। ইনি নিম্পাপ কিন্তু রাম ইহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। এক্ষণে ইনি আমার প্রতিপাল্য। তোমরা ইহাকে বিশেষ স্নেহে সর্বদাই দেখিবে। এই বলিয়া বান্ধীকি মুনি পত্নীদিগের হস্তে পুনঃ পুনঃ জানকীকে অর্পণ পূর্বক শিষ্যগণের সহিত স্বীয় আশ্রমপদে পুনরাক্ষ প্রবেশ করিলেন।

জানকী আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন, এবং যথা সময়ে কুশীলব ছই পুত্র প্রসব করিয়া তাহাদিগকে লালন পালন করিতে লাগিলেন। কয়েক বৎসর এইরূপে অতিবাহিত হইল। অনন্তর রাম অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদনের সঙ্কল্প করিলেন। অশ্ব উন্মুক্ত হইল। লক্ষণ ঋত্বিক্গণের সহিত উহার রক্ষা বিধানার্থ নিযুক্ত হইলেন। রাম অশ্ব উন্মুক্ত করিয়া সসৈন্যে নৈমিষক্ষে গমন করিলেন, এবং অদ্ভুত যজ্ঞস্থান দর্শনে অতিশয় হত্ব হইলেন। ঐ সময়ে দেশ দেশান্তর হইতে রাজারা আসিয়া তাঁহাকে নানারূপ উপহার দিতে লাগিলেন। যজ্ঞানুষ্ঠানকালে কাহাকেও দীন হীন ও মলিন দৃষ্ট হইল না। সকলেই হত্ব পুষ্ট। যে স্রবণের প্রার্থী সে স্রবণ পাইল। যে ধনের প্রার্থী সে ধন পাইল, যে রত্নের প্রার্থী সে রত্ন পাইল। ঐ যজ্ঞক্ষেত্রে নিরন্তর দীর্ঘমান ধন রত্ন ও বস্ত্রের পরিত প্রমাণ স্তূপ চতুর্দিকে দৃষ্ট হইতে লাগিল।

এই অশ্বমেধ যজ্ঞে মহর্ষি বান্ধীকি শিষ্যগণের সহিত উপস্থিত হইলেন। তিনি এই অত্যশ্চর্য্য যজ্ঞ দর্শন করিয়া যথায় ঋষিগণ বাস করিয়া আছেন সেই স্থানে একটা কুটার আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই অবসরে তিনি শিষ্য কুশীলবকে আহ্বান পূর্বক কহিলেন, দেখ তোমরা গিয়া পবিত্র ঋষিক্ষেত্র, বিপ্রালয়, রাজমার্গ, অভ্যাগত রাজগণের গৃহ, রাজ দ্বার, যজ্ঞস্থান, এবং বিশেষতঃ যজ্ঞদীক্ষিত ঋষিগণের নিকট পরম উৎসাহে সমগ্র রামায়ণ কাব্য গান কর। এই কুটারে এই সমস্ত পরিত্যক্ত স্মৃষ্টি কলমূল আছে, তোমরা ইহাই ভক্ষণ পূর্বক সর্বত্র ঘন করিয়া বেড়াও।

যদি রাজা রাম গীত শ্রবণের নিমিত্ত উপবিষ্ট ঋষিগণের মধ্যে তোমাদিগকে আহ্বান করেন, তাহা হইলে তোমরা তথায় গিয়া রামায়ণ গান করিও আমি পূর্বে যেরূপ দেখাইয়া দিয়াছি তদনুসারে তোমরা প্রতিদিন শ্লোক-বহুল বিংশতিসর্গমাত্র গান করিও। ধনতৃষ্ণায় অন্তমাত্রও লুক্ক হইও না। যাহাদের আশ্রমে বাস ও ফলমূল আহার, ধনে তাহাদিগের কি হইবে? যদি রাম তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা কাহার পুত্র, তখন বলিও আমরা বান্দীকির শিষ্য। এই তোমাদের স্তমধুর বীণা, বীণাদণ্ডে এই সমস্ত ষড়্জাদি স্বরোদ্ভাবক স্থান, তোমরা মুচ্ছনা সহকারে অক্লেশে গান করিও দেখ, রাজা ধর্ম্মানুসারে সকলেরই পিতা। তোমরা তাঁহাকে অবজ্ঞা না করিয় আদি কাণ্ড হইতে গান আরম্ভ করিও। তোমরা কল্যা প্রভাতে হৃষ্টমনা হইয়া তন্ত্রীলয়যোগে গান আরম্ভ করিও। উদারহৃদয় মহর্ষি বান্দীকি শিষ্য-দ্বয়কে এইরূপ আদেশ করিয়া মোনাবলম্বন করিলেন। কুশীলবও তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া রাত্রি যাপন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রজনী প্রভাত হইল। কুশীলব কৃতজ্ঞান হইয়া হোম সমাপন পূর্ব্বক মহর্ষি বান্দীকির প্রদর্শিত স্থানে গিয়া গান আরম্ভ করিলেন। রাম এই বালকদ্বয়ের মুখে এই অপূর্ব্ব পূর্ব্ব চরিত গীতি শ্রবণ করিয়া যারপক-নাই কোতুহলাবিষ্ট হইলেন। সঙ্গীত শুনিবার জন্য শ্রোতৃগণের মধ্যে তুমুল কোলাহল উথিত হইল। ঐ দুই মুনিবালক সকলকে পুলকিত করিয় গান আরম্ভ করিলেন। গীত আলৌকিক ও মধুর। শুনিয়া শ্রোতৃগণের শ্রবণেচ্ছা ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। মুনি ও রাজগণ অতিশয় হৃষ্ট হইয়া ঐ দুই গায়ককে মুহুমূহঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। বোধ হইল যেন সকলে তাঁহাদিগকে চক্ষু দ্বারা পান করিতেছেন। তৎকালে সকলে পরস্পর এইরূপ কহিতে লাগিলেন, দেখ এই দুই মুনিবালক সর্বাংশে মহারাজ রামেরই অনুরূপ, যেন সূর্য্যবিষ হইতে দ্বিতীয় সূর্য্যবিষ উদ্ধৃত হইয়াছে। যদি ইহার জটাবল্লভধারী না হইত, তাহা হইলে আমরা রামের সহিত ইহাদের ইতরবিশেষ কিছুই বুঝিতে পারিতাম না।

মুনিবালকেরা পূর্ব্বসর্গ নারদোক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া বিংশতি সর্গ পর্য্যন্ত গান করিলেন। ভ্রাতৃবৎসল রাম অপরাহ্নে এই বিংশতি সর্গ শ্রবণ করিয়া ভ্রাতৃগণকে কহিলেন, তোমরা এই দুই বালককে অষ্টাদশ সহস্র নিধ এবং আরও যাহা ইহাদিগের অভীষ্ট শীঘ্রই প্রদান কর। লক্ষ্মণ রামের

আদেশমাত্র উহাদের প্রত্যেককে তাবৎ পরিমাণ অর্থপ্রদান করিলেন। কিন্তু কুশীলব অর্থ গ্রহণে অসম্মত হইলেন এবং বিস্মিত হইয়া কহিলেন, অর্থ লইয়া আমাদের কি হইবে? আমরা বনবাসী, বস্ত্র ফলমূলে দীনপাত করিয়া থাকি, অর্থ লইয়া আমাদের কি হইবে?

মুনিবালকেরা কহিলেন, রাজন্! ভগবান বাম্বীকি এই কাব্যের রচয়িতা, ইহার শ্লোকসংখ্যা চতুর্দশশতি সহস্র এবং উপাখ্যান একশত। ইহাতে আদি হইতে পাঁচ শত সর্গ, ছয় কাণ্ড, এবং উত্তরাকাণ্ডও নিবদ্ধ আছে। আমাদের গুরু মহর্ষি বাম্বীকি এই কাব্যে আপনারই চরিত্র রচনা করিয়াছেন। আপনার জীবনকালের বাহা কিছু শুভাশুভ ঘটনা ইহাতে তৎসমুদায় বর্ণিত আছে। এক্ষণে এই কাব্য শ্রবণে যদি আপনার ইচ্ছা থাকে তাহা হইলে আপনি দ্রাতৃগণের সহিত শ্রবণ করুন। তখন মহারাজ রাম ঐ দুই মুনিবালকের বাক্যে সন্মত হইয়া হৃষ্টমনে মহর্ষি বাম্বীকির নিকট গমন করিলেন, এবং অশ্রান্ত মুনি ও রাজগণের সহিত এই গীতমাধুর্য্য শ্রবণে পুলকিত হইয়া কর্ণশালায় প্রবিষ্ট হইলেন।

রাম বহুদিন ধরিয়া, মুনি ও রাজগণের সহিত কুশীলবের মুখে এই মধুর রামায়ণ গান শ্রবণ করিলেন, এবং এই গীতিপ্রসঙ্গে কুশীলব সীতারই গর্ভজাত ইহা জানিতে পারিয়া দূতগণকে সভামধ্যে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, তোমরা ভগবান বাম্বীকির নিকট গিয়া আমার বাক্যানুসারে বল, যদি জানকী সচ্চরিত্রা হন, যদি তাঁহাতে কোনরূপ পাপস্পর্শ না হইয়া থাকে, তাহা হইলে তিনি মহর্ষি বাম্বীকির আদেশে উপস্থিত হইয়া আশ্রয় গ্রহণ করুন। অনন্তর দূতেরা রামের এইরূপ আদেশ পাইবামাত্র মহর্ষি বাম্বীকির নিকট উপস্থিত হইল এবং ঐ তেজঃপুঞ্জ কলেবর মহাত্মাকে প্রণাম করিয়া রামের কথানুসারে সমস্তই কহিল। তখন মহর্ষি বাম্বীকি দূতমুখে রামের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া কহিলেন, দূতগণ! রামের বৈরূপ অভিপ্রায় তাহাই হউক। স্ত্রীলোকের পতিই দেবতা, স্মরণ্য তিনি যাহা কহিয়াছেন জানকী তাহাই করুন।

রাত্রি প্রভাত হইল। রাম যজ্ঞসভায় উপস্থিত হইয়া ঋষিগণকে আহ্বান করিলেন। তাঁহার আহ্বানে বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি, কশ্যপ, বিশ্বামিত্র, দীর্ঘতমা, মহাতপা, দুর্দাসা, পুলস্ত্য, শক্তি, ভার্গব, বামন, দীর্ঘায়ু, মার্কণ্ডেয়, যোগদায়, গর্গ, চ্যবন, ধর্ম্মজ্ঞ শতানন্দ, তেজস্বী ভরদ্বাজ, অগ্নিতনয় সুপ্রভ,

নারদ, পর্ত্তত. ও গৌতম, এই সমস্ত এবং অষ্টাশ্ত ঋষিরা কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এবং দিগদিগন্তব্যঃ ব্রাহ্মণগণ আগমন করিলেন। সকলে এই অদ্ভুত শপথব্যাপার প্রত্যয় করিবার জন্য পর্ত্ততবৎ নিশ্চল হইয়া কালপ্রতীক্ষা করিতেছে, ইত্যবসরে মহর্ষি বায়্বাকি শীঘ্র জানকীর সহিত সভাস্থে প্রবেশ করিলেন।

জানকী রামকে হৃদয়ে অনুধ্যান পূর্ব্বক কৃতাজ্ঞা লি হইয়া সজল নয়নে অবনত মুখে মহর্ষির পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিলেন। ব্রহ্মার অনুগামিনী বেদশ্রুতির ন্যায় জানকীকে মহর্ষির পশ্চাতে আসিতে দেখিয়া চতুর্দিকে সাধুবাদ উখিত হইল। সভাস্থ সকলে শোকহঃখে অস্তিমাত্র আকুল হইয় কোলাহল করিতে লাগিল। তৎকালে কেহ রামকে কেহ সীতাকে এক কেহ বা উভয়কেই সাধুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইল। মহর্ষি বায়্বাকি জানকীকে লইয়া এই জন সমূহের মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক রামকে কহিলেন, রাজন! এই তোমার পতিব্রতা ধর্ম্মচারিণী সীতা। তুমি লোকাপবাদ ভয়ে আমার আশ্রমের নিকট ইহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলে। এক্ষণে ইহাকে অনুমতি কর, ইনি, তোমার মনে আত্মশুদ্ধির প্রত্যয় উৎপাদন করিবেন। এই দুই যমজ কুশীলব জানকীর গর্ভজাত, ইহারা তোমার ঔরস পুত্র। আমি বহুকাল তপস্যা করিয়াছি, এক্ষণে যদি জানকীর চরিত্রগত অনুমাত্রও ব্যতিক্রম ঘটয়া থাকে, তবে আমার যেন সেই সঞ্চিত তপস্যার ফলভোগ করিতে না হয়। আমি এ যাবৎকাল কায়মনোবাক্যে কখনও কোন পাপাচরণ করি নাই, এক্ষণে যদি জানকী পাপীষ্ঠা হন তবে সেই পাপ করিবার ফল আমার যেন ভোগ করিতে হয়। আমি দিব্য জ্ঞানে কহিতেছি, জানকী শুদ্ধস্বভাবা, তুমি ইহাকে পবিত্র জানিলেও কেবল লোকাপবাদে পরিত্যাগ করিয়াছ।

রাম বায়্বাকির এই কথা শ্রবণ করিয়া কৃতাজ্ঞালিপুটে কহিলেন, ভগবন্! আপনার বিশ্বাস্য বাক্যে যদিও জানকীকে শুদ্ধস্বভাবা বলিয়া বুঝিলাম, তথাচ আপনি যেরূপ কহিতেছেন তাহাই হউক। পূর্ব্বে লক্ষ্য দেবগণের সমক্ষে জানকীর পরীক্ষা হইয়াছিল। কিন্তু লোকাপবাদ বড় প্রবল, আমি সেই কারণে জানকীকে পরিত্যাগ করিয়াছি। আমি ইহাকে নিষ্পাপ জানিলেও কেবল লোকাপবাদ ভয়েই পরিত্যাগ করিয়াছি। অতএব আপনি আমার রক্ষা করুন। এই যমজ কুশীলব আমারই পুত্র ইহা আমি জানি।

এক্কে শুদ্ধচারিণী জামকীর উপর আমার পূর্ববৎ প্রীতি সঞ্চারিত হউক ।*

সীতার এই শপথপ্রসঙ্গে সুরগণ সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মাকে লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন । আদিত্যগণ, বহুগণ, রুদ্রগণ, বিশ্বদেবগণ, মরুৎগণ, ও সাধাগণ এবং নাগ, হুপর্ণ ও সিদ্ধগণ আগমন করিয়াছেন । রাম ইহীদের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্বক পুনরায় কহিলেন, ঋষিগণের বিগ্নক বাক্যে সীতার প্রতি আমার বিশ্বাস হইয়াছে । ইনি জগতের মধ্যে শুদ্ধচারিণী । এক্কে ইহার প্রতি আমার পূর্ববৎ প্রীতি সঞ্চারিত হউক ।

এই অবসরে কাষায়বসনা জানকী কৃতাজলিপুটে অধোমুখে কহিলেন, মামি রাম ব্যতীত যদি অন্য কাহাকেও মনেতে স্থান না দিয়া থাকি তবে সেই পুণ্যের বলে দেবী পৃথিবী বিদীর্ণ হউন আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করি ।

* উত্তরাকাণ্ডম্ । সপ্তনবতিতমঃ সর্গঃ ।

বান্দীকিনৈবমুক্তস্ত রাঘবঃ প্রত্যভাষত ।
 প্রাজ্ঞলির্জগতো মধ্যে দৃষ্ট্য তং বরবর্ধিনীম্ ॥
 এবমেতন্ মহাভাগ । যথা বদসি ধর্ম্মবিৎ ।
 প্রত্যয়ন্ত মম ব্রহ্মন্তব বাট্যৈরকম্মথৈঃ ॥
 প্রত্যয়ন্ত পুরাত্তো বৈদেহ্যঃ হরসরিধৌ ।
 শপথন্ত কৃতস্তত্র তেন বেদ্য প্রবেশিতা ॥
 লোকাপবাদৌ বলবান্ভেন তাত্তা হি মৈথিলী ।
 সেয়ং লোকভরাং ব্রহ্ম পাপেত্যাজানতা ।
 পরিত্যক্তা ময়া সীতা তত্ত্ববান্ ক্ষত্মহতি ॥
 জানামি চেমৌ পুত্রৌ মে যমজাতৌ কুশীলবৌ ।
 শুদ্ধায়ং জগতো মধ্যে মৈথিল্যাং প্রীতিরন্তমে ॥
 অভিপ্রায়ন্ত বিজ্ঞায় রামস্ত হরসন্তমাঃ ।
 সীতায়ঃ শপথে তস্মিন্ সর্বৈব সমাগতাঃ ।
 পিতামহং পুরস্কৃত্য সর্বৈব সমাগতাঃ ।
 আদিত্য্য বসবো ব্রহ্মা বিশ্বদেবো মরুৎগাণাঃ ॥
 সাধ্যাশ্চ দেবাঃ সর্বে তে সর্বে চ পবমর্ষবাঃ ।
 নাগাঃ হুপর্ণাঃ সিদ্ধাশ্চ তে সর্বে হৃষ্টমানসাঃ ॥
 দৃষ্ট্য দেবানুঘীংষ্টেব রাঘবঃ পুনরব্রবীৎ ।
 প্রত্যারো মে নবশ্রেষ্ঠ । ঋষিবাট্যৈরকম্মথৈঃ ॥
 শুদ্ধায়ং জগতো মধ্যে বৈদেহ্যং প্রীতিরন্তমে ।
 সীতা শপথসম্প্রাপ্তাঃ সর্বৈব সমাগতাঃ ॥
 ততো বায়ুঃ শুভঃ পুণ্যো দিব্যগন্ধো মনোরমঃ ।
 তং জনোঘং হরশ্রেষ্ঠো হ্লাদয়ামাসি সর্বতঃ ॥
 তদভ্যুত মিবাচিন্ত্য মিটৈরকন্ত সমাহিতাঃ ।
 মানবাঃ সর্বরাষ্ট্রেভ্যঃ পূর্বং কৃতযুগে যথা ॥
 সর্বান্ সমাগতান্ দৃষ্ট্য সীতা কাষায়বাসিনী ।
 অত্রবীৎ প্রাজ্ঞলি বাক্যমধোদৃষ্ট্য বায়ুযুধী ॥

যদি আমি কায়মনোবাক্যে রামকে অর্চনা করিয়া থাকি তবে সেই পুণ্যের বলে দেবী পৃথিবী বিদীর্ণ হউন আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করি।

জ্ঞানকী এইরূপ শপথ করিতেছেন, ইত্যবসরে সহসা রসাতল হইতে এক দিব্য সিংহাসন উথিত হইল। দেবী পৃথিবী বাহুপ্রসারণ পূর্বক জ্ঞানকীকে লইয়া ঐ সিংহাসনে বসাইলেন। সিংহাসন সহসা রসাতলে প্রবেশ করিল। তদর্শনে দেবগণ সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। অন্তরীক্ষ হইতে অবিচ্ছিন্ন পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ হইল। ঋষি ও রাজগণ যারপরনাই বিস্মিত হইলেন। ভুলোক ও দ্যালোকে, স্থাবর জঙ্গম সমস্ত জীব হঠমনে কোলাহল করিতে লাগিল। মাতা পৃথিবীর গর্ভে সীতার প্রবেশ দেখিয়া সমস্ত জগৎ মোহিত হইল।

যথাং রাঘবাদস্ত্যঃ মনসাপি ন চিন্তয়ে ।
 তথ্যমে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমহতি ॥
 মনসা কর্ণগা বাচা যথা রামং সমর্চয়ে ।
 তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমহতি ॥
 যথৈতৎ সত্যমুক্তং মে বেদ্মি রামাংপরং ন চ ।
 তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতুমহতি ॥
 তথা শপন্ত্যাং বৈদেহ্যাং প্রাচুবাসীং তদভূতম্ ।
 ভূতলাদুখিতং দিব্যং সিংহাসনমমুত্তমম্ ॥
 ধিয়মাণাং শিরোভিস্ত নাগৈরমিতবিক্রমৈঃ ।
 দিব্যং দিব্যান বপুযা দিব্যরত্নবিভূষিতৈঃ ॥
 তস্মিন্ধ্ব ধরণী দেবী বাহুভ্যাং গৃহ্য মৈথিলীং ।
 স্বাগতেনাভিনন্দ্যৈনামাসনে চোপবেশয়ৎ ॥
 তামাসনগতাং দৃষ্ট্বা প্রবিশন্তীং রসাতলং ।
 পুষ্পবৃষ্টববিচ্ছিন্না দিব্যা সীতামবাকিরং ॥
 সাধুকাবশ্চ হুমহান্ দেবানাং সহসোখিতঃ ।
 সাধুসাক্ষিত্বিতৈব সীতে । যজ্ঞান্তে শীলমীদৃশম্ ॥
 এবম্বহবিধা বাচোহস্তিরক্ষগতাঃ সুরাঃ ।
 ব্যাজহুঃস্টমনসো দৃষ্ট্বা সীতাপ্রবেশনম্ ॥
 যজ্ঞবাটগতাশ্চাপি মুনয়ঃ সর্ব এব তে ।
 রাজানশ্চ নরবাত্সা বিশ্বয়ান্নোপরেমিরে ॥
 অন্তরিক্ষে চ ভূমৌ চ সর্বৈ হাবরজঙ্গমাঃ ।
 দানবাস্চ মহাকায়াঃ পাতালে পন্নগাধিপাঃ ॥
 কেচিদ্ধিনেদ্রঃ সংহৃষ্টাঃ কেচিদ্ধ্যানপরাগাঃ ।
 কেচিত্রামং নিরীক্ষন্তে কেচিংসীতামচেতসঃ ॥
 সীতাপ্রবেশনং দৃষ্ট্বা তেষামাসীৎসমাগমঃ ।
 তদ্ব্যহৃত্তমিবাত্যর্থঃ সমং সম্মোহিতং জগৎ ॥

যে ক্ষণ-জন্মা লেখক ও উৎসাহী সূহৃদদের সহযোগীতার উপর নির্ভর করিয়া আমি হিন্দুশাস্ত্র সঙ্কলন কার্যে ত্রতী হইয়াছিলাম, সেই অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং এই মহাভারত অংশ সঙ্কলন করিবেন মানস করিয়াছিলেন। তিনি যদি সেই কাযটা করিয়া যাইতে পারিতেন তাহা হইলে বঙ্গীয় সাহিত্য-বঙ্গের আর একখানি অমূল্য গ্রন্থের সৃষ্টি হইত, এবং বঙ্গীয় পাঠকগণ বঙ্কিম-চন্দ্র কৃত মহাভারত কথা আদরের সহিত চিরকাল পাঠ করিতেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের বিয়োগের পর এ কার্য আমি কাহার হস্তে ন্যস্ত করিব, এই চিন্তায় উদ্বিগ্ন হইয়াছিলাম। সৌভাগ্যক্রমে মদীয় সূহৃদ, পণ্ডিতবর শ্রীদামোদর বিজ্ঞানন্দ মহাশয়ের সহিত এ বিষয়ে কথা বার্তা হওয়ায় তিনি তৎক্ষণাৎ এ গুরু কার্যে ত্রতী হইলেন। দামোদর বাবু খ্যাতনামা লেখক, তাঁহার গ্রন্থাদি বঙ্গীয় পাঠকদিগের নিকট সুপরিচিত, তাঁহার রুচি মার্জিত, তাঁহার লেখনী মধুময়ী। তিনি এ কার্যের ভার লওয়ায় আমি নিশ্চিন্ত ও আনন্দিত হইলাম, এবং তিনি বেক্রম সুললিত ও সরল ভাষায় মহাভারতের বিস্তীর্ণ কথা সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া বঙ্গীয় পাঠকগণও আনন্দিত হইবেন।

দামোদর বাবু কেবল কুটুম্বিতা সূত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের নিকটসম্পর্ক নহেন, তাঁহাদের মধ্যে অল্প সম্পর্কও আছে। ঘাঁহার “কপালকুণ্ডলা” পড়িয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকে “মৃগায়ী”ও পাঠ করিয়াছেন। এবং ঘাঁহার বঙ্কিম-চন্দ্রকৃত ভগবদ্গীতার অনুবাদ পাঠ করিতেন, তাঁহার দামোদর বাবু কৃত ভগবদ্গীতার বিস্তীর্ণ ও বহুটীকা সমন্বিত অনুবাদ দেখিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছেন। আমি যতদূর জানি, বঙ্গভাষায় ভগবদ্গীতার একরূপ দীর্ঘ সম্পূর্ণ বহুটীকা সমন্বিত অনুবাদ আর একখানি নাই।

আনন্দের বিষয় এই যে যিনি ভগবদ্গীতার এই গুরু অনুবাদ কার্যে কয়েক বৎসর অতিবাহিত করিয়াছেন, তাঁহার কৃত একখানি ভগবদ্গীতার সরল অনুবাদ হিন্দুশাস্ত্রের অষ্টমভাগরূপে শীঘ্র প্রকাশিত হইবে। অতএব এই সপ্তমভাগে মূল সংস্কৃত হইতে যে যে অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে ভগবদ্গীতা হইতে তাহার মধ্যে কিছু নাই।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।

পূর্বকালে ভারতবর্ষে ছয়স্ত নামে এক রাজা আবির্ভূত হইয়াছিলেন। একদা সেই প্রবল-পরাক্রান্ত নরপতি মৃগয়াভিলাষে মালিনী-নদী-তীরস্থ অরণ্য-বিশেষে প্রবেশ করিয়া, ক্রমশঃ মহর্ষি কণ্ণের আশ্রম-প্রদেশে উপনীত হন, এবং স্বকীয় বান, বাহন ও অমুচরবর্গকে পরিত্যাগ করিয়া, মহর্ষির পবিত্র আশ্রমে প্রবেশ করেন। মহর্ষি কণ্ণ তৎকালে আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন না। শকুন্তলানাম্নী কণ্ণ-পালিতা কণ্ণা বিবিধ বিধানে রাজ-অতিথির সংকার ও গুণ্ণা করেন। সেই তপস্বিনী-বেশ-ধারিণী অলোক-সামান্ণা লাভগ্যবতীর পরিচয় জিজ্ঞাসায় রাজা জানিতে পারেন যে, তিনি মহর্ষি বিশ্বামিত্রের ঔরসে মেনকানাম্নী অম্মরার গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন, এবং কণ্ণমুনির আশ্রমে শকুন্তলা নামে পরিচিত হইয়া লালিত-পালিত হইতেছেন। অম্মরার আতিশয্য হেতু, মহর্ষির প্রত্যাগমন কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া, রাজা ছয়স্ত গন্ধর্ষ বিধানে শকুন্তলাকে বিবাহ করেন, এবং অনতিকাল পরে রাজ-ধানীতে প্রত্যাগত হন। শকুন্তলার গর্ভে রাজা ছয়স্তের ভরত নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।

ভরত রাজা সাতিশয় খ্যাতি-প্রতিপত্তি-সম্পন্ন হইয়াছিলেন; তৎসংশয় পরবর্তী রাজভগণ তদীয় নামাঙ্কনায় ভাস্কর নামে কীর্তিত হইয়া থাকেন।

হস্তী নামে ভরতের এক প্রপৌত্র জন্মগ্রহণ করেন। সেই হস্তী রাজা হস্তিনাপুর নামক সুবিখ্যাত নগর সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। তদীয় প্রপৌত্র সংবরণের কুরু নামে এক পুত্র হয়। ইনি জাঙ্গলপ্রদেশ পরিষ্কার করিয়া সুবিখ্যাত কুরুক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত করেন। কুরুর পাঁচ পুরুষ পরে প্রতীপের আবির্ভাব হয়। প্রতীপ রাজার সুবিখ্যাত পুত্র শান্তনু, প্রথমতঃ গঙ্গাদেবীর সহিত বিবাহ-বন্ধনে বদ্ধ হন এবং সেই দেবীর গর্ভ হইতে দেবব্রত নামে এক অলোক-সামান্য পুত্র লাভ করেন।

তৎকালে সন্নিহিত অরণ্যপ্রদেশে জর্নৈক দাসের সত্যবতী নামী এক পরমা-সুন্দরী কন্যা ছিলেন। ঐ সুন্দরী-শিরোমণি, পিতৃনিদেশ-বশবর্তিনী হইয়া, তটিনী-তটে অবস্থান করিতেন এবং তরণীযোগে এক পার হইতে অপর পারে যাত্রী লইয়া যাইতেন। কথাকালে সেই সুন্দরীর গর্ভে, কাম-মোহিত মহর্ষি পরাশরের ঔরসে, মহাভারত রচয়িতা ভগবান্ বেদব্যাসের আবির্ভাব হয়। একদা এই লাভ্যময়ী ললনা শান্তনু রাজার নয়ন-পথ-বর্তিনী হইলে, রাজা তাঁহাকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া তদীয় পিতার নিকট স্বকীয় বাসনা বিজ্ঞাপিত করিলেন। দাস কহিলেন, “বদি এই কন্যাব গর্ভজাত পুত্রকে আপনি রাজ-সিংহাসন প্রদান করেন, তাহা হইলেই ইহার সহিত বিবাহ ঘটতে পারে।” দেবব্রতের ঞ্চায় সর্বগুণাধিত পুত্রকে বঞ্চিত করিয়া, অপরকে রাজ্যদানের অঙ্গীকার করিতে রাজা কুণ্ঠিত হইলেন; স্মরণ ভগ্নহৃদয়ে ও কাতরভাবে রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন। কিন্তু সুন্দরী সত্যবতীর চিন্তা তাঁহাকে উত্তরোত্তর অধিকতর কাতর ও অবসর করিতে লাগিল। দেবব্রত পিতৃ-সন্তাপের প্রকৃত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, দাসরাজের সমীপাগত হইলেন, এবং প্রতিজ্ঞা কবিলেন যে, “ভাবী রাজমহাবীর গর্ভজাত সন্তান ভিন্ন আর কেহই রাজসিংহাসন অধিকার করিবে না।” উত্তরকালে সম্ভাবিত বিসংবাদ পরিহারার্থ, তিনি ইহাও প্রতিজ্ঞা কবিলেন যে, “আমি স্বয়ং কখনও দাব-পরিগ্রহ করিব না; স্মরণ তোমার নন্দিনীর তনয় ও তদংশীয়েরা পুরুষানুক্রমে অব্যাবাহতে রাজ্য-সম্পদের অধিকারী থাকিবেন।” পিতৃ-বিনোদনের নিমিত্ত এই ভীষণ প্রতিজ্ঞা হেতু, দেবব্রত তদবধি ভীষ্ম নামে পরিচিত হইলেন। শান্তনুর ঔরসে ও সত্যবতীর গর্ভে বিচিত্রবীৰ্য্য ও চিত্রাঙ্গদ নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। চিত্রাঙ্গদ অল্প বয়সে গতানু হন; বিচিত্রবীৰ্য্যও নিঃসন্তান

অবস্থায় পরলোক গমন করেন। স্বকীয় সন্তানের বংশ রক্ষার বাসনায়, সত্যবতী দেবী আপনার কানীন পুত্র দ্বৈপায়নকে স্বরণ করিলেন। জননীর অমুরোধ-পরতন্ত্র হইয়া মহর্ষি বেদব্যাস, বিচিত্রবীৰ্য্যের অধিকা নান্নী মহিবীর গর্তে ধৃতরাষ্ট্র ও অম্বালিকা নান্নী মহিবীর গর্তে পাণ্ডু এবং আর এক দাসীর গর্তে বিহর নামে সন্তান উৎপাদন করেন।

ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ত ছিলেন ; এজন্ত অগ্রজ হইলেও, তৎপরবর্তী পাণ্ডুই পিতৃ-সিংহাসনের অধিকারী হইলেন। গান্ধার-রাজ-নন্দিনী গান্ধারীর সহিত ধৃতরাষ্ট্রের পরিণয় সংঘটিত হয়। ধর্ম্মশীলা গান্ধারী, নেত্র-বিহীন পতির অরূপ অবস্থা প্রাপ্তির নিমিত্ত, বস্ত্র দ্বারা স্বকীয় নয়ন অজীবন বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। গান্ধারীর গর্তে হৃষ্যোধন, হৃঃশাসন, বিকর্ণ, চিত্রসেন প্রভৃতি একশত পুত্র ও হৃঃশলা নান্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। যদুবংশীয় সুর নরপতির পৃথা নান্নী কন্যা এবং মদ্র-রাজ-নন্দিনী মাদ্রাব সহিত পাণ্ডুর বিবাহ হয়। সম্বন্ধে পৃথা বা কুন্তীদেবী যদু-কুল-চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণের পিতৃদাসা ছিলেন। কন্যাকালে কুন্তীর গর্তে সূর্য্যদেবের ঔরসে কর্ণ নামে এক মহাপরাক্রান্ত সন্তানের জন্ম হয়। পাণ্ডুরাজা বিহার-বাসনায় কুন্তী ও মাদ্রী নান্নী মহিবীদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া, বনগমন করেন। তথায় কুন্তীর গর্তে ধর্ম্মের ঔরসে বুধিষ্ঠির, বায়ুর ঔরসে ভীম এবং ইন্দ্রের ঔরসে অর্জুন নামক তিন পুত্রের জন্ম হয়। মাদ্রী নান্নী মহিবীর গর্তে, অগ্নিনীকুমারদ্বয়ের ঔরসে, নকুল ও সহদেব নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। অরণ্যস্থলে পাণ্ডু বাজা গতাস্থ হইলে, মাদ্রী তাঁহার সহিত চিতা-রোহণ করিয়া প্রাণত্যাগ কবেন। বুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা, জননী কুন্তী দেবীর সহিত, রাজধানীতে প্রত্যাগত হইলে, ভীষ্ম ও বিহরাদির যত্নে লালিত, পালিত এবং বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। উভয়পক্ষই কুরুবংশজাত হইলেও, প্রায়শঃ পাণ্ডু-নন্দনেরা পাণ্ডব ও ধৃতরাষ্ট্র-তনয়েরা কোরব নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

পাণ্ডব ও কোরবগণ একত্র শাস্ত্র ও শস্ত্র বিদ্যা শিক্ষা করিতে লাগিলেন এবং ক্রমশঃ পাণ্ডবেরা সর্ব বিষয়ে ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগকে অতিক্রম করিয়া উঠিলেন। ইহাতে কোরবশ্রেষ্ঠ হৃষ্যোধনের মন অসুখ-বিষে জর্জরিত হইতে থাকিল ; তিনি কৌশল সহকারে সর্বাপেক্ষা অধিক বলশালী ভীমসেনকে বিনষ্ট করিবার উপায় অবেষণ করিতে লাগিলেন। একদা হৃষ্যোধন চাতুরী পূর্ব্বক

বৃকোদরকে বিষমিশ্রিত মিষ্টান্ন সেবন করাইলেন। তিনি বিলুপ্ত-চেতন হইলে, ত্র্যয়োদশ তীর্থাঙ্কে লতাপাশে নিবদ্ধ করিয়া জলে মিক্ষেপ করিলেন ; কিন্তু ঘটনাক্রমে তীর্থপুনরার সংজ্ঞা ও স্বাস্থ্য লাভ করিয়া গৃহে প্রত্যাপ্ত হইলেন। তদবধি পাণ্ডবেরা, বিশেষ সতর্কতা সহকারে, কোরবদিগের সহিত একত্র কালযাপন করিতে থাকিলেন।

কোন সময়ে শান্তিহুরাজা, কৃপা-পরতন্ত্র হইয়া, অরণ্যপ্রদেশ হইতে ধনুর্ষেদ-পারদর্শী শরদ্বানু ঋষির কৃপ নামক পুত্র ও কৃপী নাম্নী কন্যাকে স্বকীয় ভবনে আনয়ন করিয়া, অপত্য-নির্কির্ষেবে পালন করিয়াছিলেন। কালক্রমে কৃপ শস্ত্র ও শাস্ত্র বিদ্যায় পারদর্শী হইলেন এবং ধনুর্ষেদাচাৰ্য্যরূপে পরিচিত হইয়া উঠিলেন। কোরব ও পাণ্ডবগণ শৈশবকালে এই অধ্যাপকের অধীনে ধনুর্ষেদাভ্যাস করিতে লাগিলেন।

তৎকালে দ্রোণ নামে এক অসাধারণ ধনুর্ষেদ-বিশারদ ব্রাহ্মণ ছিলেন। সর্বশাস্ত্রদর্শী প্রতাপশালী ভরদ্বাজের ঔরসে ইহার জন্ম হয়। পিতার কৃপায় দ্রোণ, বেদাদি শাস্ত্রে ও অস্ত্র বিদ্যায় অসাধারণ পারগতা লাভ করিয়া, তদানীন্তন আচার্য্যগণের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। দ্রোণাচার্য্য শরদ্বানের কন্যা কৃপীকে পত্নীস্বরূপে পরিগ্রহ করেন। কৃপীর গর্ভে দ্রোণাচার্য্যের অশ্বখামা নামক পুত্রের জন্ম হয়। এই সময়ে জামদগ্ন্য পরশুরামও দ্রোণাচার্য্যকে স্বকীয় অস্ত্র শস্ত্র সমূহ প্রদান করেন। বাল্যকালে পাঞ্চালপতি দ্রুপদরাজার সহিত দ্রোণের সাতিশয় সখা ছিল। বহুকাল অদর্শনের পব একদা দ্রোণাচার্য্য বাল্যবন্ধুর সমীপাগত হইলে, দ্রুপদরাজা তাঁহার সংবর্দ্ধনা না করিয়া, তাঁহাকে অবমানিত করেন। ক্রুদ্ধ দ্রোণাচার্য্য, দ্রুপদের বন্ধুত্ববিরূপে গ্রহণ করেন এবং প্রচ্ছন্নভাবে হস্তিনাপুরে বাস করিতে থাকেন। ক্রমশঃ তাঁহার আশ্চর্য্য ও অনন্ত-সাধারণ ক্ষমতার বিষয় ভীষ্মের কর্ণগোচর হইল। ভীষ্ম তাঁহাকে পরম সমাদরে রাজপুরীতে আনয়ন করিলেন এবং স্বকীয় পৌত্রকল্প কোরব ও পাণ্ডবগণকে শিষ্যরূপে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন। রাজপুত্রেরা সকলেই অস্ত্র-বিদ্যায় বিশেষ নৈপুণ্য লাভ করিতে লাগিলেন ; কিন্তু অর্জুন সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা লাভ করিলেন।

একদা অস্ত্র-বিদ্যার পরীক্ষার্থ রঙ্গভূমি বিরচিত হইল। তথায় বহুতর দর্শকসমক্ষে অর্জুন স্বকীয় অতুলনীয় রণ-পাণ্ডিত্যের সবিশেষ পরিচয় প্রদান

করিলেন। তাহাতে পাণ্ডবদেবী দুর্যোধনের হৃদয় নিরুত্তীর্ণ ঈর্ষাপূর্ণ হইয়া উঠিল। অনতিকাল মধ্যে প্রবল পরাক্রান্ত কর্ণ সেই স্থলে সমাগত হইলেন। এই কর্ণ পাণ্ডব-জমনী কুন্তী দেবীর কানীন পুত্র। লোকাপবাদ ভয়ে কুন্তী সদ্যপ্রসূত শিশুকে পরিত্যাগ করিলে, অধিরথ নামা জনৈক সূত তাঁহাকে বৃগ্বেহে আনয়ন করিয়া রাখা নান্নী নিজ পত্নীর হস্তে সমর্পণ করেন। যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ যে তাঁহার সহোদর ভ্রাতা একথা কর্ণ জানিতেন না ; পাণ্ডবগণও কর্ণের সহিত আপনাদের প্রকৃত সম্বন্ধের বিষয় পরিজ্ঞাত ছিলেন না। সমাজ-মধ্যে কর্ণ সূত-পুত্ররূপে পরিচিত হইয়া জীবনপাত করিতেছিলেন। তিনি প্রতিবন্দীরূপে বঙ্গস্থলে সমাগত হইলে, কৃপাচার্য্যের পরামর্শ-পরতন্ত্র হর্জুন, হীন পদস্থ ব্যক্তির সহিত সংগ্রাম পরীক্ষায় বিরত হইলেন। তখন দুর্যোধন বীরবর কর্ণকে অঙ্গরাজ্যের অধীশ্বর-পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, তাঁহার যৌন-পদের প্রতিবেশ করিয়া দিলেন। তদবধি কর্ণ ও দুর্যোধন জীবনব্যাপী দখাতা-শৃঙ্খলে সংবদ্ধ হইলেন। সভাস্থলে অর্জুনের অস্ত্র-পারদর্শিতা দ্বিসংবাদিতরূপে প্রশংসিত হইল এবং পাণ্ডবগণের বীরকীর্তি সর্বত্র সংঘোষিত হইতে থাকিল। এইরূপে পাণ্ডবগণের বণ-পাণ্ডিত্য পরাক্রান্তি প্রাপ্ত হইলে, দ্রোণাচার্য্য তাঁহাদিগের নিকট গুরুদক্ষিণা স্বরূপে স্বকীয় অবমাননাকারী ক্রপদরাজকে নিপীড়ন করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন। পাণ্ডবগণ, গুরুর প্রসাদনাম্য তৎক্ষণাৎ সৈন্ত-সামন্ত সমভিযাহারে পাঞ্চাল রাজ্যে গমন করিয়া, ক্রপদরাজকে আক্রমণ করিলেন, এবং যুদ্ধে তাঁহাকে পরাভূত করিয়া বন্দীরূপে দ্রোণাচার্য্যের নিকট আনয়ন করিলেন। তখন দ্রোণাচার্য্য ক্রপদরাজকৃত অপমান ক্ষমা করিয়া, তদীয় অর্দ্ধরাজ্য স্বয়ং গ্রহণ করিলেন, এবং অপরাধী তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিলেন। এই সকল ঘটনার অনতিকাল পরে ধৃতরাষ্ট্র সর্বজ্যেষ্ঠ ও ধার্মিক-শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে যৌব-রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির স্নানীতি সহকারে রাজকার্য্য সমাধান করিতে লাগিলেন এবং তদীয় অনুজগণ, সন্নিহিত ভূপালগণকে পরাজিত করিয়া, পাণ্ডবরাজ্যের সীমা সংবর্দ্ধিত করিতে থাকিলেন।

স্বকীয় সন্তানগণের অপেক্ষা পাণ্ডবদিগকে এইরূপ পরাক্রান্ত ও বলদৃপ্ত দেখিয়া ধৃতরাষ্ট্রের হৃদয় ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া উঠিল। একদা ধৃতরাষ্ট্রের শ্যালক শকুনি, পুত্র দুর্যোধন ও হুঃশাসন এবং অঙ্গরাজ কর্ণ, ধৃতরাষ্ট্রের সমীপাগত হইয়া পাণ্ডবদিগকে বিনষ্ট করিবার মন্ত্রণা করিতে

লাগিলেন। স্থির হইল যে, কৌশলক্রমে কুন্তী ও তদীয় পঞ্চ পুত্রকে স্থানান্তরে প্রেরণ করিতে পারিলে ছর্যোধন অনায়াসে রাজ-সিংহাসন অধিকার করিতে পারিবেন। এইরূপ পরামর্শ ধৃতরাষ্ট্রের অনুমোদিত হইলে, তিনি যুধিষ্ঠিরাদিকে কিছুদিনের নিমিত্ত পরম রমণীয় বারণাবত নগরে গমন পূর্বক পরমসুখে বিহার ও কালপাত করিতে অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন। এই প্রস্তাবের অভ্যন্তরে অবশ্যই কোন ছর্যভিসন্ধি নিহিত আছে বুঝিয়াও, যুধিষ্ঠির অবনত মস্তকে জ্যেষ্ঠতাতের অভিপ্রায়ানুসারে কক্ষ্মাহুষ্ঠানে সম্মত হইলেন। এদিকে ছর্যোধন, বিহিত উপদেশ প্রদান করিয়া, পুর্বোচন নামা সচিবকে অবিলম্বে বারণাবতে প্রেরণ করিলেন। পুরোচন তথায় বিবিধ দাহ-পদার্থ সংযোগে পাণ্ডবগণের নিমিত্ত এক রমণীয় চতুঃশাল প্রস্তুত করিয়া রাখিলেন।

যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ, ভীষ্ম, বিহর, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য প্রভৃতি পূজনীয় ব্যক্তিগণের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, যথাকালে বারণাবতে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে ধর্ম্মশীল বিহর সঙ্কেতে যুধিষ্ঠিরকে আগত-প্রায় বিপদের আভাস এবং তজ্জঙ্ঘ সাবধানতার উপদেশ প্রদান করিলেন। পাণ্ডবগণ বারণাবতে উপস্থিত হইয়া, কয়েক দিবস পরে পুরোচনের প্ররোচনায় তন্নির্ম্মিত জতুগৃহে গমন করিলেন। তথায় প্রবেশ মাত্র যুধিষ্ঠির বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহাদিগের সর্ব্বনাশ সাধনার্থ এই হর্ম্ম্য বিনির্ম্মিত হইয়াছে। তদনন্তর বিহর প্রেরিত এক খনক, পুরোচনের অজ্ঞাতসারে সেই গৃহমধ্যে এক গহ্বর খনন করিল, এবং স্নকোশলে তাহার মুখ বদ্ধ করিয়া রাখিল। পাণ্ডবগণ তথায় নির্ধিকারাত্রিপাত করিতে লাগিলেন। এইরূপে কয়েক দিন অতিবাহিত হওয়ার পর, তত্রত্য আয়ুধাগারে অগ্নি-সংযোগ করিয়া তাঁহারা অলক্ষিত ভাবে পলায়ন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। যেদিন অগ্নি-প্রয়োগে জতুগৃহ ও তৎসহ পুরোচনকে ভস্মসাৎ করিবার আয়োজন হইল, সেইদিন পঞ্চপুত্র সমভিব্যাহারে এক নিষাদী তথায় আগমন করিয়াছিল। প্রচুর পান-ভোজনে অবসন্ন হওয়ায় তাহার সেদিন স্থানান্তর গমনের ক্ষমতা ছিল না। সে স্বকীয় পঞ্চপুত্রসহ সেই ভবনের একদেশে বিগত-চেতন অবস্থায় নিপতিত রহিল। যথোপযুক্ত সময়ে ভীষ্মসেন প্রথমতঃ পুরোচনের গৃহে ও তদনন্তর ভবনের অন্ত্যান্ত অংশে অগ্নি-সংযোগ করিয়া জননী ও ভ্রাতৃগণসহ পূর্বকথিত গহ্বরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। নিশার অন্ধকারে এই অগ্নিকাণ্ড-জনিত আলোকরাশি চতুর্দিকে সমাবৃত

হইয়া পড়িল। বারণাবতবাসী প্রকৃতিপুঞ্জ শয্যাভ্যাগ করিয়া শোকস্তিমিত-
মনে এই নিদারুণ কাণ্ড সন্দর্শন করিতে লাগিল এবং পাণ্ডবগণকে ভ্রমীভূত
করিবার অভিপ্রায়ে, হৃষ্যোদনের নির্দেশ-পরতন্ত্র হুবর্ত্ত পুরোচন কর্তৃক এই
কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে বুঝিয়া, বারংবার তাহাকে বিদ্রুত করিতে লাগিল।
স্মৃতিত সময়ে পাণ্ডবগণ সেই গহ্বর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, অরণ্যপথ অবলম্বনে
পলায়ন করিলেন। ক্রমশঃ গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলে, তাঁহাদের পরম
শুভানুভাবী বিহর-প্রেমিত ব্যক্তিবিশেষ তাঁহাদিগকে এক তরণীযোগে
নিবাপদ স্থানে লইয়া গেল। পরদিন প্রাতঃকালে জনপদবাসী জনগণ সেই
চম্বাশেষ ভবনে সমাগত হইয়া, বিগতজীব নিষাদী ও তাহার পঞ্চপুত্রের
স্মারক কলেবর দর্শনে, তৎসমস্ত সমাতৃক পঞ্চ পাণ্ডবের দেহ বলিয়া
অনুমান করিল। যথাসময়ে ধৃতরাষ্ট্রাদির নিকট এই সংবাদ প্রেরিত হইলে,
ধৃতরাষ্ট্র জ্ঞাতিগণসহ মিলিত হইয়া শোক-সহকারে পাণ্ডবগণের উদ্দেশে
উদকক্রিয়া সম্পাদন করিলেন।

পাণ্ডবগণ পলায়ন করিয়া ক্রমশঃ এক নির্বিড় অরণ্যে উপস্থিত হইলেন
এবং পথশ্রমে ও ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া, ভীমসেন ব্যতীত সকলেই নিদ্রা-
য়ম হইয়া পড়িলেন। সেই বনে হিড়িম্ব নামে এক নরমাংস-লোলুপ রাক্ষস
বাস করিত। সে সেই সকল রাজপুত্র ও রাজকুলবধু কুন্তার স্মৃতি-সেবিত দেহ
ভোজন করিবার নিমিত্ত আগ্রহান্বিত হইয়া হিড়িম্বানাম্নী স্বকীয় ভগ্নীকে
তাঁহাদিগের বিনাশার্থ প্রেরণ করিল। হিড়িম্বা পাণ্ডবগণের নিকটস্থ হইয়া
ভীমসেনের বিশাল কলেবর ও কমনীয় কাস্তি সন্দর্শনে বিমোহিত হইল এবং
কাহাকেও বধ করা দূরে থাকুক, সে পত্নীভাবে ভীমের চরণ-সেবার
অভিলাষী হইল। হিড়িম্বা রাক্ষস ভগ্নীর প্রত্যাগমনেব বিলম্ব দেখিয়া, স্বয়ং
পাণ্ডবগণের সমীপাগত হইল। তাহার হৃঙ্কারে নিদ্রিত পাণ্ডবগণের নিদ্রাভঙ্গ
হইলে, সকলে অতিশয় সন্ত্রাসিত হইলেন। তখন ভীম সেই ছুরাচার
রাক্ষসকে বধ করিয়া যুষ্টিবীরের অনুমতিক্রমে হিড়িম্বাকে পত্নীরূপে গ্রহণ
করিলেন। ভীমের ওরসে হিড়িম্বার গর্ভে ঘটোৎকচ নামে এক মহাবল
পরাক্রান্ত পুত্রের জন্ম হইল।

তদনন্তর পাণ্ডবগণ বঙ্গলাজিন ধারণ পূর্বক, তাপস বেশ-পরিগ্রহ করিয়া,
মানাহান অতিক্রম করিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে পিতামহ ব্যাসদেবের
সহিত তাঁহাদিগের সাক্ষাৎ হইল। সত্যবতী-নন্দন, নানারূপ শুভাশীর্ষাদ

সহকারে, তাঁহাদিগকে একচক্রা নগরে জনৈক ব্রাহ্মণ-গৃহে রাখিয়া আসিলেন। তথায় পাণ্ডবগণ দিবাভাগে ভিক্ষা করিতেন এবং সায়ংকালে ভিক্ষাসহ সামগ্রী জননীর নিকটে সমর্পণ করিতেন ; কুন্তীদেবী তাহা সমুচিত পরিমাণে পুত্রগণকে বিভাগ করিয়া দিতেন। একদা ভীমসেন, ভিক্ষা সংগ্রহে গমন না করিয়া, জননীর সহিত আবাসে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার অত্যন্ত ভ্রাতৃ চতুষ্টয়, নিয়মিতরূপে ভিক্ষাসঙ্গে যাত্রা করিয়াছিলেন। একচক্রা নগরের সন্নিধানে, বক নামে এক দুর্দান্ত রাক্ষস বাস করিত। সে, পর্যায়ক্রমে প্রতিদিন এক এক গৃহস্থের ভবনে উপস্থিত হইয়া, পরিবারভুক্ত এক ব্যক্তিকে ভোজন করিত। সেদিন পাণ্ডবাধিষ্ঠিত ব্রাহ্মণের গৃহ হইতে ব্যক্তি-বিশেষকে ভোজন করার ব্যবস্থা ছিল। এই দারুণ দুর্দৈব স্মরণ করিয়া, ব্রাহ্মণ সপরিবারে হাহাকার করিতেছিলেন। কুন্তীদেবী, এই সকল সংবাদ পরিজ্ঞাত হইয়া, তাবৎব্রতান্ত ভীমসেনের গোচর করিলেন। ভীমসেন, সেই দিনই বক রাক্ষসকে বিনাশ করিয়া, অধিবাসিবৃন্দের ভীতি অপনোদিত করিলেন।

পাণ্ডবগণের একচক্রা নগরে অবস্থানকালে, একদিন অতিথিরূপে এক ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগের আবাসে সমাগত হইলেন। কথাপ্রসঙ্গে সেই ব্রাহ্মণের প্রমুখ্যৎ তাঁহার পরিজ্ঞাত হইলেন যে, দ্রোণদেবী ঋণদরাজা, যজ্ঞ বিশেষে অহুষ্ঠান করিয়া, বহুমধ্য হইতে ধুষ্টদ্যুম্ন নামে এক অতি বলশালী সন্তান লাভ করিয়াছেন এবং যজ্ঞবেদী হইতে কুব্জানাদী অলোক-সামান্য রূপলাবণ্য সম্পন্ন এক কন্যা লাভ করিয়াছেন। তৎকালে দৈববাণী হইয়াছে যে, দ্রোণাচার্য্যকে বধ করিবার নিমিত্তই ধুষ্টদ্যুম্নের আবির্ভাব হইয়াছে। পাণ্ডবেরা এই সকল সংবাদ শ্রবণ করিয়া, একচক্রা পরিত্যাগ পূর্বক, পাঞ্চাল রাজ্যে গমন করিলেন এবং তথায় প্রচ্ছন্নভাবে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। তৎকালে পাঞ্চাল নগরে যাজ্ঞসেনীর স্বয়ম্বরের আয়োজন হইতেছিল। পাণ্ডবগণ পথিমধ্যেই অত্যন্ত লোকমুখে তৎসংক্রান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইলেন এবং যথাসময়ে স্বয়ম্বর সভায় গমন করিলেন।

ঋণদরাজা ঘোষণা করিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি মহিনির্মিত সুদৃঢ় ধনুকে শরযোজনা করিয়া আকাশমণ্ডল-মধ্যস্থ লক্ষ্য-বিশেষ বিদ্ধ করিবেন, তাঁহারে আমি এই যজ্ঞলব্ধা যুবতী কন্যা সম্প্রদান করিব। নানা দিশেষী নরপতিগণ, নৃপনন্দিনী-লাভ-লালসায়, স্বয়ম্বর সভায় সমাগত হইলেন। সুলক্ষ্মী-শিরোমণি ঋণদ-নন্দিনী সেই সভামধ্যে প্রবেশ করিলে, তাঁর

অলৌকিক সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে সকলেই মুগ্ধ প্রায় হইয়া উঠিলেন এবং অনেকেই
 ন ন বিক্রমে বিশ্বাস করিয়া, নারীরত্ন-রূপা কৃষ্ণা-সুন্দরীকে লাভ-
 বিবরে কৃতনিশ্চয় হইলেন। কিন্তু লক্ষ্যবেধকালে শিশুপাল, জরাসন্ধাদি
 তদানীন্তন প্রবল পরাক্রান্ত ভূপতিগণও ভয়-মনোরথ হইয়া অধোমুখ হই-
 লেন। সেই সভাস্থলে ব্রাহ্মণমণ্ডলী-মধ্যে তাপসবেশধর পঞ্চ পাণ্ডব উপবিষ্ট
 ছিলেন। রাজত্ববর্গ অধোমুখ হইলে, ধীরে ধীরে অর্জুন সেই ধনুক-সমীপে
 উপস্থিত হইলেন। সভাস্থ তাবতেই ব্রাহ্মণের এই ক্ষত্রিয়জনোচিত চেষ্টা
 দর্শনে বিশ্বয়াবিষ্ট হইয়া উঠিলেন। দ্রুপদরাজ পূর্বে দ্রোণাচার্য্যের আজ্ঞা-
 পরতন্ত্র অর্জুনের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন। তদবধি অর্জুনকে
 তদানীন্তন বীরগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল ; এক্ষণে
 তাঁহাকে কার্ম্মুক-পার্শ্বে দণ্ডায়মান দেখিয়াই তিনি চিনিতে পারিলেন এবং
 মনে মনে সাতিশয় প্রীত হইলেন। অর্জুন অনায়াসে সেই ধনুক উত্তোলন
 পূর্বক নির্দিষ্ট লক্ষ্য বিদ্ধ করিলে, শ্মিত-বিকাসিতাননা যাজ্ঞসেনী সমীপাগত
 হইয়া তাঁহার কণ্ঠে বর-মালা প্রদান করিলেন। ইহাতে সমবেত ভূপতিগণ
 নেতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং ছদ্মবেশধর পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত
 হইলেন। বিপুল বলশালী ভীম ও অর্জুন রাজগণকে নাহাপ্রকারে লাঞ্চিত
 করিলেন। অর্জুন ও ভীমের বিক্রম দর্শনে, ঐকৃষ্ণ ও বলরাম তাঁহাদিগকে
 পাণ্ডব বলিয়া অনুমান করিলেন। তখন কৃষ্ণের উপদেশানুসারে রাজগণ
 গ্রামে বিরত হইলেন।

এদিকে পাণ্ডব-জননী কুন্তী, কেন পুত্রগণ ভিক্ষাটন হইতে এখনও
 প্রত্যাগত হইতেছে না চিন্তা করিয়া, নিতান্ত উৎকণ্ঠিতভাবে একাকিনী গৃহ-
 মধ্যে উপবিষ্টা ছিলেন। এমন সময়ে ভীমার্জুন গৃহের বহির্ভাগ হইতে
 গিলেন, “মাতঃ ! অদ্য ভিক্ষায় এক অপূর্ব বস্তু লাভ করিয়াছি।” জননী
 ইত্যন্তর হইতে আদেশ করিলেন, “বৎসগণ ! লব্ধ বস্তু সকলেই ভোগ
 কর।” তদনন্তর দ্রুপদ-রাজকুমারী কৃষ্ণাকে দর্শন করিয়া, কুন্তীদেবী স্বকীয়
 আদেশের অবৈধতা স্বরণ করতঃ কুণ্ঠিতা হইতে লাগিলেন।

সময়ে পাণ্ডবগণ শ্রীকৃষ্ণের পিতৃষম্-পুত্র হইলেও, এতদিন তাঁহাদের
 রম্পর সাক্ষাৎ ও পরিচয় ছিল না। এক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম পাণ্ডবদিগের
 গুপ্ত আবাসে আগমন করিয়া আপনাদের পরিচয় প্রদান করিলেন। এই
 ত্রে তাঁহাদিগের পরস্পর যে সখ্য ও সৌহৃদ্য সংস্থাপিত হইল, তাঁহাদিগের

জীবিতকাল মধ্যে কদাপি তাহা বিচ্ছিন্ন হয় নাই। এই ঘটনার পর হইতে বৃক্ষবংশাবতঃস শ্রীকৃষ্ণ আজীবন পাণ্ডবগণের বিপদে ও সম্পদে সর্বত্র অভিন্ন হৃদয় বান্ধবরূপে ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগের হিত-সাধনার্থ বিবিধ বিধানে অশেষ কল্যাণকর গুণভানুষ্ঠানে সম্পাদিত করিয়া ছিলেন।

এক নারীর সহিত বিবাহ-বন্ধনে বদ্ধ হইয়া, কিরূপে মাতৃ-আজ্ঞা পরিপালনে সক্ষম হইবেন ভাবিয়া, পাণ্ডবগণ নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। দ্রুপদরাজের সমীপে এই সংবাদ উপস্থিত হইলে, তিনিও এক নারীর বহু পুরুষের সহিত বিবাহ নিরতিশয় অসঙ্গত ব্যাপার মনে করিয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে ভগবান্ বাদরায়ণি বেদব্যাস সমাগত হইয়া এই বিবাহের অমুমোদন করিলেন এবং নানাপ্রকার পৌরাণিক দৃষ্টান্তাদির উল্লেখ করিয়া দ্রুপদরাজকে পঞ্চ পাণ্ডবের হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিতে অমুরোধ করিলেন। যথাকালে পঞ্চ পাণ্ডবের সহিত দ্রৌপদীর বিবাহ হইল। দ্রুপদরাজ পাণ্ডবদিগের প্রকৃত পরিচয় পরিজ্ঞাত হইয়া যৌতুক স্বরূপে তাঁহাদিগকে বিপুল বিত্ত এবং বহুসংখ্যক হয়, হস্তী, দাস, দাসী প্রদান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণও পাণ্ডবদিগের নিমিত্ত বিবিধ মণি, মুক্তা, আভরণ প্রভৃতি বহুতর সামগ্রী প্রেরণ করিলেন। এইরূপে পাণ্ডবগণ আত্মীয়-কুটুম্ব-পরিবৃত্ত ও বিবিধ সুখ সম্বেষ্টিত হইয়া কালপাত করিতে লাগিলেন।

পাণ্ডবদিগের এই অস্থূলত সৌভাগ্যবার্তা ক্রমশঃ ধৃতরাষ্ট্রের কর্ণগোচর হইল। ভীষ্মদ্রোণাদি মনীষিগণের পরামর্শানুসারে, তিনি পাণ্ডবদিগকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত, বিবিধ ধন ও রত্ন সহকারে বিহুরকে পাঞ্চালে প্রেরণ করিলেন। পাণ্ডবগণ দ্রুপদরাজের সম্মতিক্রমে নবোঢ়া মহিষী কৃষ্ণা, জননী কুন্তী, স্নগদোত্তম কৃষ্ণ, ও একান্ত হিতৈষী বিহুরের সমভিব্যাহারে হস্তিনাপুরে পুনরাগমন করিলেন। যে পুণ্যাশীল সাধু-পুরুষদিগকে, অসদ্বৃদ্ধি প্রণোদিত ছরাস্রা হৃদ্যোধনের চক্রান্তে, অকালে কালের কবলগত বলিয়া প্রকৃতিপুঞ্জ বিশ্বাস করিয়াছিল, এক্ষণে তাঁহাদিগকে স্নহ, সহায়-সম্পন্ন, বিবাহিত ও আত্মীয়-পরিবেষ্টিত অবস্থায় পুনরাগত দেখিয়া তাহাদের আনন্দের পরিসীমা থাকিল না। ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্র, ভবিষ্যৎ বিরোধ পরিহারার্থ, পাণ্ডবদিগকে অর্দ্ধরাজ্য গ্রহণ করিতে অমুমতি প্রদান করিলেন। পাণ্ডবগণ কৃষ্ণের সহিত খাণ্ডবপ্রস্থ নামক নির্দিষ্ট অর্দ্ধরাজ্যে আগমন করিয়া বাস করিতে

লাগিলেন। তাঁহাদিগকে তদবস্থায় রক্ষা করিয়া কৃষ্ণ স্বকীয় রাজধানী দ্বারাবতী নগরে প্রত্যাগমন করিলেন।

পাণ্ডবেরা নির্বিরোধে প্রজাপালন করিতে করিতে শুখ-স্বচ্ছন্দে কাল-পাত করিতে লাগিলেন। পাছে একমাত্র প্রণয়িনী দ্রৌপদীর উপলক্ষে ভ্রাতৃ-গণের মধ্যে ভবিষ্যতে মনোবাদ সংঘটিত হয়, এই ভয়ে তাঁহারা নিয়মাবধারণ করিলেন যে, যখন এক ভ্রাতা দ্রুপদ-নন্দিনীর নিকট অবস্থান করিবেন, তখন অল্প ভ্রাতা তথায় প্রবেশ করিলে, সেই প্রবেশকারীকে দ্বাদশ বৎসরের নিমিত্ত বনবাসী হইতে হইবে। কিন্তু অচিরে এই কঠোর প্রতিজ্ঞা-জনিত বিষময় ফল উপস্থিত হইল। একদা কতিপয় তপস্বী, এক ব্রাহ্মণের গোধন অপহরণ করিলে, ব্রাহ্মণ ধনঞ্জয়ের নিকটস্থ হইয়া আত্মভাবে স্বকীয় ক্রোশের কথা বিজ্ঞাপিত করিলেন। অন্ত্রহীন অর্জুন, তখনই সশস্ত্র হইয়া গোধন উদ্ধার পূর্বক ব্রাহ্মণের দুঃখ দূর করিবার নিমিত্ত, ধাবিত হইতে সংকল্পবদ্ধ হইলেন। তৎকালে অস্ত্রাগারে ধর্ম্মনন্দন দ্রৌপদীর সহিত অবস্থান করিতে ছিলেন। অর্জুন বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে, এ সময়ে নিয়ম পরিপালনের নিমিত্ত কালবাজ না করিয়া, দ্বাদশবর্ষব্যাপী ক্রোশ স্বীকার পূর্বক দুষ্টির দমন, গোধনের উদ্ধার ও ব্রাহ্মণের সন্তোষ-সাধন করা আবশ্যক। তিনি অস্ত্রাগারে প্রবেশ পূর্বক অন্ত্র গ্রহণ করিয়া বিপ্রেস মনোভীষ্ট সিদ্ধ করিলেন। তদনন্তর গৃহাগত হইয়াই, কাহারও অমুরোধে কণপাত না করিয়া, সত্য-পালনের নিমিত্ত, বনে প্রস্থান করিলেন।

নানা তীর্থ ও দিগ্দেশ পর্য্যটন পূর্বক, অর্জুন ক্রমে মণিপুরে উপস্থিত হইলেন এবং মণিপুরেশ্বরীর চিত্রাঙ্গদা নাম্নী স্নকুমারী কামিনীর পাণিগ্রহণ করিয়া, তথায় তিন বৎসর অতিবাহিত করিলেন। চিত্রাঙ্গদার গর্ভে অর্জুনের বক্রবাহন নামে এক বল-বীৰ্য্য-সম্পন্ন পুত্র সমুৎপন্ন হন। অর্জুন মণিপুর হইতে প্রভাসতীর্থে আসিয়া স্নানান্তর শ্রীকৃষ্ণের সহিত সন্মিলিত হইলেন এবং গিরিবিহার বাসনায় সখার সহিত মিলিয়া রৈবতক পর্বতে সমাগত হইলেন। রৈবতকে তৎকালে এক উৎসব হইতেছিল। সেই উৎসব স্থলে কৃষ্ণের ভগিনী স্নভদ্রাসুন্দরী, ধনঞ্জয়ের নয়ন-পথবর্তিনী হইলেন। অর্জুন সেই সৌন্দর্য্যশালিনী কামিনীকে সন্দর্শন করিয়া, তাঁহাকে লাভ করিবার নিমিত্ত, নিতান্ত আগ্রহান্বিত হইলেন এবং স্বকীয় হৃদয়-সখা বাসুদেবের নিকট দায়িত্ব আত্মরক্তির বিষয় পরিব্যক্ত করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কৌশল-সহকারে

সুভদ্রাকে হরণ করিতে পরামর্শ দিলেন। সমুচিত সুযোগ উপস্থিত হইলে, অর্জুন বলপূর্ব্বক সুভদ্রাকে হরণ করিয়া রথোপরে স্থাপন করিলেন এবং ইন্দ্রপ্রস্থে প্রস্থান করিলেন। এই ব্যবহারে বলরাম-প্রসূষ যাদবগণ নিতান্ত রোষ-পরবশ হইয়া উঠিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সদযুক্তিপূর্ণ বাক্য শ্রবণে বলরামাদির ক্রোধ অচিরে নিবৃত্ত হইল ; তখন কৃষ্ণ ও অত্মাশ্রয় যাদবেরা বহুবিধ যৌতুক লইয়া নব দম্পতীকে আশীর্বাদ করিতে আসিলেন। সুভদ্রার গর্ত্তে অর্জুনের অভিমন্যু নামে এক বীর-নন্দন আবির্ভূত হন। দ্রৌপদীর গর্ত্তেও পঞ্চ পাণ্ডবের পঞ্চ পুত্র জন্ম পরিগ্রহ করেন। কুমারেরা বীরপুঙ্গব অর্জুনের নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়া যথেষ্ট কৃতিত্ব লাভ করিলেন।

এই সময়ে অগ্নিদেবের অনুরোধ-পরতন্ত্র হইয়া, কৃষ্ণ ও অর্জুন সুবিস্তৃত খাণ্ডবারণ্য দগ্ধ করিয়াছিলেন। পঞ্চদশ দিনে খাণ্ডবদাহন সম্পন্ন হয় এবং সেই প্রবলানলে অশ্বসেন, ময়দানব ও চারিটি পক্ষিশাবক ব্যতীত তত্রত্য যাবতীয় জীবজন্তু বিনষ্ট হইয়া যায়। অগ্নিদেব কৃষ্ণার্জুনের সহায়তায় সফল-মনোরথ ও পরিতুষ্ট হইয়া প্রত্যাগমন স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণকে সুদর্শনচক্র এবং অর্জুনকে গাণ্ডীবধনুক, অক্ষয় তুণীরদ্বয় এবং কপিধ্বজ রথ প্রদান করিয়াছিলেন।

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তেহলকৃত্যঃ কুণ্ডলিনো যুবানঃ পরস্পরং স্পর্দ্ধমানা নরেন্দ্রাঃ ।
অস্ত্রং বলং চাত্মনি মন্তমানাঃ সর্কে সমুৎপেতুকদায়ুধাস্তে ॥
রূপেণ বীৰ্য্যেণ কুলেন চৈব শীলেন বিত্তেন চ যৌবনেন ।
সমিদ্ধদৰ্পা মদবেগভিন্না মত্তা যথা হৈমবতা গজেন্দ্রাঃ ॥
পরস্পরং স্পর্দ্ধয়া প্রেক্ষমাণাঃ স্কলজেনাভিপরিপ্লুতান্ধাঃ ।
কৃষ্ণা মমৈবেতাভিভাষমাণা নৃপাসনেভ্যঃ সহসোদতিষ্ঠন্ ॥
তে ক্ষত্রিয়া রজগতাঃ সমেতা জিগীষমাণা দ্রুপদাশ্রজাঃ তাম্ ।
চকাশিরে পর্ষতরাজকল্যামুভাং যথা দেবগণাঃ সমেতাঃ ॥
কন্দর্পবাণাভিনিপীড়িতান্ধাঃ কৃষ্ণাগতৈস্তে হৃদয়েন্নরেন্দ্রাঃ ।
রজাবতীর্ণা দ্রুপদাশ্রজাঃ ধেষং প্রচক্লুঃ স্ত্রুদোহপি তত্র ॥
অথাযযুর্দেবগণা বিমানৈরুদ্রাদিত্যা বসবোহথাশ্বিনৌ চ ।
সাধ্যাশ্চ সর্কে মরুতস্তথৈব যমং পুরস্কৃত্য ধনেশ্বরঞ্চ ॥
দৈত্যাঃ স্পর্পাশ্চ মহোরগাশ্চ দেবর্ষয়ো গৃহকাশ্চারণাশ্চ ।
বিষাবসুর্নারদপর্কতোচ গর্কর্যমুখ্যাঃ সহসান্ধ্রোভিঃ ॥
হলায়ুধস্তত্র জনার্দনশ্চ বৃষ্যক্ষকাশ্চৈব যথাপ্রধানম্ ।
প্রেক্ষাং অ চক্ল্যুঃপুঞ্জবাস্তে স্থিতাশ্চ কৃষ্ণস্ত মতে মহাস্তে ॥
দৃষ্ট্বা তু তান্ মত্তগজেন্দ্ররূপান্ পঞ্চাভিপদ্মানিব বারণেন্দ্রান্ ।
ভম্বাবৃতান্ধানিব হব্যবাহান্ কৃষ্ণাঃ প্রদধোযজুবীরমুখাঃ ॥
শশংস রামায় যুধিষ্ঠিরং স ভীমং সজিষ্ণুং চ যমোচ বীরৌ ।
শনৈঃ শনৈস্তান্ প্রসমীক্ষ্য রামো জনার্দনং প্রীতমনা দদর্শ ॥
অন্যে তু বীরা নৃপপুত্রপৌত্রাঃ কৃষ্ণাগতৈর্নেত্রমনঃস্বভাবৈঃ ।
ব্যাঘ্রচ্ছমানা দদৃশুর্নতান্ বৈ সন্দষ্টদন্তচ্ছদতাম্রনেত্রাঃ ॥
তথৈব পার্থাঃ পৃথুবাহবস্তে বীরৌ যমৌ চৈব মহাহুভাবৌ ।
তাং দ্রৌপদীং প্রেক্ষ্য তদা অ সর্কে কন্দর্পবাণাভিহতা বভূবুঃ ॥
দেবর্ষিগর্কর্যসমাকুলং ভৎস্পর্পনাগাস্ত্ররসিকুছুষ্টম্ ।
দিব্যেন গন্ধেন সমাকুলঞ্চ দিব্যাশ্চ পুষ্পৈরবকীর্ঘ্যমাণম্ ॥

মহাশ্বনৈর্হুন্মুত্তিনাদিতৈশ্চ বভূব তৎসঙ্কলমন্তরীক্ষম্ ।
 বিমানসম্বাদমভূৎ সমস্তাৎসবেণুবীণাপগবাহুনাদম্ ॥
 ততস্ত তে রাজগণাঃ ক্রমেণ কৃষ্ণানিমিত্তং কৃতবিক্রমাশ্চ ।
 সকর্ণহৃষ্যোধনশাবল্যাভ্রোণনিক্রোথস্বনীথবক্রাঃ ॥
 কলিঙ্গবন্ধাধিপপাণ্ড্যপোণ্ড্রা বিদেহরাজো যবনাধিপশ্চ ।
 অন্যে চ নানান্পপুল্পপোত্রা রাষ্ট্রাধিপাঃ পঙ্কজপত্রনেত্রাঃ ॥
 কিরীটহারান্গদচক্রবালৈর্বিভূষিতাঙ্গাঃ পৃথুবাহবস্তে ।
 অমুক্তমং বিক্রমসম্বযুক্তা বলেন বীৰ্য্যেণ চ নর্দমানাঃ ॥
 তৎকামূকং সংহননোপপন্নং সজ্যাং ন শেকুর্মনসাপি কৰ্ত্তৃম্ ।
 তে বিক্রমন্তঃ ক্ষুরতা দৃঢ়েন বিক্ষিপ্যমাণা ধম্বা নরেন্দ্রাঃ ॥
 বিচেষ্ঠ্যমানা ধরণীতলস্থা যথাবলং শৈক্ষ্যগুণক্রমাশ্চ ।
 গতৌজসঃ স্তস্তকিরীটহারা বিনিশ্চসন্তঃ শময়াষভুবুঃ ॥
 হাহাকৃতং তদ্ধম্বা দৃঢ়েন বিশস্তহারান্গদচক্রবালম্ ।
 কৃষ্ণানিমিত্তং বিনিবৃত্তকামং রাজ্ঞাং তদা মণ্ডলমার্তমাসীৎ ॥
 সর্কান্ প্ৰাংস্তান্ প্রসমীক্ষ্য কর্ণে ধম্বর্ধরাণাং প্রবরো জগাম ।
 উদ্ধৃত্য তুং ধম্বকৃত্যতং তৎ সজ্যাং চকারাণ্ড যুযোজ বাণান্ ॥
 দৃষ্ট্বা হতং মেনিরে পাণ্ডুপুত্রা ভিষ্মা নীতং লক্ষ্যবরং ধরায়াম্ ।
 ধম্বর্ধরা রাগকৃতপ্রতিজ্ঞমত্যাগিসোমার্কমথার্কপুল্লম্ ॥
 দৃষ্ট্বা তু তং দ্রৌপদৌ বাক্যমুচ্চৈর্জগাদ নাহং বরয়ামি হতং ।
 সামর্ষহাসং প্রসমীক্ষ্য সূর্য্যং ততাজ কর্ণঃ ক্ষুরিতং ধম্বস্তং ॥
 এবং তেষু নিবৃত্তেষু ক্ষল্লিয়েষু সমস্ততঃ ।
 চেদীনাংধিপো বীরো বলবানস্তকোপমঃ ॥
 দমঘোষস্তুতো ধীরঃ শিশুপালো মহামতিঃ ।
 ধম্বরাদায়মানস্ত জাহ্নভ্যামগমন্নহীম্ ॥
 ততো রাজা মহাবীৰ্য্যো জরাসন্ধো মহাবলঃ ।
 ধম্ববোহভ্যাসমাগত্য তস্থৌ গিরিরিবাচলঃ ॥
 ধম্বা পীড্যমানস্তজাহ্নভ্যামগমন্নহীম্ ।
 তত উথায় রাজসে স্বরাষ্ট্রাণ্যভিজগ্মিবান্ ॥
 ততঃ শল্যো মহাবীৰ্য্যো মদ্ররাজো মহাবলঃ ।
 তদপ্যারোপ্যমাণস্ত জাহ্নভ্যামগমন্নহীম্ ॥

তস্মিন্স্থ সংভ্রান্তজনে সমাজে নিষ্কিণ্ণবাদেষু জনাধিপেষু ।
 কুন্তীমৃতো জিহ্মুরিষেব কৰ্ত্তুং সজ্জং ধুমুস্তং সশরং প্রবীরঃ ।
 ইত্যাদিপৰ্বণি স্বয়ম্বরপৰ্বণি রাজপরাভূথে সপ্তাশীত্যাধিকশতোহধ্যায়ঃ ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

যদা নিবৃত্তা রাজানো ধুমুঘঃ সজ্জকৰ্ম্মণঃ ।
 অথোদতিষ্ঠদ্বিপ্রাণাং মধ্যাজ্জিহ্মুরদারধীঃ ॥
 উদক্ৰোশ্বিপ্রমুখ্যা বিধুমস্তোহজিনানি চ ।
 দৃষ্ট্বা সম্প্রস্থিতং পার্থমিস্রকেতুসমপ্রভম্ ॥
 কেচিদাসন্ বিমনসঃ কেচিদাসন্মুদান্বিতাঃ ।
 আহঃ পরস্পরং কেচিন্নিপুণা বুদ্ধিজীবিনঃ ॥
 যৎকৰ্ম্ম শল্যপ্রমুখেঃ ক্ষত্রিয়ৈলোকবিশ্রুতৈঃ ।
 নানতং বলবত্তিহি ধনুর্বেদপরায়ণৈঃ ॥
 তৎকথং স্বকৃতাস্ত্রেণ প্রাণতো দুৰ্ব্বলীয়সা ।
 বটুমাত্রৈশ শক্যং হি সজ্জাং কৰ্ত্তুং ধনুর্বিজ্ঞাঃ ॥
 অবহাস্তা ভবিষ্যন্তি ব্রাহ্মণাঃ সৰ্ব্বরাজসু ।
 কৰ্ম্মণ্যশ্মিন্নসংসিক্রে চাপলাদপরীক্ষিতে ॥
 যদ্যেব দৰ্পাক্ষৰ্বাহ্যপাথব্রাহ্মণচাপলাং ।
 প্রস্থিতো ধনুরায়স্তং বার্য্যতাং সাধু মাগমং ॥

ব্রাহ্মণা উচুঃ ।

নাবহাস্তা ভবিষ্যামো ন চ লাঘবমাস্তিতাঃ ।
 নচ বিদ্বিষ্টতাং লোকে গমিষ্যামো মহীক্ষিতাং ॥
 কেচিদাহযুঁবা শ্রীমান্নাগরাজকরোপমঃ ।
 পীনস্কন্ধোৰুবাহশ্চ ধৈর্য্যেণ হিমবানিব ॥
 সিংহথেলগতিঃ শ্রীমান্নন্তনাগেজ্রবিক্রমঃ ।
 সন্তাব্যমশ্মিন্ কশ্মেদমুং সাহাচ্চানুন্নীয়তে ॥
 শক্তিরস্যা মহোংসাহা নহশক্তঃ স্বয়ং ব্রজেৎ ।
 ন চ তদ্বিদ্যতে কিঞ্চিংকৰ্ম্ম লোকেষু যত্তবেৎ ॥
 ব্রাহ্মণানামসাধ্যঞ্চ নৃষু সংস্থা নচারিষু ।
 অভক্ষা বায়ুভক্ষাশ্চ ফলাহারাদ্ভূতত্ৰতাঃ ॥

ছৰ্ক্ষণা অপি বিপ্রা হি বলীয়াংসঃ স্বতেজসা ।
 ব্রাহ্মণো নাবমস্তব্যঃ সদসদ্বা সমাচরন্ ॥
 সূৰ্যং ত্বং মহত্বং কৰ্ম্ম যৎসমুপাগতম্ ।
 জামদগ্ন্যেন রামেণ নির্জিতাঃ ক্ষত্রিয়ানুযিধি ॥
 পীতঃ সমুদ্রোহগন্ত্যেন অগাধো ব্রহ্মতেজসা ।
 তস্মাদ্ভুবন্ত সৰ্ব্বৈঃ ত্র বটুরেষ ধম্মশ্বহান্ ॥
 আরোপয়তু শীঘ্রং বৈ তথৈত্যাচুর্বিজর্ষতাঃ ।
 এবং তেষাং বিলপতাং বিপ্রাণাং বিবিধা গিরঃ ॥
 অজুনো ধম্মষোহভ্যাসে তথৌ গিরিরিবাচলঃ ।
 স তদ্ধম্মঃ পরিক্রম্য প্রদক্ষিণমথাহকরোং ॥
 প্রণম্য শিরসা দেবমীশানং বরদং প্রভূম্ ।
 কৃষ্ণং মনসা কৃত্বা জগৎ চৈত্বুনো ধম্মঃ ॥
 যৎপার্থিবকক্সস্বনীথবটৈস্ত্রাধেয়ত্ব্যোধনশল্যশাঠৈঃ ।
 তদা ধম্মর্ষেদপটৈরনুসিংহৈঃ কৃতং ন সজ্যাং মহতোহপি যত্নাং ॥
 তদজুনো বীৰ্য্যবতাং সদগ্নস্তদৈন্দ্রিরিন্দ্রাবরজপ্রভাবঃ ।
 সজ্জং চক্রে নিমিষান্তুরেণ শরাংশ্চ জগ্রাহ দশার্দ্ধসংখ্যান্ ॥
 বিব্যাধ লক্ষ্যং নিপপাত তচ্ছিত্রেণ ভূমৌ সহসাহতিবিদ্ধম্ ।
 ততোহস্তরীক্ষে চ বভূব নাদঃ সমাজমধ্যে চ মহান্নিনাদঃ ।
 পুষ্পাণি দিব্যানি ববৰ্ষ দেবঃ পার্থস্য মুক্তিং দ্বিষতাং নিহন্তঃ ॥
 চৈলানি বিব্যাধুস্তত্র ব্রাহ্মণাশ্চ সহস্রশঃ ।
 বিলক্ষিতাস্ততশ্চক্ৰুর্হাহাকারাংশ্চ সৰ্ব্বশঃ ॥
 ন্যপতংশ্চাত্র নভসঃ সমস্তাংপুষ্পবৃষ্টয়ঃ ।
 শতান্নানি চ তূর্য্যাণি বাদকাঃ সমবাদয়ন্ ॥
 স্তম্ভমাগধসজ্জাশ্চ ব্যাস্তবস্তত্র স্তম্ভরাঃ ।
 তং দৃষ্ট্বা ক্রপদঃ প্রীতো বভূব রিপুহৃদনঃ ।
 সহ সৈন্যৈশ্চ পার্থস্য সাহায্যার্থমিবেষ সঃ ॥
 তস্মিন্স্থ শব্দে মহতি প্রবৃদ্ধে যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মভূতাং বরিষ্ঠঃ ।
 আবাসমেবোপজগাম শাশ্বং সাক্ষিং যমাত্যাং পুরুষোত্তমাত্যাম্ ॥
 বিদ্ধন্ত লক্ষ্যং প্রসন্নীক্য কৃষ্ণা পার্থঞ্চ শত্রুপ্রতিমং নিরীক্ষ্য ।
 আদায় শুক্লাশ্বরমাণ্যদাম জগাম কুন্তীসুতমুৎস্রয়ন্তী ॥

স তামুপাদায় বিজিত্য রঞ্জে বিজাতিভিত্তরভিপূজ্যমানঃ ।

রক্ষাশ্রিতক্রামদচিস্ত্যাক্ষ্মা পত্ন্যা তয়া চাপানুগম্যমানঃ ॥

ইত্যাদিপৰ্বণি স্বয়ম্বরপৰ্বণি লক্ষ্যচ্ছেদনে হষ্টাশীত্যাধিকশততশেহধ্যায়ঃ ॥

বংশস্পায়ন উবাচ ।

তস্মৈ দিৎসতি কন্যাস্ত ব্রাহ্মণায় তদা নৃপে ।

কোপ আসীন্মহীপানামালোকান্যোন্যামন্তিকাং ॥

অস্মানয়মতিক্রমা ত্বনীকৃত্য চ সঙ্গতান্ ।

দাতুমিচ্ছতি বিপ্রায় দ্রৌপদীং যোষিতাংবরাম্ ॥

অবরোপ্যেহ বৃক্ষস্ত ফলকালে নিপাতাতে ।

নিহনৈনং ছরাদ্রানং যোহয়মস্মায়গন্যতে ॥

নহর্হতোষ সস্মানং নাপিরুদ্ধক্রমং গুণৈঃ ।

হনৈনং সহ পুঞ্জেন ছরাচাবং নৃপদ্বিষম্ ॥

অয়ং হি সর্ক্ষানাহুয় সংকৃত্য চ নরাধিপান্ ।

গুণবভ্রোজয়িত্বাহরং ততঃ পশ্চাৎ গন্যতে ॥

অস্মিন্রাজসমাবায়ে দেবানামিব সন্নয়ে ।

কিময়ং সদৃশং কঞ্চিদ্গুপতিং নৈব দৃষ্টবান্ ॥

নচ বিপ্রেস্বধীকারো বিদ্যাতে বরণং প্রতি ।

স্বয়ম্বরঃ ক্ষত্রিয়গামিতীয়ং প্রথিতা শ্রুতিঃ ॥

অথবা যদি কথ্যেয়ং নচ কিঞ্চিদ্রুভৃষতি ।

অগ্নাবেনাং প্রতিক্ষিপ্য যাম রাষ্ট্রাণি পার্থিবাঃ ॥

ব্রাহ্মণো যদি চাপল্যান্নোভাণা কৃতবানিদম্ ।

বিপ্রিয়ং পার্থিবেক্ষাণাং নৈব বধ্যাঃ কথঞ্চন ॥

ব্রাহ্মণার্থং হি নো রাজ্যং জীবিতং হি বহুনি চ ।

পুত্রপৌত্রং চ যচ্চাত্তাদস্মাকং বিদ্যাতে ধনম্ ॥

অবমানভয়াচৈব স্বধর্মস্তা চ রক্ষণাং ।

স্বয়ম্বরগামত্রেযাং মাভূদেবংবিধা গতিঃ ॥

ইতুয়া রাজশাদ্ভীলা হৃষ্টাঃ পরিঘবাহবঃ ।

ঋপদস্ত জিঘাংসন্তঃ সায়ুধাঃ সমুপাদ্রবন্ ॥

তান্গৃহীতশরাবাপান্ ক্রুদ্ধানাপাততো বহুন্ ।

ঋপদো বীক্ষ্য সস্ত্রাসাদব্রাহ্মণাচ্ছরণং গতঃ ॥

বেগেনাপততস্তাংস্তু প্রতিমানিব বারণান্ ।

পাণ্ডুপুত্রো মহেশ্বাসো প্রতিষাতাবরিন্দমো ॥

ততঃ সমুৎপেতুর্দদাযুধান্তে মহীক্ষিতো বদ্ধতলাঙ্গুলিভ্রাঃ ।

জিঘাংসমানাঃ কুরুরাজপুত্রাবমর্ষয়ন্তোহর্জুনভীমসেনো ॥

ততস্ত ভীমোহদ্রুতভীমকর্ণা মহাবলো বজ্রসমানসারঃ ।

উৎপাটা দৌর্ভ্যাং ক্রমমেকবীরো নিষ্পত্নয়ামাস যথা গজেজ্রঃ ॥

তং বৃক্ষমাদায় রিপুপ্রমাথী দণ্ডীব দণ্ডং পিতৃরাজ উগ্রম্ ।

তথৌ সন্নীপে পুরুষর্ষভস্ত পার্থস্য পার্থঃ পৃথুদীর্ঘবাহুঃ ॥

তৎপ্রেক্ষ্য কর্ণাতিমহুষ্যবুদ্ধিজিহ্বাঃ সহিত্রাতুরচিন্ত্যাকর্ণা ।

বিসিস্মিয়ে চাপি ভয়ং বিহায় তথৌ ধনুর্গৃহ মহেন্দ্রকর্ণা ॥

তৎপ্রেক্ষ্য কর্ণাতিমহুষ্যবুদ্ধিজিহ্বাঃ সহিত্রাতুরচিন্ত্যাকর্ণা ।

নামোদরো ভ্রাতরমুগ্রবীর্ষাং হলায়ুধং বাক্যমিদং বভাষে ॥

য এষ সিংহর্ষভখেলগামী মহদ্ধনুঃ কর্ষতি তালমাত্রম্ ।

এষোহর্জুনো নাত্র বিচার্যামস্তি যদ্যপ্সি সন্ধর্ষণ বাসুদেবঃ ॥

যত্বেষ বৃক্ষং তরসাহবভজ্য রাজ্ঞাংনিকারে সহসা প্রবৃত্তঃ ।

বৃকোদরান্নাত্ব ইহৈতদদ্য কর্ত্বুং সমর্থঃ সমরে পৃথিব্যাম্ ॥

যোহসৌ পুরস্তাং কমলায়তাক্ষস্তমুর্মহাসিংহগতির্কিনীতঃ ।

গৌরঃ প্রলম্বোজ্জলচাক্ষুণো বিনিঃসৃতঃ সোহচ্যুত ধর্মপুত্রঃ ॥

যৌ তৌ কুমারাবিব কার্তিকেয়ৌ দ্বাবশ্বিনেয়াবিত্তি মে বিতর্কঃ ।

মুক্তা হি তস্মাজ্জতুবেশদাহান্ময়া শ্রুতাঃ পাণ্ডুসুতাঃ পৃথা চ ॥

তমব্রবীন্নির্জলতোয়দাতো হলায়ুধোহনন্তরজং প্রতীতঃ ।

প্রীতোহস্মি দৃষ্ট্ৱা হি পিতৃস্বসারং পৃথাং বিমুক্তাং সহ কৌরবাত্নৈঃ ॥

ইত্যাদিপর্বণি স্বরস্বরপর্বণি কৃষ্ণবাক্যেউননবত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

অজিনানি বিধুধন্তঃ করকাংশ্চ দ্বিজর্ষভাঃ ।

উচুস্তে ভীর্নকর্তব্য্য বয়ং যোৎসামহে পরান্ ॥

তানেবং বদতো বিপ্রানর্জুনঃ প্রহসন্নিব ।

উবাচ প্রেক্ষকা ভূত্বা যুয়ং তিষ্ঠথ পার্শ্বতঃ ॥

অহমেনানজিহ্বাত্নৈঃ শতশো বিকিরচ্ছরৈঃ ।

বারগ্নিষ্যামি সংজ্ঞান্মনৈরশীবিষানিব ॥

ইতি তদ্রূরানম্য শুদ্ধাবাপ্তং মহাবলঃ ।
 ত্রাতৃভীমেন সহিতস্তদ্রৌ গিরিবিচলঃ ॥
 ততঃ কৰ্ণমুখান্দৃষ্ট্বা ক্ষত্রিয়ান্যুদ্ধৰ্মদান্ ।
 সস্পেততুরভীৰ্তৌ তৌ গজৌ প্রতি গজানিব ॥
 উচুশ্চ বাচঃ পরুষাস্তে রাজানো যুযুৎসবঃ ।
 আহবে হি দ্বিজস্যাপি বধো দৃষ্টো যুযুৎসতঃ ॥
 ইত্যেবমুক্ত্বা রাজানঃ সহসা দক্ষবুর্জিহ্বান্ ।
 ততঃ কর্ণো মহাতেজা জিহ্বুং প্রতি ঘর্ষৌ রণে ॥
 যুদ্ধার্থী বাসিতাহেতোর্গজঃ প্রতিগজং যথা ।
 ভীমসেনং ঘর্ষৌ শল্যা মদ্রাণামীশ্বরো বলী ॥
 দুৰ্যোধনাদয়ঃ সর্ষে ব্রাহ্মণৈঃ সহ সঙ্গতাঃ ।
 মুহূৰ্দ্ধর্মময়ত্নেন প্রত্যযুধ্যঃস্তদাহবে ॥
 ততোহজুর্নঃ প্রত্যবিধ্যাদাপতন্তুং শিতৈঃ শটৈঃ ।
 কৰ্ণং বৈকৰ্ত্তনং ত্রীমাসিকৃষা বলবদ্ধনুঃ ॥
 তেষাং শরাণাং বেগেন শিতানাং তিগ্নতেজসাম্ ।
 বিমুহমানো রাধেয়ো যত্নাত্তমমুধাবতি ॥
 তাবুভাবপানির্দেহৌ লাঘবাজ্জয়তাং বরৌ ।
 অযুধ্যোতাং স্তসংরকাবহ্নোহুবিজিগীষিণৌ ॥
 ক্রতে প্রতিকৃতং পশু পশু বাহুবলঞ্চ মে ।
 ইতি শূর্যবচনৈরভাষেতাং পরস্পরম্ ॥
 ততোহজুর্নশ্চ ভুজয়োবীৰ্য্যমপ্রতিমং ভূবি ।
 জাত্বা বৈকৰ্ত্তনঃ কৰ্ণঃ সংরকঃ সমযোধয়ৎ ॥
 অজুর্নেন প্রযুক্তাংস্তার্বাণাংবেগবতস্তদা ।
 প্রতিহত্য ননাদৌল্লঃ সৈন্তানি তদপূজয়ন্ ॥
 ণ উবাচ । তুষ্যামি তে বিপ্রমুখ্য ভুজবীৰ্য্যশ্চ সংযুগে ।
 অবিষাদশ্চ চবাস্ত শস্ত্রাস্ত্রবিজয়শ্চ চ ।
 কিং ত্বং সাক্ষাৎকুরুর্বেদো রামো বা বিপ্রসত্তম ।
 অথ সাক্ষাৎকুরিহয়ঃ সাক্ষাৎ বা বিষ্ণুরচূতঃ ॥
 অগ্নিপ্রচ্ছাদনার্থং বৈ বাহুবীৰ্য্যমপাশ্রিতঃ ।
 বিপ্ররূপং বিধায়েদং মত্রে মাং প্রতিযুধ্যসে ॥

ন হি মামাহবে ক্রুদ্ধমন্তঃ সাক্ষাচ্চটীপতেঃ ।
 পুমান্ যোধয়িতুং শক্তঃ পাণ্ডবান্ কীরীটিনঃ ॥
 তমেবং বাদিনং তত্র ফাস্তুনঃ প্রত্যভাষত ।
 নাস্মি কৰ্ণ ধনুর্কেদো নাস্মি রামঃ প্রতাপবান্ ॥
 ব্রাহ্মণোহস্মি যুধাং শ্রেষ্ঠঃ সৰ্বশস্ত্রভূতাং বরঃ ।
 ব্রাহ্মে পৌরন্দরে চাস্ত্রে নিষ্ঠিতো গুরুশাসনাং ॥
 স্থিতোহস্মাদ্য রণে জেতুং ত্বাং বৈ বীর স্থিরো ভব ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবমুক্তস্ত রাধেয়ো যুদ্ধাং কর্ণোত্তরবর্তত ।
 ব্রাহ্মং তেজস্তদাহজযাং মন্তমানো মহারণঃ ॥
 অপরাশ্মিনুগোদেশে বীবৌ শল্যবৃকোদরৌ ।
 বলিনৌ যুদ্ধসম্পন্নৌ বিদ্যায়া চ বলেন চ ॥
 অগ্নোত্তমাহবরন্তৌ তু মন্তাবিব মহাগজৌ ।
 মুষ্টিভিজ্জাহুভিশ্চৈব নিয়ন্তাবিতরেতরং ॥
 প্রকর্ষণাকর্ষণয়োরভ্যাকর্ষাবকর্ষণৈঃ ।
 আচকর্ষতুরগ্নোত্তং মুষ্টিভিশ্চাপি জঘ্নতুঃ ॥
 ততশ্চটচটাশব্দঃ স্রবোরো হ্রবন্তরৌঃ ।
 পাষণসম্পাতনিভেঃ প্রহারৈরভিজঘ্নতুঃ ॥
 মুহূর্তং তৌ তদাহগ্নোত্তং সমরে পর্যাকর্ষতাম্ ।
 ততো ভীমঃ সমুৎক্ষিপ্য বাহুভ্যাং শল্যমাহবে ॥
 অপাতযং কুরুশ্রেষ্ঠো ব্রাহ্মণা জহস্তুস্তদা ।
 তত্রাশ্চর্যাং ভীমসেনশ্চকার পুরুষর্ষভঃ ॥
 যজ্ঞাং পাতিতং ভূমৌ নাবধাদলিনং বলী ।
 পাতিতে ভীমসেনেন শল্যে কর্ণে চ শঙ্কিতে ॥
 শঙ্কিতাঃ সৰ্ববাজানঃ পরিবহুর্বৃকোদরং ।
 উচুশ্চ সহিতা গুহ্র সাপিনৌ ব্রাহ্মণর্ষভৌ ॥
 বিজ্ঞায়েতাং কজন্মানৌ কনিবামৌ তথৈবচ ।
 কো হি রাধাসুতং কৰ্ণং শক্তো যোধয়িতুং রণে ॥
 অগ্নত্র রামাদ্ভ্যাং পাণ্ডবান্ কীরীটিনঃ ।
 কৃষ্ণাদ্ভ্যাং দেবকীপুত্রাং রূপাদ্ভ্যাপি শরদ্বতঃ ॥

কো বা হুৰ্যোধনঃ শত্রুঃ প্রতিযোধয়িতুং রণে ।
 তথৈব মদ্রাধিপতিং শল্যঃ বলবতাং বরম্ ॥
 বলদেবাদৃতে বীরাত্ পাণ্ডবাহা বৃকোদরাৎ ।
 বীরাদুৰ্যোধনাহা হস্তঃ শত্রুঃ পাতয়িতুং রণে ॥
 ক্রিয়তামবহারোহস্মাদ যুদ্ধাদ্ব্রাক্ষণসম্ তাং ।
 ব্রাক্ষণা হি সদা রক্ষ্যাঃ সাপরাধাহপি নিত্যদা ॥
 অথৈনামুপলভ্যেহপুনর্যোৎশ্রাম হৃষ্টবৎ ।
 তাংস্তথা বাদিনঃ সৰ্বান্ প্রসমীক্ষ্য ক্ষিতীশ্বরান্ ।
 অথাত্মান্ পুরুষাংশ্চাপি কৃত্বা তৎকৰ্মসংযুগে ॥

বিশম্পায়ন উবাচ ।

তৎকৰ্ম ভীমশ্চ সমীক্ষ্য কৃষ্ণঃ কুন্তীসুতো তৌ পরিশঙ্কমানঃ ।
 নিবারয়ামাস মহীপতীংস্তাক্ষশ্ৰেণ লক্কেত্যমুনীয সৰ্বান্ ॥
 এবং তে বিনিবৃত্তাস্ত যুদ্ধাদ্যুদ্ধবিশারদাঃ ।
 যথাবাসং যযুঃ সৰ্বে বিস্মিতা রাজসন্তমাঃ ॥
 বৃষ্ঠৌ ব্রহ্মোত্তরো রত্নঃ পাঞ্চালী ব্রাক্ষণৈর্বৃত্তা ।
 ইতিক্রবন্তঃ প্রযযুর্ধে তত্রাসন্মগতাঃ ॥
 ব্রাক্ষণৈস্ত প্রতিচ্ছিন্না বৌরবাজিনবাসিভিঃ ।
 কৃষ্ণেণ জগ্মতুস্তৌ তু ভীমসেনধনঞ্জয়ো ॥
 বিমুক্তৌ জনসম্বাধাচ্ছত্রভিঃ পরিবিক্ষতো ।
 কৃষ্ণয়াহনুগতো তত্র নুবীরৌ তৌ বিরেজতুঃ ॥
 পৌৰ্ণমাস্যাং ধনৈর্মুক্তৌ চন্দ্রস্বৰ্য্যাবিবোধিতৌ ।
 তেবাং মাতা বহুবধং বিনাশং পর্যাচিস্তয়ৎ ॥
 অনাগচ্ছংসু পুত্রেষু ভৈক্ষ্যকালেহভিগচ্ছতি ।
 ধার্ত্তরাষ্ট্রৈর্হতা ন স্যাব্রিজ্জায় কুরুপুঙ্গবাঃ ॥
 মায়াবিতৈর্কা রক্ষোভিঃ স্রবোঠৈর্দৃঢ়বৈরিভিঃ ।
 বিপরীতং মতং জাতং ব্যাসস্যাপি মহাত্মনঃ ॥
 ইত্যেবং চিস্তয়ামাস স্তত্নেহাবৃত্তা পৃথা ।
 ততঃ স্তপ্তজনপ্রায়ে হৃদিনে মেঘসংপ্লুতে ॥
 মহত্যাথাপরাঙ্কে তু ধনৈঃ স্বৰ্য্য ইবাবৃতঃ ।
 ব্রাক্ষণৈঃ প্রাবিশত্বত্র জিহুর্ভার্গববেশ্ম তৎ ॥

ইত্যাদিপৰ্কণি স্বয়ম্বরপৰ্কণি পাণ্ডবপ্রত্যাগমনে নবত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥
বৈশম্পায়ন উবাচ ।

গত্বা তু তাং ভার্গবকৰ্ম্মশালাং পার্থেী পৃথাং প্রাপ্য মহানুভাবৌ ।
তাং যাজ্ঞসেনীং পরমপ্রতীতো ভিক্ষেত্যাথা বেদম্বতাং নরাণ্যৌ ॥
কুটীগতা সা ত্বনবেক্ষ্য পুত্রৌ প্রোবাচ ভুঙ্ক্রেতি সমেত্য সৰ্কে ।
পশ্চাচ্চ কুন্তী প্রসমীক্ষ্য কৃষ্ণাং কষ্টং ময়া ভাষিতমিত্যুবাচ ॥
সা ধৰ্ম্মভীতা পরিচিস্তয়ন্তী তাং যাজ্ঞসেনীং পরমপ্রতীতাং ।
পার্ণে গৃহীত্বোপজগাম কুন্তী যুধিষ্ঠিরং বাক্যমুবাচ চেনং ॥

কুন্ত্যুবাচ ।

ইয়ন্ত কন্থা রূপদন্ত রাজন্তবানুজাত্যাং ময়ি সন্নিহুতী ।
যথোচিতং পুত্র ময়াইপি চোক্তং সমেত্য ভুঙ্ক্রেতি নৃপ প্রমাদাং ॥
ময়া কথং নান্তমুক্তমদ্য ভবেৎকুরুণামৃষভ ব্রবীহি ।
পঞ্চালরাজস্ত সূতামধর্ম্মো নচোপবর্ত্তেত ন বিভ্রমেচ্চ ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

স এবমূকো মতিমান্ নুবীরো মাত্রা মুহূৰ্ত্তং তু বিচিন্ত্য রাজা ।
কুন্তীং সমাখ্যাস্য কুরুপ্রবীরো ধনঞ্জয়ং বাক্যমিদং বভাষে ॥
ত্বয়াজিতা ফাল্গুন যাজ্ঞসেনী ত্বয়ৈব শোভিত্যতি রাজপুত্রী ।
প্রজ্ঞাল্যতামগ্নিরমিত্রসাহ গৃহাণ পানিং বিধিবত্তমশ্রাং ॥

অজুঁন উবাচ ।

মা মাং নরেন্দ্র ত্বমধর্ম্মভাজং কৃথা ন ধর্ম্মোহয়মশিষ্টদৃষ্টে ।
ভবান্নিবেশঃ প্রথমং ততোহয়ং ভীমো মহাবাহুরচিন্ত্যকর্ম্মা ॥
অহং ততো নকুলোহনন্তরো মে পশ্চাদয়ং সহদেবস্তরস্বী ।
ব্রকোদরোহহঞ্চ যমোচ রাজন্নিয়ঞ্চ কন্থা ভবতো নিযোজ্য্য ॥
এবং গতে যৎকরণীয়মত্র ধর্ম্ম্যং যশস্তং কুরু তদ্বিচিন্ত্য ।
পঞ্চালরাজস্য হিতঞ্চ যৎস্যাতং প্রশাধি সৰ্কে অ বশে স্থিতান্তে ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

জিষ্কোর্কচনমাজায় ভক্তিগ্নেহসমধিতম্ ।
দৃষ্টিং নিবেশয়ামাস্তুঃ পাঞ্চাল্যাং পাণ্ডুনন্দনাং ॥
দৃষ্ট্ৱা তে তত্র পশুন্তীঃ সৰ্কে কৃষ্ণাং যশস্বিনীম্ ।
সম্প্রেক্ষ্যাত্মোত্তমাসীনী হৃদয়ৈস্তামধারয়ন্ ॥

তেষাস্ত্র দ্রোপদীং দৃষ্ট্বা সর্বেষামমিতোজসাম্ ।

সম্প্রমথ্যোজ্জয়গ্রামং প্রাহুরাসীন্ননোভবঃ ॥

কাম্যং হি রূপং পাঞ্চালা বিধাত্তা বিহিতং স্বপ্নম্ ।

বভূবাদিকমত্যাভ্যঃ সর্বভূতমনোহরম্ ॥

তেষামাকারভাবজ্ঞঃ কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ।

বৈশম্পায়নবচঃ কুৎসং সম্মার মনুজর্ষভঃ ॥

অত্রবীৎ স হি তান্ ভ্রাতৃম্মিথো ভেদভয়ান্ পুংসঃ ।

সর্বেষাং দ্রোপদী ভার্য্যা ভবিষ্যতি হি নঃ শুভা ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ভ্রাতুর্কচত্ত্বৎপ্রসমীক্ষ্য সর্কে জ্যেষ্ঠস্য পাণ্ডোন্তনয়ান্তদানীম্ ।

তমেবার্থং ধ্যায়মানা মনোভিঃ সর্কে চ তে তস্মৈরদীনস্বাঃ ॥

বৃষ্ণপ্রবীরস্ত কুরুপ্রবীরানাংশসমানঃ সহরৌহিণেয়ঃ ।

জগাম তাং ভার্গবকর্ণশালাং যত্রাসতে তে পুরুষপ্রবীরাঃ ॥

তত্রোপদিষ্টং পৃথুদীর্ঘবাহুং দদর্শ কৃষ্ণঃ সহরৌহিণেয়ঃ ।

অজাতশত্রুং পরিবার্য্য তাংশ্চাপ্যুপোপদিষ্টান্ জলনপ্রকাশান্ ॥

ততোহব্রবীদ্বাসুদেবোহভিগম্য কুন্তীসুতং ধর্ম্মভূতাংবরিষ্ঠম্ ।

কৃষ্ণোহহমস্মীতি নিপীড়্য পাদৌ যুধিষ্ঠিরশাজমীঢ়স্ত রাজ্ঞঃ ॥

তথৈব তস্ত্রাপ্যমুরৌহিণেয়স্তৌ চাপি দৃষ্টাঃ কুরবোহভ্যানন্দন ।

পিতৃশ্বশুরচাপি যদ্বপ্রবীরাবগৃহুতাং ভারতমুখ্য পাদৌ ॥

অজাতশত্রুশ্চ কুরুপ্রবীরঃ পপ্রচ্ছ কৃষ্ণং কুশলং বিলোক্য ।

কথং বয়ং বাসুদেব অয়েহ গৃঢ়া বসন্তৌ বিদিতাশ্চ সর্কে ॥

তমব্রবীদ্বাসুদেবঃ প্রহস্ত গ্যাঢ়োহপ্যগ্নিজর্জায়ত এব রাজন্ ।

তং বিক্রমং পাণ্ডবেয়ানতীত্য কোহস্তঃ কৰ্ত্তা বিদ্যাতে মামুষেষু ॥

দিষ্টা সর্কে পাবকাদ্বিপ্রমুক্তা যুয়ং ঘোরাৎ পাণ্ডবাঃ শত্রুসাহাঃ ।

দিষ্টা পাপো ধৃতরাষ্ট্রস্ত পুত্রঃ সহামাত্যো ন স কামোহভবিষ্যৎ ॥

ভদ্রংবোহস্তু নিহিতং যদগৃহায়াং বিবর্দ্ধধ্বং জলনাইবৈবধমানাঃ ।

মা বো বিদ্বঃ পার্থিবাঃ কেচিদেব যাত্নাবহে শিবিরায়ৈব তাবৎ ॥

সোহমুজাতঃ পাণ্ডবেনাব্যশ্রীঃ প্রায়াক্ষীষ্মং বলদেবেন সার্কিং ।

ইত্যাদিপর্কণি স্বয়ম্বরপর্কণি রামকৃষ্ণাগমনে একনবত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥

খাণ্ডবদহনকালে সেই বনমধ্যবর্তী ময়নামক দানব-বিশ্বকর্মা, কৃষ্ণা-
জুনের রূপায়, পবিত্রাণ লাভ করিয়াছিলেন। প্রতাপকার স্বরূপে সেই ময়,
কৃষ্ণাজুনের কোন অভীষ্ট-সাধনে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, বামুদেব তাঁহাকে
মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিমিত্ত এক অপূর্ণ সভাগৃহ নির্মাণ করিতে আদেশ
করিলেন। তদনুসারে ময়দানব, বিবিধ সামগ্রী আহরণ পূর্বক, অতি
বিচিত্র এক সভা নির্মাণ করিলেন। শোভা, কোশল ও রমণীয়তায় সেই সভা
অতুলনীয় হইয়া উঠিল। রাজা যুধিষ্ঠির, বিবিধ মাহলিক অনুষ্ঠান করিয়া,
ভ্রাতৃগণসহ সেই সুখ্যা হস্ত্যে প্রবেশ করিলেন। অনেকানেক ধর্মজ্ঞ ঋষি,
তপস্বী, নানা দিগেশীয় ভূপাল, সঙ্গীত-শাস্ত্র-নিপুণ অনেক গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা ও
ও কিল্লরগণ আমন্ত্রিত হইয়া সেই সভায় উপস্থিত হইলেন। সর্ব্বশাস্ত্রবিং
দেববি নারদও তথায় সমাগত হইয়া, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বিবিধ সারগর্ভ-
সত্বপদেশ প্রদান পূর্ব্বক পরিতৃপ্ত করিলেন এবং তাঁহাকে রাজহুয় যজ্ঞের
অনুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

তদনন্তর ধর্ম্ম-নন্দন যুধিষ্ঠির, ভ্রাতৃগণ'ও মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া,
রাজহুয় যজ্ঞানুষ্ঠানের কল্পনা করিতে লাগিলেন। আয়্যায়গণ তাঁহাকে রাজহুয়
যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রণোদিত করিলেও তিনি, পুরুষশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের অনুজ্ঞা ব্যতীত,
এই মহাযজ্ঞের আয়োজন করিতে ইচ্ছা করিলেন না। শ্রীকৃষ্ণকে আনয়ন
করিবার নিমিত্ত যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞাক্রমে দ্বারাবর্তী নগরে দূত প্রেরিত হইল।
শ্রীকৃষ্ণ আগমন করিয়া যুধিষ্ঠিরের বাসনা পরিজ্ঞাত হইলেন এবং তাঁহাকে
রাজহুয় যজ্ঞানুষ্ঠানের যথোপযুক্ত পাত্র বলিয়া পরিব্যক্ত করিলেন। তৎকালে
জরাসন্ধ নামে এক প্রবল-পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন; তদানীন্তন অধিকাংশ
ভূপতি ভীতিপ্রযুক্ত জরাসন্ধের আনুগত্য স্বীকার করিয়া কালযাপন করিতে
ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক নিহত কংসরাজ, জরাসন্ধের জামাতা। এই সকল
বিষয়ের উল্লেখ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, “হে রাজন্! বিনি রাজহুয় যজ্ঞের
অনুষ্ঠান করিবেন, তাঁহার সম্রাট হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। আপনি সম্রাটের
শ্রায় গুণগ্রামে বিভূষিত হইলেও, জরাসন্ধের বিরোধিতায় রাজহুয় যজ্ঞানুষ্ঠান
কবিত্তে সমর্থ হইবেন, এক্ষণ বোধ হয় না। হরাস্মা জরাসন্ধ, সমস্ত ভূপতি

গণকে পরাজিত করিয়া কারারুদ্ধ করিয়াছে। অতএব আপনি জরাসন্ধ বধ ও ভূপালগণকে কারামুক্ত না করিলে, সম্রাট-পদবী লাভ বা রাজস্বয় যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে পারিবেন না।” শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া যুধিষ্ঠির কহিলেন যে, “জরাসন্ধ যে প্রকার দুৰ্ম্মদ, তাহাতে তাঁহাকে নিহত করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে।” শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, “ভীমসেন, অর্জুন এবং আমি স্বয়ং জরাসন্ধপুরে গমন করিব এবং ভীমসেন তাহাকে বধ করিবেন।”

অনন্তর ভীমার্জুনকে সঙ্গে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধপুরে উপস্থিত হইলেন এবং স্নাতক ব্রাহ্মণ-বেশ পরিগ্রহ পূর্বক পুরঃপ্রবেশ করিলেন। মহারাজ জরাসন্ধ বিহিত বিধানে তাঁহাদিগের অভ্যর্থনা করিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রথমেই স্ব স্ব পরিচয় প্রদান না করিয়া, কিয়ৎকালান্তে শ্রীকৃষ্ণ আপনাদিগকে তাঁহার সহিত যুদ্ধার্থী বলিয়া ব্যক্ত করিলেন এবং আপনাদিগের পরিচয়ও প্রদান করিলেন। মহাতেজস্বী জরাসন্ধ বীরশ্রেষ্ঠ বৃকোদরের সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। ভীমসেন অতীব উৎসাহ সহকারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অচিরকাল মধ্যে জরাসন্ধকে বিঘৃণিত ও নিষ্পেষিত করিয়া, তাঁহার চরণদ্বয় ধারণপূর্বক তাঁহাকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া ফেলিলেন। তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধের কারাগার হইতে অবরুদ্ধ ভূপালগণের উদ্ধার সাধন করিলেন এবং তাঁহাদিগকে রাজস্বয় যজ্ঞানুষ্ঠানানিলাষী যুধিষ্ঠিরের আনুগত্য স্বীকার করিতে অমুরোধ করিলেন। তদনন্তর জরাসন্ধের পুত্র সহদেবকে মগধরাজ্যের সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া ভীমার্জুন সমভিব্যাহারে শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে পুনরাগমন করিলেন, এবং ধর্ম্ম-নন্দনের নিকট বিজয়বার্তা বিজ্ঞাপিত করিলেন।

অনন্তর যুধিষ্ঠির রাজস্বয় যজ্ঞানুষ্ঠানে উদ্যত হইয়া অমুজ চতুষ্টয়কে সূর্য্যদিক বিজিত করিতে প্রেরণ করিলেন। ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব, বিবিধ বিঘ্ন-বাধা অতিক্রম করিয়া, বিভিন্ন প্রদেশবর্তী রাজগণবর্গকে পরাজিত করিলেন এবং সর্বত্র ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অবিসংবাদিত প্রাধান্ত সংস্থাপন করিলেন। এদিকে শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হইলে, তদীয় অমুজাক্রমে যুধিষ্ঠির অমুজগণের সহিত যজ্ঞে দীক্ষিত হইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। স্বয়ং মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ঋত্বিকগণ সমভিব্যাহারে যজ্ঞানুষ্ঠানের চার গ্রহণ করিলেন। দিগ্দেশীয় রাজগণ, বিপ্রমণ্ডলী, বৈশ্বসমূহ এবং সম্মানার্থ শূদ্রগণও নিমন্ত্রিত হইয়া যজ্ঞস্থলে আগমন করিলেন।

ভীষ্ম, দ্রোণ, ধৃতরাষ্ট্র, বিহর ও কৃপাচার্য্য প্রভৃতি কৌরবান্ধিত পূজার্হগণ এবং
দুর্যোধনাদি কৌরবগণও আমন্ত্রিত হইয়া আগমন করিলেন। অনন্তর
সকলের অস্থমতি গ্রহণপূর্ব্বক রাজা যুধিষ্ঠির যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইলেন।

ভীষ্মের পরামর্শ ক্রমে যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে অর্ঘ্য প্রদানের আয়োজন
করিলে, কৃষ্ণ সেই অর্ঘ্য গ্রহণে সম্মত হইলেন; ইহাতে কৃষ্ণদেবী শিশুপাল
নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির, ও কৃষ্ণকে নানা প্রকারে
তিরস্কৃত করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির ও ভীষ্ম, কৃষ্ণের অর্ঘ্য লাভোপযোগী
শ্রেষ্ঠতা বিষয়ক বিবিধ যুক্তি-গর্ভবাক্য প্রয়োগ করিলেও, চেদিরাজ শিশু-
পাল, অন্যান্য রাজগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া, যজ্ঞের ব্যাঘাত ঘটাইবার
চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি ভীষ্ম ও কৃষ্ণকে অনেক দুর্কাক্য প্রয়োগ
করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ, স্বকীয় সূতীক
চক্রাস্ত্রের দ্বারা শিশুপালের মস্তক ছেদন করিলেন। বিহিত বিধানে
চেদিরাজের অস্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপিত হইলে, যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞাক্রমে শিশু-
পালের পুত্র, পিতৃ-পরিত্যক্ত রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন।

প্রভূত সমারোহ সহকারে যুধিষ্ঠিরের রাজত্ব মহাযজ্ঞ নির্মিয়ে
সুসমাপিত হইল। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবৃন্দ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন এবং
পাণ্ডব-দিগের প্রাণ-কল্প শ্রীকৃষ্ণও দ্বারাবর্তী গমন করিলেন।

রাজা দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞ সভায় নানা প্রকারে লাক্ষিত হইয়া
ছিলেন। কোন বারি-বিহীন স্ফটিকময় প্রদেশে জল-ভ্রমে স্বকীয় পরি-
চ্ছদের অধোভাগ উত্তোলন পূর্ব্বক গমনাগমন করিয়া, বা প্রবেশ-বিমুখ
হইয়া, দুর্যোধন দর্শকগণের হাস্যাস্পদ হইলেন; কোথাও বা জলপূর্ণ
প্রদেশে স্থল-ভ্রমে নিপতিত ও আর্দ্র-বসন হইয়া অধোমুখ হইতে থাকিলেন;
কোথাও বা ভিত্তি মধ্যস্থ স্ফটিক অংশ বিশেষে প্রবেশ দ্বার সন্নিবিষ্ট আছে
বিবেচনায় প্রবেশোন্মুখ হইবা মাত্র আহত হইয়া ভূপতিত হইলেন। এই
রূপে অপমানিত ও লাক্ষিত দুর্যোধন, নিতান্ত বিদেহ-বিষ-জর্জরিত-হৃদয়ে,
হস্তিনাপুরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। প্রত্যাগমন কালে পথিমধ্যে রাজা
দুর্যোধন, স্বকীয় মাতুল সুবলান্নজ শকুনিকে আপনার মর্মান্তিক হৃদয়-
বেদনার বিষয় বিদিত করিলেন এবং পাণ্ডবগণের প্রতাপ ও রাব-ঐ
সন্দর্শনে তাঁহার জীবন ধারণ যে ভারভূত হইয়া উঠিয়াছে তাহাও ব্যক্ত
করিলেন। তখন দৃষ্ট-বুদ্ধি শকুনি বলিলেন, “হে রাজন্! রাজা যুধিষ্ঠির

নিতান্ত দ্যুত-ক্রীড়ামুরক্ত ; অথচ তাহাতে তাঁহার যথোপযুক্ত নিপুণতা নাই।
 প্রকৃষ্ট ক্রীড়ায় আমি অতিশয় নিপুণ। তুমি দ্যুত-ক্রীড়ায় যুধিষ্ঠিরকে
 নিমন্ত্ৰণ করিলে, আমি সহজেই তাঁহাকে পরাজিত করিয়া তদীয় রাজ-শ্রী
 আয়ত্তীকৃত করিতে সক্ষম হইব। অতএব তুমি গৃহাগত হইয়া তোমার
 পিতৃদেবের অনুমতিক্রমে এই কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে অবশ্যই তোমার
 মনোরথ সিদ্ধ হইবে।”

স্বরাজ্যে প্রত্যাগমনের পর, দুর্ঘ্যোধন ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে স্বকীয় মনো-
 গত অভিপ্রায় নিবেদন করিলেন। অক্ষক্রীড়া অশেষ অনর্থের হেতুভূত
 বলিয়া অন্ধরাজ কিছুতেই তাহাতে অনুমোদন করিলেন না। নীতিজ্ঞ-
 চূড়ামণি বিহ্বল ও এই বিষয়ে নিরস্ত হইবার নিমিত্ত পরামর্শ প্রদান করি-
 লেন ; কিন্তু দুর্ঘ্যোধন কোন পরামর্শেই কর্ণপাত না করিয়া বারংবার
 স্বকীয় হৃদয়-জাত লোভ, ঈর্ষা ও অপমানের বিষয় নিবেদন করিতে
 লাগিলেন। অবশেষে পুত্রের নির্বন্ধ-পরতন্ত্র ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, “হে
 দুর্ঘ্যোধন ! তোমার প্রস্তাব শ্রেয়স্কর হইবে বলিয়া আমার বোধ হইতেছে
 না। তথাপি তোমার অনুরোধ হেতু আমি তোমাকে অক্ষ ক্রীড়ায়
 অনুমতি প্রদান করিতেছি বটে ; কিন্তু সাবধান, যেন এজন্য কোন
 অনর্থোৎপত্ত না ঘটে।”

অচির কাল মধ্যে দ্যুত-ক্রীড়োপযোগী এক সুরম্য সভা নির্মিত হইল
 এবং যুধিষ্ঠিরকে আহ্বান করিবার নিমিত্ত মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ বিহ্বল ইন্দ্রপ্রস্থে
 প্রেরিত হইলেন। দ্যুত ক্রীড়া বিবিধ অনর্থের মূল জানিয়াও, আহূত
 যুধিষ্ঠির নিবৃত্ত হওয়া অঐবধ বলিয়া মনে করিলেন এবং সঙ্গীবর্গকে
 গমনের নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। পরদিন জ্যোতি-
 প্রভৃতি পুরমহিলাগণ, ভীমাদি ভ্রাতৃগণ এবং অন্যান্য অমুখ্যাত্মিকবর্গকে
 সঙ্গে লইয়া যুধিষ্ঠির হস্তিনায় যাত্রা করিলেন। তাঁহার অক্ষ সভায়
 উপস্থিত হইলে, শকুনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে দ্যুত-ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইতে
 অনুরোধ করিলেন। দুর্ঘ্যোধন কহিলেন, “হে রাজন ! মদীয় মাতুল
 শকুনি আমার প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া ক্রীড়া করিবেন ; আমি ধন-রত্ন
 প্রদান করিব।” ক্রীড়ারূপ হইল ; বারংবার অক্ষতদ্বিংশ শকুনি জয় লাভ
 করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে পাণ্ডবগণের মণি-মুক্তাদি অলঙ্কার,
 ধন, অর্থ, দাস, দাসী, হস্তী, শকট প্রভৃতি কপট দ্যুত-ক্রীড়ায় পণ স্বরূপে

কৌরবগণের অধিকার গত হইল। এষ্ট সময়ে বিদুর সত্বপদেশ দ্বারা উভয় পক্ষকেই অক্ষ ক্রীড়ায় নিরস্ত হইতে পরামর্শ প্রদান করিলেন। কিন্তু চর্তুত্ব দুর্ঘোষন, বিবিধ চর্তুকা প্রয়োগে তাঁহার সত্বপদেশ উপেক্ষা করিলেন পূর্ববৎ দ্যুত-ক্রীড়া চলিতে লাগিল এবং কপট অক্ষ প্রয়োগে ক্রমশঃ যুধিষ্ঠির পরাজিত হইতে লাগিলেন। অবশেষে রাজ্য, ধন, ভ্রাতৃগণ, এমন বিদ্রোপদীকে পর্যাস্ত পণ রাখিয়া যুধিষ্ঠির ক্রীড়া আরম্ভ করিলেন এবং এবে একে সকলই হারাইলেন। ধৃতরাষ্ট্র, কর্ণ ও দুঃশাসনাদির অপরিসীম আনন্দ জন্মিল ; কিন্তু অপরাপর সভাসদগণ শোকে ম্রিয়মাণ হইলেন।

বিজয়-গর্ষিত দুর্ঘোষন বলিলেন, “হে বিদুর ! তুমি অচিরে দ্রোপদীকে এখানে আনয়ন কর ; সে আসিয়া আমাদের গৃহ মার্জনা করুক।” এই অত্যাঙ্কার হেতু অচির কাল মধ্যে কৌরবগণের অপরিসীম অধোগতি সংঘটিত হইবে জানিয়া, বিদুর তখনও তাহাদিগকে সাবধান হইতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু দুর্ঘোষন তাঁহাকে ধিক্কার প্রদান করিয়া, দ্রোপদীকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত, প্রতিকামীকে প্রেরণ করিলেন। প্রতিকামী পাণ্ডবগণের নির্দিষ্ট বাস ভবনে আগমন করিয়া দ্রোপদীর নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল এবং তাঁহাকে সভাস্থলে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত অনুরোধ করিল। যাজ্ঞসেনী বলিলেন, “যুধিষ্ঠির কিরূপ ভাবে পরাজিত হইয়াছেন না জানিয়া আমি সভায় গমন করিব না, অতএব তুমি তাহা বুঝিয়া আইস।” প্রতিকামী প্রত্যাগত হইলে, ক্রোধাক্ত দুর্ঘোষন স্বকীয় অমুজ দুঃশাসনের প্রতি দ্রোপদীকে আনয়ন করিবার ভার অর্পণ করিলেন। ছরাত্মা দুঃশাসন কেশাকর্ষণ করিয়া দ্রোপদীকে সেই সভা মধ্যে আনয়ন করিল। দ্রোপদী তখন রজঃস্বলা ও একবস্ত্রা। ছরাত্মা দুঃশাসন, তাঁহা সেই সকল আপত্তি ও অমুনয় বাক্য শ্রবণ না করিয়া, তাঁহাকে বিবিধ চর্তুকা উৎপীড়িত করিতে করিতে বেগে সেই সভা স্থলে উপস্থিত করিল। লজ্জাশীলা যাজ্ঞসেনী, তথায় সমাগত হইয়া মুহু মধুর বাক্যে স্বকীয় দুরবস্থা-জ্ঞিত শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং তত্রত্য মহাত্ম্যগণকে ধিক্কার প্রদান করিয়া বিলাপ করিতে থাকিলেন। এদিকে দুর্ঘোষন ও কর্ণাদি দ্রোপদীকে দাসী নামে অভিহিত করিয়া বহুবিধ পরিহাস করিতে লাগিলেন। দুঃশাসন অনেকের অনুমোদন লাভ করিয়া দ্রোপদীর বস্ত্র হরণে প্রবৃত্ত হইল। দ্রোপদীর দর্শনে ক্রুদ্ধ ভীমসেন প্রতিজ্ঞা

করিলেন, “যদি আমি এই ছরাচার হুঃশাসনের বক্ষঃ বিদার করিয়া কৃষি-পান না করি, তাহা হইলে আমি যেন মরণান্তে সদগতি প্রাপ্ত না হই।” এই সময়ে মহাত্মা বিহুর পুনরায় বলিতে থাকিলেন, “হে সভাস্থ মহাত্মগণ! দ্রোপদী আপত্তি করিয়াছেন যে, অগ্রে মহারাজ যুধিষ্ঠির পণে আপনাকে আপনি হারিয়াছেন; তখন তাঁহার আর অত্র কোন বিষয় পণ রাখিবার অধিকার ছিল না; সুতরাং পরে যদি আমি পরাজিত হইয়া থাকি, তাহা হইলে আমি সে জন্ত কখনই বাধ্য নহি। দ্রোপদীর এই আপত্তির মীমাংসা হওয়া আবশ্যিক।” সভাস্থগণ অধোমুখে নীরবে এই বিষয়ের আলোচনা করিতে লাগিলেন। এদিকে দুর্যোধন, দ্রোপদীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া স্বকীয় উরু প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তদর্শনে আরক্ত-লোচন ক্রোধাক্ত ভীম-সেন বজ্রধ্বনিতে কহিলেন, “হে নৃপতিগণ! যদি আমি গদাঘাতে দুর্যোধনের ঐ উরু ভগ্ন না করি, তাহা হইলে মরণান্তে যেন আমার পিতৃ-পুরুষগণের জায় সদগতি লাভ না হয়।” সভাস্থলে যখন এইরূপ বাদ-বিতণ্ডা চলিতেছে, তখন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনকে তিরস্কার করিয়া এই অধ্যবসায় হইতে নিরস্ত হইবার নিমিত্ত আদেশ করিলেন এবং দ্রোপদীকে প্রীতি-পূর্ণ বচনে অভীষ্ট বর প্রার্থনা করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। তদনন্তর দ্রোপদীর প্রার্থনা ক্রমে, ধৃতরাষ্ট্রের অনুকম্পায়, পাণ্ডব-গণ দাসত্ব বিনিমুক্ত হইলেন। তখন যুধিষ্ঠির বিনম্র বচনে আপনাদিগের তদানীন্তন কর্তব্য বিষয়ের অনুমতি জিজ্ঞাসা করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাদিগকে সমস্ত ধন-রত্নাদি গ্রহণ পূর্ব্বক সপরিবারে স্বরাজ্যে গমন করিতে আদেশ প্রদান করিলেন।

ধৃতরাষ্ট্রের আদেশ ব্যক্ত হইলে, মর্ম্মাহত দুর্যোধনাদি নিতান্ত কাতর ভাবে তাঁহার সমীপাগত হইলেন এবং নানাবিধ প্ররোচনার দ্বারা পুনরায় দূত-ক্ৰীড়ার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। তাঁহারা প্রস্তাব করিলেন যে, এবার ধন-রত্নাদি পণ রাখিবার কোন প্রয়োজন নাই। যে পক্ষ পরাজিত হইবেন, বক্সলাজিন ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে দ্বাদশ বৎসর জ্ঞাত ভাবে বনবাসে থাকিতে হইবে এবং একবৎসর অজ্ঞাত ভাবে অতিবাহিত করিতে হইবে। পুত্র-বৎসল অন্ধরাজ এই প্রস্তাবে সন্মত হইলে, তদীয় গুণবতী মহিষী গান্ধারী তাঁহাকে এবং বিধ অনুষ্ঠানের অবৈধতা বুঝাইয়া দিলেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না।

পুনরায় হুৰ্য্যোধন যুধিষ্ঠিরের নিকটস্থ হইয়া দ্যুত-ক্রীড়ার প্রস্তাব করিলেন। ভক্তি-ভাজন বৃদ্ধ ভূপতি অহুমতি করিতেছেন শুনিয়া, ইচ্ছা না থাকিলেও, যুধিষ্ঠির পুনর্বার ক্রীড়ার প্রবৃত্ত হইতে সম্মত হইলেন। এবারেও যুধিষ্ঠিরের পরাজয় হইল; অজিন বসন পরিধান করিয়া দ্রৌপদী সমভিষাহারে পাণ্ডবেরা বনবাসার্থ প্রস্তুত হইলেন। যাত্রাকালে দ্রুশাসন তাঁহাদিগের প্রতি বিবিধ পুরুষ বাক্য প্রয়োগ করিল এবং দ্রৌপদীকে নানা প্রকার বিদ্রূপ করিল। হুৰ্য্যোধনও তাঁহাদিগকে নানারূপ অবমানিত করিলেন। কুপিত ভীষ্মসেন, দ্রুশাসনের বক্ষ বিদারণ করিয়া রুধির পানের ও গদাবাতে হুৰ্য্যোধন হননের নিমিত্ত পুনরায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। অর্জুনাদি পাণ্ডবেরাও নানারূপ প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হইলেন। অনন্তর যুধিষ্ঠির সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। বিহুর পরামর্শক্রমে পাণ্ডব-জননী কুন্তীদেবী সন্তানগণের সঙ্গিনী হইলেন না; বিহুর তাঁহাকে সমাদরে স্বকীয় ভবনে লইয়া গেলেন। যাত্রাকালে ধর্ম্মনিষ্ঠ বিহুর তাঁহাদিগকে বিবিধ সহপদেশ প্রদান করিলেন এবং কুন্তীদেবী পতি-পথানুবর্তিনী দ্রৌপদী স্তন্দরীকে বহু প্রকার কর্তব্যোপদেশ প্রদান করিলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া নিতান্ত হুঃখিত হইলেন এবং বিহুরকে আহ্বান করিয়া পাণ্ডবদিগের বনগমন বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। পাণ্ডবদিগের বিবিধ প্রতিজ্ঞাবাক্য শ্রবণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্র নিতান্ত ভীত ও হুঃখিত হইলেন। তিনি পাণ্ডবদিগকে প্রত্যাবৃত্ত করাইবার নিমিত্ত বিহুরকে অহুরোধ করিলেন। কিন্তু তাঁহার সে পরামর্শ কার্যে পরিণত হইল না। ধৃতরাষ্ট্র, দ্রোণ, সঞ্জয় ও বিহুর প্রভৃতি মহাত্মগণ বুঝিয়া রাখিলেন যে, অদ্য হইতে ত্রয়োদশ বর্ষের অবসানে কোরবকুলের ঘোর অনর্থ সমুপস্থিত হইবে।

শকুনিরূবাচ ।

বহু বিত্তং পরাজৈষীঃ পাণ্ডবানাং যুধিষ্ঠির ।
আচক্ষুঃ বিত্তং কোন্তেয় যদি তেহন্ত্যপরাজিতম্ ॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

মম বিত্তমসংখ্যেয়ং যদহং বেদ সৌবল ।
অথ ত্বং শকুনে কস্মাদ্বিত্তং সমনুপৃচ্ছসি ॥
অযুতং প্রযুতকৈব পদ্মং সৰ্ব্বমথার্ক্যদম্ ।
শথকৈব মহাপদ্মং নিথর্কং কোটিরেব চ ॥
মধ্যকৈব পরাক্ষিকং সপরঞ্চাত্র পণ্যতাম্ ।
এতন্মম ধনং রাজং তেন দীব্যাম্যাহং ত্বয়া ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এতচ্ছ্রুত্বা ব্যবসিতো নিকৃতিং সমুপাশ্রিতঃ ।
জিতমিত্যেব শকুনিযুধিষ্ঠিরমভাষত ॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

গবাংশ্চ বহুধেনুকমসংখ্যেয়মজাবিকম্ ।
যৎকিঞ্চিদনুপল্লীশাং প্রাক্সিক্কোরপি সৌবল ।
এতন্মম ধনং সৰ্ব্বং তেন দীব্যাম্যাহং ত্বয়া ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এতচ্ছ্রুত্বা ব্যবসিতো নিকৃতিং সমুপাশ্রিতঃ ।
জিতমিত্যেব শকুনিযুধিষ্ঠিরমভাষত ॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

পুরং জনপদো ভূমিরব্রাহ্মণ ধনৈঃ সহ ।
অব্রাহ্মণাশ্চ পুরুষা রাজান্ শিষ্টং ধনং মম ।
এতদ্রাজন্ মম ধনং তেন দীব্যাম্যাহং ত্বয়া ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এতচ্ছ্রুত্বা ব্যবসিতো নিকৃতিং সমুপাশ্রিতঃ ।
জিতমিত্যেব শকুনিযুধিষ্ঠিরমভাষত ॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

রাজপুত্রো ইমে রাজন্ শোভন্তে ঘৈর্বিভূষিতাঃ ।

কুণ্ডলানি চ নিকাশ্চ সর্বরাজবিভূষণম্ ।

এতন্মম ধনং রাজং স্তেন দীব্যাম্যাহং স্বয়া ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এতচ্ছ্রদ্ধা ব্যবসিতো নিকৃতিং সমুপাশ্রিতঃ ।

জিতমিত্যেব শকুনিযুধিষ্ঠিরমভাষত ॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

শ্যামো যুবা লোহিতাক্ষঃ সিংহস্কন্ধো মহাভূজঃ ।

নকুলো গৃহ এবৈকো বিদ্যেতন্মম তদ্বনম্ ॥

শকুনিরুবাচ ।

প্রিয়ন্তে নকুলো রাজপুত্রো যুধিষ্ঠির ।

অস্মাকং বশতাং প্রাপ্তো ভূয়ঃ কেনেহদীব্যাসে ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবমুক্তা তু তানক্ষান্ শকুনিঃ প্রতাপদ্যত ।

জিতমিত্যেব শকুনিযুধিষ্ঠিরমভাষত ॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

অয়ং ধর্মান্ সহদেবোহনুশাস্তি লোকে হস্মিন্ পণ্ডিতাখ্যাং গতশ্চ ।

অনর্হতা রাজপুত্রেণ তেন দীব্যাম্যাহং চাপ্রিয়বৎ প্রিয়েণ ।

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এতচ্ছ্রদ্ধা ব্যবসিতো নিকৃতিং সমুপাশ্রিতঃ ।

জিতমিত্যেব শকুনিযুধিষ্ঠিরমভাষত ॥

শকুনিরুবাচ ।

মাদ্রীপুত্রো প্রিয়ো রাজংস্তবেমৌ বিজিতৌময়া ।

গরীয়াংসৌতু তে মন্যে ভীমসেনধনঞ্জয়ো ॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

অধর্ম্মঞ্চ রসে নূনং যো নাবেক্ষসি বৈ নয়ম্ ।

যোনঃ স্ত্রমনসাং মৃঢ়ং বিভেদ কণ্ঠমিচ্ছসি ॥

শকুনিরুবাচ ।

গণ্ডে মত্তঃ প্রপততে প্রমত্তঃ স্থাগুম্ভুজিহ্বা ।

জ্যেষ্ঠো রাজন্ বরিষ্ঠোহসি নমস্তে ভরতর্ষভ ॥

স্বপ্নে তানি ন পশ্যন্তি জাগ্রতো বা যুধিষ্ঠির ।

কিতবা যানি দীব্যন্তঃ প্রলপন্ত্যংকটা ইব্ ॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

যো নঃ সংখ্যো নোরিব পারনেতা জেতা রিপূণাং রাজপুত্রস্তরস্বী ।

অনর্হতা লোকবীরেণ তেন দীব্যাম্যাহং শকুনে ফান্তনেন ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এতচ্ছ্রুত্বা ব্যবসিতো নিকৃতিং সমুপাশ্রিতঃ ।

জিতমিত্যেব শকুনিযুধিষ্ঠিরমভাষত ॥

অয়ং ময়া পাণ্ডবানাং ধর্মুর্ধরঃ পরাজিতঃ পাণ্ডবঃ সব্যসাচী ।

ভীমেন রাজন্ দয়িতেন দীব্য যং কৈতবং পাণ্ডব তেহবশিষ্টম্ ॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

যো নো নেতা যো যুধি নঃ প্রণেতা যথা বজ্রী দানবশক্ররেকঃ ।

তির্যাক্‌প্রেক্ষী সন্নতক্রম্‌হাস্যা সিংহস্কন্ধো যশ্চ সদাহত্যমর্ষী ॥

বলেন তুল্যো যস্য পুমান্ বিদ্যাতে গদাভূতামগ্র্য ইহারিমর্দনঃ ।

অনর্হতা রাজপুত্রেণ তেন দীব্যাম্যাহং ভীমসেনেন রাজন্ ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এতচ্ছ্রুত্বা ব্যবসিতো নিকৃতিং সমুপাশ্রিতঃ ।

জিতমিত্যেব শকুনিযুধিষ্ঠিরমভাষত ॥

শকুনিরুবাচ ।

বহুবিন্তং পরাজৈষী ভ্রাতৃশ্চ সহয়দ্বিপান্ ।

আচক্ষু বিত্তং কোন্তেয় যদি তেহন্ত্যপরাজিতম্ ॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

অহং বিশিষ্টঃ সর্বেষাং ভ্রাতৃণাং দয়িতস্তথা ।

কুর্য্যামহং জিতঃ কস্মৈ স্বয়মাত্মহ্যপন্নু তে ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এতচ্ছ্রুত্বা ব্যবসিতো নিকৃতিং সমুপাশ্রিতঃ ।

জিতমিত্যেব শকুনিযুধিষ্ঠিরমভাষত ॥

শকুনিরুবাচ ।

এতৎ পাপিষ্ঠমকরোর্যদাত্মানং পরাজয়ে ।

শিষ্টে সক্তি ধনে রাজন্ পাপ আত্মপরাজয়ঃ ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবমুক্তা মতাক্তান্ গৃহে সৰ্কানবস্থিতান্ ।
পরাজয়লোকবীরাহুক্তা রাজ্ঞাং পৃথক্ পৃথক্ ॥

শকুনিরুবাচ ।

অস্তি তে বৈ প্রিয়া রাজন্ গৃহ একোহপরাজিতঃ ।
পণস্ব কৃষ্ণাং পাঞ্চালীং তয়াস্মানং পুনর্জয় ॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

নৈব ত্বয়া ন মহতী ন কৃশা নাপি রোহিণী ।
নীলকুক্ষিতকেশী চ তয়া দীব্যামাহং ত্বয়া ॥
শারদোৎপলপত্রাক্ষা শারদোৎপলগন্ধয়া ।
শারদোৎপলসেবিত্রা রূপেণ শ্রীসমানয়া ॥
তথৈব সাদানুশংস্যাত্তথাসাজপসম্পদা ।
তথাসাচ্ছীলসম্পত্তা যামিচ্ছেৎ পুরুষঃ স্ত্রিয়ম্ ॥
সর্কৈশ্চৈবৈহি সম্পন্নামহুকুলাং প্রিয়ংবদাম্ ।
যাদৃশীং ধর্মকামার্থসিক্কিমিচ্ছেন্নরঃ স্ত্রিয়ম্ ॥
চরমং সংবিশতি যা প্রথমং প্রতিবুধ্যতে ।
আগোপালাবিপালেভ্যঃ সর্কং বেদ কৃতাকৃতম্ ॥
আভাতি পদ্মবদন্তঃ সশ্বেদং মল্লিকেব চ ।
বেদীমধ্যা দীর্ঘকেশী তাত্রাস্যা নাতিলোমশা ॥
তথৈবং বিধয়া রাজন্ পাঞ্চাল্যাহং সুমধ্যয়া ।
গৃহং দীব্যামি চার্কজ্যা দ্রৌপদ্যা হস্ত সৌবল ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবমুক্তে তু বচনে ধর্মরাজেন ধীমতা ।
ধিগ্ধিগিতোব বৃদ্ধানাং সভ্যানাং নিঃসৃত্য গিরঃ ॥
চুকুভে সা সভা রাজন্ রাজ্ঞাং সঞ্জজিরে শুচঃ ।
ভীষ্মদ্রোণকুপাদীনাং শ্বেদশ্চ সমজায়ত ॥
শিরো গৃহীত্বা বিহুরো গতসম্ব ইবাভবৎ ।
আস্তে ধ্যায়ন্নধোবক্তে নিখমগ্নিব পন্নগঃ ॥
ধৃতরাষ্ট্রস্ত সংহৃষ্টঃ পর্যাপৃচ্ছৎ পুনঃ পুনঃ ।
কিং জিতং কিং জিতমিতি হ্যাকারং ন্যস্ত্যন্নকৃত ॥

অহৰ্ষ কৰ্ণেহতিভৃশঃ সহ হৃঃশাসনাদিভিঃ ।

ইতরেযাস্ত সত্যানাং নেত্রেভ্যাং প্রোপতজ্জলম্ ॥

সৌবলন্তু ভিধাটৈবং স্তিতকাশী মদোংকটঃ ।

স্তিতমিতোব তানকান্ পুনরেবায়পদ্যত ॥

ইতি ভীমহাভারতে সভাপৰ্কণি দ্যুতপৰ্কণি দ্রোপদীপরাজয়ে ত্রিযষ্টি-

তমোহধ্যায়ঃ ॥

দুর্যোধন উবাচ ।

এহি কুলদ্রোপদীমানয়স্ব প্রিয়াং ভাৰ্য্যাং সম্মতাং পাণ্ডবানাম্ ।

সম্মজ্ঞতাং বেশ পঠৈতু শীঘ্রং তত্রাস্ত দাসীভিরপুণ্যশীলা ॥

বিদুর উবাচ ।

দুৰ্জিভাষং ভাষিতং স্বাদৃশেন ন মন সঙ্ঘাসি পাশবন্ধঃ ।

প্রপাতে স্বং লব্ধমানো ন বেংসি ব্যাভ্রান্ মৃগঃ কোপয়সেহতিবেলম্ ॥

আশীবিষাস্তে শিরসি পূৰ্ণকোপা মহাবিষাঃ ।

মাকোপিষ্টাঃ স্তমলাস্তম্মাগমন্তুং যমক্ষয়ম্ ॥

নহি দাসীস্বমাপরা কৃষ্ণা ভবিতুমহঁতি ।

অনীশেন হি রাষ্ট্রজা পণে চাস্তেতি মে মতিঃ ॥

অয়ং ধত্তে বেণুরিবাত্মঘাতী ফলং রাজা ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রঃ ।

দ্যুতং হি বৈরায় মহাভয়ায় মন্তো ন বুধাতায়মঙ্গকালে ॥

নারুন্তদঃ স্যাম্ননৃশংসবাদী ন হীনতঃ পরমভাদদীত ।

যয়াহস্য বাচা পরউদ্বিজ়েত ন তাং বদেদ্বতীং পাপলোক্যাম্ ॥

সমুচ্চরন্ত্যতিবাদাশ্চ বক্তৃদৌরাতঃ শোচতি রাত্রাহানি ।

পরস্য নামৰ্শস্ব তে পতন্তি তান্ পণ্ডিতো নাবস্মজ্ঞেং পরেষু ॥

অজো হি শস্ত্রমগিলং কিলৈকঃ শস্ত্রে বিপন্নৈ শিরসাহস্য ভূমৌ ।

নিরুন্তনঃ স্বস্য কণ্ঠস্য ঘোরং তদ্বদৈরং মাকৃথাঃ পাণ্ডুপুত্রৈঃ ॥

ন কিঞ্চিদিথং প্রবদন্তি পার্থা বনেচরং বা গৃহমেধিনং বা ।

তপস্বিনং বা পরিপূৰ্ণবিদ্যাং ভষন্তি হৈবং স্বনরাঃ সটৈব ॥

ঘোরং স্তঘোরং নরকস্য জিহ্বাং ন বুধ্যতে ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রঃ ।

তমস্বৈতারো বহবঃ কুরূগাং দ্যুতৌদয়ে সহ হৃঃশাসনেন ॥

মজ্জন্ত্যলাবুনি শিলাঃ প্লবন্তে মুহন্তি নাবোহন্তসি শষদেব ।

মৃচো রাজা ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রো ন মে বাচঃ পথ্যরূপাঃ শৃণোতি ॥

অস্তো নং ভবিতাহং কুরুণাং স্ফদারুণঃ সৰ্ব্বহরো বিনাশঃ ।

বাচঃ কাব্যঃ স্ফদাং পথ্যরূপা ন শ্রায়ন্তে বর্ধতে লোভ এব ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে সভাপর্কণি দ্যুতপর্কণি বিহরবাক্যে চতুঃষষ্ঠিতমোহধ্যায়ঃ।

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ধিগন্ত কৃত্যরমিতি ক্রবাণো দর্পেণ মত্তো ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রঃ ।

অবৈকৃত প্রাতিকামীং সভায়ামুবাচ চৈনং পরমার্থ্যমধো ॥

হৃষ্যোধন উবাচ ।

ত্বং প্রাতিকামিন্ দ্রোপদীমানয়স্ব ন তে ভয়ং বিদ্যাতে পাণ্ডবেভ্যঃ ।

কৃত্য হ্যয়ং বিবদত্যেব ভীতো নচান্মাকং বুদ্ধিকামঃ সদৈব ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবমুক্তঃ প্রাতিককামী স হৃতঃ প্রায়াক্ষীষঃ রাজবচো নিশম্য ।

প্রবিশু চ শ্বেব হি সিংহগোষ্ঠং সমাসদম্বহিষীং পাণ্ডবানাম্ ॥

প্রাতিকাম্যুবাচ ।

যুধিষ্ঠিরো দ্যুতমদেন মত্তো হৃষ্যোধনো দ্রোপদি স্বামজৈবীং ।

সাত্বং প্রপদ্যস্ব ধৃতরাষ্ট্রস্য বেষ্ম নয়ামি স্বাং কৰ্ম্মণে যাজ্ঞসেনি ॥

দ্রোপহ্যুবাচ ।

কথং হেবং বদসি প্রাতিকামিন্ কো হি দীব্যোদ্ভাৰ্য্য রাজপুত্রঃ ।

মুচো রাজা দ্যুতমদেন মত্তো হ্যভূন্নাত্বং কৈতবমস্য কিঞ্চিৎ ॥

প্রাতিকাম্যুবাচ ।

যদা নাভুং কৈতবমত্মদস্ত তদাহদেবীং পাণ্ডবোহজাতশক্রঃ ।

জন্তাঃ পূৰ্ব্বং ভ্রাতরন্তেন রাজা স্বয়ংকাত্মা ত্বমথো রাজপুত্রি ॥

দ্রোপহ্যুবাচ । গচ্ছ ত্বং কিতবং গতা সভায়াং পৃচ্ছ স্ততজ ।

কিন্মু পূৰ্ব্বং পবাজৈবীরাত্মানমথ বা হু মাম্ ॥

এতজ্জাত্বা সমাগচ্ছ ততো মাং নয় স্ততজ ।

জাত্বা চিকীৰ্ষিতমহং রাজ্ঞো বাস্যামি হুঃখিতা ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

সভাং গতা স চোবাচ দ্রোপদ্যাস্তদ্বচস্তদা ।

যুধিষ্ঠিরং নরেন্দ্রাণাং মধ্যস্থিতমিদং বচঃ ॥

কস্যেশো নঃ পরাজৈবীরিতি স্বামাহ দ্রোপদী ।

কিন্মু পূৰ্ব্বং পরাজৈবীরাত্মানমথ বাহপি মাম্ ॥

যুধিষ্ঠিরস্ত নিশ্চেতা গতস্ব ইবাভবৎ ।

ন তং স্মৃতং প্রত্যাচ বচনং সাক্ষসাদু বা ॥

র্যোধন উবাচ ।

ইহৈবাগত্য পাঞ্চালী প্রস্মেনং প্রভাষতাম্ ।

ইহৈব সর্কে শৃণুস্ত তস্যাশ্চেতস্যা যদ্বচঃ ॥

বশস্পায়ন উবাচ ।

স গতা রাজভবনং হৃষ্যোধনবশানুগঃ ।

উবাচ দ্রৌপদীঃ স্মৃতঃ প্রাতিকামী ব্যথস্রিব ॥

প্রাতিকামুবাচ ।

সভ্যান্তুমী রাজপুত্র্যাহ্বরন্তি মনো প্রাপ্তঃ সংকরঃ কৌরবাণাম্ ।

নবৈ সমৃদ্ধিং পালয়তে লঘীয়ান্ যত্নাং সমানেব্যতি রাজপুত্রি ॥

দ্রৌপদ্যুবাচ ।

এবং নুনং ব্যদধাৎ সংবিধাতা স্পর্শাবৃত্তৌ স্পৃশতো বৃদ্ধবালৌ ।

ধর্ম্মশ্বেকং পরম প্রাহ লোকে স নঃ শমং ধাস্যতি গোপ্যমানঃ ॥

সোহয়ং ধর্ম্মো মাহত্যাগাৎ কৌরবান্ বৈ সভ্যান্ গতা পৃচ্ছ ধর্ম্মাং

বচো মে ।

তে মাং ক্রযুর্নিশ্চিতং তৎ করিষ্যে ধর্ম্মাশ্বানো নীতিমন্তো বরিষ্ঠাঃ ॥

ঋত্বা স্মৃতস্তদ্রচো যাজ্ঞসেনাঃ সভাং গতা প্রাহ বাক্যং তদানীম্ ।

অধোমুখাস্তে ন চ কিঞ্চিদুচুর্নির্দীক্যন্তং ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য বুদ্ধা ॥

বশস্পায়ন উবাচ ।

যুধিষ্ঠিরস্ত তচ্ছ্রুত্বা হৃষ্যোধনচিকীর্ষিতম্ ।

দ্রৌপদ্যাঃ সম্মতং দূতং প্রাহিণোস্তুরতর্ষভ ॥

একবস্ত্রা স্বধোনীবী রোদমানা রজস্বলা ।

সভামাগত্য পাঞ্চালী শৃণুরস্যাগ্রতো ভব ॥

স গতা বরিতং দূতঃ কৃষ্ণায়া ভবনং নৃপ ।

ত্বেদেদয়স্মতং ধীমান্ ধর্ম্মরাজস্ত নিশ্চিতম্ ॥

পাণ্ডবাশ্চ মহাশ্বানো দীনো হুঃখসমম্বিতাঃ ।

সত্যোনাতিপরীতাক্ষা নোদীক্যস্তে অ কিঞ্চন ॥

ততস্তেবাং মুখমালোকা রাজা হৃষ্যোধনঃ স্মৃতমুবাচ হৃষ্টঃ ।

ইহৈবৈনামানয় প্রাতিকামিন্ প্রত্যক্ষমস্যাঃ কুরবো ব্রহ্মস্ব ॥

ততঃ স্ততস্তস্য বশাহুগামী ভীতশ্চ কোণাবৃক্ষদাক্ষজায়াঃ ।

বিহায় মানং পুনরেষ সত্যাহুবাচ কৃষ্ণাঃ কিমহং ব্রবীমি ॥

হৃষ্যোদন উবাচ ।

হুঃশাসনৈষ মম স্তুতপুত্রো বৃকোদরাহুবিজতেহকচেতাঃ ।

স্বয়ং প্রগৃহ্যানয় যাজ্ঞসেনীঃ কিস্তে করিষ্যন্ত্যবশাঃ সপত্নাঃ ॥

ততঃ সমুখায় স রাজপুত্রঃ শ্রদ্ধা ভ্রাতুঃ শাসনং রক্তদৃষ্টিঃ ।

প্রবিশ্য তদ্বেশ্য মহারথানামিত্যত্রবীন্দ্রোপদীং রাজপুত্রীম্ ॥

এহোহি পাঞ্চালি জিতাহসি কৃষ্ণে হৃষ্যোদনং পশ্য বিমুক্তলজ্জা ।

কুরুন্ ভজস্বায়তপন্ননেত্রে ধর্ষণে লকাহসি সভাং পঠৈহি ॥

ততঃ সমুখায় স্তুহুর্শনাঃ সা বিবর্ণমামৃজ্য মুখং করেণ ।

আৰ্ত্তা প্রহৃড়াব্যুযতঃ স্ত্রিয়স্তা বৃদ্ধস্য রাজ্যঃ কুরুপুঙ্গবস্ত ॥

ততো জবেনাভিসসার রোষাদুঃশাসনস্তামভিগর্জমানঃ ।

দীর্ঘেবু নীলেষথ চোর্মিমংসু জগ্রাহ কেশেবু নরেন্দ্রপত্নীম্ ॥

যে রাজস্ব্যাবভূথে জলেন মহাক্রতো মন্ত্রপুতেন সিক্তাঃ ।

তে পাণ্ডবানাং পরিভূয় বীৰ্য্যং বলাং প্রযুগ্মা ধৃতরাষ্ট্রজেন ॥

স তাং পরাক্রম্য সভাসমীপমানীয় কৃষ্ণামতিদীর্ঘকেশীম্ ।

হুঃশাসনো নাথবতীমনাথবচ্চকর্ষ বায়ুঃ কদলীমিবার্ভীম্ ॥

সা কৃষ্যমানা নমিতাক্ষযষ্টিঃ শনৈরুবাচাথ রজস্বলাহস্মি ।

একঞ্চ বাসো মম মন্দবুদ্ধে সভাং নেতুং নাহঁসি মামনার্য্য ॥

ততোহব্রবীতাং প্রসভং নিগৃহ্য কেশেবু কৃষ্ণেবু তদা স কৃষ্ণাম্ ।

কৃষ্ণঞ্চ জিষ্ণুঞ্চ হরিং নরঞ্চ ভ্রাগায় বিক্রোশতি যাজ্ঞসেনী ॥

হুঃশাসন উবাচ ।

রজস্বলা বা ভব যাজ্ঞসেনি একাশ্বরা বাহুপ্যাথ বা বিবস্ত্রা ।

দ্যুতে জিতাচাসি কুতাহসি দাসী দাসীযু শাসন্ত যথোপজোষম্ ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

প্রকীর্ত্তকেশী পতিতাক্ষবস্ত্রা হুঃশাসনেন ব্যাবধূয়মানা ।

হ্রীমত্যমর্ষণে চ দহ্যমানা শনৈরিদং বাক্যমুবাচ কৃষ্ণা ॥

জ্যোপহৃদ্যবাচ ।

ইমে সভারামুপদিষ্টশাস্ত্রাঃ ক্রিয়াবস্তুঃ সৰ্ব্ব এবৈন্দ্রকল্পাঃ ।

শুক্রস্থানানি শুক্লবশৈব সৰ্কে তেভ্যামগ্রে সোৎসহে স্বাতৃশ্বেবম্ ॥

নৃশংসকর্ম্মন্তু মন্যার্থ্যবৃত্তং মা মাং বিবজ্ঞাং কুরু মা বিকার্ষীঃ ।
 ন মর্ষয়েযুস্তব রাজপুত্রাঃ সেস্ত্রাদিদেবা যদি তে সহায়ঃ ॥
 ধর্ম্মে স্থিতো ধর্ম্মস্থতো মহাত্মা ধর্ম্মশ্চ স্ত্রো নিপুণোপলক্ষ্যঃ ।
 বাচাহপি ভর্তৃঃ পরমাণুমাত্রমিচ্ছামি দোষং ন গুণান্ বিসৃজ্য ॥
 ইদন্তু কাধ্যং কুরুবীরমধ্যে রজস্বলাং যৎ পরিকর্ষসে মাম্ ।
 ন চাপি কশ্চিৎ কুরুতেহত্র কুংসাং ঋবং তদ্বদং মতমভ্যুপেতঃ ॥
 ধিগন্ত নষ্টঃ খলু ভারতানাং ধর্ম্মস্তথা ক্ষত্রবিদাঞ্চ বৃত্তম্ ।
 যত্র হ্যতীতাং কুরুধর্ম্মবেলাং প্রেক্ষান্তি সর্কে কুরবঃ সভায়াম্ ॥
 দ্রোণস্য ভীষ্মস্য চ নাশ্তি সত্ত্বং ক্ষতুস্তথৈবাস্য মহাত্মনোহপি ।
 রাজস্বস্তথা হীমমধর্ম্মমুগ্রং ন লক্ষয়ন্তে কুরুবৃক্কমুখাঃ ॥

বশম্পায়ন উবাচ ।

তথা ক্রবস্তী করুণং স্রমধ্যমা ভর্তৃন্ কটাক্ষেঃ কুপিতানপশ্যৎ ।
 সা পাণ্ডুবান্ কোপপরীতদেহান্ সন্দীপয়ামাস কটাক্ষপাতৈঃ ॥
 হৃতেন রাজেন তথা ধনেন রত্নৈশ্চ মুখৈর্ন তথা বভূব ।
 যথা ত্রপাকোপসমীরিতেন কৃষ্ণাকটাক্ষেণ বভূব হৃৎখম্ ॥
 হুঃশাসনশচাপি সমীক্ষ্য কৃষ্ণামবেক্ষমাণাং রূপগান্ পতীংস্তান্ ।
 আধ্ব্য বেগেন বিসংজ্ঞকল্লামুবাচ দাসীতি হসন্ সশব্দম্ ॥
 কর্ণস্ত তদ্বাক্যমতীব হৃষ্টঃ সম্পূজয়ামাস তসন্ সশব্দম্ ।
 গাক্ষাররাজঃ স্রবলস্য পুত্রস্তথৈব হুঃশাসনমভ্যানন্দং ॥
 সভাস্ত য়ে তত্র বভূবুরন্যে তাভ্যামৃতে ধার্ত্ত্যরাষ্ট্রেণ চৈব ।
 তেষামভূদুঃখমতীব কৃষ্ণাং দৃষ্ট্বা সভায়াং পরিক্রব্যমাগাম্ ॥

দীপ্য উবাচ ।

ন ধর্ম্মসৌম্যং স্তভগে বিবেক্তুং শক্লোমি তে প্রশ্নমিমং যথাবৎ ।
 অস্বো হ্যশক্তঃ পণিতুং পরস্বং স্ত্রিয়াশ্চ ভর্তৃর্ক্షশতাং সমীক্ষ্য ॥
 ত্যজেত সর্ক্সাং পৃথিবীং সমৃদ্ধাং যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মমথো ন জহ্যাৎ ।
 উক্তং জিতোহস্মীতি চ পাণ্ডবেন ভস্মান্ন শক্লোমি বিবেক্তুমেতৎ ॥
 দ্যতেহধিতীয়ঃ শকুনির্নরেষু কুন্তীস্থতস্তেন নিসৃষ্টকামঃ ।
 ন মন্যতে তাং নিকৃতিং যুধিষ্ঠিরস্তস্মান্ন তে প্রশ্নমিমং ব্রবীমি ॥
 প্রাপহ্যবাচ । আহুয় রাজা কুশলৈরনার্যৈর্দৃষ্টাস্তাভিনৈকভিতৈঃ সভায়াম্ ।
 দ্যতপ্রিয়ৈর্নাতিকৃতপ্রশ্নঃ কশ্মাদয়ং নাম নিসৃষ্টকামঃ ॥

অশুদ্ধভাবৈবনিকৃতিপ্রবৃত্তৈরবধ্যমানঃ কুরুপাণ্ডবাণ্ড্যঃ ।
 সজ্জয় সর্বেশ্চ জিতোহপি যস্মাৎ পশ্চাদয়ং কৈতবমভ্যুপেতঃ ॥
 তিষ্ঠন্তি চেমে কুরবঃ সভায়ামীশাঃ স্নাতানাঞ্চ তথাসুধাণাম্ ।
 সমীক্ষ্য সর্বে মম চাপি বাক্যং বিব্রত মে প্রহ্মমিমং যথাবৎ ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তথা ক্রবন্তীং করুণং রুদন্তীমবেক্ষ্যমাণাং ক্রপণান্ পতীংস্তান্ ।
 হুঃশাসনঃ পরুয্যাগ্যপ্রিয়ানি বাক্যান্মুবাচামধুরানি চৈব ॥
 তাং ক্রুয্যমাণাঞ্চ রজস্বলাঞ্চ অন্তোত্তরীয়ামতদর্হমাণাম্ ।
 বৃকোদরঃ প্রেক্ষ্য যুধিষ্ঠিরঞ্চ চকার কোপং পরমার্তরূপঃ ॥
 ইতি শ্রীমহাভারতে সভাপর্বণি দ্যুতপর্বণি দ্রোপদীপ্রশ্নে পঞ্চষ্টি-
 তমোহধ্যায়ঃ ।

ভীম উবাচ । ভবন্তি গেহে বন্ধক্যঃ কিতবানাং যুধিষ্ঠির ।

ন তাভিরুত দীব্যস্তি দয়া চৈবাস্তি তাস্বপি ॥
 কাশ্যো যদ্বনমাহার্ষীন্দ্র বং যচ্চান্যদুত্তমম্ ।
 তথাহন্যো পৃথিবীপালা যানি রত্নান্মুপাহরন্ ॥
 বাহনানি ধনৈকেব কবচান্যায়ুধানি চ ।
 রাজ্যমাশ্বা বয়ধৈব কৈতবেন দ্রুতং পঠৈঃ ॥
 ন চ মে তত্র কোপোহভূৎ সর্বসোশো হি নোভবান্ ।
 ইমং ত্তিক্রমং মন্যো দ্রোপদী যত্র পণ্যতে ॥
 এষা হানর্হতী বালা পাণ্ডবান্ প্রাপ্য কোরবৈঃ ।
 ত্বংকৃতে ক্লিশ্যতে ক্ষুদ্ৰৈর্নৃশংসৈরকৃতাত্মভিঃ ॥
 অস্যাঃ কৃতে মহারয়ং ত্বয়ি রাজন্নিপাত্যতে ।
 বাহু তে সংপ্রধক্ষ্যামি সহদেবাগ্নিমানস ॥

অর্জুন উবাচ ।

ন পুরা ভীমসেন ত্বমীদৃশীর্কষিতাগিরঃ ।
 পঠৈস্তে নাশিতং নুনং নৃশংসৈর্ধর্মগৌরবম্ ॥
 ন সকামাঃ পরে কার্ধ্যা ধর্মমেবাচরোত্তমম্ ।
 ভ্রাতরং ধার্মিকং জ্যেষ্ঠং কোহতিবর্তিতুমহঁতি ॥
 আহতো হি পঠৈররাজা ক্ষাত্রং ব্রতমহুস্মরন্ ।
 দীব্যতে পরকামেন তন্নঃ কীর্তিকরং মহৎ ॥

ভীমসেন উবাচ ।

এবমস্মিন্ কৃতং বিদ্যাং যদি নাহং ধনঞ্জয় ।
দীপ্তেহ্মৌ সহিতৌ বাহু নির্দেহ্যং বলাদিব ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তথা তান্ হুঃখিতান্ দৃষ্ট্বা পাণ্ডবান্ ধৃতরাষ্ট্রজঃ ।
ক্লিষ্ট্যমানাঞ্চ পাঞ্চালীং বিকর্ণ ইদমব্রবীৎ ॥
যাজ্ঞসেন্যা যদুজ্ঞং তদ্বাক্যং বিকৃত পার্থিবাঃ ।
অবিবেকেন বাক্যসঃ নরকঃ সদ্য এব নঃ ॥
ভীষ্মশ্চ ধৃতরাষ্ট্রশ্চ কুরুবৃদ্ধতমাবুভৌ ।
সমেত্য নাহতুঃ কিঞ্চিদ্ভিন্নশ্চ মহামতিঃ ॥
ভারদ্বাজশ্চ সর্বেষামাচার্য্যঃ কুপ এব চ ।
কৃত এতাবপি প্রশ্নং নাহতুর্বিজসত্তমৌ ॥
যে ত্বন্যে পৃথিবীপালাঃ সমেতাঃ সর্বতো দিশং ।
কামক্ৰোধৌ সমুৎসৃজ্য তে ক্রবন্ত যথামতি ॥
যদিদং দ্রৌপদী বাক্যমুক্তবতাসকৃচ্ছুভা ।
বিমুশ্য কস্য কঃ পক্ষঃ পার্থিবা বদতোত্তরং ॥
এবং স বছশঃ সর্সাহু ক্রবাস্তান্ সভাসদঃ ।
ন চ তে পৃথিবীপালাস্তমুচুঃ সাক্ষবাসধু বা ॥
উজ্জ্বাহসকৃত্বা সর্সান্ বিকর্ণঃ পৃথিবীপতীন্ ।
পাণৌ পাণিঃ বিনিম্পিষ্য নিখসন্নিদমব্রবীৎ ॥
বিকৃত পৃথিবীপালা বাক্যং মাং বা কথঞ্চন ।
মন্যে ন্যায়ং যদব্রাহ্মণং তদ্ধি বক্ষ্যামি কৌরবাঃ ॥
চত্বার্ব্যাহুর্নরশ্রেষ্ঠা ব্যাসনানি মহীক্ষিতাং ।
যুগয়া পানমক্ষাশ্চ গ্রাম্যে চৈবাতিরক্ততা ॥
এতেষু হি নরঃ সন্তো ধর্ম্মমুৎসৃজ্য বর্ততে ।
তথ্যুঞ্জন চ কৃত্যং ক্রিয়াং লোকো ন মন্যতে ॥
তদয়ং পাণ্ডুপুত্রৈঃ ব্যাসেন বর্ততা ভূশং ।
সমাহুতেন কিতবৈরাহিতৌ দ্রৌপদী পণঃ ॥
সাধারণী চ সর্বেষাং পাণ্ডবানামনিমিত্তা ।
জিতেন পূর্ব্বক্ষানেন পাণ্ডবেন কৃতঃ পণঃ ॥

ইয়ং কীর্তিতা কৃষ্ণা সৌবলেন পণার্থিনা ।
 এতৎসৰ্বং বিচার্যাহং মন্যে ন বিজিতামিমাং ॥
 এতচ্ছ্রী মহানাদঃ সভ্যানামুদতিষ্ঠত ।
 বিকর্ণং শংসমানানাং সৌবল্যাপি নিন্দতাং ॥
 তস্মিন্মুপরতে শব্দে রাধেয়ঃ ক্রোধমুচ্ছিতঃ ।
 প্রগৃহ্য রুচিরং বাহমিদং বচনমব্রবীৎ ॥
 কৰ্ণ উবাচ । দৃশ্যন্তে বৈ বিকর্ণেহ বৈকুতানি বহুন্যপি ।
 তজ্জাতস্তদ্বিনাশায় যথাহ্মিরয়ণীপ্রজঃ ॥
 এতেন কিঞ্চিদপ্যাহুশ্চোদিতা হ্যপি কৃষ্ণয়া ।
 ধৰ্ম্মেণ বিজিতামেতাং মন্যন্তে দ্রুপদাশ্রজাং ॥
 ত্বস্ত কেবলবালোদ্য ধার্ত্তরাষ্ট্র বিদীৰ্য্যাসে ।
 যদ্বুবীষি সভামধ্যে বালস্থবিরভামিতং ॥
 ন চ ধৰ্ম্মং যথাবদ্বং বেৎসি দুৰ্য্যোধনাবর ।
 যদ্বুবীষি জিতাং কৃষ্ণাং ন জিতেতি স্মন্দধীঃ ॥
 কথং হাবিজিতাং কৃষ্ণাং মন্যসে ধৃতরাষ্ট্রজ ।
 যদা সভায়াং সৰ্ব্বস্বং ন্যস্তবান্ পাণ্ডবাঃ ॥
 অভ্যস্তরা চ সৰ্ব্বশ্বে দ্রৌপদী ভরতৰ্ষভ ।
 এবং ধৰ্ম্মজিতাং কৃষ্ণাং মন্যসে ন জিতাং কথং ॥
 কীর্তিতা দ্রৌপদী বাচা অমুজ্জাতা চ পাণ্ডবৈঃ ।
 ভবত্যবিজিতা কেন হেতুনৈষা মতা তব ॥
 মন্যসে বা সভামেতামানীতামেকবাসসং ।
 অধৰ্ম্মেণেতি তত্রাপি শৃণু মদ্বাক্যমুত্তমং ॥
 একো ভর্ত্তা স্ত্রিয়া দেবৈর্কিহিতঃ কুরুনন্দন ।
 ইয়ং ত্বনেকবশগা বন্ধকীতি বিনিশ্চিতা ॥
 অস্যাঃ সভামানয়নং ন চিত্রমিতি মে মতিঃ ।
 একাশ্বরধরস্বং বাহপাথ বাহপি বিবস্ততাং ॥
 যচ্চৈষাং দ্রবিণং কিঞ্চিদ্য চৈষা য়ে চ পাণ্ডবাঃ ।
 সৌবলেনেহ তৎসৰ্বং ধৰ্ম্মেণ বিজিতং বস্তু ॥
 দুঃশাসনঃ স্রবালোহয়ং বিকর্ণঃ প্রোক্তবাদিকঃ ।
 পাণ্ডবানাঞ্চ বাসাসি দ্রৌপদ্যাশ্চাপ্যুপাহয় ॥

তচ্ছ্রুত্বা পাণ্ডবাঃ সর্বে স্মাসি বাসাংসি ভারত ।
 অবকীর্যোস্তরীরাগি সভারাং সমুপাবিশন্ ॥
 ততো হঃশাসনো রাজন্ দ্রৌপদ্যা বসনং বলাৎ ।
 সভামধ্যে সমাক্ষিপ্য ব্যাপাক্রষ্টুং শ্বেচক্রেম ॥

বশস্পায়ন উবাচ ।

আকুষ্যমাণে বসনে দ্রৌপদ্যা চিস্তিতো হরিঃ ।
 গোবিন্দ দ্বারকাবাসিন্ কৃষ্ণ গোপীজনপ্রিয় ॥
 কোরবৈঃ পরিভূতাং মাং কিং ন জানাসি কেশব ।
 হে নাথ হে রমানাথ ব্রজনাথার্তিনাশন ॥
 কোরবার্ণবমগ্নাং মামুদ্বরশ্ব জনাৰ্দ্দন ।
 কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিন্ বিখ্যান্ বিশ্বভাবন ॥
 প্রপন্নং পাহি গোবিন্দ কুরুমধ্যে বসীদতীং ।
 ইতামুস্মত্যা কৃষ্ণং সা হরিং ত্রিভুবনেশ্বরং ।
 প্রারুদদুঃখিতা রাজন্ মুখমাচ্ছাদ্য ভামিনী ॥
 যাজ্ঞসেন্যা বচঃ শ্রদ্ধা কৃষ্ণো গহ্বরিতোহভবৎ ।
 তাক্ত্বা শয্যাশনং পদ্মাং কুপালুঃ কুপয়াহভাগাৎ ॥
 কৃষ্ণঞ্চ বিষ্ণুঞ্চ হরিং নরঞ্চ ত্রাণায় বিক্ৰোশতি যাজ্ঞসেনী ।
 ততস্ত্ব ধর্মোহিস্তরিতো মহাত্মা সমাবৃণোতৈ বিবিধৈঃ সুবস্ত্রৈঃ ॥
 আকুষ্যমাণে বসনে দ্রৌপদ্যাস্ত বিশাস্পতে ।
 তক্রমমপরং বস্ত্রং প্রোত্বাসীদনেকশঃ ॥
 নানারাগবিরাগাগি বসনান্যথ বৈ প্রভো ।
 প্রোত্ববস্তি শতশো ধর্মস্য পরিপালনাৎ ॥
 ততো হলহলাশঙ্কস্তত্রাসীদ ঘোরনিশ্বনঃ ।
 তদদ্রুততমং লোকে বীক্ষ্য সর্বে মহীভূতঃ ।
 শশংসুদ্রৌপদীং তত্র কুংসস্তো ধৃতরাষ্ট্রজম্ ॥
 শশাপ তত্র ভীমস্ত রাজমধ্যে বৃহৎস্বনঃ ।
 ক্রোধাদ্বিস্ফুরমাণোষ্ঠো বিনিষ্পিষ্য করে করং ॥
 সেন উবাচ ।

ইদং মে বাক্যমাদক্ণং ক্ষত্রিয়া লোকবাসিনঃ ।
 নোক্তপূর্বং নৈরয়নৈর্ম চান্যো যদ্বদিষ্যতি ॥

যদ্যেভদেবমুক্তাহং ন কুৰ্ঘ্যাং পৃথিবীশ্বরাঃ ।
পিতামহানাং পূৰ্বেষাং নাহং গতিমবাপ্নুহাম্ ॥
অস্য পাপস্য হুবুধৈর্ভারতাপসদস্য চ ।
নপিবেষ্মং বলাবলো ভিত্তা চৈক্ষধিরং যুধি ॥

যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ কপট দ্যুতে পরাজিত হইয়া দ্রৌপদীর সঙ্গে বন-গমনোন্মুখ হইলে, প্রকৃতিপুঞ্জ সেই পুণাশীল সাধুগণের সমীপাগত হইল এবং তাঁহাদের অহুগমন করিবার নিমিত্ত বাসনা প্রকাশ করিল। রাজা যুধিষ্ঠির বিবিধ বিনয়বাক্যে তাহাদিগকে তাদৃশ অসম্ভব অধাবসায় হইতে বিনিবৃত্ত করিলেন ; কিন্তু কয়েকজন বিপ্র, ধর্ম্মনন্দনের বাক্য শ্রবণ না করিয়া, পাণ্ডব-গণের সহিত বনবাসী হইলেন। রাজা যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণগণ পরিবৃত্ত হইয়া, প্রথমতঃ কাম্যকবনে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

পাণ্ডবগণ বন-গমন করিলে, রাজা ধৃতরাষ্ট্র বিচক্ষণোত্তম বিহুরকে তৎকালেচিত সংপরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। ধার্ম্মিক-শ্রেষ্ঠ বিহুর পাণ্ডব-গণকে প্রত্যানয়ন ও তাঁহাদিগকে পুনরায় রাজ্যার্পণের পরামর্শ প্রদান করিলেন। ইহাতে ধৃতরাষ্ট্র বিহুরের উপর বিরক্ত হইলেন এবং তাঁহাকে বেসদৃশ বাক্যে ব্যথিত করিলেন। তখন পাণ্ডব-প্রমাবদ্ধবিহুর কৌরবশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া কাম্যকবনে প্রস্থান করিলেন। তথায় পাণ্ডবগণ তাঁহাকে যথেষ্ট সমাদর সহকারে অভ্যর্থনা করিলেন। এদিকে ধৃতরাষ্ট্র সচিবশ্রেষ্ঠ বিহুরের বিরহে নিতান্ত কাতর হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহাকে রাজসভায় আনয়নের নিমিত্ত সজয়কে প্রেরণ করিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের আদেশ উপেক্ষা করা অবৈধ বোধে, মহাত্মা বিহুর সজয়-সমভিব্যাহারে পুনরায় হস্তিনাপুরে গমাগত হইলেন।

দুরায়া দুর্যোধন, দুঃশাসন, শকুনি, কণ প্রভৃতি দুর্য্যোগগণ সমবেত হইয়া পাণ্ডবগণকে অপদস্থ ও চির-পরাজিত করিবার কল্পনায় প্রমত্ত হইলেন। এই সময়ে ভগবান্ বেদব্যাস সমাগত হইয়া কৌরবগণকে এই কথা বুঝাইয়া দিলেন যে, ত্রয়োদশ-বর্ষ পরে, অশেষ-ক্লেশভোগ করিয়া পাণ্ডবগণ প্রত্যাবৃত্ত হইলে, নিশ্চয়ই ঘোরতর অনর্থের উদ্ভব হইবে ; অতঃপর দুর্যোধনকে স্মরণ করিয়া স্মরণীয় করিবার নিমিত্ত, রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে ব্যাসদেব সর্বাংশে অহুরোধ করিলেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রস্থান করিলে, মহর্ষি মৈত্রেয় ধৃতরাষ্ট্র সমক্ষে উপস্থিত হইলেন এবং অজ্ঞায় অক্ষ-ক্রীড়ার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ অনর্থপাত বাশঙ্কায় দুর্যোধনকে পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি সংস্থাপনের পরামর্শ প্রদান

করিলেন। ছরাস্রা হৃষ্যোদন, মহর্ষির সদিচ্ছা প্রণোদিত বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া, স্বকীয় উরুদেশে করাঘাত করিতে করিতে উপেক্ষা-সূচক হাস্য করিতে লাগিলেন। ক্রুদ্ধ মহর্ষি অভিসম্পাত প্রদান করিলেন যে, “তোমার ঐ উরু নিশ্চয়ই ভীম কর্তৃক গদাঘাতে ভগ্ন হইবে।”

পাণ্ডবেরা যৎকালে কাম্যকবনে অবস্থান করিতেছিলেন, তৎকালে তথায় কির্ম্মীর নামে এক বীভৎস-দর্শন নিশাচর বাস করিত। একদা সে পাণ্ডবগণের সম্মুখীন হইয়া তাঁহাদিগকে বিনাশ করিবার সঙ্কল্প প্রকাশ করিল। তাহার ভীষণ কলেবর দর্শনে ঋপদ-রাজ-তনয়া নিরতিশয় সন্ত্রাসিত হইলেন। অবিলম্বে অমিত-বল-শালী-ভীমসেনের প্রবল আঘাতে ছরাস্রা কির্ম্মীর শমন-সদনে প্রয়াণ করিল।

পাণ্ডবদিগের বনবাস কালে শোক-সন্তপ্ত-বান্ধবগণ, তাঁহাদিগের প্রাণ-দনের নিমিত্ত দিগেশ হইতে সমাগত হইতে লাগিলেন। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ কাম্যকবনে উপস্থিত হইলেন এবং পাণ্ডবদিগের এই অবস্থা-বিপর্যায়-হেতু নিরতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া ছরাস্রা হৃষ্যোদনাদি ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের বিনাশ-কল্পনা করিতে লাগিলেন। পাণ্ডব-প্রণয়িনী ঋপদ-নন্দিনী তৎকালে নানাবিধ পরিতাপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া রোদন করিতে থাকিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সেই শূর-কামিনীকে বিবিধ আশ্বাস বাক্যে সন্তুষ্ট করিলেন। এইরূপে কয়েকদিন, প্রাণপ্রতিম-বহুকুল-চুড়ামণি শ্রীকৃষ্ণের সহবাসে পাণ্ডবগণ পরমসুখে কালাতিবাহিত করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রস্থান করিলে, যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত পরামর্শ করিয়া, সর্ববিধ স্বচ্ছন্দতা বিধায়ক দ্বৈতবনে বাস করিবার অভি-প্রায়ে, অনুগামী ব্রাহ্মণগণ সমভিব্যাহারে সেই সুখময় প্রদেশে আশ্রম স্থাপন করিলেন।

দ্বৈত-বনে অবস্থান কালে, একদা মহামুনি মার্কণ্ডেয়, পাণ্ডবগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগমন করিলেন। ক্রমশঃ মহাঋণের সমাগমে পুণ্যময় দ্বৈত-বন ব্রাহ্মণ ও সাধু পুরুষ পরিপূরিত হইয়া উঠিল। এই স্থানে অবস্থাকালে বিদুষী ক্রোধদী, শাস্তশীল ধর্মপরায়ণ যুধিষ্ঠিরের হৃদয়কে হৃষ্যোদনাদি হরন্ত শক্রগণ সম্বন্ধে ক্রোধোদীপ্ত করিবার বাসনায় সুযোগ-ক্রমে বহুবিদুষ্টান্ত ও যুক্তি পরিপূর্ণবাক্যাবলী প্রয়োগ করিতেন। চিরশাস্তি-প্রিয় যুধিষ্ঠির ক্রোধোত্তেজিত না হইয়া, অতীব সহিষ্ণুতার পরিচায়ক জ্ঞান-গর্ভ বাক্যাবলী প্রণয়িনীর হৃদয়ে প্রীতি সঞ্চয়ের প্রয়াস করিতেন। ভীমসেনাধি ভ্রাতৃগণ

বাহবলে অপহৃত রাষ্ট্রোদ্ধার্য পুনরধিকারের প্রস্তাব করিলে, অজ্ঞাত-শত্রু স্বকীয় দ্যুত ক্রীড়ায় পরাজয় ও অথগুনীয় প্রতিজ্ঞার বিষয় স্বরণ করাইয়া তাঁহাদিগকে নিরস্ত করিতেন। এইরূপে পাণ্ডবগণ আপনাদের হীনাবস্থায় সুখ-দুঃখ-পূর্ণ প্রসঙ্গালাপে তথায় দিনপাত করিতে থাকিলেন।

একদা মহর্ষি বেদব্যাস কৃপা-পরবশ হইয়া তাঁহাদিগকে দর্শন দান করিলেন। ষৈষায়ন যুধিষ্ঠিরকে একান্তে বলিলেন, “হে ভারত! কয়েকটী গুরুতর বিষয়ের প্রস্তাব করিবার নিমিত্ত আমি তোমার নিকট আগমন করিয়াছি। আমি তোমাকে প্রতিশ্রুতি-নাম্নী অদ্বুত বিদ্যা দান করিতেছি। তোমার অনুরাজ অর্জুন, তোমার নিকট হইতে এই বিদ্যা লাভ করিয়া সাধনা দ্বারা সদাশিব ও শচী-পতির অমুকম্পাভাজন হইবে এবং ভূজ-বল-প্রভাবে বরুণাদি দেবগণেরও সাক্ষাৎ লাভ করিবে। এইরূপে দেব-কৃপা-ভাজন অর্জুন, দেবায়ুধ সমূহ লাভ করিতে পারিবে। অতএব হে যুধিষ্ঠির! তুমি বিদ্যাগ্রহণোপযোগী অনুষ্ঠানের আয়োজন কর। একস্থানে চিরাবস্থান হৃদয়ের অশ্রীতিকর হইয়া থাকে, অতএব তুমি বনবাসের নিমিত্ত কাননান্তর অব্বেষণ কর।” এইরূপ সত্বপদেশ ও প্রস্তাবিত বিদ্যা প্রদান পূর্বক মহর্ষি বেদব্যাস প্রস্থান করিলেন। ধর্ম্মনন্দন, ঋষি-দত্ত বিদ্যায় সিন্ধু হইলে, একদা গুণময় অর্জুনকে সেই বিদ্যা প্রদান করিলেন, এবং তাঁহাকে অস্ত্র-শস্ত্র-সম্পন্ন হইয়া ক্রমশঃ উত্তরাভিমুখে গমন করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। তাঁহাকে ইহাও বলিয়া দিলেন যে, “তুমি অকারণ কাহারও সহিত বিরোধ করিও না এবং কোন ব্যক্তি তোমার পথ অতিক্রম করিবার প্রয়াসী হইলে, তাঁহাকে পথ প্রদান করিও না।”

জ্যেষ্ঠের নিদেশ-বশবর্ত্তী অস্ত্র-সম্পন্ন অর্জুন, ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদী স্নানরীর নিকট বিদ্যায় গ্রহণ করিয়া, গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বহুতর দুর্গম প্রদেশ অতিবাহিত করার পর ইন্দ্রকীল পর্বত সন্নিধানে, অর্জুন দেবরাজ ইন্দ্রের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া চরিতার্থ হইলেন এবং তাঁহার চরণার্চনা করিয়া অস্ত্র-শিক্ষা প্রাপ্তির বাসনা ব্যক্ত করিলেন। দেবরাজ কৃপা পরবশ হইয়া বলিলেন, “হে বৎস! যখন ভবানী-পতি ভূতনাথের সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইবে, আমি তখন তোমাকে যাবতীয় দিব্য অস্ত্র প্রদান করিব।” তদনন্তর সুররাজের উপদেশ-পরতন্ত্র অর্জুন, শিব-সন্দর্শন-সকলবদ্ধ হইয়া, উত্তরাভিমুখে গমন করিতে করিতে, ক্রমশঃ হিমাচলে উপনীত হইলেন

এবং নানাবিধ কষ্ট-সাধ্য তপস্তানুষ্ঠানে আত্ম-নিয়োজন করিলেন। অবশেষে ভগবান্ পাণ্ডুপতি কিবাতরূপ ধারণ করিয়া অর্জুনের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সেই সময়ে এক দানব বরাহ রূপ ধারণ করিয়া অর্জুনকে বধ করিবার নিমিত্ত প্রধাবিত হইতেছিল। বরাহের বধসাধনাভিপ্রায়ে অর্জুন যখন বাণ নিক্ষেপ করিলেন, কিরাতরূপী মহাদেবও তখন তদভিপ্রায়ে অস্ত্রক্ষেপ করিলেন। উভয়ের অস্ত্রাঘাতে রাক্ষসের প্রাণান্ত হইল। অর্জুনের লক্ষিত বরাহের প্রতি কিরাত শর-সন্ধান করায়, মৃগয়া-ধর্ম্মের বিরোধ ঘটিল; সুতরাং এতদুপলক্ষে কিরাতের সহিত তাঁহার বিবাদ উপস্থিত হইল। রুষ্ট অর্জুন, কিরাতের নিপাত করিবার বাসনায় বিবিধ অস্ত্রক্ষেপ করিতে লাগিলেন, কিন্তু ছদ্মবেশ ধর শঙ্কর, অবিচলিত ভাবে অকাতরে তৎসমস্ত সহ্য করিতে লাগিলেন ক্রমশঃ অর্জুনের বাণ নিঃশেষিত হইল। তখন অনন্তোপায় অর্জুন, জ্যা দ্বারা আকর্ষণ করিয়া কিরাতের কলেবরে প্রচণ্ড মুঠাঘাত করিতে লাগিলেন শূলপাণি সবলে সবাস্যচৌর শরাসন হরণ করিলে, তিনি কিরাতের মস্তকে খড়্গাঘাত করিলেন। কিন্তু শশাঙ্ক-শেখরের শিরঃপ্রদেশ তাহাতে বিচ্ছিন্ন হইল না; তখন অর্জুন সন্নিহিত বৃক্ষ ও শিলা সমূহ দ্বারা কিরাতকে প্রহায করিতে লাগিলেন; তদনন্তর উভয়ের বাজযুদ্ধ আরম্ভ হইল। সহসা পিনাক-পাণি পার্থের কলেবর নিপীড়িত করিলে, তিনি পিণ্ডীকৃত ও মৃতকল্প হইয়া ভূপতিত হইলেন। কিয়ৎকাল পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া অর্জুন ভগবান্ ভবানী-পতির চরণার্চনায় প্রবৃত্ত হইলেন। উপাসনান্তে দেখিলেন, প্রদত্ত পুষ্পমালা সম্মুখস্থ কিরাতের মস্তকে বিলম্বিত রহিয়াছে। তৎক্ষণাৎ সেই কিরাতরূপী শত্রুকে ভূতভাবন বিস্ময়ের বলিয়া তাঁহার বোধ জন্মিল এবং তিনি সকাতে তদীয় চরণতলে আত্ম সমর্পণ করিলেন। আন্ততোষ তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া আশীর্বাদ করিলেন এবং স্বকীয় পাণ্ডুপত নামক দিব্যাস্ত্র ও ত্রিবিয়িনী শিক্ষা প্রদান করিলেন। তদনন্তর মুতাজ্জয় তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়া, ত্যাগ ও প্রতিসংহার মন্ত্র সহ দণ্ডাস্ত্র প্রদান করিলেন এবং বরুণ দেব তাঁহাকে পাশাস্ত্র সম্পন্ন করিলেন, কুবেরও তাঁহাকে দিব্য অস্ত্রে বিভূষিত করিলেন। দেবরাজ তাঁহাকে স্বর্গে লইয়া যাইবার নিমিত্ত মাতলি-চালিত রথ প্রেরণ করিলেন। অর্জুন হৃষ্ট মনে ইন্দ্র-বিমানে; অরোহণ করিয়া অমরাবতীতে উপনীত হইলেন এবং ইন্দ্র সমীপে উপস্থিত হইয়া সবিনয়ে তাঁহার চরণার্চনা করিলেন। দেবরাজ স্নেহ সহকারে স্বকীয় আত্মজকে আলিঙ্গন

করিয়া নিজাসনে উপবেশন করাইলেন। গন্ধর্বগণ সঙ্গীতালাপে ও অঙ্গরাপণ মর্ত্যনাভিনয়ে তাঁহাকে বিনোদিত করিতে থাকিল। এইরূপে মহাসুখে পাণ্ডুনন্দন অর্জুন স্বর্গপুরে কালাতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

একদা সুন্দরী-শিরোমণি উর্কসী-অঙ্গরা, অর্জুনের নিরুপম রূপে বিমোহিত হইয়া, তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিবার প্রয়াসিনী হইলেন এবং বিবিধ বিধানে স্বকীয় সৌন্দর্য্যসার কলেবর সজ্জীভূত করিয়া, অর্জুন সমীপে হৃদয়-নিহিত বাসনা পরিব্যক্ত করিলেন। সংযতেন্দ্রিয় অর্জুন, তাঁহাকে মাতৃবৎ পূজনয়া উল্লেখ করিয়া, তদীয় অনুজ্ঞা পালনে স্বকীয় অক্ষমতা প্রকাশ করিলেন। অপমানিতা, মর্ম্মাহতা উর্কসী ক্রোধভরে অভিসম্পাত প্রদান করিলেন যে, “এই অপরাধে তোমাকে ক্লীবরূপে জীর্ণের মধ্যে নৃত্য করিতে করিতে কালযাপন করিতে হইবে।”

এদিকে যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয় ও দ্রুপদনন্দিনী অর্জুনের বিরহে নেতাশ্রম শোক-সন্তপ্ত-হৃদয়ে কালপাত করিতে লাগিলেন। শশধর-বিহীন মতোমগুলের আশ্রয়, তাঁহারা তমসচ্ছন্ন হইয়া রহিলেন। নানা স্থানে গাটন করিলে চিত্তের কণ্ঠস্থিত প্রসন্নতা জন্মিতে পারে মনে করিয়া, যিধিষ্ঠির, ভ্রাতৃগণের সহিত তদ্বিষয়ক পরামর্শ করিলেন। দেবর্ষি নারদ, হোমনি লোমশ, পুরোহিত ধোমা প্রভৃতি মহাত্মাগণ, তাঁহাদিগের নিকট নানা তীর্থের মাহাত্ম্য ও তীর্থভ্রমণের বৈধতা বিবৃত করিলেন। তদনন্তর ঠাহারা পুণ্য-পবিত্রতাপূর্ণ নানা তীর্থে পরিভ্রমণ করিয়া বিচিত্র দৃশ্য-সুন্দর্য্য, বিবিধ সহপদেণ ও জ্ঞানগর্ভ আখ্যায়িকা শ্রবণ করিতে করিতে যথেষ্ট সময়পাত করিতে থাকিলেন। ক্রমশঃ তাঁহারা কৈলাস পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন এবং অর্জুনের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় তথার বাস করিতে লাগিলেন। এই স্থানে ভীমের অনুপস্থিতিক্রমে সুর্য্যোদয়ক্রমে জটাসুর নামে এক হুর্ভূত অসুর, ব্রাহ্মণবেশ পরিগ্রহ করিয়া পাণ্ডবদিগের আশ্রমে উপস্থিত হইল। যুধিষ্ঠির সমাদর সহকারে তাঁহাকে আশ্রয়দান করিলেন। ভীমসেনা লোমশ প্রভৃতি সঙ্গীগণ কার্য্যান্তরে প্রস্থান করিলে, জটাসুর, যুধিষ্ঠির কুল ও সহদেব এবং দ্রোপদীকে হরণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিল। সহদেব গীমসেনের নাম গ্রহণ পূর্ব্বক চীৎকার করিতে লাগিলেন। সহস্রাভীম প্রায় উপস্থিত হইলেন এবং রাক্ষসকে নিহত করিলেন। ক্রমে বনবাসের ষড়্বৎসর অতীত হইল। পঞ্চমবর্ষে সুরপুত্র হইতে অর্জুন প্রত্যাগত

হইবেন স্থিৰীকৃত ছিল। তাঁহারা নিতান্ত উৎকণ্ঠিত চিত্তে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

পাণ্ডবগণ গন্ধমাদন পৰ্বতে উপস্থিত হইলে, একদা দ্রৌপদীর প্রয়োচনা ভীমসেন গিরিশিখরে আরোহণ করিলেন। সেই স্থানে ধনেশ্বর কুবেরের সর্বেশ্বর্য্য পরিপূর্ণ পুরী বিরাজিত। তথায় যক্ষ, রাক্ষস ও গন্ধৰ্ব্বগণের সহিত ভীমের যুদ্ধ উপস্থিত হইল। ভীম বহুতর রাক্ষসাদিকে নিহত করিলেন। অস্ত্রের ঝঙ্কনা শব্দ যুধিষ্ঠিরাদির কর্ণে প্রবেশ কবিল। দ্রৌপদীকে নিরাপদ স্থানে রক্ষা করিয়া সশস্ত্রে যুধিষ্ঠিরাদি তথায় উপস্থিত হইলেন এবং ভীমের অবৈধ ব্যবহার দর্শনে অধোমুখে অবস্থিত রহিলেন। অনতিকাল মধ্যে কুবের তথায় আগমন করিলেন এবং নানাপ্রকার সত্বপদেশ প্রদান করিয়া ভীমের অপরাধ ক্ষমা করিলেন। এদিকে সুরপুর হইতে কামা অস্ত্র সমৃদ্ধ লাভ করিয়া ইন্দ্ররথে আরোহণ পূৰ্ব্বক, অৰ্জ্জুন গন্ধমাদন পৰ্বতে আগমন করিলেন এবং বিরহ-বিধুর-ভ্রাতৃগণ ও সহধর্ম্মিণীর হৃদয়ে অতুল আনন্দ সঞ্চার করিলেন। অৰ্জ্জুনকে বেষ্ঠন করিয়া পাঞ্চালী ও পাণ্ডবগণ তাঁহার মুখ হইতে তদীয় স্বর্গবাস ও দিব্যাস্ত্র লাভের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া পুলকিত হইতে লাগিলেন।

তদনন্তর তাঁহারা নানা স্থান পর্য্যটন করিতে করিতে ও নানারূপ বিপত্তি নিপীড়িত হইতে হইতে পুনরায় কাম্যাকবনে সমুপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের পরম সুহৃদ্ শ্রীকৃষ্ণ, সত্যভামা সুন্দরীকে সঙ্গে লইয়া, পাণ্ডবগণের সহিত মিলিত হইলেন এবং দুর্যোধনাদি পরম শত্রু-নিপাতের নিমিত্ত নানাপ্রকার পরামর্শ প্রদান করিলেন। বহু দিবসের পর অসম্ভাবিত স্থানে সত্যভামা সমাগম হওয়ায়, দ্রৌপদীর আনন্দের পরিসীমা থাকিল না। নানারূপ স্বাগত সম্ভাষণ ও বিশ্রান্তালাপের পর শ্রীকৃষ্ণ-প্রণয়িনী সত্যভামা, পাণ্ডব মহিষী পাঞ্চালী সুন্দরীকে পতিবশীকরণবিষয়ক উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। ততস্তরে পতি-প্রণয়-ভাগিনী দ্রৌপদী যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন ও যে সকল কর্তব্য নির্দেশ করিয়াছিলেন, হিন্দু-কুল-বালার পক্ষে তৎসমস্ত অমূল্য। তিনি বলিয়াছিলেন যে, “পতিবশীকরণ বিষয়ে মন্ত্রাদি বা বিধি হিত উপায় অসচ্চরিত্র-কামিনীগণেরই অবলম্বনীয়। ঔষধ-বিশেষ প্রয়োগ করিলে অশেষ অনর্থের উদ্ভব হয় এবং শাস্তিময়-গৃহ অশান্তির নিকট হইয়া উঠে। আমি অহঙ্কার-বিহীন-ভাবে স্বামী ও সপত্নীগণের প্রিয়ানুষ্ঠান

গন্ধর্ব্বগণের সহিত যুদ্ধে প্রমত্ত হইলেন। অনন্তর অর্জুন দেখিলেন, গন্ধর্ব্ব রাজ চিত্রসেন তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সুরপুরে অবস্থান কালে দেবরাজের আদেশ ক্রমে, অর্জুন চিত্রসেনের নিকট গীত ও নৃত্য শিক্ষা করিয়াছিলেন। চিত্রসেন এই কথার উল্লেখ করিবামাত্র অর্জুন অস্ত্রত্যাগ করিলেন এবং ছুর্যোধনকে মুক্ত করিবার নিমিত্ত অহুরোধ করিলেন। গন্ধর্ব্ব রাজ চিত্রসেন, রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট উপস্থিত হইয়া, ছুর্যোধনাদিকে মুক্তি প্রদান করিলেন। ধর্ম্মশীল যুধিষ্ঠির স্নেহ-সহকারে ছুর্যোধনকে বিবিধ সছপনেশ প্রদান করিয়া বিদায় দিলে, কোরবরাজ লজ্জাবনতমুখে প্রস্থান করিলেন।

অপমানিত ছুর্যোধনের প্রধান মন্ত্রী অঙ্গরাজ কর্ণ, বীরত্ব বিষয়ে হুতরাষ্ট্র-নন্দনকে পাণ্ডবদিগের সমকক্ষ করিবার বাসনায়, দিগ্বিজয়ের সংকল্প করিলেন এবং অনেক রাজাকে পরাজিত করিয়া ছুর্যোধনকে বিনোদিত করিলেন। অতঃপর কর্ণের পরামর্শ-ক্রমে ছুর্যোধন রাজস্বয় যজ্ঞের উদ্যোগী হইলেন। কিন্তু পিতৃ-বর্ত্তমানে রাজস্বয় যজ্ঞ অবৈধ-বোধে কোরব-পুরোহিত তাঁহাকে বৈষ্ণব-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পরামর্শ প্রদান করিলেন। যথাকালে যজ্ঞ আদ্য হইল; দূতগণ নানাদিগদেশে নিমন্ত্রণ পত্র বহন করিল, পাণ্ডুগণও নিমন্ত্রিত হইলেন; কিন্তু বনবাস-প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবে বলিয়া তাঁহার যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইতে পারিলেন না। যজ্ঞ সমাপ্ত হইল; কোরবগণের আশ্চর্য্যের সীমা থাকিল না।

একদা ছুর্যোধন কৌশল ক্রমে দশ সহস্র শিষ্য-সমন্বিত কোপন-সমভি-মহর্ষি তর্কাসাকে পাণ্ডবদিগের অরণ্যবাসে অতিথিরূপে প্রেরণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও দ্রৌপদীর কৌশলক্রমে, অতঃপর বনবাসী পাণ্ডু নন্দনদিগের আশ্রম প্রদেশ হইতে সেই বিপুল-সংখ্যক অতিথি পরম পরিতোষ লাভ করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

অচিরকাল-মধ্যে পাণ্ডবগণের এক ভয়ানক বিপদপাত ঘটিল। একা সন্দর্ভ-শিবোর্ম্মি উপত্যকায় একাকিনী বন-বিচরণ করিতেছিলেন। সেই সময়ে সিদ্ধেশ্বরীপতি ভয়ংকর ঘটনাক্রমে সেই স্থলে উপস্থিত হইলেন। লোক-লজ্জা-ভ্রাতা-পাণ্ডুলোক অসামান্য সৌন্দর্য্য-সম্পন্ন, সিন্ধুপানির দ্রব নীতান্ত্র আকৃষ্ট হইয়া ইন্দ্ৰিয় এবং মন, যে কোন উপায়ে হউক, সেই সন্দর্ভ শিবোর্ম্মিতে অবস্থান করিবার অভিলাষ করিলেন। পাণ্ডবগণ তাঁহার মৃগয়ায় নিমিত্ত আশ্রম-বাহির্গত হইয়া দূর-প্রদেশে গমন করিয়াছিলেন।

কেবল ধোম্য পুরোহিত একাকী আশ্রমে অবস্থিত ছিলেন। এই সুযোগে জয়দ্রথরাজা যাক্সসেনীর সমীপাগত হইয়া স্বকীয় ঘৃণিত মনোবৃত্তি সংসাধনের প্রস্তাব করিল। দ্রৌপদী প্রথমতঃ বিবিধ বিনয়-বাক্যে, তদনন্তর ক্রোধ-সহকারে জয়দ্রথকে নিরস্ত হইতে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু জয়দ্রথ কোন বাক্যেই কর্ণপাত করিল না। সে সন্নিহিত হইয়া তাঁহার উত্তরীয় বসন ধারণ করিল। ক্রপদ-তনয়া সকাতরে ধোম্য পুরোহিতকে আহ্বান করিতে করিতে বেগে স্বকীয় বস্ত্রাগ্র আকর্ষণ করিলে, জয়দ্রথ ভূপতিত হইল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ অবিকতর আগ্রহের সহিত দ্রৌপদীকে আকর্ষণ করিয়া স্বকীয় রথে লইয়া গেল। ধোম্য পুরোহিত জয়দ্রথকে তিরস্কার করিতে করিতে রথের অনুগমন করিতে লাগিলেন। এদিকে পাণ্ডবগণ আশ্রমে প্রত্যাগত হইয়া, আপনাদিগের বিপদের পরিমাণ অনুধাবন করিলেন এবং অপরিসীম ক্রোধোন্মত্ত হইয়া সেই অবিশ্বাস্যকারী শত্রুকে নিপীড়িত ও যাক্সসেনীকে বিপন্ন করিবার অভিপ্রায়ে প্রধাবিত হইলেন। সিঙ্কু-বাজেব সহিত অনেক ভূপতি ও সৈন্যসামন্ত ছিল। পঞ্চপাণ্ডব সেই সৈন্য মণ্ডলীৰ মধ্যবর্তী হইয়া অপরিসীম সাহস সহকারে সংহার ক্রিয়া আরম্ভ করিলেন। রাশি ধাশি জয়দ্রথানুচব শমন-সদনে গমন করিতে লাগিল। তদ্বশনে প্রাণভীত সিঙ্কুবাজ দ্রৌপদীকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে আবশ্য করিল। মহারাজ যুধিষ্ঠির, দ্রৌপদী ধোম্য পুরোহিত নকুল ও সহদেবকে সঙ্গে লইয়া আশ্রম-প্রদেশে প্রত্যাগত হইলেন। ভীম ও অর্জুন জয়দ্রথকে বধ করিবার অভিপ্রায়ে বায়ুবেগে ধাবিত হইলেন। ভীমসেন অনতিকাল মধ্যে জয়দ্রথের সমীপস্থ হইলেন এবং তাহার কেশ ধারণ করিয়া তাহাকে ভূতলে নিক্ষেপ, মস্তকে পদাঘাত ও বক্ষঃস্থলে জাহ্নু স্থাপন করিয়া ওগাব করিতে থাকিলেন। জয়দ্রথ দুর্গোধন-ভগ্নী কুশলার স্বামী। এই কথা শ্রবণ করিয়া যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জুনকে তাহার প্রাণসংহার ক্রিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। তদনুসারে এক্ষণে ভীমসেন তাহার মস্তকের পঞ্চস্থান মুণ্ডিত করিয়া এবং তাহাকে দাস স্বীকার করাইয়া বন্ধন করতঃ রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট আনয়ন করিলেন। কৃপাপরন্ত্র যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞাক্রমে জয়দ্রথ বন্ধন-বিমুক্ত ও তাহার দাসত্ব অপগত হইল। লজ্জাবনত জয়দ্রথ ধীবে ধীরে স্বরাজ্যে প্রস্থান করিলেন। পাণ্ডবগণ কাম্যাকামন পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় বৈতবনে আগমন করিলেন।

একদা এক যুগের অম্লসরণ করিয়া ক্ষুৎপিপাসাকাতর পাণ্ডবগণ এক ন্যাগ্রোধ-তরুমূলে উপবেশন করিলেন। সকলের পিপাসা শান্তির নিমিত্ত যুধিষ্ঠির নকুলকে সম্মিহিত কোন জলাশয় হইতে জল আনিতে আদেশ করিলেন। অনতিকালমধ্যে এক মনোহর জলাশয়-সমীপে উপস্থিত হইয়া নকুল সাগ্রহে জলপান করিতে অগ্রসর হইলে, অন্তরীক্ষ হইতে এক যক্ষ তাঁহাকে নিষেধ করিয়া বলিল, “আমার প্রমোত্তর না দিয়া জলপান করিও না, তাহাতে বিপদ ঘটবে।” সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া, জল পান করিবামাত্র তিনি বিগতজীব হইয়া ভূপতিত হইলেন। নকুলের বিলম্ব দেখিয়া যুধিষ্ঠির সহদেবকে জল আনয়নে প্রেরণ করিলেন। সহদেব সরোবর-সমীপে উপস্থিত হইয়া নকুলের জীবনহীন দেহ দেখিতে পাইলেন। শুককর্তৃ সহদেব, শোক-বিলাপে অধিকতর পিপাসিত হইয়া, জলপানে অগ্রসর হইলে, পূর্ববৎ যক্ষবাক্য তাঁহার কর্ণগোচর হইল। সে বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া জল পান করিবামাত্র তিনিও জীবন-বিহীন হইয়া পতিত হইলেন। অনন্তর অর্জুন জলানয়নে প্রেরিত হইলেন এবং তাঁহাবৎ পূর্ববৎ অবস্থা ঘটিল। ভীমসেন আসিলে তিনিও ভ্রাতৃগণের ন্যায় জীবন-বিহীন হইলেন। তদনন্তর যুধিষ্ঠির স্বয়ং জলাহরণে গমন করিলেন এবং তথায় ভ্রাতৃগণের মৃতদেহ দর্শনে, অশেষ-শোকে অধীর হইয়া উঠিলেন। পিপাসায় অবসন্ন-প্রায় হইয়া সরোবরে অবতরণোন্মুখ হইলে, পূর্ববৎ যক্ষ-বাক্য তাঁহারও কর্ণগোচর হইল। রাজা যুধিষ্ঠির অদৃষ্টের যক্ষকেই ভ্রাতৃহন্তা মনে করিয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসু হইলেন। যক্ষ চক্ষুগোচর হইলে, রাজা যুধিষ্ঠির তাহাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে বলিলেন। যক্ষকৃত প্রগাঢ় প্রশ্ন সমূহের যুধিষ্ঠির যথাবিহিত সহুত্তর প্রদান করিলে, তিনি কৃপা-পরবশ হইয়া পাণ্ডবগণের প্রাণদান করিলেন। তখন যক্ষ নিজ পরিচয় প্রদান করিয়া বলিলেন, “আমি ধর্ম্য। হে যুধিষ্ঠির! আমি তোমাদের ধর্ম-জ্ঞান দেখিয়া অতিশয় পরিতুষ্ট হইয়াছি, তোমার ধর্ম্য সংবর্দ্ধিত হউক।”

এইরূপে পাণ্ডবগণের দ্বাদশবর্ষ বনবাস পরিপূর্ণ হইল। অতঃপর এক বৎসর কাল ছদ্মবেশে অতিবাহিত করিতে হইবে বলিয়া তাঁহারা ধোন্মা পুরোহিত ও সমভিব্যাহারী ব্রাহ্মণদিগের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

বশস্পারন উবাচ ।

কস্যাচিৎপথ কালস্য ধৰ্ম্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ।
সংসৃত্য মুনিসন্দেশমিদং বচনমব্রবীৎ ॥
বিবিক্তে বিদিতপ্রজমৰ্জ্জুনং পুরুষৰ্ষভম্ ।
সাস্তুপূৰ্ব্বং স্মিতং কৃত্বা পাণিনা পরিসংস্পৃশন্ ॥
স মুহূৰ্ত্তমিব ধ্যাত্বা বনবাসমরিন্দমঃ ।
ধনঞ্জয়ং ধৰ্ম্মরাজো রহসীদমুবাচ হ ॥

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

ভীষ্মে দ্রোণে কৃপে কর্ণে দ্রোণপুত্রো চ ভারত ।
ধনুর্বেদশচতুষ্পাদ এতেষদ্য প্রতিষ্ঠিতঃ ॥
ব্রাহ্মণং দৈবং মাহুযঞ্চ সযত্নং সচিকিৎসিতম্ ।
সৰ্বাস্থাণাং প্রয়োগঞ্চ তেহভিজানন্তি কুৎসহঃ ॥
তে সৰ্ব্বে ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রোঃ পরিসাম্বিতাঃ ।
সংবিভক্তাশ্চ তুষ্টিশ্চ গুরুবক্তেষু বৰ্ত্ততে ॥
সৰ্ব্বযোধেষু চৈবাস্য সদা প্রীতিরমৃতমা ।
আচার্যা মানিতাস্তুষ্টাঃ শাস্ত্রিং ব্যবহরন্ত্যত ॥
শাস্ত্রিং ন হাপয়িষ্যন্তি তে কালে প্রতিপূজিতাঃ ।
অদ্য চেয়ং মহী কুৎস্না দুৰ্য্যোধনবশাহুগা ॥
সগ্রামনগরাপাৰ্থ সঙ্গাগবনাকরা ।
ভবানেব প্রিয়োহস্মাকং ত্বয়ি ভারঃ সমাহিতঃ ॥
অত্র কৃত্যং প্রপশ্যামি প্রাপ্তকালমরিন্দম ।
কৃষ্ণরৈপায়নাত্মাত গৃহীতোপনিষদ্বা ॥
তথা প্রযুক্তয়া সম্যক্ জগৎ সৰ্ব্বং প্রকাশতে ।
তেন ত্বং ব্রহ্মণা তাত সংযুক্তঃ স্তুসমাহিতঃ ॥
দৈবতানাং যথাকালং প্রসাদং প্রতিপালয় ।
তপসা যোজয়াত্মানমুগ্ৰেণ ভয়তৰ্ভভ ॥

ধনুমান্ কবচী খড়্গী মুনিঃ সাধুভূতে স্থিতঃ ।
 ন কস্যাচিদদম্যার্গং গচ্ছ তাতোত্তরাং দিশম্ ॥
 ইন্দ্ৰে হস্ত্রাণি দিব্যানি সমস্তানি ধনঞ্জয় ।
 বৃত্রাদভীতৈর্কলং দেবৈস্তদা শক্রে সমর্পিতম্ ॥
 তান্যেকস্তানি সর্বাণি ততস্ত্বং প্রতিপংসাসে ।
 শক্রমেব প্রপদ্যস্ব স তেহস্ত্রাণি প্রদাস্যতি ।
 দীক্ষিতোহদৈব্য গচ্ছ স্বং দ্রষ্টুং দেবং পুরন্দরম্ ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবমুক্ত্বা ধর্মরাজস্তমধ্যাপয়ত প্রভুঃ ।
 দীক্ষিতং বিধিনাহনেন ধৃতবাক্যায়মানসম্ ॥
 অল্পজ্জ্ঞে তদা বীরং ভ্রাতা ভ্রাতরমগ্রজঃ ।
 নিদেশাধর্মরাজস্য দ্রষ্টুকামঃ পুরন্দরম্ ॥
 ধনুর্গাণ্ডীবমাদায় তথাহক্ষযো মহেশ্বরী ।
 কবচী সতনুত্রাণো বক্রগোধাস্থলিত্রবান্ ॥
 হতাঘ্রিত্রাক্ষণান্নিকৈঃ স্তপ্তি বাচ্য মহাভূজঃ ।
 প্রাতিষ্ঠত মহাবাহঃ প্রগৃহীতশরাসনঃ ॥
 বধায় ধাত্তরাষ্ট্রাণাং নিশ্চয়োদ্ধমুদীক্ষ্য চ ।
 তং দৃষ্ট্বা তত্র কোন্তেয়ং প্রগৃহীতশরাসনম্ ॥
 অত্রবন্ ব্রাক্ষণাঃ সিন্ধা ভূতান্যন্তর্হিতানি চ ।
 ক্ষিপ্ৰমাপ্নুহি কোন্তেয় মনসা যদ্যদিচ্ছসি ॥
 অত্রবন্ ব্রাক্ষণাঃ পার্থমিতি কৃত্ব জয়াশিষঃ ।
 সংসাধয়স্ব কোন্তেয় ধ্রুবোহস্ত বিজয়ন্তব ॥
 তং তথা প্রস্থিতং বীরং শালঙ্কোকোরুর্জুনম্ !
 মনাংসাদায় সর্বেষাং কৃষ্ণা বচনমব্রবীৎ ॥

কৃষ্ণোবাচ ।

যন্তে কুন্তী মহাবাহো জাতশ্যচ্ছকনঞ্জয় ।
 তন্তোহস্ত সর্বং কোন্তেয় যথা চ স্বয়মিচ্ছসি ।
 মাহস্মাকং ক্ষত্রিয়কূলে জন্ম কশ্চিদবাগ্নুয়াৎ ॥
 ব্রাক্ষণেভ্যো নমো নিত্যং যেষাং ভৈক্ষ্যেণ জীবিকা ।
 ইদং মে পরমং দুঃখং যঃ স পাপঃ সুরোধনঃ ॥

দৃষ্টা মাং গৌরিত্তি প্রাহ প্রহসনাজসংসদি ।
 তস্মাদ্দুঃখাদিদং হৃৎ গরীয় ইতি মে মতিঃ ॥
 যত্তং পবিষদো মদ্যো বহুবুক্রমভাষত ।
 নুনং তে ভ্রাতরঃ সর্কেষে স্বংকথাভিঃ প্রজাগরে ॥
 রংস্যন্তে বীর কৰ্ম্মাণি কথয়ন্তুঃ পুনঃ পুনঃ ।
 নৈব নঃ পার্থ ভোগেয়ু ন ধনে নোত জীবিতে ॥
 তুষ্টিবুর্দ্ধির্ভবিত্রী বা ত্বয়ি দীর্ঘ-প্রবাসিনি ।
 ত্বয়ি নঃ পার্থ সর্কেষাং স্তব্ধহৃৎ সমাহিতে ॥
 জীবিতং মরণকৈব রাজ্যমৈশ্বর্যামেব চ ।
 আপৃষ্ঠো মেহসি কৌন্তেয় স্বস্তি প্রাপ্নুহি ভারত ॥
 বলবত্তির্কিরুৎ ন কার্য্যামেতত্ত্বয়ানঘ ।
 প্রযাহবিয়েনৈবাস্ত বিজয়ায় মহাবল ॥
 নমো ধাত্রে বিধাত্রে চ স্বস্তি গচ্ছ হনাময়ম্ ।
 হ্রীঃ শ্রীঃ কীর্ত্তিহ্যতিঃ পুষ্টিরুমা লক্ষ্মীঃ সরস্বতী ॥
 ইমা বৈ তব পাশস্য পালয়ন্তু ধনঞ্জয় ।
 জ্যেষ্ঠাপচারী জ্যেষ্ঠস্য ভ্রাতৃর্কচনকারকঃ ॥
 প্রপদোহং বহুন্ রুদ্রানাদিত্যান্ সমরুপগান্ ।
 বিষেদেবাংস্তথা সাধান্ শান্ত্যর্থং ভরতষভ ॥
 স্বস্তি তেহস্তস্তরীক্ষেভাঃ পার্গিবেভাশ্চ ভারত ।
 দিব্যোভ্যশৈব ভূতেভ্যো যে চান্যো পরিপস্থিনঃ ॥
 বশশ্যায়ন উবাচ । এবমুক্তাশিষঃ কৃষ্ণা বিররাম যশস্বিনী ।
 ততঃ প্রদক্ষিণং কৃজ্জা ভ্রাতৃন্ ধোম্যঞ্চ পাণ্ডবঃ ॥
 প্রাতিষ্ঠত মহাবাহুঃ প্রগৃহ্য কচিরং ধনুঃ ।
 তস্য মার্গাদপাক্রামন্ সর্বভূতানি গচ্ছতঃ ॥
 যুক্তৈর্দ্যৌদ্ধেণ যোগেন পরাক্রান্তস্য শৃঙ্গিণঃ ।
 সোহগচ্ছৎপর্কতাংস্তাত তপোধননিষেবিতান্ ॥
 দিব্যং হৈমবতং পুণ্যং দেবজুষ্ঠং পরস্তপ ।
 অগচ্ছৎপর্কতং পুণ্যমেকাহ্নৈব মহামনাঃ ॥
 ননোজবগতিভূত্বা যোগযুক্তো যথাহনিলাঃ ।
 হিমবন্তমতিক্রম্য গন্ধমাদনমেব চ ॥

অত্যক্রামং স্তূৰ্গাণি দিব্যরাত্রমতল্লিতঃ ।
 ইন্দ্রকীলং সমাসাদ্য ততোহতিষ্ঠদ্ধনজয়ঃ ॥
 অন্তরীক্ষেহতিগুশ্রাব তিষ্ঠেতি স বচস্তদা ।
 তচ্ছ্রুত্বা সৰ্ব্বতো দৃষ্টিং চারয়ামাস পাণ্ডবঃ ॥
 অথাপশ্যৎ সব্যসাচী বৃক্ষমূলে তপস্বিনম্ ।
 ব্রাহ্মা শ্রিয়া দীপ্যমানং পিঙ্গলং জটিলং কুশম্ ॥
 সৌহব্রবীদৰ্জ্জুনং তত্র স্থিতং দৃষ্ট্বা মহাতপাঃ ।
 কস্তং তাতেহ সস্প্রাপ্তো ধনুস্মান্ কবচী শরী ॥
 নিবদ্ধাসিতলত্রাণঃ ক্ষাত্রং ধৰ্ম্মমনুব্রতঃ ।
 নেহ শস্ত্রেণ কৰ্ত্তব্যং শান্তানামেব আলয়ঃ ॥
 বিনীতক্রোধহর্ষণাণাং ব্রাহ্মণানাং তপস্বিনাম্ ।
 নেহাস্তি ধনুষা কাৰ্য্যং ন সংগ্রামোহত্র কৰ্হিচিৎ ॥
 নিক্ষিপৈতদ্ধনুস্তাত প্রাপ্তোহসি পরমাং গতিম্ ।
 ওজসা তেজসা বীর যথা নান্যঃ পুমান্ কচিৎ ॥
 তথা হসন্নিবাভীৰ্ক্ষং ব্রাহ্মণোহৰ্জ্জুনমব্রবীৎ ।
 নচৈনঞ্চালয়ামাস ধৈর্য্যাং স্তূৰ্ধ্বতনিশ্চয়ম্ ॥
 তমুবাচ ততঃ প্রীতঃ স দ্বিজঃ প্রহসন্নিব ।
 বরং বৃণীষ ভদ্রস্তে শক্ৰোহহমরিসূদন ॥
 এবমুক্তঃ সহস্রাক্ষং প্রতুবাচ ধনজয়ঃ ।
 প্রাঞ্জলিঃ প্রণতো ভূত্বা শূরঃ কুরুকুলোদ্বহঃ ॥
 দ্বৈপ্ৰিতো হোষ বৈ কামো বরদৈকনং প্রযচ্ছ মে ।
 স্বস্তোহদ্য ভগবন্নস্তং কুংস্মমিচ্ছামি বেদিতুম্ ॥
 প্রতুবাচ মহেন্দ্রস্তং প্রীতাত্মা প্রহসন্নিব ।
 ইহ প্রাপ্তস্য কিং কাৰ্য্যমনৈস্তব ধনজয় ॥
 কামান্ বৃণীষ লোকাঃস্বং প্রাপ্তোহসি পবমাং গতিম্ ।
 এবমুক্তঃ প্রতুবাচ সহস্রাক্ষং ধনজয়ঃ ॥
 ন লোভান্ন পুনঃ কামান্ন দেবস্তু কুতঃ স্তুথম্ ।
 নচ সৰ্ভামরৈধ্বৰ্য্যং কানয়ে ত্রিদশাবিপ ॥
 ভ্রাতৃস্তান্ বিপিনে ত্যক্ত্বা বৈরমপ্রতিষাত্য চ ।
 অকীর্ত্তিং সৰ্ব্বলোকেযু গচ্ছেয়ং শাস্বতীঃ সমাঃ ॥

এবমুক্তঃ প্রত্যাচ বৃত্তহা পাণ্ডুনন্দনম্ ।
 সাস্বয়ন্ শঙ্কয়া বাচা সৰ্বলোকনমস্কৃতঃ ॥
 যদা দ্রক্ষ্যসি ভূতেশং ত্র্যক্ষং শূলধরং শিবম্ ।
 তদা দাতাহস্মি তে তাত দিব্যান্যস্ত্রাণি সৰ্ব্বশঃ ॥
 ক্রিয়তাং দর্শনে যত্নো দেবগ্য পরমেষ্ঠিনঃ ।
 দর্শনান্তস্য কোন্তেয় সংসিদ্ধঃ সৰ্বমেঘাসি ॥
 ইতুক্রুা ফান্তনং শক্ৰো জগামাদর্শনং পুনঃ ।
 অর্জুনোহি প্যথ তত্রৈব তস্থৌ যোগসমবিতঃ ॥

৫ শ্রীমহাভারতে আরণ্যপর্বণি অর্জুনাভিগমনপর্বণি ইন্দ্রদর্শনে সপ্ত-
 ত্রিংশোহধ্যায়ঃ । সমাপ্তঞ্চ অর্জুনাভিগমনপর্ব ।

অথৈকরাতপর্ব ।

মেঘয় উবাচ ।

ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি পার্থস্যাক্রিষ্টকর্মণঃ ।
 বিস্তরেণ কথামেতাং যথাহস্তাধিপলকুবান্ ॥
 যথা চ পুরুষব্যাপ্তৌ দীর্ঘবাত্তর্জনজয়ঃ ।
 বনং প্রবিষ্টেন্তেজসী নিশ্চলুবাগভীতবৎ ॥
 কিক তেন কৃতং তত্র বসতা ব্রহ্মবিত্তম্ ।
 কথঞ্চ ভগবান্ শ্রাগুর্দেবরাজশ্চ তোষিতঃ ।
 এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং স্বং প্রসাদাদ্বিজোত্তম ।
 স্বং হি সর্বস্তত্র দিব্যঞ্চ মানুষ্যৈকব বেথ হ ॥
 অত্যদ্বৃত্ততমং ব্রহ্মন্ লোমহর্ষণমর্জুনঃ ।
 ভবেন সহ সংগ্রামং চকারাপ্রতিমং কিল ॥
 পুবা প্রহরতাং শ্রেষ্ঠঃ সংগ্রামেষপরাজিতঃ ।
 যচ্ছুত্তা নরসিংহানাং দৈন্যহর্ষাতিবিস্ময়াৎ ॥
 শূরাণামপি পার্থানাং হৃদয়াণি চকম্পিরে ।
 যদ্বচ্চ কৃতবানন্যাং পার্থস্তদাশ্বিলং বদ ॥
 নহাস্য নিন্দিতং জিহ্বাঃ সূহৃদমপি লক্ষ্যে ।
 চরিতং তস্য শূরস্য তন্মৈ সর্বং প্রকীর্তয় ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ । কথয়িষ্যামি তে তাত কথামেতাং মহাশ্বনঃ ।

দিব্যং কোরবশাদ্ৰূল মহতীমদ্ভূতাপমাম্ ॥

গাত্রসংস্পর্শসম্বন্ধাং ত্র্যম্বকেণ সহানঘ ।

পার্থস্য দেবদেবেন শৃণু সমাক্ সমাগমম্ ॥

যুধিষ্ঠিরনিয়োগাং স জগামামিতিবিক্রমঃ ।

শক্রং সুরেশ্বরং দ্রষ্টুং দেবদেবঞ্চ শঙ্করম্ ॥

দিব্যং তদ্বতুরাদায় খড়্গঞ্চ কনকংসরুম্ ।

মহাবলো মহাবাহুরজ্জুনঃ কার্যাসিদ্ধয়ে ॥

দিশং হ্যদীচীং কোরবো হিমবচ্ছিতরং প্রতি ।

ঐন্দ্রিঃ স্থিরমনা রাজন্ সৰ্বলোকমহারথঃ ॥

অরয়া পরয়া যুক্তস্তপসেধুতনিশ্চয়ঃ ।

বনং কণ্টকিতং ঘোরমেক এবান্নপদাত ॥

নানাপুষ্পফলোপেতং নানাপক্ষিনিবেবিতম্ ।

নানামৃগগণাকীর্ণং সিদ্ধচারণসেবিতম্ ॥

ততঃ প্রযাতে কৌন্তেয়ে বনং মাষ্মষবর্জিতম্ ।

শজ্ঞানান্ পটহানঞ্চ শব্দঃ সমভবদ্দিবি ।

পুষ্পবর্ষণান্ন মহল্লিপপাত মহীতলে ।

মেঘজালঞ্চ বিততং ছাদয়ামাস সৰ্বতঃ ॥

সোহতীত্য বনভূর্গাণি সল্লিকর্ষং মহাগিরেঃ ।

শুশুভে হিমবৎপৃষ্ঠে বসমানোহজ্জুনস্তদা ॥

তত্রাপশ্যদ্ভূমান্ ফলান্ বিহগৈর্কল্লুনাদিতান্ ।

নদীশ্চ বিপুলাবর্তী বৈদূর্য্যবিমলপ্রভাঃ ॥

হংসকারণবোদগীতাঃ সারসভিরুতাস্তথা ।

পুংস্কোকিলকতাশ্চৈব ক্রৌঞ্চবহিণাদিতাঃ ॥

মনোহরবনোপেতাশ্চস্মিন্ধিতিরথোহজ্জুনঃ ।

পুণ্যশীতামলজলাঃ পশান্ প্রীতমনাহভবৎ ॥

রমণীয়ে বনোদ্দেশে রমমাগোহজ্জুনস্তদা ।

তপস্ব্যাগ্রে বর্তমান উগ্রতেজা মহামনাঃ ॥

দর্ভচীরং নিবস্যাথ দণ্ডাজ্জনিবভূষিতঃ ।

শীর্ণঞ্চ পতितং ভূমৌ পর্ণঃ সমুপযুক্তবান্ ॥

পূর্ণে পূর্ণে ত্রিরাত্রে তু মাসমেকং ফলাশনঃ ।
 বিগুণেন হি কালেন দ্বিতীয়ং মাসমত্যাং ॥
 তৃতীয়মপি মাসং স পক্ষেগাহারমাচরন্ ।
 চতুর্থে ত্বথ সংপ্রাপ্তে মাসে ভরতসত্তমঃ ॥
 বায়ুভক্ষো মহাবাহরভবং পাণ্ডুমন্দনঃ ।
 উর্দ্ধবাহ্নিরালম্বঃ পাদাস্তুষ্ঠাগ্রাধিষ্ঠিতঃ ॥
 সদোপস্পর্শনাচ্চাস্য বভূবুরমিতৌজসঃ ।
 বিদ্বাদস্তোরুহনিভা জটাস্তস্য মহাশ্বনঃ ॥
 ততো মহর্ষয়ঃ সর্কৈ জগ্মুর্দেবং পিনাকিনম্ ।
 নিবেদয়িববঃ পার্থং তপস্ব্যাগ্রে সমাস্থিতম্ ॥
 তং প্রণম্য মহাদেবং শশংসুঃ পার্থকর্ম্ম তং ।
 এষ পার্থো মহাতেজা হিমবৎপৃষ্ঠমাশ্রিতঃ ॥
 উগ্রে তপসি হৃস্পারে স্থিতো ধূমায়য়ন্দিশঃ ।
 তস্য দেবেশ ন বয়ং বিদ্বাঃ সর্কৈ চিকীর্ষিতম্ ।
 সন্তাপয়তি নঃ সর্কানসৌ সাধু নিবার্যাতাম্ ॥
 তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা মুনীনাং ভাবিতান্বনাম্ ।
 উমাপতিভূতপতির্যাক্যামেতদ্বাচহ ॥

মহাদেব উবাচ ।

ন বো বিষাদঃ কর্তব্যঃ ফাল্গুনং প্রতি সর্কশঃ ।
 শীঘ্রং গচ্ছত সংহৃষ্টা যথাগতমতল্লিতাঃ ।
 অহমস্যা বিজানামি সংকল্পং মনসি স্থিতং ॥
 নাস্য স্বর্গস্পৃহা কাচিন্নৈর্ধর্ম্যাস্য তথায়ুষঃ ।
 যত্তস্য কাঙ্ক্ষিতং সর্কং তংকবিশোহমদ্য বৈ ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তচ্ছ্রুত্বা শর্কবচনমৃষয়ঃ সত্যবাদিনঃ ।
 প্রহৃষ্টমনসো জগ্মুর্যথা স্বান্ পুনরালয়ান্ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে আরণ্যপর্বণি কৈরাতপর্বণি মুনিশঙ্করসংবাদে অষ্টা-

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

গতেষু তেষু সর্কেষু তপস্বিষু মহাশ্বনঃ ।

পিনাকপাণিভগবান্ সর্কপাপহরো হরঃ ॥

ত্রিশোধ্যায়ঃ ।

কৈরাতং বেষমাস্থায় কাঞ্চনক্রমসন্নিভম্ ।
 বিজ্রাজমানো বিপুলো গিরিমেরুরিবাপরঃ ॥
 শ্রীমদ্রুরূপাদায় শরাংশচাশীবিষোপমান্ ।
 নিল্পপাত মহাবেগো দহনো দেহবানিব ॥
 দেব্যা সহোময়া শ্রীমান্ সমানব্রতবেশয়া ।
 নানাবেশধরৈর্হৃষ্টৈর্ভূতৈরভুগতস্তদা ॥
 কিরাতবেশসংচ্ছন্নঃ জীভিশ্চাপি সহস্রশঃ ।
 অশোভত তদা রাজন্ স দেশোহতীব ভারত ॥
 ক্ষণেন তদ্বনং সর্বং নিঃশব্দমভবত্তদা ।
 নাদঃ প্রস্রবণানাঞ্চ পক্ষিণাঞ্চাপ্যুপারমৎ ॥
 স সন্নিবর্ষমাগম্য পার্থস্যাক্রিষ্টকর্ণগঃ ।
 মুকং নাম দনোঃ পুত্রং দদর্শাদভূতদর্শনম্ ॥
 বারাহং রূপমাস্থায় তর্কয়ন্তুমিবার্জুনম্ ।
 হস্তং পরমহৃষ্টায়া তমুবাচাথ ফাল্গুনঃ ॥
 গাণ্ডীবং ধনুর্বাদায় শরাংশচাশীবিষোপমান্ ।
 সজ্যং ধনুর্ধ্বং কৃত্বা জ্যোঘোষণ নিনাদয়ন্ ॥
 যন্মাং প্রার্থয়সে হস্তমনাগসমিহাগতম্ ।
 তস্মাবাং পূর্বমেবাহং নেতাংদ্য যমসাদনম্ ॥
 দৃষ্ট্বা তং প্রহরিষ্যন্তং ফাল্গুনং দৃঢ়বহ্নিনম্ ।
 কিরাতকৃপী সহসা বারয়ামাস শঙ্করঃ ॥
 মঠৈষ প্রার্থিতঃ পূর্বমিন্দ্রকীলসমপ্রভঃ ।
 অনাদৃত্য চ তদাক্যং প্রজহারাথ ফাল্গুনঃ ॥
 কিরাতশ্চ সমং তস্মিন্নেকলক্ষ্যে মহাচ্যুতিঃ ।
 প্রমুমোচাশনিপ্রথ্যং শরমগ্নিশিখোপমম্ ॥
 তৌ মুক্তৌ সায়কৌ তাভ্যাং সমস্তত্র নিপেততুঃ ।
 মুকস্য গাত্রে বিস্তীর্ণে শৈলসংহননে তদা ॥
 যথাহশনৈর্কিনীর্ঘোষো বজ্রস্যেব চ পর্কতে ।
 তথা তয়োঃ সন্নিপাতঃ শরয়োঃরভবত্তদা ॥
 স বিদ্ধো বহুভিক্ষাণৈর্দীপ্তাট্যোঃ পন্নগৈরিব ।
 মমার রাক্ষসং রূপং ভূয়ঃ কৃত্বা বিভীষণম্ ॥

স দদর্শ ততো জিহ্বা পুরুষঃ কাঞ্চনপ্রভম্ ।
 কিরাতবেশসংচ্ছন্নঃ জীসহায়মমিত্রহা ॥
 তমব্রবীৎ প্রীতমনাঃ কোন্তেয়ঃ প্রহসন্নিব ।
 কো ভবানটেতে শূন্যো বনে জীগণসংবৃতঃ ॥
 ন ত্বমস্মিন্ বনে ঘোরে বিভেদ্যি কনকপ্রভ ।
 কিমর্থঞ্চ ত্বয়া বিদ্ধো বরাহো মৎপরিগ্রহঃ ॥
 ময়াহতিপন্নঃ পূর্ব্বং হি রাক্ষসোহয়মিহাগতঃ ।
 কামাৎপরিভবান্নাহপি ন মে জীবন্ বিমোক্ষ্যসে ॥
 ন হোষ মৃগয়াধর্মো যন্তুয়াহন্য কৃতো ময়ি ।
 তেন ত্বাং ভ্রংশয়িষ্যামি জীবিতাং পর্ব্বতাশ্রয়ম্ ॥
 ঈতু্যক্লঃ পাণ্ডবেয়েন কিরাতঃ প্রহসন্নিব ।
 উবাচ শ্লক্ষ্ময়া বাচা পাণ্ডবং সবাসাচিনম্ ॥
 ন মৎকৃতে ত্বয়া বীর ভীঃ কার্ধ্যা বনমন্তিকাং ।
 ইয়ং ভূমিঃ সদাহস্মাকমুচिता বসতাং বনে ॥
 ত্বয়া তু হৃকরঃ কস্মাদিহ বাসঃ প্ররোচিতঃ ।
 বয়স্তু বহুসঙ্কেতস্মিন্নিবসামস্তপোধন ॥
 ভবাংস্তু কক্ষবজ্রাভিঃ স্কুমারঃ স্তথোচিতঃ ।
 কথং শূন্যমিমং দেশমেকাকী বিচরিস্যতি ॥

অর্জুন উবাচ ।

গাভীবমাশ্রয়ং কৃত্বা নারাতাংশ্চাপিসন্নিভান্ ।
 নিবসামি মহারণো দ্বিতীয় ইব পাবকিঃ ॥
 এষ চাপি মহাজন্তুমৃগরূপং সমাশ্রিতঃ ।
 রাক্ষসো নিহতো ঘোরো হস্তঃ মামিহ চাগতঃ ॥

কিরাত উবাচ ॥

মমৈষ ধনুর্নিমু'কৈস্তাড়িতঃ পূর্ব্বমেব হি ।
 বাগৈবভিহতঃ শেতে নীতশ্চ যমসাদনম্ ॥
 মমৈষ লক্ষ্যভূতো হি মম পূর্ব্বপরিগ্রহঃ ।
 মমৈব চ প্রহারেণ জীবিতাক্ষাপরোপিতঃ ॥
 দোষান্ স্বান্নাইসেহন্যন্যৈ বক্তুং স্ববনদর্পিতঃ ।
 অবলিপ্তোহসি মন্দাঅনু ন মে জীবন্ বিমোক্ষ্যসে ॥

স্থিরো ভবস্ব মোক্ষ্যামি সায়কানশনীরিব ।
 ঘটস্ব পরয়া শক্ত্যা মুঞ্চ ত্বমপি সায়কান্ ॥
 তস্য তদ্বচনং শ্রদ্ধা কিরাতস্যার্জুনস্তদা ।
 রোষমাহারয়মাস তাড়য়ামাস চেষুভিঃ ॥
 ততো হৃষ্টেন মনসা প্রতিজগ্রাহ সায়কান্ ।
 ভূয়োভূয় ইতি প্রাহ মন্দমন্দেত্বাবাচ হ ॥
 প্রহরস্ব শরানেতান্নারচান্মর্শভেদিনঃ ।
 ইত্যুক্তো বাণবর্ষঃ স মুমোচ সহসাহর্জুনঃ ॥
 ততস্তৌ তত্র সংরুদ্ধৌ রাজমানৌ মূঢ়মূঢ়ঃ ।
 শরৈরাশীবিষাকারৈরন্ততক্ষাতে পরস্পরম্ ॥
 ততোহর্জুনঃ শরবর্ষং কিরাতে সমবাস্থজং ।
 তং প্রসম্নেন মনসা প্রতিজগ্রাহ শঙ্করঃ ॥
 মুহূর্ত্তঃ শববর্ষং তং প্রতিগৃহ্য পিনাকধ্বক্ ।
 অক্ষতেন শরীরেণ তস্থৌ গিরিরিবাচলঃ ॥
 স দৃষ্ট্বা বাণবর্ষন্ত মোবীভূতং ধনঞ্জয়ঃ ।
 পরমং বিশ্বয়ন্ধক্রে সাধু সান্নিতি চাত্রবীৎ ॥
 অহোহয়ং স্নুকুমারাক্ষৌ হিমবচ্ছিপবাশ্রয়ঃ ।
 গাণ্ডীবমুক্তান্নারচান্ প্রতিগৃহ্যতাবিহ্বলঃ ॥
 কোহয়ং দেবো ভবেৎ সাক্ষাৎ কদ্রো যক্ষঃ সুরোহসুরঃ ।
 বিদ্যাতে হি গিরিশ্রেষ্ঠে ত্রিদশানাং সমাগমঃ ॥
 ন হি যদ্রাগজালানামুৎসৃষ্টানাং সহস্রশঃ ।
 শক্লোহন্যঃ সহিতুং বেগমৃতে দেবং পিনাকিনম্ ॥
 দেবো বা যদি বা যক্ষো রুদ্রাদন্যো ব্যবস্থিতঃ ।
 অহমেনং শরৈস্তীক্ষ্ণৈর্নয়ামি যমসাদনম্ ॥
 ততো হৃষ্টমনা জিষ্কূর্নারচান্মর্শভেদিনঃ ।
 বাস্থজচ্ছতধা রাজন্ ময়ুধানিব ভাস্করঃ ॥
 তান্ প্রসম্নেন মনসা ভগবান্ লোকভাবনঃ ।
 শূলপাণিঃ প্রত্যগৃহ্নাচ্ছিবর্ষমিবাচলঃ ॥
 ক্ষণেন ক্ষীণবাণোহথ সংবৃত্তঃ ফাঙ্কনস্তদা ।
 ভীশৈশ্চনমাবিশস্তীত্রা তং দৃষ্ট্বা শরসংক্ষয়ম্ ॥

চিস্তয়ামাস জিহ্বা ভগবন্তং হতাশনম্ ।
 পুরস্তাদক্ষ্যো দন্তো তুণ্যে যেনাস্য খাণ্ডবে ।
 কিং হু মোক্ষ্যামি ধনুবা যন্মো বাণাঃ ক্ষয়ং গতাঃ ।
 অয়ঞ্চ পুরুষঃ কোহপি বাণান্ গ্রসতি সর্বশঃ ॥
 হস্তা চৈনং ধনুকোটা শূলাগ্রেণেব কুঞ্জরম্ ।
 নয়ামি দণ্ডধারস্য যমস্য সদনং প্রতি ॥
 প্রগৃহ্যাথ ধনুকোটা জ্যাপাশেনাবক্ৰযা চ ।
 মুষ্টিভিশ্চাপি হতবান্ বজ্রকটৈশ্চর্মাছাতিঃ ॥
 সংপ্রযুক্তো ধনুকোটা কোন্তেয়ঃ পরবীরহা ।
 তদপ্যস্য ধনুর্দিব্যং অগ্রাহ গিরিগোচরঃ ॥
 ততোহর্জুনো গ্রাস্তধনুঃ খড়্গপাণিরতিষ্ঠত ।
 যুদ্ধস্যান্তমভীপ্সন্ বৈ বেগেনাভিজগাম তম্ ॥
 তস্য মুর্দ্ধি শিতং খড়্গামসক্তং পর্ষতেষপি ।
 মূনোচ ভুজবীৰ্য্যেণ বিক্রম্য কুরুনন্দনঃ ॥
 তস্য মুর্দ্ধানমাসাদ্য পফালাদিবরো হি সঃ ।
 ততো বৃক্ষেঃ শিলাভিশ্চ ঘোষণামাস ফাল্লুনঃ ॥
 তদা বৃক্ষান্মহাকায়ঃ প্রত্যগৃহ্ণাদপো শিলাঃ ।
 কিরাতরূপী ভগবাংস্ততঃ পার্থো মহাবলঃ ॥
 মুষ্টিভির্বজ্রসক্তাশৈ ধূমমুংপাদয়ন্ মুখে ।
 প্রজহার হ্রাধর্ষে কিরাতসমকপিণি ॥
 ততঃ শক্রাশনিসমৈর্মুষ্টিভির্ভৃশদারুণৈঃ ।
 কিরাতরূপী ভগবানর্দয়ামাস পাণ্ডবম্ ॥
 ততশ্চটচটাশব্দঃ স্রবোরঃ সমপদ্যত ।
 পাণ্ডবস্য চ মুণীনাং কিরাতস্য চ যুধ্যতঃ ॥
 অমুহূর্ত্তস্ত তদ্রাক্ষমভবল্লোমহর্ষণং ।
 ভুজপ্রহারসংযুক্তং বৃজবাসবয়োরিব ॥
 জঘানাথ ততো জিহ্বাঃ কিরাতমূরসা বলী ।
 পাণ্ডবঞ্চ বিচেষ্টন্তং কিরাতোহপ্যহনন্বলী ॥
 তথোভূর্জবিনিপেষাৎ সজ্জবর্ষণোরসোস্তথা ।
 সমজায়ত গাত্রেষু পাবকোহঙ্গারধূমবান্ ॥

তত এনং মহাদেবঃ পীড্য গাঠৈঃ শ্লীড়িতম্ ।
 তেজসা ব্যক্রমদ্রোষাচ্ছেতন্তস্য বিমোহয়ন্ ॥
 ততোহভিপীড়িতৈর্গাঠৈঃ পিণ্ডীকৃত ইবাবভো ।
 ফাল্গুনোঃ গাত্রসংক্ৰোধো দেবদেবেন ভারত ॥
 নিরুচ্ছাসো হভবচ্চৈব সন্নিরুদ্ধো মহাত্মনা ।
 পপাত ভূম্যাং নিশ্চেষ্টো গতসস্ত ইবাত্তবং ॥
 স মুহূর্ত্তস্তথা ভূত্বা সচেতাঃ পুনরুত্থিতঃ ।
 রুধিরেণাপ্লুস্তাঙ্গস্ত পাণ্ডবো ভূশৃংখিতঃ ॥
 শরণ্যং শরণং গতা ভগবন্তং পিনাকিনম্ ।
 মুণ্ডায়ং স্থণ্ডিলং কৃত্বা মাল্যো নাপূজয়ন্তবম্ ॥
 তচ্চ মাল্যং তদা পার্শ্বঃ কীরাতশিরসি স্থিতম্ ।
 অপশ্যং পাণ্ডবশ্চেষ্টো হর্ষেণ প্রকৃতিঙ্গতঃ ॥
 পপাত পাদয়োস্তস্য ততঃ প্রীতোহভবন্তবঃ ।
 উবাচ চৈনং বচসা মেঘগন্তীরগীহরঃ ।
 জাতবিশ্ময়মালোক্য তপঃক্ষীণাঙ্গসংহতিম্ ॥

তব উবাচ ।

ভো ভো ফাল্গুন তুষ্টোহস্মি কৰ্শ্বেণা হপ্রতিমেন তে ।
 শৌর্য্যেণানেন ধৃত্য চ ক্ষত্রিয়ো নাস্তি তে সমঃ ॥
 সমং তেজশ্চ বীৰ্য্যঞ্চ মমাদ্য তব চানব ।
 প্রীতস্তে হং মহাবাহো পশ্য মাং ভরতর্ষভ ॥
 নদামি তে বিশালাক্ষ চক্ষুঃ পূৰ্ণস্বষিৰ্ভবান্ ।
 বিজেষ্যসি রণে শত্রূনপি সৰ্কান্ দিবৌকসঃ ॥
 প্রীত্যা চ তেহং দাস্যামি যদঙ্গমনিবারিতম্ ।
 স্বং হি শক্ভো মদীয়ং তদস্তং ধারয়িতুং ক্ষণাৎ ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততো দেবং মহাদেবং গিরিশং শূলপাণিনম্ ।
 দদর্শ ফাল্গুনস্তত্র সহ দেব্য মহাত্ম্যতিম্ ॥
 স জাহ্নত্যাং মহীং গতা শিরসা প্রণিপত্য চ ।
 প্রসাদয়ামাস হরং পার্শ্বঃ পরপূরজয়ঃ ॥

ঋজুন উবাচ ।

কপর্দিন্ সর্কদেবেশ ভগনেত্রনিপাতন ।
 দেবদেব মহাদেব নীলগ্রীব জটাদর ॥
 কারণানাক্ষ পরমং জানে ত্বাং ত্র্যম্বকং বিভূম্ ।
 দেবানাক্ষ গতিং দেব ত্বং প্রস্তুতমিদং জগৎ ॥
 অজ্জয়ন্তং ত্রিভিল্লোঠৈকং সদেবাসুরমাত্মুষৈঃ ।
 শিবায় বিষ্ণুরূপায় বিষণ্ণবে শিবরূপিণে ॥
 দক্ষযজ্ঞবিনাশায় হরিরুদ্রায় বৈ নমঃ ।
 ললাটাক্ষায় সর্কীয় মীচুবে শূলপাণয়ে ॥
 পিনাকগোপ্ত্রে সূর্য্যায় মার্জ্জানীয়ায় বেধসে ।
 প্রসাদয়ে ত্বাং ভগবন্ সর্কভূতমহেশ্বর ॥
 গণেশং জগতঃ শস্তুং লোককারণকারণম্ ।
 প্রধানপুরুষাতীতং পরং স্মৃতরং হরম্ ॥
 ব্যতিক্রমং মে ভগবন্ ক্ষন্তুমর্হসি শঙ্কর ।
 ভগবদর্শনাকাজ্জলী প্রাপ্তোহস্মীমং মহাগিরিম্ ॥
 দয়িতং তব দেবেশ তাপসালয়মুত্তমম্ ।
 প্রসাদয়ে ত্বাং ভগবন্ সর্কলোকনমস্কৃতম্ ॥
 ন মে স্যাদপরাধোহয়ং মহাদেবাতিসাহস্যং ।
 কৃতো ময়াহয়মজ্ঞানাত্ বিমর্দো যস্যয়া সহ ।
 শরণং প্রতিপন্নায় তৎক্ষমস্বাদ্য শঙ্কর ॥

শম্পায়ন উবাচ ।

তমুবাচ মহাতেজাঃ প্রহস্য বৃষভধ্বজঃ ।
 অগৃহ্য রুচিরং বাহুং ক্ষান্তমিতোব ফাল্গুনম্ ॥
 পরিষজ্য চ বাহুভ্যাং প্রীতাত্মা ভগবান্ হরঃ ।
 পুনঃ পার্থং সাস্তুপূর্কমুবাচ বৃষভধ্বজঃ ॥

৩ শ্রীমহাভারতে আরণ্যপর্কণি কৈরাতপর্কণি মহাদেবন্তবে একোন-
 চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত পরামর্শ করিয়া অবধারণ করিলেন যে, বিরাট নগরে মংদা-রাজত্ববনে, এক বৎসর কাল প্রচ্ছন্নভাবে অতিবাহিত করাই বিবেক। স্থির হইল, যুধিষ্ঠির কঙ্ক নাম ধারণ করিয়া অক্ষ-প্রিয় ব্রাহ্মণরূপে, বিরাটরাজের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন; ভীমসেন বল্লব নাম ধারণ করিয়া স্থপকাররূপে, বিরাট ভবনে কালপাত করিবেন; অর্জুন বৃহন্নলা নাম ধারণ করিয়া ক্লীবরূপে, মংদা রাজপুরে অবস্থান করিবেন, নকুল গ্রস্থিক নাম ধারণ করিয়া অশ্বরক্ষকরূপে, বিরাটপুরে অবস্থান করিবেন; সহদেব তদ্বীপা নাম ধারণ করিয়া গো-চর্যাকরূপে, অবস্থান করিবেন এবং দ্রৌপদী সূন্দরী সৈরিক্কা নাম ধারণ করিয়া পরিচারিকারূপে, রাজপুরে কালাতিবাহিত করিবেন। তখন পাণ্ডবেরা আপনাদিগের আয়ুস সমূহ পরীক্ষিত করিয়া এক দুর্গম প্রদেশে রক্ষিত করিলেন। নগরে প্রবেশ করার পূর্বে, তাঁহারা আপনাদেব প্রভু পরিচয় প্রচ্ছন্ন করিয়া বিরাটরাজের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং দ্রৌপদী বিরাট-মহিষীর আশ্রিতা হইলেন। সকলের দক্ষতা সহকায়ে স্ব স্ব নিজ কর্ম সম্পন্ন করিয়া রাজার অতি প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। চিত্রসেন-শিষ্য অর্জুন অন্তঃপুরে রাজকন্যা উত্তরাকে গীত ও নৃত্য বিদ্যার শিক্ষা দিতে থাকিলেন।

দশমাস বিনা ব্যাঘাতে অতীত হইল। তদনন্তর একদা লাবণ্যময়ী জুপদনন্দিনী বিরাটরাজের সেনাপতি কীচকের নবন-পথ-বর্ত্তিনী হইলেন। কামান্ন কীচক রাজমহিষী সূদেষ্কার নিকট সেই রমণীর তুল্যভের নিমিত্ত প্রার্থনা করিল এবং দ্রৌপদার নিকটেও স্বকীয় মনোভাব ব্যক্ত করিয়া বিধি প্রলোভনে তাঁহাকে আকৃষ্ট করিতে প্রয়াসী হইল। দ্রৌপদী বিবিধ বাগ্যে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেও সে নিরস্ত হইল না। তদনন্তর পাণ্ডব প্রদর্শনী তাহাকে নানা প্রকার ভীতি প্রদর্শন করিলেও, সে আত্মসদয়কে প্রকৃতভবিত্ত করিতে পারিল না। কীচক স্বকীয় ভগ্নী সূদেষ্কা মহিষীর নিকট অনেক অনুনয় করিলে, তিনি ভ্রাতার পাপ-প্রবৃত্তি পরিতৃপ্তি-নিষয়ে সহায়তা করিতে সম্মত হইলেন। তাঁহারই কৌশলে একদা দ্রৌপদীকে একাকিনী অনিচ্ছায় কীচক ভবনে গমন করিতে হইল। হুস্মিতা কীচক, স্থগিত মনোবৃত্তি সংসারণে

সুচিত সুর্যোগ সমুপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া, বিবিধ প্রণয়-সজ্জাষণে দ্রোপদীকে মৰ্ম্মাহত করিল এবং সাদরে তাঁহার হস্ত ধারণ করিল। গাহার হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া দ্রোপদী দ্রুতবেগে সভাস্থলে ধিষ্ঠিরের সমীপে আগমন করিলেন। অপমানিত কীচকও সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া কেশাকর্ষণ পূর্বক দ্রোপদীকে ভূপাতিত করিয়া পদাঘাত করিল। যুধিষ্ঠির ও ভীমসেন প্রায়তমার এই অবমাননা প্রত্যক্ষ করিলেন। কিন্তু আশ্চর্য-প্রকাশ-ভয়ে তাঁহারা অতি কষ্টে মনোবেগ সংবরণ করিয়ারহিলেন। তখন ধর্ম্মশীলা দ্রোপদী, বিরাটরাজকে লক্ষ্য করিয়া তদীয় অধার্ম্মিকত্বের উল্লেখ পূর্বক, নানা প্রকার তিরস্কার করিলেন এবং সুদেবী মহিষীর নিকট আসিয়া আপনার ছুঃখকাহিনী বিবৃত করিলেন। তদনন্তর গভীর নিশাকালে নিঃশব্দে ভীমসেনের সমীপাগত হইয়া আপনার অবমাননার বিষয় কীর্ত্তন করিলেন এবং যেক্রমে হউক সেই ছরস্তু শত্রুকে সমুচিত দণ্ডিত করিবার প্রার্থনা করিলেন। গর্ভীর অবমাননাকারী মুচের দণ্ডবিধানার্থ প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হইয়া, ভীমসেন দ্রোপদীকে যথোপযুক্ত পরামর্শ প্রদান পূর্বক বিদায় করিলেন। পরদিন প্রাতে দ্রোপদীকে দর্শনমাত্র কীচক পুনরায় তাঁহার প্রণয়-প্রার্থী হইল। দ্রুপদ-রাজতনয়া সংগোপনে তাহার বাসনা সিদ্ধ করিতে সম্মত হইলেন। রজনীযোগে কীচক দ্রোপদী-নির্দিষ্ট সঙ্কেত স্থানে সমাগত হইল; তাহার সাক্ষাৎ শমনস্বরূপ ভীমসেন তথায় প্রচ্ছন্নভাবে শয়ন করিয়া ছিলেন। মোহাক্ষ কীচক দ্রোপদী-ভ্রমে ভীমসেনকেই আলিঙ্গন করিল। তখন বীরশ্রেষ্ঠ বৃকোদর অশেষ নির্যাতন কবিতা কীচককে সংহার করিলেন এবং তাহার হস্ত, পদ, গ্রীবা ও মস্তক শবীৰ-মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন। কীচক-ববাস্তে ভীমসেন স্বতনে প্রস্থান কবিলে, দ্রোপদী পুংবাসীগণকে আহ্বান করিয়া, স্বকীয় অলঙ্কৃত গন্ধর্ব্ব পতিগণ কর্তৃক কীচকের কি ছন্দা হইয়াছে, তাহা প্রত্যক্ষ করিতে অনুরোধ করিলেন। ত্রুদ্ধ কীচক-বন্ধুগণ, সৈরিন্দ্রীকে কীচকের এইরূপ ভয়ানক মৃত্যুর কারণ বোধে, দ্রোপদীর উপর রুষ্ট হইল এবং তাঁহাকে দণ্ডিত করিবার অভিপ্রায়ে কীচকের সহিত বন্ধন করিয়া এক চিতায় দগ্ধ করিতে সঙ্কল্প করিল। কীচকের মৃতদেহের সহিত নিবদ্ধ দ্রোপদী, ঋশানাতিমুখে নীত হইবার সময় করুণস্বরে আর্তনাদ করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিলাপ-ধ্বনি ভীমসেনের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিলে, তিনি অন্যের অলঙ্কিতভাবে গৃহত্যাগ করিয়া ঋশানে উপস্থিত হইলেন এবং

বহুসংখ্যক কীচকাশ্মীয় বধ করিয়া দ্রোপদীর বন্ধন মোচন করিলেন। ভীম-সেনকে বল্লব স্থপকার বলিয়া কেহই চিনিতে পারিল না। সকলেই তাঁহাকে সৈরিক্দ্রীর অন্যতম গন্ধর্ষ পতি বলিয়া মনে করিল।

রাজা দুর্যোধন পূর্ব হইতেই পাণ্ডবগণের অমুসন্ধানার্থ অনেক চর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাহারা অনেক সন্ধান করিয়াও পাণ্ডবগণের কোনই সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারিল না। তাহারা হস্তিনাপুরে প্রত্যাগত হইয়া আপনা-দিগের নিষ্ফল চেষ্টার বিষয় কীৰ্ত্তন করিলে, দুর্যোধন ও তাঁহার বন্ধুগণ নিতান্ত বিষন্ন হইলেন। পাণ্ডবগণ অজ্ঞাতবাসের অবশিষ্ট অত্যন্নকাল অতিবাহিত করিয়াই যে, হস্তিনাপুরের দ্বারদেশে রণরঙ্গ প্রমত্ত হইয়া দণ্ডায়মান হইবেন, তৎপক্ষে কাহারও সন্দেহ ছিল না। সেই আগতপ্রায় বিপদের হস্ত হইতে উত্তীর্ণ হইবার বাসনায়, সন্নিহিত শত্রুরাজগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগের ধন-রত্নাদি হরণ করা শ্রেয়স্কর বলিয়া অনেকে মনে করিলেন। কীচকের মৃত্যু হওয়ায় বিরাটরাজকে বিজিত করা ও তদীয় গোধন হরণ করা সহজ-সাধ্য হইবে বলিয়া সকলকেই বিশ্বাস করিলেন এবং যথাসময়ে কোরব-বন্ধু ত্রিগর্ভপতি সূশর্মা, বিরাটরাজ্যে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য গোধন অপহরণের প্রয়াস করিলেন। বিরাটরাজের কর্ণে এই সংবাদ প্রবেশ করিলে, তিনি স্বকীয় সৈনিকগণকে শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিতে আদেশ করিলেন। এই সময়ে পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতবাসের বর্ষ পরিপূর্ণ হইল। তাঁহারা উপস্থিত যুদ্ধে সংলিপ্ত হইতে ইচ্ছুক ব্রিহদ্রা, মৎস্যরাজ তাঁহাদিগকে সমরসজ্জা প্রদান করিলেন। যুদ্ধে মৎস্যরাজ পরাজিত ও পাণ্ডব বদ্ধ হইয়াছেন দেখিয়া, যুধিষ্ঠিরের আদেশক্রমে ভীমসেন রাশিকৃত শত্রু সংহার করিয়া বিরাটরাজের স্বাধীনতা পুনরায়ত্ত করিয়া দিলেন। মৎস্যরাজ পাণ্ডবগণের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ তাঁহাদিগকে সালঙ্কতা কন্যা ও বিপুল ধনদান করিবার প্রতিজ্ঞা করিলেন।

পরদিন বিরাটরাজ ও তাঁহার সহায় স্বরূপ পাণ্ডবগণের অমুপস্থিতিরূপ বিহিত স্বযোগে দুর্যোধন ও তাঁহার পক্ষ বীরগণ বিরাটরাজের ষষ্টি-সহস্র গোধন অপহরণ করিয়া শলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই বিপদ সংবাদ রাজপুত্র উত্তরের কর্ণগোচর হইলে, সৈন্য ও সহায়বিহীন রাজকুমার, একজন উপযুক্ত সারথীর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। বৃহদ্রাক্ষপী অর্জুন সারথ্যভার গ্রহণ করিলেন। রাজকুমার উত্তর, অসম্মত স্পর্ধাসহকারে বৃহদ্রাক্ষ

চালিত রথে সমাক্রান্ত হইয়া যুদ্ধার্থে ধাবিত হইলেন। কিন্তু শত্রুগণকে দূর হইতে দর্শন করিয়াই ভয়ে ব্যাকুলিত হইয়া উঠিলেন এবং রথ হইতে অবতরণ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন। তখন বৃহন্নলা এই ভীত রাজপুত্রের কেশ ধারণ করিয়া বলিলেন, “আমিই সম্মুখস্থ বীরগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছি, তোমার ভয়ের কোন কারণ নাই।” বিরাটভবনে আগমনের পূর্বে যে নিভৃত স্থানে পাণ্ডবগণ অস্ত্র সংগোপন করিয়াছিলেন, তৎসন্নিহিত হইয়া অর্জুন অস্ত্র সমূহ সংগ্রহ করিলেন। সেই সমস্ত অস্ত্রাদি সন্দর্শনে রাজকুমার উত্তর নিতান্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন এবং যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ এখন কোথায় আছেন, জানিবার নিমিত্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন অর্জুন আপনাদিগের পরিচয় প্রদান করিলে, উত্তর সবিনয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। অনন্তর অর্জুন উত্তরকে অভয় প্রদান করিয়া শঙ্কস্বনি করিতে লাগিলেন। হৃষ্যোধনাদি প্রতিপক্ষগণ তাঁহার কার্য্য দর্শনে তাঁহাকেই অর্জুন বলিয়া অনুমান করিতে লাগিলেন এবং পাণ্ডবগণ অজ্ঞাতবাস কালের অবশেষ থাকিতেই আশ্রয়প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন; স্ততরাং তাঁহাদিগকে পুনর্বার ত্রয়োদশ বর্ষকাল বনবাসী হইতে হইবে মনে করিয়া উৎফুল্ল হইতে লাগিলেন। মহায়া ভীষ্ম বুঝাইয়া দিলেন যে, ত্রয়োদশ বর্ষাপেক্ষাও সাত দিন অধিক হইয়াছে, স্ততরাং তজ্জন্ম উল্লাস অনর্থক। ক্রমে যুদ্ধ করিতে করিতে অর্জুন কুরুবীরগণের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কর্ণ ও অর্জুনের বহুক্ষণব্যাপী যুদ্ধ হইতে লাগিল। ক্রমে অর্জুনের আঘাতে কৌরবগণ অবসন্ন হইয়া উঠিল। কর্ণাদি বীরগণ অর্জুনের নিকট পরাজিত হইয়া মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন। কৌরবপক্ষীয় বহুসৈন্য অর্জুনের অস্ত্রাঘাতে প্রাণ-শূন্য হইল। বীরপ্রবর ভীষ্ম নিশ্চেষ্ট-প্রায় হইয়া পড়িলেন; হৃষ্যোধন ক্লমিত ও ব্যথিত হইয়া পলায়মান হইলেন। সমরে একমাত্র অর্জুনের বাহুবলে বহুবীর সমন্বিত হৃষ্যোধনের পক্ষ পরাজিত হইল এবং বিজয়লক্ষ্মী মংস্য-রাজকুমারেরই আশ্রিত হইলেন। একটা বাণদ্বারা অর্জুন, হৃষ্যোধনের মুকুট ছিন্ন করিয়া দিলেন। অনন্তর অপহৃত গোধন সমূহ প্রত্যাহৃত হইল।

এদিকে বিরাটরাজ ও ত্রিগর্ভদিগকে পরাভূত করিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। দূতগণ রাজকুমার উত্তরের বিজয়বার্ত্তা তাঁহার গোচর করিল। বিরাটরাজ্যে প্রভূত উৎসব ও আনন্দের আয়োজন হইতে লাগিল। রাজকুমার সমরক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগত হইয়া বিরাটরাজসমীপে যুদ্ধজয়ের এক-

মাত্র কারণস্বরূপ বৃহন্নলার প্রকৃত পরিচয় প্রদান করিলেন। পাণ্ডুদিগের প্রকৃত পরিচয় অবগত হইয়া বিরাটরাজের আনন্দের সীমা থাকিল না। আনন্দের নিদর্শন স্বরূপে তিনি উত্তরানাম্য স্বকীয় কন্যাকে অর্জুনের হস্তে সম্প্রদান করিতে বাসনা করিলেন। অর্জুন বলিলেন, “আমি পিতার ন্যায় বিশ্বাসভাজন হইয়া রাজকন্যার শিক্ষকতা করিয়াছি, এ অবস্থায় তাঁহার পাণিগ্রহণ করা আমার পক্ষে বিধেয় নহে।” যদি উভয় বংশের মধ্যে কুটুম্বিতা স্থাপন আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে অভিমত্ব নামে আমার পুত্রকে কন্যাদান করিলে, মহারাজের মনোভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে।” বিবাহ স্থিরীকৃত হইলে, শ্রীকৃষ্ণাদির নিকট দূত প্রেরিত হইল। নানা দিগদেশীয় আয়ীয়াগণের সমাগমে বিরাট-ভবন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। বিহিত বিধানে অভিমত্ব ও উত্তরার উরাহক্রিয়া সমাপিত হইয়া গেল।

ভীমসেন উবাচ ।

ধিগন্ত মে বাহুবলং গাণ্ডীবং ক্ষান্তনস্যা চ ।
যন্তেরকৌ পুরা ভূত্বা পাণী কৃতকিণাবিমৌ ॥
সভায়ান্ত বিরাটস্য করোমি কদনং মহৎ ।
তত্র মে কারণং ভাতি কোন্তেষৌ যৎ প্রতীকতে ॥
অথ বা কীচকস্যাহং পোথয়ামি পদা শিরঃ ।
ঐশ্বর্যমদমন্তস্য ক্রীড়ন্তি মহাদ্বিপঃ ॥
অপশ্যন্তাঃ যদা কৃষ্ণে কীচকেন পদাহতাম্ ।
তদৈবাহং চিকীৰ্ষামি মৎস্যানাং কদনং মহৎ ॥
তত্র মাং ধর্মরাজস্ত কটাক্ষেণ ন্যবারয়ৎ ।
তদহন্তস্য বিজ্ঞায় স্থিত এবাম্মি ভামিনি ॥
যচ্চ রাষ্ট্রাৎ প্রচ্যবনং কুরুণামবধচ্চ যঃ ।
সুযোধনস্য কর্ণস্য শকুনেঃ সৌবলস্য চ ॥
ভূশাসনস্য পাপস্য যন্ময়া ন হৃতং শিরঃ ।
তন্মে দহতি গাত্রাণি হৃদি শল্যামিবার্পিতম্ ॥
মা ধর্মং জহি সুশ্রোণি ক্রোধং জহি মহামতে ।
ইদন্ত সমুপালন্তং ততো রাজা যুধিষ্ঠিরঃ ॥
শৃণুয়াদ্বাহপি কল্যাণি কুংস্রং জহ্যাং স জীবিতম্ ।
ধনঞ্জয়ো বা সুশ্রোণি যমৌ বা তনুমধ্যমে ॥
লোকাস্তরগতেষু নাহং শক্ষ্যামি জীবিতম্ ।
পুরা সূকন্যা ভার্য্যা চ ভার্গবং চ্যবনং বনে ॥
বল্লীকভূতং শাম্যাস্তমষপদ্যত ভামিনী ।
নারায়ণী চেন্দ্রসেনা রূপেণ যদি তে শ্রুতা ॥
পতিমঘচরবৃদ্ধং পুরা বর্ষসহস্রিণম্ ।
হুহিতা জনকস্যাপি বৈদেহী যদি তে শ্রুতা ॥
পতিমঘচরংসীতা মহারথ্যনিবাসিনম্ ।
রক্ষসা নিগ্রহং প্রাপ্য রামস্য মহিষী প্রিয়া ॥

କ୍ରିଷ୍ୟାମାନାଂସି ଅଶ୍ରୋଗୀ ରାମେବାଞ୍ଚନାତ ।
 ଲୋପାୟାମୁଦ୍ରା ତଥା ଭୀରୁ ବୟୋରୂପସମନ୍ୱିତା ॥
 ଅଗନ୍ତ୍ୟାୟମହାକ୍ରିଷ୍ଣା କାମାନ୍ ସର୍ବାନମାୟୁଷାନ୍ ।
 ହ୍ୟାମଂସେନସ୍ତତଃ ବୀରଂ ସତ୍ୟବନ୍ତମନିନ୍ଦିତା ॥
 ସାବିତ୍ରୀହୁତଚାଟୁରୈକା ସମଲୋକଂ ମନସ୍ୱିନୀ ।
 ସଂଶ୍ଳେଷାଃ କୀର୍ତ୍ତିତା ନାର୍ଯ୍ୟୋ ରୂପବତ୍ୟାଃ ପତିବ୍ରତାଃ ॥
 ତଥା ହମପି କଲ୍ୟାଣି ନୈର୍ଘ୍ନୟାଃ ସମୁଦିତା ଶୁଣ୍ଠିନୀଃ ।
 ମା ନୈର୍ଘ୍ନୟାଃ କ୍ଷମ କାଳସ୍ତଂ ମାମସମର୍ଥଂ ସନ୍ନିତମ୍ ।
 ପୂର୍ଣ୍ଣେ ଦ୍ରୋଣାଦେଶେ ବର୍ଷେ ରାଜ୍ଞାଃ ରାଜ୍ଞୀ ଭବିଷ୍ୟାସି ॥

ଦ୍ରୌପଦ୍ୟବାଚ ।

ଆତ୍ମନୈତନ୍ତ୍ରୀୟା ଭୀମ କୃତଂ ବାସ୍ପପ୍ରୟୋଚନମ୍ ।
 ଅପାରୟନ୍ତ୍ୟା ହଃସ୍ଥାନି ନ ରାଜାନମୁପାଳତେ ॥
 କିମୁକ୍ତେନ ବ୍ୟାଧୀତେନ ଭୀମେନ ମହାବଳ ।
 ପ୍ରତ୍ୟୁପସ୍ଥିତକାଳସ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାୟାନନ୍ତରୋ ଭବ ॥
 ମମେହ ଭୀମ କୈକେୟୀ ରୂପାଭିଭବଶଙ୍କୟା ।
 ନିତ୍ୟମୁଦ୍ବିଜ୍ଜତେ ରାଜା କଥଂ ନେୟାଦିମାମିତି ॥
 ତସ୍ୟା ବିଦିତ୍ୱା ତଂ ଭାବଂ ସ୍ୱୟଂ ଚାନ୍ୱତଦର୍ଶନଃ ।
 କୀଚକୋହସଂ ଅହଞ୍ଜିତ୍ୱା ସଦା ପ୍ରାର୍ଥୟତେ ହି ମାମ୍ ॥
 ତମହଂ କୁପିତା ଭୀମ ପୁନଃ କୋପଂ ନିୟମା ଚ ।
 ଅକ୍ରବଂ କାମସଂଯୁତମାୟାନଂ ରକ୍ଷ କୀଚକ ॥
 ଗନ୍ଧର୍ବୀଣାମହଂ ଭାର୍ଯ୍ୟା ପଞ୍ଚାନାଂ ମହିଷୀ ପ୍ରିୟା ।
 ତେ ହ୍ୟାଂ ନିହନ୍ତ୍ୟାଃ କୁପିତାଃ ଶୂରାଃ ସାହସକାରିଣଃ ॥
 ଏବମୁକ୍ତଃ ଅହଞ୍ଜିତ୍ୱା କୀଚକଃ ପ୍ରତ୍ୟୁବାଚ ହ ।
 ନାହଂ ବିଭେଷି ମୈରିକ୍ତି ଗନ୍ଧର୍ବୀଣାଂ ଗୁଚିନ୍ତିତେ ॥
 ଶତଂ ଶତସହସ୍ରାଣି ଗନ୍ଧର୍ବୀଣାମହଂ ରଞ୍ଜେ ।
 ସମାଗତଂ ହନିଷ୍ୟାମି ସ୍ୱସ୍ତୀକ କୁରୁ ମେ କ୍ଷମମ୍ ॥
 ଇତୁର୍କେ ଚାକ୍ରବଂ ମତ୍ରଂ କାମାତୁରମହଂ ପୁନଃ ।
 ନ ହସ୍ତପ୍ରତିବଳଟିଷ୍ଠ୍ୟାଂ ଗନ୍ଧର୍ବୀଣାଂ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟନାମ୍ ॥
 ଧର୍ମେ ସ୍ଥିତାହସ୍ମି ସତତଂ କୁଳଶୀଳସମନ୍ୱିତା ।
 ନେଷ୍ଟାମି କଞ୍ଚିଦ୍ଧ୍ୟାନ୍ତଃ ତେନ ଜୀବସି କୀଚକ ॥

ଏବମୁକ୍ତଃ ସ ଛଟ୍ଟାୟା ଗ୍ରାହସଂ ଅନବଦ୍ତନା ।
 ଅଥ ମାଂ ତଦ୍ର କୈକେୟୀ ପ୍ରେସ୍ବୟଂ ଶ୍ରୀୟେନ ତୁ ॥
 ତେନୈବ ଦେଶିତା ପୂର୍ବଂ ଭ୍ରାତୃପ୍ରିୟଚିକୀର୍ଷୟା ।
 ସୁରାମାନୟ କଲ୍ୟାଣି କୀଚକସ୍ୟ ନିବେଶନାଂ ॥
 ହୃତପୁତ୍ରସ୍ତ ମାଂ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ମହଂ ସାନ୍ତସ୍ତମବର୍ତ୍ତୟଂ ।
 ନାସ୍ତେ ପ୍ରିତିହତେ କ୍ରୁରଃ ପରାମର୍ଷଗନାହତବଂ ॥
 ବିଦିଷ୍ଠା ତସ୍ୟ ସହସ୍ରଂ କୀଚକସ୍ୟ ହରାୟନଃ ।
 ତଥାହଂ ରାଜଶରଣଂ ଉବେନୈବ ପ୍ରଧାବିତା ॥
 ସନ୍ଦର୍ଶନେ ତୁ ମାଂ ରାଜଃ ହୃତପୁତ୍ରଃ ପରାମୃଷଂ ।
 ପାତୟିଷ୍ଠା ତୁ ଛଟ୍ଟାୟା ପଦାହହସ୍ତେନ ତାଡ଼ିତା ॥
 ପ୍ରେକ୍ଷତେ ଅ ବିରାଟସ୍ତ କଳ୍ପସ୍ତ ବହବୋ ଜନାଃ ।
 ରଥିନଃ ପୀଠମର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ହସ୍ତ୍ୟାରୋହା ଂ ନୈଗମାଃ ॥
 ଉପାଳକୋ ମୟା ରାଜା କଳ୍ପଚାପି ପୁନଃ ପୁନଃ ।
 ତତୋ ନ ବାରିତୋ ରାଜା ନ ତସ୍ୟ ବିନୟଃ କୃତଃ ॥
 ଘୋରଂ ରାଜୋ ବିରାଟସ୍ୟ କୀଚକୋ ନାମ ମାରଥଃ ।
 ତାକ୍ତଧର୍ମ୍ମୋ ନୂଶଂସନ୍ତ ନରଜ୍ଞୀସମ୍ମତଃ ପ୍ରିୟଃ ॥
 ଶୂରୋହିଭିମାନୀ ପାପାୟା ସର୍ବାର୍ଥେଷୁ ଚ ସୁଖବାନ୍ ।
 ଦାରାମର୍ଷୀ ମହାଭାଗ ଲଭତେହର୍ଥାନ୍ ବହୁନପି ॥
 ଆହରେଦପି ବିଦ୍ଧାନି ପରେଷାଂ କ୍ରୋଶତାମପି ।
 ନ ତିଷ୍ଠତି ଅ ସନ୍ମାର୍ଗେ ନଚ ଧର୍ମେ ବୁଝୁବତି ॥
 ପାପାୟା ପାପଭାବଂ କାମବାଗବଶାନ୍ତୁଗଃ ।
 ଅବିନୀତଂ ଛଟ୍ଟାୟା ପ୍ରତ୍ୟାଧ୍ୟାତଃ ପୁନଃ ପୁନଃ ॥
 ଦର୍ଶନେ ଦର୍ଶନେ ହନାଦ୍ୟାଦି ଜହ୍ୟାନ୍ତ ଜୀବିତମ୍ ।
 ତନ୍ନର୍ମେ ଷତମାନାନାଂ ମହାନ୍ ଧର୍ମୋ ନିଶିଷାତି ॥
 ସମସ୍ତଂ ରକ୍ଷାମାଣାନାଂ ଭାର୍ଯ୍ୟା ବୋ ନ ଭବିଷ୍ୟାତି ।
 ଭାର୍ଯ୍ୟାୟାଂ ରକ୍ଷାମାଣାୟାଂ ପ୍ରଜା ଭବତି ରକ୍ଷିତା ॥
 ପ୍ରଜାୟାଂ ରକ୍ଷାମାଣାୟାୟା ଭବତି ରକ୍ଷିତଃ ।
 ଆୟା ହି ଜାୟତେ ତସ୍ୟାଂ ତେନ ଜାୟାଂ ବିହର୍ଷୁଧାଃ ॥
 ଭର୍ତ୍ତା ତୁ ଭାର୍ଯ୍ୟା ରକ୍ଷାଃ କଥଞ୍ଜାୟାମ୍ନମୋଦରେ ।
 ବଦତାଂ ବର୍ଣ୍ଣଧର୍ମାଂଶ୍ଚ ବ୍ରାହ୍ମଣାନାମିତି ଶ୍ରୁତଂ ॥

କ୍ଷତ୍ରିୟସ୍ୟ ସଦା ଧର୍ମୋ ନାନାଃ ଶତ୍ରୁନିବର୍ହଣାଂ ।
 ପଶ୍ୟାତୋ ଧର୍ମରାଜସ୍ୟ କୀଚକୋ ମାମ୍ପଦାହବଧୀଂ ॥
 ତବ ଚୈବ ସମକ୍ଷଂ ବୈ ଭୀମସେନ ମହାବଳ ।
 ଦ୍ଵୟା ହାହଂ ପରିବ୍ରାତା ତନ୍ମାଦେବାରାଜ୍ଞଟାମ୍ଭରାଂ ॥
 ଜୟଦ୍ରଥସ୍ତଥୈବ ତୁମଜୈଶ୍ଵୀର୍ଦ୍ରାତୁଭିଃ ସହ ।
 ଜହୀମମପି ପାପିର୍ଠଂ ଯୋହୟଂ ମାମବମନ୍ୟାତେ ॥
 କୀଚକୋ ରାଜବାମ୍ନଭାଞ୍ଛୋକକୁଲ୍ଲମ୍ଭ ଭାରତ ।
 ତମେବଂ କାମସଂମନ୍ତଂ ଭିକ୍ତି କୁଞ୍ଜମିବାଞ୍ଛନ୍ତି ॥
 ଯୋ ନିମିତ୍ତମନର୍ଥାନାଂ ବହୁନାଂ ମମ ଭାରତ ।
 ତଞ୍ଜେଞ୍ଜୀବନ୍ତମାଦିତ୍ୟାଃ ପ୍ରାତରଭ୍ୟାସୟିଷ୍ୟାତି ॥
 ବିଷମାଲୋଭ୍ୟା ପାସ୍ୟାମି ମା କୀଚକବଶନ୍ତମମ୍ ।
 ଶ୍ରେୟୋ ହି ମରଣଂ ମହାନ୍ତୀମସେନ ତବାଗ୍ରତଃ ॥

ବୈଶମ୍ପାୟନ ଉବାଚ ।

ଇତ୍ରାକ୍ତୁଃ । ପ୍ରାରୁଦଂ କୃଷ୍ଣା ଭୀମସୋରଃସମାଶ୍ରିତା ।
 ଭୀମଃ ତାମ୍ପରିବ୍ରଜା ମହଂସାସ୍ତଂ ପ୍ରୟୁଜ୍ୟ ଚ ॥
 ଅସ୍ଥାସୟିତ୍ବା ବହ୍ନଶୋ ଭୃଶମାର୍ତ୍ତାଂ ସୁମଧ୍ୟାମାମ୍ ।
 ହେତୁତତ୍ତ୍ଵାର୍ଥସଂଯୁକ୍ତୈର୍ଭରତୋଭିଦ୍ରୁପଦାସ୍ତ୍ରଜାମ୍ ॥
 ପ୍ରୟୁଜ୍ୟା ବଦନଂ ତସ୍ୟାଃ ପାପିନୀହିଂସମାକୁଳମ୍ ।
 କୀଚକଂ ମନସାହଗଚ୍ଛଂ ହୃଦ୍ଗମି ପରସଂଲିହନ୍ ।
 ଉବାଚ ଚୈନାଂ ଦୁଃଖାର୍ତ୍ତାଂ ଭୀମଃ କ୍ରୋଧସମନ୍ବିତଃ ॥

ଇତି ଶ୍ରୀମହାଭାରତେ ବିରାଟପର୍ବଣି କୀଚକବଧପର୍ବଣି ଦ୍ରୋପଦୀସାହସ୍ତନେ ଏକାଦି-
 ଶୋହଧ୍ୟାୟଃ ।

ଭୀମସେନ ଉବାଚ ।

ତଥା ଭଦ୍ରେ କରିଷ୍ୟାମି ଯଥା ଦ୍ରୁପଦୋ ଭାଷସେ ।
 ଅଦ୍ୟାତଂ ହୃଦୟିଷ୍ୟାମି କୀଚକଂ ସହବାହୁବମ୍ ॥
 ଅସ୍ୟାଃ ପ୍ରାଦୋଷେ ସର୍ବର୍ଗ୍ୟାଃ କୁରୁଷାନ୍ନେନ ସମ୍ପତମ୍ ।
 ଦୁଃଖଂ ଶୋକଞ୍ଚ ନିର୍ଦ୍ଧୂୟ ଯାଞ୍ଜସେନି ଗୁଚିନ୍ସିତେ ॥
 ଯେଷା ନର୍ତ୍ତନଶାଳେହ ମଂସ୍ୟରାଜେନ କାରିତା ।
 ଦିବାହତ୍ର କନ୍ୟା ନୃତ୍ୟାନ୍ତି ରାତ୍ରୋ ଯାନ୍ତି ଯଥାଗୃହମ୍ ॥

তত্রাস্তি শয়নং দিব্যং দৃঢ়াঙ্গং সুপ্রতিষ্ঠিতম্ ।
 তত্রাস্য দর্শয়িষ্যামি পূৰ্ব্বপ্ৰেতাম্পিতামহান্ ॥
 যথা চ ত্বাং ন পশ্যেযুঃ কুরুর্নাগাং তেন সংবিতম্ ।
 কুর্য্যাস্তথা ত্বং কল্যাণি যথা সন্নিহিতো ভবেৎ ॥

বিশ্বম্পায়ন উবাচ ।

তথা তৌ কথয়িত্বা তু বাস্পমুৎসৃজ্য হুঃখিতৌ ।
 রাজ্রিশেষং তমতুয়াং ধারয়ামাসতুর্হৃদি ॥
 তস্য্যং রাজ্রাং ব্যতীতায়্যং প্রাতরুথায় কীচকঃ ।
 গঙ্গা রাজকুলায়ৈব দ্রৌপদীমিদমব্রবীৎ ॥
 সভায়্যং পশ্যতো রাজ্ঞঃ পাতয়িত্বা পদাহনম্ ।
 নচৈবালভসে ত্রাণমভিপন্ন্য বলীয়সা ॥
 প্রবাদেনেহ মৎস্যানাং রাজা নারায়ণমুচ্যতে ।
 অহমেব হি মৎস্যানাং রাজা বৈ বাহিনীপতিঃ ॥
 মাং সূতং প্রতিপদ্যস্ব দাসো ভীৰু ভবামি তে ।
 অহ্মায় তব সূশ্রোণি শতং নিকুং দদামাহম্ ॥
 দাসীশতঞ্চ তে দদ্য্যং দাসানামপি চাপরম্ ।
 রথং চান্বতরীযুক্তমস্ত নৌ ভীৰু সঙ্গমঃ ॥

দ্রৌপদ্যুবাচ ।

এবং মে সময়ং ত্বদ্য প্রতিপদ্যস্ব কীচক ।
 ন ত্বাং সখা বা ভ্রাতা বা জানীয়াৎসঙ্গতং ময়া ॥
 অহু প্রবাদাভীতাহস্মি গুরুর্নাগাং বশস্বিনাম্ ।
 এবং মে প্রতিজানীহি ততোহহং বশগা তব ॥

কীচক উবাচ ।

এবমেতৎ করিষ্যামি যথা সূশ্রোণি ভাবসে ।
 একো ভদ্রে গমিষ্যামি শূন্তমাবসৎ তব ॥
 সমাগমার্থং রম্ভোৰু ত্বয়া মদনমোহিতঃ ।
 যথা ত্বাং নৈব পশ্যেযুর্গুরুর্নাগাঃ সূৰ্য্যবর্জসঃ ॥

দ্রৌপদ্যুবাচ ।

যদেতন্নর্তনাগারং মৎস্তরাজেন কারিতম্ ।
 দিবাহত্র কন্যা নৃত্যন্তি রাজৌ যান্তি যথাগৃহম্ ॥

ତମିଷ୍ରେ ତତ୍ର ଗଚ୍ଛେଥା ଗଚ୍ଛର୍କ୍ଷାନ୍ତର ଜାନତେ ।

ତତ୍ର ଦୋଷଃ ପରିହତୋ ଭବିଷ୍ୟତି ନ ସଂଶୟଃ ॥

ବୈଶମ୍ପାୟନ ଉବାଚ ।

ତମର୍ଥମଭିଜ୍ଞସ୍ତସ୍ୟାଃ କୃଷାୟାଃ କୀଚକେନ ହ ।

ଦିବସାର୍ଦ୍ଧଂ ସମଭବନ୍ନାସେନୈବ ସମଂ ନୃପ ॥

ତତଃ ସା ଭୀମସେନସ୍ୟା ତମର୍ଥଂ ଶ୍ରୀତ୍ୟାବେଦୟଂ ।

କୀଚକୋହଂ ଗୃହଂ ଗତ୍ବା ଭୂଷଂ ହର୍ଷପରିମ୍ଳୁତଃ ॥

ସୈରିକ୍ତ୍ରୀରୁପିଣଂ ମୃତୋ ମୃତ୍ୟୁଂ ତନ୍ନାବବୁଦ୍ଧବାନ୍ ।

ଗଚ୍ଛାଭରଣମାଳୋଷୁ ବ୍ୟାସକ୍ତଃ ସବିଶେଷତଃ ॥

ଅଳକ୍ଷକ୍ରେ ତଦାନ୍ୟାନଂ ସନ୍ତରଂ କାମମୋହିତଃ ।

ତସ୍ୟ ତଂ କୁର୍ଷତଃ କର୍ମ କାଳୋ ଦୀର୍ଘ ଈବାଭବଂ ॥

ଅହୁଚିନ୍ତୟତଚାପି ତାମେବାୟତଲୋଚନାମ୍ ।

ଆସାଦଭାଧିକା ଚାପି ଶ୍ରୀଃ ଶ୍ରିୟଂ ପ୍ରାମୁକ୍ଷତଃ ॥

ନିର୍କ୍ଷାଣକାଳେ ଦୀପସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତୀମିବ ଦିଧକ୍ଷତଃ ।

କୃତସମ୍ପ୍ରାପ୍ତାୟସ୍ତସ୍ୟାଃ କୀଚକଃ କାମମୋହିତଃ ॥

ନାଜ୍ଞାନାଦିବସଂ ସାନ୍ତଂ ଚିନ୍ତୟାନଃ ସମାଗମମ୍ ।

ତତସ୍ତ୍ବ ଘ୍ରୋପଦୀ ଗତ୍ବା ତଦା ଭୀମଂ ମହାନସେ ॥

ଉପାତିଷ୍ଠତ କଲ୍ୟାଣୀ କୋରବ୍ୟଂ ପତିମସ୍ତିକମ୍ ।

ତସ୍ମିନ୍ନାଚ ଅକ୍ଷେଷାନ୍ତା କୀଚକସ୍ୟା ମୟା କୃତଃ ॥

ସନ୍ଧ୍ୟାମୋ ନର୍ତ୍ତନାଗାରେ ସ୍ବାହାବୋଚଃ ପରସ୍ତପ ।

ଶୂନ୍ୟଂ ସ ନର୍ତ୍ତନାଗାରମାଗମିଷ୍ୟାତି କୀଚକଃ ॥

ଏକୋ ନିଶି ମହାବାହୋ କୀଚକଂ ତଂ ନିନ୍ଦୟ ।

ତଂ ସୂତପୁତ୍ରଂ କୋନ୍ତେୟ କୀଚକଂ ମଦଦର୍ପିତମ୍ ॥

ଗତ୍ବା ତ୍ବଂ ନର୍ତ୍ତନାଗାରଂ ନିର୍ଜ୍ଞୀବଂ କୁରୁ ପାଞ୍ଚବ ।

ଦର୍ପାକ୍ତ ସୂତପୁତ୍ରୋହସୋ ଗଚ୍ଛର୍କ୍ଷାନବମଗ୍ରାତେ ॥

ତଂ ତ୍ବଂ ପ୍ରହରତାଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହ୍ରଦାଗାମିବୋଦ୍ଧର ।

ଅଶ୍ରୁତଃସାଧିଭୂତାୟା ମମ ମାର୍ଜ୍ଜିତ୍ସ ଭାରତ ।

ଆତ୍ମନୈଶ୍ଚବ ଭଦ୍ରସ୍ତେ କୁରୁ ମାନଂ କୁଳସ୍ୟା ଚ ॥

ଭୀମସେନ ଉବାଚ । ଏବଂ କରୋମ୍ୟହଂ ଭଦ୍ରେ ସ୍ବାହା ତ୍ବଂ ଭୀରୁ ଭାଷସେ ।

ସ୍ବାଗତଂ ତେ ସରାରୋହେ ସନ୍ଧ୍ୟାଂ ସେଦୟସେ ଶ୍ରିରାମଂ ॥

ନ ହ୍ୟାଂ କଞ୍ଚିନିଛାମି ସହାରଂ ବରବର୍ଣ୍ଣିନି ।
 ଯା ମେ ପ୍ରୀତିସ୍ବରାଧ୍ୟାତା କୀଚକସ୍ୟ ସମାଗମେ ॥
 ହସ୍ତା ହିଡ଼ିସ୍ବଂ ସା ପ୍ରୀତିର୍ନିମାସୀଽବରବର୍ଣ୍ଣିନି ।
 ସତ୍ୟଂ ଶ୍ରୀତୁଂ ଧର୍ମଞ୍ଚ ପୁରସ୍କୃତ୍ୟ ଶ୍ରବୀମି ତେ ॥
 କୀଚକଂ ନିହିନିସ୍ୟାମି ବ୍ରହ୍ମଂ ଦେବପତିର୍ଯାଧା ।
 ତଂ ଗହ୍ବରେ ଅକାଶେ ବା ପୋଥସ୍ବିସ୍ୟାମି କୀଚକଂ ॥
 ଅଥ ଚେନପି ଯୋଂସ୍ୟାସ୍ତି ହିଂସ୍ୟୋ ମଂଞ୍ଜାନପି ଶ୍ରବମ୍ ।
 ତତୋ ହର୍ଷୋଧନଂ ହତ୍ବା ପ୍ରତିପଂସ୍ୟୋ ବହୁଞ୍ଜରାମ୍ ।
 କାମଂ ମଂସ୍ୟାମୁପାସ୍ତାଂ ହି କୁଞ୍ଚିପୁଞ୍ଜୋ ସ୍ବୃଷ୍ଟିରଃ ॥
 ଶ୍ରୋପହ୍ବାବାଚ । ଯଥା ନ ସଂତାଞ୍ଜେଥାସ୍ତଂ ସତ୍ୟଂ ବୈ ମଂକୃତେ ବିଞ୍ଚୋ ।
 ନିଗୁଚ୍ଚସ୍ବଂ ତଥା ପାର୍ଥ କୀଚକଂ ତଂ ନିହନ୍ୟ ॥
 ଶୈବସେନ ଉବାଚ ।

ଏବମେତଂ କରିଷ୍ୟାମି ଯଥା ହଂ ଭୀରୁ ଭାଷସେ ।
 ଅନ୍ୟା ତଂ ହୃଦୟିଷ୍ୟାମି କୀଚକଂ ସହ ବାହୁଦୈଃ ॥
 ଅନୁଶ୍ୟାମାନଂ ସାନ୍ଦ୍ୟାଦ୍ୟାଂ ତମସ୍ବିଶ୍ରାମନିନ୍ଦିତେ ।
 ନାଗୋ ବିବରିବାକ୍ରନ୍ତ୍ୟା ପୋଥସ୍ବିସ୍ୟାମାହଂ ଶିରଃ ।
 ଅଗତ୍ୟାମିଛୁତସ୍ତସ୍ୟ କୀଚକସ୍ୟ ହ୍ରାସ୍ବନଃ ॥
 ବୈଶମ୍ପାୟନ ଉବାଚ ।

ଭୀମୋହଂ ପ୍ରଥମଂ ଗହ୍ବା ରାତ୍ରୋ ଛନ୍ନ ଉପାବିଶଂ ।
 ଯୁଗଂ ହରିରିବାନୁଶ୍ୟଃ ପ୍ରତ୍ୟାକାଞ୍ଚିତ କୀଚକଂ ॥
 କୀଚକଂ ଚାପ୍ୟାଳକୃତ୍ୟା ଯଥାକାମମୁପାଗମଂ ।
 ତାଂ ବେଳାଂ ନର୍ଜନାଗାରଂ ପାଞ୍ଚାଳୀନିମ୍ନମାଶୟା ॥
 ମନାମାନଃ ସଂକ୍ଳେତମାଗାରଂ ପ୍ରବିଶନ୍ତତଃ ।
 ପ୍ରବିଶ୍ୟ ଚ ସଂତପ୍ତଂ ତମସା ସଂବୃତଂ ମହଂ ॥
 ପୂର୍ବ୍ବାଗତଂ ଗତସ୍ତତ୍ର ଭୀମପ୍ରତିମୋଞ୍ଜସମ୍ ।
 ଏକାନ୍ତାବସ୍ଥିତଂ ଚୈନମାସାନ୍ଦ ସୁହର୍ଷଂ ॥
 ଶୟାନଂ ଶୟନେ ତତ୍ର ସ୍ବତପ୍ତଃ ପରାମୁଷଂ ।
 ଭୀଷ୍ମାୟାନଂ କୋପେନ କୁଞ୍ଚାଧର୍ଷଣେଜନ ହ ॥
 ଉପସନ୍ନସ୍ୟ ଚୈବେନଂ କୀଚକଃ କାମମୋହିତଃ ।
 ହର୍ଷୋନ୍ମଥିତଚିତ୍ତାନ୍ତାନ୍ନାନ୍ୟମାନୋହତାଭାବତ ॥

প্রাপিতস্তে ময়া বিত্তং বহুরূপমনন্তকম্ ।
 স্বংকৃতে ধনরত্নাঢ্যং দাসীশতপরিচ্ছদম্ ॥
 রূপলাবণ্যযুক্তাভিষুবতীভিরলঙ্কৃতম্ ।
 গৃহং চাস্তঃপুরং সূত্র ক্রীড়ারতিবিরাজিতম্ ॥
 তৎসর্বং ত্বাং সমুদ্दिশ্য সহসাহসমুপাগতঃ ।
 অকস্মাৎ মাং প্রশংসন্তি সদা গৃহগতাঃ স্ত্রিয়ঃ ।
 সুবাসা দর্শনীয়শ্চ নান্যন্যোহস্তি ত্বাদৃশঃ পুমান্ ॥

ভীমসেন উবাচ ।

দিষ্টা ত্বং দর্শনীয়োহথ দিষ্টাশ্চানং প্রশংসসি ।
 দ্ৰুতশস্ত্র ত্বয়া স্পর্শঃ স্পৃষ্টপূর্ব্বো ন কর্হিচিং ॥
 স্পর্শং বেৎসি বিদগ্ধস্তং কামধর্মবিচক্ষণঃ ।
 জ্ঞীণাং প্রীতিকরো নানাস্বংসমঃ পুরুষস্বিহ ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ । ইত্যুক্তা তং মহাবাহুর্ভীমো ভীমপরাক্রমঃ ।

সহসোৎপত্য কোস্তেয়ঃ প্রহসোদমুবাচ হ ॥
 অদ্য ত্বাং ভগিনী পাপং কৃষ্যমাণং ময়া ভুবি ।
 দ্রক্ষ্যতেহজ্রিপ্রতীকাশং সিংহেনেব মহাগজম্ ॥
 নিরাবাধা ত্বয়ি হতে সৈরিন্দ্রী বিচরিয়তি ।
 স্তম্ভমেব চরিয়ন্তি সৈরিন্দ্র্যাঃ পতয়ঃ সদা ॥
 ততো জগ্রাহ কেশেষু মালাবৎসু মহাবলঃ ।
 স কেশেষু পরামৃষ্টো বলেন বলিনাস্থরঃ ॥
 অগ্নিপ্য কেশান্বেগেন বাহুবর্জগ্রাহ পাণ্ডবম্ ।
 বাহুবুদ্ধং তয়োরাঙ্গীংকুরুয়োঁর্নরসিংহয়োঃ ॥
 বসন্তে বাসিতাহেতোর্বলবদগজরোরিব ।
 কীচকানাস্ত মুখ্যস্য নরাণামুত্তমস্য চ ॥
 বালিস্তগ্রীবয়োর্দ্রাত্রোঃ পুরেব কপিসিংহয়োঃ ।
 অন্যান্যোহন্যমভিসংরকৌ পরস্পরজয়ৈষিণৌ ॥
 ততঃ সমুদ্যম্য ভূজৌ পঞ্চশীর্ষাবিবোরগৌ ।
 নথদংষ্ট্রাভিরন্যোহন্যং স্নতঃ ক্রোধবিষোদ্ধতো ॥
 বেগেনাভিহতো ভীমঃ কীচকেন বলীয়সা ।
 স্থিরপ্রতিজ্ঞঃ স রণে পদান চলিতঃ পদম্ ॥

ତାବନ୍ୟୋହନାଂ ସମାମ୍ଲିଷ୍ୟା ଶ୍ରବଣଶ୍ଚୈ ପରସ୍ପରମ୍ ।
 ଉତାବପି ପ୍ରକାଶେତେ ପ୍ରସୂକୌ ବୃଷଭାବିବ ॥
 ତୟୋର୍ହାସୀଂ ସ୍ତୁତୁମ୍ଭଲଂ ସମ୍ପ୍ରହାରଃ ସୁଦାରୁଣଃ ।
 ନନ୍ଦନ୍ତାୟୁଧବତୋର୍ବାସ୍ୟୋରିବଦ୍ଦୁଷ୍ଟୟୋଃ ॥
 ଅଭିପତ୍ୟାଥ ବାହତ୍ୟାଂ ପ୍ରତ୍ୟାଗ୍ରହାଦମର୍ଷିତଃ ।
 ମାତଙ୍ଗ ଇବ ମାତଙ୍ଗଂ ପ୍ରଭିଲ୍ଲକଟାମୁଖମ୍ ॥
 ସ ଚାପ୍ୟୋନଂ ତଦା ଭୀମଃ ପ୍ରତିଜଗ୍ରାହ ବୀର୍ଯ୍ୟବାନ୍ ।
 ତମାକ୍ଷିପଂ କୀଚକୋହଥ ବଲେନ ବଳିନାଂ ବରଃ ॥
 ତୟୋର୍ଭୂର୍ଭୁବିନିମ୍ପେଷାହୁତୟୋର୍କ୍ଷଲିନୋତ୍ତଦା ।
 ଶବ୍ଦଃ ସମଭବକ୍ଷୋରୋ ବେଶୁକ୍ଷୋଟସମୋ ଯୁଧି ॥
 ଅଥୈନମାକ୍ଷିପ୍ୟ ବଳାଦଗୃହମଧ୍ୟୋରୁକୋଦରଃ ।
 ଧ୍ବନୟାମାସ ବେଗେନ ବାୟୁଂ ଚ ଇବ କ୍ରମମ୍ ॥
 ଭୀମେନ ଚ ପରାୟୁଷ୍ଠୋ ହର୍ଷିତୋ ବଳିନା ରଣେ ।
 ବାସ୍ପନ୍ଦତ ଯଥାପ୍ରାଣଂ ବିଚକର୍ଷ ଚ ପାଂସବମ୍ ॥
 ନୈବଦାକ୍ଷିପ୍ୟ ଚାପି କ୍ରୋଧାଂ କ୍ରତପଦଂ ସ୍ଥିତମ୍ ।
 କୀଚକୋ ବଳବାନ୍ ଭୀମଂ ଜାହୁତ୍ୟାମାକ୍ଷିପଦ୍ଭୂବି ॥
 ପାତିତୋ ଭୂବି ଭୀମସ୍ତ କୀଚକେନ ବଳୀୟସା ।
 ଉତ୍ପପାତାଥ ବେଗେନ ଦଂଶନାଦିରିବାସ୍ତବଃ ॥
 ସ୍ପନ୍ଦୟା ଚ ବଲୋଲ୍ଲଭତୋ ତାବୁଭୋ ହୃତପାଂସବୋ ।
 ନିଶୀଥେ ପର୍ଯ୍ୟାକର୍ଷେତାଂ ବଳିନୋ ନିର୍ଜନେ ସ୍ଥଳେ ॥
 ତତସ୍ତଦ୍ବନଶ୍ଚେଷ୍ଠଂ ପ୍ରାକମ୍ପତ ମୁହୁର୍ଭୁଃ ।
 ବଳବତ୍ତାପି ସଂକ୍ରୁଦ୍ଧାବନ୍ୟୋହନାଂ ପ୍ରୀତି ଗର୍ଜ୍ଜିତାମ୍ ॥
 ତତାତ୍ୟାଂ ସ ତୁ ଭୀମେନ ବକ୍ଷସାଭିହତୋ ବଳୀ ।
 କୀଚକୋ ରୋଷସନ୍ତପ୍ତଃ ପଦାନ୍ ଚଳିତଃ ପଦମ୍ ॥
 ମୁହୂର୍ତ୍ତଂ ତୁ ସ ତଂ ବେଗଂ ସହିତ୍ବା ଭୂବି ହଃସହମ୍ ।
 ବଳାଦହୀୟତ ତଦା ହୃତୋ ଭୀମବଳାଦିତଃ ॥
 ତଂ ହୀୟମାନଂ ବିଜ୍ଞାୟ ଭୀମସେନୋ ମହାବଳଃ ।
 ବକ୍ଷସ୍ୟାନୀୟ ବେଗେନ ମମତ୍ତେନଂ ବିଚେତସମ୍ ॥
 କ୍ରୋଧାବିଷ୍ଠୋ ବିନିଃସ୍ପନ୍ଦା ପୁନଃଶ୍ଚେନଂ ରୁକୋଦରଃ ।
 ଶ୍ରୀଗ୍ରାହ ଜୟତାଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠଃ କେଶୋଽବ ତଦା ହୁଶମ୍ ॥

গৃহীত্বা কীচকং ভীমো বিক্ৰবাহ মহাবলঃ ।
 শাদূলঃ পিশিতাকাজ্জী গৃহীত্বৈব মহাযুগম্ ॥
 ততঃ এনং পরিশ্রান্তমুপলভ্য বৃকোদরঃ ।
 যোজয়ামাস বাহুভ্যাং পশুং রসনয়া যথা ॥
 নদন্তুঞ্চ মহানাদং ভিন্নভেরীসমশ্বনম্ ।
 ভ্রাময়ামাস সূচিরং বিষ্কুরন্তমচেতসম্ ॥
 প্রগৃহ্য তরসা দোৰ্ভ্যাং কণ্ঠং তস্য বৃকোদরঃ ।
 অপীড়য়ত কৃষ্ণায়ান্তদা কোপোপশান্তয়ে ॥
 অথ তন্তুগসর্ক্সাঙ্গং ব্যাবিদ্ধনয়নাদধরম্ ।
 আক্রম্য চ কটীদেশে জাহ্নুনা কীচকাদধমম্ ॥
 অপীড়য়ত বাহুভ্যাং পশুমারমমারায়ং ।
 তং বিধীদন্তমাজ্জায় কীচকং পাণ্ডুনন্দনঃ ॥
 ভূতলে ভ্রাময়ামাস বাক্যং চেদমুদাচ হ ।
 অদ্যাহমনৃণো ভূত্বা ভ্রাতৃত্বার্থ্যাপহারিণম্ ।
 শান্তিং লক্কাহস্মি পরমা হত্বা সৈরিক্দি কণ্টকম্ ॥
 ইত্যেবমুক্ত্বা পুরুষপ্রবীরন্তং কীচকং ক্রোধসরাগনেত্রঃ ।
 আশ্রন্তবজ্রভরণং ক্ষুরন্তুদ্রাহুনেত্রং ব্যাস্রমুংসসর্জ্জ ॥
 নিষ্পিবি পাণিনা পাণিং সন্দষ্টৌষ্ঠপুটং বলী ।
 সমাক্রম্য চ সংকুদ্ধো বলেন বগিনাং বরঃ ॥
 তস্য পাদৌ চ পাণী চ শিরো গ্ৰীবাঞ্চ সর্ক্সশঃ ।
 কায়ে প্রবেশয়ামাস পশোরিব পিনাকধ্বক্ ॥
 তং সংমথিতসর্ক্সাঙ্গং মাংসপিণ্ডোপমং ক্লেশম্ ।
 কৃষ্ণায় দর্শয়ামাস ভীমসেনো মহাবলঃ ॥
 উবাচ চ মহাতেজা দ্রোপদীং যোষিতাং বরাম্ ।
 পঠৈশানমেহি পাঞ্চালি কামুকোহয়ং যথাকৃতঃ ॥
 এবমুক্ত্বা মহারাজ ভীমো ভীমপরাক্রমঃ ।
 পাদেন পীড়য়ামাস তস্য কায়ং ছুরাস্থনঃ ॥
 ততোহগ্নিং তত্র প্রজ্জ্বল্য দর্শয়িত্বা তু কীচকম্ ।
 পাঞ্চালীং স তদা বীর ইদং বচনমব্রবীৎ ॥
 প্রার্থয়ন্তি স্নকেশান্তে যে দ্বাং শীলগুণান্বিতাম্ ।
 এবস্তে ভীকৃ বধ্যস্তে কীচকঃ শোভতে যথা ॥

তং কৃতা হৃকরং কৰ্ম কৃষ্ণায়াঃ প্রিয়মুত্তমম্ ।
 তথা স কীচকং হত্বা গত্ত্বা রোবস্য বৈ শমম্ ॥
 আমন্ত্য দ্রোপদীং কৃষ্ণাং ক্ষিপ্রমায়ান্নহানসম্ ।
 কীচকং ষাতিয়িত্বা তু দ্রোপদী যোষিতাং বরা ॥
 প্রকৃষ্টা গতসন্তাপা সভাপালাম্ববাচ হ ।
 কীচকোহয়ং হতঃ শেতে গন্ধর্বেঃ পতিভিক্ষম ॥
 পরস্ত্রীকামসংমত্তস্তত্রাগচ্ছত পশ্যত ।
 তচ্ছ ত্বা ভাষিতং তস্যা নর্তনাগাররক্ষিণঃ ॥
 সহসৈব সমাজগ্মু রাদাগোক্তাঃ সহস্রশঃ ।
 ততো গত্ত্বাহথ তদেত্ম কীচকং বিনিপাতিতম্ ॥
 গতাস্থং দদৃশুভূমৌ রুধিরেণ সমুক্ষিতম্ ।
 পাণিপাদবিহীনস্ত দৃষ্ট্বা চ ব্যথিতাহতবন্ ॥
 নিরীক্ষন্তি ততঃ সর্বে পরং বিস্ময়মাগতাঃ ।
 অমানুষকৃতং কৰ্ম তং দৃষ্ট্বা বিনিপাতিতম্ ॥
 কাস্য গ্রীবা ক চরণৌ ক পাণী ক শিরস্তথা ।
 ইতি স্ম তং পরীক্ষন্তে গন্ধর্বেণ হতং তদা ॥

শ্রীমহাভারতে বিরাটপর্কণি কীচকবধপর্কণি কীচকবধে ষাতিংশোহধ্যায়ঃ ।

সমারোহ-সহকাৰে অভিমত্যা ও উত্তৰাৰ উৱাহক্ৰিয়া সম্পন্ন হওৱাৰ পৰা
দিবস, পাণ্ডবগণ, শ্ৰীকৃষ্ণ, বলৰাম, দ্ৰুপদৰাজ ও বিৰাটৰাজ ভ্ৰতী আত্মীয়-
গণেৰে সহিত সন্মিলিত হইয়া, অতঃপৰ আপনাদিগেৰে কৰ্ত্তব্য অবধাৰণ কৰিয়ে
প্ৰবৃত্ত হইলেন। শ্ৰীকৃষ্ণ-প্ৰমুখ পাণ্ডব-সুহৃদগণেৰে পৰামৰ্শ ক্ৰমে প্ৰবীৰত্ব
হইল যে, ধৃতৰাষ্ট্ৰেৰে সমীপে অৰ্দ্ধৰাজ্য প্ৰাৰ্থনা কৰিয়া, একজন সুনিপুণ দূত
প্ৰেৰণ কৰা বিধেয়। যদি দূতৰ বাক্য উপেক্ষা কৰিয়া কোৱবগণ অৰ্দ্ধৰাজ্য
প্ৰদান-বিষয়ে পশ্চাৎপদ হন, তাহা হইলে অগত্যা সমৰাযোজন কৰিয়ে
হটবে। দ্ৰুপদৰাজেৰে পুৰোহিত দূতৰূপে নিৰ্বাচিত হইলেন এবং হস্তিনাপুৰ
যাত্ৰা কৰিলেন। এদিকে শ্ৰীকৃষ্ণাদি সুহৃদগণ স্ব স্ব স্থানে প্ৰস্থান কৰিলেন।

সন্ধিৰ প্ৰস্তাব শুভজনক হটবে না বিবেচনাৰ, অবশ্যম্ভাবী যুদ্ধাৰ্থ প্ৰস্তুত
হইবাৰ অভিপ্ৰায়ে, পাণ্ডবগণ বিভিন্ন প্ৰদেশবাসী নবপতিগণেৰে নিষ্ঠা
সহায়তা প্ৰাৰ্থনা কৰিতে লাগিলেন। অৰ্জুন স্বয়ং শ্ৰীকৃষ্ণেৰে সহায়তা লাভ
লালসায় দ্বাৰকায় গমন কৰিলেন। দুৰ্য্যোধনও গুপ্তচৰ-মুখে এই সংবাদ
শ্ৰবণ কৰিয়া দ্বাবাবতী নগৰে উপস্থিত হইলেন এবং অৰ্জুনেৰে অগ্ৰেই নিষ্টি
শ্ৰীকৃষ্ণেৰে শয়নগৃহে প্ৰবেশ কৰিয়া, তদীয় মন্ত্ৰক-সমীপস্থ সিংহাসনে উপ-
বেশন কৰিলেন। অৰ্জুন পৰে প্ৰবেশ কৰিয়া সৰ্বন্যে বাহুদেবেৰে চৰণ-
সমীপস্থ আসন পৰিগ্ৰহ কৰিলেন। শ্ৰীকৃষ্ণেৰে নিদ্ৰা ভগ্ন হইলে, অৰ্জুনেৰে
বদন প্ৰথমেই নখনগোচৰ হইল। দুৰ্য্যোধন প্ৰথমে আগমন কৰিয়াছেন,
বলিয়া সাহায্য-প্ৰাৰ্থী হইলেন। শ্ৰীকৃষ্ণ বলিলেন, “আমি উভয় পক্ষেই
সাহায্য কৰিব। দুৰ্য্যোধন অগ্ৰে আগমন কৰিয়াছেন, কিন্তু অৰ্জুন প্ৰথা
দৃষ্টি-গোচৰ হইয়াছেন। একপক্ষে আমাৰ অৰ্ব্বদ নারায়ণী সেনা থাকি
অপৰ পক্ষে আমি নিরস্ত্ৰ ও বুদ্ধ-বিমুখ-ভাবে অবস্থান কৰিব। দুৰ্য্যোধন
নারায়ণী সেনা লহিতে সন্মত হইলেন। অৰ্জুন নিরস্ত্ৰ শ্ৰীকৃষ্ণকে সহায় ৰূপে
লাভ কৰিয়া পৰম পবিত্ৰ হইলেন। এইৰূপে ভাৰতীয় ৰাজনাগৰে
প্ৰায় তাবতেই কোন না কোন পক্ষেৰে সাহায্যতা কৰিতে স্বীকৃত হই
লাগিলেন। শ্ৰীকৃষ্ণ পুনৰায় মৎস্যদেশে সমাগত হইলেন। এদিকে দ্ৰুপদ
পুৰোহিত কোৱব সভায় উপস্থিত হইয়া নানা ৰূপ যুক্তি-গৰ্ভ বাৰে

দ্রোণসার প্রস্তাব উত্থান করিলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র, কর্তব্য অবধাবণের নিমিত্ত সঞ্জয়কে পাণ্ডব-সমীপে প্রেরণ করিবেন স্থির করিয়া, দূতকে বিদায় করিলেন। অচিরে সঞ্জয় বিরাট-বাজপুরে সমাগত হইলে, যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ কর্তৃক বিহিত-বিধানেন সংকৃত ও সমাদৃত হইলেন। যাহাতে কোরব ও পাণ্ডবগণের মধ্যে শান্তি সংস্থাপিত হয়, তাহাই ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্রের একান্ত বাসনা। সঞ্জয় এইরূপ নিবেদন করিলে, যুধিষ্ঠির বলিলেন “আমারও তাহাই অনুরোধিত।” দুর্যোধন আমাকে ইন্দ্রপ্রস্থ রাজ্য প্রত্যর্পণ করিলে বিবাদের আর কোনই সম্ভাবনা থাকিবে না।” শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণের রণ-পাণ্ডিত্য ও ধর্মশীলতার কথা বিবৃত করিয়া তাঁহাদিগের সহিত বিরোধেব অবৈধতা প্রতিপাদন করিলেন। সঞ্জয় প্রত্যাগত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে সমস্ত কথা নিবেদন করিলেন।

রাজা ধৃতরাষ্ট্র বিহুরের সহিত পরামর্শ কবিত্তে প্রবৃত্ত হইলেন, বিহুর নানা-বিধ জ্ঞানগর্ভ বাক্যদ্বারা পাণ্ডবগণের সত্তরিত্রতা ও যুদ্ধের অবৈধতা কীর্তন কবিলেন। পর দিবস ভীষ্ম, দুর্যোধন ও কর্ণ প্রভৃতি সমবেত হইয়া কর্তব্য-বিষয়ক পরামর্শ করিতে লাগিলেন। ভীষ্ম ও সঞ্জয়, শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনাতির বলবিক্রমের অনেক পরিচয় প্রদান করিলেন। কিন্তু অহঙ্কৃত দুর্যোধন কোন পরামর্শই কর্ণপাত কবিলেন না। তিনি স্বকীয় বাহুবলে পাণ্ডবগণকে সহজেই পরাভূত কবিত্তে পারিবেন মনে করিয়া, সন্ধিব প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। স্বয়ং ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার এই অভিপ্রায় অমঙ্গলজনক মনে করিলেও, দুর্যোধন তাহা উপেক্ষা করিলেন।

এদিকে পাণ্ডবগণ, হৃদয়-সখা মধুসূদনেনব সহিত পরামর্শ করিয়া, উভয় পক্ষের মঙ্গলার্থ সন্ধি-স্থাপন বিধেয় বলিয়া অবধাবণ করিলেন। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ মধ্যস্থত্বে কোরব-সভায় আগমন করিলেন। কৃষ্ণকে দর্শন কবিয়া জনপদ-বাসী নর-নারীগণ নিরতিশয় আশ্লাদিত হইল এবং ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁহার যথেষ্ট সমাদর করিলেন। আত্মীয়গণের সহিত সাক্ষাৎকার ও বিহিত সম্ভাবণের পর, কৃষ্ণ দুর্যোধনের নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করিয়া, একান্ত-অমুগত মহাত্মা বিহুরের ভবনে আগমন পূর্বক আহাঙ্গাদি করিলেন। বাসুদেব পরদিন কোরব-সভায় উপস্থিত হইয়া, মহাত্মা ধৃতরাষ্ট্রকে লক্ষ্য পূর্বক অতীব সারগর্ভ বাক্যে সন্ধি-স্থাপনের অনুরোধ করিলেন। তিনি ইহাও বলিলেন যে, পাণ্ডবগণকে অর্দ্ধরাজ্য মাত্র প্রদান করিলে, তাঁহারা পরিতৃপ্ত হইবেন; নতুবা

সমরানলে সমস্ত ভারতবর্ষ ছারখার হইয়া যাইবে।” শ্রীকৃষ্ণের প্রশংসনীয় বাক্য শ্রবণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্র পরিতোষ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র মন্দমতি দুর্যোধন সঙ্গপদেশে কখনই কর্ণপাত করে না ; অতএব সেই পাপ-পরায়ণ দুর্যোধনকে, সম্ভাবিত বিপদের বিষয় বিদিত, করিয়া কোন ক্রমে বিহিত পথে আনয়ন করিবার নিমিত্ত, ধৃতরাষ্ট্র শ্রীকৃষ্ণকে বিশেষ অহুরোধ করিলেন। করুণাশীল মাধব, বিবিধ বিনয়-বাক্যে দুর্যোধনের ক্রোধ-শান্তির চেষ্টা করিলেন। তদনন্তর ভীষ্ম, বিদুর এবং ধৃতরাষ্ট্রও দুর্যোধনকে শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শ-পরতন্ত্র হইতে উপদেশ প্রদান করিলেন। কিন্তু দুর্যোধন দুর্যোধন কোন কথাই শ্রবণ করিলেন না। অধিকন্তু বলিলেন, “সুতীক্ৰ সূচাগ্রে যে পরিমাণ ভূমি বিদ্ধ হইতে পারে, তাহার অর্দ্ধেকও পাণ্ডবগণকে প্রদান করিব না।” তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, “এক্ষণে বুঝিতেছি যুদ্ধ অপ্রতি-বিধেয় এবং সেই যুদ্ধে কৌরব-কুলের বিনাশ অবশ্যস্তাযী। হে রাজন্ ধৃতরাষ্ট্র! সমস্ত বংশের সর্বনাশ সাধন অপেক্ষা, এক ব্যক্তিকে বন্ধন করাও শ্রেয়স্কর। অতএব আপনি দুর্যোধনকে বন্ধন করিয়া ক্ষত্রিয় কুলের রক্ষা করুন।” মহিষী গান্ধারী, এই আগত-প্রায় বিপদ-বিনিবৃত্তির অভিপ্রায়ে, দুর্যোধনকে নানারূপ সঙ্গপদেশ প্রদান করিলেন। কিন্তু দুর্যোধন সেই সকল হিতকর কথায় মনঃ-সংযোগ না করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বন্ধন করিবার মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। এই সংবাদ পরিজ্ঞাত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ঈষদ্ হাস্য সহ-কারে ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, “আমি একাকী বাহুবলে আপনার পুত্র ও তদীয় সহায়গণকে পরাভূত করিতে পারি। কিন্তু আপনার পুত্র আমার প্রতি যতই নিগ্রহ প্রকাশ করুন না কেন, আমি কখনই আপনার সমক্ষে কোন নীতি-বিগহিত অবৈধ আচরণ করিব না।” অনন্তর বাসুদেব সকলের নিকটে বিদায় গ্রহণ ও কুন্তীদেবীকে অভিবাদন করিয়া রথারোহণপূর্বক পাণ্ডব-গণের উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। আগমন কালে তিনি সঙ্গোপনে কর্ণকে তাঁহার প্রকৃত জন্ম বৃত্তান্ত বিদিত করিয়া, এই ভ্রাতৃদ্রোহকর অশেষ অনিষ্টের হেতুভূত যুদ্ধ-ব্যাপার হইতে নিরস্ত হইতে বলিলেন। স্বয়ং কুন্তীদেবীও, প্রজ্ঞার ভাবে স্বকীয় পুত্র কর্ণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, পাণ্ডবগণের সহিত তাঁহার সহোদর সম্বন্ধের পরিচয় প্রদান করিলেন এবং এই ভ্রাতৃঘাতী সময় হইতে তাঁহাকে বিরত হইতে অনুমতি করিলেন। সত্যপ্রিয় অঙ্গরাজ কর্ণ উভয়কেই বলিলেন, “যখন আমি বাক্য-বদ্ধ হইয়া দুর্যোধনের পক্ষে আয়-

নিয়োজন করিয়াছি, তখন আর আমার নিরস্ত হইবার কোনই উপায় নাই।”

পাণ্ডবসকাশে কোরব-সভা সংক্রান্ত যাবতীয় ঘটনা বিবৃত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে, “যুদ্ধ ব্যতীত রাজ্য-লাভের কোনই সম্ভাবনা নাই। অতএব তোমরা সমরায়োজনে প্রবৃত্ত হও।” তখন শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শানুসারে পাণ্ডবগণ সেনাপতি নির্ণয় ও সৈন্য বিভাগে প্রবৃত্ত হইলেন।

অপর দিকে রাজা দ্রুপদ, কর্ণ, দুঃশাসন ও শকুনির সহিত পরামর্শ করিয়া, বিহিত-বিধানে যুদ্ধের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজা দ্রুপদের পক্ষে একাদশ অক্ষৌহিণী এবং পাণ্ডবগণের পক্ষে সপ্ত অক্ষৌহিণী সেনা সংগৃহীত হইল। দ্রুপদের অনুরোধ-ক্রমে মহাত্মা ভীষ্ম সেনাপতি-পদে অভিষিক্ত হইলেন। পাণ্ডব-পক্ষে মহাবীর অর্জুন শক্রসৈন্য সংহার করিতে কৃত-সংকল্প হইলেন এবং বাসুদেব তাঁহার সারথি-রূপে রথ পরিচালনের ভার গ্রহণ করিলেন।

ধ্বতরাষ্ট্র উবাচ ।

ভগবন্তেবমেবৈতৎ যথা বদসি নারদ ।

ইচ্ছামি চাহমপ্যেবং ন ত্বীশো ভগবন্তহম্ ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবমুক্ত্বা ততঃ কৃষ্ণমভ্যভাষত কোরবঃ ।

স্বর্গ্যং লোকঞ্চ মামাখ ধর্ম্যাং ন্যায্যঞ্চ কেশব ॥

ন ত্বহং স্ববশন্তাত ক্রিয়মাণং ন মে প্রিয়ম্ ।

অজ্ঞং দুর্যোধনং কৃষ্ণ মন্দং শাস্ত্রাতিগং মম ॥

অনুনেতুং মহাবাহো যতস্বং পুরুষোত্তম ।

ন শৃণোতি মহাবাহো বচনং সাধু ভাষিতম্ ॥

গান্ধার্যাশ্চ দ্রুপীকেশ বিদূরস্য চ ধীমতঃ ।

অন্যোষাঈশ্চব সুহৃদাং ভীষ্মাদীনাং হিতৈষিণাম্ ॥

স ত্বং পাপমতিং ক্রুরং পাপাচিত্তমচেতনম্ ।

অনুশাধি দুরাশ্রয়ং স্বয়ং দুর্যোধনং নৃপম্ ।

সুহৃৎকার্যাস্তু স্মহৎ কৃতস্তে স্যাজ্জনর্দন ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততোহিভ্যাবত্তা বাষ্কর্যো দুর্যোধনমমর্ষণম্ ।

অত্রবীন্মধুরাং বাচং সর্বধর্মার্থতত্ত্ববিৎ ॥

দুর্যোধন নিবোধেদং মদ্বাক্যং কুরুসত্তম ।

শমার্থং তে বিশেষেণ সানুবন্ধস্য ভারত ॥

মহাপ্রজ্ঞকূলে জাতঃ সাধেতৎ কর্তুর্মইসি ।

শ্রুতব্রতোপসম্পন্নঃ সর্বেঃ সমুদিতো ঞ্জনৈঃ ॥

দৌকুলেয়া দুরাশ্রানো নৃশংসা নিরপত্রপাঃ ।

ত এতদীদৃশংকুয্যুর্যথা ত্বং তাত মন্যসে ॥

ধর্মার্থযুক্তা লোকেঽগ্নিন্ প্রবৃত্তির্লক্ষ্যতে সতাম্ ।

অসতাং বিপরীতা তু লক্ষ্যতে ভরতর্ষভ ॥

বিপরীতা ত্বয়ং বৃত্তিরসকুলক্ষ্যতে ত্বয়ি ।

অধর্মশ্চানুবন্ধোহি ত্র ঘোরঃ প্রাণহরো মহান্ ॥

ଅନିଷ୍ଟଟାନିମିତ୍ତଞ୍ଚ ନ ଚ ଶକ୍ୟଞ୍ଚ ଭୀରବ ।
 ତମନର୍ଥଂ ପରିହରନ୍ନାତ୍ମହେନଃ କରନ୍ଧାସି ॥
 ଦ୍ରାତୃଣାମଥ ଦୃତ୍ୟାନାଂ ମିତ୍ରାଣାଂ ପରସ୍ତପ ।
 ଅଧର୍ମ୍ୟାଦୟଞ୍ଚାଚ୍ଛ କର୍ମଂ ଶଞ୍ଚଂ ପ୍ରୟୋକ୍ତାସେ ॥
 ପ୍ରାଞ୍ଜେଃ ଶୂରୈର୍ମହୋଂସାହିରାତ୍ମବଦ୍ଭିର୍ବିହଞ୍ଚିତଃ ।
 ସଦଂସ୍ତ୍ୱ ପୁରୁଷବ୍ୟାଞ୍ଚ ପାଂଡୁବୈର୍ଭରତର୍ବତ ॥
 ତଦ୍ଭିତଂ ପ୍ରିୟତୈବ ସ୍ୱତରାତ୍ମସ୍ୟ ଦୀମତଃ ।
 ପିତାମହଞ୍ଚ ଜ୍ଞେୟସ୍ୟ ବିଜ୍ଞେୟସ୍ୟ ମହାମତେଃ ॥
 କୃପସ୍ୟ ସୋମଦତ୍ତସ୍ୟ ବାହ୍ଲୀକଞ୍ଚ ଚ ଦୀମତଃ ।
 ଅସ୍ତଥାୟୋ ବିକର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ସଞ୍ଜୟଞ୍ଚ ବିବିଂଶତେଃ ॥
 ଜ୍ଞାତୀନାତୈବ ଭୃସିଷ୍ଠଂ ମିତ୍ରାଣାଂ ପରସ୍ତପ ।
 ଧର୍ମେ ଧର୍ମଂ ଭବେତ୍ତାତ ସର୍ବସ୍ୟ ଜଗତସ୍ତଥା ॥
 ହିମାନସି କୁଳେ ଜାତଃ ଶତବାନନୂଂସବାନ୍ ।
 ତିଷ୍ଠ ତାତ ପିତୁଃ ଶାନ୍ତେ ମାତୃଞ୍ଚ ଭରତର୍ବତ ॥
 ଏତଂ ଶ୍ରେୟୋ ହି ମନାନ୍ତେ ପିତା ସଞ୍ଚାନ୍ତି ଭୀରବ ।
 ଉତ୍ତମାପଦଂତଃ ସର୍ବଃ ପିତୁଃ ସ୍ମରତି ଶାସନମ୍ ॥
 ଯୋଚତେ ତେ ପିତୃନ୍ତାତ ପାଂଡୁବଃ ସହ ସନ୍ନମଃ ।
 ସାମାନ୍ୟସ୍ୟ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ତତ୍ତୁଭ୍ୟଂ ତାତ ଯୋଚତାମ୍ ॥
 ଶ୍ରଦ୍ଧା ସଃ ଶୁକ୍ରଦାଂ ଶାନ୍ତଂ ମର୍ତ୍ତ୍ୟୋ ନ ପ୍ରତିପଦାତେ ।
 ବିପାକାନ୍ତେ ଦହତ୍ୟେନଂ କିମ୍ପାକ୍ତମିବ ଭଞ୍ଜିତମ୍ ॥
 ସନ୍ତ ନିଃଶ୍ରେୟଂ ବାକ୍ୟଂ ମୋହାନ୍ନ ପ୍ରତିପଦାତେ ।
 ସ ଦୀର୍ଘସୂତ୍ରୋ ହିନାର୍ଥଃ ପଞ୍ଚାତ୍ମାପେନ ସୃଜାତେ ॥
 ସନ୍ତ ନିଃଶ୍ରେୟଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରାକ୍ ତଦେବାଭିପଦାତେ ।
 ଆତ୍ମନୋ ମତସ୍ତୁଂସ୍ତସ୍ୟ ସ ଲୋକେ ଶୁଭମେଧତେ ॥
 ଯୋହର୍ଥକାମଞ୍ଚ ବଚନଂ ପ୍ରାତିକୂଳାଂ ନ ସୃଷାତେ ।
 ଶୃଣୋତି ପ୍ରତିକୂଳାନି ଦ୍ୱିଷତାଂ ବଶମେତି ସଃ ॥
 ଶତାଂ ମତମତିକ୍ରମ୍ୟ ଯୋହସତାଂ ବର୍ତ୍ତତେ ମତେ ।
 ଶୋଚନ୍ତେ ବ୍ୟାସନେ ତସ୍ତ ଶୁକ୍ରଦୋ ନ ଚିରାଦିବ ॥
 ସ୍ୱଧ୍ୟାନମାତ୍ୟାହୁଂସ୍ତସ୍ୟ ଯୋ ନିହିନାସିଷେବତେ ।
 ସ ଘୋରାମାପଦଂ ପ୍ରାପ୍ୟ ନୋନ୍ତାରମଧିଗଞ୍ଚତି ॥

যোহসংসেবী বৃথাচারো ন শ্রোতা স্নহদাং সতাম্ ।
 পরান্ বৃণীতে স্বান্ ঘেষ্টি তং গোস্ত্যজতি ভারত ॥
 স ত্বং বিরুধ্য তৈবীরৈরন্যোভাস্ত্রাণমিচ্ছসি ।
 অশিষ্টেভ্যোহসমর্থৈভ্যো মূঢ়েভ্যো ভারতর্ষভ ॥
 কো হি শক্রসমান্ জ্ঞাতীনতিক্রমা মহারথান্ ।
 অশ্রোভাস্ত্রাণমাশংসেত্বদত্তো ভূবি মানবঃ ॥
 জন্মপ্রভৃতি কোন্তেয়া নিত্যং বিনিকৃতাস্থয়া ।
 ন চ তে জাতু কুপ্যন্তি ধর্ম্মাশ্রানো হি পাণ্ডবাঃ ॥
 মিথ্যোপচরিতাস্তাত জন্মপ্রভৃতি বান্ধবাঃ ।
 ত্বয়ি সমাঙ্ঘ্রমহাবাহো প্রতিপন্ন্য যশস্বিনঃ ॥
 ত্বয়াইপি প্রতিপত্তব্যং তথৈব ভবতর্ষভ ।
 শ্রেষ্ণ বন্ধুষু মুখ্যেষু মা মহ্যাবশমবগাঃ ॥
 ত্রিবর্গযুক্তঃ প্রাজ্ঞানামারজো ভারতর্ষভ ।
 ধর্ম্মার্থবহুরুধ্যাস্তে ত্রিবর্গাসম্ভবে নবাঃ ॥
 পৃথক্ চ বিনিবিষ্টানঃ ধর্ম্মং ধীরোহহুরুধ্যতে ।
 মধ্যমোহর্থং কলিং বালঃ কামমেবাহুরুধ্যতে ॥
 ইন্দ্রিয়ৈঃ প্রাক্কতো লোভাক্ষর্ম্মং বিপ্রজহাতি যঃ ।
 কামার্থবহুপায়েন লিপ্সমানো বিনশ্রুতি ॥
 কামার্থো লিপ্সমানস্ত ধর্ম্মমেবাদিতশ্চরেৎ ।
 ন হি ধর্ম্মাদপৈত্যর্থঃ কামো বাইপি কদাচন ॥
 উপায়ং ধর্ম্মমেবাহুস্ত্রিবর্গস্ত বিশাম্পতে ।
 লিপ্সমানো হি তেনাশু কক্ষেহগ্নিরিব বর্দ্ধতে ॥
 স ত্বং তাতানুপায়েন লিপ্সসে ভারতর্ষভ ।
 আধিরাজ্যং মহদীপ্তং প্রথিতং সর্ব্বরাজসু ॥
 আত্মানং তক্ষতি হ্রেষ বনং পরশুনা যথা ।
 যঃ সম্যগ্বর্ত্তমানেষু মিথ্যা রাজান্ প্রবর্ত্ততে ॥
 ন তস্ত হি মতিং ছিন্দ্যাৎ যস্ত নৈচ্ছেৎ পরাভবম্ ।
 অবিচ্ছিন্নমত্তেরস্ত কল্যাণে ধীয়তে মতিঃ ॥
 আত্মবান্নাবমন্যেত ত্রিষু লোকেষু ভারত ।
 অপ্যস্ত্রং প্রাক্কতং কিঞ্চিৎ কিমু তান্ পাণ্ডবর্ষভান্ ॥

অমৰ্ষ বশমাপন্নো ন কিঞ্চিদবুধ্যতে জনঃ ।
 ছিদাতে হাততং সৰ্বং প্রমাণং পশু ভারত ॥
 শ্রেয়ন্তে দুৰ্জ্জনাত্তাং পাণ্ডবৈঃ সহ সঙ্গতম্ ।
 তৈর্হি সস্ত্রীয়মাগন্তুং সৰ্বান্ কামানবাপ্যসি ॥
 পাণ্ডবৈর্নির্জিতাং ভূমিং ভুঞ্জানো রাজসত্তম ।
 পাণ্ডবান্ পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা ত্রাণমাশংসেহন্যতঃ ॥
 দুঃশাসনে হুর্কিষহে কণে চাপি সমৌবলে ।
 এতেবৈশ্বৰ্য্যমাধায় ভূতিমিচ্ছসি ভারত ॥
 ন চৈতে তব পর্যাপ্তা জ্ঞানে ধর্মার্থয়োত্তমা ।
 বিক্রমে চাপ্যপর্যাপ্তাঃ পাণ্ডবান্ প্রীতি ভারত ॥
 ন হীমে সর্বরাজানঃ পর্যাপ্তাঃ সহিতান্তথা ।
 ত্ৰুদস্য ভীমসেনস্য প্রেক্ষিতুং মুখমাহবে ॥
 ইদং সন্নিহিতং তাত সমগ্রং পার্থিবং বলম্ ।
 অয়ং ভীষ্মস্তথা দ্রোণঃ কৰ্ণচাযং তথা কৃপঃ ॥
 ভূরিশ্রবাঃ সৌমদন্তিরথখামা জয়দ্রথঃ ।
 অশক্কাঃ সৰ্ব এবৈতে প্রতিযোদ্ধুং ধনঞ্জয়ম্ ॥
 অজ্ঞয়ো হার্কুণ্ডনঃ সংখ্যো সর্কৈরপি স্রবাস্রবৈঃ ।
 মানুঘৈরপি গন্ধর্কৈর্শ্মা যুদ্ধে চেত আধিতাঃ ॥
 দৃশ্যতাং বা পুমান্ কশ্চিৎ সমগ্রে পার্থিবে বলে ।
 যৌহর্জুনং সমরে প্রাপ্য স্বস্তিমানাব্রজেৎ গৃহান্ ॥
 কিস্তে জনক্ষয়েণেহ কৃতেন ভরতর্ষভ ।
 যস্মিন্ জিতে জিতং তে স্যাৎ পুমানেকঃ স দৃশ্যতাম্ ॥
 যঃ সদেবান্ সগন্ধর্কান্ সযক্ষাস্রপন্নগান্ ।
 অজয়ং খাণ্ডবপ্রস্থে কন্তং যুদ্ধোত পাণ্ডবম্ ॥
 তথা বিরাটনগরে ক্রয়তে মহদদ্ভুতম্ ।
 একস্য চ বহুনাঞ্চ পর্যাপ্তং তন্নিদর্শনম্ ॥
 যুদ্ধে যেন মহাদেবঃ সাক্ষাৎ সন্তোষিতঃ শিবঃ ।
 তমজয়মনাধ্বাং বিজেতুং জিষু মচ্যুতম্ ॥
 আশংসদীহ সমরে বীরমর্জুনমুর্জিতম্ ।
 মদ্বিতীয়ং পুনঃ পার্থং কঃ প্রার্থয়িতুমর্হতি ॥

যুদ্ধে প্রতীপনাস্তমপি সাক্ষাৎ পুরন্দরঃ ।
 বাহুভায়ুধকরেণ ভূমিং দহেৎ কুদ্ধ ইমাঃ প্রজাঃ ॥
 পাতয়েৎ ত্রিদিবান্ধেবান্ যোহর্জুনঃ সমরে জয়েৎ ।
 পশ্য পুত্রাংস্তথা ভ্রাতৃন্ জ্ঞাতীন্ সশন্ধিনস্তথা ॥
 স্বংকৃতে ন বিনশ্যেয়ুরিমে ভরতসন্তমাঃ ।
 অন্ত শেষঃ কৌরবাণাং মা পরাভূদিদং কুলম্ ॥
 কুলয় ইতি নোচোথা নষ্টকীর্তির্নরাধিপ ।
 স্বামেব স্থাপয়িষ্যন্তি যৌবরাজ্যে মহারথাঃ ॥
 মহারাজ্যেহপি পিতয়ং ধৃতরাষ্ট্রঃ জনেশ্বরম্ ।
 মা তাত প্রিয়মারাত্তীমবমংস্থাঃ সমুদ্যাতাম্ ॥
 অর্জুং প্রদায় পার্থেভ্যো মহতীং প্রিয়মাপ্নুহি ।
 পাণ্ডবৈঃ সঙ্গমং কৃত্বা কৃত্বা চ স্নহদাং বচঃ ।
 সংপ্রিয়মাণো মিষ্টৈশ্চ চিরং ভদ্রাণ্যবাপ্সি ॥

ইতি শ্রী মহাভারতে উদ্যোগপর্কণি ভগবদ্যানপর্কণি ভগবদ্ভাক্যে ত্রয়ো
 বিংশত্যাধিক শততমোহধ্যায়ঃ ।

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততঃ শাস্ত্রনবো ভীষ্মো হুর্ধ্বোদধনমমর্ষণম্ ।
 কেশবস্য বচঃ শ্রদ্ধা প্রোবাচ ভরতর্ষভ ॥
 কৃষ্ণেন বাক্যমুক্ৰোহসি স্নহদাং শমমিচ্ছতা ।
 অম্বপদ্যস্ত তত্তাত মা মন্যুবশমম্বগাঃ ॥
 অকৃত্বা বচনং তাত কেশবস্য মহাত্মনঃ ।
 শ্রেয়ো ন জাতু ন স্নং ন কল্যাণমবাপ্সসি ॥
 ধর্ম্ম্যমর্থ্যং মহাবাহুরাহ ত্বাং তাত কেশবঃ ।
 তদর্থমভিপদ্যস্ত মা রাজগ্নীনশঃ প্রজাঃ ॥
 জলিতাং ত্বমিমাং লক্ষ্মীং ভারতীং সর্করাজসু ।
 জীবতো ধৃতরাষ্ট্রস্য দৌরাত্ম্যাং ভ্রংশয়িষ্যসি ॥
 অত্মানঞ্চ সহ্যামাতাং সপুল্লভ্রাতৃবান্ধবম্ ।
 অহমিত্যানয়া বুদ্ধ্যা জীবিতাং ভ্রংশয়িষ্যসি ॥
 অতিক্রামন্ কেশবস্য তথ্যং বচনমর্থবৎ ।
 পিতৃশ্চ ভরতশ্চৈষ্ঠ বিহৃদস্য চ ধীমতঃ ॥

মা কুলয়ঃ কুপুরুষো হৃদ্যতিঃ কাপথকমঃ ।
 মাতরং পিতরুণৈব মা মজ্জীঃ শোকসাগরে ॥
 অথ দ্রোগোহব্রবীত্তত্র হৃদ্যোথনমিদং বচঃ ।
 অমৰ্ষবশমাপন্নং নিখসন্তং পুনঃ পুনঃ ॥
 ধৰ্ম্মার্থযুক্তং বচনমাহ ত্বাং তাত কেশবঃ ।
 তথা ভীষ্মঃ শাস্ত্রনবস্তজ্জুযস্ব নরাধিপ ॥
 প্রার্জ্ঞো মেধাবিনো দাস্তাবর্থকামো বহুশ্রুতো ।
 আহতুষ্ণাং হিতং বাক্যং তজ্জুযস্ব নরাধিপ ॥
 অদ্বিষ্ট মহাপ্রাজ্ঞ কৃষ্ণভীষ্মো যদুচতঃ ।
 মাধবঃ বুদ্ধিমোহেন মাংসবমংস্থাঃ পরস্তপ ॥
 যে ত্বাং প্রোংসাহয়ন্ত্যেতে নৈতে কৃত্যায় কৰ্হিচিং ।
 বৈরং পরেষাং গ্রীবায়াং প্রানিমোক্ষান্তি সংযুগে ॥
 মাজীঘনঃ প্রজাঃ সৰ্ব্বাঃ পুত্রান্ ভ্রাতৃংস্তথৈব চ ।
 বাসুদেবাজ্জুনো যত্র বিদ্যাজ্জয়ং বলং হি তৎ ।
 এতচ্চৈব মতং সত্যং সূহৃদোঃ কৃষ্ণভীষ্ময়োঃ ।
 যদি নাদাস্যসে তাত পশ্চাত্তপ্যসি ভারত ॥
 যথোক্তং জামদগ্ন্যেন ভূয়ানেষ ততোহজ্জুনঃ ।
 কৃষ্ণো হি দেবকীপুত্রো দেবৈরপি সূহঃসহঃ ॥
 কিস্তে সূখপ্রিয়েণেহ প্রোক্তেন ভরতৰ্ষভ ।
 এতত্তে সৰ্ব্বমাখ্যাতং যথেষ্টসি তথা কুরু ।
 ন হি স্বামুংসহে বক্তুং ভূয়ো ভরতসত্তম ॥

বশস্পায়ন উবাচ ।

তস্মিন্ বাক্যাস্তরে বাক্যং ক্ষতাহপি বিহরোহব্রবীৎ ।
 হৃদ্যোথনমভিপ্রেক্ষ্য ধার্ত্তরাষ্ট্রমমৰ্ষণম্ ॥
 হৃদ্যোথন ন শোচামি ত্বামহং ভরতৰ্ষভ ।
 ইমৌ তু বৃদ্ধৌ শোচামি গান্ধারীং পিতরুঞ্চ তে ॥
 যাবনাথো চরিস্যোতে ত্বয়া নাথেন দুর্হদা ।
 হতমিত্রৌ হতামাতৌ লুনপক্ষাবিবাওজৌ ॥
 ভিক্ৰুকৌ বিচরিস্যোতে শোচন্তৌ পৃথিবীমিমাম্ ।
 কুলয়মীদৃশং পাপং জননিষা কুপুরুষম্ ॥

অথ ত্র্যয়োধনং রাজা ধৃতরাষ্ট্রোহভ্যভাষত ।
 আসীনং ভ্রাতৃভিঃ সার্কং রাজভিঃ পরিবারিতম, ॥
 ত্র্যয়োধন নিবোধেদং শৌরিণোক্তং মহাত্মনা ।
 আদংস্ব শিবমতাস্তং যোগক্ষেমবদব্যয়ম্ ॥
 অনেন হি সহায়েন কৃষ্ণেনাক্লিষ্টকর্ষণা ।
 ট্টান্ সর্কানভিপ্রায়ান্ প্রাপ্স্যামঃ সর্করাজসু ॥
 সূসংহিতঃ কেশবেন তাত গচ্ছ যুধিষ্ঠিরম্ ।
 চর স্বস্ত্যয়নং কুংস্রং ভরতানামনাময়ম্ ॥
 বাসুদেবেন তীর্থেন তাত গচ্ছস্ব সংশয়ম্ ।
 কালপ্রাপ্তমিদং মন্যো মা স্বং ত্র্যয়োধনাতিগাঃ ॥
 শমক্ষেং যাচমানং ত্বং প্রত্যাখ্যাস্যসি কেশবম্ ।
 স্বদর্থমভিজগ্নস্তং ন তবাস্ত্যপরাভবঃ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে উদ্যোগপর্কণি ভগবদ্যানপর্কণি ধৃতরাষ্ট্রবাক্যে চতুর্বিংশতা-
 দিকশততমোঃধ্যায়ঃ ।

বৈশম্পায়ন উবাচ । ধৃতরাষ্ট্রবচঃ শ্রুত্বা ভীষ্মদ্রোণৌ সমব্যথৌ ।

ত্র্যয়োধনমিদং বাক্যমুচতুঃ শাসনাতিগম্ ॥
 যাবৎ কৃষ্ণাবসংনকৌ যাবত্তিষ্ঠতি গাণ্ডিবম্ ।
 যাবদ্রোম্যো ন মেধাগ্নৌ জুহোতীহ দ্বিষদ্বলম্ ॥
 যাবন্ন প্রেক্ষতে ক্রুদ্বঃ সেনাং তব যুধিষ্ঠিরঃ ।
 হ্রীনিষেবো মহেষ্বাসস্তাবচ্ছাম্যতু বৈশসম্ ॥
 যাবন্ন দৃশ্যতে পার্থঃ স্বেষনীকেষবস্থিতঃ ।
 ভীমসেনো মহেষ্বাসস্তাবচ্ছাম্যতু বৈশসম্ ॥
 যাবন্নো চরতে মার্গান্ পূতনামভিধ্বয়ন ।
 ভীমসেনো গদাপাণিস্তাবচ্ছাম্যতু পাণ্ডবৈঃ ॥
 যাবন্ন শাতয়ত্যাজৌ শিরাংসি গজযোধিনাম্ ।
 গদয়া বীরঘাটিন্যা ফলানীব বনস্পতেঃ ॥
 কালেন পরিপকানি তাবচ্ছাম্যতু বৈশসম্ ।
 নকুলঃ সহদেবশ্চ ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্শ্বতঃ ॥
 বিরাটশ্চ শিখণ্ডী চ শৈলপালিশ্চ দংশিতঃ ।
 যাবন্ন এবিশস্ত্যোতে নক্সা ইব মহার্ণবম্ ॥

কৃত্যন্তাঃ ক্ষিপ্ৰম্যন্ত্যাবচ্ছাম্যতু বৈশসম্ ।
 যাবন্ন স্কুম্বাণ্যেযু শরীরেষু মহীক্ষিতাম্ ॥
 গাৰ্গ্যপত্নাঃ পতন্ত্যগ্রাস্তাবচ্ছাম্যতু বৈশসম্ ।
 চন্দনাগুরুদিগ্ধেষু হারনিকধরেষু চ ॥
 নোরঃসু যাবৎ যোধানাং মহেষ্টাসৈশ্বৰ্য্যহেষবঃ ।
 কৃত্যন্তৈঃ ক্ষিপ্ৰম্যন্ত্যিদূরপাতিভিরায়সাঃ ॥
 অভিলক্ষ্যৈর্নিপাত্যন্তে তাবচ্ছাম্যতু বৈশসম্ ।
 অভিবাদয়মানং স্বাং শিরসা রাজকুঞ্জরঃ ॥
 পানিভ্যাং প্রতিগৃহ্যতু ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ।
 ধ্বজাস্কুশপতাকারং দক্ষিণং তে স্তদক্ষিণঃ ॥
 স্বক্কে নিক্ষিপতাং বাহুং শাস্ত্রয়ে ভরতর্ষভ ।
 রত্নৌষধিসমেতেন রত্নাস্কুলিতলেন চ ॥
 উপবিষ্টস্য পৃষ্ঠন্তে পানিনা পরিমার্জ্যতু ।
 শালক্কো মহাবাহুস্বাং স্বজানো বৃকোদরঃ ॥
 সান্নাহতিবদতাক্ষাপি শাস্ত্রয়ে ভরতর্ষভ ।
 অজ্জুর্নেন যমাত্যাক্ষ ত্রিভিষ্ঠৈরভিবাদিতঃ ॥
 যুর্দ্ধিতান্ সমুপাশ্রায় প্রেমান্নহতিবদ পার্শ্বিব ।
 দৃষ্ট্বা স্বাং পাণ্ডবৈবীরৈরভ্রাতৃভিঃ সহ সঙ্গতম্ ॥
 যাবদানন্দজাক্ষিণি প্রমুগ্ধস্ত নরাধিপাঃ ।
 যুধাতাং রাজধানীষু সর্বসম্পদ্যাহীক্ষিতাম্ ।
 পৃথিবী ভ্রাতৃভাবেন ভূজাতাং বিজ্জবো ভব ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে উদ্যোগপর্বণি ভগবদানন্দপর্বণি ভীষ্মদ্রোণবাক্যে পঞ্চ-

বিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

শ্রদ্ধা হৃষ্যোদনো বাক্যমপ্রিয়ং কুরুসংসদি ।
 প্রত্যাচ মহাবাহুং বাসুদেবং যশস্বিনম্ ॥
 প্রসমীক্ষ্য ভবানেতদ্বক্তু মর্হতি কেশব ।
 মামেব হি বিশেষেণ বিভাষ্য পরিগর্হসে ॥
 ভক্তিবাদেন পার্থানামকস্ম্যন্নমুদন ।
 ভবান্ গর্হয়তে নিত্যং কিং সমীক্ষ্য বলাবলম্ ॥

ভবান্ কস্তা চ রাজা বাহপ্যাচার্যো বা পিতামহঃ ।
 মামেব পরিগর্হন্তে নান্যং কঞ্চন পার্থিবম্ ॥
 ন চাহং লক্ষ্যে কঞ্চিদ্ব্যভিচারমিহাশ্রয়নঃ ।
 অথ সর্কে ভবন্তো মাং বিধিমস্তি সরাঙ্গকাঃ ॥
 ন চাহং কঞ্চিদত্যর্থমপরাধমরিন্দম ।
 বিচিস্তয়ন্ প্রপশ্যামি সূক্ষ্মমপি কেশব ॥
 প্রিয়াভূপগতে দ্যুতে পাণ্ডবা মধুসূদন ।
 জিতাঃ শকুনিনা রাজ্যং তত্র কিং মম দুষ্কৃতম্ ॥
 যৎ পুনর্জবিগং কিক্ষিত্ত্বাজীয়ন্ত পাণ্ডবাঃ ।
 তেভ্য এবাভ্যাহুজ্ঞাতং তত্তদা মধুসূদন ॥
 অপরাধো ন চাস্মাকং যন্তে হৃকৈঃ পরাজিতাঃ ।
 অজেষ্য জয়তাং শ্রেষ্ঠা পার্থাঃ প্রব্রজিতা বনম্ ॥
 কেন বাহপ্যপবাদেন বিরুধ্যন্ত্যরিভিঃ সহ ।
 অশক্তাঃ পাণ্ডবাঃ কৃষ্ণ প্রহৃষ্টাঃ প্রত্যাশিতবৎ ॥
 কিমস্ম্যভিঃ কৃতং তেষাং কস্মিন্ বা পুনরাগসি ।
 ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ জিঘাংসন্তি পাণ্ডবাঃ স্তম্ভয়ৈঃ সহ ॥
 ন চাপি বয়মুগ্ৰেণ কৰ্ম্মণা বচনেন বা ।
 প্রহৃষ্টাঃ প্রণমামেহ ভগ্নাদপি শতক্রতুম্ ॥
 ন চ তং কৃষ্ণ পশ্যামি ক্ষত্রধৰ্ম্মমহুষ্টিতম্ ।
 উৎসহেত যুধা জেতুং যো নঃ শক্রনিবর্হণঃ ॥
 ন হি ভীষ্মকৃপদ্রোণাঃ সৰ্বণা মধুসূদন ।
 দেবৈবরপি যুধা জেতুং শকাঃ কিমুত পাণ্ডবৈঃ ॥
 স্বধৰ্ম্মমহুপশ্রব্ধো যদি মাধব সংযুগে ।
 অস্ত্রেণ নিধনং কালে প্রাপ্ত্ব্যামঃ স্বৰ্গমেব তৎ ॥
 মুখ্যৈশ্চৈবৈষ নো ধৰ্ম্মঃ ক্ষত্রিয়গাং জনাৰ্দ্দন ।
 বচ্ছরীমহি সংগ্রামে শরতল্লগতা বয়ম্ ॥
 তে বয়ং বীরশয়নস্ত্রাপ্প্যামো যদি সংযুগে ।
 অপ্রণম্যৈব শত্ৰুগাং ন নস্তপ্যতি মাধব ॥
 কচ্চ জাতু কুলে জাতঃ ক্ষত্রধৰ্ম্মেণ বর্জয়ন্ ।
 ভয়াবৃতিং সমীক্যৈব প্রণমেদিহ কহিচিৎ ॥

উদ্যচ্ছেদেব ন নমেহুদ্যমো হেব পৌকুষম্ ।
 অপ্যপর্কণি ভজ্যেত ন নমেদহি কহিচিং ॥
 ইতি মাতঙ্গবচনং পরীক্ষস্তু হিতেঙ্গবঃ ।
 ধর্ম্মায় চৈব প্রণমেদ্বাক্ষণেভ্যশ্চ মদ্বিধঃ ॥
 অচিস্তয়ন্ কিঞ্চিদগ্ৰং যাবজ্জীবন্তথাচরেৎ ।
 এষ ধর্ম্মঃ ক্ষত্রিয়াণাং মতমেতচ্চ মে সদা ॥
 রাজ্যাংশশ্চাভ্যাহুজাতো যো মে পিত্রা পুত্ৰাহভবৎ ।
 ন স লভাঃ পুনর্জাতু ময়ি জীবতি কেশব ॥
 যাবচ্চ রাজা প্রিয়তে ধৃতরাষ্ট্রো জনার্দন ।
 ন্যন্তশত্ৰা বয়ং তে বাইপ্যপজীবাম মাধব ॥
 অপ্রদেয়ং পুরা দত্তং রাজ্যং পরবতো মম ।
 অজ্ঞানান্না ভয়াদ্বাপি ময়ি বালে জনার্দন ॥
 ন তদদ্য পুনর্লভ্যং পাণ্ডবৈবৃক্ষিনন্দন ।
 প্রিয়মাণে মহাবাহৌ ময়ি সম্প্রতি কেশব ॥
 যাবদ্ধি তীক্ষ্ণয়া সূচ্যা বিধেদগ্রেণ কেশব ।
 তাবদপ্যপরিত্যজ্যং ভূমেনঃ পাণ্ডবান্ প্রতি ॥

তি শ্রীমহাভারতে উদ্যোগপর্কণি ভগবদ্যানপর্কণি হৃষ্যোধনবাক্যে ষড়্-
 বিংশত্যাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।



সমরারম্ভের পূর্বে ভগবান্ বেদব্যাস ধৃতরাষ্ট্রের সমীপাগত হইয়া বলিলে “এই সমরে তোমার পুত্রগণ ও অন্যান্য রাজগণের মৃত্যু অবশ্যস্তাবী। এই জিতিবিধেয় ব্যাপারের নিমিত্ত শোক নিশ্চয়োজন। এক্ষণে যদি তুমি এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতে অভিলাষ কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে চক্ষু প্রদান করিতে সম্মত আছি।” ধৃতরাষ্ট্র তদ্বিষয়ে অনিচ্ছা প্রকাশ করি বেদব্যাস, সজ্জকে অনেক অলৌকিক ক্ষমতা প্রদান করিয়া, ধৃতরাষ্ট্রের নিযুক্ত ব্যাপার বিবৃত করিতে আদেশ প্রদান করিলেন।

যথাসময়ে সৈন্য-বল-সম্পন্ন হইয়া কুরুক্ষেত্র নামক তীর্থ যুদ্ধার্থী পক্ষদ্বয় পরস্পর সম্মুখীন হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। মহাত্মা ত আশ্রিত পক্ষায় যোদ্ধৃবর্গকে যুদ্ধ কার্যে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। ভীদ্রোণ, অশ্বত্থামা, বাহ্লীক ও কৃপাচার্য্য কোরব-সেনা সমূহ ব্যাহ-বদ্ধ করি ফেলিলেন। সৈন্য-বল অল্প হইলেও, পাণ্ডবগণ অহঙ্কার-বিহীন উদ্যম সহকারে যুদ্ধ করিতে সক্ষম করিলেন এবং যখন স্বয়ং বামুদেব সহায় রহিয়াছেন, তাহা বিজয় বিষয়ে সন্দেহ নাই স্থির করিয়া, ধীরভাবে যুদ্ধের অপেক্ষা করি লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শ-পরতন্ত্র অর্জুন, অভীষ্ট দেবতার স্মরণ করি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু সহসা আত্মীয়-বিনাশ-ভয়ে নিতান্ত শঙ্কিত হইয়া তিনি যুদ্ধে বিরত হইতে সক্ষম করিলেন। তখন ভগবান্ গ্রীষ্ম ভগবদঙ্গীতাক্রম পরমশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহার মোহ-পাশ ছিন্ন করিলেন।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির, অমুজগণ পরিবৃত হইয়া শকুনিরাজের আশ্রয় গ্রহণাভিপ্রায়ে, শত্রু-সৈন্য-মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং ভীষ্ম, দ্রোণ, শল্য, কৃপাচার্য্য প্রভৃতি মহাত্মগণকে প্রণাম করিয়া, স্বপক্ষ মধ্যে প্রত্যাগত হইলেন যথাসময়ে ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। শোণিত-স্রোত কুরুক্ষেত্র প্রাণিত হইতে থাকিল এবং উভয় পক্ষীয় বিপুল সংখ্যক বীর প্রতি দিন প্রাণত্যাগ করিতে থাকিলেন। ধূলি-পটলে দিগ্বলয় সমাচ্ছন্ন হইল এবং রণবাদ্যের নির্বোধ, বীরগণের শব্দ-ধ্বনি, অস্ত্রের ঝঙ্কন, আহতগণের আর্তনাদ ও যোদ্ধৃগণের আক্ষালন-ধ্বনিতে তত্রত্য ব্যক্তিবৃন্দের কর্ণক্লেশ বধির-প্রায় হইয়া উঠিল। দিনের পর দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল।

আপি ভীষ্মকে নিপাতিত করিবার কোনই উপায় করিতে নাপারিয়া, পাণ্ডব-
নিতান্ত হতাশ হইতে থাকিলেন। যুদ্ধকালে স্বপক্ষীয় বলক্ষয় দর্শনে
ধ্যান ধারণ বার বার ভীষ্মদেবের নিকট সমাগত হইয়া হৃদয়ের আশঙ্কা পরি-
ভুক্ত করিতে লাগিলেন। ভীষ্ম কহিলেন, “হে রাজন্! আমি তোমাকে
বহু বারংবার কহিয়াছি যে, পাণ্ডবগণ অজেয়। ন্যায় হটক বা অন্যায়
টক, আমি যখন তোমার পক্ষাবলম্বন করিয়াছি, তখন নিরন্তর প্রাণপণে
আমার হিত চেষ্টায় বিপক্ষগণকে সংহার করাই আমার ব্রত হইয়াছে।
কিন্তু আমরা যতই কেন চেষ্টা করি না, পরিণামে বিজয় লক্ষ্যে যে পাণ্ডবদিগকে
শ্রবণ করিবেন, তাহার কোনই সন্দেহ নাই।”

অমিত বলশালী ভীষ্মকে বধ করিতে না পারিলে, পাণ্ডবগণের বিজয়াশা-
সীক হইয়া পড়িবে; স্তব্ররাজ তাঁহারা তদ্বিষয়িণী চিন্তায় ব্যাকুল হইতে
কিলেন। ভীষ্ম পূর্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, আমি শিখণ্ডীকে কখনই
ধরা করিব না। শিখণ্ডীও প্রতিজ্ঞা কবিয়াছিলেন যে, আমি যেক্রমে
ক অমিত-প্রতাপ ভীষ্মকে বধ করিব। একদা রাজা দুৰ্য্যোধন ভীষ্মের
পন্থ হইয়া অভিযোগ করিলেন যে, পাণ্ডবদিগের প্রতি কারুণ্য-পরতন্ত্র
হইয়া তিনি তাঁহাদিগকে সংহার করিতেছেন না। তাঁহার দুৰ্ব্বাক্যে মন্বাহত
হইয়া ভীষ্ম বলিলেন যে, “আমি পাণ্ডবদিগকে পবাজিত করিবার নিমিত্ত
কোন নৈখিল্যই প্রদর্শন করিতেছি না। তথাপি তুমি আমাকে অকারণ
হৃদ-বাণে জর্জরিত করিতেছ। যাহা হটক আমার পূর্বে প্রতিজ্ঞানুসারে
কৌ ব্যতীত আর সকলকেই আমি নিহত করিতে পারিব। কলা হইতে
আমার বাসনানুরূপ কার্য আরম্ভ হইবে।” ভীষ্মসেন প্রভৃতি বীরগণ ভীষ্ম-
র নিমিত্ত বিবিধ পরামর্শ করিয়াও কোন মীমাংসা করিতে পারিলেন না।
অনন্তোপায় হইয়া পাণ্ডবগণ ও শ্রীকৃষ্ণ, যুদ্ধসজ্জা পরিত্যাগ পূর্বক, ভীষ্ম-
র উপায় পরিজ্ঞানের নিমিত্ত, তাঁহারই শিবিরে উপনীত হইলেন। অদ্বিতীয়
যশাবতী ভীষ্মদেব বলিয়া দিলেন যে, “বাস্তবিকই আমাকে নিহত করিতে
পারিলে, পাণ্ডবগণের জয়াশা নাই। কিন্তু আমাকে সংহার করিতে
না, এমন বীর জগতে দেখিতেছি না। তবে যদি অর্জুন শিখণ্ডীকে
ধরা লইয়া যুদ্ধার্থে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে আমি অস্ত্রক্ষেপে বিরত হইব।
পাণ্ডবরাজ হইব সন্দেহ নাই।” এই সঙ্কেতানুসারে পরদিন ধনঞ্জয় শিখণ্ডীকে
রাখিয়া সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। কৌরবগণ বিপদের পরিমাণ অনুমান করিয়া

ভীষ্মের সংরক্ষণার্থ সমবেত হইলেন এবং পাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণও তদ্বিধানে বিনাশ করিবার অভিপ্রায়ে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তত্ক্ষণে যুদ্ধকাণ্ড আরম্ভ হইল। শিখণ্ডী শাগিত শায়ক সমূহদ্বারা শাস্ত্রমুতন্য বিদ্ধ করিতে থাকিলেন। ভীষ্ম অগ্রদিকে অস্ত্রক্ষেপ করিয়া প্রভূত নরহ করিতে থাকিলেন বটে, কিন্তু শিখণ্ডীর অঙ্গে একটাও অস্ত্রক্ষেপ করিলেন না। সমুচিত স্নযোগ দেখিয়া অর্জুন ভীষ্মের চাপক্ষেদন করিলেন, শিখণ্ডী নিরস্তর ভীষ্মকে বাণবিদ্ধ করিতে থাকিলেন এবং তাঁহার রথ-ধ্বজ হে করিয়া দিলেন। তথাপি ভীষ্ম অটল গিরির ত্রায় স্থির থাকিয়া যুদ্ধ করি লাগিলেন এবং নিরস্তর শিখণ্ডী ও অর্জুনের বাণাঘাতে জঙ্ঘরিত হই থাকিলেন। তাঁহার শরীরের সকল স্থলই বাণকোণ হইয়া উঠিল। অবশেষে তিনি কাতর হইয়া ভূপতিত হইলেন; কিন্তু ভূমিস্পর্শ না করি শরীর-সংলগ্ন শর-সমূহের উপর শয়ান রহিলেন। ভীষ্মকে ভূপতি দেখিয়া উভয় পক্ষ সেদিন যুদ্ধে ক্ষান্ত হইলেন, এবং তত্রত্য রাজ সসম্মুখে ভীষ্মের সমীপাগত হইলেন। মন্তক অতিশয় লম্বমান রহিয়া বলিয়া ভীষ্ম উপাধান প্রার্থনা করিলে, ভূপতিগণ অতি কোমল উপাধান আনয়ন করিলেন। ভীষ্ম তাহা উপেক্ষা করিয়া অর্জুনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, তিনি তিনটি বাণের দ্বারা ভীষ্মের মন্তক আশ্রয়যুক্ত করি দিলেন। পরদিন সমস্ত লোক শর-শয্যা-শায়ী ভীষ্মকে দর্শন করিতে আগত করিলেন; অর্জুনও কৃতাজ্জলিপুটে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। তদাচার্য পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া জল প্রার্থনা করিলে, রাজভৃত্যগণ স্বর্ণভূষা সুপেয় পানীয় আনিয়া উপস্থিত করিল। তদর্শনে বিরক্ত সহকারে সমস্ত অর্জুনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, ভীষ্ম কহিলেন, “হে অর্জুন! আমি তুমি নিতান্ত কাতর হইয়াছি, তুমি আমাকে বারিপান করাইয়া পরিতৃপ্ত কর। তখন অর্জুন বাণদ্বারা ভূপৃষ্ঠ বিদার করিলে, সেই ছিদ্রপথাবলম্বনে বারিপান সমুখিত হইয়া ভীষ্মের বদনে পতিত হইল। তখন মহাত্মা ভীষ্ম অর্জুনের সাধুবাদ ও ছর্যোধনের নিন্দাবাদ করিতে করিতে, ছর্যোধনকে যুদ্ধে বিদ্ধ হইয়া সন্ধি স্থাপনের পরামর্শ প্রদান করিলেন। কিন্তু ছর্যোধন তখনও অসহপদে কণ্ঠপাত করিলেন না। অগত্যা মহাত্মা ভীষ্ম নির্বাক হইলেন। তখন ভায়দেব পতিত হইয়াছিলেন, তখন দক্ষিণায়ন। উত্তরায়ণে প্রাগজ্যোতিষ অশেষ কল্যাণ-জনক জানিয়া, শাস্ত্রমুতন্য সেই শুভসময়ের প্রতীকার যোগ্য বলম্বনে শর-শয্যা শয়ান রহিলেন।

সঞ্জয় উবাচ ।

ততো রজন্যাং ব্যাষ্টায়াং স শব্দঃ স্মমহানভূৎ ।
ক্ৰোশতাং ভূমিপালানাং যুজ্যতাং যুজ্যতামিতি ॥
শঙ্খানুভিষোদৈশ্চ সিংহনাদৈশ্চ ভারত ।
হয়হ্রেষিতনাদৈশ্চ রথনৈমিশ্রনৈস্তথা ॥
গজানাং বৃংহতাকৈব যোধানাঞ্চ বিগৰ্জ্জতাম্ ।
ক্ষেপিতা ফোটিতোংক্রূষ্টৈস্তমূলং সৰ্ব্বতোহভবৎ ॥
উদতিষ্ঠন্ মহারাজ সৰ্বং যুক্তমশেষতঃ ।
সূর্য্যোদয়ে মহৎসৈন্যং কুরুপাণ্ডবসেনয়োঃ ॥
রাজেন্দ্র তব পুত্রাণাং পাণ্ডবানাং তথৈব চ ।
হুস্ত্রধ্বাণি চান্সাণি সশস্ত্রকবচানি চ ॥
ততঃ প্রকাশে সৈন্যানি সমদৃশস্ত ভারত ।
তদীয়ানাং পরেষাঞ্চ শস্ত্রবন্তি মহান্তি চ ॥
তত্র নাগা রথানৈশ্চৈব জাম্ব্বনদপরিষ্কৃতাঃ ।
বিভ্রাজমানা দৃশ্যন্তে মেঘা ইব সবিস্মিতাঃ ॥
রথানী কান্ধদৃশস্ত নগরাণীব ভূরিশাঃ ।
অতীব শুভ্রভে তত্র পিতা তে পূৰ্ণচন্দ্রবৎ ॥
ধনুৰ্ভিষ্মপ্তিভিঃ খড়্গৈর্গদাভিঃ শক্তিতোমরৈঃ ।
যোধাঃ প্রহরনৈঃ শুভ্রৈস্তেঘনীকেষবস্থিতাঃ ॥
গজা পদাতা রথিনস্তুরগাশ্চ বিশাম্পতে ।
ব্যতিষ্ঠন্ বাণ্ডুরাকারাঃ শতশোহথ সহস্রশাঃ ॥
ধ্বজা বহুবিসাধায়া ব্যদ্রশাস্ত সমুচ্ছ্রিতাঃ ।
স্বেষ্টাকৈব পরেষাঞ্চ দ্র্যামন্তঃ সহস্রশাঃ ॥
কাঞ্চনা মণিচিত্রাঙ্গা জলন্তুইব পাবকাঃ ।
অচ্চিন্নস্তো ব্যরোচস্ত ধ্বজারোহাঃ সহস্রশাঃ ॥
মহেন্দ্রকেতবঃ শুভ্রা মহেন্দ্রসদনৈষিব ।
সমদ্রান্তে প্রবীরাশ্চ দদৃশুর্দ্ব্যকাক্ষিকগঃ ॥

উদ্যৈতরাযুধৈশ্চিট্রৈস্তলবদ্ধাঃ কলাপিনঃ ।
 ঋষভান্ধা মনুষ্যোদ্ভাশ্চম্মুখগতা বভূঃ ॥
 শকুনিঃ সৌবলঃ শল্য আবস্তোহথ জয়দ্রথঃ ।
 বিন্দানুবিন্দৌ কৈকেয়াঃ কাশ্যোজশ্চ সুদক্ষিণঃ ॥
 ঞ্জতায়ুধশ্চ কালিন্দো জয়ংসেনশ্চ পার্থিবঃ ।
 বৃহদ্বলশ্চ কোরব্যঃ কৃতবৰ্ম্মা চ সাঙ্গতঃ ॥
 দশৈতে পুরুষব্যাস্রাঃ শূরাঃ পরিষবাহবঃ ।
 অক্ষৌহিণীনাং পতয়ো যজ্ঞানো ভূরিদক্ষিণাঃ ॥
 এতে চাত্রে চ বহবো হৃষ্যোধনবশামুগাঃ ।
 রাজানো রাজপুত্রাশ্চ নীতিমন্তো মহারথাঃ ॥
 সন্নদ্ধাঃ সমদৃশুস্ত স্বেষনীকেষবস্থিতাঃ ।
 বদ্ধকৃষ্ণাজিনাঃ সর্কে বলিনো যুদ্ধশালিনঃ ॥
 হৃষ্টা হৃষ্যোধনস্তার্থে ব্রহ্মলোকায় দীক্ষিতাঃ ।
 সমৰ্থা দশবাহিত্রঃ পরিগৃহ্য ব্যবস্থিতাঃ ॥
 একাদশো ধার্ত্তরাষ্ট্রো কৌরবাণাং মহাচমুঃ ।
 অগ্রতঃ সর্কসৈন্তানাং যত্র শাস্তনবোহুগ্ৰণীঃ ॥
 ষ্ঠেতোক্ষীষং ষ্ঠেতচ্ছত্রং ষ্ঠেতবৰ্ম্মাণমচ্যুতম্ ।
 অপশ্রাম মহারাজ ভীষ্মং চক্ষুর্মিবোদিতম্ ॥
 হেমতালধ্বজং বীরং রাজতে স্যান্দনে স্থিতম্ ।
 ষ্ঠেতাল ইব শাতাংশুং দদৃশুঃ কুরুপাণ্ডবাঃ ॥
 সৃঞ্জয়াশ্চ মহেশ্বাসা ধৃষ্টদ্যুম্নপুরোগমাঃ ।
 জম্বমাণং মহাসিংহং দৃষ্ট্বা ক্রুদ্ধমুগা যথা ।
 ধৃষ্টদ্যুম্নমুখাঃ সর্কে সমুদ্বিবিজিরে মুহঃ ।
 একাদশৈতাঃ শ্রীজুষ্টা বাহিত্রস্তব পার্থিব ॥
 পাণ্ডবানাং তথা সপ্ত মহাপুরুষপালিতাঃ ।
 উন্নতমকরাবর্ত্তৌ মহাগ্রাহসমাকুলৌ ॥
 যুগান্তে সমবেতৌ দ্বৌ দৃশুতে সাগরাবিব ।
 নৈব নস্তাদৃশো রাজন্ দৃষ্টপূৰ্ব্বো ন চ ঞ্জতঃ ।
 অনীকানাং সমেতানাং কৌরবাণাং তথাবিধঃ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে ভীষ্মপৰ্বণি ভগবদ্গীতাপৰ্বণি সৈন্যবৰ্ণনে ষোড়শোহধ্যায়ঃ ॥

।তদাষ্ট্র উবাচ ।

অক্ষৌহিণ্যা দশেকাঞ্চ ব্যাঢ়াং দৃষ্ট্ৱা যুধিষ্ঠিরঃ ।
কথমল্লেন সৈন্যেন প্রত্যাব্যহত পাণ্ডবঃ ॥
যো বেদ মাহুযং বাহুং দৈবং গান্ধর্বমাশ্রয়ম্ ।
কথং ভীষ্মং স কোত্তেয়ঃ প্রত্যাব্যহত সঞ্জয় ॥

দঞ্জয় উবাচ ।

ধার্তরাষ্ট্রান্যানীকানি দৃষ্ট্ৱা ব্যাঢ়ানি পাণ্ডবঃ ।
অভ্যভাষত ধর্ম্মায়া ধর্ম্মরাজো ধনঞ্জয়ম্ ॥
মহর্ষের্বচনাত্তাত বেদয়ন্তি বৃহস্পতেঃ ।
সংহতান্ যোধয়েদল্লান্ কামং বিস্তরয়েৎ বহুন্ ॥
সূচীমুখমনীকং স্যাদল্লানাং বহুভিঃ সহ ।
অস্মাকঞ্চ তথাসৈন্তমল্লীরঃ স্তরতাং পটৈঃ ॥
এতদচনমাস্তায় মহর্ষের্ব্যহ পাণ্ডব ।
এতচ্ছত্রা ধর্ম্মরাজং প্রত্যভাষত পাণ্ডবঃ ॥
এষ ব্যাহামি তে বাহুং রাজসত্তম দুর্জয়ম্ ।
অচলং নাম বজ্রাখ্যং বিহিতং বজ্রপাণিনা ॥
যঃ স বাত ইবোভূতঃ সমরে হুঃসহঃ পটৈঃ ।
স নঃ পুরো যোংস্ততে বৈ ভীমঃ প্রহরতাং বরঃ ॥
তেজাংসি রিপুসৈন্যানাং মৃদুন্ পুরুষসত্তমঃ ।
অগ্রেহগ্রণীর্ঘোংস্ততি নো যুদ্ধোপায়বিচক্ষণঃ ॥
যং দৃষ্ট্ৱা কুরবঃ সর্বে হৃষ্যোদনপুরোগমাঃ ।
নিবর্তিষ্যন্তি সংক্রান্তাঃ সিংহং ক্ষুদ্রমৃগা যথা ॥
তং সর্বে সংশ্রয়িষ্যামঃ প্রাকারমকুতোভয়াঃ ।
ভীমং প্রহরতাং শ্রেষ্ঠং দেবরাজমিবাশ্রয়ঃ ॥
ন হি সোহন্তি পুমাল্লোকে যঃ সংক্লৃপ্তং বৃকোদরম্ ।
দৃষ্ট্ৱামত্যাগ্রকর্মাণং বিষহেত নরর্ষভম্ ॥

এবমুক্তা মহাবাতস্তথা চক্রে ধনঞ্জয়ঃ ।
 ব্যহু তানি বলান্যাস্ত প্রযযৌ ফাল্গুনস্তথা ॥
 সম্প্রযাতান্ কুরুন্ দৃষ্ট্বা পাণ্ডবানাং মহাচমুঃ ।
 গঙ্গৈব পূর্ণা স্তিমিতা স্তন্দমানা ব্যদৃশ্যত ॥
 ভীমসেনোহগ্রগীস্তেষাং ধৃষ্টদ্যাম্শ্চ বীৰ্য্যবান্ ।
 নকুলঃ সহদেবশ্চ ধৃষ্টকেতুশ্চ পার্থিবঃ ॥
 বিরাটশ্চ ততঃ পশ্চাৎ রাজাহথাক্ষৌহিনীরুতঃ ।
 ভ্রাতৃভিঃ সহ পুত্রৈশ্চ সোহভ্যরক্ষত পৃষ্ঠতঃ ॥
 চক্ররক্ষৌ তু ভীমশ্চ মাদ্রীপুত্রৌ মহাভ্যতী ।
 দ্রৌপদেয়াঃ সসৌভদ্রাঃ পৃষ্ঠগোপান্তরশ্বিনঃ ॥
 ধৃষ্টদ্যাম্শ্চ পাঞ্চাল্যস্তেষাং গোপ্তা মহারথঃ ।
 সহিতঃ পৃতনাসূরৈরথযুধৈঃ প্রভদ্রকৈঃ ॥
 শিখণ্ডী তু ততঃ পশ্চাদর্জুনেনাভিরক্ষিতঃ ।
 যন্তো ভীমবিনাশায় প্রযযৌ ভরতর্ষভ ॥
 পৃষ্ঠতোহপ্যর্জুনস্তাসীৎ যযুধানো মহাবলঃ ।
 চক্ররক্ষৌ তু পাঞ্চাল্যৌ যুধামন্যুতমৌজর্সৌ ॥
 কৈকেয়ো ধৃষ্টকেতুশ্চ চেকিতানশ্চ বীৰ্য্যবান্ ।
 ভীমসেনো গদাং বিভ্রং বজ্রসারময়ীং দৃঢ়াম্ ॥
 চরন্ বেগেন মহতা সমুদ্রমপি শৌষয়েৎ ।
 এতে তিষ্ঠন্তি সামাত্যাঃ প্রেক্ষন্তস্তে জনাধিপ ॥
 ধৃতরাষ্ট্রশ্চ দারাদা ইতি বিভৎসুরব্রবীৎ ।
 ভীমসেনং তদা রাজন্ দর্শয়স্ব মহাবলম্ ॥
 ক্রবাণস্ত তথা পার্থঃ সর্কটৈসেতানি ভারত ।
 অপূজয়ন্তদা বাগ্ভিরমুকুলাভিরাহবে ॥
 রাজা তু মধামানীকে কুন্তীপুত্রৌ যুধিষ্ঠিরঃ ।
 বৃহত্তিঃ কুঞ্জটৈর্মটৈশ্চলন্তিরচলৈরিব ॥
 অক্ষৌহিণ্যাং পাঞ্চাল্যো যজ্ঞসেনো মহামনাঃ ।
 বিরাটময়য়াং পশ্চাৎ পাণ্ডবার্থে পরাক্রমী ॥
 তেষামাদিত্যচন্দ্রাভাঃ কনকোত্তমভূষণাঃ ।
 নানাচিহ্নরা রাজন্ রথেষাসন্ মহাধ্বজাঃ ॥

সমুৎসার্য্য ততঃ পশ্চাৎ ধৃষ্টদ্র্যায়ো মহারথঃ ।
 ভ্রাতৃভিঃ সহ পুত্রৈশ্চ মোহভারক্ষং যুধিষ্ঠিরম্ ॥
 তদীয়ানাং পরেবাধ রথেষু বিপুলান্ ধ্বজান্ ।
 অভিভূয়ার্জুনসৈকো রথে তস্মৈ মহাকপিঃ ॥
 পদাতাস্থগ্রতো গচ্ছন্নশিশক্ত্যুষ্টিপাপয়ঃ ।
 অনেকশতসাহস্রা ভীমসেনস্য রক্ষিণঃ ॥
 বারণা দশসাহস্রা অভিন্নকরটামুখাঃ ।
 শূরা হেমময়ৈর্জালৈর্দীপ্যামান্য ইবাচলাঃ ॥
 ক্ষবন্ত ইব জীমূতা মহার্হাঃ পদ্মগন্ধিনঃ ।
 রাজানমঘয়ঃ পশ্চাচ্চলন্ত ইব পর্বতাঃ ॥
 ভীমসেনো গদাং ভীমাং প্রকর্ষন্ পরিঘোপমাম্ ।
 প্রচকৰ্ষ মহাসৈন্যং দুরাধৰ্ষো মহামনাঃ ॥
 তমৰ্কমিব দুশ্প্রেক্ষ্যং তপন্তমিব বাহিনীম্ ।
 ন শেকুঃ সৰ্কষোধাস্তে প্রতিবীক্ষিতুমস্তিকে ॥
 বজ্রো নানৈমষ স ব্যূহো নির্ভয়ঃ সৰ্কতোমুখঃ ।
 চাপবিদ্যাস্থজো ঘোরো গুপ্তো গাভীবধ্বনা ॥
 যং প্রতিব্যূহ্য তিষ্ঠন্তি পাণ্ডবাস্তব বাহিনীম্ ।
 অজ্ঞেযো মানুষে লোকে পাণ্ডবৈরভিরক্ষিতঃ ॥
 সন্ধাং তিষ্ঠন্তু সৈন্যোষু সূর্য্যাস্যোদয়নং প্রতি ।
 প্রাবাস্পৃষ্ঠতো বায়ুনিরত্রে স্তনয়িত্বুবান্ ॥
 বিষধাতাশ্চ বিববুর্নীচৈঃ শকরবর্ষিণঃ ।
 রজশ্চোদ্ধুমানস্ত তমসাচ্ছাদয়জ্জগৎ ॥
 পপাত মহতী চোক্ষা প্রাণ্ডুম্বী ভরতর্ষভ ।
 উদ্যাস্তং সূর্য্যমাহত্য বাশীৰ্য্যত মহাস্বনা ॥
 অথ সজ্জীয়মানেষু সৈন্তেষু ভরতর্ষভ ।
 নিপ্রভোহভ্রাদমৌ সূর্য্যঃ সঘোষণ ভূশ্চাল চ ॥
 বাশীৰ্য্যত সনাদা চ ভূস্তদা ভরতর্ষভ ।
 নির্ধাতা বহবো রাজান্ দিক্ষু সৰ্কাস্থ চাভবন্ ॥
 প্রাহরাসীদ্রজস্তীব্রং ন প্রাজ্জায়ত কিঞ্চন ।
 ধ্বজানাং ধূমমানানাং সহস্রা মাতরিখনা ॥

কিঙ্কিণীজালবদ্ধানাং কাঞ্চনশ্রগ্বরাশ্রয়ৈঃ ।
মহতাং সপতাকানামাদিত্যসমতেজসাম্ ॥
সৰ্বং ঝগৰণীভূতমাসীত্তালবনেষিব ।
এবন্তে পুরুষব্যাস্রাঃ পাণ্ডবা যুদ্ধনন্দিনঃ ॥
ব্যবস্থিতাঃ প্রতিবৃহৎ তব পুত্রস্য বাহিনীম্ ।
গ্রসন্ত ইব মজ্জা নো যোধানাং ভরতর্ষভ ।
দৃষ্ট্বাহংগ্রতো ভীমসেনং গদাপাণিমবস্থিতম্ ।
ইতি শ্রীমহাভারতে ভীষ্মপর্বণি ভগবদগীতাপর্বণি পাণ্ডবদৈশম্যব্যাহে একো-
বিংশতিতমোহধ্যায়ঃ ।

ভীষ্ম পতিত হইলে, কর্ণ কৌরবগণকে অভয় প্রদান করিলেন। পুনরায়
 ধূল আয়োজনে সমরারম্ভ হইল ; কৌরবগণ পরম সমাদরে কর্ণকে সম্পূজিত
 করিলেন। তখন কর্ণ, দুর্যোধনাদি কৌরবগণকে সঙ্গে লইয়া, কুরুকুল-পিতা-
 হ ভীষ্মের সমীপাগত হইলেন এবং তাঁহার অমুমতিক্রমে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই-
 বা বাসনা প্রকাশ করিলেন। মহাত্মা ভীষ্ম কর্ণকে বিবিধ সত্বপদেশ ও যুদ্ধ
 বিষয়ক উৎসাহ প্রদান করিলে, কর্ণ স্বপক্ষীয় সৈন্য-মণ্ডলী মধ্যে সমাগত হইয়া
 কলকে সমুৎসাহিত করিলেন এবং সমর-বিশারদ দ্রোণাচার্য্যকে সেনাপতি
 পদে অভিষিক্ত করিতে অমুরোধ করিলেন। দুর্যোধন কর্তৃক অমুকুল হইয়া
 দ্রোণাচার্য্য বলিলেন, “হে রাজন্! আমি তোমার বাসনানুযায়ী সমস্ত কর্ম্মই
 বিনীত করিব। কেবল ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ করিতে পারিব না। কারণ আমাকে
 বধ কবির নিমিত্তই ধৃষ্টদ্যুম্নের উদ্ভব হইয়াছে।” যথাবিহিত প্রণালীক্রমে
 দ্রোণাচার্য্য সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলেন। পাণ্ডব পক্ষীয় তাবৎ বীরই
 দ্রোণাচার্য্যকে বধ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দ্রোণাচার্য্যের হস্তে
 পাণ্ডব পক্ষীয় বিশুল সৈন্য বিনষ্ট হইতে লাগিল। দুর্যোধনের বাসনা পরিজ্ঞাত
 হইয়া দ্রোণাচার্য্য বলিলেন, “হে কৌরবরাজ! অর্জুনকে জয় করা সাধ্যাত্ত
 লিয়া আমি মনে করি না। তবে কোন উপায়ে যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করিতে
 পাইলে, তোমার বিজয়-বিষয়ে কোনই সন্দেহ থাকিবে না। কিন্তু অর্জুন
 যথেষ্ট থাকিলে, যুধিষ্ঠিরকে গ্রহণ করাও অসম্ভব। অর্জুন যদি যুদ্ধক্ষেত্রে হইতে
 পলায়িত হন, তাহা হইলে আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, নিশ্চয়ই যুধিষ্ঠিরকে
 বধ করিব।” দ্রোণাচার্য্যের এই প্রতিজ্ঞা-বাক্য শ্রবণে দার্তরাষ্ট্রীয়গণের
 মনের সীমা থাকিল না। এদিকে ধৃষ্টদ্যুম্ন ও অর্জুন উভয়েই যুধিষ্ঠিরকে
 রক্ষা প্রদান করিয়া, দ্রোণের বাক্য কখনই সফল হইতে দিবেন না বলিয়া
 প্রতিজ্ঞা করিলেন। যুধিষ্ঠিরকে পরাভূত করিবার নিমিত্ত আচার্য্য বিবিধ
 ধানে বস্ত্র করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে কৌরবপক্ষীয় সাতজন প্রবীণ বীর একত্রিত হইয়া অত্যা-
 প অর্জুনের অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান অভিমন্যুকে সংহার করিলেন। অভিমন্যু
 মৃত হইলে, পাণ্ডবগণ নিতান্ত কাতর হইলেন। অর্জুন অভিমন্যু-বধ-বার্তা
 শ্রবণ করিয়া, কল্যা হৃদ্যান্তরে পূর্বে গুল্লহস্তা জয়দ্রথ-বধের নিমিত্ত কঠোর

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। সিদ্ধুরাজ জয়দ্রথ অর্জুনের প্রতিজ্ঞাবাক্য জ্ঞাত হইয়া দ্রোণাচার্য্য ও দুর্য্যোধনাদির সহিত আত্মরক্ষা বিষয়ক মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণও অর্জুনের ভীষণ প্রতিজ্ঞাবাক্য শ্রবণ করিয়া, নিত্যা উৎকণ্ঠিত ভাবে রাত্রি যাপন করিলেন।

পরদিন প্রভূত আয়োজন সহকারে পাণ্ডবগণ জয়দ্রথ বধার্থী অর্জুনে সহায়তায় নিযুক্ত হইলেন। এদিকে মহাবীর দ্রোণাচার্য্যও ব্যূহ রচনা কবি যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইলেন। মহাবীর অর্জুন উন্নতপ্রায় হইয়া অনবরত শত্রু সংহার করিতে লাগিলেন এবং দ্রোণাচার্য্যের ব্যূহ মধ্যস্থিত জয়দ্রথকে আক্রমণ করিবার অভিপ্রায়ে প্রধাবিত হইতে লাগিলেন। প্রথমতঃ দ্রোণাচার্য্যের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অবশেষে সুর্য্যোগ ক্রমে অর্জুন কোবব-ব্যূহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া শত্রু-শোণিতে রণস্থল প্রাণিত করিতে লাগিলেন। এদিকে দিবাকর অন্তগমনোন্মুখ হইতেছেন দেখিয়া, অর্জুন জয়দ্রথ-বধের নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। কোববগণ ব্যূহ মধ্যস্থিত অর্জুন ও কৃষ্ণকে বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত অশেষ প্রযত্ন করিতে থাকিলেন। শত্রুগণের সকল চেষ্টা উপেক্ষা করিয়া, ক্রমশঃ ধনঞ্জয় ও বাসুদেব জয়দ্রথের সম্মুখীন হইলেন। যুধিষ্ঠির বুকোদরাদি নীলবো নানা স্থান হইতে অশ্বপদে সহায়তায় নিযুক্ত চেষ্টা করিতে থাকিলেন। পাণ্ডব পক্ষীয় ভীম ও সাত্যকি এবং কোবব পক্ষীয় কর্ণ ও দুর্য্যোধন তুমুল সংগ্রাম করিলেন; অর্জুন ব্যূহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া রাশি রাশি শত্রু সংহার করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিক্রম ও অদৃষ্টকারী দর্শনে কোববগণ বিস্ময়াবিষ্ট হইল। এদিকে দিনকর অন্তাচল-চূড়ামণ্ডী হইতেছেন দেখিয়া, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে প্রতিজ্ঞাবাক্য স্মরণ করাইয়া, অনন্তর জয়দ্রথবধে নিযুক্ত হইতে পবামর্শ দিলেন। বক্রবীর জয়দ্রথের রক্ষাকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। অর্জুন তত্তাবৎকে পরাভূত করিয়া, জয়দ্রথের মস্তক ছেদন পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা পালন করিলেন। পাণ্ডবগণের আনন্দের সীমা থাকিল না।

দুর্য্যোধন নিতান্ত হুঃখিত ভাবে আচার্য্য-সম্মিধানে গমন করিয়া নান্য রূপ মর্ম্মবেদনা পরিব্যক্ত করিতে লাগিলেন। মহাত্মা দ্রোণাচার্য্য বিধি বাক্যে দুর্য্যোধনের পূর্ব্ব অত্যাচার ও অসদ্ব্যবহারের উল্লেখ করিলেন এবং পাণ্ডবগণের অপরিমিত বল-বীৰ্য্যের বিষয় কীর্ত্তন করিয়া বলিলেন, “হে দুর্য্যোধন! এই সকলই তোমার আত্মাপরাধ-বৃক্ষের ফল।” ইহাতে দুর্য্যোধন ক্রুদ্ধ হইয়া আচার্য্যের নিন্দাবাদ করিতে লাগিলেন।

রাত্রিও যুদ্ধ চলিতে লাগিল। স্বয়ং ভীমসেন ও তাঁহার পুত্র ঘটোৎকচ
 ার রণ-রঙ্গে প্রবৃত্ত হইলেন। হিড়িম্বানন্দন একাকী বহু শত্রু সংহার
 বিরা প্রাণত্যাগ করিলেন। ঘটোৎকচের মৃত্যু দর্শনে পাণ্ডবগণ নিরতিশয়
 শ্রবেদনা ভোগ করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির দ্রোণকে সংহার করিবার নিমিত্ত
 হবীর সমভিব্যাহারে ধাবিত হইলেন। এদিকে দ্রুপদ্যোদনও নানা রূপ
 দ্রোণকে দ্রোণকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। মহাবীর ভীমসেন, অর্জুন
 ভূতি রণপণ্ডিতেরা দ্রোণাচার্য্যকে আক্রমণ করিলেন; ধৃষ্টদ্যুম্নও দ্রোণাচার্য্যের
 তিক্লে দণ্ডায়মান হইলেন। পাণ্ডবগণ দ্রোণাচার্য্যের আঘাতে প্রপীড়িত
 হইতে থাকিলেন। অনন্তর ভীমসেন, অশ্বখামা নামক এক গজ নিহত
 বিদ্যা, “অশ্বখামা হত হইয়াছে” বলিয়া ঘোষণা করিতে লাগিলেন। দ্রোণা-
 র্য্য পুত্র-নিধনরূপ অপ্রিয়-সংবাদ শ্রবণে মর্ম্মাহত হইলেন, এবং স্বকীয়
 মন-স্বরূপ ধৃষ্টদ্যুম্নের অভিযুখে ধাবিত হইলেন। ত্রীকুষ্ণের পরামর্শ ক্রমে
 বর্ষবও ব্যক্ত করিলেন যে, “অশ্বখামা হত হইয়াছে।” নিতান্ত সত্যনিষ্ঠ
 নন্দনের মুখ হইতেও এই সংবাদ শ্রবণে দ্রোণাচার্য্য বিচেতন-প্রায় হইয়া
 হোমের সঙ্গুখাগত হইলেন। তখন মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্য্যকে আয়ত্ত-
 হ করিলেন, দ্রোণাচার্য্য যোগ-প্রভাবে দেহত্যাগ করিলেন। পিতৃবিয়োগ-
 নিত দ্রোণোদ্ভূত দ্রোণনন্দন অশ্বখামা বৈরনির্ঘাতনে নিযুক্ত হইলেন এবং
 তদুহতা ধৃষ্টদ্যুম্নকে অচিরে সংহার করিবার সঙ্কল্প করিলেন। দ্রুপদ-পুত্রকে
 দ্রুপদাভা বলিয়া সকলেই নিন্দা করিতে থাকিলেন। পিতৃ-বধামর্ষ-প্রদীপ্ত
 অশ্বখামা আঘাতে কাতর হইয়া পাঞ্চাল সৈন্য পলায়ন-পরায়ণ হইল।
 এবং পরাক্রান্ত সাত্যকি অস্ত্রাঘাত-নিপীড়িত ধৃষ্টদ্যুম্নের সহায়তা করিতে
 দিলেন। দ্রোণনন্দনের অস্ত্রাঘাতে অনেকেই প্রাণত্যাগ করিলেন;
 ৫২ ভীমসেন প্রভৃতি পাণ্ডবগণও পলায়ন-পরায়ণ হইলেন।

ধ্বতরাষ্ট্র উবাচ ।

তথা প্রবিষ্টং তরুণং সৌভদ্রমপরাজিতম্ ।
কুলালুরূপং কুর্ক্সাণং সংগ্রামেষপলায়িনম্ ॥
আজ্ঞানেগৈস্তু বলিভির্ঘাস্তমৈশ্চস্ত্রিহায়গৈঃ ।
প্লবমানমিবাকাশে কে শূরাঃ পর্যাবারয়ন্ ॥

সঞ্জয় উবাচ ।

অভিমন্যুঃ প্রবিষ্ট্যেব তাবকান্নিশিতৈঃ শরৈঃ ।
অকরোদ্বিমুখান্ সর্ক্সান্ পার্থিবান্ পাণ্ডুনন্দনঃ ॥
তং তু দ্রোণঃ ক্রপঃ কর্ণো দ্রোণিচ্চ স বৃহৎলম্ ।
কৃতবর্ষা চ হাদিক্যঃ ষড়্রুথাঃ পর্যাবারয়ন্ ॥
দৃষ্ট্বা তু সৈন্ধবে ভারমতিমাত্রং সমাহিতম্ ।
সৈন্যং তব মহারাজ যুধিষ্ঠিরমুপাদ্রবৎ ॥
সৌভদ্রমিতরে বীরমভাবর্ষচ্ছরাবুভিঃ ।
তালমাত্রাণি চাপানি বিকর্ষন্তো মহাবলাঃ ॥
তাংস্ত সর্ক্সান্ মহেষাসান্ সর্ক্সবিদ্যাসু নিষ্ঠিতান্ ।
ব্যষ্টস্তয়দ্রুণে বাণৈঃ সৌভদ্রঃ পরবীরহা ॥
দ্রোণং পঞ্চাশতাহবিধ্যং বিংশত্যা চ বৃহৎলম্ ।
অশীত্যা কৃতবর্ষাণং ক্রপং ষষ্ঠ্যা শিলীমুখৈঃ ॥
রুদ্রপুটৈশ্চহ্যহাবেগৈরাকর্ণসমচোদিতৈঃ ।
অবিধ্যদশভির্বাণৈরস্থখামানমার্জুনিঃ ॥
স কর্ণং কর্ণিনা কর্ণে পীতেন চ শিতেন চ ।
ফাস্তুনির্দ্বিষতাং মধ্যে বিব্যাধ পরমেশুণা ॥
পাতয়িত্বা ক্রপস্যাস্থান্ তণোভৌ পাঞ্চিসারথী ।
অপৈনং দশভির্বাণৈঃ প্রত্যবিধ্যং স্তনাস্তরে ॥
ততোবৃক্ষারকং বীরং কুরুগাং কীর্তিবর্দ্ধনম্ ।
পুত্রাণাং তব বীরানাং পশ্যতামবধীতলী ॥
তং দ্রোণিঃ পঞ্চবিংশত্যা কুদ্রকাণাং সমাপ্নবৎ ।
বরং বরমমিত্রাণামাকুজস্তমভীতবৎ ॥

সত্ৰ বাণৈঃ শিতৈস্তুৰ্ণং প্রত্যবিধাত মান্নিষ ।
 পশ্যতাং ধার্ত্তরাষ্ট্রাণামন্থখামানমার্জ্জুনিঃ ॥
 ষষ্ঠ্যা শরাণাং তং দ্রৌণিস্তিৰ্য্যাক্ষাটৈঃ স্নতেজনৈঃ ।
 উঠৈগ্রস্রাকম্পায়দ্বিক্রা মৈনাকমিব পৰ্কতম্ ।
 স তু দ্রৌণির্দ্বিসপ্তত্যা হেমপুঠৈরজিক্রগৈঃ ।
 প্রত্যবিধ্যন্নহাতেজা বলবানপকারিণম্ ॥
 তস্মিন্ দ্রৌণো বাণশতং পুত্রগৃহ্নো ন্যপাতয়ৎ ।
 অন্থখামা তথা ষষ্ঠিং পরীপ্সন্ পিতরং রণে ॥
 কর্ণো দ্বাবিংশতিং ভল্লান্ কৃতবৰ্ম্মা চতুর্দশ ।
 বৃহদ্বলস্ত পঞ্চাশং রূপঃ শারদ্বতো দশ ॥
 তাংস্তান্ প্রতাবদীং সর্কান্ দশভির্দশভিঃ শটৈঃ ।
 তং কোশলানামধিপঃ কর্ণিনাতাড়য়ক্দ্দি ॥
 স তস্যাস্থান্ ধ্বজং চাপং স্নতঞ্চাপাতয়ৎ ক্রিতৌ ।
 অথ কোশলরাজস্ত বিরথঃ খড়্গচক্ষুভূং ॥
 ইয়েষ ফান্তনেঃ কায়াং শিরো হর্তুং স কুণ্ডলম্ ।
 কোশলানাং স ভর্ত্তারং রাজপুত্রং বৃহদ্বলম্ ॥
 হৃদি বিব্যাধ বাণেন স ভিন্নহৃদয়োহপতৎ ।
 বভজ চ সহস্রাণি দশ রাজ্ঞাং মহাত্মনাম্ ॥
 স্রজতামশিবা বাচঃ খড়্গাকার্ম্ম কধারিণাম্ ।
 তথা বৃহদ্বলং হত্বা সৌভদ্রো ব্যচরদ্রণে ।
 ব্যষ্টম্বয়ন্নহেদ্বাসান্ যোধাঃস্তব শরাষুভিঃ ॥
 ৫ শ্রীমহাভারতে দ্রৌণপর্কণি অভিমহ্যাবধপর্কণি বৃহদ্বলজয়ে সপ্তচত্বারিংশো-
 হধ্যায়ঃ ।

৫ উবাচ ।

স কর্ণং কর্ণিনা কর্ণে পুনর্বিব্যাধ ফান্তনিঃ ।
 শটৈঃ পঞ্চাশতা চৈনমবিধ্যং কোপয়ন্ ভূশম্ ॥
 প্রতিবিব্যাধ রাধেয়স্তাবত্তিরথ তং পুনঃ ।
 শটৈররচিতসর্কাক্ষো বহুবশোভত ভারত ॥
 কর্ণঞ্চাথ শরান্ ক্রুদ্ধো রুধিরোংপীড়বাহিনম্ ।
 কর্ণোহপি বিবভৌ শূরঃ শরেন্দিম্নোহস্রগাপ্পুতঃ ॥

ভৌ তথা শরচ্চিহ্নাদৌ কধিরেণ সমুক্ষিতৌ ।
 বভুবতুর্ন্যহাঙ্গানৌ পুষ্ণিতাবিব কিংককৌ ॥
 অথ কর্ণস্য সচিবান্ ষট্শূরাংশ্চিহ্নযোধিনঃ ।
 সাস্থস্থতধ্বজরথান্ সৌভদ্রৌ নিজঘান হ ॥
 তথৈবৈতান্নহেষাসান্ দশভির্দশভিঃ শটৈঃ ।
 প্রত্যবিধ্যদসম্ভ্রাস্তস্তদঙ্কুতমিবাভবৎ ॥
 মাগধস্য পুনঃ পুত্রং হস্তা ষড়্ভিরজিহ্মগৈঃ ।
 সাস্থং সমুতং তরুণমশ্বকেতুমপাতয়ৎ ॥
 মার্ত্তিকাবতিকং ভোজং ততঃ কুঞ্জরকেতনম্ ।
 ক্ষুরপ্রেরণ সমুন্নথ্য ননাদ বিসৃজন্ শরান্ ॥
 তস্য দৌঃশাসনির্কিঙ্ক চতুর্ভিশ্চতুরৌ হয়ান্ ।
 সূতমেকেন বিব্যাধ দশভিশ্চাজ্জুনায়জম্ ॥
 ততো দৌঃশাসনিং কাঞ্চির্কিঙ্ক দশভিরাশুগৈঃ ।
 সংরম্ভাদ্রক্তনয়নৌ বাক্যমুচ্চরথাত্রবীৎ ॥
 পিতা তবাহবং তাক্ণু গতঃ কাপুকষৌ যথা ।
 দিষ্টা ত্বমপি জানীষে যোদ্ধুং ন ত্বদ্য মোক্ষ্যসে ॥
 এতাবচ্ছবু বচনং কর্ম্মারপরিমার্জিতম্ ।
 নাবাচং বিদসর্জ্জাদৌ তং দ্রৌণিজিভিরাচ্ছিনৎ ॥
 তস্যার্জুনির্বর্জজিত্বা শলাং ত্রিভিবতাড়য়ৎ ।
 তং শনৌ নবভিধ্বাঐগর্গাদ্ধপটৈরতাড়য়ৎ ॥
 হৃদ্যসম্ভ্রাস্তবদ্রাজন্ তদঙ্কু তমিবাভবৎ ।
 তস্যার্জুনির্কমুশ্ছিত্বা হস্তৌভৌ পাঞ্চিসারথী ॥
 তং বিব্যাধায়টৈঃ ষড়্ভিঃ সোহপাক্রামং রথান্তরম্ ।
 শক্রঞ্জয়ং চন্দ্রকেতুং মহামেষং সুবর্জসম্ ॥
 সূর্য্যভাসঞ্চ পঠৈকতান্ হস্তা বিব্যাধ সৌবলম্ ।
 তং সৌবলজিভির্কিঙ্ক তুর্গোধানমথাত্রবীৎ ॥
 সর্ক এনং প্রমথীমঃ পুটৈরেককং হিনস্তি নঃ ।
 বধোপায়ং চিন্ত্যতাং বৈ নৃপ দ্রোণকৃপাদিভিঃ ॥
 অথাত্রবীন্ততো দ্রোণং কর্ণৌ বৈকর্ত্তনৌ রণে ।
 পুরা সর্কান্ প্রমথ্যতি ক্রহাস্য বধমাণ নঃ ॥

ততো দ্রোণো মহেষ্वासঃ সর্কাস্তান্ প্রত্যভাষত ।
 অস্তি চাস্যান্তরং কিঞ্চিৎ কুমারস্যাপি পশ্যত ॥
 অৰুণস্যান্তরং হ্যদ্য চরতঃ সৰ্কতো দিশম্ ।
 শীঘ্রতাং নরসিংহস্য পাণ্ডবেয়স্য পশ্চত ॥
 ধনুৰ্শ্চলমেবাস্য রথমার্গেষু দৃশ্যতে ।
 সন্দধানস্য বিশিখান্ শীঘ্রৈকেব বিযুক্ততঃ ॥
 অরুণপি মে প্রাণান্ মোহয়ন্নপি সায়কৈঃ ।
 প্রহর্যতি মাং ভূয়ঃ সৌভদ্রঃ পরবীরহা ॥
 অতি মাং নন্দয়তোষ সৌভদ্রো বিচরনুগে ।
 অন্তরং বস্য সংরক্কা ন পশ্যন্তি মহারথাঃ ॥
 অসাতো লঘুহস্তস্য দিশঃ সর্কী মহেষুভিঃ ।
 ন বিশেষং প্রপশ্যামি রণে গাভীবধ্বনঃ ॥
 অথ কর্ণঃ পুনর্দ্রোণমাহার্জুনশরাহতঃ ।
 স্তাতব্যমিতি তিষ্ঠামি পীড্যমানোহভিমম্ব্যনা ॥
 তেজস্বিনঃ কুমারস্য শরাঃ পরমদারুণাঃ ।
 ক্ষিপ্তি হৃদয়ং মেহদ্য ঘোরাঃ পাবকতেজসঃ ॥
 তমাচার্যোহবব্রীং কর্ণং শনকৈঃ প্রহসন্নিব ।
 অভেদ্যমস্য কবচং যুবা চারুপবাক্রমঃ ॥
 উপদিষ্টা ময়া হাস্য পিতুঃ কবচধারণা ।
 তামেব নিখিলাং বেত্তি ধ্রুবং পরপুরুষায় ॥
 শক্যং তস্য ধনুর্ছেদ্যুং জ্যাঞ্চ বাণৈঃ সমাহিতঃ ।
 সতীবৃশ্চ হস্তাংশ্চৈব তপোভৌ পাঞ্চিসাবথী ॥
 এতৎ কুরু মহেষ্वास রাধেয় যদি শক্যসে ।
 অথৈনং বিমুখীকৃত্য পশ্চাৎ প্রহরণং কুরু ॥
 সধনুক্ষো ন শক্যোহয়মপি জেতুং সুরাসুরৈঃ ।
 বিরথং বিধনুক্ষঞ্চ কুরুধ্বনং যদিচ্ছসি ॥
 তদাচার্য্যবচঃ শ্রুত্বা কর্ণো বৈকৰ্ত্তনস্তরন্থ ।
 অসাতো লঘুহস্তস্য পৃষৎকৈর্ধনুৰাচ্ছিনৎ ॥
 অস্যাখানবধীদ্রোজো গৌতমঃ পাঞ্চিসারথী ।
 শেষান্ত ছিন্নধ্বানং শরবর্ষৈরবাকিরন্থ ॥

স্বরমাণাস্বরাকালে বিরথং যথাহারথাঃ ।
 শরবর্ষৈরকরুণা বালমেকমবাকিরন্ ॥
 স ছিন্নধরা বিরথঃ স্বং ধর্মমল্লপালয়ন্ ।
 খড়াচর্মধরঃ শ্রীমানুৎপপাত বিহায়সা ॥
 মার্গৈঃ স কৌশিকাদৈশ্চ লাঘবেন বলেন চ ।
 অর্জুনির্ব্যচরদ্যোম্মি ভৃশং বৈ পক্ষিরাড়িব ॥
 মযোব নিপততোষ সাসিরিত্যুর্দ্ধদৃষ্টয়ঃ ।
 বিব্যাধুস্তং মহেষ্ণাসাঃ সমরে ছিদ্ৰদর্শিনঃ ॥
 তস্য দ্রোণোহচ্ছিনন্মুঠৌ খড়াং মণিময়ংসকম্ ।
 ক্ষুরপ্রেণ মহাতেজাস্বরমাণঃ সপত্নজিৎ ॥
 রাধেয়ো নিশিতৈর্বাণৈর্বাধমচ্চর্ম চোত্তমম্ ।
 ব্যাসিচর্মেষু পূর্ণাঙ্গঃ সোহস্তরীক্ষাং পুনঃ ক্ষিতিম্ ।
 আত্মিতশ্চক্রমুদ্যম্য দ্রোণং ক্রুদ্ধোহভ্যধাবত ॥
 সচক্ররেণুজ্জলশোভিতাস্তো বভাবতীবোল্লতচক্রপাণিঃ ।
 রণেহভিমন্থাঃ ক্ষণমাস রৌদ্রঃ স বাহুদেবান্নকৃতিং প্রকূর্ষন্ ॥
 স্রুতকধিরকৃতৈকরাগবস্তো ক্রকুটিপুটাকুটিলোহ্তিসিংহনাদঃ ।
 প্রভুরমিতবলো রণেহভিমন্থান্ পবরমধাগতো বিরাজতে স্ব ।
 ইতি শ্রীমহাভারতে দ্রোণপর্বণি অভিমন্যুবধপর্বণি অভিমন্যুক্ষে অষ্টচাঃ
 শোহধায়ঃ ॥

সপ্তম উবাচ ।

বিক্ষোঃ স্বস্মন্দকরঃ সবিক্ষায়াধুভূষিতঃ ।
 ররাজাতিরথঃ সজ্যো জনান্দিন ইবাপরঃ ॥
 মাকতোদ্ধূতকেশান্তমুদ্যতাসিবরাযুধম্ ।
 বপুঃ সমীক্ষ্য পৃথীশা হুঃসমীক্ষ্য স্তরৈরপি ॥
 তচ্চক্রং ভৃশমুদ্রিগ্নাঃ সক্ষিচ্ছিহরনেকধা ।
 মহারথস্তথা কার্কিঃ সজ্জগ্রাহ মহাগদাম্ ॥
 বিধনুঃস্যাননাসিতৈস্তর্কিচক্রচারিভিঃ কৃতঃ ।
 অভিমন্যুর্গহাবাহুরশ্বথামানমাদ্রবৎ ॥
 স গদাসুদাতাং দৃষ্ট্বা জলন্তীমশনীমিব ।
 অপাক্রমদ্রথোপস্থাদিক্রমাংক্রীম্নরর্ধভঃ ॥

তস্যাস্থান্ গদয়া হত্বা তথোভৌ পার্শ্বাং সারথীঃ
 শরাচিতাঙ্গঃ সৌভদ্রঃ শ্বাবিধং প্রত্যদৃশ্যত ॥
 ততঃ স্তবলদায়াদং কালিকেয়মপোথয়ৎ ।
 জঘান চাসামুচরান্ গন্ধারান্ সপ্তসপ্ততিম্ ॥
 পুনত্রক্ষবশাতীয়ান্ জঘান রথিনো দশ ।
 কৈকয়ানাং রথান্ সপ্ত হত্বা চ দশ কুঞ্জরান্ ॥
 দৌঃশাসনিরথং সাংগং গদয়া সমপোথয়ৎ ।
 ততো দৌঃশাসনিঃ ক্রুদ্ধো গদামুদ্যম্য মারিষ ॥
 অভিহৃদ্যাব হৃদ্বর্ষস্তিষ্ঠতিষ্ঠতি চাত্রবীং ।
 তাবুদ্যতগদৌ বীরাবন্যোহস্তবধকাজ্জিগৌ ॥
 ভ্রাতৃবো সস্ত্রজহাতে পুরেব ত্র্যশ্বকাক্ককৌ ।
 তাবল্লোহন্যং গদাগ্রাভ্যামাহত্যা পতিতৌ ক্ষিতৌ ॥
 ইক্লবজাবিবোৎসৃষ্টৌ রণমধ্যে পরন্তপৌ ।
 দৌঃশাসনিরথোথায় কুরুণাং কীর্ত্তিবর্দ্ধনঃ ॥
 উত্তিষ্ঠমানং সৌভদ্রং গদয়া মৃদ্ধ্বাতাডয়ৎ ।
 গদাবেগেন মহতা ব্যাঘ্রামেন চ মোহিতঃ ॥
 বিচেতা ন্যাপতভূমৌ সৌভদ্রঃ পরবীরহা ।
 এবং বিনিহতো রাজন্ একো বহুভিবাহবে ॥
 ক্ষোভয়িত্বা চমুং সর্ক্সং নলিনীমিব কুঞ্জরঃ ।
 অশোভত হতো বীরো ব্যাদৈর্ক্লনগজো যথা ॥
 তং তথা পতিতং শূরং তাবকাঃ পর্যবারয়ন্ ।
 দাবং দদ্ধু যথা শান্তং পাবকং শিশিরাত্যয়ে ॥
 বিমূঢ়্য তরুশৃঙ্গানি সন্নিবৃত্তমিবানিলম্ ।
 অস্তং গতমিবাদিত্যং তপ্ত্বা ভারতবাহিনীম্ ॥
 উপপ্লুতং যথা সোমং সংস্কৃমিব সাগরম্ ।
 পূর্ণচন্দ্রাভবদনং কাকপক্ষবর্তাক্ষকম্ ॥
 তং ভূমৌ পতিতং দৃষ্ট্বা তাবকাস্তে মহারথাস্তে ॥
 মুদা পরময়া যুক্তাশ্চ ক্রুশ্ণঃ সিংহবন্মহঃ ॥
 আসীৎ পরমকো হর্ষস্তাবকানাং বিশাম্পতে ।
 ইতরেষাস্ত বীরানাং নেত্রেভ্যঃ প্রাপতজ্জলম্ ॥

অস্তুরীক্ষে চ ভূতানি প্রাক্রোশস্ত বিশাম্পতে ।
 দৃষ্ট্ৰ নিপতিতং শূরং চ্যুতং চন্দ্রমিবাম্বরাং ॥
 দ্রোণকর্ণমুখেঃ ষড়্ভিধাঈর্দ্রাষ্ট্রৈর্দ্বৈর্দ্রাহারথৈঃ ।
 একোহয়ং নিহতঃ শেতে নৈষ ধর্মো মতো হি নঃ ॥
 তস্মিন্শ্চ নিহতে বীরে বহুব্রশান্তত মেদিনী ।
 দ্যৌর্ধ্বা পূর্ণচন্দ্রেণ নক্ষত্রগণমালিনী ॥
 রুদ্রপুটৈশ্চ সঙ্কীর্ণা কৃধিরৌধৈশ্চ সংপ্লুতা ।
 উত্তমাতৈশ্চ বীরাণাং ভ্রাজমানৈঃ স্কুণ্ডনৈঃ ॥
 বিচিত্রৈশ্চ মহোক্ষীভৈঃ পতাকাভিশ্চ সংবৃতা ।
 চামরৈশ্চ কুথাভিশ্চ প্রবিক্রেশ্চাত্তমায়ুধৈঃ ॥
 রথান্বনরনাগানামলঙ্কারৈশ্চ স্ত প্রভৈঃ ।
 খট্জৈশ্চ নিশিতৈঃ পীঠৈর্নির্ম্মলভূজগৈরিব ॥
 চাপৈশ্চ বিশিষ্টৈশ্চিরৈঃ শক্ত্যষ্ট্রপ্রাসকম্পনৈঃ ।
 বিবিধৈশ্চাত্তমায়ুধৈশ্চাত্তমৈঃ সংবৃতা ভুবশোভত ॥
 বাজিভিশ্চাপি নির্জীবৈঃ স্বসত্তিঃ শোণিতোক্ষিতৈঃ ।
 সারোহৈর্নিবম্য ভূমিঃ সৌভদ্রেণ নিপাতিতৈঃ ॥
 সাক্ষুশৈঃ সমহামাতৈঃ স্ত চক্ষুযুধকেতুভিঃ ।
 পর্কতৈরিব বিধ্বষ্টৈস্ত্রিবিধোন্মথিতৈর্গর্জৈঃ ॥
 পৃথিব্যামনুক্রীর্ণৈশ্চ সান্বসারথিবোধিভিঃ ।
 হৃদৈরিব প্রক্ষুভিতৈর্হতনাতৈর্গরথোত্তমৈঃ ॥
 পদাতিসত্তৈশ্চ হতৈর্বিবিধায়ুধভূষণৈঃ ।
 ভীকৃণাং ত্রাসজননী ঘোররূপাহতবদ্রহী ॥
 তং দৃষ্ট্ৰ পতিতং ভূমৌ চন্দ্রার্কসদৃশ্যতীম্ ।
 তাবকানাং পরা প্রীতিঃ পাণ্ডুনাঞ্চাতবদ্রথ্যথা ॥
 অভিমন্যো হতে রাজন্ শিশুকেহপ্রাপ্তযৌবনে ।
 সস্ত্রাদ্রবচ্চমুঃ সর্কী ধর্মরাজস্য পশ্যতঃ ॥
 দীর্ঘ্যমাণং বলং দৃষ্ট্ৰ সৌভদ্রে বিনিপাতিতে ।
 অজ্ঞাতশত্রুস্তান্ বীরানিদং বচনমব্রবীৎ ॥
 স্বর্গমেব গতঃ শূরো যো হতো ন পরাস্বধুধঃ ।
 সংস্তুভ্যত মাতৈষ্ট বিজেষ্যামো বয়ং রিপুন ॥

ইত্যেবং স মহাতেজা হুঃখিতেভ্যো মহাহুতিঃ ।

ধর্মরাজো যুধাং শ্রেষ্ঠো ক্রবন্ হুঃখমপানুদং ॥

যুদ্ধে হাশীবীষাকারান্ রাজপুত্রান্ রণে রিপূন্ ।

পূর্বং নিহত্য সংগ্রামে পশ্চাদাজ্জুনিরহুয়াং ॥

হুজা দশসহস্রাণি কৌশল্যঞ্চ মহারথম্ ।

কৃষ্ণার্জুনসমঃ কার্ষিঃ শত্রুসদগতো ঞ্জবম্ ॥

রথাস্থনরমাতঙ্গান্ বিনিহত্য সহস্রশঃ ।

অবিতৃপ্তঃ সংগ্রামাদশোচ্যঃ পুণ্যকর্মকৃৎ ।

গতঃ পুণ্যকৃতাল্লোকান্ ভাস্বরান্ পুণ্যনির্জিতান্ ॥

ইতি ত্রীমহাভারতে দ্রোণপর্বণি অভিমহ্যাবধপর্বণি অভিমহ্যাবধে একোন-
পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

বীরবর দ্রোণাচার্য্য বিনষ্ট হইলে, কোরবগণ নিতাণ্ড মনঃ-ক্ষুণ্ণ হইলেন। রাজা দ্রুপদাধন মহাবীর কর্ণকে সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সৈন্তগণকে পুনরায় উত্তেজিত করিলেন এবং নবীভূত উৎসাহ সহকারে রণ-রঙ্গে প্রমত্ত হইলেন। সঞ্জয়ের মুখে অন্ধ ধৃতবাস্ত্র এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া নিতাণ্ড মন্থাহত হইলেন এবং বার বার আপনাকে ও ক্রুরকর্ম্মা শকুনিকে এই সকল অশুভের মূলীভূত জ্ঞান করিয়া ধিকার প্রদান করিতে লাগিলেন।

মহাবীর কর্ণ ব্যুহ রচনা করিয়া পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ভীমসেনের সহিত অশ্বখামার তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। উভয়েই উভয়ের অবাতে জঙ্ঘরীভূত হইয়া উঠিলেন। অপরদিকে আচার্য্য-পুত্রের সহিত অর্জুন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় অসাধারণ নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া অশ্বখামাকে নিতাণ্ড অভিভূত করিয়া ফেলিলেন। তখন দ্রোণপুত্র, নিরুপায় হইয়া, অজ্ঞেয় ধনঞ্জয়ের সম্মুখ হইতে পলায়ন করিলেন। যুদ্ধক্ষেত্র হতাহত হয়, হস্তী, ও যোদ্ধৃবর্গের রুধিরাক্ত কলেবরে আকীর্ণ হইয়া উঠিল। ত্রীকুণ্ড যুদ্ধ ক্ষেত্রের সেই শোচনীয় দশা সন্দর্শনে, অহঙ্কারে প্রমত্ত দ্রুপদাধন-কেই এই নিদারুণ অশুভের নিদান স্বরূপ জ্ঞান করিয়া, আক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং অতুলনীয় ভূজবলশালী অর্জুনের পরাক্রমে এই তুমুলকাণ্ড সম্ভটিত হইয়াছে বলিয়া তাঁহার প্রশংসাবাদ করিতে থাকিলেন। অন্যদিকে মহাবীর রূপাচার্য্য ধৃষ্টদ্যুম্নকে বধ করিবার সঙ্কল্প করিলেন ; ভীত ও বিকলিত ধৃষ্টদ্যুম্ন, ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভের অভিপ্রায়ে, অর্জুনের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কোরব পক্ষীয় ক্রুরকর্ম্মা কৃতধর্ম্মা, ভীষ্মহস্তা শিখণ্ডীকে আক্রমণ করিয়া, পরাজিত করিলেন। যুধিষ্ঠির ও দ্রুপদাধন তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন ; দ্রুপদাধন রথহীন ও নিপীড়িত হইয়া পড়িলেন। তখন কর্ণ, অশ্বখামা, রূপাচার্য্য, অনন্যকর্ম্ম হইয়া কুরুরাজের সহায়তা করিতে আসিলেন। সেইস্থলে কুরুপাণ্ডবগণের অসাধারণ সংগ্রাম হইতে থাকিল। ক্রোধাক্ত অর্জুন কৃতান্তের ন্যায় শত্রু-সংহার করিতে লাগিলেন।

পরদিন অর্জুনকে সংহার করিবার বাসনায় মহাবীর কর্ণ সজ্জিত হইলেন। বীরশ্রেষ্ঠ মাদ্রীরাজ শলা-কর্ণের সাহায্য গ্রহণ করিলেন। অন্যান্য বীরগণ

স্ব স্ব রথারোহণ পূর্বক কর্ণের সাহায্যার্থ তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। এইরূপ আয়োজন সম্পন্ন হইয়া কর্ণ ব্যক্ত করিলেন, তিনি সেইদিন নিশ্চয়ই সমস্ত পাণ্ডবকে নিহত করিতে সমর্থ হইবেন। স্ততপুলের অহঙ্কৃত ব্যবহার সন্দর্শনে ধীরবুদ্ধি মদ্ররাজ শল্য নিতান্ত বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে নানাবিধ তিরস্কার বাক্যে ব্যথিত করিলেন। কর্ণও প্রত্যাভার স্বরূপে শল্যকে নানাবিধ কটুক্তি প্রয়োগ করিলেন। উভয়েব বাক্যযুদ্ধ নিতান্ত অমঙ্গল জনক হইতেছে দেখিয়া, রাজা দুর্যোধন মধ্যস্থ হইলেন এবং বিনীত ব্যবহারে উভয়ের ক্রোধ-শান্তি করিলেন। যুধিষ্ঠিরের আদেশ ক্রমে, অর্জুন কর্ণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। কর্ণ ও দুর্যোধন পক্ষীয় অত্যাচার বীরগণ, পাণ্ডবপক্ষীয় অগণিত সৈন্য সংহার করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ ও তৎপক্ষীয় বীরবৃন্দ অসংখ্য শরজালে কর্ণকে নিপীড়িত করিতে থাকিলেন। তখন কর্ণ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করিবার জন্য ধাবিত হইলেন। পাণ্ডব পক্ষীয় বীরগণ চতুর্দিক হইতে কর্ণকে অস্ত্রাঘাত কবিতো লাগিলেন ; ক্রুদ্ধ কর্ণ যুধিষ্ঠিরের রথ চূর্ণ করিয়া দিলেন। আহত যুধিষ্ঠির প্রস্থানোদ্যত হইলে, কর্ণ সমীপস্থ হইয়া, তাঁহার রুদ্ধে হস্তস্থাপন করিলেন এবং বিজ্রপবাক্য প্রয়োগ করিতে থাকিলেন। যুধিষ্ঠির সমর-ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলে, কোরব পক্ষে মহোত্তম-ধ্বনি সমুথিত হইল।

অহঙ্কৃত কর্ণ সারথি শল্যকে ভীমসেনের উদ্দেশে রথ চালিত করিতে আদেশ করিলেন। তাঁহা বা গমন কবিবার পূর্বেই ব্রহ্মদেব তথায় উপস্থিত হইলেন এবং বারংবার স্তুতীক্ষ অস্ত্রাঘাতে কর্ণকে বিমোহিত করিলেন। মদ্ররাজ শল্য, কর্ণের এই দুরবস্থা দর্শনে, তাঁহাকে সমরক্ষেত্র হইতে স্থানান্তরিত করিলেন। তখন ভীমসেন মহাপরাক্রম সহকারে অগণিত শত্রু সংহার করিতে লাগিলেন। অনতিকাল মধ্যে চৈতন্য লাভ করিয়া কর্ণ পুনরায় ভীমের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। উভয় বীরের পুনরায় ঘোর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। কোরবপক্ষীয় যাবতীয় বীর ভীমকে আক্রমণ করিল। বীরোত্তম ধনঞ্জয় তখন স্থানান্তরে শত্রু-সংহার-কার্য্যে বিনিযুক্ত ছিলেন। উভয় পক্ষীয় বিপুলসৈন্য বিনষ্ট হইলে, কর্ণ ও ধৃষ্টদ্যায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে দ্রোণাশ্বজ অশ্বখামাও আসিয়া দ্রুপদাশ্বজকে আক্রমণ করিলেন। পিতৃহন্তা দ্রুপদনন্দনকে বিজিত করিবার অভিপ্রায়ে অশ্বখামা বহুবিধ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ক্রমে ধৃষ্টদ্যায়ের ধনু, রথ, অশ্ব, সারথি সকলই নষ্ট হইল এবং

তাহার কলেবর ক্ষত-বিক্ষত হইয়া উঠিল। তখন বীরবর অর্জুন উপস্থিত হইয়া অস্থখামাকে আক্রমণ করিলেন। দ্রোণনন্দনকে নিপীড়িত করি অর্জুন, পুনরায় সংসপ্তকগণকে আক্রমণ করিতে ধাবিত হইলেন।

ধর্ম্মরাজকে গ্রহণ করিবার অভিপ্রায়ে, দুর্যোধন সৈন্তগণের অর্দ্ধাংশ সনে লইয়া যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করিলেন। নকুল, সহদেব ও ধৃষ্টদ্যুম্ন, শত্রুগণের হুরভিসন্ধি অমুভব করিয়া, ধর্ম্মনন্দনের রক্ষা কার্যে অগ্রসর হইলেন। এদিকে দ্রোণ-নন্দন, অর্জুনকে আক্রমণ করিলেন। ধনঞ্জয় অস্থখামাকে আহুত করিয়া তাহার শরাসন ছেদন করিয়া দিলেন। অর্জুনের প্রচণ্ড আঘাতে কোরব-সৈন্ত পলায়ন-পরায়ণ হইল। স্মৃতপূত্র কর্ণ এইরূপ বিপদ দর্শনে তথায় আগমন করিলেন। কিন্তু অর্জুন, শরাঘাত প্রাপীড়িত যুধিষ্ঠিরকে দর্শন করিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া, সেইদিকে ধাবিত হইলেন। যুধিষ্ঠিরের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, ধর্ম্মনন্দন ধনঞ্জয়ের বাহুবলের বিবিধ নিন্দাবাদ করিয়া, তাঁহাকে কর্ণ-বধার্থ সমুত্তেজিত করিলেন। বীরবর অর্জুন সেই দিনই কর্ণবধ করিবার নিমিত্ত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন।

দৃঢ়সঙ্কল্প সহকারে বাসুদেব-চালিত রথারূঢ় অর্জুন সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন এবং গাণ্ডীবে জ্যারোপণ করিয়া কর্ণের অশ্বেষণ করিতে থাকিলেন। সমরক্ষেত্রে ভীমসেন অক্লান্ত বিক্রমে অরাতি-নিপাত করিতেছিলেন। তাহার আঘাতে বিধ্বস্ত হইয়া ধার্ত্ত্যরত্নগণ প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল। এদিকে বীরপুঙ্গব কর্ণ অমিত-পরাক্রমে শত্রু-বল-ক্ষয় করিতেছিলেন। ক্রমশঃ অর্জুনের রথ তাহার সম্মুখাগত হইল ; অর্জুন সাক্ষাৎ যমের ন্যায় সংহার কার্য্যে আবস্ত করিলেন। তাহার আক্রমণে প্রপীড়িত হইয়া কোরবগণ ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছিল। অর্জুনকে নিরস্ত করা আবশ্যক বিবেচনায় কর্ণ তদভিপ্রায়ে ধাবিত হইলেন।

এদিকে ভীমসেন, ডঃশাসনকে বধ করিয়া স্বকীয় পূর্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ পূর্বক, তাহার বক্ষ বিদারণ করিয়া ঈষৎক্ষণ ক্রুর পান করিলেন। তাহার এই উৎকট কার্য্য দর্শনে শত্রুগণ বিষয়াবিষ্ট হইল। তখন তিনি বলিলেন, “আমার প্রতিজ্ঞার একাংশ সম্পন্ন হইল, এক্ষণে দুর্যোধনকে বধ করিয়া তাহার মস্তকে পদাঘাত পূর্বক প্রতিজ্ঞার অপরাংশ অবশ্যই সম্পাদিত করিব। কর্ণ ও ধনঞ্জয় ঘোরবৃদ্ধে উন্নত হইয়া উঠিলেন। অস্থখামা, অর্জুনের সংহার-মূর্ত্তি ও অরাতি-নিপাত ব্যাপার সন্দর্শনে ভীতভাবে দুর্যোধনকে পাণ্ডব-

গণের সহিত সন্ধি সংস্থাপনের পরামর্শ প্রদান করিলেন। কিন্তু হুঁয়োধন তখনও সেই হিতকর বাক্যে কর্ণপাত করিলেন না।

কর্ণ অর্জুন উভয়েই পরস্পরের আঁধারে ক্ষত-বিক্ষত কলেবর হইয়া উঠিলেন। উভয়েই উভয়কে নিহত করিবার অভিপ্রায়ে স্নানির্কীর্ষিত শায়কসমূহ প্রক্ষিপ্ত করিতে থাকিলেন। অবশেষে পার্থপ্রযুক্ত এক অস্ত্র কর্ণের শিরশ্ছেদন করিল। অমিততেজা কর্ণের পতনজনিত শোক বিজ্ঞাপক হাহাকার ধ্বনিতে দিগ্‌মণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। তখন ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ সভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে থাকিল। বাসুদেব ও অর্জুন যুধিষ্ঠিরের দমোপাগত হইয়া এই শুভসংবাদ নিবেদন করিলেন। প্রধান শত্রুর নিধন-বার্ত্তা শ্রবণে যুধিষ্ঠির পরমানন্দ লাভ করিলেন। রাজা দ্বিতরাষ্ট্র এই সকল সংবাদ শ্রবণে নিতাস্ত কাতর হইলেন এবং গান্ধারী শোকে অধীর হইয়া বলাপ করিতে থাকিলেন।

সময় উবাচ ।

তমাকরোং হৃদয়ং রাজপুত্রো হুঃশাসনস্তমূলং বুধ্যমানিঃ ।
 চিচ্ছেদ ভীমস্য ধনুঃ শবেণ বড়্ভিঃ শটৈঃ সারথিনপ্যবিধাং ॥
 স তং কৃত্বা রাজপুত্রস্তরসী বিব্যাধ ভীমং নবভিঃ পৃষংকৈঃ ।
 ততোহভিনবহ্ভিঃ ক্ষিপ্ৰমেব বরেযুভির্ভীমদেনং মহায়া ॥
 ততঃ ক্রুদ্ধো ভীমদেনস্তরসী শক্তিকোজাং প্রাহিণোক্তে স্ততার ।
 তামাপতন্তীং সহস্রাতিবোরাং দৃষ্ট্বা স্ততস্তে জ্ঞাপতামিবোক্তান্ ।
 আকর্ণপূর্ণৈরিবুভির্ষগায়া চিচ্ছেদ পুত্রো দশভিঃ পৃষংকৈঃ ॥
 দৃষ্ট্বা তু তং কৰ্ম্ম কৃতং সূচুক্ষরং আপূজবন্ দৰ্শনবোবাঃ প্রহৃষ্টাঃ ।
 অথাশু ভীমঞ্চ শবেণ ভুরো গাঢ়ং য বিব্যাধ স্ততস্তরীঃ ॥
 চুক্রোধ ভীমঃ পুনরাশু তটৈশ্চ ভৃশং প্রজজ্বল কষাহভিবীক্ষ্য ।
 বিক্রোহস্মি বীবাশু ভৃশং ত্বদায়া সহস্র ভুরোহপি গদাপ্রহারম্ ॥
 উক্লেবমুঠৈঃ কুপিতোহগ ভীমো জগাহ তাং ভীমগদাং বধার ।
 উবাচ চাদ্যাহনহং হ্রাদ্বন্ পাস্যামি তে শোণিতমাজিমধ্যে ॥
 অশৈবমুক্তস্তনয়স্তবোগ্রাং শক্তিং বেগাং প্রাহিণোম্ ত্যাকপাম্ ।
 আবিধা ভীমোহপি গদাং স্মরোরাং বিচিকিষে রোষপরীতমুগ্ধৈঃ ॥
 সা তস্য শক্তিং সহসা বিকজ্য পুঞ্জং তবাজৌ তাডয়ামাস মুৰ্দ্ধি ।
 স বিস্কূরমাগ ইব প্রভিন্নো গদামঠৈশ্চ তুমুলে প্রাহিণোবৈ ॥
 তরাহরদশধনুস্তরাণি হুঃশাসনং ভীমদেনং প্রসহ্য ।
 তদ্রা হতঃ পতিতো বেপমানো হুঃশাসনো গদয়া বেগবত্যা ॥
 হয়ঃ সমগ্রা নিহতা নরেন্দ্র চূর্ণীকৃতশ্চাস্য রথঃ পতন্ত্য ।
 বিবস্তবস্ম্যভরণাধরশ্চক্ বিচেষ্ঠনানো ভৃশবেদনাতুরঃ ॥
 হুঃশাসনং পাণ্ডবাঃ প্রেক্ষ্য দর্শে হৃষ্টাঃ পাঞ্চালাঃ সিংহনাদানমুগ্ধা ।
 তং গাতরিত্বাহগ বৃকোদরোহগ জগজ্জর্ষেণ বিনাদয়ন্ দিশম্ ।
 নাদেন তেনাখিপার্শ্ববর্তিনো মুচ্ছাকুলাঃ পতিতাশ্চাজমীঢ় ॥
 ভীমোহপি বেগাদবতীৰ্য্য বানাদুঃশাসনং বেগবানভ্যাবাং ।

তস্মিন্ ঘোরে তুমুলে বর্ষমানে প্রধানভূরিষ্ঠতরৈঃ সমস্তাং ।
 হুঃশাসনং তত্র সনীক্য রাজন্ ভীমো মহাবাহুরচিন্ত্যকৰ্ম্মা ॥
 স্মৃদ্ধাহিণ কেশগ্রহণঞ্চ দেব্যা বস্ত্রাপহারঞ্চ রজস্বসারাঃ ।
 অনাগসো ভৰ্জপরাঙ্কুশারা হুঃখানি দন্তান্যপি বিপ্রচিন্ত্য ॥
 জজ্ঞান ক্রোধাদথ ভানসেন আজ্যপ্রসিক্তো হি বখা হুতাশঃ ।
 তত্রাহ কর্ণঞ্চ স্রবোধনঞ্চ রূপং দ্রৌণিং কৃতবৰ্ম্মাগমেব ॥
 নিহন্নি হুঃশাসনমদ্য পাপং সংরক্ষতামদ্য সমস্তযোবাঃ ।
 ইত্যেবমুক্তা সহসাহভ্যাবাবিহিহস্তকামোহতিবলন্তরস্বী ॥
 তথা তু বিক্রম্য রণে বৃকোদরো মহাগজং কেশরী বহুবৈব ।
 নিগৃহ্য হুঃশাসনদেববীৰঃ স্রবোধনন্যাধিরণেঃ সনক্ষম্ ॥
 রথাদবপ্ল্য ত্য গভঃ স ভূমৌ বহ্নেন তস্মিন্ প্রণিধার চক্ষুঃ ।
 অসিঃ সমুদ্যানঃ শিতং স্রবাসং কঠৈ পনাক্রম্য চ বেপমানম্ ॥
 উৎকৃত্য বক্ষঃ পতিতস্য ভূমাবথাপি বচ্ছাণিতমস্য কোষম্ ।
 ততো নিপাত্যাত্ম শিরোহপকৃত্য তেনাদিনা তব পুত্রস্য রাজন্ ॥
 সত্যং চিকীৰ্ষুর্শ্রুতিমান্ প্রতিজ্ঞাভীমোহপি বচ্ছাণিতমস্ত কোষম্ ।
 আশ্বাশ্য চাশ্বাশ্য চ বীক্ষ্যমাণঃ ক্রুদ্ধো হি চৈতনং নিছগাদ বাক্যম্ ॥
 স্তন্যস্য মাতুমধুগর্পিষোক্ষা মাপবীকপানস্য চ সংকৃতস্য ।
 দিবাত্ম বা হোববসন্য পান্যং পদোদবিভাং নথিতাজ মুখ্যং ॥
 অত্যানি পানানি চ বানি লোকে স্রবাস্তত্বাহুরসানি তেভ্যঃ ।
 সর্পেভ্য এবাভাবিকো বসোহরং মমান্য চাস্যাহিতনোহিতস্ত ॥
 অথাহ ভীমঃ পুনরগ্রকৰ্ম্মা হুঃশাসনং ক্রোধপরীতচেতাঃ ।
 গতাস্থমালোক্য বিহস্য স্পন্দরং কিংবা কুৰ্ব্বাং মৃদুনা বন্ধিতোহসি ॥
 এবং ক্রবাণং পুনরাত্মদন্তমাহাদ্যমানং তনতি প্রহষ্টম্ ।
 যে ভীমসেনং দদৃশুস্তদানীং ভয়েন তেহপি ব্যথিতা নিপেতুঃ ॥
 যে চাপি নাসন্ ব্যথিতা মহুব্যাতেষাং কপেভাঃ পতিতং হি শস্ত্রম্ ।
 ভগ্নাচ্চ সঙ্কু কুত্তরস্বরৈস্তে নিমীলিতাক্ষা দদৃশুঃ সমস্ততঃ ॥
 যে তত্র ভীমঃ দদৃশুঃ সমস্তাদ্ধোঃশাসনিং তত্রবিরং পিবন্তম্ ।
 সর্ষেৎপলায়ন্ত ভয়াভিপন্ন ন বৈ মহুষ্যাংরনিতি ক্রবাণং ॥
 তস্মিন্ কৃতে ভীমসেনেন রূপে দৃষ্টা জনাঃ শোণিতপীরমান্ ।
 সস্ত্রাশ্রবংশিত্রসেনেন সার্কং ভীমং রক্ষোভাবমাণা ভয়াক্তাঃ ॥

যুধামন্যুঃ প্রভ্রুতং চিত্রসেনং সহানীকত্বভার্যাজ্ঞপুত্রঃ ।
 বিব্যাধ চৈনং নিশিতৈঃ পৃষৎকৈৰ্ব্যাপেতভীঃ সপ্তভিরাণ্ডমুঠৈঃ ।
 সংক্রান্তভোগ ইব লেলিহানো মহোরগঃ ক্রোধবিষং সিস্কৃৎ ।
 নিবৃত্য পাঞ্চালজমভাবিধ্যজিভিঃ শরৈঃ সারথিমস্ত্র বড়্ভিঃ ॥
 ততঃ সুপুঞ্জেন সুযদ্বিতেন সুসংশিতাগ্রৈশ্চ শরৈশ্চ শরঃ ।
 আকর্ণমুক্তেন সমাহিতেন যুধামন্যুস্ত্র শিরো জহার ॥
 তস্মিন্ হতে ভ্রাতরিত্রিসেনে ক্রুদ্ধঃ কর্ণঃ পৌরুষং দর্শয়ানঃ ।
 প্রোদ্ভাবয়ং পাণ্ডবানমনীকং প্রত্যাঘাতো নকুলেনামিতৌজাঃ ॥
 ভীমোহপি হত্বা তত্রৈব ভৃগুশাসনমমর্ষণম্ ।
 পূরয়িত্বাহঞ্জলিং ভূয়ো কধিরস্যোগ্নিস্বনঃ ॥
 শৃণুতাং লোকবীরাণামিদং বচনমববীং ।
 এষ তে কধিরং কণ্ঠাৎ পিবামি পুরুষাধম ॥
 ক্রহীদানীদ্ব সংহৃষ্টঃ পুনর্গৌরিত্তি গোপিত্তি ।
 যে তদাহস্মান্ প্রনৃত্যস্তি পুনর্গৌরিত্তি গোপিত্তি ॥
 তান্ বয়ং প্রতিনৃত্যামঃ পুনর্গৌরিত্তি গোপিত্তি ।
 প্রমাণকোট্যাং শয়নং কালকৃটস্ত্র ভোজনম্ ॥
 দংশনধাহিত্তিঃ কৃষ্ণৈর্দাহিষ্ক জতুবৈশ্মনি ।
 দ্রুতেন রাজ্যহরণমরণো বসতিশ্চ বা ॥
 দ্রোপদাঃ কেশপক্ষস্ত্র গ্রহণঞ্চ সূদাকণম্ ।
 ঈষদ্বাপি চ সংগ্রামেষস্থানি চ বৈশ্মনি ॥
 বিরটিভবনে যশ্চ ক্রেশোহস্মাকং পৃথগ্ধিধঃ ।
 ণক্ৰুনেধান্তরাষ্ট্রস্ত্র রাধেষু চ মন্বিতে ॥
 অল্পভূতানি চ ভূখানি তেবাং হেতুত্বমেব হি ।
 ভূখাত্তেতানি জানীমো ন স্থানি কদাচন ॥
 বতরাষ্ট্রস্ত্র দৌৰ্বাধ্যাত্ সংপুল্লস্য সদা বয়ম্ ।
 ইতু্যজ্জ্বা বচনং রাজন্ জয়ং প্রাপ্য ত্রকোদরঃ ।
 পুনরাহঃ মহারাজ স্মরংস্তৌ কেশবাজ্জুনৌ ॥
 অস্বগ্দিগ্ধৌ বিসবল্লোহিতাস্যঃ ক্রুদ্ধোহত্যাং ভীমসেনস্তরথী ।
 ভৃগুশাসনে বসুণং সংশ্রুতং মে তত্রৈব সত্যং কৃত্যমদোহ বীরৌ ॥
 ক্রোধেন চাপাংসাপসং চিত্তবীজং চরণাংসমং সজপঞ্চং বিশাস্য ॥

শিরো যুদিষ্টা চ পদা দুৰাশ্বনঃ শাস্তিঃ লপ্সো কোরবাণাং সমক্ষম্ ॥

এতাবহুজ্জ্বা বচনং প্রকৃষ্টো ননাদ চোট্টৈঃ কুধিরাঙ্গগাত্ৰঃ ।

ননর্দ চৈবতিবলো মহায়া বৃজং নিহত্যেব সহস্রনেত্রঃ ॥

ইতি ত্রীমহাত্মারতে কণ্ঠপর্বণি দুঃশাসনবধে ত্র্যশীতোহধ্যায়ঃ ।

কর্ণ-নিধন-জ্ঞানিত শোক-সমুত্তপ্ত কৌরবগণ তখনও পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি
 সংস্থাপন করিয়া কুলক্ষয়ের প্রতিবিধান করিলেন না। তাঁহারা মদ্ররাজ
 শল্যকে সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করিয়া পুনরায় সমবে প্রবৃত্ত হইলেন।
 পাণ্ডবগণও অমিত পরাক্রমে সমরসাগরে ভাসমান রহিলেন। ভীমসেন,
 অর্জুন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী ও সাত্যকি প্রবল বনে, শল্যরাজ প্রতিষ্ঠিত বাহু
 আক্রমণ করিলেন। সেই চর্কর্ষ বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া, কৌরব সৈন্য
 ছত্র ভঙ্গ হইয়া পড়িল। ভীমসেন, সহদেব, নকুল ও দ্রোণদীপ পুত্রগণ,
 শল্যের দেহ বাণাকীর্ণ করিয়া ফেলিল। শকুনি, অশ্বখান্য ও দুৰ্য্যোধন
 কৌরবগণ শল্যকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। রাজা দুৰ্য্যোধন অর্জুনকে
 আক্রমণ করিলেন। শল্যের সারথি নিহত হইল; তখন তিনি গদাহস্তে
 ভীমসেনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। গদাধাতে উভয়েই ব্যথিত হইতে
 থাকিলেন। কৃপাচাৰ্য্য শল্যকে স্বকীয় রথে স্থাপিত করিয়া প্রস্থান করিলেন।

তদনন্তর কৌরবগণ যুধিষ্ঠিরের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শল্যের
 শরাঘাতে ধর্ম্মনন্দন মর্ম্মাহত হইলেন। পাণ্ডব পক্ষের ভীম, নকুল সহদেব ও
 সাত্যকি শল্যকে আক্রমণ করিলেন; বারবণ শল্য সকলের আঘাত
 উপেক্ষা করিয়া পাণ্ডব সৈন্য সংহার করিতে থাকিলেন। এদিকে অশ্বখান্য
 বীরবর অর্জুনকে আক্রমণ করিলে, সেই বীরদ্বয়ের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ
 হইল। দুৰ্য্যোধন ও ধৃষ্টদ্যুম্ন পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করিলেন। এদিকে
 শল্য যুধিষ্ঠিরকে নিপীড়িত করিতেছেন দেখিয়া সাত্যকি, তাঁহাকে আক্রমণ
 করিলেন। ধর্ম্মনন্দনের আঘাতে শল্যের সাবধি, অশ্ব ও কাম্বুক নষ্ট হইল।
 তিনি পুনরায় সুসজ্জত হইয়া ধর্ম্মরাজকে আক্রমণ করিলেন ও তাঁহার বক্ষে
 প্রচণ্ডাঘাত করিলেন। ভীমের আঘাতে পুনরায় শল্য অশ্ব, সারথি ও ধর্ম্ম-
 র্কিহীন হইলে, যুধিষ্ঠিরের শত্ৰুস্ব মদ্ররাজের মর্ম্মভেদ করিয়া ফেলিল।
 তিনি বিগত-চেতন হইয়া ধরাশায়ী হইলেন। মদ্ররাজ নিহত হইলে তাঁহার
 অহুজ বৈরনির্য্যাতন অভিলাষে যুধিষ্ঠিরকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু তিনিও
 অচিরকাল মধ্যে মস্তক বিহীন হইয়া ভূপতিত হইলেন। তখন কৌরবগণ

অনুচরণ শল্য-হস্তা যুদ্ধটিরকে আক্রমণ করিল। পঞ্চ পাণ্ডব, তাঁহাদিগের পঞ্চ পুত্র, সাত্যকি, শিখণ্ডী ও ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রবলবেগে তাঁহাদিগকে হত্যা করিতে লাগিলেন। মজ্ঞকগণ সকলেই বিনষ্ট হইল এবং কোরবগণ প্রাণভয়ে পলায়ন করিল।

অনন্তর ভীমসেনের সহিত দুর্যোধনের সংগ্রাম আরম্ভ হইল। ম্লেচ্ছরাজ্য শার প্রকাণ্ড করী পৃষ্ঠে আবোহণ করিয়া পাণ্ডবগণকে আক্রমণ করিলেন। পাণ্ডবগণ সেই মহাবোদ্ধার পরাক্রমে অবসন্ন প্রায় হইয়া উঠিলেন। বীরবর ধৃষ্টদ্যুম্ন সেই গন্ধরাজকে আক্রমণ করিয়া বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। ভীমসেন, সাত্যকি ও শিখণ্ডী তাঁহার সাহায্যার্থ উপস্থিত হইলেন। ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রচণ্ড গদাঘাতে হস্তী নিহত এবং সাত্যকীর ভল্লাঙ্গে শাঘ বিগতজীব হইলেন। জনৈই দুর্যোধনের বলক্ষর হইতে লাগিল ; তিনি একাকী প্রবলপরাক্রমে পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অশ্বখামা, শকুনি নন্দন উলুক, ধর্ম্ম শকুনি এবং কুপাচাণ্য পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে থাকিলেন। কোরবগণ জীবিতাশা বিসর্জন দিয়া নিদারুণ যুদ্ধে উন্মত্ত হইলেন। কোরব-গণের দৈন্য-সংখ্যা তখন নিতান্ত হীন হইয়া উঠিয়াছিল, তথাপি তাঁহার মোহ-হ্রস্ব হইয়া যুদ্ধে পশ্চাত্তপ হইলেন না। রাজা ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্রের মধ্যে দুর্যোধন ও দুর্ধ্ব্য ব্যতীত আর সকলেই সমরক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিলেন।

সহদেবের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া শকুনি প্রাসাদেতে তাঁহাকে বিগত-চেতন করিলেন। সহদেব, সংজ্ঞালাভ করিয়া শকুনিপুত্র উলুককে বিনাশ করিলেন। তখন পুত্র শোকাভূত শকুনি প্রবলবেগে সহদেবকে আক্রমণ করিলেন। মাদ্রীতনয়ের বিচিত্র সমদ-নৈপুণ্য যন্ত্রণনে ভীত হইয়া কোরব-গণ পলায়ন করিতে থাকিলেন। মহাবীর সহদেব, অনুসরণ করিতে করিতে মূল-নন্দন শকুনিকে অস্ত্রাঘাত করিতে লাগিলেন এবং অস্ত্রের তাঁহার মস্তক ছেদ করিলেন। শকুনি নিহত হইলে, তাঁহার অনুচরণগণ প্রবলবেগে পাণ্ডবগণকে আক্রমণ করিলেন।

এইরূপে কোরবপক্ষীয় প্রায় সমুদয় সৈন্যই বিনষ্ট হইল। পাণ্ডবপক্ষে তখনও দুই সহস্র রথ, সাত শত হস্তী, পাঁচ সহস্র অশ্ব এবং দশ সহস্র পদাতিক সংশ্লিষ্ট ছিল। তখন দুর্যোধন, আপনাকে নিতান্ত সহায়শূন্য দেখিয়া, একাকী পরাক্রমে

এবং বিজয়ের ভবিষ্যৎবাণী ও সহপদেণ সমস্ত স্মরণ করিয়া বিজাতীয় অত্যাচার প্রভাবে দম্বীভূত হইতে থাকিলেন। দুর্ঘোষধন, অস্থখামা, কৃতবর্ষা ও রূপাচার্য্য ভিন্ন আর কেহই কোরব পক্ষে জীবিত রহিলেন না। রাজা দুর্ঘোষধন সহায়গুণ্য, পরাজিত ও মৰ্ম্মাহত হইয়া প্রাণভয়ে দ্বৈপায়ন হুদ মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। অষ্টাদশ দিনে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের অবসান হইল।

হস্তিনাপুরে এই সকল সংবাদ উপস্থিত হইল, চারিদিকে হাহাকার রহ উঠিল। কোরব পক্ষাব রূপাচার্য্য, অস্থখামা ও কৃতবর্ষা দুর্ঘোষধনের অধঃ পণ করিতে করিতে হুদ সমীপে আগমন করিলেন। সেই সময়ে কয়েকজন ব্যাব তথায় প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থিত ছিল। তাহারা বীরত্বের সহিত কুরু রাজের কথোপকথন শ্রবণ করিল এবং পুরস্কার লোভে পাণ্ডবগণের নিকট দুর্ঘোষধনের গুপ্ত নিবাসের সংবাদ গোচর করিল। পাণ্ডবগণ দৈবাৎ হুদে উপস্থিত হইলেন এবং যুধিষ্ঠির দুর্ঘোষধনকে নানাপ্রকার ধিকার প্রদান করিয়া বুদ্ধার্থে আহ্বান করিতে লাগিলেন। যুদ্ধে আত্মায়নাশজনিত মনস্তাপ হেতু দুর্ঘোষধন বানপ্রস্থ ধৰ্ম্ম অবলম্বন করিবেন বলিলেন। পাণ্ডবগণ তাহদের এই কৃত্রিম কৃত্যতরতায় নানাবিধ কষ্টের প্রয়োগ করিলেন। অবশেষে দুর্ঘোষধন একাকী ভীমসেনের সহিত যুদ্ধ করিবেন স্থিগীকৃত হইল। অনন্তর কুরুরাজ সিংহনাদ সহকারে ভীমসেনকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন। উভয়েই বিচিত্র কৌশল সহকারে বহুক্ষণ ব্যাপিয়া যুদ্ধ করিতে থাকিলেন এবং উভয়েই উভয়ের গদাঘাতে হতচেতন হইতে লাগিলেন। দুর্ঘোষধনের যুদ্ধ-নৈপুণ্যে ভীমসেন নিজ্জিতপ্রায় হইতেছেন দেখিয়া, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কহিলেন, “দুর্ঘোষধনের উরু প্রদেশে গদাঘাত না করিলে, ভীমসেন কখনই তাঁহাকে পরাজিত করিতে পারিবেন না।” অর্জুন স্বকীয় উরুদেশে করাঘাত করিয়া যুদ্ধ-সঙ্কেত ব্যক্ত করিলেন। তদনুসারে কৌশলক্রমে বৃকোদর কুরুরাজের উরুদেশে প্রচণ্ড গদাঘাত করিলেন এবং রাজা দুর্ঘোষধন ভগ্নজাহ্নু হইয়া ভূপতিত হইলেন। তখন পাণ্ডবগণ দুর্ঘোষধন কতৃক যে সকল মৰ্ম্মবেদনা উপভোগ করিয়াছিলেন, ভীমসেন তৎসমস্তের উত্তর করিয়া অস্ত্রজ্বালা নিবারণ করিতে থাকিলেন এবং ক্রোধান্বিত হইয়া রাজা দুর্ঘোষধনের মস্তকে বাম পদাঘাত করিতে লাগিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে তিরস্কার করিয়া এই অসাধু ব্যবহার হইতে নিরস্ত করিলেন। অনন্তর ধৰ্ম্মনন্দন দুর্ঘোষধনের সমীপে আগমন করিয়া সময়োচিত বাক্যে

তাহাকে শাস্ত করিলেন। মৃতকল্প হুৰ্যোধন, শ্রীকৃষ্ণকে বিবিধ চূৰ্শাক্য প্রয়োগ করিলেন, শ্রীকৃষ্ণ হুৰ্যোধনের অসদাচরণ সমস্ত উল্লেখ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, তাহার এই পরিণামই সুসঙ্গত হইয়াছে।

এইরূপে হুৰ্যোধনকে নিপতিত করিয়া পাণ্ডবগণ শিবিরান্তিমুখে গমন করিলেন। অনন্তর তাহার পুত্র শোকাভূতা গান্ধারীর শোকাপনোদনার্থ শ্রীকৃষ্ণকে হস্তিনাপুরে গমন করিতে অহুরোধ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের অহুরোধ ক্রমে, গান্ধারীর নিকট আসিয়া সমস্ত কথা বুঝাইয়া দিলেন এবং পাণ্ডবগণের নির্দোষিতার সমর্থন করিলেন।

রাজা হুৰ্যোধন ভগ্নোক্ত হইয়া হৃদ সমীপে নিপতিত রহিলেন, এবং আপনার পূৰ্ব্বাবস্থার আলোচনা করিয়া হৃদয়ভেদী পরিতাপ করিতে লাগিলেন। অধ্বখামা, কুপাচার্য্য ও কৃতবৰ্ম্মা এই বিপদবাস্তা শ্রবণে হুৰ্যোধনের সমীপাগত হইলেন এবং দ্রোণনন্দন বিবিধ বিধানে শোক প্রকাশ করিতে থাকিলেন। সেই অবস্থায় রাজা হুৰ্যোধন অধ্বখামাকে সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করিয়া রাক্তারক্ত কলেবরে সেই স্থানে নিপতিত রহিলেন।

সঞ্জয় উবাচ ।

তং পাতিতং ততো দৃষ্ট্বা মহাশালমিবোদগতম্ ।
ঐহৃষ্টমনসঃ সর্কে দদৃশুস্তত্র পাণ্ডবাঃ ॥
তং মন্তমিব মাতঙ্গং সিংহেন বিনিপাতিতম্ ।
দদৃশুর্হৃষ্টরোমাণঃ সর্কে তে চাপি সোমকাঃ ॥
ততো হৃষ্যোধনং হত্বা ভীমসেনঃ প্রেতা পবান্ ।
পতিতং কৌরবেন্দ্রং তমুপাগম্যেদমব্রবীৎ ॥
গৌর্গৌরিতি পুরা মন্দ্রোপদীমেকবাসসম্ ।
যৎ সভায়াং হসন্নস্মাংস্তদা বদসি তুর্ষ্মতে ॥
তস্যাবহাসস্ত ফলমদ্য ত্বং সমবাপ্তু হি ।
এবমুক্ত্বা স বামেন পদা মৌলিমুপাস্পৃশৎ ।
শিরশ্চ রাজসিংহস্ত পাদেন সমলোড়য়ৎ ॥
তত্রৈব ক্রোধসংরক্তো ভীমঃ পরবলার্দ্দনঃ ।
পুনরেবাত্রবীরাণ্যং যত্তচ্ছূনু নরাধিপ ॥
যোহস্মান্ পুরা অনৃত্যস্তি মুচ্যাত্তৌ গৌরিতি ।
তান্ বয়ং প্রতিনৃত্যামঃ পুনর্গৌরিতি গৌরিতি ॥
নাশ্মাকং নিকৃতির্কহ্নির্নাকৃদাতং ন বঞ্চনা ॥
স্ববাহুবলমাশ্রিত্য প্রবাধামো বয়ং রিপূন ॥
সৌহবাপ্য বৈরস্য পরস্য পারং বৃকোদরঃ প্রাহ শনৈঃ প্রহস্ত ।
যুধিষ্ঠিরং কেশবস্বজ্ঞয়াংশ্চ ধনঞ্জয়ং মাদ্রবতীসুতো চ ॥
রজস্বলাং দ্রোপদীমানয়ন্ যেষে চাপ্যকুর্কস্ত সদস্তবজ্রাম্ ।
তান্ পশুধ্বং পাণ্ডবৈর্ধার্ত্তরাষ্ট্রানুগে হতাংস্তপসাঃ যাজ্ঞসেজ্জাঃ ॥
যে নঃ পুরা ষণ্ডতিলানবোচন্ ক্রূরা রাজ্ঞো ধৃতরাষ্ট্রস্ত পুত্রাঃ ।
তে নো হতাঃ সগণাঃ সানুবন্ধাঃ কামং স্বর্গং নরকং বা পতামঃ ॥
পুনশ্চ রাজ্ঞঃ পতিতস্য ভূমৌ স তাং গদাং স্কন্ধগতাং প্রগৃহ্ণ ।
বামেন পাদেন শিরঃ প্রমুদ্য হৃষ্যোধনং নৈকৃতিকং ত্রবোচৎ ॥

হঠেন রাজন্ কুরুসন্তমস্ত কুদ্রাঅনা ভীমসেনেন পাদম্ ।
 দৃষ্টা কৃতং মুর্দ্ধনি নাভানন্দন্ ধর্ম্মাঅনঃ সোমকানাং প্রবর্হাঃ ॥
 তব পুত্রং তথা হস্তা কথমানং বৃকোদরম্ ।
 নৃত্যমানঞ্চ বহশো ধর্ম্মরাজোহব্রবীদিদম্ ॥
 গতৌহসি বৈরস্যানুগাং প্রতিজ্ঞা পুরিতা ত্বয়া ।
 শুভেনৈবাশুভেনাথ কর্ম্মণা বিরমাধুনা ॥
 মা শিরোহস্ত পদা মর্দীর্মা ধর্ম্মস্তেহতিগো ভবেৎ ।
 রাজা জ্ঞাতির্হঁতশ্চাং নৈতন্ন্যায়াং তবানঘ ॥
 একাদশচমূনাথং কুরুগামধিপং তথা ।
 মা স্রাস্তীর্ভীম পাদেন রাজানং জ্ঞাতিমেব চ ॥
 হতবন্ধুর্হঁতামাত্যো ভ্রষ্টসৈন্যো হতো মূধে ।
 সর্ষকারেণ শোচ্যোহং নাবহাশ্চোহয়মীশ্বরঃ ॥
 বিশ্বস্তোহং হতামাত্যো হতভ্রাতা হতপ্রজঃ ।
 উৎসন্নপিণ্ডো ভ্রাতা চ নৈতন্ন্যায়াং কৃতং ত্বয়া ॥
 ধার্ম্মিকো ভীমসেনোহসাবিত্যাহুস্তাং পুরা জনাঃ ।
 স কস্মাদ্ভীমসেন স্বং রাজানমধিতিষ্ঠসি ॥
 ইত্যুক্ত্বা ভীমসেনস্ত সাক্ষকণৌ যুধিষ্ঠিরঃ ।
 উপস্থত্যাভ্রবীদীনো দুর্ঘ্যোধনমরিন্দমম ॥
 তাত মন্যুর্ন তে কার্য্যো নান্মা শোচ্যস্ত্বয়া তথা ।
 নুনং পূর্ব্বকৃতং কর্ম্ম সূঘোরমহুভূয়তে ॥
 ধাত্রোপদিষ্টং বিষমং নুনং ফলমসংস্কৃতম্ ।
 যদয়ং ত্বাং জিঘাংসামস্বধাম্মান্ কুরুসন্তম ॥
 আত্মনো হপরাধেন মহদ্ব্যসনমীদৃশম্ ।
 প্রাপ্তবানসি যত্রোভান্মদাধাণ্যচ্চ ভারত ॥
 ঘাতয়িত্বা বয়স্যংশ্চ ভ্রাতৃনথ পতংস্তথা ।
 পুত্রান্ পৌত্রাংশ্চ চাশ্রাংস্ততোহসি নিধনস্ততঃ ॥
 তবাংগপরাধান্মাভিভ্রাতরস্তে মহারথাঃ ।
 নিহতা জ্ঞাতয়শ্চাত্রে দিষ্টং মথৌত্তরত্যয়ম্ ॥
 নান্মাহুশোচনীয়স্তেঃশ্রাঘ্যো মৃত্যুস্তবানব ।
 বয়মেবাধুনা শোচ্যাঃ সর্ষাবহাস্ত কোরব ॥

কৃপণং বর্জয়িষ্যামস্তৈর্হীনা বহুভিঃ প্রিঠৈঃ ।
 ত্রাতৃগাঐক্যব পুত্রাণাং নপ্তৃগাং শোকবিহ্বলাঃ ।
 কথং দ্রক্ষ্যামি বিধবা বধূঃ শোকপরিপ্লুতাঃ ।
 ত্বমেকঃ প্রস্থিতো রাজন্ স্বর্গে তে নিলয়ো ঐবঃ ॥
 বয়ং নারকিসংজ্ঞা বৈ হুঃখং ভোক্ষ্যাম দারুণম্ ।
 স্মৃশাস্ত প্রস্মৃশাশ্চৈব ধৃতরাষ্ট্রস্য বিহ্বলাঃ ॥
 গর্হয়িষ্যন্তি নো নুনং বিধবাঃ শোককর্ষিতাঃ ।
 এবমুক্ত্বা স্নুহুঃখার্থো নিশ্বাস স পার্থিবঃ ।
 বিললাপ চিরঞ্চাপি ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শল্যপর্কণি গদাযুদ্ধপর্কণি যুধিষ্ঠিরবিলাপে একনোষষ্ঠিতমো.

২ধ্যায়ঃ ।

মৌখিক পর।

দ্রোণনন্দন অশ্বখামা অসদুপায়ে পাণ্ডবগণকে বিনাশ করিবার কল্পনা
রতে লাগিলেন এবং গভীর নিশীথে, অন্ধকারে আবৃতকার হইয়া পাণ্ডব-
শিবিরে গমন পূর্বক যুদ্ধারশিষ্ট যোদ্ধৃবর্গকে সংহার করিবেন স্থির করিলেন।
তৃবধ জনিত ক্রোধান্বিত দ্রোণনন্দনের এই অভিসন্ধি অবগত হইয়া তদীয়
তুল, কৃপাচার্য্য বিবিধ কল্যাণকরে বাক্যদ্বারা তাঁহাকে নিরস্ত করিবার
চেষ্টা করিলেন কৃপাচার্য্যের সেই সকল সদযুক্তি নিষ্ফল হইল ; অশ্বখামা
ওবকুল নিষ্ফল কারবার বাসনায় এতই উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন যে, তিনি
নি সদুপদেশেই কর্ণপাত করিলেন না। অবশেষে তিনি অস্ত্র শস্ত্র সম্পন্ন
রা পাণ্ডব শিবিরে প্রবেশ করিলেন। মহাত্মা কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্মা, দ্বার-
শ অবস্থিত রহিলেন। পঞ্চপাণ্ডব, কৃষ্ণ ও সাত্যকি প্রভৃতি বীরেরা সে
ভূতে শিবিরে ছিলেন না। অবশিষ্ট সকলেই যুদ্ধজনিত শ্রমাবসানে প্রগাঢ়
নিদ্রাভিত্ত হইয়া শিবির মধ্যে অবস্থিত ছিলেন। দ্রোণনন্দন প্রথমেই
হস্তা ধৃষ্টদ্যুম্নের শয়নাগারে প্রবেশ করিলেন, এবং তাঁহার কেশাকর্ষণ
ক তাঁহাকে ভূতলে সম্প্রদিত করিতে করিতে নিহত করিলেন। তদন-
ন্তর অশ্বখামা চতুর্দিকে প্রধাবিত হইয়া বীরগণকে শমন সদনে প্রেরণ করিতে
কলেন। দ্রোণদ্রোণ পঞ্চপুত্র, শিখণ্ডী, দ্রুপদরাজার পুত্র ও পৌত্রগণ,
খামার হস্তে নিহত হইলেন। যে কয়েক ব্যক্তি তৎকালে শিবিরে
গন না ; কেবল তাঁহাদেরই জীবন রক্ষিত হইল। তদ্ব্যতীত পাণ্ডব-
গণ বাবতীয় বীর নিহত হইলেন। এইরূপে বিপুল শত্রু সংহার করিয়া
দ্রোণনন্দন উবা সমাগম সময়ে পাণ্ডব শিবির পরিত্যাগ করিলেন এবং দ্বৈপা-
য়ন সমীপে মরণাপন্ন দুর্যোধনের নিকটাগত হইলেন। রাজা দুর্যোধন
কুলের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া আনন্দিত মনে বদ্ধজয়কে আলিঙ্গন করি-
ল। তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রাণপক্ষী দেহ পিঞ্জর পরিত্যাগ করিল। বীরজয়
নাঁকে যুত্মুখে পতিত দেখিয়া শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে প্রস্থান করিলেন।
এদিকে পাণ্ডব শিবিরে বিপদ বার্ত্তা প্রত্যাগে যুধিষ্ঠিরের সমীপে নীত
। তিনি শোকাকুলিত চিত্তে অহুদগণ সহ শিবিরে প্রত্যাগত হইলেন।
শোকাতুরা দ্রোণদ্রোণ, অবিলম্বে অশ্বখামাকে নিধন করিবার নিমিত্ত এবং

সেই ছবৃত্ত শত্রুর পরাজয়ের প্রমাণ স্বরূপে তদীয় মন্তকস্থিত মহাহঁ মণি আনয়ন করিবার নিমিত্ত, স্বামীগণকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। উত্তেজিত ভীমসেন তৎক্ষণাৎ রথারোহণে শত্রু সংহারে ধাবিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, “একাকী ভীমসেনকে সেই দুর্ব্বার বিপুর সম্মুখীন হইতে দেওয়া বিধেয় নহে। যুধিষ্ঠির ও ধনঞ্জয়কে স্বকীয় রথে স্থাপন করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ ব্রকোচের অনুসরণ করিলেন। ভীমসেন ভাগীরথীতীরে সমাগত হইয়া দেখিতে পাইলেন, দ্রোণন্দন বেদব্যাসাদি মুনিগণের সহিত উপবিষ্ট রহিয়াছেন। দ্রোণন্দন পাণ্ডবগণকে সমাগত দেখিয়া, পাণ্ডব বংশ নির্মূল করিবার অভিপ্রায়ে, ব্রহ্মসির অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন এবং অজ্ঞানও তন্নিবারণের জন্য দিব্যাস্ত্র ত্যাগ করিলেন তৎক্ষণাৎ মহর্ষি বেদব্যাস ও নারদ অস্ত্রবয়ের মধ্যবর্তী হইলেন। তাঁহাদিগকে সম্মুখাগত দেখিয়া অর্জুন অস্ত্রের প্রতিদ্বন্দ্বা করিলেন, কিন্তু দ্রোণাশ্বজ ইচ্ছুক হইয়াও তাহা করিতে পারিলেন না। বেদব্যাসের মন্ত্রনাক্রমে স্থিরীকৃত হইল যে, দ্রোণাশ্বজ পরিত্যক্ত অস্ত্র পাণ্ডবগণের পত্নীদিগের গর্ভোদেশে নিক্ষিপ্ত হইবে। অশ্বখামা আপনার অপরাধ স্বীকার করিয়া পাণ্ডবদিগের হস্তে স্বকীয় মন্তক স্থিত মণি প্রদান করিলেন। ভীমসেনাদি প্রত্যাগত হইয়া দ্রোণদৌর হস্তে সেই মণি সম্প্রদান করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিলেন।

দুৰ্য্যোধন প্রাণত্যাগঃ ।

১৫ উবাচ ।

ত হৃদা সৰ্বপাঞ্চালান্ দ্রোণদেয়াংশ্চ সৰ্ব্বগঃ ।
 আগচ্ছন্ সহিতাস্তত্র যত্র দুৰ্য্যোধনো হতঃ ॥
 গদা চৈনমপশ্যন্তু কিঞ্চিং প্রাণং জনাধিপম্ ।
 ততো রথোভাঃ প্রস্কন্য পরিবক্রন্তবাস্বজম্ ॥
 তং ভগ্নসক্ৰং রাজেন্দ্র কৃচ্ছ, প্রাণমচেতনম্ ।
 বমন্তং রুধিরং বক্তাদিপশ্যন্ বহুধাতপে ॥
 ব্রতং সমস্তাবহতিঃ স্বাপদৈর্ঘোরদর্শনৈঃ ।
 শালাবৃকগণৈশ্চৈব ভক্ষয়িষ্যদ্বিরস্তিকাং ॥
 নিবারয়ন্তং কৃচ্ছ্রাতান্ স্বাপদাংশ্চ চিখাদিবৃন্ ।
 বিচেষ্ঠমানং মহ্যাঞ্চ স্তূভশং গাঢ়বেদনম্ ॥
 তং শয়ানং তথা দৃষ্ট্বা ভূমৌ স্কন্ধিরোকিতম্ ।
 হতশিষ্টাস্ত্রয়োবীরাঃ শোকাক্তাঃ পর্যাবারয়ন্ ॥
 অস্থথামা কৃপশ্চৈব কৃতবর্ষা চ সাস্বতঃ ।
 তৈজ্জিভিঃ শোণিতাদিধ্বনিশ্বসন্তিস্মহারথৈঃ ॥
 শুভতে সংব্রতো রাজা বেদী ত্রিভিৰবাগ্ৰিভিঃ ।
 তে তং শয়ানং সংপ্ৰেক্ষ্য রাজানমতথোচিতম্ ॥
 অধিষহোন হুঃখেন ততস্তে রুরুদুস্তয়ঃ ।
 ততস্তু রুধিরং হস্তৈশ্চুখান্নিমূৰ্জ্য তস্য হি ।
 রণে রাজ্ঞঃ শয়ানস্য কৃপণং পর্যাদেবয়ন্ ॥

প উবাচ ।

ন দৈবস্যাতিভারোহস্তি যদয়ং রুধিরোকিতঃ ।
 একাদশচমূভৰ্ত্তা শেতে দুৰ্য্যোধনো হতঃ ॥
 পশ্য চামীকরাভস্য চামীকরবিভূষিতাম্ ।
 গদাং গদাপ্রিয়সোমাং সমীপে পতিতাং ভূবি ॥
 ইয়মেনং গদা শূরং ন জহাতি রণে রণে ।
 স্বর্গায়াপি ব্রজন্তং হি ন জহাতি যশস্বিনম্ ॥

পশোমাং সহ বীরেণ জাষু নদবিভূষিতাম্ ।
 শয়ানাং শয়নে হর্ষো ভাৰ্যাং প্রীতিমতীমিবা ॥
 যোহয়ং মুৰ্দ্ধাভিষিক্তানামগ্রে ষাতঃ পরস্তপঃ ।
 স হতো গ্রসতে পাংশূন্ পশ্য কালস্য পর্যায়ম্ ॥
 যেনাজৌ নিহতা ভূমাবশেরত হতবিষঃ ।
 স ভূমৌ নিহতঃ শেতে কুরুরাজঃ পটৈররয়ম্ ॥
 ভয়ান্নমন্তি রাজানো যস্য স্ম শতসজ্জাশঃ ।
 স বীরশয়নে শেতে ক্রব্যাস্তিঃ পরিবারিতঃ ॥
 উপাসত দ্বিজাঃ পূৰ্ব্বমর্থহেতোৰ্ম্মীশ্বরম্ ।
 উপাসতে চ তং হাদ্য ক্রব্যাদা মাংসহেতবঃ ॥

সঞ্জয় উবাচ ।

তং শয়ানং কুরুশ্রেষ্ঠং ততো ভরতসত্তম ।
 অশ্বখামা সমালোক্য কৰুণং পর্যাদেবয়ং ॥
 আছত্বাং রাজশাৰ্দূল মুখ্যং সৰ্ব্বধনুগতাম্ ।
 ধনাধ্যক্ষোপমং যুদ্ধেশিয়ং শঙ্কৰ্ষণস্য চ ॥
 কথং বিবরমদ্রাক্ষীভীমসেনস্তবানঘ ।
 বলিনং কুতিনং নিত্যং স চ পাপাস্বান্মৃপ ॥
 কালো নুনং মহারাজ লোকেহস্মিন্ বলবন্তরঃ ।
 পশ্যামৌ নিহতং ত্বাঞ্চ ভীমসেনেন সংযুগে ॥
 কথং ত্বাং সৰ্ব্বধৰ্ম্মজ্ঞং ক্রুদ্ধং পাপো, বৃকোদরঃ ।
 নিকৃত্যা হতবান্মন্দো নুনং কালো হুরত্যয়ঃ ॥
 ধৰ্ম্মযুদ্ধে হৃদ্ষেণ সমাহুয়োজসা মুখে ।
 গদয়া ভীমসেনেন নির্ভগ্নে সন্ধিনিী তব ॥
 অধৰ্ম্মেণ হতস্যাজৌ মৃদ্যমানং পদা শিরঃ ।
 য উপেক্ষিতবান্ ক্ষুদ্রং ধিক্ৰুদ্ধং ধিগ্‌যুধিষ্ঠিরম্ ॥
 যুদ্ধেষপৰদিযাস্তি যোধা নুনং বৃকোদরম্ ।
 যাবৎ স্থাস্যস্তি ভূতানি নিকৃত্যা হাসি পাতিতঃ ॥
 নহু রামোহব্রবীদ্রাজং ত্বাং সদা যদ্বনন্দনঃ ।
 হৃষ্যোদনসমো নাস্তি গদয়া ইতি বীৰ্য্যবান্ ॥

স্নাষতে স্বাং হি স্বাক্ষরো রাজন্থ সংসংস্কৃতারত ।
 সুশিষ্যো মম কোরব্যো গদাযুক্ত ইতি প্রতো ॥
 স্বাং গতিং ক্ষত্রিয়স্যাঙ্কঃ প্রশস্তাং পরমর্ষয়ঃ ।
 হতস্যাতিমুখস্যাক্ষৌ প্রাপ্তস্বমসি স্বাং গতিম্ ॥
 দুৰ্যোধন ন শোচামি স্বামহং পুরুষৰ্ষভ ।
 হতপুত্রো তু শোচামি গাক্ষারীং পিতরঞ্চ তে ॥
 তিক্ষ্ণকৌ বিচরিস্যোতে শোচন্তো পৃথিবীমিমাম্ ।
 ধিগন্ত কৃষ্ণং বাঞ্ছ্যে রমর্জুনকপি দুৰ্ম্মতিম্ ॥
 ধর্ম্মজ্ঞমানিনৌ যৌ স্বাং বধ্যমানমুপেক্ষতাম্ ।
 পাণ্ডবাশ্চাপি তে সর্ব্বে কিং বক্ষ্যন্তি নরাধিপ ॥
 কথং দুৰ্যোধনোহস্মাভির্হিত ইতানপত্রপাঃ ।
 ধন্যস্বমসি গাক্ষারে যন্তুমাযোধনে হতঃ ॥
 প্রয়াতোহতিমুখঃ শত্রুন্ ধর্ম্মেণ পুরুষৰ্ষভ ।
 হতপুত্রা হি গাক্ষারী নিহতজ্ঞাতিবান্ধবা ॥
 প্রজ্ঞাচক্ষুশ্চ দুর্দর্শঃ কাং গতিং প্রতিপৎস্যাতে ।
 ধিগন্ত কৃতবর্ষ্যাণং মাং কৃপঞ্চ মহারথম্ ॥
 যে বয়ং ন গতঃ স্বর্গং স্বাং পুরস্কৃত্য পার্ধিবম্ ।
 দাতারং সর্ব্বকামানাং রক্তিতারং প্রজাহিতম্ ॥
 যদয়ং নানুগচ্ছামস্বাং ধিগম্নান্নরাধমান্ ।
 কৃপস্য তব বীর্য্যেণ মম চৈব পিতৃশ্চমে ॥
 সতৃত্যানাং নরব্যাক্ত রত্নবস্তি গৃহাণি চ ।
 ভবং প্রসাদাদস্মাভিঃ সমিট্রৈঃ সহ বাক্ষতৈঃ ॥
 অবাণ্ডাঃ ক্রতবো মুখ্যা বহবো ভূরিদক্ষিণাঃ ।
 কুতশ্চাপীদৃশং পাপাঃ প্রবর্ত্তিষ্যামহে বরম্ ॥
 যাদৃশেন পুরস্কৃত্য স্বং গতঃ সর্ব্বপার্ধিবান্ ।
 বরমেব ত্রয়ো রাজন্থ গচ্ছন্তঃ পরমাং গতিম্ ॥
 যদে স্বাং নানুগচ্ছামস্তেন বক্ষ্যামহে বরম্ ।
 স্বংসঙ্গহীনী হীনার্থাঃ শ্রবন্তঃ স্কৃততস্য তে ॥
 কিং নাম তত্ত্ববেৎ কস্মি যেন স্বাং ন ব্রজ্যাম বৈ ।
 হঃখং নুনং কুরুশ্রেষ্ঠ চরিত্যাম যদীমিমাম্ ॥

হীনানাং নম্রা রাজন্ কুতঃ শান্তিঃ কুতঃ সুখম্ ।
 গত্তেতস্ত মহারাজ সমেত্য চ মহারথান্ ॥
 যথ্যশ্রেষ্ঠং যথ্যজ্যেষ্ঠং পূজয়েৰ্ৰচনান্মম ।
 আচার্য্যং পূজয়িত্বা চ কেতুং সৰ্ব্বধনুস্বতাম্ ॥
 হতং ময়াদা শংসেথা ধুষ্টহ্মসং নরাধিপ ।
 পরিষজ্জেথা রাজানং বাহ্লীকং স্মমহারথম্ ॥
 সৈন্ধবং সোমদত্তঞ্চ ভূমিশ্রবসমেব চ ।
 তথা পূৰ্ণগতানন্যান্ স্বৰ্গে পার্থিবসত্তমান্ ।
 অশ্বদ্বাক্যাং পরিষজ্য পৃচ্ছেথাস্বমনাময়ম্ ॥

সঞ্জয় উবাচ ।

ইত্যেবমুক্তা রাজানং ভয়সক্খমচেতনম্ ।
 অশ্বথামা সমুদীক্ষ্য পুনৰ্ৰচনমববীৎ ॥
 দুৰ্য্যোধন জীবসি স্বং বাক্যং শ্রোত্বসুখং শৃণু ।
 সপ্ত পাণ্ডবতঃ শেবা ধার্ত্তরাষ্ট্রাস্থয়ো বয়ম্ ॥
 তে চৈব ভ্রাতরঃ পঞ্চ বাসুদেবোহথ সাত্যকিঃ ।
 অহঞ্চ কৃতবৰ্ম্মা চ কৃপঃ শারদ্বতস্তথা ॥
 দ্রৌপদেয়া হতাঃ সৰ্ব্বে ধুষ্টহ্মস্য চাশ্বজাঃ ।
 পাঞ্চালা নিহতাঃ সৰ্ব্বে মৎস্যশেষঞ্চ ভারত ॥
 কৃতে অতিকৃতং পশ্য হতপুত্রা হি পাণ্ডবাঃ ।
 সৌপ্তিকে শিবিরং তেষাং হতং সনরবাহনম্ ॥
 ময়া চ পাপকৰ্ম্মাহসৌ ধুষ্টদুস্মো মহীপতে ।
 প্রবিশ্য শিবিরং রাত্রৌ পশুমায়েণ মারিতঃ ॥
 দুৰ্য্যোধনস্ত তাং বাচং নিশম্য মনসঃ প্রিয়াম্ ।
 প্রতিলভ্য পুনশ্চেত ইদং বচনমববীৎ ॥
 ন মেহকরোত্তদগাংয়েনো ন কণো ন চ তে পিতা ।
 যস্যস্বা কৃপভোজ্যভ্যাং সহিতেনাদ্য মে কৃতম্ ॥
 স চ সেনাপতিঃ ক্ষুদ্রোহতঃ সার্কং শিখণ্ডিনা ।
 তেন মন্যে মঘবতা সমমাস্ত্রানমদ্য বৈ ॥
 স্বস্তি প্রাপ্নুত ভদ্রং বঃ স্বৰ্গে নঃ সঙ্গমঃ পুনঃ ।
 ইত্যেবমুক্তা ভূকীং স কুরুভাজো মহামনাঃ ॥

প্রাণানুদন্তজঘীরঃ সুরদাং হৃৎসমুৎসজন্ ।
 অক্রামদ্বিবং পুণ্যাং শরীরং ক্রিতিমাবিশং ॥
 এবং তে নিধনং যাতঃ পুত্রো দুর্যোধনো নৃপ ।
 অগ্রে ষাষ্মা রণে শূরঃ পশ্চাৎনিহতঃ পঠৈঃ ॥
 তথৈব তে পরিষক্তাঃ পরিষজ্য চ তে নৃপম্ ।
 পুনঃ পুনঃ প্রেক্ষমাণাঃ স্বকানারুহুরথান্ ॥
 ইত্যেহং দ্রোণপুত্রস্য নিশম্য করুণাং গিরম্ ।
 প্রত্যাষকালে শোকাক্তঃ প্রাদ্রবন্নগরং প্রতি ॥
 এবমেব ক্ষয়ো বৃন্তঃ কুরুপাণ্ডবসেনয়োঃ ।
 ঘোরো বিশসনো রৌদ্রো রাজন্ দূর্শ্যজিতে তব ॥
 তব পুত্রে গতে স্বর্গং শোকাক্তস্য মমানঘ ।
 ঋষিদত্তং প্রনষ্টং তদ্ব্যাদর্শিত্বমদ্য বৈ ॥

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ইতি শ্রুত্বা স নৃপতিঃ পুত্রস্য নিধনত্বদা ।
 নিশ্বস্য দীর্ঘমুষ্ণঞ্চ ততশ্চিন্তাপরোহভবৎ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে সৌপ্তিকপর্কণিদুর্যোধনপ্রাণত্যাগে নবমোহধ্যায়ঃ ॥

স্ত্রী পর্ব ।

ছৰ্ঘোধনাদি আয়ত্ন ও স্তম্ভদগণের নিধন বার্তা আকর্ষণ করিয়া ধৃতরাষ্ট্র নিত্যন্ত শোক সন্তপ্ত হইলেন। মহাত্মা সঞ্জয় ও ধার্মিকোত্তম বিহর নানা প্রকার সঙ্গদেশপূর্ণ আখ্যায়িকা ও জ্ঞানগর্ভ বাক্যাবলী প্রয়োগ করিয়া, তাঁহার হৃদয়ে শান্তি সঞ্চার করিতে থাকিলেন। মহাত্মা বেদব্যাসও স্বকীর্ত্ত পুত্র ধৃতরাষ্ট্রের শোকাপনোদন বাসনায় বিবিধ সঙ্গদেশ প্রদান করিলেন। এবং তাঁহাকে অনর্থক পুত্র শোক পরিত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলেন। ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন অন্তহত হইলে, অন্ধরাজের আজ্ঞাক্রমে অন্তঃপুর-চারিকাগণ সঙ্গে সন্তান-শোক-সন্তপ্ত গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে আগমন করিলেন এবং রোদন ধ্বনিতে দিগন্ত সমাচ্ছন্ন করিয়া তুলিলেন। অতঃপর রাজা ধৃতরাষ্ট্র পৌর-কামিনীগণের সমভিব্যাহারে রণস্থলে গমন করিবার অভিলাষে গৃহ-নিষ্কাশ হইলেন। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া, রাজা যুধিষ্ঠির জুজ্ঞৎ ও ভ্রাতৃগণ সহ অন্ধরাজের চরণ বন্দনা করিবার অভিপ্রায়ে পথিমধ্যে আসিয়া মিলিত হইলেন এবং তিনি ও তাঁহার অনুজগণ স্ব স্ব নামোচ্চারণ পূর্বক জ্যেষ্ঠতাতকে প্রণাম করিতে থাকিলেন। অগ্রসন্ন মনে যুধিষ্ঠিরকে আলিঙ্গন করিয়া, ধৃতরাষ্ট্র পুত্রহত্যা ভীমকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। অমিত বলশালী বর্ষীয়ান্ নরপতি ভীমসেনকে সম্প্রদেয় করিয়া নিপাতিত করিবেন, এই আশঙ্কায় দূরদর্শিগণের অগ্রগণ্য শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব হইতেই সতর্কতা সহকারে এক লোহময় ভীমমূর্ত্তি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই প্রতিমূর্ত্তি ধৃতরাষ্ট্রের সম্মুখে সংস্থাপিত করিলে, প্রকৃত ভীমবোধে আশ্চর্য্যিক বল সম্পন্ন অন্ধরাজ আলিঙ্গন দানে তাহা বিচূর্ণিত করিয়া ফেলিলেন। অন্যত্র ভীম হইল জন্মিত অমৃতাপে তিনি আর্জুনাদ করিতে থাকিলে, প্রকৃত ভীম বিচূর্ণকৃত হইল না, এই শুভ সংবাদ তাঁহার গোচর করা হইল। ছৰ্ঘোধনাদির ব্যবহার হেতু এইরূপ পরিণাম অবশ্যজ্ঞাবী বলিয়া মহাত্মা জীবীকেশ অন্ধরাজের শোকোচ্ছ্বাস মন্দীভূত করিয়া পাণ্ডবগণ সহ গান্ধারীর সমীপে গমন করিলেন। বিবিধ বিনয় ও নম্র ব্যবহারে বৃকোদর গান্ধারীকে প্রসাদিত করিবার প্রয়াস করিলেন; ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠিরও আপনাকে মিত্রদ্রোহী হৃৎ এবং অভিসম্পাতের উপযুক্ত পাত্র বলিয়া রাজার চরণে শরণাগত হইলেন।

জনন্তর পাণ্ডবগণ কুন্তীদেবীর সমীপে গমন করিলেন এবং পুত্রহীনা রূপদ-
ভনয়া ধরাতলে নিপতিতা হইয়া আর্তনাদ করিতে থাকিলেন। গান্ধার-রাজ
নন্দিনী সেই স্থানে আগমন করিয়া জ্যোপদীকে শাস্ত করিতে থাকিলেন।
জনন্তর গান্ধারী বেদব্যাস ঐদত্ত বর প্রভাবে সেইস্থান হইতেই সমরক্ষেত্রের
অবস্থা ও বিগতজীব পুত্রাদি বীরগণের দুর্দশা দর্শনে অবশেষে বিলাপ
করিতে লাগিলেন।

ধৃতরাষ্ট্রের অহুজ্জাক্রমে যুধিষ্ঠির নিহত বীরগণের ঔর্দ্ধদেহিকে ক্রিয়া
সম্পাদনার্থ অয়োজন করিলেন। অবিলম্বে অশুর কাষ্ঠ সমন্বিত ঘৃতসংযুক্ত
চিতায়, প্রাধান্যানুসারে বীরগণের দেহ দগ্ধ হইল। অনন্তর ধৃতরাষ্ট্রাদি
বাক্তবৃন্দ ভাগীরথীতীরে সমাগত হইয়া ভূষণাদি পরিত্যাগ করিলেন।
কৌরব পৌর-নারীগণ অশ্রু সমাকীর্ণ নয়নে বীরগণের উদ্দেশে উদক ক্রিয়া
সম্পাদন করিলেন। এই সময়ে কুন্তীদেবী যুধিষ্ঠিরের নিকট কর্ণের প্রকৃত
পরিচয় প্রদান করিলেন। তাঁহাকে সহোদর জ্ঞানিয়া ধর্ম্মনন্দন নিরতিশয়
শোক সংকুল হইলেন এবং পূর্বে এই সম্বন্ধ পরিজ্ঞাত হইতে পারিলে, এই
দকল দারুণ দুঃখপাক কখনই সংঘটিত হইত না বলিয়া পরিতাপ করিতে
থাকিলেন।

শান্তি পর্ব ।

পাণ্ডবগণ অশোচ হেতু একমাস কাল ভাগীরথী তীরে অবস্থান করি-
লেন । এই সময় দেবর্ষি নারদ, মহর্ষি ব্যাস প্রভৃতি মহাপুরুষগণ, যুধিষ্ঠিরের
সহিত সন্ধাতাভিলাষে সমাগত হইলেন । তখন যুধিষ্ঠির নিতান্ত শোকা-
কুলিত চিত্তে আত্মীয় নিধন, বিশেষতঃ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কর্ণের সংহার আলোচনা
করিয়া, শোকে অধীর প্রায় হইয়া উঠিলেন । জননী কুন্তীদেবী কর্ণের
জন্ম বৃত্তান্ত প্রচ্ছন্ন না রাখিলে, কখনই এই সকল অশুভ ঘটনা সংঘটিত
হইত না ; এজন্য ভ্রাতৃবিয়োগ বিধুর যুধিষ্ঠির অভিসম্পাত করিলেন যে,
এখন হইতে ত্রীলোকেৱা কখনই কোন কথা গোপন করিয়া রাখিতে পারি-
বেন না । অনন্তর মহর্ষি বেদব্যাস নানা প্রকার প্রাচীন আখ্যায়িকা ও
পৌরাণিক বৃত্তান্তাদির উল্লেখ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে বিনোদিত করিতে
থাকিলেন ।

আত্মীয়-নিধন-জনিত শোক-সমুপ্ত যুধিষ্ঠির কথঞ্চিৎ প্রশম হইয়াছেন মনে
করিয়া, অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে সিংহাসনাসীন হইয়া রাজ্য পালন করিতে অনুরোধ
করিলেন । কিন্তু বিকলচিত্ত যুধিষ্ঠির জীবনের অবশিষ্ট কাল বনবাসী হইয়া
অতিবাহিত করিবেন সঙ্কল্প করিয়া ভীমসেনকে রাজসিংহাসন অধিকার
করিতে অনুরোধ করিলেন । তখন আত্মীয়গণ তাবতেই তাঁহাকে এই
অন্তায় অধ্যবসায় হঠতে নিরস্ত হইবার নিমিত্ত অনুরোধ করিতে লাগিলেন,
ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব সকলেই স্ব স্ব ক্ষমতামুসারে যুক্তি প্রয়োগ
করিয়া তাঁহাকে রাজধর্ম পালন করিবার অনুরোধ করিলেন । দ্রুপদনন্দিনী
নিতান্ত কাতর কণ্ঠে, কোমল স্বরে যুধিষ্ঠিরকে রাজ্য পালনার্থে অনুরোধ
করিলেন, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বিস্তর উপদেশ প্রদান করিলেন, এই উপলক্ষে মহায়া
বেদব্যাস যুধিষ্ঠিরের মত পরিবর্তন করিবার অভিপ্রায়ে বিবিধ কাহিনী
কীৰ্ত্তন করিলেন । যুধিষ্ঠির নিতান্ত আগ্রহ সহকারে মহর্ষি বিবৃত ধর্ম
শাস্ত্রোপদেশ শ্রবণ করিতে ছিলেন দেখিয়া ব্যাসদেব বলিলেন, যদি ধর্মকথা
বিশিষ্টরূপে শ্রবণ করিবার অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে হে যুধিষ্ঠির ! তুমি
শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের নিকট গমন করিয়া ধর্ম বিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর ।
যুধিষ্ঠির সেই মহাপুরুষের সম্মুখীন হইতে লজ্জা বোধ করিতে লাগিলেন ।

অতঃপর পাণ্ডবেরা প্রথমতঃ হস্তিনাপুরে আগমন করিলেন। যুধিষ্ঠির বিহিত বিধানে রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন এবং বলদৃষ্ট ভীমসেন যুবরাজ, ধীমান্ বিহর মন্ত্রী, প্রভৃতি যোগ্য পাত্রগণকে যোগ্যপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাজকার্য্য নির্বাহিত করিতে লাগিলেন। তদনন্তর মহারাজ যুধিষ্ঠির, রাজ-ধর্ম্মাদি বিষয়ক শিক্ষালাভপ্রায়ে শ্রীকৃষ্ণ, সাত্যকি ও অমুচরগণ সহ ভীষ্মদেবের সমীপে গমন করিলেন, এবং সকলে যথাযোগ্য অভিবাদন পূর্ব্বক তাঁহাকে বেঠন করিয়া উপবেশন করিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, “হে মহাশয়! আপনি পৃথিবীতে অদ্বিতীয় গুণবান্ ব্যক্তি; আপনার পরম স্নেহ ভাজন যুধিষ্ঠির জ্ঞাতি বিনাশ হেতু নিতান্ত শোকাতুর হইয়াছেন; অতএব আপনি বিহিত উপদেশ প্রদান করিয়া তাঁহাকে প্রকৃততঃ করুন; ইহাই আমাদের অনুরোধ।” শাস্ত্রহু নন্দন কহিলেন, “হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি জ্ঞানিগণের অগ্রগণ্য, এবং মন্ত্রণা কুশলগণের চূড়ামণি; তুমি উপস্থিত থাকিতে আমার উপদেশ প্রদান শোভা পায় না। তুমিই রাজধর্ম্ম আপদ্রর্ম্ম ও মোক্ষধর্ম্মানুশানন বিবৃত করিয়া যুধিষ্ঠিবকে প্রসন্ন কর। বিশেষতঃ আমি এক্ষণে মরণাপন্ন ও বস্তুবাকাতর, এ অবস্থায় আমার পক্ষে কোনই উপদেশ দান সম্ভবপর নহে; অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা কর। তখন শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মের বাবতীয় যাতনা অপনোদিত করিয়া দিলে, বীরবর শাস্ত্রহু নন্দন যুধিষ্ঠিবকে বিবিধ সদুপদেশ প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ভীষ্মের পরিকীর্ত্তীত সেই সকল উপদেশ-মালা জ্ঞানেব ভাণ্ডার স্বরূপ এবং শিক্ষনীয় বিষয়ের নিকেতন স্বরূপ। শরশয্যাশায়ী ভীষ্ম রাজাদিগের কর্তব্য, প্রজা-দিগের সহিত রাজার ব্যবহার, শত্রুদিগের সম্বন্ধে নরপতির অনুষ্ঠান, লোক-রক্ষা প্রভৃতি নানা প্রকার রাজধর্ম্ম; উন্নিয় সংযম, সত্যভাষন, ক্ষমা, পবিত্রতা, আশ্রিত পালন, প্রভৃতি লৌকিকধর্ম্ম; সন্ধি, বিগ্রহ প্রভৃতি আপদ্রর্ম্ম; আশ্রম চতুষ্টয় বিহিত ধর্ম্ম এবং মোক্ষ লাভ বিষয়ক ধর্ম্ম বিশদরূপে বহুবিধ দৃষ্টান্ত ও আখ্যায়িকা সহকারে কীর্ত্তন করিয়' যুধিষ্ঠিরকে চরিতার্থ করিলেন। ভীষ্মের এই উপদেশ, মহাভারতের মধ্যে মহামূল্য সামগ্রীরূপে পরিগণিত।

অনুশাসন পর্ব ।

যুধিষ্ঠির ভীষ্ম প্রদত্ত অমৃত-কর উপদেশ শ্রবণে পরিতৃপ্ত না হইয়া পুনঃ পুনঃ নানা বিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। দেবব্রত নানা প্রকার ইতিহাস, কিম্বদন্তী, কাব্য ও পৌরাণিকী কথার অবতারণা করিয়া, তৎ সমস্ত প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করিতে থাকিলেন। যুধিষ্ঠির তাঁহার অপূর্ণ উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিলে, দেবব্রত তাঁহারে অমুজ্জগৎ সহ রাজ্যপুত্র প্রত্যাগমন করিতে অমুমতি প্রদান করিলেন। তাঁহার আদেশ অবশ্য অতিপালা বোধে বিহিত বিধান, বিদায় গ্রহণ করিয়া পাণ্ডবেরা হস্তিনাপুরে পুনরাগমন করিলেন এবং অবলম্বিত রাজ-কার্যে মনোযোগী হইলেন।

যথাকালে উত্তরায়ন উপস্থিত হইলে, ধৃতরাষ্ট্র, শ্রীকৃষ্ণ, বিদুর ও পঞ্চ-পাণ্ডব প্রভৃতি মহাত্মারা পুনরায় ভীষ্মের শরশয্যা পার্শ্বে সমাগত হইলেন। বেদব্যাস, নারদ ও অশ্বিনীদেব প্রভৃতি ঋষিগণ ও শান্তনুসন্দনকে প্রদক্ষিণ করিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। গান্ধারী, কুন্তী প্রভৃতি পৌরকামিনীগণও তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। অষ্টপঞ্চাশৎ দিবস শরশয্যায় শয়ান থাকার পর ভীষ্মের আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইল। তখন শান্তনুসন্দন ধৃতরাষ্ট্রকে শোক পরিত্যাগ করিতে উপদেশ প্রদান করিলেন এবং ভক্তিসহকারে বাহুদেবকে প্রণাম করিয়া মরণান্তে মোক্ষ লাভের প্রার্থনা করিলেন। তদনন্তর তাৎক্ষণিক সত্যপথে বিচরণ করিতে উপদেশ প্রদান করিয়া মহা মনসী ভীষ্ম দেহ পরিত্যাগ করিলেন। বিদুর ও পাণ্ডবগণ বিহিত বিধানে মহাত্মা ভীষ্মের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন পূর্বক ভাগীরথীতীরে সলিল ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন।

অশ্বমেধ পর্ব ।

ভীষ্মদেব প্রদত্ত সহপদেশেও আশ্রয়-বিয়োগ-কাতর যুধিষ্ঠিরের হৃদয় নৃপূর্ণরূপে প্রকৃতিস্থ হইল না। রাজকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলেও তাঁহার মন বিগত জীব জাতিগণকে স্মরণ করিয়া কাতর ও অবসন্ন হইতে থাকিল। ভীষ্মের মরণান্তে তর্পণ ক্রিয়া সমাধা করিয়া যুধিষ্ঠির নিদারুণ শোক-ভারে প্রণীড়িত হইলে, ধৃতরাষ্ট্র ও শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে অনেক প্রবোধ দিলেন। মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহাকে অস্ত্রমনস্ত ও সূপবিত্র হইবার অভিপ্রায়ে অশ্বমেধ যজ্ঞের অমুষ্ঠান করিতে পরামর্শ প্রদান করিলেন। ধর্ম্ম-রাজ অশ্বমেধ যজ্ঞের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিয়া বলিলেন যে, অধুনা রাজকোষের যেরূপ হীনাবস্থা তাহাতে এরূপ ব্যয়সাধ্য যজ্ঞ ব্যাপার নির্বাহিত হওয়া অসম্ভব। তদন্তরে মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহাকে অনায়াসে প্রচুর ধনাগমের সন্ধান বলিয়া দিলেন এবং সেই বিস্তর রাশি সংগ্রহ করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করিতে দ্রাব্য প্রদান করিলেন। এই পরামর্শ গ্রহণ করিয়া পাণ্ডবগণ হস্তিনাপুরে প্রত্যাগত হইলেন ; এবং বিহিত বিধানে রাজ্য শাসন করিতে থাকিলেন। শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণকে সর্ব্বপ্রকারে নিরাপদ দর্শন করিয়া, স্বম্বাজ্যে প্রত্যায়নের অমুমতি প্রার্থনা করিলেন।

একদা অর্জুন সখা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, “হে বাসুদেব! তুমি আমাকে পূর্বে যে, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপ অপূর্ণ শাস্ত্র শুনাইয়াছ, তাহা আমি বিশ্বস্ত হইয়াছি ; অতএব পুনরায় তাহা ব্যক্ত করিয়া আমাকে চরিতার্থ কর।” শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, “হে অর্জুন! তখন আমি যোগ প্রভাবে যে বিষয় নির্ণয় করিয়াছি, এক্ষণে তাহার পুনরুক্তি অসম্ভব ; তবে তোমার অমুরোধ রিতস্ত হইয়া অধুনা আমি তাহার মর্ম্ম স্বতন্ত্র এক ইতিহাসাকারে পরিবাস্তুরিতেছি।” এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ এক ব্রাহ্মণের প্রসঙ্গ কর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। এই উপাখ্যান ভাগ অমুগীতা নামে প্রসিদ্ধ। ইহার মধ্যেও বিবিধ জ্ঞানগর্ভ প্রসঙ্গ বিস্তৃত আছে। এইরূপে অভিন্ন হৃদয় ব্রাহ্মণকে ধর্ম্মোদেশ প্রদান করিয়া শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। গমনকালে ভগ্নী স্নতদ্রাকে তিনি সঙ্গে লইয়া চলিলেন।

যথাসময়ে দৈবকীনন্দন দ্বারকা নগরে উপস্থিত হইলে ভোজ, বৃষ্টি ও অন্ধকবংশীয়েরা তাঁহার সমুচিত অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহার পিতা বাসুদেব কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সবিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইবার বাসনা প্রকাশ করিলে শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধের যথাযথ বিবরণ ব্যক্ত করিলেন; কিন্তু দৌহিত্র বধ শ্রবণ করিলে শোক-সন্তপ্ত হইবেন মনে করিয়া অভিমহ্যুর নিধন বার্তা পিতৃ-সকাশে ব্যক্ত করিতে সাহস করিলেন না। স্নতদ্রা পুত্র বিয়োগ স্মরণ করিয়া রোদন করিতে করিতে ভূপতিত হইলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ অভিমহ্যুর নিধন বৃত্তান্ত, সবিশেষরূপে ব্যক্ত না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। সকলে অতি-মহ্যুর শোকে হাহাকার করিতে থাকিলেন।

এদিকে পাণ্ডবগণ ব্যাসনির্দিষ্ট স্থান হইতে ধন সংগ্রহের নিমিত্ত আয়োজন করিতে লাগিলেন এবং শুভদিনে তাঁহারা বিত্তসংগ্রহার্থ যাত্রা করিলেন। তথায় দেবতানিগকে প্রীত করিয়া তাঁহারা প্রভূত ধন সংগ্রহ করিলেন এবং ভারবাহী জীব ও মনুষ্যগণের পৃষ্ঠে তৎ সমস্ত আরোহিত করিয়া হস্তিনাপুরে প্রত্যাগত হইলেন।

নির্দিষ্ট কাল উপস্থিত হইলে, পুরুষ শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ বৃষ্ণিবংশীয় অনেক মহাত্মাকে সঙ্গে লইয়া, অর্জুন-প্রাণিনী স্নতদ্রাকে সমভিব্যাহারিনী করিয়া এবং বীরাগ্রন্য বন্দনকে সম্মুখে লইয়া কোরব রাজধানীতে অশ্বমেধ যজ্ঞ দর্শনাভিপারে উপস্থিত হইলেন, পাণ্ডবগণ তৎকালে ধনসংগ্রহার্থ স্থানান্তরে থাকিতেও বিদুবানিব স্বব্যবস্থায় বাষ্কর্যগণের অভ্যর্থনার কোনই ক্রটি হইল না। তাঁহারা আসন গ্রহণ করিলে পর অস্তঃপুরে স্বর্গগত অভিমহ্যুর পত্নী উত্তরা এক মৃত সন্তান প্রসব করিলেন। এই অশুভ সংবাদ শ্রবণ করিয়া বাসুদেবের অস্তঃপুরে প্রবেশ করতঃ স্নতিকাগারে গমন করিলেন এবং অবশুই পুত্র জীবিত হইবে বলিয়া শোকাতুরা পুরনারীগণকে আশাস প্রদান করিলেন। তখন অসাধ্য সাধনক্ষম শ্রীকৃষ্ণ উত্তরার মৃতপুত্রের দেহে জীবন সঞ্চার করিলেন, চারিদিকে আনন্দের কোলাহল সমুখিত হইল। শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞাক্রমে অভিমুন্ডার সেই পুত্র পরীক্ষিত নামে পরীক্ষিত হইলেন।

যথা সময়ে পাণ্ডবগণ রত্নকোষ সমভিব্যাহারে প্রত্যাগত হইলেন এবং পরীক্ষিতের জন্মবৃত্তান্ত ও শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত কর্মের বিষয় শ্রবণ করিয়া গর্ভ-মানন্দ লাভ করিলেন। অনতিকাল মধ্যে সত্যবতীনন্দন বেদব্যাস হস্তিনা

পূরে আগমন করিলেন এবং পাণ্ডবগণকে অশ্বমেধ যজ্ঞের অহুষ্ঠানে ব্যাপৃত হইতে অহুমতি প্রদান করিলেন। তখন যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের অহুমতি ও সহায়তা লাভ করিয়া, যজ্ঞের আয়োজনে নিযুক্ত হইলেন নিয়মিত সময়ে যুধিষ্ঠির ব্যাস কর্তৃক যজ্ঞ দিগ্ধিত হইলেন এবং সর্বগুণে গুণাবিত অর্জুনকে অধরক্ষা ও ভূপতিগণকে নিমন্ত্রণের ভার অর্পণ করিলেন। যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞাশ্ব নানা দিগ্দেশে পর্যটন করিতে লাগিল; এবং অশ্বাসুসারী অর্জুন কোথাও বা সহজে, কোথাও বা যুদ্ধদ্বারা ভূপালগণকে পাণ্ডবানুগত করিতে লাগিলেন। মনিপুরে যজ্ঞাশ্ব উপনীত হইল অর্জুনের চিত্রব্রদা নাম্নী পত্নীর গর্তজাত তনয় বক্রবাহনের সহিত যুদ্ধ হইল; সেই যুদ্ধে অর্জুন পরাজিত ও বিগতজীব হইয়াছিলেন। অনেক কাণ্ডের পর জীবন লাভ করিয়া মনিপুর রাজ্য হইতে অর্জুন নিষ্ক্রান্ত হইলেন। ক্রমে যাবতীয় রাজগণকে আনুগত্য গাশে বদ্ধ করিয়া অর্জুন প্রত্যাগত হইলেন।

যজ্ঞের নিমিত্ত অতীব শোভাময় পুর্বা নির্মিত হইল এবং যজ্ঞস্থলের চতুর্পার্শ্বে নিমন্ত্রিত নরপালগণের অবস্থানের নিামও অনেক অট্টালিকা প্রাপ্তি হইল। ক্রমে নিমন্ত্রিত রাজগণের সমাগমে যজ্ঞস্থল পরিপূরিত হইতে থাকিল। তদানীন্তন তাবৎ ঐশ্বিক ঐশ্বিনশ্রী ও নানা দিগ্দেশীয় ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞস্থলে সমাগত হইলেন। স্বয়ং মহর্ষি বেদব্যাস ষোড়শ জন ঐশ্বিক সমভিব্যাহারে এই যজ্ঞ ক্রিয়া সুসম্পন্ন করিলেন। যুধিষ্ঠির যজ্ঞদক্ষিণা স্বরূপে ব্যাসদেবকে অর্জুন-বিজিত যাবতীয় রাজ্য সমর্পণ করিলেন। কিন্তু সত্যবতীনন্দন রাজ্যগ্রহণ না করিয়া তৎপরিবর্তে ধনসংগ্রহ করিলেন। দ্বৈপায়ণ সেই ধনরাশি কুন্তীদেবীকে দান করিলে, তিনি তাহা বিবিধ সংকর্ষে ব্যয়িত করিলেন। নিয়মিতকালে যজ্ঞ সমাপিত হইলে, ধর্ম্মনন্দন সমাগত পিতৃবৃন্দকে বিহিত বিধানে সংকৃত করিয়া বিদায় করিলেন।

আশ্রমবাসিক পর্ব।

পাণ্ডবগণ সিংহাসনাসীন হইয়া সৰ্বথা ধৃতরাষ্ট্রের মতামুযতী থাকিতেন ; এবং জ্যেষ্ঠতাত ও তৎ পত্নী গান্ধারী দেবীকে পিতা ও মাতার ন্যায় সম্মান করিতেন। অন্ধরাজের সুখৈখ্যেরও কোনই ক্রটি ছিল না। ভীম ব্যতীত অন্য পাণ্ডবগণ ধৃতরাষ্ট্রের সেবা বিষয়ে যথেষ্ট যত্নশীল ছিলেন। অন্ধরাজের আজ্ঞাক্রমে কপট দাত ক্রীড়া সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া ভীমসেন তাঁহার উপর সম্পূর্ণরূপে তুষ্ট ছিলেন না। এইরূপে পঞ্চদশ বৎসর অতিবাহিত হইলে, ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর সহিত পরামর্শ করিয়া, বনগমনের সঙ্কল্প করিলেন এবং স্বকীয় হৃদয়ভাব মহারাজ যুধিষ্ঠিরের গোচর করিয়া বন-গমন বিষয়ে তাঁহার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। শাস্ত্রমুনন্দনের এই অভিপ্রায় অবগত হইয়া ধর্ম্মনন্দন নিরতিশয় দুঃখিত ও কাতর হইলেন এবং তাঁহাকে এই সংকল্প পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত সবিনয়ে অনুরোধ করিলেন ; কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র কোনক্রমেই যুধিষ্ঠিরের প্রার্থনা রক্ষা করিতে স্বীকৃত হইলেন না এবং বৃদ্ধ বয়সে বন-গমনই বিহিত ব্যাবস্থা, ইহাই প্রতিপাদনার্থ নানারূপ যুক্তি প্রয়োগ করিলেন। পাণ্ডব জননী কুন্তীদেবীও তাঁহাদের সঙ্গিনী হইবেন স্থির হইল।

একদা মহাত্মা বিহর রাজা যুধিষ্ঠিরকে বিদিত করিলেন যে, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বনগমনার্থে দাক্ষিত হইয়াছেন, এবং বন-গমনের পূর্বে তিনি ভীষ্মাদি বিগত জীব আশ্রয়গণ ও পুত্রাদির ঔর্ধ্বদেহিক ক্রিয়া সম্পাদনার্থ অর্থ প্রার্থনা করিয়াছেন। রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে যথাভিক্রটি অর্থাদি দান করিয়া অভিলাষানুরূপ ক্রিয়া সম্পাদনের অনুমতি প্রদান করিলেন। সমস্ত ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে, সম্বীক ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডবদিগকে বিহিত বিধানে আশীর্বাদ করিয়া, বন-গমনার্থ যাত্রা করিলে, রাজা যুধিষ্ঠির উচ্চঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে ভূপতিত হইলেন। ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব, বিহর, সঞ্জয় প্রভৃতি অনেকে তাঁহাদের অনুগমন করিতে লাগিলেন। আর কুন্তী, দ্রৌপদী, উলাপী, চিত্রঙ্গদা প্রভৃতি পৌরকামিনীগণও তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিলেন। অনন্তর কুন্তী পুত্র ও পুত্রবধূগণকে বিদায় দিয়া স্বয়ং অন্ধবাজ দম্পতীর বনবাস সঙ্গিনী হইলেন। যুধিষ্ঠির তাঁহাকে নিবৃত্ত

করিবার নিমিত্ত অনেক অগ্নয় করিলেও, তিনি তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। তখন অগত্যা পাণ্ডবগণ রোদন করিতে করিতে পৌরনারীগণ সহ প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

রাজা ধৃতরাষ্ট্র বহুদূর গমন করিয়া জাল্লবী তটে অবস্থান করিলেন, এবং সেই স্থান হইতে ব্যাসের আশ্রমে গমন করিলেন। তথায় বেদ-ব্যাসের উপদেশ ক্রমে তাঁহারা তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। ধর্ম্মাত্মা বিহুয় এবং সঙ্কট তঁাহাদের সঙ্গে ছিলেন। তাঁহারাও উৎকট তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তপঃপ্রভাবে কলেবর ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মাত্মা বিহুয় ধর্ম্মনন্দনের দেহে প্রবেশ করিলেন।

এদিকে পাণ্ডবেরা বহুকাল জননীকে না দেখিয়া নিতান্ত কাতর হইয়া উঠিলেন। দ্রৌপদী স্নানরৌও তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অনন্তর পাণ্ডবগণ প্রভূত সৈন্ত, সামন্ত ও কুলবধূগণকে সঙ্গে লইয়া, ক্রমশঃ ধৃতরাষ্ট্রাধিষ্ঠিত অরণ্য প্রদেশে উপনীত হইলেন। অন্ধরাজ আত্মীয়গণের আগমনে পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন। পাণ্ডবগণ কয়েক দিবস পরমানন্দে তথায় অবস্থান করিলেন। একদা সকলে উপবেশন করিলে, ভগবান্ বেদব্যাস তথায় উপস্থিত হইয়া কহিলেন, “তোমাদিগের যাহার যে কামনা থাকে আমাকে বলিলে, আমি তাহা পূরণ করিতে প্রস্তুত আছি।” তখন বেদব্যাস সকলের হৃদয়গত ভাব পরিজ্ঞাত হইয়া, তাঁহারা যাহাতে বিগতজীব আত্মীয়গণের পুনর্দর্শন লাভ করিতে পারেন তাহারই ব্যবস্থা করিলেন। অনন্তর বৈশ্যদন জলমধ্যে অবগাহন করিয়া কুরুক্ষেত্র সমর-নিহত বীরগণকে আহ্বান করিলেন। তখন ধৃতরাষ্ট্র ব্যাসের কপায় দিব্যদর্শন লাভ করিয়া হতপুত্রাদিকে দেখিতে পাইলেন। গান্ধারী প্রভৃতি সকলেই স্ব স্ব পুত্রাদিকে দর্শন করিয়া পরমানন্দ অমৃতভব করিলেন। এইরূপে একরাত্রে বহুকাল পূর্বের মৃত্যুকবলিত আত্মীয়গণের সহিত মিলিত হইয়া তাবতেই পরমানন্দ উপভোগ করিলেন। অনন্তর প্রভাত কালে বিধবা কুরু কামিনীগণ পতি পরিগৃহীত লোকে গমন করিবার বাসনায় ব্যাসাদেশে ভাগীরথী নীয়ে নিমজ্জিত হইলেন এবং পতির চায় বেশ ভূষা ধারণ করিয়া বিমানারোহণে নির্দিষ্ট স্থানে গমন করিলেন। যাহা কৃষ্ণবৈশ্যদনের কৃপায় ধৃতরাষ্ট্রাদি পুত্রাদিকে দর্শন করিয়া শোক গুহ হইলেন পাণ্ডবগণ বধূগণকে সঙ্গে লইয়া ধৃতরাষ্ট্রের নিকট হইতে বিদায়

এহণ পূর্বক স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিলেন। আগমন কালে জননীকে পরি-
ত্যাগ কারয়া আসিতে তাঁহারা নিতান্ত কাতর হইলেন। ধৃতরাষ্ট্র অনেক
শ্রীতি জনক বাক্য ও সত্বপদেশ দ্বারা তাঁহাদিগকে উপকৃত করিলেন।

দুই বর্ষ পরে একদা মহর্ষি নারদ পাণ্ডব সভায় আগমন করিয়া সংবাদ
দিলেন যে, রাজা ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী এবং কুন্তীদেবী দাবাঘাতে দগ্ধ হইয়া
জীবন বিহীন হইয়াছেন। নারদ কহিলেন, আমি স্বচক্ষে তাঁহাদিগের
প্রাণ শূন্য দেহ দর্শন করিয়া আসিয়াছি। তাঁহারা বিহিত অগ্নি প্রাপ্ত
হইয়াছেন; অতএব তাঁহাদিগের মৃত্যু শোকজনক নহে। এই সংবাদ
শ্রবণে রাজপুত্রী হইতে উচ্চ রোদনধ্বনি সমুখিত হইল। অনন্তর ধর্ম্মনন্দন
প্রকৃতিস্থ হইয়া নিদিষ্ট সময়ে রাজা ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তীর উদ্দেশে বিধি
বিহিত শ্রাদ্ধ দানাদি সম্পন্ন করিলেন।

মৌবল পর্ব ।

এ সকল ঘটনার কিছুকাল পরে বৃষ্টিবংশ ধ্বংস হওয়ার লক্ষণ সমস্ত পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল, একদা দ্বারকা নগরে বিশ্বামিত্র, কণ্ণ ও নারদাদি মুনিগণ সমাগত হইলে, শারস আদি যজুবীরগণ, ঋষিগণের সহিত পরিহাস কবিবার বাসনায় শাশ্বনামক যজু বালককে অন্তঃস্বতা কামিনীর ত্রায় সজ্জিত করিয়া কহিলেন, হে মহর্ষিগণ ! বধূর এই পত্নী কি সন্তান প্রসব করিবেন আপনারা নির্দেশ করুন।" ঋষিগণ এই বিজ্ঞপাচরণে নিতান্ত কুপিত হইয়া কহিলেন, "বৃষ্টি ও অন্ধকগণের সর্বনাশেব নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণনন্দন এই শাশ্ব একটী লৌহমুসল প্রসব করিবে, তোমাদিগের অপরাধে অচিরে যজু বংশ ধ্বংস হইবে। বলরাম সমুদ্রে প্রবেশ করিবেন এবং শ্রীকৃষ্ণ ব্যাধ কর্তৃক বিনষ্ট হইবেন।" এই সকল বিষয় জ্ঞাত হইয়া নিয়তি অপ্রতিবিদেয় বোধে শ্রীকৃষ্ণ প্রতীকারের কোনই চেষ্টা করিলেন না। পরদিবস প্রাতে শাশ্ব, সত্য সত্যই মুসল প্রসব করিল। রাজা উগ্রসেন সেই মুসল স্বল্প রূপে চূর্ণিকৃত করিয়া সমুদ্র জলে নিক্ষেপ করিলেন, সুরাপান অশেষ অনর্থের হেতু-ভূত বোধে মদ্য পানের বিরুদ্ধে রাজ্যমধ্যে উৎকট শাসন বাক্য সংঘোষিত হইল। এই সময়ে বাসুদেব যাদবগণকে প্রভাসতীর্থে গমন করিবার উপদেশ প্রদান করিলেন। যজুবংশীয়গণ সস্ত্রীক প্রভাসে গমন করিয়া স্থখে কালতিবাহিত করিতে থাকিলেন। অনতিকালমধ্যে তাঁহারা তথায় মহানন্দে মগ্ন হইয়া নিঃসঙ্কোচে সুরাপান করিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে ও যথোপযুক্ত সম্মান করিতে তাঁহারা ভুলিয়া গেলেন, তুচ্ছ বাক্য লইয়া তাঁহারা পরস্পর অহঙ্কার প্রকাশ করিতে করিতে বিবাদারম্ভ করিলেন। সাত্যাকি শ্রীকৃষ্ণকে পরিহাস করিলেন, সত্যভামা তাহাতে অভিমানিনী হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। সাত্যাকি ক্রোধান্বিত হইয়া খড়্গদ্বারা কৃতবর্মার মস্তক ছেদন করিলেন। ভোজ ও অন্ধকগণ সাত্যাকিকে আঘাত করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত রুক্মিণী নন্দন ভোগ-গণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন; উভয়েই নিহত হইলেন, দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রহারার্থ একমুষ্টি এরকা গ্রহণ করিলেন; তৎক্ষণাৎ এরকা সমূহ লোহময় মুসল হইয়া উঠিল। সেই এরকাঘাত অনেকেই বিনষ্ট হইল,

অনেকেই এরকা গ্রহণ করিয়া পরস্পরকে আঘাত ও বিনাশ করিতে লাগিল; স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এরকাধাতে প্রায় বহুকুলকে নিঃশেষ করিয়া ফেলিলেন।

সেইস্থান পরিত্যাগ করিয়া বলরামের অধেষণে আগমন পূর্বক শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন তিনি চিন্তামগ্নভাবে বৃক্ষতলে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণকে যদুবংশ ধ্বংসের সংবাদ প্রদান করিয়া অৰ্জুনকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত দারুককে হস্তিনাপুরে প্রেরণ করিলেন এবং নিঃসহায়্য যদুকামিনীগণকে রক্ষার ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত স্বয়ং দ্বারকায় আগমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেবের নিকট আসিয়া সংসার-বাস-বাসনায় অনাবশ্যকতা ব্যক্ত করিয়া বনবাসে তপশ্চারণ করিবার সম্বন্ধ প্রকাশ করিলেন। এইকথা প্রচারিত হইলে, চারিদিক হইতে মহিলাগণ রোদন করিতে থাকিলেন। কৃষ্ণ কহিলেন, “অবিলম্বে মহাত্মা ধনঞ্জয় এখানে আগমন করিয়া তোমাদিগের দুঃখের অবসান করিবেন।” পিতার সহিত তৎকালোচিত কথোপকথন করিয়া এবং রমণী ও শিশুগণের রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ গৃহনিষ্ক্রান্ত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ অরণ্য মধ্যে হৃদয় সমীপে আগমন করিয়া দেখিলেন, তিনি যোগ প্রভাবে দেহত্যাগ করিয়া সর্পরূপে সাগর সলিলে প্রবেশ করিয়াছেন। এইরূপ দর্শন করিয়া দেবকীনন্দন ইন্দ্ৰিয়রোধ পূর্বক শয়ান হইলেন। তখন জরানামে একজন ব্যাধ মৃগবোধে বান্দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে বিক্র করিল, অনন্তর লুক্ক নিকটে আসিয়া স্বকীয় দ্বারিদর্শনে সঙ্কিতমনে তাঁহার চরণ ধারণ করিল। শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে অভয় প্রদান করিয়া উদ্ধৃতিমুখে গ্রহণ করিলেন।

পাণ্ডবগণ এই সকল সংবাদ শ্রবণ করিয়া মুতক্ল হইয়া পড়িলেন। অৰ্জুন অবিলম্বে দ্বারকাপুরে আসিয়া এই বিষাদজনক ব্যাপার পর্যালোচনা করিয়া হাহাকাঙ্ক করিতে করিতে ভূপতিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের মহিষীগণ রোদন করিতে করিতে কৃষ্ণ-সংসার অভ্যর্থনা করিলেন। তদনন্তর ধনঞ্জয় মাতুল বাসুদেবের সমীপে গমন করিয়া সেই মহাপুরুষের মুখ হইতে শ্রীকৃষ্ণের আদেশ সমস্ত পরিজ্ঞাত হইলেন। বাসুদেব কহিলেন, “হে বৎস! তুমি শ্রীকৃষ্ণের অভিন্ন হৃদয় বদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণ তোমার হস্তে যদুবংশীয় শিশু ও রমণীগণের রক্ষণাবেক্ষণের ভার প্রদান করিয়াছেন। এই দ্বারকা নগর সপ্তাহ কালমধ্যে সমুদ্রজলে প্রাবিত হইবে, এই সংবাদ শ্রীকৃষ্ণ তোমার গোচর করিতে বলিয়াছেন। এক্ষণে তোমার কর্তব্য তুমি সম্পন্ন কর।

আমি অবিলম্বে প্রাণত্যাগ করিব। তুমি আমার ঔর্কদেহিক-ক্রিয়া সম্পন্ন করিও।" অবিলম্বে মহাত্মা বাসুদেব ভোগপ্রভাবে তন্তুত্যাগ করিয়া শোক-সন্তাপের হস্ত হইতে অব্যাহিত লাভ করিলেন। ধনঞ্জয় তাঁহার অন্তেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। তাঁহার চারিপত্নী স্বামীর সহিত চিতারোহণ করিয়া বিগতজীব হইলেন। তাঁহাদিগের তর্পনাদি সমাধা করিয়া অর্জুন প্রভাসে গমন করিলেন এবং মৃতব্যক্তিগণের সংকারাদি শেষ করিয়া বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের অগ্নিক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। সপ্তম দিবসে শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র বজ্রকে ও পুরমহিলাগণকে সঙ্গে লইয়া অর্জুন ইন্দ্রপ্রস্থভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। এদিকে সাগর জল সংবর্দ্ধিত হইয়া দ্বারকাপুরী সমাচ্ছন্ন করিল। পথিমধ্যে পঞ্চনারীর সমীপবর্তী প্রদেশ বিশেষে তাঁহাদিগকে নিতান্ত বিপন্ন হইতে হইল, তত্রতা আভীর দম্ভাগণ অর্জুনকে আক্রমণ করিল এবং রমণীগণের অভিমুখে ধাবিত হইতে লাগিল, ভারত-সমর-বিজয়ী বীর কেশরী অর্জুন হতবীর্য্য প্রায় হইয়া দম্ভাদলনের কোনই ব্যবস্থা করিতে পারিলেন না। দম্ভাগণ সুনন্দরীগণকে সবলে লইয়া যাইতে লাগিল এবং কোন কোন কামিনী স্বেচ্ছায় তাহাদের অমুগামিনী হইতে থাকিল। অবশিষ্ট রমণীগণকে সঙ্গে লইয়া অর্জুন ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন করিলেন এবং বজ্রকে ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসনে সমাসীন করিলেন শ্রীকৃষ্ণের কোন কোন মহিষী জলন্ত চিতার প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। কেহ কেহ সংসারশ্রম ত্যাগ করিয়া বনবাসিনী হইলেন এবং অচিরে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। অনন্তর বাসুদেবের নিকট গমন করতঃ অর্জুন এই সকল ব্যাপারের মর্ম্মাবধারণ করিয়া হস্তিনানগরে প্রত্যাগত হইলেন এবং ধর্ম্ম নন্দনের সমীপে সমস্ত ব্যাপার নিবেদন করিলেন।

মহাপ্রস্থানিক পর্ব।

অৰ্জুনের মুখে প্রাণোপম শ্রীকৃষ্ণ সংক্রান্ত এই সকল বিবাদজনক বাক্য অবগত হইয়া যুধিষ্ঠির আপনাদিগের কাল পরিপূর্ণ হইয়াছে বলিয়া স্থির করিলেন। অনন্তর বৈশ্যপুত্র যুযুৎসুকে সমস্ত রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া এবং পরীক্ষিতের হস্তে হস্তিনারাজ্যের ভার সমর্পণ করিয়া মহাত্মা ধর্ম্মনন্দন দ্বাহৃগণ ও পত্নী দ্রুপদনন্দিনীর সমভিব্যাহারে বন গমনের উদ্যোগ করিতে গেলেন। পৌর ও জনপদগণ তাঁহাদিগকে নিরস্ত করিবার প্রয়াস করিলেও তিনি কথার কর্ণপাত না করিয়া সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। অনন্তর সকলে রাজপরিচ্ছদ ও ভূষণ পরিত্যাগ করিয়া বকুল ধারণ করিলেন এবং পঞ্চপাণ্ডব, দ্রোণদী ও একটা কুকুর এই সাতজনে হস্তিনাপুর হইতে নির্গত হইলেন।

নানা দিগদেশ পর্য্যটন করিয়া তাঁহারা ক্রমশঃ উত্তর দিকে হিমগিরি সম্বিহিত হইলেন এবং দ্রুত পাদবিক্ষেপে স্রমের শিখরে আরোহণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন সহসা দ্রুপদনন্দিনী পতিত হইলে ভীমসেন কাণে জিজ্ঞাসু হইলেন। যুধিষ্ঠির বলিলেন, “আমরা সকলে সমান হইলেও, অৰ্জুনের প্রতি দ্রোণদীর বিশেষ পক্ষপাত ছিল; এই জন্তই ইনি অগ্রে পতিত হইলেন।” প্রিয়তমার প্রতি আর দৃষ্টিপাত না করিয়া তাঁহারা অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সহসা সহদেব পতিত হইলেন। ভীমের প্রশ্নোত্তরে যুধিষ্ঠির বলিলেন, “ইনি কাহাকেও আপনার ছায়া বিজ্ঞ বলিয়া মনে করিতেন না; এই জন্তই এক্ষণে পতিত হইলেন।” সহদেবকে লক্ষ্য না করিয়াই তাঁহারা অগ্রসর হইতে লাগিলেন। হঠাৎ নকুল নিপতিত হইলে, ভীমের প্রশ্নোত্তরে যুধিষ্ঠির বলিলেন, “নকুল আপনাকে অতুলনীর রূপবাদ বলিয়া জ্ঞান করিতেন; এই গর্বে হেতুই এক্ষণে পতিত হইলেন। তাঁহারা পুনরায় অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিলে, ধনঞ্জয় ভূপতিত হইলেন, ভীমের প্রশ্নোত্তরে যুধিষ্ঠির বলিলেন, এক দিবসেই শক্রগণকে দগ্ধ করি বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া অৰ্জুন কার্য্যতঃ তাহা সম্পন্ন করেন নাই; ইহাই তাঁহার পতনের কারণ। তিনি স্বকীয় ধনুর্বিদ্যা পারদর্শিতা হেতু অপরাপর ধনুর্ধরগণের অসমর্থ হইলেন। ইহাও তাঁহার পতনের কারণ।” তাঁহারা

অগ্রসর হইতেছেন, এমন সময়ে পতনোন্মুখ ভীম বলিলেন, “কে মহারাজা ? আমি কেন পতিত হইতেছি বলুন। যুধিষ্ঠির কহিলেন, “তুমি অতিভোজন পরায়ণ ও স্বকীয় বলে অহঙ্কৃত ছিলে, এই জন্যই তোমার পতন হইল।” একমাত্র কুকুর সমভিব্যাহারে যুধিষ্ঠির অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তখন ইন্দ্র স্বকীয় রথাক্রূত হইয়া যুধিষ্ঠিরের সম্মুখবর্তী হইলেন এবং তাঁহাকে সেই রথে আরোহণ করিয়া স্বর্গ গমনের অনুমতি প্রদান করিলেন। যুধিষ্ঠির প্রাণোপম অম্লজগণ ও প্রেমময়ী প্রণয়িনীর সঙ্গশূন্য হইয়া স্বর্গারোহণ অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে, দেবরাজ তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিলেন যে, “তোমার আত্মীয়গণ পূর্বেই স্বর্গপুর্বে গমন করিয়াছেন, তুমিও আমার সহিত সশরীরে আগমণ কর।” যে কুকুর অবিচ্ছিন্ন সহচররূপে এতদিন তাঁহার অনুসরণ করিতেছে, যুধিষ্ঠির তাহাকে সঙ্গে লইয়া রথারোহণের প্রার্থনা করিলে, ইন্দ্র অধম কুকুরকে সঙ্গে লইতে স্বীকৃত হইলেন না। ধর্ম-নন্দন একান্ত আশ্রিত কুকুরকে ত্যাগ করিয়া স্বর্গমুখ সন্ভোগ করা অবিধেয় মনে করিলেন এবং রথারোহণে অনিচ্ছুক হইলেন। ধর্ম কুকুররূপ ছদ্মবেশ গ্রহণ করিয়া তাঁহার অনুগমন করিতেছিলেন। এক্ষণে তিনি নিজরূপ ধারণ করিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন এবং যুধিষ্ঠিরের অপরিদর্শীম ধর্মশীলতা হেতু তাঁহাকে বিস্তর আশীর্বাদ করিয়া প্রস্থান করিলেন। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির ইন্দ্রের রথে আরোহণ করিয়া স্বর্গপুর্বে গমন করিলেন। তথায় মহর্ষি নারদ যুধিষ্ঠিরের লোকাভীর্ষ্য কীর্তি প্রবর্ণা করিলেন।

স্বর্গপুর্বে স্বকীয় আত্মীয়গণকে দেখিতে না পাইয়া যুধিষ্ঠির ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন এবং যে স্থানে তাঁহারা আছেন, আপনাকে সেই স্থানে লইয়া যাইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন, যুধিষ্ঠির বলিলেন, “হে সুররাজ ! আমি ভ্রাতৃগণ ও ভ্রোপদী সুল্লরীর সঙ্গশূন্য হইয়া এখানে বাস করিতে ইচ্ছা করি না। ষতএব কৃপাপূর্বক যেখানে তাঁহারা আছেন, আমাকেও সেইখানে লইয়া চলুন।”

স্বর্গারোহণ পর্ব ।

যুধিষ্ঠির দেখিলেন, স্বর্গপুরে রাজা দ্রুপদ্যোধান স্বর্গীয় ত্রী সন্মিলন হইয়া দিব্যাসনে সমুপবিষ্ট রহিয়াছেন । ধর্ম্মনন্দন বলিলেন, “যাহার জন্ম আমা-
দিগকে অশেষ অনর্থ ভোগ করিতে হইয়াছে, সেই দ্রুপদ্যোধানের
সহিত একলোকে বাস বা তৎ প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে আমার ইচ্ছা নাই।
যে স্থানে আমার ভ্রাতৃগণ অবস্থান করিতেছেন, আমি সেই স্থানেই বাস
করিতে ইচ্ছা করি। নারদ বলিলেন, “ক্ষত্রিয়োচিত সমরে প্রাণ পরিত্যাগ
করিয়া দ্রুপদ্যোধান এই সদগতি লাভ করিয়াছেন ; স্বর্গে বৈরভাব বিধেয় নহে ;
অতএব তুমি দ্রুপদ্যোধানের সহিত স্নহভাবে সম্মিলিত হও ।” তখন যুধিষ্ঠির
জিজ্ঞাসা করিলেন যে, পাপাত্মা দ্রুপদ্যোধানের যদি এই সদগতি লাভ হইল,
তবে আমার ধর্ম্মাত্মা অমৃত্যুগণের না জানি কিরূপ মহল্লোক লাভ হইয়াছে।
আমি এক্ষণে তাঁহাদিগের অবস্থানের স্থান দর্শনের কামনা করি। আর
কর্ণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি প্রভৃতি বীরেরাই বা কোথায় আছেন, তাহাও আমি
দেখিতে ইচ্ছা করি।” তখন দেবরাজের আদেশ ক্রমে এক দেবদূত যুধি-
ষ্ঠিরকে সঙ্গে লইয়া স্থানান্তরে গমন করিলেন । দূরগত পরিপূরিত মৃতশরীর-
কীর্ণ, ক্লম ও কীট সঙ্কুল অতি অন্ধকারময় পথে যুধিষ্ঠির গমন করিতে
লাগিলেন । যাইতে যাইতে পাপীগণের ভোগ্য বিবিধ লোমহর্ষণ ব্যাঘ্র
তাঁহার প্রত্যক্ষীভূত হইল । রাজা যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ কোন স্থান?
আর কতদূরই বা এইরূপ ভাবে আমাদিগকে গমন করিতে হইবে ?” দেব-
দূত বলিলেন, “এই পর্য্যন্তই তোমার গন্তব্যের শেষ । অতঃপর তুমি
প্রত্যাগত হইতে পার ।” প্রত্যাগমন সময়ে রাজা যুধিষ্ঠির শুনিতে লাগি-
লেন, অনেক ব্যক্তি করুণ স্বরে তাঁহাকে কিয়ৎকাল তথায় অপেক্ষা করিয়া
নিমিত্ত অনুরোধ করিতেছে । ধর্ম্মনন্দন জিজ্ঞাসিলেন, “আপনার কে
এবং কেনই বা এখানে আছেন ?” চতুর্দিক হইতে শব্দ হইতে লাগিল;
“আমি কর্ণ,” “আমি ভীম,” “আমি অর্জুন,” “আমি নকুল,” “আমি
সহদেব,” “আমি ধৃষ্টদ্যুম্ন,” “আমি দ্রোপদী” ইত্যাদি । রাজা যুধিষ্ঠির
দ্রুপদ্যোধানের সেই সুখ সৌভাগ্য এবং পুণ্যশীল আত্মীয়গণের এই দারুণ দুর্গতি
দর্শনে বিশ্বযাবিষ্ট হইতে লাগিলেন । তিনি দম্বজকে বলিলেন, “এখানে

আমার অবস্থান হেতু আত্মীয়গণ সুখ লাভ করিতেছেন ; অতএব আমি এখানেই থাকিব। স্থানান্তরে গমনের প্রয়োজন নাই।” দেবদূত ইঙ্গের নিকট এই কথা নিবেদন করিলে, দেবরাজ তথায় সমাগত হইলেন এবং বলিলেন যে, “তোমার ও তোমার আত্মীয়গণের নরক ভোগের অবসান হইয়াছে ; অতএব আইস অতঃপর সকলের সঙ্গতি সন্দর্শন কর। তুমি দ্রোণের সন্তান বিষয়ে একদা প্রত্যাহার বাণ্য ব্যবহার করিয়াছিলে, এই দ্রুত আমি তোমাকে ছল পূর্বক নরক দর্শন করাইলাম।” অনন্তর যুধিষ্ঠির দেবগণ পরিবৃত ও ঋষিগণ কর্তৃক স্তুয়মান হইয়া যথোগযুক্ত স্থানে গমন করিলেন। তথায় ভীমার্জুন, নকুল, সহদেব, দ্রোণদী, কর্ণ ও দ্রোণ প্রভৃতি সকলেরই অপরিদীক্ষিত সুখ সহকৃত সঙ্গতি দর্শনে যুধিষ্ঠির অপার আনন্দলাভ করিলেন। জিজ্ঞাসাধারা যুধিষ্ঠির অনেক বীরের সন্ধান লইলেন এবং জানিতে পারিলেন, যে সকলেই প্রকৃষ্টগতি লাভ করিয়াছেন।

অনন্তর দেবগণের উপদেশানুসারে মন্দাকিনীর পূত সলিলে অবগাহন করিয়া যুধিষ্ঠির মানুষ ভাব বিরহিত হইলেন এবং দিব্য দেহ ধারণ পূর্বক বাসুদেব প্রমুখ আত্মীয়গণ ও মাতৃকাগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া পরমানন্দে স্বর্গভোগ করিতে লাগিলেন।

ହିନ୍ଦୁଶାସ୍ତ୍ର ।

ଅଷ୍ଟମ ଭାଗ । କ୍ରିୟାମୁଖ୍ୟବିଧି ।

অষ্টমভাগের ভূমিকা ।



খ্যাতনামা বঙ্কিমচন্দ্র ভগবদ্গীতার দুই অধ্যায়ের অনুবাদ প্রকাশ
রিয়াছিলেন ; অবশিষ্ট অধ্যায় গুলি হিন্দুশাস্ত্রের এই ভাগের জ্ঞান অনুবাদ
রিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন । আমাদের হৃর্ভাগ্য বশতঃ তিনি এ কার্য
ধন করিয়া যাইতে পারিলেন না ; কিন্তু যে দুই অধ্যায়ের অনুবাদ প্রকাশ
বয়াছিলেন, তাহা এই পুস্তকে ব্যবহার করিবার জ্ঞান অনুমতি দান
রিয়া গিয়াছেন । বঙ্গীয় পাঠকগণ ভগবদ্গীতার প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের
বঙ্কিমচন্দ্র কৃত অনুবাদ সযত্নে গ্রহণ করিবেন সন্দেহ নাই ।

পণ্ডিতবর দামোদর বিদ্যানন্দ সমস্ত ভগবদ্গীতার একখানি সটীক ও
তৃতীয় মূল্যবান সংস্করণ বঙ্গানুবাদ সমেত প্রকাশ করিতেছেন । তিনিই
গীত হইতে অষ্টাদশ অধ্যায়ের এই সরল অনুবাদ প্রস্তুত করিয়া আমাকে
প্রকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রাখিলেন ।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ।

প্রথমোঃধ্যায়ঃ ।

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

ধর্শ্বেক্ষেত্রৈ কুরুক্ষেত্রৈ সমবেতা যুযুৎসবঃ ।
মামকাঃ পাণ্ডবান্শিব কিমকুর্ষত সঞ্জয় ॥১

সঞ্জয় উবাচ ।

দৃষ্ট্৷ তু পাণ্ডবানীকং ব্যুঢ়ং দুর্যোধনস্তদা ।
আচাৰ্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ ॥২
পশ্যতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচাৰ্য্য মহতীঞ্চমূম্ ।
বৃঢ়াং ক্রপদপুঞ্জৈ তব শিষ্যেণ ধীমতা ॥৩

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, হে সঞ্জয় ! পুণ্যক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রৈ যুদ্ধার্থী সমবেত আমার
ও পাণ্ডবেরা কি করিল ? ১

বাহিত পাণ্ডবসৈন্য দেখিয়া রাজা দুর্যোধন আচার্য্যের নিকটে গিয়া
লেন ২

হে আচার্য্য ! আপনার শিষ্য ধীমান্ ক্রপদপুঞ্জের দ্বারা বাহিত পাণ্ডব-
গণ মহতী সেনা দর্শন করুন ৩

অত্র শূরা মহেষ্টাসা ভীমার্জুনসমা যুধি ।
 যুযধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ॥৪
 ধৃষ্টকেতুশ্চৈকিতানঃ কাশীরাজশ্চ বীৰ্য্যবান্ ।
 পুরুজিং কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ ॥৫
 যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমোজাশ্চ বীৰ্য্যবান্ ।
 দ্রৌপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ক এব মহারথঃ ॥৬
 অশ্বাকন্তু বিশিষ্টা যে তাম্রিবোধ দ্বিজোত্তম ।
 নায়কো মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে ॥৭
 ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ ।
 অশ্বখামা বিকর্ণশ্চ সৌমদন্তির্জয়দ্রথঃ ॥৮
 অন্যো চ বহবঃ শূবা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ ।
 নানাপুঞ্জপ্রহরণাঃ সর্কৈ যুদ্ধবিশারদাঃ ॥৯
 অপৰ্য্যাপ্তং তদশ্বাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্ ।
 পর্য্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্ ॥১০

ইহার মধ্যে শূর, বাগক্ষেপে মহান্, যুদ্ধে ভীমার্জুন তুল্য, যুযধান, বিরাট, মহারথ দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, চৈকিতান, বীৰ্য্যবান্ কাশীরাজ, পুরুজিং, কুন্তিভোজ, নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য, বিক্রমশালী যুধামন্যু, বীৰ্য্যবান্ উত্তমোজা, সুভদ্রাপুত্র, দ্রৌপদীর পুত্রগণ, ইহারা সকলেই মহারথ ৪ ৫ ৬

হে দ্বিজোত্তম ! আমাদের মধ্যে যাহারা প্রধান, আমার সৈন্যের নায়ক, তাঁহাদিগের অবগত হউন, আপনার অবগতির জন্য সে সকল আপনাকে বলিতেছি ৭

আপনি, ভীষ্ম, কর্ণ, যুদ্ধজয়ী কৃপ, অশ্বখামা, বিকর্ণ, সৌমদন্তপুত্র ও জয়দ্রথ ৮

আরও অনেক অনেক বীর আমার জন্য ত্যক্তজীবন হইয়াছেন (অর্থাৎ জীবন ত্যাগে প্রস্তুত হইয়াছেন) । তাঁহারা সকলে নানাপুঞ্জবারী এবং যুদ্ধ বিশারদ ৯

ভীষ্মাভিরক্ষিত আমাদের সৈন্য সৈন্য অসমর্থ । আর ইহাদিগের ভীষ্মাভিরক্ষিত সৈন্য সমর্থ ১০

১। যনেষু চ সর্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ ।
 ভীষমেবাভিরক্ষন্ত ভবন্তুঃ সর্ব এব হি ॥১১
 তস্য সঞ্জয়নয়ন হর্ষং কুববুদ্ধঃ পিতামহঃ ।
 সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চঃ শঙ্খাং দদ্যৌ প্রতাপবান্ ॥১২
 ততঃ শঙ্খাশ্চ ভৈর্যাশ্চ পণবানকগোমুখাঃ ।
 সহসৈবাত্যহন্যন্ত স শঙ্খস্তমুলোহভবৎ ॥১৩
 ততঃ খেটৌহৈয়যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ ।
 মাধবঃ পাণ্ডবটৈশ্চ বদীবৌ শঙ্খৌ প্রদধাতুঃ ॥১৪
 পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ ।
 পৌণ্ড্রং দদ্যৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্ণা বৃকোদরঃ ॥১৫
 অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ।
 নকুলঃ সহদেবশ্চ স্বঘোষমণিপুষ্পকৌ ॥১৬
 কাশ্যশ্চ পবনেশ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ ।
 ধৃষ্টদ্যাম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥১৭
 দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্কশঃ পৃথিবীপতে ।
 সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দদ্যুঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥১৮

আপনারা সকলে স্ব স্ব বিভাগানুসারে সকল বাহুবাহুরে অবস্থিতি করিয়া
 গায়কে রক্ষা করুন ৷১১

(তখন) প্রতাপবান্ কুববুদ্ধ পিতামহ (ভীষ) হৃগোপনের হর্ষ জন্মাইয়া
 সিংহনাদ করতঃ শঙ্খাবনি করিলেন ৷১২

তখন, শঙ্খ, ভৈরী, পণব, আনক, গোমুখ সকল (বাদ্যবস্ত্র) সহসা
 মাহত হইলে সে শব্দ তুমুল হইয়া উঠিল ৷১৩

তখন, খেটাস্থযুক্ত মহারথোদ্ধিত কৃষ্ণার্জুন দিব্য শঙ্খ বাজাইলেন ৷১৪
 কৃষ্ণ পাঞ্চজন্ম নামে শঙ্খ, অর্জুন দেবদত্ত এবং ভীমকর্ণা ভীম পৌণ্ড্র নামে
 হাশঙ্খ বাজাইলেন । কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয়, নকুল স্বঘোষ,
 বং সহদেব মণিপুষ্পক (নামে) শঙ্খ বাজাইলেন ৷১৫১৬

পবন ধর্কব কাশীরাজ, মহারথ শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যাম্ন, বিরাট, অপরাজিত
 ত্যাকি, দ্রুপদ, দ্রৌপদীর পুত্রগণ, মহাবাহু সৌভদ্রাপুত্র,—হে পৃথিবীপতে !
 হারা সকলেই পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খ বাজাইলেন ৷১৭১৮

স যোযো ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যাদায়ৎ ।
 নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলোহভবান্নাদয়ন্ ॥১৯
 অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ ।
 প্রবৃন্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যাম্য পাণ্ডবঃ ।
 হৃষীকেশঃ তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে ॥২০

অর্জুন উবাচ ।

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রণং স্থাপয় মেহচ্যুত ॥২১
 যাবদেতান্নিরীক্ষেহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্ ।
 কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যমশ্বিনুগসমুদ্যমে ॥২২
 যোৎসমানানবেক্ষেহং য এতেহত্র সমাগতাঃ ।
 ধার্ত্তরাষ্ট্রস্ত ছৰ্ষুন্ধৈর্যুদ্ধে প্রিয়চিকীৰ্ষবঃ ॥২৩

সঞ্জয় উবাচ ।

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত ।
 সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্ ॥২৪
 ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্বেষাঞ্চ মহীকিতাম্ ।
 উবাচ পার্থ পঠৈশ্চ তান্ সমবেতান্ কুরুনিতি ॥২৫

সেই শব্দ শ্রুতরাষ্ট্রপুত্রদিগের হৃদয় বিদীর্ণ করিল ও আকাশ এবং পৃথিবীকে তুমুল ধ্বনিত করিল । ১৯

পরে হে মহীপতে ! ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগকে ব্যবস্থিত দেখিয়া অস্ত্র নিক্ষেপে প্রবৃত্ত কপিধ্বজ অর্জুন ধনু উত্তোলন করিয়া হৃষীকেশকে এই কথা বলিলেন । ২০

অর্জুন বলিলেন,—যাহারা যুদ্ধকামনায় অবস্থিত, আমি যাবৎ তাহা দিগকে নিরীক্ষণ করি, এই রণসমুদ্যমে কাহাদিগের সঙ্গে আমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে (যাবৎ তাহা দেখি), যাহারা ছৰ্ষুন্ধি শ্রুতরাষ্ট্রপুত্রের প্রিয় চিকীৰ্ষায় এইখানে যুদ্ধে আগত হইয়াছে, সেই সকল যুদ্ধার্থিদিগকে (যাবৎ) আমি দেখি, (তাবৎ) তুমি উভয় সেনার মধ্যে আমার রথ স্থাপন কর । ২১ ২২ ২৩

সঞ্জয় বলিলেন,—হে ভারত ! অর্জুনের দ্বারা হৃষীকেশ এইরূপ অভিহিত হইয়া উভয় সেনার মধ্যে ভীষ্মদ্রোণ প্রমুখ সকল রাজগণের সম্মুখে সেই উৎ

তত্রাপশ্বং স্থিতান্ পার্থঃ পিতৃনথ পিতামহান্ ।
 আচার্য্যান্নাতুলান্ ভ্রাতৃন পুত্রান্ পৌত্রান্সখীংস্তথা ।
 শ্বশুরান্ স্নহদশৈব সেনয়োরুভয়োরপি ॥২৬
 তান্ সমীক্ষ্য স কোন্তয়ঃ সর্সান্ বন্ধুনবস্থিতান্ ।
 কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিধীদগ্নিদমব্রবীৎ ॥২৭

অর্জুন উবাচ ।

দৃষ্টে মান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুয়ংহন্ সমবস্থিতান্ ।
 সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশ্রুয়াতি ॥২৮
 বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে ।
 গাণ্ডীবং অংসতে হস্তাং ত্বক্ চৈব পরিদহতে ॥২৯
 ন চ শক্লোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ ।
 নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব ॥৩০
 ন চ শ্রেয়োহমুপশ্রামি হ ত্বা স্বজনমাহবে ।
 ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং স্ত্রধানি চ ॥৩১

কষ্ট রথ স্থাপন করিয়া কহিলেন, হে পার্থ ! সমবেত কুরুগণকে এই নিরীক্ষণ
 কর । ২৪/২৫

তখন অর্জুন সেইখানে স্থিত উভয় সেনায় পিতৃব্যগণ, পিতামহগণ,
 আচার্য্যগণ, নাতুলগণ, ভ্রাতৃগণ, পুত্রগণ, শ্বশুরগণ, সখীগণ এবং স্নহদগণকে
 দেখিলেন । ২৬

সেই কুন্তীপুত্র সেই সকল বন্ধুগণকে অবস্থিত দেখিয়া, পরম কৃপাবিষ্ট
 হইয়া বিবাদ পূর্বক এই কথা বলিলেন । ২৭

হে কৃষ্ণ ! এই যুদ্ধে সন্মুখে অবস্থিত স্বজনগণকে দেখিয়া আমার
 শরীর অবসন্ন হইতেছে এবং মুখ শুষ্ক হইতেছে । ২৮

আমার দেহ কাঁপিতেছে, রোমহর্ষ জন্মিতেছে, হস্ত হইতে গাণ্ডীব খসিয়া
 পড়িতেছে এবং চর্ম্ম আলা করিতেছে । ২৯

হে কেশব ! আমি আর থাকিতে পারিতেছি না, আমার মন যেন ভ্রাস্ত
 হইতেছে, আমি দুর্লক্ষণ সকল দর্শন করিতেছি । ৩০

যুদ্ধে আত্মীয়বর্গকে বিনাশ করায় আমি কোম মদন দেখিনা । হে
 কৃষ্ণ ! আমি জয় চাহিনা, রাজ্যসুখ চাহি না । ৩১

কিং নো রাজেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা ।
 যেসামর্থ্যে কাজ্জিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সূতানি চ ॥৩২
 ত ইমেহ বহুতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ ।
 আচার্যাঃ পিতরঃ পুত্রান্তথৈব চ পিতামহাঃ ॥৩৩
 মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা ।
 এতান্ ন হস্তমিচ্ছামি যতোহপি মধুহৃদন ॥৩৪
 অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্ত হেতোঃ কিম্ মুমহৌকৃতৈঃ ।
 নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ নঃ কা প্রীতিঃ শ্রাজ্জনাদিন ॥৩৫
 পাপমেব শ্রয়েদস্মান্ হৈতৈতানাততায়িনঃ ।
 তস্মান্নার্বা বয়ং হস্তং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ সবান্ধবান্ ।
 স্বজনং হি কথং হত্যা সূতিনঃ স্যাম মাধব ॥৩৬
 যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ ।
 কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্ ॥৩৭
 কথং ন জ্ঞেয়মস্মাতিঃ পাপাদস্মান্নিবর্ত্তিতুম্ ।
 কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যন্তির্জনাধন ॥৩৮

বাহাদিগের জন্য রাজ্য, ভোগ, সূত, কামনা করা যায়, সেই আচার্য্য,
 পিতা, পুত্র, পিতামহ, মাতুল, শ্বশুর, পৌত্র, শালা, এবং কুটুম্বগণ, ধন প্রাণ
 ত্যাগ করিয়া এই যুদ্ধে অবস্থিত, তখন হে গোবিন্দ ! আমাদের রাজ্যেই
 কাজ কি, ভোগেই কাজ কি, জীবনেই কাজ কি ? হে মধুহৃদন ! আমি হত
 হইব ; তথাপিও তাঁহাদিগকে মারিতে ইচ্ছা করি না । ৩২।৩৩।৩৪

পৃথিবীর কথা দূরে থাকুক, ত্রৈলোক্যেও রাজ্যের জন্যই বা ধৃতরাষ্ট্র
 পুত্রগণকে বধ করিলে কি সূত হইবে, জনাধন ! ৩৫

এই আততায়িদিগকে বিনাশ করিলে আমরা কি পাপ আশ্রয় কবিবে,
 অতএব আমরা সবান্ধব ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদিগকে বিনাশ করিতে পারিব না । হে
 মাধব ! স্বজন হত্যা করিয়া আমরা কি প্রকারে সূতী হইব । ৩৬

যদ্যপি ইহারা লোভে হতজ্ঞান হইয়া কুলক্ষয়দোষ এবং মিত্রদ্রোহে
 পাতক তাহা দেখিতেছে না, কিন্তু হে জনাধন ! আমরা কুলক্ষয় কবার
 দোষ দেখিতেছি, আমরা সে পাপ হইতে নিবৃত্তি বুদ্ধিবিশিষ্ট কেন না
 হইব ? ৩৭।৩৮

কুলক্ষয়ে প্রণশাস্তি কুলধর্ম্যাঃ সনাতনাঃ ।
 ধর্ম্যে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্ম্যোহভিভবত্যত ॥৩৯
 অধর্ম্যভিভবাং কৃষ্ণ প্রছ্যাস্তি কুলস্ত্রিয়ঃ ।
 স্ত্রীযু ছুষ্ঠাস্ব বাফে'য় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ॥৪০
 সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ ।
 পতন্তি পিতরোহ্যেবাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥৪১
 দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ ।
 উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্যাঃ কুলধর্ম্যাশ্চ শাশ্বতাঃ ॥৪২
 উৎসন্নকুলধর্ম্যাণাং মনুষ্যাণাং জনাৰ্দ্দন ।
 নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুক্রমঃ ॥৪৩
 অহোবত মহৎ পাপং কর্তুং ব্যবসিতা বয়ম্ ।
 যদ্যাজ্যস্বথলোভেন হস্তং স্বজনমুদাতাঃ ॥৪৪
 যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্বং শস্ত্রপাণয়ঃ ।
 ধার্ত্তরাষ্ট্রা রণে হন্যন্তম্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥৪৫

কুলক্ষয়ে সনাতন কুলধর্ম্য নষ্ট হয় । ধর্ম্য নষ্ট হইলে অবশিষ্ট কুল অধর্ম্যে
 অভিভূত হয় । ৩৯

হে কৃষ্ণ ! অধর্ম্যবিভাবে কুলস্ত্রীগণ ছুষ্ঠা হয়, স্ত্রীগণ ছুষ্ঠা হইলে, হে
 বাফে'য় বর্ণসঙ্কর জন্মায় । ৪০

এই সঙ্কর কুলনাশকারিদিগের কুলের নরকের নিমিত্ত হয় । পিণ্ডোদক
 ক্রিয়ার লোপ হেতু তাহাদিগের পিতৃগণ পতিত হয় । ৪১

এইরূপ কুলঘ্নদিগের বর্ণসঙ্করকারক এই দোষে জাতিধর্ম্য এবং সনাতন
 কুলধর্ম্য উৎসন্ন যায় । ৪২

হে জনাৰ্দ্দন ! আমরা শুনিয়াছি যে যে মনুষ্যদিগের কুলধর্ম্য উৎসন্ন যায়
 তাহাদিগের নিয়ত নরকে বাস হয় । ৪৩

হায় ! আমরা রাজ্যস্বথলোভে স্বজনকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছি ।
 মহৎ পাপ করিতে অধ্যবসায় করিয়াছি । ৪৪

যদি আমি প্রতীকারপরাস্বথ এবং অশস্ত্র হইলে শস্ত্রধারী ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ
 যুদ্ধে আমাকে বিনাশ করে, তাহাও আমার পক্ষে অপেক্ষাকৃত মঙ্গলকর
 হইবে । ৪৫

(৮)

সঞ্জয় উবাচ ।

এবমুক্তার্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাविशत् ।

विमृज्या सशरं चापं शোকसंविग्नमानसः ॥৪৬

অৰ্জুনবিষাদযোগঃ ।

সঞ্জয় বলিলেন,—অৰ্জুন এইরূপ বলিয়া শোকাকুল মানসে ধনুর্বাণ পরি
ত্যাগ করিয়া সংগ্রামস্থলে রথোপস্থে উপবেশন করিলেন ৷৪৬

ইতি শ্রীমদ্ভগবদগীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে

শ্রীকৃষ্ণাৰ্জুনসংবাদে অৰ্জুনবিষাদো নাম

প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

দ্বিতীয়োঃধ্যায়ঃ ।

সঞ্জয় উবাচ ।

তত্ত্বথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলক্ষণম্ ।
বিযীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ ॥১

শ্রীভগবানুবাচ ।

কুতস্তা কশ্মলমিদং বিষয়ে সমুপস্থিতম্ ।
অনার্যাজুষ্টমশ্রুগামকৌত্তিকরমর্জুন ॥২
ক্লৈব্যং মানস গমঃ পার্থ নৈতত্ত্বমুপপদ্যতে ।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্তে দ্বিষ্টং পবন্তপ ॥৩

অর্জুন উবাচ ।

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে জ্ঞেয়ঞ্চ মধুসূদন ।
ইযুভিঃ প্রতিযোংস্তামি পূজার্হাবরিসূদন ॥৪
গুরুনহত্বা হি মহানুভাবান্ শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে ।
হত্বার্থকামাংস্ত গুরুনিহৈব ভুঞ্জীয় ভোগান্ কথিরপ্রদিত্বান্ ॥৫

সঞ্জয় বলিলেন,—তখন সেই কৃপাবিষ্ট অশ্রুপূর্ণাকুললোচন বিবাদযুক্ত
অর্জুন) কে মধুসূদন এই কথা বলিলেন ।১

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে অর্জুন ! এই শব্দটে অনার্যাসেবিত স্বর্গহানি-
ক্ষয় এবং অকীর্তিকর তোমার এই মোহ কোথা হইতে উপস্থিত হইল ?২

হে কোষেয় ! ক্রীবতা প্রাপ্ত হইও না, ইহা তোমার উপযুক্ত নহে । হে
ধরতপ ! ক্ষুদ্র হৃদয়-দৌর্বল্য পরিত্যাগ করিয়া উত্থান কর ।৩

অর্জুন বলিলেন,—হে শক্রনিহন মধুসূদন ! পূজার্হ যে ভীষ্ম এবং
প্রাণ, যুদ্ধে তাঁহাদের সহিত বাণদ্বারা কি প্রকারে আমি প্রতিযুক্ত
করিব ?৪

মহানুভব গুরুদিগকে বধ না করিয়া ইহলোকে ভিক্ষা অবলম্বন করিতে
যে দেও শ্রেয় । আর গুরুদিগকে বধ করিয়া যে অর্থ কাম ভোগ করা
য তাহা কথিরলিপ্ত ।৫

ন চৈতদ্বিঃ কতরনোগরীয়ো যদা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ ।
 যানেব হত্বা ন জিজীবিষামস্তেহবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ ॥৬
 কার্পণ্যদোষোপহতশ্চভাবঃ পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমুচ্যেতাঃ ।
 যচ্ছ্রুয়ঃ শ্রান্ধিশ্চিতং ক্রুহি তন্মে শিষ্যস্তেহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ॥
 ন হি প্রপশ্যামি মমাপন্নদ্যাং যচ্ছোকমুচ্ছাষণমিন্দিয়ানাম্ ।
 অবাধ্য ভূমাবসপন্নমৃদ্ধং রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্ ॥৮

সঞ্জয় উবাচ ।

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরস্তপঃ ।
 ন যোংস্ত ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তুষ্টীং বভূব হ ॥৯
 তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত ।
 সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিধীদন্তমিদং বচঃ ॥১০

শ্রীভগবানুবাচ ।

অশোচ্যানদশোচস্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে ।
 গতাস্থনগতাস্থংশ্চ নানুশোচস্থি পণ্ডিতাঃ ॥১১

আমরা জয়ী হই, বা আমাদিগকে জয় করুক, ইহার মধ্যে কোনটী শ্রেয় তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। যাহাদিগকে বধ করিয়া আমরা বাঁচিতে ইচ্ছা করিনা, সেই ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ সম্মুখে অবস্থিত ।৬

কার্পণ্যদোষে আমি অভিভূত হইয়াছি, এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমার চিত্ত বিমূঢ় হইয়াছে, তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। যাহা ভাল হয় আমাকে নিশ্চয় করিয়া বল। আমি তোমার শিষ্য এবং তোমার শরণাপন্ন হইতেছি। আমাকে শিক্ষা দাও ।৭

পৃথিবীতে অসপত্র সমৃদ্ধ রাজ্য এবং সুরলোকের আধিপত্য থাকিলেও যে শোক আমার ইন্দ্রিয়গণকে বিশেষণ করিবে, তাহা কিসে যাইবে, আমি দেখিতেছি না ।৮

সঞ্জয় বলিলেন,—শক্রজয়ী অর্জুন হৃষীকেশকে এইরূপ বলিয়া, যুদ্ধ করিব না, ইহা গোবিন্দকে বলিয়া তুষ্টীভাব অবলম্বন করিলেন ।৯

হে ভারত ! হৃষীকেশ হাশ্ব করিয়া উভয় সেনার মধ্যে বিষাদ পর অর্জুনকে এই কথা বলিলেন ।১০

শ্রীভগবানু বলিতেছেন,—তুমি বিজ্ঞের ন্যায় কথা কহিতেছ বটে ; কিন্তু

ন ত্বেবাং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ ।
 ন চৈব ন ভবিষ্যাম সৰ্কে বয়মতঃ পরম্ ॥১২
 দেহিনোহস্মিন্ যথা দেহে কোমারং যৌবনং জরা ।
 তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্দীরন্তত্র ন মুহতি ॥১৩
 মাত্রাস্পর্শান্ত কোন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ ।
 আগমাপায়িনোহনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষ্ষ ভারত ॥১৪
 যং হি ন ব্যাথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষৰ্ষভ ।
 সমদুঃখসুখং ধীরং সৌমৃতস্যায় কল্পতে ॥১৫
 নাসতো বিদ্যাতে ভাবো নাভাবো বিদ্যাতে সতঃ ।
 উভয়োরপি দৃষ্টোহন্তুশ্চনয়োস্তুত্বদর্শিভিঃ ॥১৬
 অবিনাশি তু তদ্বিক্রি যেন সৰ্কস্মিদং ততম্ ।
 বিনাশমব্যয়স্ত্রাশ্রু ন কশিৎ কৰ্ত্তুমহতি ॥১৭

যাহাদের জন্য শোক করা উচিত নহে তাহাদের জন্য শোক করিতেছ ।
 কি জীবিত, কি মৃত, কাহারও জন্য পণ্ডিতেরা শোক করেন না ॥১১

আমি কদাচিৎ ছিলাম না, এমন নহে । তুমি বা এই রাজগণ
 ছিলেন না, এমন নহে । ইহার পরে আমরা সকলে যে থাকিব না, এমন
 নহে ॥১২

দেহীর যেমন এই দেহে কোমার ও যৌবন ও বার্দ্ধক্য, তেমনি দেহা-
 ন্তর প্রাপ্তি । পণ্ডিত তাহাতে মুগ্ধ হন না ॥১৩

হে কোন্তেয় ! ইন্দ্রিয়গণ এবং ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে তৎসংযোগ, ইহাই
 শীতোষ্ণাদি সুখদুঃখজনক । সে সকলের উৎপত্তি ও অপায় আছে, অতএব
 তাহা অনিত্য, অতএব হে ভারত ! সে সকল সহ্য কর ॥১৪

হে পুরুষৰ্ষভ ! সুখদুঃখে সমভাব যে বীবপুরুষ এ সকলে ব্যথিত হন
 না, তিনিই মোক্ষলাভে সমর্থ হন ॥১৫

অসং বস্তুর অস্তিত্ব নাই সবস্তুর অভাব হয় না । তত্ত্বদর্শিগণ এইরূপ
 উভয়ের অন্তর্দর্শন করিয়াছেন ॥১৬

যাহার দ্বারা এই সকলই ব্যাপ্ত, তাহাকে অবিনাশী জানিবে । এই
 অব্যয়ের কেহই বিনাশ করিতে পারে না ॥১৭

অস্তবস্ত ইমে দেহা নিত্যশোক্তাঃ শরীরিণঃ ।
 অনাশিনোহপ্রমেয়স্ত তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত ॥১৮
 য এনং বেত্তি হস্তারং যশ্চৈনং মত্ততে হতম্ ।
 উভৌ তৌ ন বিজ্ঞানীতো নায়ং হস্তি ন হত্ততে ॥১৯
 ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূমঃ ।
 অজ্ঞো নিত্যঃ শাস্ত্রভেদয়ং পুরাণো ন হত্ততে হত্তমানে শরীরে ॥২০
 বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্ ।
 কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হস্তি কম্ ॥২১
 বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্নাতি নরোহপরাণি ।
 তথা শরীরানি বিহায় জীর্ণাত্মানি সংঘাতি নবানি দেহী ॥২২
 নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ ।
 ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥২৩
 অচ্ছেদ্যোহয়মদাহোহয়মক্লেদ্যোহশোষ্যএব চ ।
 নিত্যঃ সৰ্ব্বগতঃ স্থাপুরচলোহয়ং সনাতনঃ ॥২৪

নিত্য, অবিনাশী এবং অপ্রমেয় আত্মা এই দেহ নশ্বর বলিয়া কথিত
 হইয়াছে । অতএব হে ভারত ! যুদ্ধ কর । ১৮

যে ইহাকে হস্তা বলিয়া জানে এবং যে ইহাকে হত বলিয়া জানে,
 ইহারা উভয়েই অনভিজ্ঞ । ইনি হত্যা করেন না, হতও হন না । ১৯

ইনি জন্মেন না, বা মরেন না, কখন হয়েন নাই, বর্তমান নাই, বা হই-
 বেন না । ইনি অজ, নিত্য, শাস্ত্র, পুরাণ ; শরীর হত হইলে ইনি হত
 হয়েন না । ২০

যে ইহাকে অবিনাশী, নিত্য, অজ এবং অব্যয় বলিয়া জানে, হে পার্থ,
 সে পুরুষ কাহাকে মারে ? কাহাকেই বা হনন করায় । ২১

যেমন মনুষ্য জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অপর নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে
 তেমনি আত্মা, পুরাতন শরীর পরিত্যাগ করিয়া নূতন শরীরে সংগত
 হন । ২২

এই (আত্মা) অস্ত্রে কাটেন না, আগুনে পুড়েন না, জলে ভিজেন না,
 এবং বাতাসে শুষ্ক হন না । ২৩

ইনি ছেদনীয় নহেন, দহনীয় নহেন, ক্লেদনীয় নহেন, এবং শোষণীয়

অব্যাক্তোহমচিন্ত্যোহমবিকার্যোহমমুচ্যতে ।
 তস্মাদেবং বিদিত্বৈতং নানুশোচিতুমর্হসি ॥২৫
 অথচৈতং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্থসে মৃতম্ ।
 তথাপি হং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি ॥২৬
 জাতম্ হি ধ্রুবোমৃত্যুধ্বং জন্ম মৃতম্ চ ।
 তস্মাদপরিহার্যোহর্থং ন হং শোচিতুমর্হসি ॥২৭
 অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত ।
 অব্যক্তনিধনাশ্চেব তত্র কা পরিদেবনা ॥২৮
 আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনমাশ্চর্য্যবদ্বদতি তথৈব চান্তঃ ।
 আশ্চর্য্যবচৈকনমন্তঃ শৃণোতি ঋত্বাপোনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥২৯
 দেহী নিত্যমবধ্যোহয়ং দেহে সর্ব্বম্ ভারত ।
 তস্মাৎ সর্ব্বানি ভূতানি ন হং শোচিতুমর্হসি ॥৩০
 স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি ।
 ধর্ম্ম্যাক্মি যুদ্ধাক্ষেয়োহন্তঃ ক্ষত্রিয়স্ত ন বিদ্যাতে ॥৩১

হন। (ইনি) নিত্য, সর্ব্বগত, স্থায়ী, অচল, সনাতন, অব্যক্ত, অচিন্ত্য,
 বিকার্য্য, বলিয়া কথিত হন ॥২৪

অতএব ইহাকে এইরূপ জানিয়া শোক করিও না ॥২৫

আর যদি ইহা তুমি মনে কর, আত্মা সর্ব্বদাই জন্মে, সর্ব্বদা মরে, তথাপি
 মহাবাহো ! ইহার জন্য শোক করিও না ॥২৬

যে জন্মে, সে অবশ্ত মরে ; যে মরে, সে অবশ্ত জন্মে । অতএব যাহা
 পরিহার্য্য, তাহাতে শোক করিও না ॥২৭

জীব সকল আদিতে অব্যক্ত, (কেবল) মধ্যে ব্যক্ত, (আবার) নিধনে
 ব্যক্ত ; সেখানে শোক বিলাপ কি ॥২৮

এই (আত্মা) কেহ আশ্চর্য্যবৎ দেখেন ; কেহ ইহাকে আশ্চর্য্যবৎ
 লন ; কেহ ইহাকে আশ্চর্য্যবৎ শুনিয়া থাকেন ; শুনিয়াও কেহ ইহাকে
 নিতে পারিলেন না ॥২৯

হে ভারত ! সকলের দেহে আত্মা নিত্য ও অব্যয় । অতএব জীব সকলের
 না তোমার শোক করা উচিত নহে ॥৩০

স্বধর্ম্ম প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ভীত হইও না । ধর্ম্মযুদ্ধের অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের
 ক্ষ শ্রেয় ; আর নাই ॥৩১

যদুচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্ ।
 অধিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্ ॥৩২
 অথচেত্বমিমং ধর্ম্যাং সংগ্রামং ন করিষ্যসি ।
 ততঃ স্বধর্মং কীর্ত্তিকং হিহা পাপমবাপ্যসি ॥৩৩
 অকীর্ত্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেহব্যয়াম্ ।
 সম্ভাবিতস্ত চাকীর্ত্তির্শ্রবণাদতিরিচ্যতে ॥৩৪
 ভয়াদ্রণাহুপরতং মংস্তস্তে স্বাং মহারথাঃ ।
 যেষাঞ্চ স্বং বহুমতো ভূত্বা যান্ত্রসি লাঘবম্ ॥৩৫
 অবাচ্যবাদাংশ্চ বহুন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ ।
 নিন্দন্তুস্তব সামর্থ্যং ততোদুঃখতরঙ্গু কিম্ ॥৩৬
 হতো বা প্রাপ্যসি স্বর্গং জিহ্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্ ।
 তস্মাদ্ভুক্তিষ্ঠ কোন্তেষ্য যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥৩৭
 সুখদুঃখে সূমে কৃষ্বা লাতালাভৌ জয়াজয়ৌ ।
 ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্যসি ॥৩৮

মুক্ত স্বর্গদ্বার স্বরূপ ইদৃশ যুদ্ধ, আপনা হইতে যাহা উপস্থিত হইয়াছে
 অধী ক্ষত্রিয়েরাই ইহা লাভ করিয়া থাকে ৷৩২

আর যদি তুমি এই ধর্মযুদ্ধ না কর, তবে স্বধর্ম এবং কীর্ত্তি পরিত্যাগে
 পাণযুক্ত হইবে ৷৩৩

লোকে তোমার চিরস্থায়ী অকীর্ত্তি ঘোষণা করিবে । সমর্থ ব্যক্তি
 অকীর্ত্তি অপেক্ষা মৃত্যু ভাল ৷৩৪

মহারথগণ মনে করিবেন, তুমি ভয়ে রণ হইতে বিরত হইলে । বাহ্য
 তোমাকে বহু মান করেন, তাঁহাদিগের নিকট তুমি লাঘব প্রাপ্ত হইবে ৷৩৫

তোমার শত্রুগণ তোমার সামর্থ্যের নিন্দা করিবে ৷৩ অনেক অবাচ্য
 কথা বলিবে । তার পর অধিক দুঃখ আর কি আছে ? ৩৬

হত হইলে স্বর্গ পাইবে । জয়ী হইলে পৃথিবী ভোগ করিবে । অতএব
 হে কোন্তেষ্য ! যুদ্ধে কৃত নিশ্চয় হইয়া উত্থান কর ৷৩৭

অতএব সুখদুঃখ লাতালাভ জয়পরাজয় তুল্য জ্ঞান করিয়া যুদ্ধার্থ উদ্যুক্ত
 হও । নচেৎ পাণযুক্ত হইবে ৷৩৮

এযা তেহভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে স্থিমাং শৃণু ।
 বুদ্ধা যুক্তো যথা পার্থ কৰ্মবন্ধং প্রহাস্তসি ॥৩৯
 নেহাতিক্রমনাশোহস্তি প্রত্যাবায়ো ন বিদ্যতে ।
 স্বল্পমতাস্তু ধৰ্মস্য জায়তে মহতো ভয়াৎ ॥৪০
 ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেকহ কুরুনন্দন ।
 বহুশাখা হনস্তাশ্চ বুদ্ধয়োহব্যবসায়িনাম্ ৪১
 যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ ।
 বেদবাদরতাঃ পার্থ নাভ্যদন্তীতিবাদিনঃ ॥৪২
 কামাত্মানঃ স্বৰ্গপরা জন্মকৰ্ম্মফলপ্রদাম্ ।
 ক্রিয়াবিশেষবহ্লাং ভোগৈশ্বৰ্য্যগতিং প্রতি ॥৪৩
 ভোগৈশ্বৰ্য্যপ্রসক্তানং তয়াপহৃতচেতসাম্ ।
 ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাদৌ ন বিধীয়তে ॥৪৪
 ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিত্বৈগুণ্যো ভবার্জুন ।
 নিবৰ্দ্ধো নিত্যস্বস্থো নিৰ্যোগক্ষেম আত্মবান্ ॥৪৫

তোমাকে সাংখ্যে এই জ্ঞান কথিত হইল । (কৰ্ম) যোগে ইহা (যাহা
 লিখ) শ্রবণ কর । তদ্বারা যুক্ত হইলে, হে পার্থ ! কৰ্ম বন্ধ হইতে মুক্ত
 হইবে ॥৩৯

এই (কৰ্মযোগে) প্রারম্ভের নাশ নাই ; প্রত্যবায় নাই ; এ-ধর্মের
 মনেতেই মহত্ত্ব হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় ॥৪০

হে কুরুনন্দন ! ইহাতে (কৰ্মযোগে) ব্যবসায়াত্মিকা (নিশ্চয়াত্মিকা)
 বুদ্ধি একই হইয়া থাকে । কিন্তু অব্যবসায়িগণের বুদ্ধি বহুশাখাযুক্ত ও অনন্ত
 হইয়া থাকে ॥৪১

হে পার্থ ! অবিবেকিগণ এই শ্রবণরমণীয়, জন্মকৰ্ম্মফলপ্রদ, ভোগৈ-
 শ্বৰ্যের সাধনভূত ক্রিয়াবিশেষ বহুল বাক্যবলে, যাহারা বেদবাদরত,
 (তত্ত্ব) আর কিছুই নাই যাহারা ইহা বলে, তাহারা কামাত্মা, স্বর্গপরা,
 ভোগৈশ্বৰ্য্য আসক্ত এবং সেই কথায় যাহাদের চিত্ত অপহৃত ; তাহাদের বুদ্ধি
 সমাধিতে সংশয় বিহীন হয় না ॥৪২॥৪৩॥৪৪

হে অর্জুন ! বেদ সকল ত্রৈগুণ্য বিষয় ; তুমি নিত্বৈগুণ্য হও । নিবৰ্দ্ধ,
 নিত্যস্বস্থ, যোগ-ক্ষেম-রহিত এবং আত্মবান্ হও ॥৪৫

যাবানর্থ উদপানে সৰ্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে ।
 তাবান্ সৰ্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্ত বিজ্ঞানতঃ ॥৪৬
 কৰ্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন ।
 মা কৰ্ম্মফলহেতুৰ্ভূম্মা তে সঙ্গোহিষ্মকৰ্ম্মণি ॥৪৭
 যোগস্থঃ কুৰু কৰ্ম্মণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয় ।
 সিদ্ধ্যসিদ্ধোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥৪৮
 দুরেণ হবরং কৰ্ম্ম বুদ্ধিযোগান্ননঞ্জয় ।
 বুদ্ধৌ শরণমঘিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥৪৯
 বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে স্কৃততত্ত্বতে ।
 তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কৰ্ম্মস্থ কোশলম্ ॥৫০
 কৰ্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ ।
 জন্মবন্ধবিনিমুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ ॥৫১
 যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধিৰ্ব্যতিতিরয্যতি ।
 তদা গন্তাসি নির্বৈদং শ্রোতব্যাস্য ঐতদ্য চ ॥৫২

সকল স্বামী জলে প্লাবিত হইলে উদপানে অর্থাৎ ক্ষুদ্রজলাশয়ে যাব
 প্রয়োজন, ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠের সমস্ত বেদে তাবৎ প্রয়োজন। ৪৬

কৰ্ম্মে তোমার অধিকার, কিন্তু ফলে কদাচ (অধিকার) না হউক
 তুমি কৰ্ম্মফলহেতু হইও না ; অকৰ্ম্মে তোমার আসক্তি না হউক। ৪৭

হে ধনঞ্জয় ! যোগস্থ হইয়া “সঙ্গ” ত্যাগ করিয়া কৰ্ম্ম কর । সিদ্ধি
 অসিদ্ধিকে তুল্য জ্ঞান করিয়া (কৰ্ম্ম কর) । এইরূপ সমত্বকে যোগ বলে। ৪৮

হে ধনঞ্জয় ! বুদ্ধিযোগ হইতে কৰ্ম্ম অনেক নিকৃষ্টঃ। বুদ্ধিতে আশ্রয়
 প্রার্থনা কর, যাহারা সকাম, তাহারা নিকৃষ্ট। ৪৯

যিনি বুদ্ধিযুক্ত, ইহ জন্মে তিনি স্কৃতত ছকৃত উভয়ই পরিত্যাগ করেন।
 তজ্জনা, তুমি যোগের অমুষ্ঠান কর । কৰ্ম্মে কোশলই যোগ। ৫০

বুদ্ধিযুক্ত জ্ঞানিগণ কৰ্ম্মজনিত ফলত্যাগ করিয়া, জন্মবন্ধ হইতে মুক্ত
 হইয়া অনাময় পদ প্রাপ্ত হইবেন। ৫১

যবে তোমার বুদ্ধি মোহকানন অতিক্রম করিবে, তবে তুমি শ্রোতব্য
 এবং ঐত বিষয় সকলে বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইবে। ৫২

ঋতিবিপ্রতিপন্ন। তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা ।

সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্যসি । ৫৩

অর্জুন উবাচ ।

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব ।

স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমানীত ব্রজেত কিম্ ॥ ৫৪

শ্রীভগবানুবাচ ।

প্রজহাতি যদা কামান্ সৰ্কান্ পার্থ মনোগতান্ ।

আয়ত্তেবায়না তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥ ৫৫

হৃৎখেদহুদ্বিগ্নমনাঃ স্মৃথেষু বিগতস্পৃহঃ ।

বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীযুর্নিরুচ্যতে ॥ ৫৬

যঃ সৰ্কত্রানভিনেহন্তত্ত্বং প্রাপ্য শুভাশুভম্ ।

নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৭

যদা সংহরতে চায়ং কূৰ্ম্মোহস্থানীব সৰ্কশঃ ।

ইন্দ্রিযাগ্নিদ্রিধার্থেভ্যস্তত্ত্ব প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৮

তোমার “ঋতিবিপ্রতিপন্ন” বুদ্ধি যখন সমাধিতে নিশ্চলা (স্মৃতরাং)

অচলা হইয়া থাকিবে, তখন যোগপ্রাপ্ত হইবে । ৫৩

অর্জুন বলিলেন,—হে কেশব ! যিনি সমাধিস্থ হইয়া স্থিতপ্রজ্ঞ হইয়াছেন, তাঁহার কি লক্ষণ ? স্থিতধীব্যক্তি কি বলেন, কিরূপে অবস্থান করেন, কিরূপে বলেন ? ৫৪

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—যখন সকল প্রকার কামনা বর্জিত হয়, মাপনাতে বা (আত্মাতে) আপনি তুষ্ট থাকে, তখন স্থিতপ্রজ্ঞ বলা যায় । ৫৫

হৃৎখেদিনি অহুদ্বিগ্নমনা, স্মৃথে যিনি স্পৃহাশূন্য, যাহার অহুরাগ, ভয় ও ক্রোধ আর নাই, তাঁহাকে স্থিতধী মুনি বলা যায় । ৫৬

যিনি সৰ্কত্র স্নেহ শূন্য, তত্ত্বদ্বিষয়ে শুভ প্রাপ্তিতে আনন্দিত বা অশুভ প্রাপ্তিতে বিদেযযুক্ত হন না, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ । ৫৭

কূৰ্ম্ম যেমন সকল বস্তু হইতে আপনার অঙ্গসকল সংহরণ করিয়া লয়,

বিষয়্য বিনিবর্ত্তস্তে নিরাহারস্ত দেহিনঃ ।
 রসবর্জং রসোহপ্যস্ত পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে ॥৫৯
 যততোহপি কোন্ডেয় পুরুষস্ত বিপশ্চিতঃ ।
 ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ ॥৬০
 তানি সর্ক্সাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ ।
 বশে হি যন্তেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥৬১
 ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গন্তেষুপজায়তে ।
 সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোহভিজায়তে ॥৬২
 ক্রোধাভ্যবতি সংমোহঃ সংমোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ ।
 স্মৃতিভ্রংশাশু ক্লিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্চতি ॥৬৩
 রাগদ্বেষাবিশৃঙ্খৈশ্চ বিষয়ানিহ্নিষ্যৈশ্চরন্ ।
 আত্মবশৈবোধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥৬৪

তেমনি যিনি ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় সকল সংহরণ করেন, তাঁহ
 প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ।৫৮

নিরাহার দেহীর (ইন্দ্রিয়াদির) বিষয় বিনিবৃত্ত হয়, কিন্তু তৎপ্র
 অমুরাগ যায় না । (কেবল) ব্রহ্ম সাংক্ষাৎকারেই তাহা বিনিবৃত্ত হই
 থাকে ।৫৯

হে কোন্ডেয় ! বিবেকী পুরুষ প্রযত্ন করিলেও প্রমথনকারী ইন্দ্রিয়
 বলপূর্ব্বক চিত্ত হরণ করে । ৬০

সেই সকল ইন্দ্রিয় সংযত করিয়া, যোগযুক্ত হইয়া, মৎপর হই
 যিনি অবস্থান করেন, যাহার ইন্দ্রিয় সকল বশীভূত হইয়াছে, তিনি
 স্থিতপ্রজ্ঞ ।৬১

(ইন্দ্রিয়ের) বিষয় ধ্যান করিতে করিতে, তাহাতে আসক্তি জন্মে
 আসক্তি হইতে কামনা জন্মে, কামনা হইতে ক্রোধ জন্মে ।৬২

ক্রোধ হইতে সম্মোহ হয়, সম্মোহ হইতে স্মৃতিভ্রংশ, স্মৃতিভ্রংশ হই
 বুদ্ধিনাশ, বুদ্ধিনাশ হইতে বিনাশ ঘটে ।৬৩

যিনি বিধেয়াত্মা, তিনি অমুরাগ ও বিদ্বেষ হইতে বিমুক্ত এবং আগম
 বশ ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা বিষয়ের উপভোগ করিয়া প্রসাদ লাভ করেন ।৬৪

প্রসাদে সৰ্কছুঃখানাং হানিরশোপকায়তে ।
 প্রসন্নচেতসোহাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে ॥৬৫
 নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা ।
 ন চাভাবয়তঃ শাস্তিরশাস্তস্ত কুতঃ সূখম্ ॥ ৬৬
 ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্ননোহম্মবিধীয়তে ।
 তদস্ত হরতি প্রজ্ঞাং বায়ূর্নাবমিবাস্তসি ॥৬৭
 তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সৰ্কশঃ ।
 ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥৬৮
 যা নিশা সৰ্কভূতানাং তস্তাং জাগৰ্হি সংযমী ।
 যস্তাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশুতোমূনেঃ ॥৬৯
 অপূৰ্ণ্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশস্তি যদ্বৎ ।
 তদ্বৎ কামা যৎ প্রবিশস্তি সৰ্কৈ স শাস্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥৭০
 বিহায় কামান্ যঃ সৰ্কান্ পুমাংশ্চরতি নিম্পৃহঃ ।
 নিম্প্রনো নিরহঙ্কারঃ স শাস্তিমধিগচ্ছতি ॥৭১

প্রসাদে তাঁহার সকল দুঃখের বিনাশ জন্মে । যিনি প্রসন্নচিত্ত, আশু-
 হার বুদ্ধি স্থিত হয় ।৬৫

অযুক্তের বুদ্ধি নাই । অযুক্তের ভাবনা নাই । তাহার শাস্তি নাই ; যাহার
 স্তি নাই তাহার সূখ নাই ।৬৬

যাহার মন বিষয়ে প্রবর্ত্তমান ইন্দ্রিয়গণের অম্মবর্ত্তন করে, যেমন বায়ু
 াকা জলে মগ্ন করে সেইরূপ (ইন্দ্রিয়) তাঁহার প্রজ্ঞা হরণ করে ।৬৭

অতএব হে মহাবাহো ! যাহার ইন্দ্রিয় সকল ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে সৰ্ক-
 কারে বিমুখীকৃত হইয়াছে, সেই স্থিতপ্রজ্ঞ ।৬৮

যাহা সৰ্কভূতের রাত্রি, সংযমী তখন জাগ্রত । সৰ্কভূত যখন জাগে, দৃষ্টি-
 মুগির তাহাই রাত্রি ।৬৯

যেমন পূৰ্ণ্যমান স্থিরপ্রতিষ্ঠ সমুদ্রে নদী সকল প্রবেশ করে, সেইরূপ
 মগ্ন সকল যাহাতে প্রবেশ করে, তিনিই শাস্তি প্রাপ্ত হইবেন ; যিনি ভোগ-
 লের কামনা করেন, তিনি পান না ।৭০

যিনি সৰ্ককামনা ত্যাগ করিয়া নিম্পৃহ হইয়া বিচরণ করেন, যিনি মমতা
 এবং নিরহঙ্কার, তিনিই শাস্তি প্রাপ্ত হইবেন ।৭১

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুক্তিঃ ।

স্থিতাত্মাস্তকালেহপি ব্রহ্মনিৰ্ৰাণমুচ্ছতি ॥৭২

সাংখ্যযোগঃ ।

হে পার্থ ! ইহাই ব্রহ্মনিষ্ঠা । ইহা প্রাপ্ত হইলে আর মুক্ত হইতে হয় ।
কেবল অস্তকালেও ইহাতে স্থিত হইলেও ব্রহ্মনিৰ্ৰাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় । ৭২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং শ্লোকাঃ বৈয়াসিক্যাং ভীষ্ম-

পৰ্শ্বনি শ্রীমদ্ভগবদগীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং

যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদে সাংখ্যযোগো-

নাম দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

অৰ্জুন উবাচ ।

জ্যায়সী চেৎ কৰ্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধিৰ্জনর্দিন ।
তৎ কিং কৰ্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব ॥১
ব্যামিশ্ৰেণৈব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে ।
তদেকং বন্ধ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োহহমাপ্নুয়াম্ ॥২

শ্ৰীভগবানুবাচ ।

লোকেহস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা মরানঘ ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কৰ্ম্মযোগেন যোগিনাম্ ॥৩
ন কৰ্ম্মণামনারম্ভান্নৈককৰ্ম্মাং পুরুষোহশ্নুতে ।
ন চ সন্নাসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥৪
ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকৰ্ম্মকৃৎ ।
কার্যাতে হবশঃ কৰ্ম্ম সৰ্ব্বঃ প্রকৃতিজৈশ্চৈতৈঃ ॥৫

অৰ্জুন কহিলেন, হে জনাৰ্দ্দন ! হে কেশব ! যদি নিকাম কৰ্ম্মের অপেক্ষা
দ্বিযোগই তোমার মতে শ্রেষ্ঠ হয়, তাহা হইলে কেন তুমি আমাকে হিংসা-
র এক যুদ্ধকৰ্ম্মে বিনিযুক্ত করিতেছ ?১

কখন কৰ্ম্মপ্রশংসা কখন বা জ্ঞানপ্রশংসা রূপ অসংকল্প বাক্যে কেন তুমি
মামার বুদ্ধিকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া দিতেছ ; এতদ্ব্যতিরিক্ত কোন অমুসরণ
দিলে আমি শ্রেয়োলাভ করিতে পারিব তাহা নিশ্চয় করিয়া বল ।২

শ্ৰীভগবান্ বলিলেন, হে পাপবিরহিত সখে ! এই লোকে আত্মজ্ঞান
ব্রহ্মসংগতির পক্ষে জ্ঞানযোগ এবং কৰ্ম্মাধিকারীগণের পক্ষে কৰ্ম্মযোগ এই
দ্বিবিধ যোগের বিষয় আমি পূৰ্ব্ব অধ্যায়ে বিবৃত করিয়াছি ।৩

নিকাম ভাবে কৰ্ম্মাছুষ্ঠান না করিয়া কেহই কৰ্ম্মহীনতারূপ জ্ঞাননিষ্ঠা
লাভ করিতে পারে না এবং চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত কেবল কৰ্ম্মভ্যাগ দ্বারা কেহই
সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না ।৪

ক্ষণকালও কৰ্ম্ম না করিয়া কেহই থাকিতে পারে না ; প্রকৃতিজাত
বস্তুাদি গুণ প্রভাবে সকলে বশীভূত হইয়া কৰ্ম্মাছুষ্ঠান করে ।৫

কর্ম্মেচ্ছিয়াণি সংযম্য য আন্তে মনসা শ্রবন্ ।
 ইচ্ছিয়াথান্ বিমুঢ়ায়া মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥৬
 যদ্বিচ্ছিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেহর্জুন ।
 কর্ম্মেচ্ছিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমস্ক্রুঃ স বিশিষ্যতে ॥৭
 নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়োহ্যকর্ম্মণঃ ।
 শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যোদকর্ম্মণঃ ॥৮
 যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোহুত্ব লোকোহয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ ।
 তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥৯
 সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্টা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ ।
 অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেব বোহুষ্টিষ্ঠকামধুক্ ॥১০
 দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেব ভাবয়ন্ত বঃ ।
 পরম্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্সাথ ॥১১

যে ব্যক্তি বাক্ পানি প্রভৃতি কর্ম্মেচ্ছিয় সমূহকে সংযত করিয়া মনে মনে ইচ্ছিয় ভোগ্য বিষয় সকলের চিন্তা করে, সেই মুঢ়মতি মানব কপটাচার নামে অভিহিত হইয়া থাকে ॥৬

হে অর্জুন ! কিন্তু যিনি মনের দ্বারা ইচ্ছিয়গণকে সংযত করিয়া, কর্ম্মেচ্ছিয়গণের সাহায্যে নিকাম কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তিনিই বিশিষ্টরূপে পরিগণিত হইয়া থাকেন ॥৭

তুমি বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত হও ; কেন না কর্ম্মহীনতার অপেক্ষা কর্ম্মানুষ্ঠানই শ্রেয়স্কর ; আরও দেখ, কর্ম্মশূন্য হইলে তোমার জীবনযাত্রাও নির্বাহিত হইতে পারে না ॥৮

বিষ্ণুর আরাধনা ব্যতীত অন্য কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে, তাহা মনুষ্যের কর্ম্মবন্ধন হয় ; অতএব হে পার্থ ! বিষ্ণুপ্রীতির নিমিত্ত নিকাম ভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে থাক ॥৯

আদিকালে প্রজাপতি ব্রহ্মা যজ্ঞসহকৃত প্রজাসমূহ উৎপাদন করিয়া বলিয়াছিলেন, এই যজ্ঞ দ্বারা তোমরা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাক ; ইহা তোমাদিগের অভীষ্ট ফলপ্রদ হউক ॥১০

যজ্ঞ দ্বারা তোমরা দেবগণের সংবর্দ্ধনা কর, সেই দেবগণও তোমাদিগকে আপ্যায়িত করুন । এইরূপে পরস্পর সংবর্দ্ধিত হইলে পরম মঙ্গল লাভ করিবে ॥১১

ইষ্টান্ ভোগান্ হি যো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ ।
 তৈর্দত্তা ন প্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্ক্তে স্তেন এব সঃ ॥১২
 যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্গকিবিধৈঃ ।
 ভুঞ্জতে তে স্বঘং পাপা য়ে পচন্ত্যাত্মকারণাং ॥১৩
 অন্নাস্তবস্তি ভূতানি পর্জ্যাদন্নসম্ভবঃ ।
 যজ্ঞাস্তবতি পর্জ্যো যজ্ঞঃ কৰ্মসমুদ্ভবঃ ॥১৪
 কৰ্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্ ।
 তস্মাৎ সর্গগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥১৫
 এবং প্রবর্তিতং চক্রং নামুবর্তয়তীহ যঃ ।
 অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥১৬
 যদ্বায়ুরতিরেব সাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ ।
 আত্মশ্চেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যাতে ॥১৭
 নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন ।
 ন চাস্য সর্গভূতেমু কশ্চিদর্থব্যাপাশ্রয়ঃ ॥১৮

যজ্ঞ দ্বারা সংবদ্ধিত দেবগণ তোমাদিগকে অভিলষিত ভোগ্য পদার্থ
 সমূহ প্রদান করিবেন ; সেই দেবদত্ত বস্তু সমূহ তাঁহাদিগের উদ্দেশে উৎ-
 সর্গীকৃত না করিয়া যে ব্যক্তি উপভোগ করে, সে তদ্ব্যতীত তুল্য ১২

যজ্ঞাবশিষ্টভোজী সাধু পুরুষগণ সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন ;
 কিন্তু যে ছরাচারেরা আত্মাদর পূরণার্থ ভোজ্য গ্রস্তত করে, তাহারা পাপই
 উদরস্থ করিয়া থাকে ১৩

অন্ন হইতে প্রাণিগণের উদ্ভব হয়, বৃষ্টি হইতে অন্নের উৎপত্তি হয়, যজ্ঞ
 হইতে বৃষ্টির সমুদ্ভব হয়, সেই যজ্ঞ কৰ্ম হইতে সমুৎপন্ন হয় ১৪

কৰ্ম দেবরূপ ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত, ব্রহ্ম পরমাত্মা হইতে সজাত ; অতএব
 সর্গপ্রকাশক অবিনাশী ব্রহ্ম যজ্ঞে অবস্থিত ১৫

ইহলোকে যে ব্যক্তি উল্লিখিতরূপ ব্রহ্মপ্রতিষ্ঠিত চক্রের অমুগামী না
 হয়, সেই পাপজীবন ইন্দ্রিয়াসক্ত ব্যক্তি অনর্থক জীবন ধারণ করে ১৬

কিন্তু যে ব্যক্তির কেবল আত্মবিষয়েই প্রীতি, আত্মাতেই তৃপ্তি এবং
 আত্মাতেই সন্তোষ, তাঁহার আর কোনই কর্তব্য নাই ১৭

তাদৃশ ব্যক্তির ইহলোকে অমুষ্ঠিত কৰ্ম্মদ্বারা পুণ্য হয় না, অথবা কৰ্ম্মের

ভাস্করসকলঃ সততং কার্য্যং কৰ্ম্ম সমাচর ।
 অসন্তো হ্যচরন্ কৰ্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ ॥১৯
 কৰ্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাশ্ৰিতা জনকাদয়ঃ ।
 লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কৰ্ত্তু মৰ্হসি ॥২০
 যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ ।
 স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদ্ব্যবৰ্ত্ততে ॥২১
 ন মে পার্থাস্তি কৰ্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন ।
 নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বৰ্ত্তএব চ কৰ্ম্মণি ॥২২
 যদি হৃহং ন বৰ্ত্তেয়ং জাতু কৰ্ম্মণ্যতশ্চিতঃ ।
 মম বস্ম্যামু বৰ্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সৰ্ব্বশঃ ॥২৩
 উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যং কৰ্ম্ম চেদহম্ ।
 সঙ্করস্য চ কৰ্ত্তা স্যামুপহৃত্যমিমাঃ প্রজাঃ ॥২৪

অকরণে কোনও পাপও হয় না। প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত যাবতীয় ভূ-
 মধ্যে কিছুই তাহার আশ্রয়নীয় নহে। ১৮

অতএব ফলকামনা পরিশূন্য হইয়া নিয়ত কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিতে থা-
 বেহেতু অনাসক্ত কৰ্ম্মপরায়ণ পুরুষই মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন। ১৯

জনকাদি মহাত্মাগণ কেবল নিকাম কৰ্ম্মের দ্বারা মোক্ষলাভ করিয়াছে
 মানবকুলের কল্যাণ সাধনাভিপ্রায়েও তোমার কৰ্ম্মানুষ্ঠান করা বিধেয়। ২০

শ্রেষ্ঠব্যক্তি যে যে কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, অন্যান্য লোকও তাহ
 সম্পন্ন করে ; শ্রেষ্ঠব্যক্তি যাহা প্রামাণ্যরূপে অবলম্বন করেন, অন্যান্য লো-
 তাহারই অনুসরণ করিয়া থাকে। ২১

হে পার্থ ! আমার কোনই কৰ্ত্তব্য নাই ; কারণ ত্রিলোকে আমি
 অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য কিছুই নাই ; তথাপি আমি কৰ্ম্মানুষ্ঠানেই প্র-
 আছি। ২২

হে পার্থ ! যদি আমি কখনও অনলস হইয়া কৰ্ম্মানুষ্ঠানে বিরত হ-
 তাহা হইলে নিশ্চয়ই মানবগণ সৰ্ব্বতোভাবে আমার পথানুসরণ করিবে। ২৩

যদি আমি কৰ্ম্মানুষ্ঠান না করি, তাহা হইলে এই লোক সকল উৎসন্ন
 প্রাপ্ত হইবে এবং আমিই বর্ণসঙ্করের প্রবর্ত্তক হইব ; এইরূপে আমি প্রজা-
 গণকে বিনষ্ট করিব। ২৪

সজ্ঞাঃ কৰ্মণ্যবিদ্যাংসো দণা কুর্লস্তি ভাবত ।
 কুৰ্য্যাবিদ্যাংস্তথা সজ্ঞাশ্চিকীৰ্ণলোকদংগ্রহম্ ॥২৫
 ন বুদ্ধিতেদং জনয়েদজ্ঞানাং কৰ্ম্মসঙ্গিনাম্ ।
 যোজয়েৎ সৰ্ব্বকৰ্ম্মাণি বিদ্বান্ মুক্তঃ সমাচরন্ ॥২৬
 প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কৰ্ম্মাণি সৰ্ব্বণঃ ।
 অহংকারবিমূঢ়ায়া কৰ্ত্তাহমিতি মথতে ॥২৭
 তদ্বিত্ত্বমহাবাহো গুণকৰ্ম্মবিভাগয়োঃ ।
 গুণা গুণেষু বৰ্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্ঞতে ॥২৮
 প্রকৃতে গুণসংমূঢ়াঃ সজ্ঞস্তে গুণকৰ্ম্মসু ।
 তৎসংস্রবিন্দো মন্দান্ কৃতংসবির বিচালয়েৎ ॥২৯
 ময়ি সৰ্ব্বাণি কৰ্ম্মাণি সংশ্রম্যাদ্যায়চেতসা ।
 নিরাশীর্নির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজরঃ ॥৩০

হে ভাবত ! কৰ্ম্মাসক্ত অজ্ঞ জনেরা যেরূপ কৰ্ম্মালুষ্ঠান করে, কৰ্ম্মে
 ধনাসক্ত জ্ঞানীগণও লোকহিতসাধনার্থ তদ্রূপ কৰ্ম্মালুষ্ঠান করিবেন । ২৫

কৰ্ম্মাসক্ত অজ্ঞানের বুদ্ধিতেদ জন্মাইবে না ; বরং বিদ্বান্ ব্যক্তি স্বয়ং
 কৰ্ম্মালুষ্ঠাননিরত হইয়া তাহাদিগকে কৰ্ম্মে নিযোজিত করিবেন । ২৬

মায়াবিকার স্বরূপ ইন্দ্রিয় দ্বারা কৰ্ম্মসকল সম্পাদিত হইয়া থাকে ;
 কিন্তু অহংকার প্রভাবে বিনুগুজ্ঞান মানবগণ আপনাকেই তৎসমস্তের কৰ্ত্তা
 মনিয়া মনে করে । ২৭

কিন্তু হে মহাবাহো ! গাহারা গুণ ও কৰ্ম্মের স্বাভাব্য নির্ধারণে সক্ষম,
 ইন্দ্রিয় সমূহই বিষয়ে বিচরণ করে জানিয়া তাঁহারা কোন কৰ্ম্মেই কর্তৃত্বা-
 ভমান করেন না । ২৮

প্রকৃতির সম্বাদি গুণ প্রভাবে আচ্ছন্নচিত্ত মানবগণ ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের
 পার্শ্বে আসক্ত হয় ; সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ন ব্যক্তি সেই অজ্ঞ হীনবুদ্ধিগণকে
 বিচলিত করিবেন না । ২৯

যাবতীয় কৰ্ম্ম আমাতে সমর্পণ করিয়া, ভগবদধীনতায় কৰ্ম্ম সম্পন্ন
 রিতেছি এরূপ বিশ্বাস সহকারে, কামনাবিহীন, মমতারহিত ও শোকশূন্য
 হইয়া যুদ্ধ কর । ৩০

- যে মে মতমিদং নিত্যমমুত্তিষ্ঠতি মানবাঃ ।
 শ্রদ্ধাবন্তোহনস্যন্তো মৃত্যুন্তে তেহপি কর্ম্মভিঃ ॥৩১
 যে ত্বেতদভ্যস্যন্তো নানুত্তিষ্ঠতি মে মতম্ ।
 সর্ক্সজ্ঞানবিমুঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥৩২
 সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতেজ্ঞানবানপি ।
 প্রকৃতিঃ বাস্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥৩৩
 ইন্দ্রিয়স্যোদ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বेषৌ ব্যবস্থিতৌ ।
 তয়োন্ বশমাগচ্ছেত্তৌ হাস্য পরিপস্থিনৌ ৩৪
 শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিত্তগঃ পরধর্ম্যং স্বমুত্তিতাং ।
 স্বধর্ম্যে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্যৌ ভয়াবহঃ ॥৩৫

অর্জুন উবাচ ।

- অথ কেন প্রযুক্তোহয়ং পাপং চরতি পৃথকঃ ।
 অনিচ্ছন্নপি বাঞ্চ্যেয় বলাদিব নিদোজিতঃ ॥৩৬

যাহারা শ্রদ্ধাসহকারে অনুগাভিরহিত ভাবে মতত আমার মতানুসারে কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তাঁহারাও কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত থাকেন ৩১

কিন্তু যাহারা দোষ কল্পনা করিয়া আমার এই মতের অনুগামী না সেই মানবগণকে অবिवেকী হিতাহিতবোধবিহীন ও পুরুষার্থ বিবলিয়া জানিবে ৩২

জ্ঞানবান্ জনও স্বকীয় পূর্ক্সজ্ঞানার্জিত সংস্কারের অনুগুপ কর্ম্ম করে ; প্রকৃতির অনুগমন করাই প্রাণিগণের নিয়ম ; অতএব তাহার প্রকারে ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিবে ? ৩৩

প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই বিষয়ে অনুরাগ বা বিদ্বেষ অবশ্যজ্ঞাবী ; অতএব দ্বেষের বশবর্তী হইও না, কারণ তদুভয় পুরুষের শত্রুস্বরূপ ৩৪

সর্ক্সজ্ঞানসম্পন্ন বর্ণান্তর ধর্ম্মাপেক্ষা অঙ্গহীন নিজ ধর্ম্মোচিত ধর্ম্মানুশ্রেয়স্কর ; স্বধর্ম্ম পালনে মরণও মঙ্গল ; পরধর্ম্ম ভয়ানক ৩৫

অর্জুন জিজ্ঞাসিলেন, হে বাঞ্চ্যেয় ! পাপাচরণে অভিলাষ না থাকি মানব কাহার দ্বারা, যেন বলপূর্ক্সক বিনিমোজিত হইয়া পাপা

শ্রীভগবানুবাচ ।

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ ।

মহাশনো মহাপাপ্যো বিজ্ঞাননিহ বৈরিণম্ ॥৩৭

ধূমেনাত্ত্রিষতে বহ্নির্বধাহদর্শো মগেন চ ।

যপোষেনাবৃত্তো গৰ্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্ ॥৩৮

আবৃত্তং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিতাবৈরিণা ।

কামকপেণ কোহুয় হৃষ্প্বেগানলেন চ ॥৩৯

ইন্দ্রিয়ানি মনোবুদ্ধিগায়াবিষ্ঠানমুচ্যতে ।

এতৈর্বিমোহয়তোষ জ্ঞানমাবৃত্তা দেহিনম্ ॥৪০

তস্ম্যবমিজ্জিবাণ্যাদৌ নিয়মা ভবতর্ষভ ।

পাপ্যানঃ প্রজাহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ ॥৪১

ইন্দ্রিয়াণি পরিত্যাতিবিক্রিয়েভ্যঃ পবং মনঃ ।

মনসস্তু পবা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পবতস্তু নঃ ॥৪২

ঐকৃষ্ণ বলিলেন, রজোগুণ হইতে সমুৎপন্ন, অতীব অতৃপ্ত, নিতান্ত উগ্র
কামক্রোধকে মুক্তিপথের শত্রু বলিয়া জানিবে ॥৩৭

অগ্নি বেকপ ধূমের দ্বারা আবৃত, দর্পণ বেকপ মল দ্বারা আচ্ছন্ন, এবং
এই বেকপ জবায দ্বারা পবিবেষ্টিত থাকে, সেইরূপ এই কাম দ্বারা আয়জ্ঞান
সমাচ্ছন্ন থাকে ৩৮

হে কোহুয় ! জ্ঞানীজনেব চিরশত্রু এই কৃষ্ণাক্ষণ অনিবার্য্য অনলতুল্য
কামেব দ্বারা জ্ঞান সমাচ্ছন্ন ৩৯

ইন্দ্রিয় সমূহ, মন এবং বুদ্ধি কামেব আশ্রয়স্বরূপে কীর্তিত হইয়া থাকে,
ইহাদিগেই দ্বারা কাম জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া প্রাণিগণকে বিমোহিত
করে ৪০

হে ভবতর্ষভ ! অতএব তুমি সর্বপ্রাণে ইন্দ্রিয় সকলকে বশীভূত করিয়া
জ্ঞান বিজ্ঞান বিনাশক পাপ স্বরূপ এই কামকে নাশ কর ৪১

দেহাদির অপেক্ষা ইন্দ্রিয়গণই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হয় ; ইন্দ্রিয়ের
অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ, মনের অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধির অপেক্ষা যিনি শ্রেষ্ঠ
তিনিই আত্মা ৪২

(২৮)

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংত্তভায়াসমায়্যনা ।

অহি শক্ৰং মহাবাহো কামরূপং ছরাসদম্ ॥৪৩

কশ্মযোগঃ ।

হে মহাবাহো ! বুদ্ধির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া ও
বুদ্ধির দ্বারা অনেক নিশ্চল করিয়া কামরূপ জ্যেষ্ঠ শক্ৰকে নিপ
কর । ৪৩

চতুর্থোধ্যায়ঃ ।

শ্রীভগবানুবাচ ।

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্ ।

বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষাকবেহরবীং ॥ ১

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিচুঃ ।

স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরস্তপ ॥ ২

স এবায়ং ময়া তেহদ্যা যোগঃ প্রোক্তঃ পুৰাতনঃ ।

ভক্তোহসি মে সখা চেতি রহসাং হেতুতমম্ ॥ ৩

অৰ্জুন উবাচ ।

অপবা ভবতো জন্ম পবা জন্ম বিবস্বতঃ ।

কথমেতদ্বিজানীয়াং হমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥ ৪

শ্রীভগবানুবাচ ।

বহুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন ।

তান্যহং বেদ সৰ্ব্বাণি ন জ্ঞং বেথ পবস্তপ ॥ ৫

শ্রীভগবান্ বলিলেন, এই অক্ষয়ফলপ্রদ যোগের বিষয় আমি প্রথমতঃ সূর্য্যোব নিকট ব্যক্ত করিয়াছিলাম ; সূর্য্য মনুকে বলিয়াছিলেন এবং মনু ঈক্ষাকুকে বলিয়াছিলেন ।১

হে অৰ্জুন ! এইরূপে পরম্পরাগত এই যোগের বিষয় রাজর্ষিগণ পরিজ্ঞাত ছিলেন ; সুদীর্ঘ কালাতায় হেতু ইহলোকে সেই যোগ নষ্ট হইয়াছে ।২

তুমি আমার ভক্ত এবং সখা ; এজন্য সেই সনাতন জ্ঞান কৰ্ম্মযোগ ব্রতান্ত অদ্য তোমার নিকট বিবৃত করিলাম । এই যোগতত্ত্ব নিতান্ত গোপনীয় ।৩

অৰ্জুন জিজ্ঞাসিলেন, তোমার জন্ম পরবর্ত্তী, সূর্য্যের জন্ম পূৰ্বে ঘটিয়াছে ; অতএব তুমি যে প্রথমতঃ এই যোগের বিষয় সূর্য্যের নিকট ব্যক্ত করিয়াছিলে ইহা কিরূপে জানিব ?৪

শ্রীভগবান্ বলিলেন, হে শক্রতাপন অৰ্জুন ! আমার এবং তোমার

অজোহপি সমবারা দ্বা ভূতানামীংরোহপি সন্।
 প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মায়য়া ॥৬
 যদা যদা হি ধর্মস্যান্নির্ভবতি ভারত।
 অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদা যানং সৃজাম্যহম্ ॥ ৭
 পরিত্রাণায় সাধুনাম্ বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
 ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥৮
 জন্ম কৰ্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
 তাক্ৰুদেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোহঙ্কুন ॥৯
 বীতরাগভয়ক্রোধা মমরা মামুপাশ্রিতাঃ।
 বহবো জ্ঞানতপসা পুত্রা মদ্যবমাগতাঃ ॥১০
 যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাস্তুথৈব ভজাম্যহম্।
 মম বন্ধুভুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্কশঃ ॥১১

অনেক জন্ম অতীত হইয়া গিয়াছে; আমি সে সকলের বৃত্তান্ত অবগত আছি কিন্তু তুমি জান না ॥৫

আমি জন্মরহিত, বিনাশবিহীন, এবং সকল ভূতের ঈশ্বর হইলে; স্বকীয় প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া নিজ মায়ার দ্বারা জন্মগ্রহণ করি ॥৬

হে ভারত! যখন যখন ধর্মের হীনদশা ও অধর্মের অভ্যুদয় হয়, তখন আমি আপনাকে সৃষ্টি করি ॥৭

ধর্মাত্মাগণের রক্ষার জন্ত, ধর্মদ্রষ্টাগণের বধের জন্য এবং ধর্মসংস্থাপনের জন্ত আমি যুগে যুগে জন্ম গ্রহণ করি ॥৮

হে অঙ্কুন! আমার এইরূপ জন্ম ও অলৌকিক কর্মের তত্ত্ব বিদ্যমানরূপে পরিজ্ঞাত আছেন, দেহত্যাগ করিয়া তাঁহাকে পুনর্জন্ম লাভ করিতে হয় না। আমাকেই তিনি লাভ করেন ॥৯

বিষয়াভ্রাণ, ভয় এবং ক্রোধবিরহিত ভাবে মদেকনিষ্ঠ ও মংশরণাগত হইয়া, জ্ঞানরূপ তপস্যা দ্বারা পবিত্রচিত্ত অনেক ব্যক্তি আমার ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥১০

যাহারা যে প্রকারে আমার ভজনা করে, আমি তাহাদিগকে সেই প্রকারেই অনুগ্রহ করি। হে কোণ্ডেয়! মানবেরা সর্বপ্রকারে আমারই ভজনমার্গের অনুসরণ করিয়া থাকে ॥১১

কাজ্জলঃ কৰ্মণাং সিদ্ধিং যজ্ঞশ্চ ইহ দেবতাঃ ।

ক্ষিপ্রং হি মানুষ্যে লোকে সিদ্ধিৰ্ভবতি কৰ্মজা ॥১২

চাতুৰ্ভাষ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকৰ্মবিভাগশঃ ।

তস্মা কৰ্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ কৰ্ত্তারমবায়ম্ ॥১৩

ন মাং কৰ্ম্মণি লিম্পাশ্চ ন মে কৰ্ম্মকলে স্পৃহা ।

ইতি মাং যোহভিজানাতি কৰ্ম্মভিনং স বধাতে ॥১৪

এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কৰ্ম্ম পূৰ্ণৈরপি মুমুক্শুভিঃ ।

কুরু কৰ্ম্মৈব তস্মাৎ পূৰ্ণৈঃ পূৰ্ণতরং কৃতম্ ॥১৫

কিং কৰ্ম্ম কিমকৰ্ম্মেতি কবয়োহপ্যত্র মোহিতাঃ ।

তত্ত্বৈ কৰ্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্ঞজ্ঞাত্বা মোক্ষাসেহশুভাং ॥১৬

কৰ্ম্মণোহপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকৰ্ম্মণঃ ।

অকৰ্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কৰ্ম্মণো গতিঃ ॥১৭

কৰ্ম্মের ফলাভিলাষী মানবগণ এই নরলোকে দেবতাদিগের উপাসনা করে ; কারণ কৰ্ম্মজনিত ফল শীঘ্রই প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥১২

গুণকৰ্ম্মের বিভাগানুসারে আমার দ্বারা বর্ণচতুষ্টয় সৃষ্ট হইয়াছে ; কিন্তু সে কার্যের কৰ্ত্তা হইলেও বস্তুতঃ আমাকে কৰ্ত্তৃবহীন ও শ্রমশূন্য জানিবে ॥১৩

কোন কৰ্ম্মই আমাকে আসক্ত করে না এবং কোন কৰ্ম্মফলেই আমার স্পৃহা নাই । যে ব্যক্তি আমার এই ভাব অবগত হইয়াছেন, তিনি আর কৰ্ম্মে বদ্ধ হন না ॥১৪

পূৰ্ণকালীন মুক্তিপ্রয়ানী মানবগণ আমার এই ভাব পরিজ্ঞাত হইয়া কৰ্ম্মাত্যন্তান করিয়াছেন ; অতএব তুমিও সেই প্রাচীনগণের পুরাকল্পানুষ্ঠিত কৰ্ম্মই কর ॥১৫

কোনটি কৰ্ম্ম এবং কোনটি অকৰ্ম্ম ইহা বিনির্ণয় করিতে বিবেকীগণও মোহাচ্ছন্ন হইয়া থাকেন ; অতএব আমি তোমার নিকট কৰ্ম্মের তত্ত্ব ব্যক্ত করিব ; তাহা জানিলে তুমি সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে ॥১৬

কৰ্ম্মতত্ত্বও জ্ঞাতব্য, বিকৰ্ম্মতত্ত্বও জ্ঞাতব্য এবং অকৰ্ম্মতত্ত্বও জ্ঞাতব্য ; কৰ্ম্ম সমূহের স্বরূপ তত্ত্ব নিত্যন্ত প্রজ্ঞার ॥১৭

কৰ্মণ্যকৰ্ম যঃ পশোদকৰ্মণি চ কৰ্ম যঃ ।

স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যে য়্ স যুক্তঃ কৃত্বকৰ্মকৃত্ব ॥১৮

যস্য সৰ্ব্বৈ সমারম্ভাঃ কামসংকল্পবজ্জিতাঃ ।

জ্ঞানাদিদগ্ধকৰ্ম্মাণং তমাহঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥১৯

তাক্ত্বা কৰ্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তৌ নিরাশ্রয়ঃ ।

কৰ্ম্মণ্যভি প্রবৃত্তোহপি নৈব কিঞ্চিং কথোতি সঃ ॥২০

নিরাশীৰ্যতচিভায়া তাক্তসৰ্পপরিগ্রহঃ ।

শরীরং কেবলং কৰ্ম্ম কুৰ্ব্বন্নাপ্নোতি কিঞ্চিয়ম্ ॥২১

যদৃচ্ছালাভসম্ভটৌ দ্বন্দ্বাভীতো বিমংসবঃ ।

সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধাতে ॥২২

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ ।

যজ্ঞায়াচরতঃ কৰ্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥২৩

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবিব্রহ্মাণ্যৌ ব্রহ্মণা ততম্ ।

ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকৰ্ম্মসমাধিনা ॥২৪

যিনি কৰ্ম্মে অকৰ্ম্ম এবং অকৰ্ম্মে কৰ্ম্ম উপলব্ধি করেন, মনুষ্যের মত তিনিই বুদ্ধিমান্ এবং তিনিই সৰ্ব্বকৰ্ম্মানুষ্ঠাতা যোগী ॥১৮

যিনি ফলাকাঙ্ক্ষা ও কৰ্ত্তৃত্বাভিমান পবিশৃঙ্খিত ভাবে যাবতীয় কৰ্ম্মে অনুষ্ঠান করেন, তাদৃশ জ্ঞানানল ভস্মীকৃত কৰ্ম্ম ব্যক্তিগণকে বুধগণ পণ্ডিত বুলিয়া উল্লেখ করেন ॥১৯

তাদৃশ ব্যক্তি কৰ্ম্মফলে আসক্তিশূন্য, আকাঙ্ক্ষাবিহীন ও অবলম্বন বিহিত হইয়া কৰ্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেও, বস্তুতঃ কোন কৰ্ম্মই করেন না ॥২০

কামনাশূন্য ভাবে, দেহেন্দ্রিয়াদিসংযত করিয়া, এবং সৰ্ব্ববিধ ভোগোত্তর পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক কেবল শরীরধারণার্থ কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিলে সংসার বন্ধন ঘটে না ॥২১

অপ্রার্থিত লাভে সম্ভট, শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বাতিক্রান্ত, হিংসা-দ্বেষ-বিবর্জিত সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সমজ্ঞান-সম্পন্ন পুরুষ কৰ্ম্মকরিলেও বন্ধ হন না ॥২২

কামনাবিহীন, রাগাদিশরিশূন্য, ব্রহ্ম ও আত্মার অভেদ জ্ঞানসম্পন্ন পুরুষের যজ্ঞরক্ষণার্থ কৰ্ম্মফল সহকারে বিলয় প্রাপ্ত হয় ॥২৩

যজ্ঞীয় পাত্র সমূহে ব্রহ্মজ্ঞান, স্মৃতি ও ব্রহ্মবোধ, ব্রহ্মরূপ জ্ঞানে ব্রহ্ম

মৈষমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পৰ্য্যাপাসতে ।
 ব্রহ্মাধাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি ॥২৫
 শ্রোত্রাদীনীল্জিয়ান্যন্তে সংযমায়িষু জুহ্বতি ।
 শব্দাদীন বিষয়ানন্তে ইন্দ্ৰিয়ায়িষু জুহ্বতি ॥২৬
 সৰ্ব্বাণীন্দ্ৰিয়কৰ্ম্মাণি প্রাণকৰ্ম্মাণি চাপরে ।
 আত্মসংযমযোগাধৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥২৭
 দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে ।
 স্বাধায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥২৮
 অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেহপানং তথাপরে ।
 প্রাণাপানগতো ব্রহ্মা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ ।
 অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি ॥২৯

জ্ঞান হোম করেন এইরূপ বাঁহার বিশ্বাস সেই ব্রহ্মরূপ কৰ্ম্মে একাগ্র-
 চিত্ত ব্যক্তি ব্রহ্মেই গমন করেন ।২৪

কোন কোন কৰ্ম্মযোগী দেবোদ্দেশে যজ্ঞ সম্পন্ন করেন ; কোন কোন
 জানযোগী ব্রহ্মরূপ অনলে আত্মাহুতি দান করিয়া আত্মযজ্ঞ সম্পাদন
 করেন ।২৫

নৈষ্ঠিক যোগিগণ ইন্দ্ৰিয়সংযমরূপ অগ্নিতে কণাদি ইন্দ্ৰিয় সমূহের হোম
 করেন ; অন্যেরা ইন্দ্ৰিয়রূপ অগ্নিতে শব্দস্পর্শাদি বিষয় সকলের হোম
 করেন ।২৬

অন্যপ্রকার যোগিগণ ব্রহ্ম ও আত্মার অভেদ দর্শনরূপ জ্ঞানসমুজ্জ্বলিত
 আত্মসংযম যোগাগ্নিতে ইন্দ্ৰিয় ও প্রাণের কৰ্ম্ম সমূহের হোম করেন ।২৭

কেহ কেহ দ্রব্যযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, কেহ কেহ তপোযজ্ঞের সাধন
 করেন, কেহ কেহ চিত্তবৃত্তি নিরোধরূপ যোগযজ্ঞপরায়ণ, তদ্রূপ কেহ
 কেহ বেদালোচনা ও শাস্ত্রার্থাবধারণরূপ স্বাধায় ও জ্ঞানযজ্ঞ সম্পন্ন
 করেন ।২৮

কেহ কেহ অপানে প্রাণকে, কেহ কেহ প্রাণে আপনকে আহুতি দিয়া
 থাকেন । কেহ কেহ প্রাণ ও অপানের গতি রোধ করিয়া প্রাণায়ামানুষ্ঠান
 করেন । অপর কেহ কেহ নিতাহারী হইয়া প্রাণাদিতে ইন্দ্ৰিয় সকল হোম
 করেন ।২৯

সর্কেহপোতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িতকল্যাণাঃ ।
 যজ্ঞশিষ্টায়ুতভূজো যাস্তি ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥৩০
 নায়ং লোকোহন্ত্যযজ্ঞস্য কুতোহন্তঃ কুরুসত্তম ॥৩১
 এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে ।
 কৰ্ম্মজানু বিদ্ধি তান্ সৰ্ব্বানেবং জাত্বা বিমোক্ষ্যসে ॥৩২
 শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদযজ্ঞাজ্ঞানযজ্ঞঃ পরস্তপ ।
 সৰ্ব্বং কৰ্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥৩৩
 তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া ।
 উপদেক্ষ্যস্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥৩৪
 যজ্ঞজাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব ।
 যেন ভূতাত্ত্বশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাশ্রয়ত্থো ময়ি ॥৩৫
 অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সৰ্ব্বেভ্যঃ পাপকৃতমঃ ।
 সৰ্ব্বং জ্ঞানপ্রবেশৈব বৃজিনং সন্তরিয়্যসি ॥৩৬

উল্লিখিতরূপ যজ্ঞজ্ঞানসম্পন্ন, যজ্ঞজনিত বিনষ্টপাপ, এবং যজ্ঞাবশিষ্ট অমৃতভোজননিরত মানবগণ নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন । ৩০

হে কোরব ! যজ্ঞানুষ্ঠানবিরত ব্যক্তির এই লোকই নাই ; অতএব লোকপ্রাপ্তির সম্ভাবনা কোথায় ? ৩১

বেদমুখে এইরূপ বহুবিধ যজ্ঞ বিহিত হইয়াছে ; তৎসমস্তই কৰ্ম্মজ্ঞানিবে । এইরূপ যজ্ঞতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইলে মুক্তিলাভ করিবে । ৩২

হে শক্রতাপন অর্জুন ! দ্রব্যাসাধ্য যজ্ঞের অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞই শ্রেয়াকারণ যাবতীয় কৰ্ম্ম নিঃশেষরূপে জ্ঞানের অন্তর্ভূত । ৩৩

মহাত্মাগণকে প্রণাম, জিজ্ঞাসা ও শুশ্রূষার দ্বারা জ্ঞানের বিষয় জ্ঞাত হইবে । তাহা হইলে আত্মজ্ঞানসম্পন্ন সমাগুদর্শিগণ তোমাকে জ্ঞানপদেশ প্রদান করিবেন । ৩৪

হে পাণ্ডব ! তাহা জানিলে পুনরায় একপ ভ্রম ঘটবে না ; সেই প্রভাবে যাবতীয় ভূত অতঃপর পরমাত্মরূপ আমাতেই দেখিতে পাইবে । ৩৫

তুমি যদি যাবতীয় পাপীগণের অপেক্ষাও অধিকতর পাপকারী । তাহা হইলেও জ্ঞানরূপ তরণীর সাহায্যে, সেই পাপসমুদ্র অতিকরিবে । ৩৬

যথৈধাংসি সমিকোহ্মিৰ্ভস্মসাৎ কুরুতেহজ্জুন ।
 জ্ঞানাগ্নিঃ সৰ্বকৰ্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥৩৭
 নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যাতে ।
 তৎ স্বয়ং যোগসংস্কৃতঃ কালেনাশ্মনি বিন্দতি ॥৩৮
 শ্রদ্ধাবান্ধভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেক্রিয়ঃ ।
 জ্ঞানং লক্ষ্মী পরাং শাস্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥৩৯
 অজ্ঞশ্চাশ্রদধানশ্চ সংশয়ায়া বিনশ্যতি ।
 নায়ং লোকোহস্তি ন পরো ন স্মৃৎ সংশয়ায়নঃ ॥৪০
 যোগসংযুক্তকৰ্ম্মাণং জ্ঞানসংচ্ছিন্নসংশয়ম্ ।
 আত্মবন্তং ন কৰ্ম্মাণি নিবপ্নস্তি ধনঞ্জয় ॥৪১
 তস্মাদজ্ঞানসমুৎতং স্তংস্তং জ্ঞানাসিনাশ্মনঃ ।
 ছিষ্টেনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোতিষ্ঠি ভারত ॥৪২
 জ্ঞানবিভাগযোগঃ ।

হে অজ্জুন ! প্রদীপ্ত পাবক যেরূপ কাষ্ঠরাশিকে ভস্মীভূত করে, জ্ঞানরূপ
 অনলও তদ্রূপে কৰ্ম্মসমূহকে ভস্মসাৎ করিয়া থাকে । ৩৭

তপোযোগাদির মধ্যে জ্ঞানের ন্যায় পবিত্র আর কিছুই নাই । কালক্রমে
 কৰ্ম্মযোগ দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিলে, জ্ঞান স্বয়ং অন্তঃকরণে উপস্থিত হইয়া
 থাকে । ৩৮

শ্রদ্ধাযুক্ত, নিষ্ঠাবান্, এবং জিতেক্রিয় ব্যক্তি জ্ঞানলাভ করিয়া অচিরে
 চরম মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । ৩৯

জ্ঞানবিহীন, শ্রদ্ধাবিরহিত, এবং সন্দ্বিগ্নচিত্ত ব্যক্তি ইষ্টনাশ হেতু মৃত্যু-
 ভূম্য হয় । সন্দেহাকুল ব্যক্তির এই লোক, পরলোক এবং কোন স্মৃতি
 নাই । ৪০

হে অজ্জুন ! সমস্ত বুদ্ধি হেতু যাহার কৰ্ম্মসমূহ ভগবানে সমর্পিত, অর্ষেত
 দর্শন হেতু যিনি সন্দেহশূন্য, নিশ্চয়জ্ঞান হেতু যিনি ভ্রান্তিবিহীন, কৰ্ম্মসমূহ
 তাঁহাকে বন্ধ করিতে পারে না । ৪১

অতএব হে ভারত ! জ্ঞানরূপ রূপাণসহকারে আত্মার অজ্ঞানতা জনিত
 যদযন্ত এই অন্ধকার ছেদন করিয়া যোগাচ্ছতানে নিযুক্ত হও—যুদ্ধে প্রবৃত্ত
 হও । ৪২

পঞ্চমোইধ্যায়ঃ ।

অৰ্জুন উবাচ ।

সংগ্রাসং কৰ্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি ।
যচ্ছেয় এতয়োৱেকং তন্মে ব্রুহি স্থনিশ্চিতম্ ॥১

শ্ৰীভগবানুবাচ ।

সন্ন্যাসঃ কৰ্মযোগশ্চ নিঃশ্ৰেয়সকরাবৃত্তৌ ।
তয়োস্ত্ব কৰ্মসংগ্রাসাং কৰ্মযোগৌ বিশিষ্যতে ॥২
জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসংগ্রাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি ।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥৩
সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্খালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োবিন্দতে ফলম্ ॥৪
যং সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদযোগৈরপি গম্যতে ।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥৫

অৰ্জুন কহিলেন,—হে কৃষ্ণ! তুমি কৰ্মত্যাগের বিষয় কীৰ্ত্তন কবি
পুনরায় কৰ্মযোগের বিষয় কহিতেছ; এতহুতয়ের মধ্যে যাহা শ্রেয়স্ব
তাহাই স্থিররূপে নির্দেশ কর ।১

শ্ৰীভগবানু কহিলেন,—কৰ্মত্যাগ ও কৰ্মযোগ উভয়ই মোক্ষবিধায়ক
কিন্তু তহুতয়ের মধ্যে কৰ্মত্যাগ অপেক্ষা কৰ্মযোগই শ্রেষ্ঠ ।২

যিনি ঘেৰ করেন না, আকাঙ্ক্ষাও করেন না, তাঁহাকে নিত্য সন্ন্যাসী
বলিয়া জানিবে; কারণ হে ভূজবলশালিন! রাগদ্বेषাদিশৃঙ্খ ব্যক্তি অন
য়াসে সংসার-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন ।৩

শাস্ত্রজ্ঞানশূন্য জনেরা জ্ঞানযোগ ও কৰ্মযোগকে পৃথক বলিয়া ব্যাখ্যা
করেন, কিন্তু পণ্ডিতেরা কখনই মেলুপ করেন না । শাস্ত্রানুসারে তহুতয়ে
একটী অমুঠান করিলেই উভয়েরই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় ।৪

জ্ঞানবলে যে স্থান লাভ করা যায়, কৰ্মযোগীগণও সেই স্থানে গম্য

সংভ্রাসন্ত মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ ।
 যোগযুক্তো মুনির্ভ্রঙ্ক ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥৬
 যোগযুক্তো বিমুক্তাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
 সর্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্করপি ন লিপ্যতে ॥৭
 নৈব কিঞ্চিং করোমীতি যুক্তো মত্তোত তত্ত্ববিৎ ।
 পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিহ্মন্নশ্চ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ ॥৮
 প্রলপন্ বিস্মজন্ গৃহ্নন্ নিষমিষমিষন্নপি ।
 ইন্দ্রিয়ানীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্তন্ত ইতি ধারয়ন্ ॥৯
 ব্রহ্মণ্যাধায় কৰ্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ ।
 লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাস্তসা ॥১০
 কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি ।
 যোগিনঃ কৰ্ম্ম কুর্করন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাশ্চক্ৰয়ে ॥১১
 যুক্তঃ কৰ্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাশ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্ ।
 অযুক্তঃ কামকারণে ফলে সক্তো নিবধ্যতে ॥১২

করেন। যিনি জ্ঞান ও কৰ্ম্মযোগকে সমতুল্য দর্শন করেন, তিনিই সম্যক দর্শন করেন।৫

হে বাহুবলশালিন্! কৰ্ম্মযোগ ব্যতীত সন্ন্যাস প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব ; কিন্তু কৰ্ম্মযোগপরায়ণ সন্ন্যাসী শীঘ্রই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন।৬

কৰ্ম্মযোগী, বিমুক্তাত্মা:করণ, বশীভূত-দেহ, ইন্দ্রিয়জয়ী, সর্বভূতে আত্ম-দৃষ্টদম্পন ব্যক্তি কৰ্ম্মাহুষ্ঠান করিলেও কৰ্ম্মে লিপ্ত হন না।৭

ব্রহ্মনিষ্ঠতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি দর্শন, শ্রবণ, ভোজন, গমন, নিদ্রা, স্বাস, কথন, গাণ, গ্রহণ, উন্মেষ ও নিমেষ করিয়াও ইন্দ্রিয় সমূহই ইন্দ্রিয় ব্যাপারে নিযুক্ত রহিয়াছে জানিয়া, কিছুই স্বয়ং করিতেছি না বলিয়া মনে করেন।৮:৯

যিনি পরমেশ্বরে সমর্পণ করিয়া ফলাভিলাষ পরিশূন্য ভাবে কৰ্ম্মাহুষ্ঠান করেন, তিনি, জলে পদ্মপত্রের ন্যায়, কখনই পাপে প্রলিপ্ত হন না।১০

শরীর দ্বারা, মনের দ্বারা, বুদ্ধির দ্বারা, অভিনিবেশবিহীন ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা, যোগিগণ ফলাভিসন্ধি পরিত্যাগ করিয়া কৰ্ম্মাহুষ্ঠান করিয়া থাকেন।১১

ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি কৰ্ম্মফলাসক্তি ত্যাগ করিয়া নিষ্ঠাক্রান্ত মোক্ষ প্রাপ্ত হন।

সৰ্বকৰ্ম্মাণি মনসা সংশ্রুতান্তে স্তব্ধং বশী ।
 নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুৰ্ম্মন কারয়ন্ ॥১৩
 ন কৰ্ত্তৃষ্ণং ন কৰ্ম্মাণি লোকস্ত সৃজতি প্রভুঃ ।
 ন কৰ্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্ত প্রবর্ততে ॥১৪
 নাক্তে কস্তচিৎ পাপং ন চৈব স্কৃতং বিভুঃ ।
 অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহুন্তি জন্তবঃ ॥১৫
 জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমায়নং ।
 তেষামাদিত্যবজ্জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্ ॥১৬
 তদ্ধুত্বস্তদায়ানন্তমিষ্টান্তংপরায়ণাঃ ।
 গৃচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিঃ জ্ঞাননির্দ্ধৃতকল্যাণাঃ ॥১৭
 বিদ্যাভিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিণি ।
 শুনি চৈব স্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥১৮

কামনা যুক্ত ব্যক্তি কামনা জনিত ফলাভিসন্ধি সহকারে কৰ্ম্মাহুষ্ঠান করি
 সংসার-বন্ধন প্রাপ্ত হয় ১২

যতচিত্ত ব্যক্তি মনের দ্বারা যাবতীয় কৰ্ম্ম ত্যাগ করিয়া এই নবদ্বার
 দেহরূপ আবাসে, স্বয়ং কোপ কৰ্ম্ম করিতেছি না, বা কাহারও দ্বারা করা
 তেছি না জানিয়া, স্তব্ধে বাস করেন ১৩

ঈশ্বর লোকের কৰ্ত্তৃত্ব, কৰ্ম্ম ও কৰ্ম্মফলের সহিত সংযোগও সৃষ্টি ক
 নাই ; প্রকৃতিই তাহার প্রবর্তক ১৪

পরমেশ্বর কাহার ও পাপ বা পুণ্য গ্রহণ করেন না ; অজ্ঞানের দ
 জ্ঞান সমাচ্ছন্ন, এই জন্তই সংসারিগণ মোহপ্রাপ্ত হয় ১৫

আত্মবিষয়ক জ্ঞানের দ্বারা যাহাদিগের অজ্ঞান বিনষ্ট হইয়াছে, সূর্য্য য
 যাবতীয় বস্তু প্রকাশ করেন, তদ্রূপে তাহাদিগের সেই জ্ঞান পরমাত্মা
 প্রকাশ করে ১৬

পরমাত্মাতে যাঁহাদের স্থিরাবুক্তি, তিনিই যাঁহাদের আত্মস্বরূপ, তাঁ
 তেই যাঁহাদের স্থিতি, তিনিই যাঁহাদের পরম আশ্রয়, যাঁহাদের জ্ঞান
 পাপ পুণ্য বিনিবৃত্ত, তাঁহারা পুনর্জন্ম বিহীনতারূপ মুক্তি লাভ করেন ১৭

জ্ঞান ও বিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, গাভী, হস্তী ও কুকুরে জ্ঞানীগণ
 দৃষ্টিসম্পন্ন ১৮

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেবাং সাম্যো দ্বিতং মনঃ ।
 নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ভ্রুক্ণি তে স্থিতাঃ ॥১৯
 ন প্রকৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্যচাপ্রিয়ম্ ।
 স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥২০
 বাহ্যস্পর্শেষসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্ ।
 স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষ্যামশ্নুতে ॥২১
 যে হি সংস্পর্শজা ভোগাঃ দুঃখযোনয় এব তে ।
 আদ্যন্তবন্তঃ কোন্তেয় ন তেষু রমতে বৃধঃ ॥২২
 শক্ৰোতীহৈব যঃ সোদুঃ প্রাক্ষরীরবিমোক্ষণং ।
 কামক্ৰোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ ২৩
 যোহন্তঃসুখোহন্তরারামস্তথাস্তজ্যোতিরেব যঃ ।
 স যোগী ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মভূতোহধিগচ্ছতি ॥২৪
 লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ ।
 ছিন্নদৈবা যতাত্মানঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ ॥২৫

যাঁহাদের মন সমবোধসম্পন্ন, তাঁহাদের পক্ষে এই জীবনেই সংসার
 নিরন্ত হইয়াছে ; যেহেতু ব্রহ্ম সর্বত্র সমান ও বিকারবিহীন ; অতএব তাদৃশ
 ব্রহ্মজেরা ব্রহ্মই লাভ করেন । ১৯

ব্রহ্মবিৎ, ব্রহ্মাবস্থিত, স্থিরবুদ্ধি, মোহশূন্য ব্যক্তি ইষ্টপদার্থ লাভ করিয়া
 হুট্ট হন না, এবং অনিষ্ট সমাগমেও বিষন্ন হন না । ২০

বাহ্যেন্দ্রিয়বিষয়ে অনাসক্ত ব্যক্তি অন্তঃকরণে সুখলাভ করেন ; সেই
 পরমাত্মায় সমাধিযুক্ত ব্যক্তি অনন্ত সুখ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । ২১

বিষয়েন্দ্রিয়ের সম্বন্ধজনিত যে সুখ তাহা নিশ্চয়ই দুঃখের কারণভূত
 এবং আদি ও অন্তযুক্ত । হে অর্জুন ! পণ্ডিতগণ কখনই তাহাতে অনুরক্ত হন
 না । ২২

যিনি মরণের পূর্বেই কামক্ৰোধজনিত উত্তেজনা সহ করিতে সক্ষম
 তিনিই যোগী এবং তিনিই সুখী মনুষ্য । ২৩

আত্মাতেই যাঁহার সুখ, আত্মাতেই যাঁহার আনন্দ, আত্মাতেই যাঁহার
 দৃষ্টি, সেই যোগী ব্রহ্মাবস্থিত হইয়া ব্রহ্মনির্বাণরূপ মোক্ষ লাভ করেন । ২৪

ক্ষীণপাপ, নিবৃত্ত-সন্দেহ, সংযতচিত্ত, সকল প্রাণীর মঙ্গল সাধন নিরন্ত
 সমাগৃহীত ব্রহ্মনির্বাণরূপ মোক্ষ লাভ করেন । ২৫

কামক্ৰোধবিশুদ্ধানাং ধৰ্মীনাং বতচেতসাম্ ।
 অভিভোত্ব ব্রহ্মনির্কীৰ্ণং বৰ্ত্ততে বিদিতাশ্বনাম্ ॥২৬
 স্পৰ্শান্ কৃৎস্বা বহির্কীৰ্ণাংশ্চক্ষুশ্চৈবাস্তরে ক্রবোঃ ।
 প্রাণাপানৌ সমৌ কৃৎস্বা নাসাত্যন্তরচারিণৌ ॥২৭
 যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিমূর্নির্মোক্ষপরাধনঃ ।
 বিগতেচ্ছাত্তয়ক্ৰোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥২৮
 ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সৰ্বলোকমহেশ্বরন্ ।
 অহংসং সৰ্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিবৃচ্ছতি ॥২৯
 কৰ্ম্মসন্ন্যাসযোগঃ ।

কামক্ৰোধবিশুদ্ধ, আত্মতত্ত্বজ্ঞ সংযতচিত্ত সন্ন্যাসিগণের জীবন ও ম
 উভয়েই ব্রহ্মনির্কীৰ্ণরূপ মোক্ষ ঘটে ॥২৬

বাহ্য বিষয় সমূহ হৃদয় হঠতে বর্জন করিয়া, ভ্রমের মধ্যস্থানে নেত্রা
 সংন্যস্ত করিয়া এবং নাসামধ্য প্রবাহী প্রাণ ও আপন বায়ুকে সমান করি
 যিনি ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে সংযত করিয়াছেন, সেই মোক্ষপরাধন, বাদ
 ভীতি-ক্ৰোধ-বিরহিত সন্ন্যাসী সৰ্বদা মুক্ত ॥২৭ ২৮

আমাকে যজ্ঞ ও তপস্যার ভোগকর্তা, সৰ্বলোকেয় মহান্ ঈশ্বর, সব
 প্রাণীর হিতৈষী জানিয়া সন্ন্যাসী মুক্তি লাভ করেন ॥২৯

ষষ্ঠোঃধ্যায়ঃ ।

শ্রীভগবানুবাচ ।

অনাশ্রিতঃ কৰ্মফলং কাৰ্য্যং কৰ্ম কৰোতি যঃ ।
স সংশ্রাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নি ন চাক্রিয়ঃ ॥১
যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব ।
ন হ্যসংশ্রুতসংকল্পো যোগী ভবতি কশ্চন ॥২
আকরুক্ষৌমুর্নেৰ্ধোগং কৰ্ম কাৰণমুচ্যতে ।
যোগাক্রুতশ্চ তশ্চৈব শমঃ কাৰণমুচ্যতে ॥৩
যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কৰ্মস্বল্পবজ্জতে ।
সৰ্বসংকল্পসংশ্রাসী যোগাক্রুতশ্চদোচ্যতে ॥৪
উক্তরেদাশ্চনাশ্রানং নাশ্রানমবসাদয়েৎ ।
আশ্রয়েব হ্যাশ্রনো বন্ধুরাশ্রয়েব রিপুৰাশ্রনঃ ॥৫

শ্রীভগবানু কহিলেন,—যিনি কৰ্মফলের প্রত্যাশা না করিয়া কৰ্তব্য কৰ্ম
নিৰাহিত করেন, তিনিই সন্ন্যাসী এবং যোগী ; তাদৃশ ব্যক্তি অগ্নিসাধ্য
কৰ্মত্যাগী নহেন এবং অগ্নিনিরপেক্ষ কৰ্মত্যাগীও নহেন ।১

হে অৰ্জুন ! যাহা সন্ন্যাস নামে অভিহিত হইয়া থাকে, তাহাকেই কৰ্ম-
যোগ বলিয়া জানিবে ; কাৰণ ফলাভিসন্ধি না হইলে কেহই যোগী হইতে
পারেন না ।২

জানযোগে আরোহণেচ্ছুক সন্ন্যাসিণের পক্ষে কৰ্মই সাধনস্বরূপ কীৰ্ত্তিত
হইয়া থাকে ; জানযোগসম্পন্নগণের পক্ষে কৰ্মসন্ন্যাসই কাৰণ স্বরূপ ।৩

যখন ইন্দ্রিয়গ্রাহ বিষয়ে ও কৰ্মে আসক্তি থাকে না, তখনই সেই কৰ্ম ও
তৎকলত্যাগী ব্যক্তি যোগাক্রুত নামে অভিহিত হইয়া থাকেন ।৪

আশ্রম দ্বারাই আশ্রম উক্তার করিবে ; তাহার অধোগতির ব্যবস্থা
করিবে না ; কাৰণ আশ্রমই আশ্রম বন্ধু এবং আশ্রমই আশ্রম শত্রু ।৫

বন্ধুরা আত্মনস্তস্য যেনাঐশ্বৰ্য্যনা জিতঃ ।
 অনাশ্বনস্ত শত্রুশ্চ বৰ্জ্যেতাঐশ্বৰ্য্য শত্রুবৎ ॥৬
 জিতাশ্বনঃ প্রশান্তস্ত পরমাত্মা সমাহিতঃ ।
 শীতোষ্ণস্বখঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ ॥৭
 জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থোবিজিতেন্দ্রিয়ঃ ।
 যুক্ত ইত্যাচ্যতে যোগী সমলোষ্ঠাশ্মকাঙ্কনঃ ॥৮
 স্নান্নিত্রাযুর্দাসীগমধ্যাহ্নেষ্যবন্ধুযু ।
 সাধুষপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষাতে ॥৯
 যোগী যুজীত সততমাত্মানং রহসি তিতঃ ।
 একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাসীরপরিগ্রহঃ ॥১০
 গুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ ।
 নাত্যাচ্ছিতং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরম্ ॥১১

যাঁহার আত্মার দ্বারা আত্মা বশীভূত হইয়াছে, তাঁহারই আত্মা আ-
 বদ্ধ; কিন্তু যাঁহার আত্মা বশীকৃত হয় নাই, তাঁহার আত্মা শত্রুর
 শত্রুতাসাধনে প্রবৃত্ত ৬

কেবল জিতেন্দ্রিয় রাগদ্বেষাদিশূন্য ব্যক্তির আত্মা শীতোষ্ণ, স্বখ-দুঃ-
 মানাপমানে অবিচলিত থাকে ৭

জ্ঞান বিজ্ঞান প্রভাবে যাঁহার আত্মা আকাঙ্ক্ষাহীন, যিনি নির্বি-
 জিতেন্দ্রিয় ও মুগ্ধপিণ্ড, পাষণ্ড ও স্ববর্ণে সমদৃষ্টিসম্পন্ন যোগী যোগাঙ্গ
 অভিহিত হন ৮

হিতৈষী, স্নেহবান্, শত্রু, পক্ষপাতহীন, মীমাংসক, দ্বেষের পাত্র,
 হেতু উপকারক, সদাচারী ও কদাচারী ইত্যাদি সকলের প্রতিই ঐ
 সমান বুদ্ধি, তিনিই শ্রেষ্ঠ ৯

যোগী ব্যক্তি সতত জনশূন্য স্থানে, সঙ্গশূন্য ভাবে অন্তঃকরণ ও
 সংযম করিয়া, আকাঙ্ক্ষাবিহীন এবং পরিগ্রহ পরিশূন্য হইয়া মনকে সম-
 করিবেন ১০

নিশুঙ্ক স্থানে ক্রমশঃ কুশ, তত্ক্ষণি ব্যাঘ্রাদি চর্ম্ম, তত্ক্ষণি মৃদুবজ্র পা-
 করিয়া অনতি উচ্চ ও অনতি নীচ অচঞ্চল আসন স্থাপিত করিবে।
 আসনে উপবিষ্ট হইয়া, চিত্ত ইন্দ্রিয় ও তৎকার্য্য সংযমকারী সাধক, ১১

তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃতা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ ।
 উপবিষ্টাঙ্গনে যুজ্যাদ্ব্যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে ॥১২
 সমং কারশিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ ।
 সংশ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্ ॥১৩
 প্রশান্তাত্মা বিগতভীত্বক্ষচাৰিবৃত্তে স্থিতঃ ।
 মনঃ সংযম্য মচ্চিন্তোযুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥১৪
 যুজ্ঞেন্নেবং সদাঙ্গানং যোগী নিয়তমানসঃ ।
 শান্তিং নির্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ॥১৫
 নাত্যগ্নতস্ত যোগোহস্তি ন চৈকান্তমনস্ততঃ ।
 ন চাতিশ্রমশীলস্ত জাগ্রতোনৈব চার্জুর্ন ॥১৬
 যুক্তাহারবিহারস্ত যুক্তচেষ্টস্ত কর্মসু ।
 যুক্তস্বপ্নাববোধস্ত যোগো ভবতি হঃখহা ॥১৭
 যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মশ্চৈবাবতিষ্ঠতে ।
 নিম্প্লহঃ সর্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা ॥১৮

করণ শুদ্ধির নিমিত্ত, মনকে বিক্ষিপ্তরহিত করিয়া যোগাভ্যাস করিবেন ॥১১১২

দেহ, মস্তক ও গ্রীবা সরল ও নিশ্চল করিয়া, কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, প্রযত্ন সহকারে স্বকীয় নাসাগ্রভাগ দেখিতে থাকিবেন । এইরূপে নির্দোষচিত্ত, ভীতিশূন্য, ত্রক্ষচর্বাণবায়ণ এবং মদগতচিত্ত ও মদেকনিষ্ঠ হইয়া সমাধিযুক্ত ভাবে উপবেশন করিবেন ॥১৩১৪

পূর্বোক্তরূপে মনঃসংযম করিতে করিতে, সংযতচিত্ত যোগী পরিণামে নির্বাণবিধায়িকা মজ্জপে অবস্থানরূপ শান্তি লাভ করেন ॥ ১৫

হে অর্জুন ! অতিভোজী বা নিতান্ত আহারহীনের যোগ হয় না ; নিতান্ত নিদ্রাশীল অথবা নিদ্রাহীনও যোগের আধিকারী নহেন ॥১৬

পরিমিত আহার-বিহার-পরায়ণ, কর্মসম্বন্ধে নিয়মিত চেষ্টা সম্পন্ন, এবং পরিমিতরূপ নিদ্রা ও জাগরণশীল ব্যক্তির যোগ সর্ববিধ সংসারহঃখ হরণ করিয়া থাকে ॥১৭

যখন চিত্ত নিরুদ্ধ হইয়া আত্মাতেই অবস্থিত হয়, তখনই যাবতীল্লাসনাবিষয়ে বিগততৃষ্ণ যোগী সমাহিত নামে অভিহিত হইয়া থাকেন ॥১৮

যথা দীপো নিবাতস্থো নেক্ষতে সোপমা স্মৃতা ।
 যোগিনো যতচিত্তস্ত যুক্ততো যোগমাশ্রয়ঃ ॥১৯
 যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া ।
 যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পঞ্চমাত্মনি ভূষতি ॥২০
 সূত্রমাত্মাস্থিকং যত্বদ্বুদ্ধিগ্রাহমতীন্দ্রিয়ম্ ।
 বেত্তি যত্র নচৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ ॥২১
 যং লক্ষ্যং চাপরং লাভং মত্বতে নাধিকং ততঃ ।
 যস্মিন্ স্থিতো ন হুঃখেন গুরুণাপি বিচালাতে ॥২২
 তং বিদ্যাদ্ধুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্ ।
 স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোহনির্কিল্বেচেতসা ॥২৩
 সংকল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্কানশেষতঃ ।
 মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ ॥২৪
 শঠৈঃ শঠৈকপরমেদ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া ।
 আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥২৫

বায়ুবিহীন প্রদেশস্থ প্রদীপ বিকম্পিত হয় না ; আত্মার যোগনি
 সংযতমনা যোগিদিগের তাহাই উপমাশ্বরূপ । ১৯

যে অবস্থায় যোগাভ্যাস প্রভাবে সংযতচিত্ত উপরত হয় এবং যে অব
 পরিশুদ্ধ জ্ঞান প্রভাবে পরমাত্মাকে দর্শন করিতে করিতে আপনাকে
 তুষ্টি ভোগ করেন; যে অবস্থায় বুদ্ধিগ্রাহ্য বিষয়েন্দ্রিয়ের সম্বন্ধাতি
 আত্মদর্শনরূপ অপরিমিত সূত্র সম্বোগ করেন, এবং জ্ঞানী সেই
 হইতে পরিভ্রষ্ট হন না ; যে অবস্থা লাভ করিয়া অত্র কোন লাভকেই
 পেক্ষা অধিক বলিয়া বোধ করেন না এবং যে অবস্থায় অকস্থিত হই
 ভয়ানক ক্লেশও আর বিচলিত হন না, সেই অবস্থাকেই হুঃখ-সংস্পর্শ
 যোগ বলিয়া জানিবে। হৃদয়ের দৃঢ়তার সহিত নির্বেদরহিত চিত্তে
 যোগান্তর্ধান অভ্যাস করা আবশ্যিক। সঙ্কল্পসমূহ যাবতীয় ভোগাভি
 নিঃশেষরূপে পরিবর্জন করিয়া, মনের শক্তিপ্রভাবে ইন্দ্রিয় সমূহকে চতুর্
 হইতে প্রত্যাহার করিয়া, ধারণায়ুক্ত বুদ্ধির দ্বারা মনকে আত্মসংস্থিত কা
 ধীরে ধীরে উপরত হইবে এবং সকল চিন্তা পরিত্যাগ করিবে । ২০-২২
 ২৩, ২৪, ২৫

যতো যতো নিশ্চলতি মনশ্চক্ষসমস্থিরম্ ।
 ততস্ততো নিয়মৈতদাত্মজ্ঞেব বশং নয়েৎ ॥২৬
 প্রশান্তমনসং ছেনং যোগিনং সুখযুক্তমম্ ।
 উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্ ॥২৭
 যজ্ঞমেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ ।
 সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমন্নুভূতে ॥২৮
 সর্বভূতস্বমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি ।
 ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥২৯
 যো মাং পশুতি সর্বত্র সর্বঞ্চ ময়ি পশুতি ।
 তস্তাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশুতি ॥৩০
 সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ ।
 সর্বথা বর্তমানোহপি স যোগী ময়ি বর্ততে ॥৩১
 আত্মোপমোন সর্বত্র সমং পশুতি যোহর্জুন ।
 সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥৩২

বিষয়বিক্ষিপ্ত অস্থির মন যে যে বিষয়ে প্রধাবিত হয়, তৎসমস্ত হইতে
 ইহাকে প্রত্যাহার করিয়া আত্মার অধীনতায় আনয়ন কর ৷২৬

যাহার রজোগুণ নিবৃত্ত হইয়াছে, সেই প্রশান্তচিত্ত, পাপ পুণ্যবিরহিত
 ব্রহ্মভূত যোগী সমাধিরূপ উত্তম সুখ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ৷২৭

এইরূপে সর্বদা মনকে বশতাপন্ন করিতে করিতে পাপবিহীন যোগী
 অনাগ্রাসে ব্রহ্মসাক্ষারূপ সর্বোত্তম সুখ প্রাপ্ত হন ৷২৮

যোগপ্রভাবে সমাহিত চিত্ত, সকল ভূত পদার্থে সমদর্শী যোগী আত্মাকে
 সর্বভূতে অবস্থিত এবং সকল ভূতকে আত্মায় অবস্থিত দেখেন ৷২৯

যিনি আমাকে সকল ভূতে দেখেন, এবং সকল ভূতকে আমাতে দেখেন,
 আমি তাঁহার অদৃশ্য হই না এবং তিনিও আমার অদৃশ্য হন না ৷৩০

যিনি সকল ভূতে অবস্থিত আমাকে একান্ত অভেদ ভাবে আশ্রয়
 করিয়া ভজনা করেন, সকল বিষয়ে থাকিলেও সেই যোগী আমাতেই
 থাকেন ৷৩১

হে অর্জুন ! যিনি সকল ভূতে সুখ বা দুঃখ আপনার ত্রায় সমান দেখেন,
 সেই যোগী সর্বশ্রেষ্ঠ ইহাই আমার অভিমত ৷৩২

অৰ্জুন উবাচ ।

যোহয়ং যোগেশ্বরা প্রোক্তঃ স্যামেন মধুহৃদন ।
 এতস্তাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্ ॥৩৩
 চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদৃঢ়ম্ ।
 তস্তাহং নিগ্রহং মন্ত্রে বায়োরিব স্তূহকরম্ ॥৩৪

শ্রীভগবানুবাচ ।

অসংশয়ং মহাবাহো মনোহুনিগ্রহং চলম্ ।
 অভ্যাসেন তু কোন্তেষু বৈরাগ্যেণ চ গৃহতে ॥৩৫
 অসংযতাস্থনা যোগো হুত্প্রাপ্য ইতি মে মতিঃ ।
 বশ্যাস্থনা তু যততা শক্যোহবাণ্ডু মুপায়তঃ ॥৩৬

অৰ্জুন উবাচ ।

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ ।
 অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥৩৭

অৰ্জুন বলিলেন,—হে মধুহৃদন ! সৰ্ব্বত্র সমদর্শনরূপ যে যোগের ক
 তুমি বলিলে, মনের চঞ্চলতা হেতু, ইহা যে দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে, আ
 একরূপ বোধ করি না ৩৩

হে কৃষ্ণ ! মন অস্থির, শরীরেন্দ্রিয়-বিক্ষেপকারী, প্রবল ও দুৰ্জয়
 এতাদৃশ মনের নিরোধ, বায়ুর ত্রায় অসম্ভব বলিয়া আমি মনে করি ৩৪

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে মহাবাহো ! মন যে হুনিগ্রহ ও চঞ্চল তদ্বিধা
 কোনই সন্দেহ নাই ; কিন্তু অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা মনকে নিরোধ ক
 যাইতে পারে ৩৫

যাঁহার চিত্ত বশীকৃত নহে, তাঁহার পক্ষে যোগ হুত্প্রাপ্য ইহাই আম
 মত ; কিন্তু বশীকৃত-চিত্ত-ব্যক্তি বিহিত উপায়ানুসারে যত্ন করিলে যে
 লাভ করিতে পারেন ৩৬

অৰ্জুন জিজ্ঞাসিলেন, হে কৃষ্ণ ! শ্রদ্ধা সহকারে যোগে প্রবৃত্ত হওয়া
 পর বৈরাগ্যের শিথিলতা হেতু যোগমার্গ হইতে ভ্রষ্টচিত্ত ব্যক্তি যোগধ
 না পাইয়া কি গতি প্রাপ্ত হয় ? ৩৭

কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্ট শিহ্নাভ্রমিব নশ্রুতি ।

অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি ॥৩৮

এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তু মর্হন্তশেষতঃ ।

ঐদন্তঃ সংশয়স্তাস্ত্র ছেত্তা ন হু পপদ্যতে ॥৩৯

শ্রীভগবানুবাচ ।

পার্থ নৈবেহ নামৃত্র বিনাশস্তস্ত্র বিদ্যাতে ।

নহি কল্যাণকৃৎ কচ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥৪০

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষ্টিয়া শাস্বতীঃ সমাঃ ।

শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোহভিজায়তে ॥৪১

অথবা যোগিনামেব কূলে ভবতি ধীমতাম্ ।

এতন্নি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদিদৃশম্ ॥৪২

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌরুষদেহিকম্ ।

যততে চ ততোভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥৪৩

হে ভগবন্! ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়-পরিভ্রষ্ট এবং অবলম্বনশূন্য, কর্ম ও জ্ঞানমার্গ হইতে বিচ্যুত হইয়া সেই ব্যক্তি কি বিচ্ছিন্ন মেঘখণ্ডের ত্রায় নষ্ট হন ? ৩৮

হে কৃষ্ণ! আমার এই সন্দেহ নিঃশেষিত রূপে অপনোদিত করিতে তুমিই সক্ষম; তুমি ভিন্ন এই সন্দেহ নিবারণে সক্ষম আর কেহই থাকি। সম্ভব নহে ৩৯

শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে পার্থ! ইহলোকে বা পরলোকে তাদৃশ ব্যক্তির বিনাশ নাই; যেহেতু হে বৎস! শুভানুষ্ঠাতা কখনই অধোগতি প্রাপ্ত হন না ৪০

যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি পুণ্যানুষ্ঠাতৃগণের ভোগ্য ব্রহ্মাদি লোকে বহুসংবৎসর বাস স্থখ অনুভব করেন, তদনন্তর শুদ্ধাচারসম্পন্ন ধনীর গৃহে জন্ম লাভ করেন ৪১

অথবা ব্রহ্মবিদ্যাসম্পন্ন যোগিনিগেরই বংশে জন্ম লাভ করেন; এটরূপ জন্ম, বাস্তবিকই সংসারে দুর্লভতর ৪২

উল্লিখিত রূপ জন্মে পূর্বার্জিত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন তদনন্তর, হে কৌরব! সিদ্ধিলাভার্থ যত্নবান্ হইয়া থাকেন ৪৩

পূৰ্ণাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্রবণোহপি সঃ ।

জিজ্ঞাসুরপি যোগস্ত শব্দব্রহ্মাতিবর্ততে ॥৪৪

প্রযত্নাদ্ধতমানস্ত যোগী সংগুহকিঞ্চিৎ ।

অনেকজন্মসংসিদ্ধ স্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥৪৫

তপস্বিভ্যোহধিকোযোগী জ্ঞানিভ্যোহপি মতোহধিকঃ ।

কশ্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদযোগী ভবার্জুন ॥৪৬

যোগিনামপি সর্বেষাং মদগতেনাস্তরাশ্বনা ।

শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥৪৭

অভ্যাসযোগঃ ।

তিনি মোক্ষ সাধন বিষয়ে যত্নরহিত হইলেও, পূৰ্ণ জন্মার্জিত অং
প্রভাবে, আপনাকে বশীভূত করেন। যোগের তত্ত্ব জানেচু ব্যা
বেদবিহিত কর্মফল অতিক্রম করেন ৷৪৪

কিন্তু প্রযত্নপরায়ণ অপেক্ষাও যত্নবান্ যোগী পাপবিহীনতা এবং অ
জন্মার্জিত সমাগ্‌দর্শন প্রভাবে শ্রেষ্ঠ মুক্তি লাভ করেন ৷৪৫

যোগী ব্যক্তি তপস্বী ও উৎকৃষ্ট জ্ঞানীগণের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ এবং
পরায়ণগণের অপেক্ষাও বিশিষ্ট, ইহাই আমার মত। অতএব হে অর্জ
তুমিও যোগী হও ৷৪৬

যিনি আমাতেই সমাহিত চিত্ত হইয়া শ্রদ্ধা সহকারে আমার ভ
করেন, তিনি যাবতীয় যোগীর অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, ইহাই আমার অভিপ্রেত

সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীভগবানুবাচ ।

ময়াসক্ৰমনাঃ পার্থ যোগং যুগ্মদাশ্রয়ঃ ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্তসি তচ্ছৃণু ॥১
জ্ঞানং তেহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ ।
যজ্ঞজ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োহন্যজ্ জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে ॥২
মনুষ্যাণাং সহস্ৰেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে ।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥৩
ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥৪
অপরেয়মিতত্ত্বাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ ।
জীবভূতাং মহাবাহো য়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥৫
এতদ্যোনীনি ভূতানি সর্বাণীতূপধারয় ।
অহং কৃৎসন্ত জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥৬

শ্রীভগবান্ কহিলেন, পার্থ ! আমাতে নিবিষ্টচিত্ত ও মদাশ্রিত হইয়া
যোগাভ্যাস করিতে করিতে যেক্রমে নিঃসংশয়িতভাবে আমাকে জানিতে
পাবিবে, তাহা শ্রবণ কর ।১

আমি তোমাকে বিজ্ঞান সহিত এই জ্ঞানের বিষয় বিশিষ্টরূপে বলিব ;
তাহা জানিলে এই জগতে কোন জ্ঞাতব্য বিষয় অবশিষ্ট থাকে না ।২

সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে কেহ সিদ্ধিলাভের যত্ন করেন ; যত্নবান্ সিদ্ধ-
পণের মধ্যে কেহ আমাকে প্রকৃতরূপে জানিতে পারেন ।৩

কিতি, অপ্, তেজঃ, মকুং, ব্যোম, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার এই আট
ধকারে আমার প্রকৃতি বিভক্ত ।৪

হে মহাবাহো ! ইহা কিন্তু অপরা ; এতদপেক্ষা পরা জীবস্বরূপা আমার
মস্ত এক প্রকৃতি জানিবে ; সেই প্রকৃতির দ্বারা এই জগৎ ধৃত রহিয়াছে ।৫

যাবতীয় ভূত এই দুই প্রকৃতিজাত জানিবে ; আমি সপ্রকৃতিক জগতের
উৎপত্তি ও প্রলয়ের মূল কারণ ।৬

মত্তঃ পরতরং নাত্তং কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয় ।
 ময়ি সৰ্বমিদং প্রোতং হৃত্রে মণিগণাইব ॥৭
 রসোহহমপ্সু কোন্তেয় প্রভাস্মি শশিস্বৰ্য্যয়োঃ ।
 অগবঃ সৰ্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু ॥৮
 পুণ্যোগক্কঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজস্চাস্মি বিভাবসৌ ।
 জীবনং সৰ্বভূতেষু তপস্চাস্মি তপস্বিষু ॥৯
 বীজং মাং সৰ্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্ ।
 বুদ্ধিবুদ্ধিমতামস্মি তেজন্তেজস্বিনামহম্ ॥১০
 বলং বলবতাকাংহং কামরাগবিবৰ্জিতম্ ।
 ধৰ্ম্মাবিরুদ্ধোভূতেষু কামোহস্মি ভরতৰ্ষভ ॥১১
 যে চৈব সাত্বিকা ভাবা রাজসাত্ত্বামসাচ য়ে ।
 মত্ত এবোতি তান্ বিদ্ধি ন স্বহং তেষু তে ময়ি ॥১২
 ত্রিভিগুণময়ৈর্ভাবৈরেতিঃ সৰ্বমিদং জগৎ ।
 মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্ ॥১৩

হে ধনঞ্জয় ! আমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অস্ত্র কিছু নাই ; হৃত্রে মণি স
 ত্রায় আমাতে এই সমস্ত গ্রথিত রহিয়াছে ।৭

হে কোন্তেয় ! আমি জলে রসস্বরূপ, চন্দ্র স্বৰ্য্যে প্রভাস্বরূপ, সকল
 ঔকার স্বরূপ, আকাশে শব্দস্বরূপ, এবং মনুষ্য সকলে পৌরুষ স্বরূপ ।৮

আমি পৃথিবীতে পবিত্র গন্ধ, অগ্নিতে তেজঃ, সকল ভূতে জীবন,
 তপস্বিগণে তপঃ রূপে আছি ।৯

হে পার্থ ! আমাকে সকল ভূতের সনাতন বীজ জানিও ;
 বুদ্ধিমানগণের বুদ্ধি এবং তেজস্বীগণের তেজঃ রূপে আছি ।১০

হে ভরতৰ্ষভ ! আমি বলবান্দিগের কামরাগবিরহিত বলরূপে ও
 আমি জীব সকলে ধৰ্ম্মের অবিরুদ্ধ কামরূপে আছি ।১১

যে সকল সাত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক ভাব, তৎসমস্ত
 হইতে উৎপন্ন জানিও ; কিন্তু আমি তৎসমস্তে নাই, তৎসমস্ত আ
 আছে ।১২

এই তিন প্রকার গুণময় ভাব দ্বারা মোহাচ্ছন্ন এই সমুদায় জ
 সকলের অতীত নির্লিকার আমাকে জানিতে পারে না ।১৩

দৈবী ছেবা গুণময়ী মম মায়া দ্রুতয়া ।
 মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরস্তি তে ॥১৪
 ন মাং দৃষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ ।
 মায়াপঙ্কজানা আস্বরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥১৫
 চতুর্বিধা ভক্ত্যন্তে মাং জনাঃ স্কৃতিনোহৰ্জুন ।
 আৰ্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥১৬
 তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষাতে ।
 প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোহ্যতর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥১৭
 উদারাঃ সর্বত্রৈবতে জ্ঞানী স্বাইষ্ট্বম মে মতম্ ।
 আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবাস্তুত্তমং গতিম্ ॥১৮
 বহ্ননাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যাতে ।
 বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা স্তুহ্লভঃ ॥১৯
 কামৈষ্ঠৈষ্ঠৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেহহাদেবতাঃ ।
 তং তং নিয়মমাধ্যায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥২০

আমার এই গুণময়ী অলৌকিকী মায়া নিশ্চয়ই দুরতিক্রমণীয়া ; বাহারা
মামাকেই আশ্রয় করেন, তাঁহারা এই মায়া অতিক্রম করেন। ১৪

পাপপরায়ণ বিবেক-বিহীন নরাদমেরা, মায়াদ্বারা অপহৃত-জ্ঞান-জনগণ,
মামূলিক ভাব আশ্রয় করিয়া আমার শরণাগত হয় না। ১৫

হে ভরতর্ষভ! আর্ন্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী এবং জ্ঞানী এই চারি প্রকার
সুকৃতিশালী ব্যক্তি, আগার ভজন করেন। ১৬

তথ্যে, সতত মন্বিষ্ট ও একমাত্র আমাতে ভক্তিমান্ জ্ঞানৌ ব্যাক্তই
 :ঈষ্ট; আমি জ্ঞানৌর অতিশয় প্রিয়, এবং তিনিও আমার প্রিয়। ১৭

ইহারা সকলেই উদার স্বভাব; কিন্তু জ্ঞানী আত্মার স্বরূপ ইহাই আমার
 ভিত্তমত; কারণ সমাহিতচিত্ত জ্ঞানী, সর্বোৎকৃষ্টা গতিক্রমে, আমাকেই
 দ্বন্দ্বের করিয়াছেন। ১৮

বহুজন্মের পর জ্ঞানবান্, সকলই নারায়ণ স্বরূপ জানিয়া আমাকে ভজনা করেন; সেইরূপ বিগুদ্বাভ্যা নিতান্ত দুর্লভ। ১২

বিভিন্ন কামনাদ্বারা বিগত বিবেক মানবগণ বিশেষ বিশেষ নিয়ম স্বীকার
করিয়া এবং আপনার স্বভাবের বশবর্তী হইয়া, অশ্রান্ত দেবতার ভজনা করে।২০

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধাচিহ্নমিচ্ছতি ।
 তস্ম তস্তাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্ ॥২১
 স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাদনমীহতে ।
 লভতে চ ততঃ কামান্ মনৈব বিহিতান্ হিতান্ ॥২২
 অস্তবতু ফলং তেবাং তদ্ব্যত্যন্নমেধসাম্ ।
 দেবান্ দেবযজ্ঞো যাস্তি মদ্বক্তা যাস্তি মামপি ॥২৩
 অব্যক্তং ব্যক্তিমাংসং মন্ত্ৰেণ মামবুদ্ধয়ঃ ।
 পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মভূতমম্ ॥২৪
 নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমারূতঃ ।
 মূঢ়োহয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজয়ব্যয়ম্ ॥২৫
 বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চার্জুন ।
 ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাস্তু বেদ ন কশ্চন ॥২৬
 ইচ্ছাধেষসমুখেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত ।
 সর্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যাস্তি পরস্তপ ॥২৭

যে যে ভক্ত, যে যে দেবমূর্তিকে, শ্রদ্ধা সহকারে পূজা করিতে করেন, আমি সেই সেই ব্যক্তির তাহাতেই, দৃঢ়া শ্রদ্ধা বিধান করি।২১
 তিনি সেইরূপ শ্রদ্ধা যুক্ত হইয়া তাঁহার পূজা করেন; এবং সেই মূর্তি হইতে আমার দ্বারা বিহিত কামনা সমূহ প্রাপ্ত হন।২২
 কিন্তু সেই অল্পবুদ্ধি মানবগণের সেই ফল বিনাশশীল। দেবপূজ্য অনিত্য দেব সমূহকে প্রাপ্ত হন; আমার ভক্ত সমূহ আমাকে প্রাপ্ত হন।
 অল্পবুদ্ধিগণ, আমার নিত্য, সর্বোৎকৃষ্ট পরম স্বরূপ গ্রহণ না করা যায়। অতীত আমাকে ব্যক্তভাবাপন্ন মনে করে।২৪
 আমি যোগমায়াদ্বারা আচ্ছন্ন বলিয়া সকলের গোচরীভূত হই। স্মৃতরাং এই অজ্ঞান মনুষ্যগণ, জন্ম রহিত নিত্য স্বরূপ, আমাকে জ্ঞা পাবে না।২৫
 হে অর্জুন! আমি অতীত, বর্তমান, ও ভবিষ্যৎ এই ত্রিকালবর্তী ও বিষয়ই জানি; কিন্তু আমাকে কেহই জানে না।২৬
 হে অর্জুন! সৃষ্টিকালে, যাবতীয় প্রাণি ইচ্ছা ও ধেষ সমুদ্বন্দ্ব প্রভাবে সম্মোহ প্রাপ্ত হয়।২৭

যেষামন্তর্গতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্ ।

তে দ্বন্দ্বমোহনিমুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥২৮

জরামরণমোক্শায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে ।

তে ব্রহ্ম তদ্বিহঃ কৃৎস্নমধ্যাত্ম্যং কর্ম চাখিলম্ ॥২৯

সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যে বিহুঃ ।

প্রয়াণকালেহপি চ মাং তে বিহুষুর্জুচেতসঃ ॥৩০

জ্ঞানযোগঃ ।

কিন্তু যে সকল, পুণ্যাচারপরায়ণ মানবের পাপ বিনষ্ট হইয়াছে, তাঁহারা
দ্বন্দ্ব জনিত মোহ পরিশূন্য ও স্থির সঙ্কল্প হইয়া, আমারই ভজনা করেন ।২৮

জরামরণের নিবৃত্তির জন্ত, যাহারা আমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া প্রযত্ন-
শীল হন ; তাঁহারা ব্রহ্মতত্ত্ব, বাবতীয় অধ্যাত্মতত্ত্ব, এবং নিঃশেষ রূপ কর্ম তত্ত্ব
জানিতে পারেন ।২৯

যাহারা আমাকে অধিভূত, অবিদৈব ও অধিযজ্ঞের সহিত; জানেন ; সেই
সমাহিতচিত্ত ব্যক্তিগণ মৃত্যুকালেও আমাকে জানিতে পারেন ।৩০

অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

অৰ্জুন উবাচ ।

কিং তদ ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কৰ্ম পুরুষোত্তম ।
অধিভূতঞ্চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে ॥১
অধিযজ্ঞঃ কথং কোহত্র দেহেহস্মিন্নধুহৃদন ।
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োহসি নিয়তায়ত্নিভিঃ ॥২

শ্রীভগবানুবাচ ।

অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম স্বভাবোহধ্যাত্মমুচ্যতে ।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কৰ্মসংজ্ঞিতঃ ॥৩
অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্ ।
অধিযজ্ঞোহহমেবাত্র দেহে দেহভূতাস্থর ॥৪
অন্তকালে চ নামেব স্মরন্মুক্তা কলেবরম্ ।
যঃ প্রযাতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥৫
যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যস্তে কলেবরম্ ।
তং তমেবৈবতি কোন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥৬

অৰ্জুন জিজ্ঞাসিলেন,—হে পুরুষোত্তম ! সেই ব্রহ্ম কি ? অধ্যাত্ম কি ? অধিভূত কাহাকে বলে ? এবং অধিদৈব কাহাকে বলে ?

অধিযজ্ঞ কে এবং কিরূপে এই দেহে অবস্থান করেন ? হে মধুহৃদ যত্নাকালে তুমি কি প্রকারে সমাহিতচিত্ত ব্যক্তিগণের জ্ঞেয় হইয়া থাক

শ্রীভগবানু বলিলেন,—জগতের মূল কারণ স্বরূপ অক্ষরকে ব্রহ্ম ব
স্বভাবই অধ্যাত্ম কথিত হয় ; ভূত সকলের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি বিধায়ক
ত্যাগরূপ যজ্ঞ, কৰ্ম শব্দে অভিহিত । ৩

হে পুরুষ শ্রেষ্ঠ ! বিনাশশীল দেহাদি পদার্থ অধিভূত ; পুরুষ অধিদৈ
এই দেহে আমিই অধিযজ্ঞ । ৪

মৃত্যু সময়ে আমাকেই স্মরণ করিতে করিতে যে ব্যক্তি দেহ ত্যাগ ক
তিনি মৎস্বরূপতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, ইহাতে সন্দেহ নাই । ৫

হে কোন্তেয় ! যিনি যে ভাব স্মরণ করিতে করিতে অন্তকালে

ভাস্মাং সর্কেষু কালেষু মামমুশ্বর যুধ্য চ ।
 মধ্যাপিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈবশাস্তসংশয়ম্ ॥৭
 অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্নগামিনা ।
 পরমং পুরুষং দিব্যং যতিং পার্থীহুচিস্তয়ন ॥৮
 কবিং পুরাণমমুশাসিতারমণোরণীয়াংসমমুশ্বরেদ্ যঃ ।
 সর্কস্য ধাতারমচিস্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরন্ত্যং ॥৯
 প্রয়াণকালে মনসাংচলেন ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব ।
 ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্চ সম্যক্ স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥১০
 যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি বিশস্তি যদ্যতয়ো বীতরাগাঃ ।
 যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তন্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥১১
 সর্কদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিক্ষেপ্য চ ।
 মুক্খ্যাধায়াশ্বনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্ ॥১২

ত্যাগ করেন, তিনি সতত সেই ভাবে নিবিষ্ট চিত্ত হওয়ায় সেই সেই ভাবে
 প্রাপ্ত হন।৬

অতএব সর্ককালে আমাকে স্মরণ কর এবং যুক্ত কর ; আমাতে মন ও
 বুদ্ধি অর্পণ করিলে, তুমি নিশ্চয়ই আমাকে পাইবে।৭

হে পার্থ ! অভ্যাসযোগযুক্ত অনন্যাগামী চিত্তদ্বারা, দিব্য পরম পুরুষকে
 চিন্তা করিতে করিতে তাঁহাকেই প্রাপ্ত হওয়া যায়।৮

সর্কজ্ঞ, অনাদি, নিয়ামক, স্মৃতি ইহাতে অতিসূক্ষ্ম, সকলের পালক, অচিন্ত্য
 রূপ, স্বর্ঘ্য প্রভা, প্রকৃতির অতীত পুরুষকে অন্তকালে ভক্তিয়ুক্ত হইয়া
 অবিলম্বে মনের দ্বারা যোগ প্রভাবে ক্রমবশতঃ সম্যকরূপে প্রাণকে
 সংস্থাপিত করিয়া যিনি স্মরণ করেন, তিনি সেই দিব্য পুরুষকে প্রাপ্ত
 হন।৯।১০

ব্রহ্মজগৎ ঐহাকে অক্ষর বলিয়া উল্লেখ করেন, বিরাগী যতিগণ ঐহাতে
 ভাবেশ করেন, ঐহাকে জানিতে ইচ্ছা করিয়া, ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করেন,
 তামাকে সেই প্রাপ্য বস্তুর বিষয় সংক্ষেপে বলিতেছি।১১

ইন্দ্রিয়দ্বার সমূহ সংযম করিয়া, মনকে হৃদয়ে নিরোধ করিয়া এবং
 মনুষ্যের মধ্যে আপনার প্রাণকে স্থাপন করিয়া, যোগজনিত স্থিরত্ব

শুমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরয়ামহুশ্বরন ।

যঃ প্রযাতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥১৩

অনন্তচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ ।

তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ॥১৪

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্ ।

নাশ্তু বন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥১৫

আব্রহ্মভুবনান্নোকাঃ পুনরাবর্তিনোহর্জুন ।

মামুপেত্য তু কোন্তেষ্য পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥১৬

সহস্রযুগপর্য্যন্তমহর্ষাদ্ ব্রহ্মণো বিহঃ ।

রাত্রিঃ যুগসহস্রান্তাং তেহহোরাত্রবিদো জনাঃ ॥১৭

অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে ।

রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥১৮

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে ।

রাত্র্যাগমেহবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥১৯

আশ্রয় করিয়া, ওঁ এই একাক্ষর ব্রহ্ম উচ্চারণ এবং আমায় স্মরণ ক
করিতে যিনি দেহত্যাগ করিয়া গমন করেন, তিনি পরম গতি
হন। ১২।১৩

হে পার্থ ! যিনি অনন্যচিত্তে সর্বদা নিয়ত আমাকে স্মরণ করেন,
নিত্যযুক্ত যোগীর পক্ষে আমি সুলভ। ১৪

মহাত্মাগণ আমাকে প্রাপ্ত হইয়া, আর দুঃখের আলয় স্বরূপ, অ
জন্ম গ্রহণ করেন না। কারণ তাঁহারা পরমা সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১৫

হে অর্জুন ! ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সকল লোকই পুনরাবর্তনশীল,
হে কোন্তেষ্য ! আমাকে পাইলে পুনর্জন্ম হয় না। ১৬

সহস্রযুগ পর্য্যন্ত ব্রহ্মার যে একদিন, এবং সহস্র যুগান্ত রাত্রি, ইহা যা
জানেন, সেই ব্যক্তিগণ অহোরাত্র বেত্তা। ১৭

ব্রহ্মার দিবসের আগমে, অব্যক্ত হইতে সমুদয় ব্যক্ত প্রাচ্ছূর্ত :
ব্রহ্মরাত্রির উপক্রমে সেই অব্যক্ত স্বরূপেই সকলই প্রলীন হয়। ১৮

হে পার্থ ! এই ভূত সমূহ জন্ম গ্রহণ করিয়া রাত্রিসমাগমে প্র
হয়, দিনের আগমে অবশভাবে পুনরায় প্রাচ্ছূর্ত হয়। ১৯

পরন্তু স্নাতু ভাবোহি স্নোহিবাকোহব্যাক্তাং সনাতনঃ ।

যঃ স সর্কেষু ভূতেষু নশ্চাংসু ন বিনশ্যতি ॥২০

অব্যাক্তোহক্ষর ইতুক্তশ্চমাহঃ পরমাং গতিম্ ।

যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥২১

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যত্বনশ্চয়া ।

যস্যাঙ্কঃস্থানি ভূতানি যেন সর্কনিদং ততম্ ॥২২

যত্র কালে অনাবৃতিমাবৃতিশ্চৈব যোগিনঃ ।

প্রযাতা যাস্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥২৩

অগ্নিজ্যোতিরহঃ গুরুঃ যথাসা উত্তরায়ণম্ ।

তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥২৪

ধুমোরাত্রিস্থথা কৃষ্ণঃ যথাসা দক্ষিণায়নম্ ।

তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ততে ॥২৫

গুরুকৃষ্ণে গভী হেতে জগতঃ শাস্তে মতে ।

একয়া যাত্যনাবৃতিমশ্রাবর্ততে পুনঃ ॥২৬

কিন্তু সেই অব্যাক্ত হইতেও শ্রেষ্ঠ অন্য অব্যাক্ত সনাতনে যে ভাব আছে, মস্ত ভূত বিনষ্ট হইলেও, তাহা বিনষ্ট হয় না ৷২০

যে অব্যাক্ত অক্ষর নামে অভিহিত হয়, তাহাকে পরমা গতি বলে ; হাকে পাটয়া পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হইতে না হয়, তাহাই আমার পরম ৷২১

হে পার্থ ! ভূত সমূহ বাহার অন্তর্নিহিত আছে, বাহা দ্বারা এই জগৎ উপস্থিত হইয়াছে, সেই পরম পুরুষকে একান্ত ভক্তি দ্বারা লাভ করা যায় ৷২২

হে ভরতর্ষভ ! যে কালে প্রয়াণ করিলে, যোগীগণকে পুনরাবর্তন রিতে হয় না এবং যে কালে পুনরাবৃত্তি করিতে হয়, সেই কালের বিষয় হিতেছি ৷২৩

অগ্নি, জ্যোতিঃ, দিন, গুরুপক্ষ, উত্তরায়ণরূপ ছয় মাস, এই সময়ে প্রয়াণ-ল ব্রহ্মজগণ ব্রহ্মে গমন করেন ৷২৪

ধুম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, এবং দক্ষিণায়ন ছয় মাস, এই সময়ে প্রয়াণশীল গী, চান্দ্রমস জ্যোতিঃ ভোগ করিয়া পুনরাবর্তিত হন ৷২৫

জগতের গুরু, কৃষ্ণ, এই দুই মার্গ, অনাদিরূপে কথিত ; তদ্বত্বের কটা দ্বারা মোক্ষলাভ হয় অপরটা দ্বারা পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয় ৷২৬

নৈতে স্মৃতী পার্থ জ্ঞানন্ যোগী মুহুতি কশ্চন ।
তস্মাৎ সর্কেষু কালেষু যোগযুক্তোভবাজ্জুন ॥২৭
বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদীষ্টম্ ।
অতোতি তৎ সর্কমিদং বিদিত্বা যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্য
অক্ষরব্রহ্মযোগঃ ।

হে পার্থ ! এই দুই পন্থা পরিজ্ঞাত হইলে, কোন যোগী মোহগ্রস-
না ; অতএব হে অর্জুন ! তুমি সকল কালে যোগযুক্ত হও ৷২৭

বেদ সমূহে, যজ্ঞ সকলে, তপস্যা সমুদয়ে, এবং দানে, যে পুণ্য ফল
দিষ্ট আছে, এই তত্ত্ব জানিয়া যোগী তৎসমস্ত অতিক্রম করেন, এবং
স্বরূপ শ্রেষ্ঠ স্থান প্রাপ্ত হন ৷২৮

নবমোঃধ্যায়ঃ ।

শ্রীভগবানুবাচ ।

ইদম্ভ তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনম্ভবে ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্ঞজ্ঞান্না মোক্ষ্যসেহুভাং ॥১
রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্ ।
প্রাত্যক্ষাবগমং ধর্ম্যং স্মৃৎস্বং কৰ্ত্তুমব্যয়ম্ ॥২
অশ্রদ্ধাবানঃ পুরুষা ধর্ম্যস্যাস্য পরস্তপ ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্ত্তন্তে মৃত্যুসংসারবন্ধনানি ॥৩
ময়া ততমিদং সৰ্গং জগদব্যাক্তমুর্জিনা ।
মংস্থানি সৰ্গভূতানি ন চাহং বেষবস্থিতঃ ॥৪
ন চ মংস্থানি ভূতানি পশু মে যোগমৈশ্বরম্ ।
ভূতভূম চ ভূতহো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥৫
যথাকাশস্থিতো নিতাং বায়ুঃ সৰ্গত্রগো মহান্ ।
তথা সৰ্গাণি ভূতানি মংস্থানীত্বাপধারয় ॥৬

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—এই গুহ্যতম বিজ্ঞানসহকৃত জ্ঞান তোমাকে
কহিতেছি ; কেননা তুমি দোষদৃষ্টি বিরহিত, ইহা জানিলে অমঙ্গল হইতে
শক্তি লাভ করিবে ।১

ইহা গুহ্যতম, বিদ্যার শ্রেষ্ঠ, পরম পবিত্র, সহজবোধ্য, ধর্মসম্মত, স্মৃৎস্বাধ্য
ব্যং অক্ষয় ।২

হে পরস্তপ ! এই ধর্ম্যে অশ্রদ্ধাবান্ পুরুষগণ আমাকে না পাইয়া মৃত্যু-
পাশ সংসার পথে নিবর্ত্তিত হয় ।৩

আনি অব্যাক্ত রূপ দ্বারা এই সমুদয় জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছি । সমুদয়
ভূত আমাতে অবস্থিত ; আমি সে সকলে অবস্থিত নহি ।৪

আমার ঐশ্বরিক যোগ দর্শন কর ; ভূত সকলও আমাতে অবস্থিত
হে । আমার আত্মা ভূতধারক ও ভূতপালক অথচ আমি ভূত সমূহে
বাস্তবিক নহি :৫

সৰ্গব্যাপী এবং মহান্ বায়ু যেরূপ নিতা আকাশে অবস্থিত, তদ্রূপ
ইতি সমুদয় আমাতে অবস্থিত ; ইহা জানিও ।৬

সর্বভূতানি কোন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মাম্বিকাম্ ।
 কল্পক্ষেয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিশ্বজামাহম্ ॥৭
 প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিশ্বজামি পুনঃ পুনঃ ।
 ভূতগ্রামমিমং ক্লেমমবশং প্রকৃতের্বশাৎ ॥৮
 ন চ মাং তানি কৰ্ম্মাণি নিবগ্নস্তি ধনঞ্জয় ।
 উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কৰ্ম্মসু ॥৯
 ময়াধাক্ষেণ প্রকৃতিঃ সৃজতে সচরাচরম্ ।
 হেতুনানেন কোন্তেয় জগদ্বিপরिवৰ্ত্ততে ॥১০
 অবজ্ঞানস্তি মাং মূঢ়া মাতুৰ্বীং তমুমাশ্রিতম্ ।
 পরং ভাবমজ্ঞানস্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥১১
 মোঘাশামোঘকৰ্ম্মাণো মোঘজ্ঞানো বিচেতসঃ ।
 রাক্ষসীমাসুরীকৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥১২
 মহায়ানস্ত ম্যং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ ।
 ভজন্ত্যানন্তমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥১৩

হে কোন্তেয় ! প্রলয়কালে ভূত সমুদয় আমার প্রকৃতিতে গমন
 পুনরায় সৃষ্টিকালে আমি তৎসমুদয়কে উৎপাদন করি ।৭
 স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া প্রকৃতির বশবর্ত্তী এই সমুদয়
 পরবশ ভূত সমূহকে বার বার সৃষ্টি করি ।৮
 হে ধনঞ্জয় ! সেই সকল কৰ্ম্ম, আমাকে আবদ্ধ করিতে পারে না ;
 আমি তাহাতে অনাসক্ত উদাসীনবৎ অবস্থিত ।৯
 অধিষ্ঠাত্ররূপ মৎকর্ত্ত্বক প্রকৃতি চরাচরের সহিত বিশ্বের উৎপাদন
 হে কোন্তেয় ! এই নিমিত্ত এই জগৎ পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হয় ।১০
 আমি ভূত সমূহের মহেশ্বর, আমার পরমভাব না জানিয়া
 আমাকে মনুষ্য শরীরাপ্রিত বলিয়া অবজ্ঞা করে ।১১
 ইহারা বুদ্ধিনাশকারী রাক্ষসী ও আসুরী প্রকৃতিকে আশ্রয় করি
 মনোরথ, ভ্রষ্টকৰ্ম্ম, বিলুপ্তজ্ঞান, বিক্ষিপ্তচিত্ত ।১২
 হে পার্থ ! দৈবী প্রকৃতিযুক্ত মহায়াগণ আমাকে ভূত সমূহের
 কারণ ও নিত্য স্বরূপ জানিয়া অনন্যমনে ভজনা করেন ।১৩

সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তুশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ ।
 নমসাস্তুশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥১৪
 জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যগ্নে যজন্তো মাসুপাসতে ।
 একত্বেন পৃথক্বেদন বহুধা বিশ্বতোমুখম্ ॥১৫
 অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্ ।
 মদ্রোহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হতম্ ॥১৬
 পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ ।
 বেদাং পবিত্রমৌক্ত্যিহ ঋক্সামযজুরেব চ ॥১৭
 গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সূহৃৎ ।
 প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥১৮
 তপাম্যহমহং বর্ষণং নিগৃহ্ণাম্যুৎসৃজামি চ ।
 অমৃতকৈব মুত্যাশ্চ সদসচ্চাহমর্জুন ॥১৯
 ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা যজ্ঞৈরিষ্টা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে ।
 তে পুণ্যমাসাদ্য সুরৈরজ্জলোকমুপাশ্চি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্ ॥২০

তাঁহারা সর্বদা আমার কীর্তন করেন, দৃঢ়ব্রত হইয়া যত্ন করেন, ভক্তিভরে
 প্রণাম করেন, এবং নিত্যযুক্ত হইয়া আমার উপাসনা করেন ॥১৪

অস্ত্রেরা জ্ঞান যজ্ঞদ্বারা যজন করিয়া আমার উপাসনা করেন ; কেহ
 কেহ এক ভাবে, কেহ বা পৃথক ভাবে সর্বাঙ্গক স্বরূপ আমাকে নানা
 প্রকারে উপাসনা করেন ॥১৫

আমি শ্রোতবজ্জ, আমি স্মার্ত্তবজ্জ, আমি শ্রাদ্ধাদি, আমি ঔষধ, আমি
 মন্ত্র, আমি আজ্য, আমি অগ্নি, আমিই হোম ॥১৬

আমি এই জগতের পিতা, মাতা, বিধাতা, পিতামহ, জ্ঞাতব্য, পবিত্র,
 ঐক্য, ঋক্সাম এবং যজুঃ ॥১৭ ॥

আমি এই জগতের গতি, পালক, প্রভু, ঈশ, নিবাস, আশ্রয়, হিতকাম,
 শ্রী, সংহর্তা, আধার, লয় স্থান এবং অবিনাশী কারণ ॥১৮

হে অর্জুন ! আমি তাপ দান করি, আমি বর্ষণ, এবং আকর্ষণ করি,
 আমিই জীবন, আমিই অমৃত, আমিই মৃত্যু, আমি সং এবং আমিই
 অসং ॥১৯

বেদজগণ বেদ-সংগত যজ্ঞদ্বারা আমাকে তৃপ্ত করিয়া, সোমপান পূর্বক

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যালোকং বিশ
এবং ত্রয়ীধর্মমুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥২১

অনন্তাশ্চিন্তয়ন্তোমাং যে জনাঃ পর্য্যাপাসতে ।

তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমংবহাম্যহম্ ॥২২

যেহপ্যন্তদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়াষিতাঃ ।

তেহপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্ ॥২৩

অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ ।

ন তু মামভিজানন্তি তন্মেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥২৪

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ ।

ভূতানি যান্তি ভূতজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোহপি মাম্ ॥২৫

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি ।

তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাস্মিনঃ ॥২৬

পাপ পরিশূন্য হইয়া স্বর্গ গমন প্রার্থনা করেন । তাঁহারা পুণ্য স্বরূপ
লোক প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে দিব্য দেব-ভোগ সকল ভোগ করেন ॥২০

তাঁহারা সেই বিশাল স্বর্গলোক ভোগ করিয়া পুণ্য ক্ষীণ হইলে, পুন
মর্ত্যালোকে প্রবেশ করেন এবং বেদবিহিত ধর্মের অনুসরণ করিয়া
কামনা হেতু বারংবার সংসারে গমনাগমন করেন ॥২১

অনন্ত ভাবে আমার চিন্তা করিতে করিতে যে মানবেরা উপাসনা ক
আমি সেই মদেকনিষ্ঠগণের যোগক্ষেম বহন করি ॥২২

হে কৌন্তেয় ! শ্রদ্ধা সহকারে ভক্ত ভাবে যঁাহারা অন্ত দেবত
ভজনা করেন, তাঁহারাও আমাকেই অবিধিপূর্ব্বক ভজনা ক
থাকেন ॥২৩

কারণ আমি সর্ব্বযজ্ঞের ভোক্তা এবং প্রভু ; কিন্তু তাঁহারা আ
যথাবৎ জানেন না । এই জন্তই পুনরাবর্তিত হন ॥২৪

দেবপরায়ণগণ, দেবলোকে গমন করেন ; পিতৃপরায়ণগণ পিতৃ
গমন করেন, ভূত পূজকগণ ভূত লোকে গমন করেন ; কিন্তু আমার অ
কারীগণ আমাতেই গমন করেন ॥২৫

যিনি আমাকে ভক্তিসহকারে পত্র, পুষ্প, ফল ও জল প্রদান ক
আমি সংযতচিত্ত কর্তৃক ভক্ত্যুপহার স্বরূপে প্রদত্ত তৎসমস্ত
করি ॥২৬

যৎ করৌষি যদশ্বাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ ।
 যত্তপস্তসি কোন্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পণম্ ॥২৭
 শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কৰ্ম্মবন্ধনৈঃ ।
 সংশ্রাসযোগযুক্তায়া বিমুক্তোমামুপৈষ্যসি ॥২৮
 সমোহং সৰ্বভূতেষু ন মে বেদ্যোহস্তি ন প্রিয়ঃ ।
 যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপাহম্ ॥২৯
 অপি চেৎ স্কুরাচারো ভজতে মামনন্তাক্ ।
 সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ ॥৩০
 ক্ষিপ্রং ভবতি ধৰ্ম্মায়া শশ্বচ্ছাস্তিঃ নিগচ্ছতি ।
 কোন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্চতি ॥৩১
 মাংহি পার্থ ব্যাপাশ্রিত্য যেহপি স্ত্র্যঃ পাপযোনয়ঃ ।
 স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেহপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥৩২

হে কোন্তেয় যাহা কর, যাহা খাও, যাহা হোম কর, যাহা দান কর
 যাহা তপস্যা কর, তৎ সমস্ত আমাকে অর্পণ করিবে ৥২৭

এইরূপে কৰ্ম্মবন্ধনভূত শুভাশুভ ফল হইতে মোক্ষ লাভ করিবে।
 বিমুক্ত হইয়া কৰ্ম্ম ত্যাগরূপ যোগযুক্ত হইলে তুমি আমাকে পাইবে ৥২৮

আমি সকল ভূতেই সমভাবে বিরাজিত ; আমার দেব্য বা প্রিয় নাই ;
 যাহারা ভক্তি সহকারে আমায় ভজনা করেন, তাহারা আমাতেই অবস্থান
 করেন। এবং আমিও সেই সকল ব্যক্তিতে অবস্থান করি ৥২৯

অতিশয় হুরাচার ব্যক্তিও যদি অন্য-ভজন-বিমুখ হইয়া আমায় ভজনা
 করেন, তাহা হইলে তিনিও সাধুরূপে পরিগণিত। কারণ তিনি উৎকৃষ্ট
 অধ্যবসায়পরায়ণ ৥৩০

তাদৃশ ব্যক্তি ত্রায় ধৰ্ম্মায়া হন, তদনন্তর চিরশান্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।
 হে কোন্তেয় ! আমার ভক্ত বিনষ্ট হন না। ইহা তুমি নিশ্চয় রূপে
 সমর্থন করিতে পার ৥৩১

হে পার্থ ! যাহারা পাপিষ্ঠকুলজাত অথবা জীলোক, বৈশ্য ও শূদ্র
 তাহারাও আমার ভজনপরায়ণ হইলে, নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠাগতি প্রাপ্ত হইয়া
 থাকে। স্কুরাচারী ব্রাহ্মণগণ এবং ভক্ত রাজর্ষিগণের কথা আর কি
 বলিব ? ৩২

কি পুনত্রীক্ষণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা ।

অনিত্যমমৃতং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্ ॥৩৩

মম্মনা ভব মমুক্তো মদ্বাজী মাং নমস্কুরু ।

মামেবৈব্যাসি যুক্তৈ নমাস্তানং মৎপরায়ণঃ ॥৩৪

রাজবিদ্যারাজগুহ্যযোগঃ ।

তুমি অনিত্য, অশুভপ্রদ এই মর্ত্যলোক প্রাপ্ত হইয়া আমাকে
কর ৩৩

মম্মনা, মমুক্ত, মদ্বাজী হও, আমাকে নমস্কার কর ; মৎপরায়ণ
মনকে আমাতে সমাহিত করিয়া আমাকেই লাভ করিবে ৩৪

দশমোহিত্যায়ঃ ।

শ্রীভগবানুবাচ ।

ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ ।
যন্তেহহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া ॥১
ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ ।
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীগাঞ্চ সর্বশঃ ॥২
যো মামজম্বনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্ ।
অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্যেষু সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যাতে ॥৩
বুদ্ধিজ্ঞানমসংমোহঃ ক্রমা সত্যং দমঃ শমঃ ।
সুখং দুঃখং ভবোহভাবো ভয়ঞ্চাভয়মেব চ ॥৪
অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপোদানং যশোহযশঃ ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মন্ত্র এব পৃথগ্বিধাঃ ॥৫
মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্বে চত্বারো মনবন্তথা ।
মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ ॥৬

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে মহাবাহো ! পুনরায় আমার পরমাত্ম বিষয়ক
বাচ্য শ্রবণ কর। তুমি আমার প্রীতিমান্ ; আমি তোমার হিতার্থ তাহা
কহিতোছি ।১

দেবগণ আমার আবির্ভাব জানেন না । মহর্ষিগণও অবগত নহেন,
কারণ আমি দেবগণ ও মহর্ষিগণের সর্ব প্রকারেই আদি।২

যিনি আমাকে অনাদি, জন্মরহিত ও লোক সকলের মহেশ্বর বলিয়া
জানেন তিনি মনুষ্য লোকে মোহশূন্য হইয়া সকল পাপ হইতে মুক্ত হন ।৩

বুদ্ধি, জ্ঞান, অসংমোহ, ক্রমা, সত্য, দম, শম, সুখ, দুঃখ, ভব, অভাব,
ভয়, অভয়, অহিংসা, সমতা, তুষ্টি, তপঃ, দান, যশ, অযশ, ভূত সমূহের
এই সকল বিভিন্ন প্রকার ভাব আমি হইতেই জন্মিয়া থাকে ।৪।৫

সাতজন মহর্ষি, তৎপূর্ববর্তী চারিজন, মনু সকল, আমার প্রভাব বিশিষ্ট
এবং আমারই মানস সন্তত । জগতে এই সকল মনুষ্য তাহাদের প্রজা ।৬

এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।
 মোহবিকল্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥৭
 অহং সৰ্ব্বশ্চ প্রভবো মন্তঃ সৰ্ব্বং প্রবর্ত্ততে ।
 ইতি মন্তা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমপ্লিতাঃ ॥৮
 মচ্ছিত্তা মদগতপ্রাণা বোধয়ন্তুঃ পরম্পরম্ ।
 কথয়ন্তুশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥৯
 তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূৰ্ব্বকম্ ।
 দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযাস্তি তে ॥১০
 তেষামেবানুসম্পাৰ্থমহমজ্ঞানজং তমঃ ।
 নাশয়াম্যাস্বভাবস্হো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥১১

অৰ্জুন উবাচ ।

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্ ।
 পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভূম্ ॥১২
 আহুস্বামৃষয়ঃ সৰ্কে দেবর্ষিনারদস্তথা ।
 অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ংকৈব ব্রবীষি মে ॥১৩

যিনি আমার এই সকল বিভূতি ও যোগ তত্ত্বতঃ জানেন, তিনি সমাধিতে যুক্ত হন, ইহাতে সংশয় নাই ॥৭

আমি সকলের উৎপত্তি স্থল ; আমি হইতেই সমুদয় প্রবর্ত্তিত : জানিয়া বুধগণ মন্তাব প্রাপ্ত হইয়া আমার ভজনা করেন ॥৮

মদেক নিষ্ট, মদগতপ্রাণ ব্যক্তিগণ পরস্পরকে আমার কথা বুঝাই সৰ্ব্বদা আমার প্রসঙ্গলাপ করিয়া সন্তোষ ও সুখ সন্তোষ করেন ॥৯

সৰ্ব্বদা আমাতে নিবিষ্ট চিত্ত এবং প্রীতি সহকারে আমার ভজন ব্যক্তিগণকে আমি এই বুদ্ধি যোগ প্রদান করি । এতদ্বারা তাঁহারা জলাভ করেন ॥১০

তাঁহাদের অমুগ্রহার্থে আমি আস্বভাবে অবস্থান করিয়া প্রজ্ঞানদীপ দ্বারা অজ্ঞানজনিত অন্ধকার নাশ করি ॥১১

অৰ্জুন বলিলেন,—আপনি পরব্রহ্ম, পরমাশ্রয়, এবং পরম পবিত্রমদিব্য পুরুষ, আদিদেব, জন্মরহিত, বিভূ । যাবতীয় ঋষি, দেবর্ষি

সর্বমেতদৃতং মন্ত্রে যন্মাং বদসি কেশব ।

ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিহৃদেবা ন দানবাঃ ॥১৪

স্বয়মেবাস্বনাস্বানং বেথ ত্বং পুরুষোত্তম ।

ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে ॥১৫

বক্তুমর্হন্ত্রশেষেণ দিব্যাহ্নাবিভূতয়ঃ ।

যাভির্কিভূতিভিলোকানিমাংস্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥১৬

কথং বিদ্যামহং যোগিংস্বাং সদা পরিচিস্তয়ন্ ।

কেষু কেষু চ ভাবেবু চিস্ত্যোহসি ভগবন্মায়া ॥১৭

বিস্তরেণাস্বনো যোগং বিভূতিঞ্চ জনাৰ্দ্দন ।

ভূষঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণুতো নাস্তি মেহমৃতম্ ॥১৮

শ্রীভগবানুবাচ ।

হস্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যাহ্নাবিভূতয়ঃ ।

প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্ত মে ॥১৯

অদিত দেবল এবং ব্যাস আপনাকে এইরূপ বলিয়া থাকেন ; আপনি স্বয়ংও এইরূপ বলিতেছেন । ১২।১৩

হে কেশব ! আপনি আমাকে যাহা বলিলেন, এ সকল সত্য মনে করি ।
যেহেতু হে ভগবন্ ! আপনার আবির্ভাব দেবগণ জানেন না, দানবগণও
জানেন না । ১৪

হে পুরুষোত্তম ! হে ভূতভাবন ! হে ভূতেশ ! হে দেবদেব ! হে
জগৎপতে ! তুমি স্বয়ংই আপনার দ্বারা আপনাকে জান । ১৫

তুমি যে বিভূতি সমূহ দ্বারা এই সকল লোক ব্যাপিয়া রহিয়াছ,
সই দিব্য বিভূতি সকল অশেষরূপে কীৰ্ত্তন কর । ১৬

হে যোগীশ ! কিরূপে সর্বদা তোমাকে চিন্তা করিতে করিতে আমি
তোমাকে জানিতে পারিব ? হে ভগবন্ ! কোন্ কোন্ ভাবে আমি
তোমার চিন্তা করিব । ১৭

হে জনাৰ্দ্দন ! আপনার যোগৈশ্বর্য্য এবং বিভূতি, বিস্তারিত রূপে
মনরায় বল । যেহেতু তোমার বাক্যামৃত শ্রবণ করিয়া আমার তৃপ্তির শেষ
হইতেছে না । ১৮

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে কুরুশ্রেষ্ঠ ! আমার দিব্য বিভূতি সকলের
প্রধানগুলির বিষয় তোমাকে বলিব, যেহেতু আমার বিভূতি শেষ নাই । ১৯

অহমাস্মা গুড়াকেশ সৰ্বভূতাশয়স্থিতঃ ।
 অহমাদিশ্চ মধ্যাঞ্চ ভূতানামস্ত এব চ ॥২০
 আদিত্যানামহং বিষুর্জ্যোতিষাং রবিরংগমান্ ।
 মরীচির্নক্ষত্রতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী ॥২১
 বেদানাং সামবেদোহস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ ।
 ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা ॥২২
 রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্ ।
 বসুনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্ ॥২৩
 পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্ ।
 সেনানীনামহং স্তনদঃ সরসামস্মি সাগরঃ ॥২৪
 মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্ ।
 যজ্ঞানাং অপযজ্ঞোহস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ ॥২৫
 অশ্বথঃ সর্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ ।
 গন্ধর্ভাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ ॥২৬

হে গুড়াকেশ ! আমি সর্বভূতের অশয়স্থিত আস্মা ; ভূত
 আদি, মধ্য এবং অন্ত ও আমি ৥২০

আমিই আদিত্যগণের মধ্যে বিষু, জ্যোতিষ্কগণের মধ্যে কির
 সূর্য্য, মরুদগণের মধ্যে মরীচি, এবং নক্ষত্রগণের মধ্যে চন্দ্র ৥২১

বেদ সকলের মধ্যে সামবেদ, দেবতাদিগের মধ্যে ইন্দ্র, ইন্দ্রিয় স
 মধ্যে মন, এবং ভূত সমূহের চেতনা ৥২২

রুদ্রগণের মধ্যে শঙ্কর, যক্ষরাক্ষসের মধ্যে কুবের, বসুদিগের
 অগ্নি, পর্বত সমূহের মধ্যে স্তম্ভক ৥২৩

হে পার্থ ! আমাকে পুরোহিতদিগের মধ্যে বৃহস্পতি জানিও,
 সেনাপতিদিগের মধ্যে কার্ত্তিকের । জলাশয়ের মধ্যে সাগর ৥২৪

মহর্ষিদিগের মধ্যে ভৃগু, বাক্য সমূহের মধ্যে ওঙ্কার, যজ্ঞের
 অপযজ্ঞ, স্থাবরদিগের মধ্যে হিমালয় ৥২৫

যাবতীয় বৃক্ষের মধ্যে অশ্বথ । দেবর্ষিদিগের মধ্যে নারদ, গন্ধর্ভ
 মধ্যে চিত্ররথ, সিদ্ধগণের মধ্যে কপিল মুনি ৥২৬

উঠৈঃশ্রবসমশ্রাণাং বিদ্ধি মামমৃতোত্তমম্ ।
 ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্ ॥২৭
 আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনুনামস্মি কামধুক্ ।
 প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ ॥২৮
 অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্ ।
 পিতৃণামধ্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্ ॥২৯
 প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্ ।
 মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রোহহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্ ॥৩০
 পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শত্রুভূতামহম্ ।
 ঋষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবী ॥৩১
 সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যাক্ষবাহমজ্জুন ।
 অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্ ॥৩২
 অক্ষরাণামকারোহস্মি বৃন্দঃ সামাসিকস্ত চ ।
 অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহহং বিশ্বতোমুখঃ ॥৩৩

অথ এবং গজেন্দ্রগণের মধ্যে আমাকে অমৃতোক্তারার্থ সমুদ্রমহনোৎ-
 ঠৈঃশ্রবা এবং ঐরাবত জানিও, মানবগণ মধ্যে আমাকে নরাধিপ
 জানিও ৥২৭

অত্র সকলের মধ্যে আমি বজ্র, ধেনুগণের মধ্যে কামধেহু, আমি প্রজা-
 গণের উৎপত্তির হেতু স্বরূপ কন্দর্প, এবং সর্পগণের মধ্যে বাসুকি ৥২৮

আমি নাগগণের মধ্যে অনন্ত, জলচরগণের মধ্যে বরুণ, পিতৃগণের মধ্যে
 মধ্যমা, নিরাসকগণের মধ্যে যম ৥২৯

দৈত্যগণের মধ্যে প্রহ্লাদ, বশীকারকদিগের মধ্যে আমি কাল, মৃগদিগের
 মধ্যে আমি সিংহ, পক্ষিদিগের মধ্যে গরুড় ৥৩০

বেগবানগণের মধ্যে পবন, শত্রুধারীগণের মধ্যে রাম, মৎস্যগণের
 মধ্যে মকর, স্রোতস্বতীগণের মধ্যে জাহ্নবী ৥৩১

হে অর্জুন সৃষ্ট পদার্থ সমূহের আমি মধ্য ও আমিই অন্ত, বিদ্যা সকলের
 মধ্যে আমি অধ্যাত্ম বিদ্যা, বাদীগণের মধ্যে আমি বাদ ৥৩২

অক্ষর সমূহের মধ্যে আমি অকার, সমাস সমূহের মধ্যে বৃন্দ, আমি
 মন্দ্রকাল, আমি সর্বত্র ব্যাপ্ত বিধাতা ৥৩৩

মৃত্যুঃ সৰ্বহরশ্চাহমুত্তবশ্চ ভবিষ্যতাম্ ।
 কীর্তিঃ শ্রীর্ষাক্ চ নারীণাং শ্রুতিশ্ৰেধা ধৃতিঃ ক্রমা ॥৩৪
 বৃহৎসাম তথা সাম্নাং গায়ত্রী ছন্দসামহম্ ।
 মাসানাং মার্গশীর্ষোহমৃতুনাং কুসুমাকরঃ ॥৩৫
 দ্যুতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্ ।
 জয়োহস্মি ব্যবসায়োহস্মি সত্ত্বঃ সত্ত্ববতামহম্ ॥৩৬
 বৃষ্ণীণাং বাসুদেবোহস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ ।
 মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনা কবিঃ ॥৩৭
 দণ্ডোদময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্ ।
 মোনং চৈবাস্মি শুহানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্ ॥৩৮
 যচ্চাপি সৰ্বভূতানাং বীজং তদহমর্জুন ।
 ন তদস্তি বিনা যৎ স্তান্ময়া ভূতং চরাচরম্ ॥৩৯
 নাস্তোহস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরস্তপ ।
 এষ তুদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্বিস্তরো ময়া ॥৪০

আমি সৰ্ব সংহারক মৃত্যু এবং ভবিষ্যৎ প্রাণিগণের উদ্ভব, নারীগণের মধ্যে কীর্তি, শ্রী, বাক্, শ্রুতি, মেধা, ধৃতি এবং ক্রমা আমিই ৷৩৪

আমি সাম সকলের মধ্যে বৃহৎ সাম, ছন্দ সকলের মধ্যে গায়ত্রী, মাস সকলের মধ্যে আমি মার্গশীর্ষ, ঋতুগণের মধ্যে বসন্ত ৷৩৫

আমি বজ্রকগণের সম্বন্ধে দূত, তেজস্বীদিগের তেজঃ, আমি জেহুদিগের জয়, উদ্যমশালীদিগের উদ্যম, সাত্বিকদিগের সত্ত্ব ৷৩৬

আমি বৃষ্ণিদিগের মধ্যে বাসুদেব, পাণ্ডবদিগের মধ্যে ধনঞ্জয়, মুনিগণের মধ্যে ব্যাস, কবিদিগের মধ্যে শুক্ৰাচার্য্য ৷৩৭

আমি দমনকারীদিগের সম্বন্ধে দণ্ড, বিজয়কামীদিগের সম্বন্ধে নীতি, গোপ্য সকলের মোন, জ্ঞানবানগণের জ্ঞান ৷৩৮

হে অর্জুন! যাহা সকল ভূতের বীজ, তাহা আমি ; আমি ব্যতীত থাকিতে পারে এক্রপ চর বা অচর ভূত নাই ৷৩৯

হে পরস্তপ! আমার দিব্য বিভূতি সকলের শেষ নাই, সেই বিভূতি বাহ্য্য তোমার নিকট মৎকর্তৃক সংক্ষেপে কথিত হইল ৷৪০

যদ্যদ্বিভূতিমং সৰ্বং শ্রীমদুজ্জিতমেব বা ।

তত্তদেবাগচ্ছ স্বং মম তেজোহংশসম্ভবম্ ॥৪১

অথবা বহনৈতেন কিং জাতেন তবার্জুন ।

বিষ্টভ্যাহমিদং কুংস্মমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥৪২

বিভূতিযোগঃ ।

ঐশ্বর্য সংযুক্ত সম্পত্তি সমন্বিত, প্রভাবাদি বিশিষ্ট যে যে বস্তু আছে
তৎ সমস্ত আমার তেজ প্রভাবের অংশ সম্ভূত জানিবে ।৪১

অথবা হে ধনঞ্জয় ! এইরূপ বহুজ্ঞানের আবশ্যকতা কি ? আমি এই
নিখিল জগতে একাংশ দ্বারা স্বীয় ধারণ করিয়া অবস্থিত আছি ।৪২

একাদশোহধ্যায়ঃ ।

অৰ্জুন উবাচ ।

মদনুগ্রহায় পরমং শুভমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্ ।
যবয়োক্তং বচন্তেন মোহোহয়ং বিগতো মম ॥১
ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশে ময়া ।
অন্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্ ॥২
এবমেতদ্ব্যপাথ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর ।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ॥৩
মন্ত্রসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো ।
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্ ॥৪

শ্রীভগবানুবাচ ।

পশু মে পার্থরূপাণি শতশোহথ সহস্রশঃ ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥৫

অৰ্জুন বলিলেন,—আমাকে অনুগ্রহ প্রকাশার্থ যে পরম শুভ অধ্যাত্ম-
নামাভিধেয় বাক্য, তোমার দ্বারা কথিত হইল, তদ্বারা আমার এই রহস্য
বিগত হইল ।১

হে পদ্মলোচন! তোমার নিকট হইতে ভূত সমূহের সৃষ্টি ও প্রাণ
এবং অক্ষয় মাহাত্ম্য মৎ কর্তৃক বিস্তারিতরূপে শ্রুত হইল ।২

হে পরমেশ্বর! তুমি আপনার বিষয় যেরূপ বলিলে, ইহা এই
হে পুরুষোত্তম! তোমার ঐশ্বরিকরূপ দর্শন করিতে আমি ইচ্ছা করি ।৩

হে প্রভো! যদি তাহা দর্শন করিতে আমি সমর্থ হইব
তাহা হইলে হে যোগেশ্বর! তুমি আমাকে সেই পুরুষ আত্মা দেখাও ।৪

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে পার্থ! আমার অলৌকিক নানাবিধ নানা-
বর্ণ আকৃতিবিশিষ্ট শত শত সহস্র সহস্র রূপ দেখ ।৫

পশ্চাদিত্যান্ বস্তু ক্রদানশ্চিনো মরুতস্তথা ।
 বহুজ্ঞদৃষ্টপূর্বাণি পশ্চাচ্চর্যাণি ভারত ॥৬
 ইহৈকস্বং জগৎ কুৎসং পশ্যাদ্য সচরাচরম্ ।
 মম দেহে শুড়াকেশ যচ্চাত্তদ্রূপমিচ্ছসি ॥৭
 ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমেনৈব স্বচক্ষুষা ।
 দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥৮

সঞ্জয় উবাচ ।

এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাবোগেশ্বরো হরিঃ ।
 দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্ ॥৯
 অনেকবক্তৃনয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনম্ ।
 অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যাতায়ুধম্ ॥১০
 দিব্যমালাশ্রবণং দিব্যগন্ধাল্পলপনম্ ।
 সর্বাশ্চর্য্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্ ॥১১
 দিবি সূর্য্যসহস্রশ্চ ভবেদ্ব্যুপপজ্জ্বলিতা ।
 যদি ভাঃ সদৃশী সা শ্রাদ্ধাসত্ত্ব মহাশ্রবণঃ ॥১২

হে ভারত ! আদিভ্য সমূহ, বস্তু সমূহ, ক্রদ সমূহ, অশ্বিদ্বয় এবং মরুৎ সমূহ দর্শন কর । অনেক অদৃষ্টপূর্ব ও আশ্চর্য্য বস্তু দর্শন কর ॥৬

হে শুড়াকেশ ! এই দেহে একত্র স্থিত যাবতীয় সচরাচর জগৎ এবং তত্ত্ব যাহা দেখিতে ইচ্ছা কর, অদ্য দেখ ॥৭

এই নিজ চক্ষুদ্বারাই কিন্তু তুমি আমাকে দর্শন করিতে সমর্থ হইবে না ।

আমাকে দিব্য চক্ষু দিতেছি । আমার ঐশ্বরিক যোগ দর্শন কর ॥৮

সঞ্জয় বলিলেন,—মহাবোগেশ্বর হরি এইরূপ বলিয়া তদনন্তর পার্থকে ঐশ্বরিক রূপ দেখাইলেন ॥৯

রূপ অনেক মুখ নেত্রবিশিষ্ট, অনেক অদ্ভুতদর্শন সমন্বিত, অনেক ভরণ সম্পন্ন, এবং অনেক উদ্যত অলৌকিক অস্ত্র সমন্বিত ॥১০

মালা ও বস্ত্রধারী দিব্য গন্ধ অল্পলপনযুক্ত সর্বাশ্চর্য্যময় সমুজ্জল এবং সর্বত্র মুখবিশিষ্ট ॥১১

আকাশে সহস্র সূর্য্যের কিরণ যদি এককালে সমুদিত হয় তাহা সেই দায়ার প্রভার অমুরূপ হইতে পারে ॥১২

তত্রৈকস্থং জগৎ কুংসং প্রবিভক্তমনেকমা ।

অপশ্যাদ্বেদেবস্ত শরীরে পাণ্ডবস্তদা ॥১৩

ততঃ স বিশ্বয়াবিষ্টো হৃষ্টয়োমা ধনঞ্জয়ঃ ।

প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাজ্জলিরভাষত ॥১৪

অর্জুন উবাচ ।

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে সর্কাংস্তথা ভূতবিশেষসজ্জান্ ।

ব্রহ্মাণমীশং কমলাশনস্বমূষীং চ সর্কাহুরগাং চ দিব্যান্ ॥১৫

অনেকবাহুদরবস্ত্রনেত্রং পশ্যামি ত্বাং সর্কতোহনন্তরূপম্ ।

নাস্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥১৬

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ তেজোরাশিং সর্কতো দীপ্তিমন্তম্ ।

পশ্যামি ত্বাং ছনিরীক্ষাং সমস্তাদীপ্তানলার্কহ্যতিমপ্রমেয়ম্ ॥১৭

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং ত্বমস্ত বিশ্বস্ত পরং নিধানম্ ।

ত্বমব্যয়ঃ শাস্ততধর্মগোপ্তা সনাতনস্তং পুরুষো মতো মে ॥১৮

তখন অর্জুন সেই পরম দেবের শরীরে বহুভাগে বিভক্ত সমুদয় জগৎ একত্রিত দর্শন করিলেন । ১৬

তদনন্তর বিশ্বয়াবিষ্ট ও রোমাঞ্চিত ধনঞ্জয় সেই দেবতাকে মন্তক দ্বারা প্রণাম করিয়া কৃতাজ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন । ১৪

অর্জুন বলিলেন,—হে দেব ! তোমার দেহে সমুদয় দেবতা এবং বিশেষ প্রাণি সমূহ, দিবা ঋষি সকল, সমুদয় সর্প, সকলের ঈশ্বর, কমলা-সনস্থ ব্রহ্মাকে দেখিতেছি । ১৫

হে বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ! অনেক বাহু, উদর, মুখ, নেত্র সমন্বিত অনন্তরূপ তোমাকে সকল স্থানেই দেখিতেছি । কিন্তু তোমার আদি, মধ্য, অন্ত দেখিতেছি না । ১৬

কিরীটি, গদা-হস্ত, চক্রধারী সর্কত্র দীপ্তিমান জ্যোতির্ম্বর, ছনিরীক্ষা, প্রদীপ্ত অনল ও সূর্য্যবৎ তেজস্বী এবং অপ্রমেয় তোমাকে সকল দিকে দেখিতেছি । ১৭

তুমিই অক্ষর পরম জ্ঞাতব্য, তুমি এই বিশ্বের শ্রেষ্ঠাশ্রয়, তুমি অব্যয় ও বর্ণ আকর্ষণরক্ষক, তুমি সনাতন পুরুষ ইহাই আমার মত । ১৮

অনাদিমধ্যান্তমনস্তবীৰ্য্যমনস্তবাহং শশিস্বৰ্ণানেত্রম্ ।

পশ্চামি ত্বাং দীপ্তহতাশবক্তুং স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপস্তম্ ॥১৯

দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি ব্যাপ্তং ত্বৈকেন দিশশ্চ সৰ্ব্বাঃ ।

দৃষ্টাদ্ভুতং রূপমিদং তবোত্রং লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্ ॥২০

অমৌ হি ত্বাং সুরসজ্জা বিশস্তি কেচিদ্ভীতাঃ প্রাজ্ঞলয়ো গৃণন্তি ।

স্বভীত্যান্তু মহর্ষিসিদ্ধসজ্জাঃ স্তবন্তি ত্বাং স্ততিভিঃ পুঙ্লাভিঃ ॥২১

রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধা বিশ্বহস্মিনৌ মরুতশ্চোন্নপাশ্চ ।

গন্ধর্ব্বক্ষাসুরসিদ্ধসজ্জা বীক্ষন্তে ত্বাং বিন্মিতাশ্চৈব সৰ্ব্বে ॥২২

রূপং মহন্তে বহুবক্তুনেত্রং মহাবাহো বহুবাহুরুপাদম্ ।

বহুদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতান্তথাহম্ ॥২৩

নভস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্ ।

দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাগ্না ধৃতিং ন বিন্মি শমঞ্চ বিষ্ণো ॥২৪

আদি, মধ্য ও অন্ত বিরহিত অনন্তবীৰ্য্য, অনন্ত বাহু, শশিস্বৰ্ণ নেত্র, প্রদীপ্ত পাবক-বদন, স্বীয় তেজদ্বারা এই বিশ্বের সস্তাপক তোমাকে দেখিতেছি ।১৯

হে মহাত্মন! স্বৰ্গ ও পৃথিবীর ব্যবধানভূত অন্তরীক্ষ, এবং সকল দিক একমাত্র তোমার দ্বারা পরিব্যাপ্ত; তোমার এই অদ্ভুত ঘোররূপ দর্শন করিয়া লোকত্রয় নিরতিশয় ব্যথিত হইতেছে ।২০

এই দেবগণ নিশ্চয়ই তোমাতে প্রবেশ করিতেছেন; কেহ বা ভয়াকুল হইয়া করকোড়ে প্রার্থনা করিতেছেন। মহর্ষি ও সিদ্ধগণ ‘স্তুতি’ এই কথা লিখা উৎকৃষ্ট স্তুতিবাক্যে তোমার স্তব করিতেছেন ।২১

রুদ্র ও আদিত্যগণ, বসু সকল, যাহারা সাধ্যদেবতা, বিশ্বদেবগণ, অধিনীকুমারদ্বয়, মরুদগণ, পিতৃগণ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, অসুর, সিদ্ধ সমূহ, সকলেই বিশ্ববিষ্ট হইয়া তোমাকে দর্শন করিতেছেন ।২২

হে মহাবাহো! তোমার বহু মুখ চক্ষুযুক্ত বহু হস্ত-উরু-চরণ-সমধিত, যে উদরবিশিষ্ট, বহু দন্ত জন্তু ভয়ানক, মহৎ রূপ দেখিয়া লোক সমূহ এক ঘামিও অতিশয় ভয়াকুল হইয়াছি ।২৩

হে বিষ্ণো! অন্তরীক্ষস্পর্শী প্রদীপ্ত, অনেক বর্ণ সম্পন্ন, বিবৃত-বদন, অত্যুজ্জল বিশাল-লোচন-বিশিষ্ট তোমাকে দর্শন করিয়া আমি নিরতিশয় ভয়াকুল চিত্তে ধৈর্য্য ও শাস্তি পাইতেছি না ।২৪

দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি দৃষ্টেব কালানলসম্মিভানি ।
 দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম্ম প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥২৫
 অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্ত পুত্রাঃ সর্কে সঠৈবাবনিপালসঠৈঃ ।
 ভীষ্মো দ্রোণঃ স্ততপুত্রস্তথাসৌ সহাস্মদীতৈয়রপি যোধমুঠৈঃ ॥২৬
 বক্ত্রানি তে ত্রমাণা বিশস্তি দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি ।
 কেচিদ্ধিলাঘা দশনাস্তরেষু সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাস্তৈঃ ॥২৭
 যথা নদীনাং বহবোহম্মুবেগাঃ সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবস্তি ।
 তথা তবামী নরলোকবীরা বিশস্তি বক্ত্রাণ্যভিতোজলস্তি ॥২৮
 যথা প্রদীপ্তং জলনং পতঙ্গা বিশস্তি নাশায় সমুদ্রবেগাঃ ।
 তথৈব নাশায় বিশস্তি লোকাস্তবাপি বক্ত্রানি সমুদ্রবেগাঃ ॥২৯
 লেলিহসে গ্রাসমানঃ সমস্তাল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জলন্তিঃ ।
 তেজোভিরাপর্য্য জগৎ সমগ্রং ভাসন্তবোগ্রাঃ প্রতপস্তি বিষ্ণো ॥৩০

হে দেবেশ ! দশন বিকৃত প্রলয়াগ্নি সদৃশ তোমার মুখসমূহ দেখিয়া
 আমি দিগ্‌নির্ণয় করিতে পারিতেছি না এবং স্তব পাইতেছি না । হে
 জগন্নিবাস ! প্রসন্ন হও ॥২৫

ভূপাল সমূহের সহিত, ধৃতরাষ্ট্রের ঐ সকল পুত্রই এবং ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ,
 আমাদিগেরও যোদ্ধা প্রধানগণের সহিত ধাবমান হইয়া তোমার বিকৃত
 দন্তজনিত ভয়ানক মুখ সমূহের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে । কেহ বা, বিচূর্ণীত
 মস্তক হইয়া দস্ত সন্ধিতে দৃষ্ট হইতেছে ॥২৬২৭

যেমন নদী সমূহের অনেক জলপ্রবাহ, সমুদ্রাভিমুখ হইয়া সমুদ্রে প্রবেশ
 করে, তদ্রূপ এই নরলোকের বীরসমূহ তোমার সর্ব্বতঃ প্রদীপ্যমান মুখ
 সকলে প্রবেশ করিতেছে ॥২৮

যেমন পতঙ্গ সমূহ বিবর্দ্ধিত-বেগশালী হইয়া মরণের নিমিত্ত প্রদীপ্ত
 অনলে প্রবেশ করে, তদ্রূপই বেগ সহকারে লোকেরা নাশের নিমিত্তই
 তোমার মুখ সকলে প্রবেশ করিতেছে ॥২৯

প্রজ্বলিত বদনসমূহ দ্বারা লোক সমূহকে গ্রাস করিয়া অবলোহন
 করিতেছে; হে বিষ্ণো ! তোমার উগ্রপ্রভাসমূহ তেজদ্বারা সমগ্র জগৎ
 আপূরিত করিয়া দগ্ধ করিতেছে ॥৩০

আখ্যাহি মে কো ভবাহুগ্রুপো নমোহস্ত তে দেববর প্রসীদ ।
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তুমায়াং ন হি প্রজ্ঞানামি তব প্রবৃত্তিম্ ॥৩১

শ্রীভগবানুবাচ ।

কালোহ্মি লোকক্ষয়ক্ৰুং প্রবুদ্ধো লোকান্ সমাহৰ্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ ।
ঋতেহপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সৰ্ব্বে যেহবস্থিতাঃ প্রত্যানীকেষু যোধাঃ ॥৩২
তস্মাস্থমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব জিহ্বা শত্রূন ভুঙ্ক্ষু রাজ্যং সমৃদ্ধম্ ।
মরৈবৈতে নিহতাঃ পূৰ্ব্বেমেব নিমিত্তমাত্ৰং ভব সব্যসাতিন্ ॥৩৩
দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ কর্ণং তথাঅন্যানপি যোধবীরান্ ।
মম্বা হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা যুধ্যস্ব জ্ঞেতাসি রণে সপত্নান্ ॥৩৪

সঞ্জয় উবাচ ।

এতং শ্রদ্ধা বচনং কেশবশ্চ কৃতাজ্জলির্বেপমানঃ কিরীটি ।
নমস্কৃত্বা ভূয় এবাহ কৃষ্ণং সগদাদং ভীতভীতঃ প্রগম্য ॥৩৫

উগ্রমূৰ্ত্তিশালী আপনি কে ? আমাকে বলুন, তোমাকে নমস্কার ; হে
দেববর ! এসময় হও ; আদি পুরুষ আপনাকে জানিতে ইচ্ছা করি ; যেহেতু
তামার প্রবৃত্তি আমি জানি না । ৩১

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—আমি লোক-ক্ষয়কারী অনন্ত কাল ; লোক
সমূহকে সংহার করিবার নিমিত্ত ইহলোকে প্রবৃত্ত রহিয়াছি ; তুমি বধ না
করিলেও প্রতিকূল সৈন্য মধ্যে যে যোদ্ধৃবর্গ অবস্থিত আছেন, তাঁহারা
কেইই থাকিবেন না । ৩২

অতএব তুমি উত্থিত হও । যশ লাভ কর, শত্রুগণকে জয় করিয়া
সমৃদ্ধি সম্পন্ন রাজ্য ভোগ কর ; ইহারা সকলে মৎ কর্তৃক পূৰ্বেই নিহত
হইয়াছে । হে সব্যসাতিন্ ! তুমি নিমিত্ত মাত্র হও । ৩৩

মৎ কর্তৃক নিহত দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ ও কর্ণ এবং অন্যান্য যোধবীর-
গণকেও তুমি পরাভূত কর ; ভীত হইও না ; রণে প্রতিদ্বন্দীগণকে জয়
করিতে পারিবে ; অতএব যুদ্ধ কর । ৩৪

সঞ্জয় কহিলেন,—কেশবের এই বচন শ্রবণ করিয়া কম্পমান্ কিরীটি
কৃতাজ্জলিপুটে কৃষ্ণকে নমস্কার করিয়া নিতান্ত ভয়াকুল ভাবে প্রণাম পূৰ্ব্বক
পুনরায় গদগদ ভাবে কহিতে লাগিলেন । ৩৫

অৰ্জুন উবাচ ।

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্যো জগৎ প্রহৃত্যাত্মহুত্যাতে চ ।
 রক্ষাসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি সর্বে নমস্তস্তি চ সিদ্ধসজ্জাঃ ॥৩৬
 কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্যহাঅনু গরীয়সে ব্রহ্মণোহপ্যাদিকর্তে ।
 অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস ত্বমক্ষরং সদসত্ত্বংপরং স্বং ॥৩৭
 ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্বমস্ত বিখ্যস্ত পরং নিধানম্ ।
 বেত্তাসি বেদাঞ্চ পরঞ্চ ধাম ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥৩৮
 বায়ুর্মোহঘ্নিবরুণঃ শশাঙ্কঃ প্রজাপতিশ্চঃ প্রপিতামহশ্চ ।
 নমো নমস্তেহস্ত সহস্ররুদ্রঃ পুনশ্চ ভূয়োহপি নমো নমস্তে ॥৩৯
 নমঃ পুরস্তাদধ পৃষ্ঠতস্তে নমোহস্ত তে সর্কত এব সর্ক ।
 অনন্তবীৰ্য্যামিতবিক্রমস্বঃ সর্কঃ সমাপ্রোষি ততোহসি সর্কঃ ॥৪০

অৰ্জুন বলিলেন,—হে হৃষীকেশ! তোমার মাহাত্ম্য কীর্তনে, জগৎ-
 বাসীগণ হর্ষ লাভ করে, এবং অগুরক্ত হইয়া থাকে; রাক্ষসেরা ভয়াতুণ
 হইয়া চতুর্দিকে পলায়ন করে; এবং সিদ্ধগণ নমস্কার করে। ইহা উপযুক্ত
 বটে। ৩৬

হে মহাত্মন! হে অনন্ত! হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! ব্রহ্মার
 অপেক্ষাও গুরুতর এবং আদিকর্তা তোমাকে কেননা নমস্কার করিবে?
 সৎ, অসৎ এতদ্ব্যয়ের শ্রেষ্ঠ ব্রহ্ম তুমিই। ৩৭

হে অনন্তরূপ! তুমি দেবগণের আদি, যেহেতু তুমি পুরাতন পুরুষ,
 এই বিশ্বের লয়স্থান, এবং জ্ঞাতা, জ্ঞাতব্য ও পরম ধাম তোমা কর্তৃক বিধ
 ব্যাপ্ত। ৩৮

তুমি বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, শশাঙ্ক; প্রজাপতি এবং প্রপিতামহ;
 তোমাকে সহস্রবার নমস্কার; পুনরায় সহস্র নমস্কার; আবারও বার বার
 নমস্কার। ৩৯

হে সর্ক! তোমাকে সমুখে এবং পশ্চাদিকে নমস্কার; তোমাকে সকল
 দিকেই নমস্কার; হে অনন্তবীৰ্য্য অমিতবিক্রম! তুমি সকলই ব্যাপিগা
 আছ; তজ্জন্ত তুমি সর্কস্বরূপ। ৪০

সধেতি মদা! প্রসভং যদুক্তং হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সধেতি ।
 অজ্ঞানতা মহিমানং তবেদং মদা! প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥৪১
 যচ্চাবহাসার্থমসংকুতোহসি বিহারশব্যাসনভোজনেষু ।
 একোহিথ বাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং তৎ কাময়ে ত্বামহমপ্রমেরম্ ॥৪২
 পিতাসি লোকস্ত চরাচরস্ত ত্বমস্ত পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্ ।
 ন ত্বৎসমোহস্তাভ্যধিকঃ কুতোহস্তো! লোকত্রেয়েহপ্যপ্রতিমপ্রভাবঃ ॥৪৩
 তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড়াম্ ।
 পিতেব পুত্রস্ত সধেব সখ্যাঃ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়াহসি দেব সোঢ়ুম্ ॥৪৪
 অদৃষ্টপূর্বং হুযিতোহস্মি দৃষ্ট! তয়েন চ অব্যধিতং মনো মে ।
 তদেব মে দর্শয় দেব রূপং প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥৪৫
 কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তমিচ্ছামি ত্বাং ব্রষ্টুমহং তথৈব ।
 তেতেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন সহস্রবাহো ভব বিশ্বমুর্ন্তে ॥৪৬

তোমার মহিমা এবং এই বিশ্বরূপ না জানায় মৎ কর্তৃক প্রমাদ বশতঃ
 বা প্রণয় হেতু সখা মনে করিয়া, হে কৃষ্ণ! হে যাদব! হে সখা!
 ইত্যাকার তাচ্ছিল্যসূচক যে সকল কথা উক্ত হইয়াছে; হে অচ্যুত! বিহার,
 শয়ন, ভোজন ও উপবেশনকালে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষেও পরিহাসচ্ছলে তুমি
 যে অনাদৃত হইয়াছ, অচিন্ত্যপ্রভাব তোমার নিকট আমি তজ্জন্য ক্রমা
 প্রার্থনা করিতেছি । ৪১।৪২

হে অপ্রতিমপ্রভাব! তুমি এই চরাচর জগতের পিতা; অতএব
 পূজ্য, গুরু এবং গুরুরও শ্রেষ্ঠ; লোকত্রেয়েও তোমার সমান কেহ নাই।
 তোমা অপেক্ষা অধিক কে আর থাকিতে পারে? ৪৩

হে দেব! অতএব আমি শরীরকে নত করিয়া প্রণাম পূর্বক, স্তবনীয়
 দৈব, তোমাকে প্রসন্ন করিতেছি; পুত্রের পিতার ন্যায়, সখার সখার ন্যায়,
 প্রেমাস্পদের প্রেমাস্পদের ন্যায় আমার অপরাধ সহ কর । ৪৪

হে দেব! অদৃষ্টপূর্ব মূর্তি দেখিয়া হুষ্ঠ হইতেছি, সঙ্গ সঙ্গ ভয়ে আমার
 মন ব্যাকুলিত হইতেছে; অতএব তোমার সেইরূপই আমাকে দেখাও ।
 হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! প্রসন্ন হও । ৪৫

আমি পূর্ববৎ তোমাকে কিরীটী, গদাধর ও চক্রপাণি দেখিতে ইচ্ছা করি;
 হে সহস্রবাহো! হে বিশ্বমুর্ন্তে! পূর্ববৎ চতুর্ভুজরূপে প্রকটিত হও । ৪৬

শ্রীভগবানুবাচ ।

ময়া প্রসম্নেন তবার্জুনেদং রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ ।
 তেজোময়ং বিশ্বমনস্তমাদ্যং যন্মে তদন্তেন ন দৃষ্টপূর্বম্ ॥৪৭
 ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ দানৈর্নচ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ ।
 এবং রূপং শক্য অহং নৃলোকে দ্রষ্টুং তদন্তেন কুরুপ্রবীর ॥৪৮
 না তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃশমেদম্ ।
 ব্যাপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্বং তদেব মে রূপমিদং প্রপশু ॥৪৯

সঞ্জয় উবাচ ।

ইত্যর্জুনং বাহুদেবস্তথোক্ত্বা স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ ।
 আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্ষহাস্মা ॥৫০

অর্জুন উবাচ ।

দৃষ্টেদং মাহুযং রূপং তব সৌম্যং জনাৰ্দ্দন ।
 ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥৫১

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে অর্জুন ! তোমার আত্মযোগ প্রভাবে
 প্রসন্ন হইয়া মং কর্তৃক এই তেজোময় বিশ্বাত্মক, অনন্ত, আদ্য, আমার
 পরমরূপ প্রদর্শিত হইল । এইরূপ তুমি ভিন্ন আর কেহ পূর্বে দেখে
 নাই ॥৪৭

হে কুরুপ্রবীর ! বেদ, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান, ক্রিয়া বা উৎকট তপস্তা দ্বারা
 এইরূপ রূপ তুমি ভিন্ন মনুষ্যালোকে আর কেহ দেখিতে পায় না ॥৪৮

আমার এই ভয়ানক রূপদর্শনে তুমি ব্যথিত বা বিমূঢ়চিত্ত হইও না ;
 ভীতিশূন্য প্রসন্নচিত্ত হইয়া পুনরায় তুমি আমার এই পূর্বদৃষ্ট রূপই দর্শন
 কর ॥৪৯

সঞ্জয় কহিলেন,—বাহুদেব অর্জুনকে এই বলিয়া পুনরায় পূর্ববৎ স্বকীয়
 রূপ প্রদর্শন করিলেন ; মহাত্মা সৌম্য কলেবর হইয়া পুনরায় ভয়াকুল
 অর্জুনকে আশ্বাসিত করিলেন ॥৫০

অর্জুন বলিলেন,—হে জনাৰ্দ্দন ! তোমার এই সৌম্য মাহুযরূপ দর্শন
 করিয়া অধুনা আমি প্রসন্নচিত্ত এবং প্রকৃতিস্থ হইলাম ॥৫১

শ্রীভগবানুবাচ ।

অহুদর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যম্মম ।
 দেবা অপ্যস্ত রূপস্ত নিত্যং দর্শনকাজ্জিৎ ॥৫২
 নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্জায়া ।
 শক্য এবংবিধো ঐষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা ॥৫৩
 ভক্ত্যা বনস্তয়া শক্য অহমেবংবিধোহর্জুন ।
 জ্ঞাতুং ঐষ্টুঞ্চ তবেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরস্তপ ॥৫৪
 মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদুক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ ।
 নিরৈক্যৈঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥৫৫
 বিশ্বরূপদর্শনযোগঃ ।

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—আমার এই কঠোর-দর্শনীয় যে রূপ তুমি দেখিলে,
 দেবতারাও সর্বদা এই রূপের দর্শনকাজ্জী ॥৫২

আমাকে যে রূপ দেখিলে বেদ, তপস্তা, দান বা যজ্ঞদ্বারা আমার ঈদৃশ
 রূপ দেখিতে পাওয়া যায় না ॥৫৩

হে পরস্তপ অর্জুন ! অনন্তভক্তি দ্বারা এবংবিধ রূপে আমাকে স্বরূপতঃ
 জানিতে, দেখিতে এবং আমাতে প্রবেশ করিতে পারা যায় ॥৫৪

হে পাণ্ডব ! যিনি আমার কর্ম্মমুঠান পরায়ণ, আমিই যাহার পরম
 পদার্থ, যিনি আমার ভক্ত, যিনি আসক্তিশূন্য এবং যিনি সর্ব প্রাণিতে শত্রু-
 ভাববিরহিত তিনিই আমাকে প্রাপ্ত হন ॥৫৫

দ্বাদশোঃধ্যায়ঃ ।

অৰ্জুন উবাচ ।

এবং সহত্যুক্তা যে ভক্তাঃ পৰ্য্যাপাসতে ।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিন্দমাঃ ॥১

শ্রীভগবানুবাচ ।

ময্যাবেশ্চ মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে ।
শঙ্কয়া পরয়োপেতাশ্চ মে যুক্ততমা মতাঃ ॥২
যে ত্বক্ষরমনির্দেশ্চমব্যক্তং পৰ্য্যাপাসতে ।
সৰ্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥৩
সংনিয়মোল্লিঙ্গগ্রামং সৰ্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ ।
তে প্রাপ্নু বন্তি মাসেব সৰ্বভূতহিতে বতাঃ ॥৪
ক্লেশোহধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্ ।
অব্যক্তাহি গতির্দুঃখং দেহবত্তিরবাপ্যতে ॥৫

অৰ্জুন বলিলেন,—এইকপ নিত্যযুক্ত যে সকল ভক্ত, তোমার উপাসন করেন, এবং বাঁহারা অব্যক্ত অক্ষরের উপাসনা করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ যোগবিন্দ ৷১

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—আমাতে মন নিবিষ্ট করিয়া শ্রেষ্ঠা শঙ্কা সহকারে নিত্যযুক্ত ভাবে বাঁহারা আমার উপাসনা করেন, তাঁহারা ই আমার মধ্যে যুক্ততম ৷২

সৰ্বত্র সমবুদ্ধিসম্পন্ন যে সকল ব্যক্তি ইল্লিঙ্গসমূহকে সংযত করিয়া অনির্দেশনীয়, অব্যক্ত, সৰ্বব্যাপী, অচল, ধ্রুব, অক্ষর, কূটস্থের উপাসনা করেন, সেই সৰ্ব ভূতের হিতপরায়ণগণ আগাকেই প্রাপ্ত হন ৷৩৪

সেই অব্যক্ত আসক্তচিত্ত ব্যক্তিদিগের সিদ্ধি বিষয়ে অধিকতর ক্লেশ ঘটয়া থাকে, কারণ মনুষ্যাগণ দুঃখ সহকারে অব্যক্ত সম্বন্ধে নিষ্ঠা লাভ করে ৷৫

যে তু সৰ্ব্বাণি কৰ্ম্মাণি ময়ি স ত্ৰাণ্ড মংপরাঃ ।
 অনন্তেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥৬
 তেষামহং সমুদ্বৰ্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ ।
 ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবোশিতচেতসাম ॥৭
 মযোব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয় ।
 নিবসিয্যসি মযোব অত উদ্ধং ন সংশয়ঃ ॥৮
 অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্লোযি ময়ি স্থিরম্ ।
 অভ্যাসযোগেন ততোমামিচ্ছাপ্তুং ধনজয় ॥৯
 অভ্যাসেহপাসমর্থোহসি মৎকম্পপরমো ভব ।
 মদর্থমপি কৰ্ম্মাণি কুর্স্বন্ দিক্ক্ষিমবাপ্ত্বাসি ॥১০
 অথৈতদপাশক্লোহসি কর্ত্তুং মদযোগমাশ্রিতঃ ।
 মন্ত্ৰকম্পফলত্যাগং ততঃ কুরু যতান্মবান্ ॥১১
 শ্রেয়োহি জ্ঞানমভ্যাসাং জ্ঞানাক্ষ্যানং বিশিষাতে ।
 ধ্যানাং কৰ্ম্মফলত্যাগত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্ ॥১২

কিন্তু যাহাৰা অনন্ত ভক্তিব্যোগ দ্বাৰা সমুদয় কৰ্ম্ম আমাতে অৰ্পণ কৰিয়া
 মংপরায়ণ হইয়া আমাকে ধ্যান কৰিতে কৰিতে উপাসনা করেন ; হে
 পার্থ ! আমি সেই মল্লিষ্ঠচিহ্নদিগকে মৃত্যু পৰিবৃত্ত সংসার-সাগর হইতে
 আঁচৰে সমুদ্বৃত্ত কৰি ।৬।৭

আমাতেই মন স্থির কর ; আমাতেই বুদ্ধি নিবেশ কর ; তাহা হইলে
 ধনপাশে আমাতেই অবস্থান কারবে ; ইহাতে মন্দেহ নাই ।৮

হে ধনজয় ! যদি আমাতে চিত্ত স্থির কৰিতে সক্ষম না হও, তাহা
 হইলে অভ্যাসযোগসহকারে আমাকে প্রাপ্ত হইতে প্রাৰ্থনা কর ।৯

অভ্যাসেও যদি অসমর্থ হও, তবে মৎকৰ্ম্মাৰুষ্ঠানপরায়ণ হও ; মদৰ্থে
 কৰ্ম্ম কৰিতে কৰিতেও দিক্ক্ষি লাভ কৰিবে ।১০

যদি ইহাও সম্পাদনে অক্ষম হও, তাহা হইলে মদেক শরণত্ব আশ্রয়
 পূৰ্ব্বক সংযতচিত্ত হইয়া সৰ্ব্ব কৰ্ম্মফল ত্যাগ কর ।১১

অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেয়ঃ, জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যান বিশিষ্ট, ধ্যান অপেক্ষা
 কৰ্ম্মফল ত্যাগ শ্রেয়ঃ, ত্যাগ হইতে শীঘ্র শান্তি জন্মে ।১২

অদেষ্টা সৰ্বভূতানাং মৈত্রঃ কৰণ এবচ ।

নিৰ্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদ্বংসস্থঃ ক্ষমী ॥১৩

সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ ।

ময্যাপিতমনোবুদ্ধির্যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥১৪

স্বস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ ।

হর্ষামর্ষভয়োদ্বৈগৈশ্চক্ষুস্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥১৫

অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যাথঃ ।

সৰ্কারস্তপরিভ্যাগী যো মন্তুভ্যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥১৬

যো ন হৃদ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাক্ষতি ।

শুভাশুভপরিভ্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥১৭

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ ।

শীতোষ্ণস্বপ্নদ্বংস্ব সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ ॥১৮

তুল্যানিন্দাস্তুতিশ্লেণী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ ।

অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়োনরঃ ॥১৯

সকল ভূতে দ্বেষ রহিত, মিত্র বুদ্ধিসম্পন্ন, কৃপালু, মমতা শূন্য, নিরহঙ্কার
স্বপ্ন দ্বংসে সমজ্ঞানী, ক্ষমাবান্, সৰ্বদা সন্তুষ্ট, যোগনিষ্ঠ, সংযতচিত্ত, স্থির
সঙ্গ, মন্যস্ত মনোবুদ্ধি যে মন্তুভ্য তিনি আমার প্রিয় ১৩।১৪

যাঁহা হইতে লোক উদ্বিগ্ন হয় না, এবং যিনি লোক হইতে উদ্বিগ্ন হ
না ; যিনি হর্ষ, ক্রোধ, ভয় ও ক্ষোভ হইতে মুক্ত, তিনি আমার প্রিয় ১৫

সৰ্ব বিষয়ে নিম্পৃহ, শোচাচারসম্পন্ন, আলস্যবিহীন, পক্ষপাতবিরহিত
চিন্তাশূন্য, সঙ্গ বিকল্প বিহীন, আমার যে ভক্ত তিনিই আমার প্রিয় ১৬

যিনি হৃষ্ট হন না, দ্বেষ করেন না, শোক করেন না, আকাজ্জা করেন
না, এবং যিনি পুণ্য ও পাপ পরিভ্যাগী ও মন্তুভ্য তিনি আমার
প্রিয় ১৭

শত্রু এবং মিত্রে, মান এবং অপमानে শীতোষ্ণ ও স্বপ্ন দ্বংসে সমান
বুদ্ধিযুক্ত, অনাসক্ত, নিন্দা বা স্তুবে তুল্যজ্ঞান, সংযতবাক্, যে কিছুতেই
সন্তুষ্ট বাসস্থান হীন, স্থিরবুদ্ধি আমাতে ভক্তিমান্ মানবেরা আমার
প্রিয় ১৮।১৯

(୪୫)

ଯେ ତୁ ଧର୍ମାତ୍ମତାମିଦଂ ସଂଧ୍ୟାଂ ପର୍ଯ୍ୟାପାସତେ ।

ଅନ୍ନଦାନା ମଂପରମା ଭକ୍ତାନ୍ତେହିତୀବ ମେ ପ୍ରିୟାଃ ॥୨୦

ଭକ୍ତିଯୋଗଃ ।

ବାହାରୀ ଉଲ୍ଲିଖିତ ରୂପ ଏହି ଧର୍ମାତ୍ମତା ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି, ସେହି ଅନ୍ନଦାନୀ
ମଂପରାୟଣ ଭକ୍ତଗଣ ଆମାର ଅତିଶୟ ପ୍ରିୟ । ୨୦

ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ।

অৰ্জুন উবাচ ।

প্রকৃতিং পুরুষং চৈব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজমেব চ ।

এতদেদিতুমিচ্ছামি জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ কেশব ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

ইদং শরীরং কোশ্চেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে ।

এতদযো বেত্তি তং প্রাহঃ ক্ষেত্রজ ইতি তদিদং ॥১

ক্ষেত্রজ্ঞোহপি মাং বিদ্ধি সৰ্বক্ষেত্রেষু ভারত ।

ক্ষেত্রক্ষেত্রজয়োজ্ঞানং যত্তজ্ঞানং মতং মম ॥২

তৎক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্বিকারি যতশ্চ যং ।

স চ যো যংপ্রভাবশ্চ তং সমাসেন মে শৃণু ॥৩

ঋষিভিবহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্ ।

ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমন্তির্বিনিশ্চিতৈঃ ॥৪

অৰ্জুন বলিলেন,—হে কেশব ! প্রকৃতি এবং পুরুষ, ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ, জ্ঞান এবং জ্ঞেয় এই সকলের বিষয় জানিতে ইচ্ছা করি ।

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে কোশ্চেয় ! এই শরীরই ক্ষেত্র, যিনি ইহাকে জানেন, শরীরতত্ত্ববিদগণ তাহাকে ক্ষেত্রজ বলিয়া থাকেন ।১

হে ভারত ! সকল ক্ষেত্রেই আমাকে ক্ষেত্রজ জানিবে । ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ বিষয়ক যে জ্ঞান তাহাই আমার মতানুসারে প্রকৃষ্ট জ্ঞান ।২

সেই ক্ষেত্র যাহা, যেরূপ ধর্ম-বিশিষ্ট, যে যে বিকার যুক্ত, যাহা হইতে উৎপন্ন, এবং বিকার সহিত যে রূপ এবং ক্ষেত্রজ স্বরূপতঃ যিনি, যেরূপ প্রভাব সম্পন্ন তাহা সংক্ষেপে আমার নিকট শ্রবণ কর ।৩

ব্রহ্ম-সূত্র, এবং ব্রহ্মপদদ্বারা ঋষিগণ কর্তৃক বহু প্রকারে বিনীর্ণিত, যুক্তিবানগণ কর্তৃক বিনিশ্চিত, বিবিধ বেদ দ্বারা বহু প্রকারে প্রতিপাদিত ।৪

মহাভূতাত্ত্বহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যাক্তমেব চ ।
 ইন্দ্রিয়ানি দর্শকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥৫
 ইচ্ছা দেবঃ সূখং দুঃখং সংঘাতশ্চতনা ধৃতিঃ ।
 এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ॥৬
 অমানিত্বমদন্তিত্বমহিংসা ক্ষান্তিবার্জবম্ ।
 আচার্য্যোপাসনং শৌচং শৈথ্যমাত্মাবিনিগ্রহঃ ॥৭
 ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ ।
 জন্মমৃত্যুজরাব্যাদিহুঃখদোষাহুদর্শনম্ ॥৮
 অসক্তিরনভিষঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু ।
 নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ॥৯
 ময়ি চানন্তর্যোগেন ভক্তিরবাভিচারিণী ।
 বিবিক্তদেশসেবিত্ত্বমরতির্জনসংসদি ॥১০
 অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্ ।
 এতজ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোহত্থা ॥১১
 জ্ঞেয়ং যত্ত্বং প্রবক্ষ্যামি যজ্ঞজ্ঞানমুতমশ্রুতে ।
 অনাদিমং পরং ব্রহ্ম ন সত্ত্বমাসহুচ্যতে ॥১২

মহাভূত সমূহ, অহঙ্কার, বুদ্ধি এবং মূল প্রকৃতি, দশ ইন্দ্রিয়, মন, তন্মাত্র, ইচ্ছা, দেব, সূখ, দুঃখ, চেতনা, ধৈর্য্য এই বিকার সহকৃত ক্ষেত্রের বিষয় সংক্ষেপে কথিত হইল । ৫।৬

শ্লাঘা, রাহিত্য, দন্তহীনতা, অহিংসা, সহিষ্ণুতা, সরলতা, গুরুসেবা, শৌচ, হিরন্ম, আত্ম-নিগ্রহ, বিষয়-বৈরাগ্য, অনহঙ্কার এবং জন্ম মৃত্যু জরাব্যাদি জনিত দুঃখ ও দোষের উপলক্ষি ; পুত্র দার প্রভৃতিতে আসক্তিহীনতা, তাহাদের সূখ দুঃখে সূখদুঃখবোধরাহিত্য, ইষ্ট ও অনিষ্ট প্রাপ্তিতে সতত সমচিত্ততা, আমাতে অনন্তর্যোগে একান্ত ভক্তি, নির্জন স্থানে নিবাস, জনাকীর্ণ স্থানে বিরাগ ; সতত আত্মজ্ঞান পরায়ণতা, তত্ত্বজ্ঞান দর্শন, ইহাই জ্ঞান নামে কথিত । যাহা ইহার বিরুদ্ধ তাহাই অজ্ঞান । ৭।৮।৯।১০।১১

যাহা জ্ঞেয়, তাহা বলিতেছি ; তাহা জানিলে মোক্ষ লাভ হয় । তিনি অনাদি, পরব্রহ্ম এবং সৎ ও অসৎ নহেন । ১২

সৰ্ব্বতঃ পানিপাদন্তং সৰ্ব্বতোহক্ষিণিরোমুখম্ ।
 সৰ্ব্বতঃ স্ৰতিমল্লোকে সৰ্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥১৩
 সৰ্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সৰ্ব্বেন্দ্রিয়বিবৰ্জিতম্ ।
 অসক্তং সৰ্ব্বভূচ্চৈব নিগুণং গুণভোক্তৃ চ ॥১৪
 বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ ।
 হৃদ্যং তদবিজ্ঞেয়ং দূরত্বং চাস্তিকে চ তৎ ॥১৫
 অবিভক্তঞ্চ ভূতেশু বিভক্তমিষ চ হিতম্ ।
 ভূতভৰ্ত্তৃ চ ভজ্ঞেয়ং গ্রাসিস্থ প্রভবিস্থ চ ॥১৬
 জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে ।
 জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সৰ্ব্বত্র বিষ্ঠিতম্ ॥১৭
 ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চোক্তং সমাসতঃ ।
 মন্তুৰ্ভূত এতদ্বিজ্ঞায় মন্তাবায়োপপদ্যতে ॥১৮
 প্রকৃতিং পুরুষশ্চৈব বিদ্বানাদৌ উভাবপি ।
 বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্ ॥১৯

তিনি সৰ্ব্বত্র হস্তপদবিশিষ্ট, সৰ্ব্বত্র চক্ষু, মন্তক ও মুখবিশিষ্ট, সৰ্ব্বত্র কণ
 বিশিষ্ট, জগতে সৰ্ব্বস্থান ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন ॥১৩

তিনি সকলেন্দ্রিয় গুণের আভাসবিশিষ্ট, সকলেন্দ্রিয়বিরহিত, সমগ্ৰতঃ,
 সকলের আধার ভূত, নিগুণ এবং গুণের পালক ॥১৪

তিনি ভূত সমূহের বাহিরে এবং অন্তরে আছেন । স্থাবর এবং জঙ্গম
 তিনি ; রূপবহীনত্বহেতু তিনি অবিজ্ঞেয়, তিনি দূরত্ব এবং নিকটত্ব ॥১৫

ভূত সমূহে তিনি অবিভক্ত ও বিভক্ত ভাবেই অবস্থিত, সেই জ্ঞেয় বস্তু
 ভূত সমূহের পালক, গ্রাসকারী এবং আবির্ভাবকর্তা ॥১৬

তিনি জ্যোতিষ্কদিগের জ্যোতিঃ, অজ্ঞান কর্তৃক অস্পষ্ট বলিয়া কথিত
 হন । তিনি জ্ঞান, জ্ঞেয় এবং জ্ঞানগম্য । সকলের হৃদয়ে নিয়ামকরূপে
 তিনি অবস্থিত ॥১৭

এইরূপে ক্ষেত্র, জ্ঞান এবং জ্ঞেয় বস্তুর বিষয় সংক্ষেপে কথিত হইল ।
 আমার ভক্ত ইহা বুঝিয়া মন্তাব প্রাপ্ত হয় ॥১৮

প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়ই অনাদি জানিবে, দেহেন্দ্রিয়াদি বিকার, এবং
 গুণত্রয় প্রকৃতি হইতে জাত জানিবে ॥১৯

কার্য্য কারণকর্ত্ত্বেষু হেতুঃ ৩

পুরুষঃ স্বধৃংখানাং ভোক্তৃ

॥১২॥

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থোহি ভুঙ

নাম্ গুণান্ ।

কারণং গুণসঙ্গোহস্ত্র মদমদ

ম্মসু ॥২১॥

উপদ্রষ্টাম্মস্তা চ ভর্ত্তা ভোক্ত

মহেশ্বরঃ ।

পরমায়ৈতি চাপ্যুক্তো দেহেহস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥২২॥

য এবং যোও পুরুষঃ প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ ।

মর্কঃপা বর্ত্তমানোহপি ন স ভূয়োহভিজায়তে ॥২৩॥

ধ্যানেনান্যানি পশ্যন্তি কেচিদান্যানমায়না ।

অন্ত্রে সাংখ্যেন যোগেন কর্ম্মযোগেন চাপরে ॥২৪॥

অন্ত্রে স্বৈবমজানন্তঃ ক্রান্তান্তোভ্য উপাসতে ।

তেহপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং ক্রতিপরায়ণাঃ ॥২৫॥

যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিং সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্ ।

ক্ষেত্রক্ষেত্রজসংযোগান্তদ্বিক্তি ভরতর্ষভ ॥২৬॥

কার্য্য এবং কারণের কর্ত্ত্ব বিষয়ে প্রকৃতিই হেতুরূপে কথিত হন ; স্বধৃংখাদির ভোক্তৃ বিষয়ে পুরুষই হেতুরূপে কথিত হইয়া থাকেন। যে হেতু পুরুষ প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রকৃতিজাত গুণসমূহ ভোগ করেন। এই পুরুষের সং এবং অসং ধ্যানিতে জন্ম সম্বন্ধে, গুণসংসর্গই কারণ। ২০।২১

এই শরীরে থাকিলেও পুরুষ দেহ হইতে স্বতন্ত্র ; তিনি সাক্ষী মাত্র, অমুগ্রাহক, ভোক্তা, ভর্ত্তা, মহেশ্বর এবং পরমাত্মা ইহাও উক্ত আছে। ২২

যিনি এইরূপ পুরুষকে জানেন এবং গুণের সহিত প্রকৃতিকে জানেন, তিনি যে কোন প্রকারে অবস্থিত থাকিলেও পুনরায় জন্ম গ্রহণ করেন। ২৩

কেহ ধ্যান দ্বারা আপনাতে আত্মাকে দর্শন করেন, অন্ত্রের সাংখ্যযোগ দ্বারা, এবং অপরেরা কর্ম্মযোগ দ্বারা আত্মাকে দেখিয়া থাকেন। ২৪

কিন্তু অন্ত্রেরা না জানিয়া অপরের নিকট গুনিয়া উপাসনা করে ; সেই ক্রতিপরায়ণগণও মৃত্যুকে অতিক্রম করেন। ২৫

হে ভরতর্ষভ ! যে কিছু স্থাবর জঙ্গম সত্ত্ব সজাত হয়, তৎসমস্ত ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের সংযোগ সম্ভূত জানিবে। ২৬

সৰ্ব্বতঃ পানিপাদস্ত্যু তিষ্ঠন্তঃ পরমেশ্বরম্ ।
 স্তিতঃ স্ততিমল্লোৎসে যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥২৭
 সমং যোগাভাসং সৰ্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্ ।
 ন হিনস্ত্যিচ্ছৈবানং ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥২৮
 প্রকৃষ্টোব চানামানি ক্রিয়মাণানি সৰ্ব্বশঃ ।
 যঃ পশ্যতি তথাগ্ৰামনমকর্তারং স পশ্যতি ॥২৯
 যদা ভূতপৃথগ্ভাবমেকস্বমভূপশ্যতি ।
 ততএব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যাতে তদা ॥৩০
 অনাদিত্বান্নিগুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ ।
 শরীরস্থোহপি কোস্তেষ্য ন করোতি ন লিপ্যাতে ॥৩১
 যথা সৰ্ব্বগতং সৌন্দর্যাদাকাশং নোপলিপ্যাতে ।
 সৰ্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যাতে ॥৩২
 যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ ।
 ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥৩৩

সকল ভূতে নির্কিংশেয ভাবে অবস্থিত, ভূতগণের বিনাশেও বিনা-
 বিহীন পরমেশ্বরকে যিনি দেখেন তিনিই সম্যগ্দর্শী ॥২৭

সৰ্ব্বত্র সমভাবে অবস্থিত ঈশ্বর দর্শনশীল ব্যক্তি, আত্মা দ্বারা আত্মাকে
 অবসন্ন করেন না, তাহা হইতে মোক্ষ লাভ করেন ॥২৮

যিনি কৰ্ম্ম সমুদয় সৰ্ব্ব প্রকারে প্রকৃতির দ্বারা ক্রিয়মান এবং আত্মাকে
 অকর্তারূপে দর্শন করেন, তিনিই সম্যগ্দর্শী ॥২৯

যখন ভূতগণের পৃথক ভাবে একত্র অবস্থিত দর্শন করেন, এবং তাহা
 হইতেই তৎসমস্তের বিস্তার দর্শন করেন, তখন ব্রহ্ম হন ॥৩০

হে কোস্তেষ্য ! অনাদিত্ব ও নিগুণত্ব হেতু এই পরমাত্মা বিকাররহিত;
 শরীরে অবস্থিত হইয়াও কৰ্ম্ম করেন না এবং কৰ্ম্মফলে লিপ্ত হন না ॥৩১

যেমন সৰ্ব্বত্র ব্যাপ্ত আকাশ স্বক্লবহেতু কিছুতেই লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ
 সকল দেহে অবস্থিত হইলেও আত্মা কিছুতেই লিপ্ত হন না ॥৩২

হে ভারত ! যেমন এক সূর্য্য এই সমস্ত লোককে প্রকাশ করেন
 তদ্রূপ ক্ষেত্রী যাবতীয় ক্ষেত্র প্রকাশ করিতেছেন ॥৩৩

হিন্দুশাস্ত্র ।

॥ ৩৪

শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ দ্বারা সংকলিত ও অনুবাদিত : শ্রুতি হইতে
শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত দ্বারা সম্পাদিত । 'পদে গমন

— ২০, ৫৩৩

দ্বিতীয় খণ্ড ।

চারি ভাগে সম্পূর্ণ যথা ;—

৬। রামায়ণ	সংকলনকারী	শ্রীহেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন ।
৭। মহাভারত	”	শ্রীদামোদর বিদ্যানন্দ ।
৮। শ্রীমদ্ভাগবতগীতা	”	ঐ ঐ
৯। অষ্টাদশ পুরাণ	”	{ শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী । শ্রীহৃষীকেশ শাস্ত্রী ।

সর্বত্র:

স্ব

294.1
H 588

২.

হে কে।

শরীরে অবস্থিত হইয়া।

যেমন সর্বত্র ব্যাপ্ত আকাশ ২২

সকল দেহে অবস্থিত হইলেও আত্মা কিছু

না। ৩২

হে ভারত! যেমন এক সূর্য্য এই সমস্ত লোককে প্রকাশ করেন

তদ্রূপ ক্ষেত্রী বাবতীয় ক্ষেত্র প্রকাশ করিতেছেন। ৩৩

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্যোরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা ।

ভূতপ্রকৃতিমোক্ষকঃ যে বিদুৰ্যাস্তি তে পরম ॥৩৪

ক্ষেত্রক্ষেত্রস্ত্রবিভাগযোগঃ ।

এইরূপে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের অভেদ এবং ভূতগণের প্রকৃতি হইতে
মোক্ষের বিষয় যাহারা জ্ঞান-চক্ষু দ্বারা জানেন তাঁহারা পরম পদে গমন
করেন ৷৩৪



চতুর্দশোধ্যায়ঃ ।

শ্রীভগবানুবাচ ।

পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্ ।
ষজ্জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সৰ্ব্বে পরাং সিদ্ধিমিতোগতাঃ ॥১
ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্মানাগতাঃ ।
সর্গেহপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যাধন্তি চ ॥২
মম যোনির্মহদব্রহ্ম তস্মিন্ গৰ্ভঃ দধাম্যহম্ ।
সম্ভবঃ সৰ্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥৩
সৰ্ব্বযোনিয়ু কোন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি য়াঃ ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্বোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥৪
সব্বঃ রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ ।
নিবপ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥৫
তত্র সব্বং নির্মলব্রাহ্ম প্রকাশকমনাময়ম্ ।
স্বথসঙ্গেন বধ্যতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥৬

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—জ্ঞান সকলের মধ্যে উত্তম, পরজ্ঞানের বিষয় পুনরায় বলিতেছি ; ইহা জানিয়া মুনি সকল সংসারবন্ধন হইতে মোক্ষ লাভ করেন ।১

এই জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া আমার স্বরূপ লাভ করায় তাঁহারা সৃষ্টিকালেও জন্মগ্রহণ করেন না এবং প্রলয়কালে দুঃখ ভোগ করেন না ।২

হে ভবত ! মহদব্রহ্ম অর্থাৎ প্রকৃতি আমার যোনি ; এবং আমি তাহাতেই গর্ভাধান করি । তাহা হইতে সকল ভূতের উৎপত্তি হয় ।৩

হে কোন্তেয় ! সকল যোনিতে যে সকল মূর্তি উৎপন্ন হয়, মহদব্রহ্ম তৎসমস্তের যোনি । আমি বীজপ্রদ পিতা ।৪

হে মহাবাহো ! সব্ব, রজ, তম, প্রকৃতিসমুৎ এই গুণত্রয় দেহে স্থিত অবয়ব দেহীকে আবদ্ধ করে ।৫

হে অপাপ ! তন্মধ্যে নির্মলব্রাহ্ম হেতু প্রকাশক সব্বগুণ জ্ঞানশক্তি স্বাধীন শক্তি দ্বারা বদ্ধ করে ।৬

রজোরাগাশ্রকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্ ।
 তন্নিবদ্যাতি কোন্তেয় কৰ্ম্মসঞ্জন দেহিনম্ ॥৭
 তমস্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সৰ্কদেহিনাম্ ।
 প্রমাদাগন্তুনিদ্রাভিত্তিগ্নিবদ্যাতি ভারত ॥৮
 সৰ্বং সূত্রে সঞ্জয়তি রজঃ কৰ্ম্মণি ভারত ।
 জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়তাত ॥৯
 রজঃসমশ্চাভিভূয় সৰ্বং ভবতি ভারত ।
 রজঃ সৰ্বং তমশ্চৈব তমঃ সৰ্বং রজস্তথা ॥১০
 সৰ্কদ্বারেষু দেহেহস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে ।
 জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাধিবুদ্ধং সঙ্গমিতাত ॥১১
 লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কৰ্ম্মণামশমঃ স্পৃহা ।
 রজস্তেতানি জায়ন্তে বিবুদ্ধে ভরতৰ্ষভ ॥১২
 অপ্রকাশোহপ্রবৃত্তিচ্চ প্রমাদোমোহএব চ ।
 তমস্তেতানি জায়ন্তে বিবুদ্ধে কুকনন্দন ॥১৩

হে কোন্তেয় ! রজোগুণ রাগাশ্রক, এবং তৃষ্ণা ও আসক্তি হইতে
 উৎপন্ন জানিও । তাহা দেহীকে কৰ্ম্মাসক্তি দ্বারা আবদ্ধ করে ৷৭

হে ভারত ! তমোগুণ অজ্ঞান সমুৎ এবং সকল দেহীর মোহকর
 জানিও ; তাহা প্রমাদ, আলস, নিদ্রা ইত্যাদি দ্বারা দেহীকে বদ্ধ করে ৷৮

হে ভারত ! সৰ্বগুণ সূত্রে, রজোগুণ কৰ্ম্মে এবং তমোগুণ জ্ঞানকে আবৃত
 করিয়া প্রমাদে আবদ্ধ করে ৷৯

হে ভারত ! রজো ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া সৰ্বগুণ উদ্ধৃত হয়,
 সৰ্ব এবং তমোগুণকে অভিভূত করিয়া রজোগুণ এবং সৰ্ব ও রজোগুণকে
 অভিভূত করিয়া তমোগুণ উদ্ধৃত হয় ৷১০

যখন এই দেহে সমুদয় ইন্দ্রিয় দ্বারে জ্ঞানের প্রকাশ উপস্থিত হয় তখন
 সৰ্বগুণ বিবুদ্ধ হইয়াছে জানিবে ৷১১

হে ভরতৰ্ষভ ! লোভ, কৰ্ম্ম প্রবৃত্তি, কৰ্ম্মারম্ভ এবং বিষয় তৃষ্ণা, এই
 সকল রজোগুণ বিবুদ্ধ হইলে জন্মে ৷১২

হে কুকনন্দন ! বিবেক ভ্রংশ, উদ্যমহীনতা, প্রমাদ এবং মোহ, এই
 কল তমোগুণ বিবুদ্ধ হইলে জন্মে ৷১৩

যদা সৰ্বে প্রবুদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভূং ।
 তদোক্তমবিদাং লোকানমগান্ প্রতিপদ্যতে ॥১৪
 রজসি প্রলয়ং গতা কৰ্ম্মসঙ্গিশু জায়তে ।
 তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়ঘোনিষু জায়তে ॥১৫
 কৰ্ম্মণঃ স্কৃততত্ত্বাচ্চঃ সাত্বিকং নিৰ্ম্মলং ফলম্ ।
 রজসস্ত ফলং ছঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্ ॥১৬
 সৰ্ব্বাং গংজায়তে জ্ঞানং রজসোলোভি এব চ ।
 প্রমাদমোহৌ তমসৌ ভবতোহজ্ঞানমেব চ ॥১৭
 উৰ্দ্ধং গচ্ছন্তি সৰ্ব্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ ।
 জঘন্ত গুণবৃত্তিহা অধোগচ্ছন্তি তামসাঃ ॥১৮
 নাত্মং গুণেভ্যঃ কৰ্ত্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্রুতি ।
 গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মত্তাবং সৌধিগচ্ছতি ॥১৯
 গুণানেতানতীত্য জীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্ ।
 জন্মমৃত্যুজরাহুঃপৈৰ্বিমুক্তোহমৃতমশ্নুতে ॥২০

সৰ্ব্বগুণ বিবুদ্ধ হইলে, যদি দেহধারীর মৃত্যু ঘটে, তাহা হইলে তিনি
 ব্রহ্মবিদগণের নিৰ্ম্মল লোক সকল প্রাপ্ত হন। রাজোগুণ বিবুদ্ধ হইলে,
 যদি মৃত্যু ঘটে, তাহা হইলে কৰ্ম্মাসক্ত লোকদিগের মধ্যে জন্ম হয়। এবং
 তমোগুণের বিবুদ্ধ অবস্থায় মৃত্যু হইলে মূঢ় ঘোনিতে জন্ম হয়। ১৪।১৫

স্কৃত কৰ্ম্মের নিৰ্ম্মল সাত্বিক ফল, রজো কৰ্ম্মের ছঃখ ফল, এবং তমস
 কৰ্ম্মের অজ্ঞান ফল কথিত হয়। ১৬

সৰ্ব্ব হইতে জ্ঞান, রজঃ হইতে লোভ, তমঃ হইতে প্রমাদ মোহই জন্মিয়া
 অজ্ঞান হয়। ১৭

সৰ্ব্বগুণহ লোকেরা উৰ্দ্ধে গমন করেন, রাজসেরা মধ্যে থাকেন, জঘন্ত
 গুণবৃত্তিস্থ তামসেরা অধোদিকে গমন করে। ১৮

তদ্বদর্শী যখন গুণ ভিন্ন অস্ত্র কৰ্ত্তা না দেখেন, এবং গুণ হইতে স্বতন্ত্র
 আত্মাকে জানিতে পারেন তখন তিনি আমার ভাব প্রাপ্ত হন। ১৯

দেহ সমুদ্ভব এই গুণত্রয় অতিক্রম করিয়া জন্ম মৃত্যু ও জরাজনিত ছঃখ
 হইতে বিমুক্ত হইয়া দেহী অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন। ২০

অজ্জুন উবাচ ।

কৈর্সিন্ধৈদ্বীন্ গুণানতানতীতোভবতি প্রভো ।
কিমাচারঃ কথং চৈতাংদ্বীন্ গুণানতিবর্ততে ॥২১

শ্রীভগবানুবাচ ।

প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব ।
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি ॥২২
উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্ঘো ন বিচালাতে ।
গুণা বর্তন্ত ইত্যেবং যোহবতিষ্ঠতি নৈদ্বতে ॥২৩
সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঙ্কনঃ ।
তুলাপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্থল্যানিন্দাশ্লসংস্তুতিঃ ॥২৪
মানাপমানয়োস্থল্যাস্তুল্যোমিত্রারিপক্ষয়োঃ ।
সর্কারন্তপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥২৫
মাঞ্চ যোহব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে ।
স গুণান্ সমতীতৌতান্ ব্রহ্মভূয় কল্পতে ॥২৬

অজ্জুন কহিলেন,—হে প্রভো ! কি লক্ষণে দেহী এই তিন গুণের
অতীত হন ; তাঁহার আকার কি এবং কিরূপে তিনি এই তিন গুণ অতিক্রম
করেন ? ২১

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে পাণ্ডব ! প্রকাশ, প্রবৃত্তি, এবং মোহ সং-
প্রবৃত্ত হইলে যিনি দ্বেষ করেন না নিবৃত্ত হইলেও আকাঙ্ক্ষা করেন না ২২

যিনি উদাসীনবৎ অবস্থিত হইয়া গুণ দ্বারা বিচলিত হন না, গুণ সকল
স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত আছে, এইরূপই মনে করিয়া অবস্থান করেন ও চঞ্চল
হন না ২৩

যাঁহার সুখদুঃখে সমান বোধ ; যিনি আত্মাবস্থিত, যাঁহার লোষ্ট্র, প্রস্রব
ও কাঙ্কনে সমান জ্ঞান, প্রিয় ও অপ্রিয় যাঁহার তুলা, যিনি জিতেজ্রিয় এবং
যাঁহার নিন্দা ও প্রশংসায় সমবোধ ২৪

যিনি মানাপমানে তুলা ভাব, মিত্র বা শত্রুপক্ষে যিনি সমান ; যিনি
সর্ব উদ্যম বিরহিত, তিনি গুণাতীত বলিয়া অভিহিত হন ২৫

যিনি আমাকে একান্ত ভক্তিযোগ দ্বারা সেবা করেন, তিনি এই সকল
গুণ অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মভাব লাভের যোগ্য হন ২৬

(২৬)

ব্রহ্মণোহি অতিষ্ঠাহমমৃতস্তাব্যমস্তু চ ।

শাশ্বতস্ত চ ধর্মস্য সুখৈশ্চৈকান্তিকস্ত চ ॥২৭

গুণত্রয়বিভাগ যোগঃ ।

আমি ব্রহ্মের স্থিতি স্থান, অব্যয়, অমৃত, সনাতন ধর্মের এবং ঐকান্তিক
সুখের আশ্রয় স্থান । ২৭

পঞ্চদশোধ্যায়ঃ ।

শ্রীভগবানুবাচ ।

উৰ্দ্ধমূলমধঃশাখমম্বথং প্রাহরবায়ম্ ।
ছন্দাংসি যন্ত পৰ্ণানি যন্তং বেদ স বেদবিৎ ॥১
অধশ্চোৰ্দ্ধং প্রম্বতান্তস্ত শাখা গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ ।
অধশ্চ মূলান্তমূলস্ততানি কৰ্ম্মাহুবন্ধীনি মনুষ্যালোকে ॥২
ন রূপমন্ত্ৰেহ তথোপলভ্যতে নাস্তো ন চাদিনচ সংপ্রতিষ্ঠা ।
অম্বথমেনং সুবিক্রটমূলমসঙ্গশ্চৈব দৃঢ়েন হিষ্টা ॥৩
ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং যস্মিন্ গতা ন নিবৰ্ত্তন্তি ভূয়ঃ ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রম্বতা পুরাণী ॥৪
নিৰ্ম্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা অধ্যাত্মনিষ্ঠা বিনিবৃত্তকামাঃ ।
দ্বৈন্দ্রবিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈর্গচ্ছন্ত্যমৃতাঃ পদমব্যয়ং তৎ ॥৫

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—উৰ্দ্ধমূল এবং অধঃশাখ অব্যয়কে অম্বথ বলে ;
বেদ সকল যাহার পৰ্ণ তাহাকে যিনি জানেন তিনিই বেদবিৎ ।১

গুণদ্বারা সম্বন্ধিত বিষয় যাহার পল্লব, যাহার শাখা অধঃ ও উৰ্দ্ধদিকে
বিস্তৃত, মনুষ্যালোকে কৰ্ম্মাহুবন্ধি মূল সকল অধঃ এবং উৰ্দ্ধদিকে বিস্তৃত
রহিয়াছে ।২

ইহলোকে এই দেহের রূপ উপলব্ধি হয় না ; সেইরূপ অন্ত, আদি, এবং
স্থিতিও উপলব্ধি হয় না । এই সুদৃঢ় মূল অম্বথকে সুতীক্ষ্ণ অনাশক্তিরূপ
মন্ত্রে ছেদন করিয়া তদনন্তর সেই বস্তু অন্বেষণ করা বিধেয়, যাহা প্রাপ্ত
হইলে পুনরায় আবর্তিত হইতে হয় না । যাহা হইতে এই সংসার প্রবৃত্তি
বিস্তৃত হইয়াছে সেই আদ্য পুরুষেরই শরণাগত হইলাম ।৩৪

মান এবং মোহ পরিশূন্য, ইন্দ্রিয়াসক্তি বিজয়ী, সৰ্ব্বদা আত্মজ্ঞান নিষ্ঠ,
কামনা পরিশূন্য, সুখ দুঃখ দ্বন্দ্ব বিমুক্ত, মোহাতীত ব্যক্তিগণ সেই অব্যয় পদ
প্রাপ্ত হন ।৫

ন তত্ত্বাসমতে সূর্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ ।
 যদ্যস্মা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥৬
 মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ।
 মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কৰ্ষতি ॥৭
 শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীধরঃ ।
 গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥৮
 শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেব চ ।
 অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপগেবতে ॥৯
 উৎক্রামন্তুং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণাবিতম্ ।
 বিমুক্তা নানুপশ্চন্তি পশ্চন্তি জ্ঞানচক্ষুযঃ ॥১০
 যতন্তো যোগিনশ্চৈতনং পশুন্ত্যাত্মবস্থিতম্ ।
 যতন্তোহপ্যকৃতান্নানো নৈনং পশুন্ত্যচেতসঃ ॥১১
 যদাদিত্যগতং তেজো জগদাসমতেহখিলম্ ।
 যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাণ্ডো তন্ত্বেজো বিদ্ধি মামকম্ ॥১২

যাহা পাইলে নিবর্তিত হইতে হয় না, সূর্য্য, চন্দ্র এবং অগ্নি প্রকাশিত
 করিতে পারে না। তাহাই আমার পরম ধাম ৬

আমারই অংশ এই জীব ভূত সনাতন প্রকৃতিজাত জীব, মন ও গুণ
 ইন্দ্রিয়কে সংসারের উপযোগার্থ জীবলোকে আকর্ষণ করে ৭

দৈশ্বর্য যে শরীর প্রাপ্ত হন এবং যাহা পরিত্যাগ করেন, এই ইন্দ্রিয়াদিকে
 পূর্ক শরীর হইতে তাহাতে লইয়া যান, যেমন কুসুমাদি হইতে বায়ু গন্ধ
 লইয়া যায় ৮

দেহে কর্ণ, চক্ষু, ত্বক্, জিহ্বা, নাসিকা এবং অন্তঃকরণের আশ্রয় করিয়া
 বিষয় সকল উপভোগ করেন ৯

দেহ হইতে দেহান্তর গমনশীল অথবা একদেহে স্থিত কিম্বা বিষয়ভোগ
 পরায়ণ অথবা ইন্দ্রিয়াদিযুক্ত দেহীকে মূঢ়জনেরা দেখিতে পায় না। জ্ঞান
 চক্ষুসম্পন্ন মানবেরা দেখিয়া থাকেন ১০

প্রযত্নশীল যোগীগণ ইহাকে দেহে অবস্থিত দেখিতে পান। যত্নশীল
 হইলেও আত্মতত্ত্বানভিজ্ঞ মন্দমতিগণ ইহাকে দেখিতে পান না ১১

সূর্য্যস্থিত যে তেজ, চন্দ্রমাস্থিত যে তেজ, অগ্নিস্থিত যে তেজ নিখিল
 জগৎকে প্রকাশিত করে সেই তেজ আমার জানিবে ১২

গামাবিশ্চ চ ভূতানি ধারয়ামাহমোক্ষসা ।

পুষ্যামি চৌষধীঃ সৰ্ব্বাঃ সোমোভূত্বা রসাত্মকঃ ॥১৩

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাপ্রিতঃ ।

প্রাণাপানসমায়ুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্ ॥১৪

সৰ্ব্বম্ চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতিজ্ঞানমপোহনঞ্চ ।

বেদৈশ্চ সৰ্ব্বৈরহমেব বেদো বোদাস্তকুদেদবিদেব চাহম্ ॥১৫

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ ।

ক্ষরঃ সৰ্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোহক্ষর উচ্যতে ॥১৬

উত্তমঃ পুরুষস্তত্ত্বঃ পরমাত্মেতাদাহৃতঃ ।

যো লোকত্রয়মাবিশ্চ বিভক্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥১৭

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোহহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ ।

অতোহস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥১৮

যো মামেবমসম্বৃঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্ ।

স সৰ্ব্ববিশুদ্ধজি মাং সৰ্ব্বভাবেন ভারত ॥১৯

আমিই বলপূর্বক পৃথিবীতে অধিষ্ঠিত হইয়া ভূতসকলকে ধারণ করি ;
এবং রসাত্মক চন্দ্র হইয়া সমুদয় ওষধির পোষণ করি ॥১৩

আমি জঠরাগ্নি হইয়া প্রাণিগণের দেহকে আশ্রয় করিয়া প্রাণ ও অপান
সহযোগে চতুর্বিধ ভুক্তপদার্থের পরিপাক করি ॥১৪

আমি সকলের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট, আমি হইতে স্মৃতি, জ্ঞান এবং তত্ত্বতত্ত্ব
প্রলয় হয়। সমুদয় বেদের আমিই জ্ঞাতব্য, আমিই বেদাস্তকুৎ এবং
বেদার্থবিৎ ॥১৫

ক্ষর এবং অক্ষর এই দুই পুরুষ লোকে পরিচিত ; যাবতীয় ভূত ক্ষর এবং
কূটস্থ চৈতন্য অক্ষর নামে অভিহিত হন ॥১৬

এই ক্ষর এবং অক্ষর অপেক্ষাও পরমাত্মা উত্তম পুরুষ বলিয়া উদাহৃত,
বিনি ঈশ্বর, নিরীকার, লোকত্রেয়ে প্রবিষ্ট হইয়া পালন করিতেছেন ॥১৭

আমি ক্ষরের অতীত, এবং অক্ষর অপেক্ষা উত্তম ; অতএব লোকে এবং
বেদে পুরুষোত্তম নামে কীৰ্ত্তিত হই ॥১৮

হে ভারত ! উক্ত প্রকারে মোহ বিহীন হইয়া, বিনি আমাকে পুরুষো-
ত্তমরূপে জানেন, সেই সৰ্ব্বজ্ঞ মানব সকলভাবে আমাকে ভজনা করেন ॥১৯

(১০০)

ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানব ।

এতদ্বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ শ্রীং কৃতকৃত্যশ্চ ভারত ॥২০

হে অনব ভারত ! এইরূপ গুহ্যতম এই শাস্ত্র মং কর্তৃক কথিত হইল,
ইহা বুদ্ধিলে বুদ্ধিমান্ এবং কৃতকৃত্য হয় ৥২০

পুরুষোত্তমযোগঃ ।

ষোড়শোঃধ্যায়ঃ ।

শ্রীভগবানুবাচ ।

অভয়ং সত্বসংগুন্ধিজ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ অর্জবম্ ॥১
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্ ।
দয়া ভূতেষলোলুপ্তং মাদ্বিঃস্রীরচাপলম্ ॥২
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা ।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্ত ভারত ॥৩
দম্ভো দর্পোহভিমানশ্চ ক্রোধঃ পাক্ষ্যামেব চ ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্ত পার্থ সম্পদমাস্মরীম্ ॥৪
দৈবীসম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াস্মরী মতা ।
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোহসি পাণ্ডব ॥৫

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে ভারত ! ভয় বিহীনতা, চিত্তগুন্ধি, জ্ঞানযোগে
নিষ্ঠা, দান, ইন্দ্রিয় সংযম, যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, তপঃ, সরলতা, অহিংসা,
সত্য, ক্রোধ বিরহ, কর্মফলত্যাগ, শান্তি, অথলতা, ভূতসমূহে দয়া,
লোভহীনতা, নিরহঙ্কারিতা, কুর্কর্মে লজ্জা, অচঞ্চলতা, তেজঃ, ক্ষমা, ধৈর্য্য,
শৌচ, হিংসাশূন্যতা, অভিমানবিহীনতা, জাত ব্যক্তির এই সকল দৈবী
সম্পদ হয় ।১।২।৩

হে পার্থ ! ধর্ম্মাভিমান, ধনাদি জ্ঞান গর্ভ, অভিমান, ক্রোধ, নির্ভরতা, এবং
অবিবেক, এইগুলি জাত ব্যক্তির আস্মরী সম্পদ ॥৪

দৈবী সম্পদ মোক্ষের হেতুভূত ; আস্মরী সম্পদ বন্ধনের কারণ ;
হে পাণ্ডব ! শোক করিও না, কারণ তুমি দৈবী সম্পদ সহ জাত
হইয়াছ ।৫

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেহস্মিন্ দৈব আত্মর এবচ ।
 দৈবোবিস্তরশঃ প্রোক্ত আত্মরং পার্থ মে শৃণু ॥৬
 প্রবৃত্তিক্ নিবৃত্তিক্ জনা ন বিদুয়াত্মরাঃ ।
 ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যাতে ॥৭
 অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহরনীশ্বরম্ ।
 অপরস্পরসমুত্তং কিমন্তং কামহৈতুকম্ ॥৮
 এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাশ্মানোহন্নবুদ্ধয়ঃ ।
 প্রভবন্ত্যগ্রেকর্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোহহিতাঃ ॥৯
 কামমাশ্রিত্য হৃদ্পূরং দন্তমানমদাষিতাঃ ।
 মোহাদ্গৃহীত্বাহসদগ্রাহান্ প্রবর্তন্তেহশুচিরতাঃ ॥১০
 চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়াস্ত্যমুপাশ্রিতাঃ ।
 কামোপভোগপরমা এতাবদিতিনিশ্চিতাঃ ॥১১
 আশাপাশশতৈর্ষক্কাঃ কামক্ৰোধপরায়ণাঃ ।
 জৈহন্তে কামভোগার্থমন্তায়ৈনার্থসঞ্চয়ান্ ॥১২

হে পার্থ ! এই লোকে, দৈব এবং আত্মর এই দুই প্রকার ভাব ; দৈব ভাব বিস্তারিতরূপে পূর্বে কথিত হইয়াছে ; আত্মর ভাব আমার নিকট শ্রবণ কর ।৬

আত্মর ভাবাপন্ন জনগণ প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি জানে না, তাহাদের শৌচ নাই, আচার নাই এবং সত্যও নাই ।৭

তাহারা বলে,—জগৎ অসত্য, অপ্রতিষ্ঠ, ঈশ্বর বিহীন, স্ত্রীপুরুষ সমুত্ত, এবং কামপ্রভাব জাত ।৮

অন্নবুদ্ধি আত্মরভাবাপন্ন জনগণ, এইরূপ দৃষ্টি আশ্রয় করিয়া মলিন চিত্ত, হিংস্র, অহিতকারী হইয়া জগৎ ক্ষয়ের নিমিত্ত উৎপন্ন হয় ।৯

হৃদ্পূরণীয় কামকে আশ্রয় পুরঃসর দম্ভ, অভিমান, এবং মদাদিত হইয়া, মোহপ্রভাবে দুরাগ্রহ স্বীকার পূর্বক অশুচিত্রিত হইয়া অকার্যে রত হয় ।১০

শেষকাল পর্য্যন্ত অপরিমিত চিন্তা আশ্রয় করিয়া কামভোগ নিরত হইয়া, ইহাই সার, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া, স্বতঃ আশাপাশে বদ্ধ এবং কাম, ক্রোধ পরায়ণ হইয়া, কামভোগার্থ অন্তায় উপায়ে অর্থ সঞ্চয় ইচ্ছা করে ।১১১২

ইদমদ্যা ময়া লক্ষ্মিদং প্রাপ্তো মনোরথম্ ।
 ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্ ॥১৩
 অসৌ ময়া হতঃ শক্রহ্নিষো চাপরানপি ।
 ঈশ্বরোহহমহং ভোগী সিদ্ধোহহং বলবান্ সুখী ॥১৪
 আচ্যোহভিজ্ঞানবানস্মি কোহন্তোহস্তি সদৃশোময়া ।
 যক্ষ্যে দাস্ত্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ ॥১৫
 অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমারুতাঃ ।
 প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেহন্তচো ॥১৬
 আত্মসন্তোষবিভ্রান্তা ধনমানমদান্বিতাঃ ।
 যজন্তে নামঘৈজন্তে দন্তেনাবিধিপূর্বকম্ ॥১৭
 অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ ।
 মামাত্মপরদেহেষু প্রবিষ্টোহভ্যাহ্বয়কাঃ ॥১৮
 তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্ ।
 ক্ষিপ্যাম্যজস্রমশুভানাস্থরীষেব যোনিষু ॥১৯

অদ্য আমার এই লাভ হইল, এই মনোরথ প্রাপ্ত হইব, ইহা আছে,
 আবার আমার এই ধনও হইবে; ঐ শক্র আমা কর্তৃক হত হইয়াছে,
 অপর সকলকেও বধ করিব; আমি ঈশ্বর, আমি ভোগী, আমি সিদ্ধ, বলবান,
 এবং সুখী, আচ্য, কুলীন, আমার সদৃশ অস্ত্র আর কে আছে? আমি
 যজ্ঞাদি দ্বারা প্রতিষ্ঠা লাভ করিব, দান করিব, হর্ষলাভ করিব। এইরূপে
 অজ্ঞান বিমোহিত বহুবিষয়ে বিভ্রান্ত-চিত্ত, মোহজাল সমাচ্ছন্ন, কামভোগা-
 সক্ত হইয়া অশুচি নরকে পতিত হয় ৷১৩.১৪।১৫।১৬

স্বারোপিত, পূজ্যতা প্রাপ্ত, অনন্ন, ধন-মান-মদান্বিত হইয়া তাহারা দন্ত-
 সহকারে অবিধি পূর্বক নাম প্রচারার্থ যজ্ঞ করে ৷১৭

অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধ অবলম্বন করিয়া নিজ ও
 পরদেহে অবস্থিত আমাকে দ্বেষপূর্বক সাধুদিগের গুণে দোষারোপ
 করে ৷১৮

আমি সেই দ্বেষপরায়ণ ক্রূর, নরাধম, অশুভ, জনগণকে সংসারে অন-
 বরতই তীর্থাগাদি আস্থরী যোনিতে নিক্ষেপ করি ৷১৯

আসুরীং যোনিমাপন্ন্য মৃঢ়া জ্ঞানি জ্ঞানি ।
 মামপ্রাপ্যৈব কোন্তেয় ততো যাস্ত্যধমাং গতিম্ ॥২০
 ত্রিবিধং নরকন্তেয়ং দ্বারং নাশনমায়নঃ ।
 কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তন্মাদেতদ্রয়ং ত্যজেৎ ॥২১
 এতৈर्वিমুক্তঃ কোন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ ।
 আচরত্যায়নঃ শ্রেয়ন্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥২২
 যঃ শাস্ত্রবিধিযুৎসজ্য বর্ততে কামচারতঃ ।
 ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥২৩
 তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণস্তে কার্য্যাকাৰ্য্যাব্যবহিতৌ ।
 জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কৰ্ম্ম কৰ্ত্তুমিহাহসি ॥২৪
 দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগযোগঃ ।

হে কোন্তেয়! মূঢ়গণ, জন্মে জন্মে আসুরী যোনি প্রাপ্ত হইয়া আমাকে
 না পাইয়া তদপেক্ষা অধমা গতি প্রাপ্ত হয় ৷২০

কাম, ক্রোধ, এবং লোভ, নরকের এই ত্রিবিধ দ্বার আত্মজ্ঞানের নাশক;
 অতএব এই তিনটি পরিত্যাগ কর ৷২১

হে কোন্তেয়! নরকের দ্বার ভূত এই তিন হইতে বিমুক্ত মানব
 আপনার মঙ্গল সাধন করেন। তদনন্তর পরগতি প্রাপ্ত হন ৷২২

যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি উপেক্ষা করিয়া যথাভিকৃতি কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, সে
 সিদ্ধি পায় না, সুখ পায় না, এবং পরাগতিও পায় না ৷২৩

অতএব কোনটি কার্য্য, কোনটি অকার্য্য, এতৎ সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা বিষয়ে,
 শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ; এই শাস্ত্র বিধান জ্ঞাত হইয়া কৰ্ম্ম করিতে যোগ্য
 হও ৷২৪

সপ্তদশোহিধ্যায়ঃ ।

অৰ্জুন উবাচ ।

যে শাস্ত্রবিধিযুংস্বজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়াবিতাঃ ।

তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্বমাহো রজস্তমঃ ॥১

শ্রীভগবানুবাচ ।

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা ।

সাত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু ॥২

সত্বাহরূপা সৰ্ব্বশ্র শ্রদ্ধা ভবতি ভারত ।

শ্রদ্ধাময়োহয়ং পুরুষো যো যচ্ছুদ্ধঃ স এব সঃ ॥৩

যজন্তে সাত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ ।

প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চাত্রে যজন্তে তামসা জনাঃ ॥৪

অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপাস্তে যে তপো জনাঃ ।

দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলাঘিতাঃ ॥৫

কর্শয়ন্তুঃ শরীরস্থং ভূতপ্রামমচেতসঃ ।

মাকৈবাস্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্যাস্মরনিশ্চয়ান্ ॥৬

অৰ্জুন বলিলেন,—হে কৃষ্ণ যাহারা শাস্ত্রবিধি অতিক্রম করিয়া, অথচ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যজ্ঞাদি করে, তাহাদের নিষ্ঠা কিরূপ ? সত্ব ? রজ ? অথবা তম ? ১১

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—দেহীদিগের সাত্বিকী, রাজসী এবং তামসী এই তিন প্রকারই শ্রদ্ধা হয় ; তাহা স্বভাব জাত ; তাহার বিষয় শ্রবণ কর ।২

হে ভারত ! সকলেরই শ্রদ্ধা সত্বাহরূপ হইয়া থাকে ; এই পুরুষোত্তম শ্রদ্ধাময় ; যে যাদৃশ শ্রদ্ধা যুক্ত, তিনি তাহার পক্ষে সেইরূপ ।৩

সাত্বিকগণ দেবগণের পূজা করেন, রাজসগণ যক্ষ রাক্ষসের পূজা করে, অবশিষ্ট তামসগণ ভূত ও প্রেতগণের পূজা করে ।৪

দম্ভ ও অহঙ্কার সংযুক্ত কামনা, অহুরাগ, ও আগ্রহ বিশিষ্ট যে অবিবেকী জনগণ, শরীরস্থ ভূত সমূহকে এবং অস্তঃ শরীরস্থ আমাকেও ক্রুশ করিয়া অশাস্ত্র-বিহিত উৎকট তপস্তা করে, তাহাদিগকে জুরকর্মা জানিও ।৫৬

আহারস্বপি সৰ্ব্বস্ত ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ ।

যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু ॥৭

আয়ুঃসম্ভবলারোগ্যসুখপ্রীতিবিসৰ্দ্ধনাঃ ।

রস্তাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥৮

কটুশ্লবণাতুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ ।

আহারা রাজসস্তেষ্ঠা হৃৎখশোকাময়প্রদাঃ ॥৯

যাতযামং গতরসং পুতিপশুর্য়বিত্তঞ্চ যৎ ।

উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্ ॥১০

অফলাকাজ্জিভিৰ্যজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে ।

যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ ॥১১

অভিসন্ধায় তু ফলং দস্তার্থমপি চৈব যৎ ।

ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্ ॥১২

বিধিহীনমস্তুষ্ঠানং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্ ।

শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে ॥১৩

সকলের প্রিয় আহার তিন প্রকার, সেইরূপ যজ্ঞ, তপ, এবং দান, ও তাহাদের প্রভেদ শ্রবণ কর ।৭

আয়ুঃ, স্ব, বল, আরোগ্য, সুখ প্রীতি বর্দ্ধনকারী, সরস, স্নিগ্ধ, স্থায়ী, এবং পরিতোষকর আহার সমূহ সাত্ত্বিকগণের প্রিয় ।৮

কটু, অম্ল, লবণ, অতুষ্ণ, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, বিদাহি, হৃৎখ, শোক, রোগজনক আহার সমূহ রাজসদিগের প্রিয় ।৯

শীতল, শুষ্ক, দুর্গন্ধ, পশুর্যাসিত, উচ্ছিষ্ট, এবং অভক্ষ্য যে আহার, তাহাই তামসগণের প্রিয় ।১০

ফলাকাজ্জবিহীনগণ যজ্ঞাস্তুষ্ঠান করিতেই হইবে, এইরূপ মন স্থির করিয়া বিধি সম্মত যে যজ্ঞাস্তুষ্ঠান করেন, তাহা সাত্ত্বিক ।১১

কিন্তু ফলাভিসন্ধি সহকারে দস্তার্থই যে যজ্ঞাস্তুষ্ঠান করে, হে ভারতশ্রেষ্ঠ! সেই যজ্ঞকে রাজস জানিবে ।১২

বিধিবিহীন, যোগ্যপাত্রের অন্নদান বিরহিত, মন্ত্রহীন, দক্ষিণা রহিত, শ্রদ্ধাশূন্য, যজ্ঞকে তামস বলে ।১৩

দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জবম্ ।

ব্রহ্মচর্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥১৪

অনুবেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ ।

স্বাধ্যায়ান্নভ্যাসনং চৈব বাঙ্‌ময়ং তপ উচ্যতে ॥১৫

মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মোনমান্ননিগ্রহঃ ।

ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপো মানসমুচ্যতে ॥১৬

শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্ত্বং ত্রিবিধং নরৈঃ ।

অফলাকাজ্জিভির্যুক্তৈঃ সাধ্বিকং পরিচক্ষতে ॥১৭

সৎকারমানপূজার্থং তপো দন্তেন চৈব যৎ ।

ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমঙ্গবম্ ॥১৮

মুটগ্রাহেনান্ননো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ ।

পরস্তোৎসাদনার্থং বা তন্তামসমুদাহৃতম্ ॥১৯

দাতব্যমিতি যদানং দীয়তেহমুপকারিণে ।

দেশে কালে চ পাত্রে চ তদানং সাধ্বিকং স্মৃতম্ ॥২০

দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তির পূজা, শৌচ, সরলতা, ব্রহ্মচর্য, এবং
অহিংসা শারীর তপস্বী বলিয়া উক্ত ১৪

অনুবেগকরবাক্য, সত্য, প্রিয় ও হিতকর বিষয়, এবং বেদাভ্যাস, এই
গুলি বাঙ্গয় তপ বলিয়া উক্ত ১৫

মনের প্রসাদ, অকুরতা, মোন, আয়নিগ্রহ, ভাবশুদ্ধি, এইগুলি মানস-
তপ বলিয়া উক্ত ১৬

কলকামনাশূন্য ও আয়ুক্ত নরগণ কর্তৃক পরমাশ্রদ্ধা সহকারে অমুষ্ঠিত
সেই ত্রিবিধ তপকে সাধ্বিক বলে ১৭

সৎকার, মান, এবং পূজা প্রাপ্তির আশায় দন্তসহকারে যে তপস্তা অনু-
ষ্ঠিত হয়, ইহলোকে সেই অনিত্য ক্ষণিক তপস্তা রাজস কথিত হয় ১৮

অবিবেকিতা হেতু পরের বিনাশার্থ বা আয়ুপীড়া দ্বারা যে তপ অমুষ্ঠিত
হয়, তাহা তামস বলিয়া কথিত ১৯

দান করা উচিত বোধে, প্রভূগণকারে অসমর্থ ব্যক্তিকে পুণ্যক্ষেত্রে, সৎ-
পাত্রে যে দান দেওয়া হয়, তাহা সাধ্বিক ২০

যত্ন প্রত্যাশকারার্থং ফলমুদ্दिष्ट বা পুনঃ ।
 দীয়তে চ পরিক্রিষ্টং তদানং রাজসং শ্রুতম্ ॥২১
 অদেশকালে যদানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে ।
 অসংকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥২২
 ঔ তৎসদিতি নির্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ শ্রুতঃ ।
 ব্রাহ্মণান্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ॥২৩
 তন্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ ।
 প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥২৪
 তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ ।
 দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাজ্জিভিঃ ॥২৫
 সত্ত্বাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুক্ত্যভে ।
 প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা সচ্ছক্ঃ পার্থ যুক্ত্যভে ॥২৬
 যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে ।
 কর্ম্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে ॥২৭

কিন্তু যাহা প্রত্যাশকার কামনায় বা ফলপ্রাপ্তির আশায়, অসন্তোষের সহিত দেওয়া হয়, সেই দান রাজস বলিয়া কথিত ।২১

দেশ, কাল ও পাত্রের বিচার না করিয়া সংকার শূন্যভাবে, তিরসার সহকারে যে দান করা হয়, তাহা তামস ।২২

ঔ, তৎ, সৎ, এই তিন প্রকার পরমায়ার নাম, কথিত আছে ; তদ্বারা পুরাকালে ব্রাহ্মণ, যজ্ঞ, এবং বেদ বিহিত হইয়াছে ।২৩

এইজন্ত ‘ঔ,’ এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া ব্রহ্মবাদীগণের যজ্ঞ, দান, তপঃ ক্রিয়া সর্বদা প্রবর্ত্তিত হয় ।২৪

মোক্ষকামীগণ, ফলাভিসন্ধি না করিয়া ‘তৎ’ এই বাক্য উচ্চারণ করতঃ বিবিধ যজ্ঞ, তপক্রিয়া এবং দানক্রিয়া সম্পন্ন করেন ।২৫

হে পার্থ ! সত্ত্বাবে এবং সাধুভাবে ‘সৎ’ শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে, অগ্নি শুভ কর্ম্মেও ‘সৎ’ শব্দ প্রযুক্ত হয় ।২৬

যজ্ঞ, তপস্যা, এবং দানে, অবস্থানকেও সৎ বলে ; তদভিলাষের কর্ম্মও সৎ নামে কথিত হয় ।২৭

(১০৯)

অশ্রদ্ধা হতং মৃতং তপস্বশ্রুং কৃতঞ্চ যৎ ।

অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ শ্রেয়া নো ইহ ॥২৮

শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগঃ ।

অশ্রদ্ধা সহকারে অশুভিত হবন, দান, তপস্বী, সকলই অসৎ কথিত হয় ;
হে পার্থ ! তাহা পরলোকে, অথবা ইহলোকে ফলোপধায়ক হয় না ॥২৮

অষ্টাদশোধ্যায়ঃ ।

অৰ্জুন উবাচ ।

সন্ন্যাসস্ত মহাবাহো তস্মিচ্ছামি বেদিতুম্ ।

ত্যাগস্ত চ হৃষীকেশ পৃথক্ কেশিনিহ্নদন ॥১

শ্রীভগবানুবাচ ।

কাম্যানাং কৰ্মণাং ত্রাসং সন্ন্যাসং কবয়োবিদুঃ ।

সৰ্বকৰ্মফলত্যাগং প্রাহন্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥২

ত্যাগ্যং দোষবদিত্যেকে কৰ্ম প্রাহৰ্মনীষিণঃ ।

যজ্ঞদানতপঃ কৰ্ম ন ত্যাগ্যমিতি চাপরে ॥৩

নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম ।

ত্যাগোহি পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধঃ সংপ্রকীৰ্ত্তিতঃ ॥৪

যজ্ঞদানতপঃ কৰ্ম ন ত্যাগ্যং কার্য্যমেব তৎ ।

যজ্ঞোদানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্ ॥৫

এতাশ্চপি তু কৰ্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ ।

কৰ্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্ ॥৬

অৰ্জুন বলিলেন,—হে হৃষীকেশ ! হে মহাবাহো ! হে কেশীনিহ্নদন !
সন্ন্যাস ও ত্যাগ, এতদ্ব্যতিরিক্ত তত্ত্ব পৃথকরূপে জানিতে ইচ্ছা করি ॥১

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—পণ্ডিতগণ কাম্যকৰ্ম ত্যাগকে সংস্কার বলিয়া
জানেন, বিচক্ষণগণ সৰ্বকৰ্মের ফলত্যাগকে ত্যাগ বলিয়া থাকেন ॥২

কোন কোন পণ্ডিত কৰ্ম দোষাবহ, এই কারণে তাহা ত্যাগ্য বলেন ;
মীমাংসকগণ যজ্ঞ, দান, তপ, কৰ্ম, ত্যাগ্য নহে বলেন ॥৩

হে ভরতসত্তম পুরুষব্যাঘ্র ! সেই ত্যাগ সম্বন্ধে আমার স্থিতিপ্রাপ্ত
শ্রবণ কর।—তিন প্রকার ত্যাগ কীর্তিত হয় ॥৪

যজ্ঞ, দান, তপ, কৰ্ম, ত্যাগ্য নহে ; তাহা করণীয় বটে ; যজ্ঞ, দান এবং
তপস্যা মনীষিদিগের পবিত্রকর ॥৫

হে পার্থ ! কিন্তু এই সকল কৰ্ম ও সঙ্গফল পরিত্যাগ পূৰ্বক অমুষ্ঠেয় ;
ইহাই আমার নিশ্চিত প্রকৃষ্ট অভিপ্রায় ॥৬

নিয়ন্ত্রণ তু সন্ন্যাসঃ কৰ্মণো নোপপদ্যতে ।
 মোহান্তস্ত পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীৰ্ত্তিতঃ ॥৭
 হুঃখমিত্যেব যৎ কৰ্ম কায়ক্লেশভয়াং ত্যজ্ঞেৎ ।
 স কৃৎস্না রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ ॥৮
 কার্যামিত্যেব যৎকৰ্ম নিয়ন্তং ক্রিয়তেহর্জুন ।
 সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলকৈব স ত্যাগঃ সাত্বিকো মতঃ ॥৯
 ন দ্বেষ্টাকুশলং কৰ্ম কুশলে নানুযজ্ঞতে ।
 ত্যাগী সত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ ॥১০
 নহি দেহভূতা শক্যং ত্যক্ত্বা কৰ্ম্মণ্যশেষতঃ ।
 যন্ত কৰ্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীতাভিধীয়তে ॥১১
 অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কৰ্ম্মণঃ ফলম্ ।
 ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য নতু সন্ন্যাসিনাং কচিৎ ॥১২
 পঞ্চৈতানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে ।
 সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সৰ্ব্বকৰ্ম্মণাম্ ॥১৩

কিন্তু নিত্য কৰ্ম্মের সন্ন্যাস বিধেয় নহে; মোহ বশতঃ তাহার পরিত্যাগ তামস বলিয়া কীর্ত্তিত হয় ।৭

যে লোক হুঃখপ্রদ মনে করিয়া, শারীরিক ক্লেশের ভয়ে কৰ্ম্ম ত্যাগ করে, সে রাজস ত্যাগ করিয়া, ত্যাগফল পায় না ।৮

হে অর্জুন! আসক্তি এবং ফল ও ত্যাগ করিয়া কর্তব্য বোধে যে নিত্য কৰ্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, সেই ত্যাগ সাত্বিক ।৯

সবুগ্ধসম্পন্ন, স্থিরবুদ্ধি, সংশয়বিহীন ত্যাগীব্যক্তি হুঃখপ্রদ কৰ্ম্মকে ঘেব করেন না এবং সুখাবহ কৰ্ম্মেও প্রীত হন না ।১০

দেহধারীগণ নিঃশেষ রূপে কৰ্ম্ম সমূহ ত্যাগ করিতে সমর্থ নহে; যিনি কৰ্ম্মফলত্যাগী, তিনিই ত্যাগী বলিয়া অভিহিত হন ।

অনিষ্ট, ইষ্ট, ও মিশ্র, সকল ব্যক্তিদিগের দেহনাশের পর, এই ত্রিবিধ কৰ্ম্মফল হইয়া থাকে, কিন্তু সন্ন্যাসীদিগের তাহা হয় না ।১২

হে মহাবাহো! সৰ্ব্বকৰ্ম্ম শিক্তির নিমিত্ত বেদান্ত শাস্ত্রের সিদ্ধান্তে নির্দিষ্ট পাঁচটা কারণ আমার নিকট জান ।১৩

অধিষ্ঠানং তথা কৰ্ত্তা করণঞ্চ পৃথগ্ধৰ্ম্ম ।
 বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈববৈধবাত্র পঞ্চমম্ ॥১৪
 শরীরবাস্থনোভির্ষং কৰ্ম্ম প্রারভতে নরঃ ।
 জাঘাং বা বিপরীতং বা পট্টৈতে তন্ত্ৰ হেতবঃ ॥১৫
 তত্রৈবং সতি কৰ্ত্তারমাত্মানং কেবলন্ত যঃ ।
 পশ্চাত্ত্যকৃতবুদ্ধিহীন স পশ্চতি দুৰ্ম্মতিঃ ॥১৬
 যন্ত নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্ধন্য ন লিপ্যতে ।
 হত্বাপি স ইমাল্লোঁকান হস্তি ন নিবধ্যতে ॥১৭
 জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কৰ্ম্মচোদনা ।
 করণং কৰ্ম্ম কৰ্ত্তেতি ত্রিবিধঃ কৰ্ম্মসংগ্রহঃ ॥১৮
 জ্ঞানং কৰ্ম্ম চ কৰ্ত্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ ।
 প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছৃণু তাত্পি ॥১৯
 সৰ্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্যতে ।
 অবিতৰ্কং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাধ্বিকম্ ॥২০

শরীর, অহংকার, নানা ইন্দ্রিয়, নানা প্রকার পৃথক চেষ্টা, এবং দৈবই
 পঞ্চম ॥১৪

মনুষ্য-শরীর, বাক্য, ও মনের দ্বারা যে ন্যায্য, বা তদ্বিপরীত কৰ্ম্ম সম্পা-
 দন করে, উল্লিখিত পাঁচটাই তাহার হেতু ॥১৫

তদ্বিষয়ে এইরূপ হইলে, যে ব্যক্তি কেবল আত্মাকেই কৰ্ত্তারূপে
 দর্শন করে, অপরিমার্জিত বুদ্ধি প্রভাবে সে দুৰ্ম্মতি সম্যক্ দেখিতে
 পায় না ॥১৬

যাহার অহংকৃত ভাব নাই, যাহার বুদ্ধি কৰ্ম্মে লিপ্ত হয় না, তিনি
 এই লোকে সকলকে হত্যা করিলেও হনন করেন না, এবং তজ্জন্ত ফলে
 নিবদ্ধ হন না ।

জ্ঞান, জ্ঞেয়, পরিজ্ঞাতা, তিন প্রকার কৰ্ম্ম প্রবর্তক ; করণ, কৰ্ম্ম, কৰ্ত্তা,
 এই তিন প্রকার কৰ্ম্মের আশ্রয় ॥১৮

জ্ঞান, কৰ্ম্ম ও কৰ্ত্তা, গুণভেদ হেতু ত্রিবিধ ; গুণানুসারে তাহাদের ধৰ্ম্মাব-
 বৃত্তান্ত শ্রবণ কর ॥১৯

যদ্বারা বিভক্ত ভূত সমূহে অবিতৰ্ক এক অব্যয় ভাব দৃষ্ট হয়, সেই
 জ্ঞানকে সাধ্বিক জানিবে ॥২০

শৃঙ্খলেন তু যজ্ঞজ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্ধিবান্ ।
 বেত্তি সর্বেষু ভূতেষু তজ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্ ॥২১
 যত্ন কুৎসবদেকস্মিন্ কার্যো সত্তমহৈতুকম্ ।
 অতর্থাবদল্লগ্ন তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥২২
 নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদেবতঃ কৃতম্ ।
 অফলপ্রেপ্সুনা কৰ্ম যত্নং সাত্বিকমুচ্যতে ॥২৩
 যত্ন কামেপ্সুনা কৰ্ম সাহস্বারেণ বা পুনঃ ।
 ক্রিয়তে বহলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্ ॥২৪
 অমুবল্লং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষা চ পৌরুষম্ ।
 মোহাদারভ্যতে কৰ্ম যত্নতামসমুচ্যতে ॥২৫
 মুক্তসঙ্গোহনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমম্বিতঃ ।
 সিদ্ধাসিদ্ধোনির্নিকারঃ কৰ্ত্তা সাত্বিক উচ্যতে ॥২৬
 রাগী কৰ্মফলপ্রেপ্সুলুক্কো হিংসাত্মকোহগুচিঃ ।
 হর্ষশোকাম্বিতঃ কৰ্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্তিতঃ ॥২৭

পৃথক্ রূপে যে জ্ঞানে সকল ভূতে পৃথগ্ধি অনেক ভাব জানা যায়, সেই
 জ্ঞান রাজস জানিও ৷২১

কিন্তু যাহাতে এক মাত্র কার্যের সমস্ত বলিয়া মনে হয়, ও আসক্তি জন্মে,
 সেই হেতুশূন্ত তত্ত্বজ্ঞান-স্বল্প-বিহীন তুচ্ছ জ্ঞানকে তামস বলে ৷২২

ফলত্যাগ বিরহিত ব্যক্তি কর্তৃক নিত্যরূপে অমুষ্ঠিত আসক্তি-শূন্ত অমুরাগ
 ও দ্বেষ বিহীন ভাবে কৃত যে কৰ্ম, তাহা সাত্বিক বলিয়া কথিত ৷২৩

কিন্তু ফলকামী বা অহঙ্কৃত ব্যক্তি কর্তৃক বহুল আয়াসসাধ্য যে কৰ্ম
 অমুষ্ঠিত হয়, তাহা রাজস বলিয়া কথিত ৷২৪

পরিণামে বন্ধন, নাশ, পরহিংসাজনক এবং স্বকীয় সামর্থ্যাতীত ভাবে
 মোহ বশতঃ যে কৰ্ম অমুষ্ঠিত হয়, তাহা তামস বলিয়া কথিত ৷২৫

আসক্তি-বিরহিত 'অহং,' এই অভিমান বিহীন, দৈর্ঘ্য ও উৎসাহ সমম্বিত
 সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে বিকার রহিত কৰ্ত্তাকে সাত্বিক বলে ৷২৬

বিষয়ানুরাগী, ফলকামী, লোভী, হিংসাত্মক, অগুচি, এবং হর্ষ শোকযুক্ত
 কৰ্ত্তাকে রাজস বলে ৷২৭

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ শুদ্ধঃ শঠো নৈকৃতিকোহনলঃ ।
 বিবাদী দীর্ঘস্থত্রী চ কৰ্ত্তা তামস উচ্যতে ॥২৮
 বুদ্ধেৰ্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতন্ত্ৰিবিধং শৃণু ।
 প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্ভেন ধনঞ্জয় ॥২৯
 প্রবৃত্তিক্শ্চ নিবৃত্তিক্শ্চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে ।
 বন্ধং মোক্ষক্শ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্বিকী ॥৩০
 যয়া ধৰ্ম্মমধৰ্ম্মক্শ্চ কার্য্যাকার্য্যমেব চ ।
 অযথাবৎ প্রজান্নাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী ॥৩১
 অধৰ্ম্মং ধৰ্ম্মমিতি যা মন্ততে তমসাবৃত্তা ।
 সৰ্ক্সার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী ॥৩২
 ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ ।
 যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্বিকী ॥৩৩
 যয়া তু ধৰ্ম্মকামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তেহর্জুন ।
 প্রসঙ্গেন ফলাকাজ্জী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী ॥৩৪

অসমাহিত, বিবেকবিহীন, উদ্ধত, শঠ, অপমানকারী, অনল, বিবাদবৃত্ত
 ও দীর্ঘ স্থত্রী কৰ্ত্তাকে তামস বলে ॥২৮

হে ধনঞ্জয় ! গুণানুসারে বুদ্ধি ও ধৃতির ও তিন প্রকার ভেদ পৃথক্
 রূপে নিঃশেষভাবে কথিত হইতেছে শ্রবণ কর ॥২৯

হে পার্থ ! প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, কার্য্য, অকার্য্য, ভয়, অভয়, বন্ধ ও মোক্ষ,
 যাহাতে জানা যায় সেই বুদ্ধি সাত্বিকী ॥৩০

হে পার্থ ! যাহা দ্বারা ধৰ্ম্ম এবং অধৰ্ম্ম, কার্য্য এবং অকার্য্য, যথাবৎ
 নিরূপিত হয় না ; সেই বুদ্ধি রাজসী ॥৩১

হে পার্থ ! যাহাতে অধৰ্ম্মকে ধৰ্ম্ম মনে হয় এবং সকল অর্থ বিপরীত
 প্রতীত হয়, সেই তমোগুণাচ্ছন্ন বুদ্ধি তামসী ॥৩২

হে পার্থ ! সমাধান বলে যে অব্যভিচারিণী ধৃতি দ্বারা মন, প্রাণ ও
 ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া ধারণ করা যায়, সেই ধৃতি সাত্বিকী ॥৩৩

হে পার্থ ! হে অর্জুন ! যে ধৃতি দ্বারা লোকে ধৰ্ম্ম, অর্থ ও কাম, সমূহকে
 ধারণ করে, এবং প্রসঙ্গক্রমে ফলাকাজ্জী হয় ; সেই ধৃতি রাজসী ॥৩৪

যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ ।
 ন বিমুক্তি হর্মেধা ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী ॥৩৫
 সূখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ ।
 অভ্যাসাদ্রমতে যত্র ছুঃখাস্তৃষ্ণ নিগচ্ছতি ॥৩৬
 যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেহমৃতোপমম্ ।
 তৎ সূখং সাত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্ ॥৩৭
 বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্যত্তদগ্রেহমৃতোপমম্ ।
 পরিণামে বিষমিব তৎ সূখং রাজসং স্মৃতম্ ॥৩৮
 যদগ্রে চাত্তবন্ধে চ সূখং মোহনমাত্মনঃ ।
 নিদ্রালশ্চ প্রমাদোৎখং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥৩৯
 ন তদন্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ ।
 সৰ্বং প্রকৃতিজৈর্নুজং যদেভিঃ স্রাজিভিঃশু'নৈঃ ॥৪০
 ব্রাহ্মণকৃত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ ।
 কৰ্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈশু'নৈঃ ॥৪১

হে পার্থ ! অবিবেকী ব্যক্তি যদ্বারা নিদ্রা, ভয়, ক্রোধ, বিষাদ, এবং অহঙ্কার হইতে মুক্ত হয় না, সেই ধৃতি তামসী ॥৩৫

হে ভরত শ্রেষ্ঠ ! এক্ষণে আমার নিকট ত্রিবিধ সূখের বিষয় শ্রবণ কর ॥৩৬

যে সূখে অভ্যাস হেতু আনন্দ জন্মে এবং ছুঃখের শেষ হয়, যাহা অনি-
 র্কণীয়, যাহা অগ্রে বিবতুল্য, পরিণামে অমৃতোপম, আত্মবুদ্ধির প্রসাদ-
 জনিত, সেই সূখ সাত্বিক বলিয়া অভিহিত ॥৩৭

বিষয়েন্দ্রিয়ের সংযোগ হেতু যাহা প্রথমে অমৃতোপম, পরিণামে বিষবৎ,
 সেই সূখ রাজস ॥৩৮

নিদ্রা, আলশ্চ, ও প্রমাদজনিত যে সূখ প্রথমে ও উত্তর কালে আত্মার
 মোহ উৎপাদন করে, তাহা তামস বলিয়া কথিত ॥৩৯

পৃথিবী, স্বর্গ, বা দেবগণের মধ্যে এমন জীব নাই যে প্রকৃতি সন্তুত এই
 তিন গুণ হইতে বিমুক্ত ॥৪০

হে পরন্তপ ! ব্রাহ্মণ, কৃত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রদিগের কৰ্ম্ম সমূহ, জন্মান্ত-
 রীণ সংস্কার দ্বারা বিশেষরূপে বিভক্ত ॥৪১

শমোদমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ ।
 জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকৰ্মস্বভাবজম্ ॥৪২
 শৌৰ্য্যং তেজোঋতিদাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্ ।
 দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষত্রং কৰ্ম স্বভাবজম্ ॥৪৩
 কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকৰ্ম স্বভাবজম্ ।
 পরিচর্যাশ্রকং কৰ্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্ ॥৪৪
 স্বে স্বে কৰ্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ ।
 স্বকৰ্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দ্ভতি তচ্ছ্ৰু ॥৪৫
 যতঃ প্রবৃতিভূতানাং যেন সৰ্ব্বমিদং ততম্ ।
 স্বকৰ্মণা তমভ্যৰ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দ্ভতি মানবঃ ॥৪৬
 শ্রেয়ান্ সধৰ্ম্মো বিগুণঃ পরধৰ্ম্মাং অহুষ্ঠিতাং ।
 স্বভাবনিয়তং কৰ্ম কুৰ্ব্বন্নাপ্নোতি কিৰিষম্ ॥৪৭
 সহজং কৰ্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ ।
 সৰ্কারস্তা হি দোষণে ধূমেনাগ্নিরিবাধূতাঃ ॥৪৮

শম, দম, তপস্কা, শৌচ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং আস্তিক্য
 এই গুলি ব্রাহ্মণের স্বভাবজ কৰ্ম ৥৪২

শৌৰ্য্য, তেজঃ, ঋতি, দক্ষতা, যুদ্ধে অপরাধুখতা, দান, এবং ঈশ্বর ভাব,
 এই গুলি ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজ কৰ্ম ৥৪৩

কৃষি, গোরক্ষণ, এবং বাণিজ্য বৈশ্যের স্বভাবজ কৰ্ম । পরিচর্যাশ্রক
 কৰ্মই শূদ্রের স্বভাবজ ৥৪৪

স্ব স্ব কৰ্মপরায়ণ মানব, সিদ্ধিলাভ করেন ; স্বকৰ্ম নিরত লোক যেক
 সিদ্ধি লাভ করে ; তাহা শুন ৥৪৫

যাহা হইতে ভূত সকলে প্রবৃতি, যদ্বারা এই সকল ব্যাপ্ত মানব স্বক
 দ্বারা তাঁহাকে অর্চনা করিয়া সিদ্ধি লাভ করে ৥৪৬

দোষযুক্ত স্বধৰ্ম নিৰ্দোষ রূপে অহুষ্ঠিত পরধৰ্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; স্বভাব
 কৰ্ম করিয়া কেহই পাপ প্রাপ্ত হয় না ৥৪৭

হে কৌন্তেয় ! সদোষ হইলেও স্বভাববিহিত কৰ্ম ত্যাগ করিবে ন
 সকল কৰ্মই ধুমাবৃত অগ্নির তায় দোষে আচ্ছন্ন ৥৪৮

অসক্তবুদ্ধিঃ সৰ্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ ।
 নৈকৰ্ম্ম্যাসিদ্ধিং পরমাং সম্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥৪৯
 সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্রোতি নিবোধ মে ।
 সমাসেনৈব কোন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা ॥৫০
 বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়মা চ ।
 শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বेषৌ ব্যুদস্য চ ॥৫১
 বিবিক্তসেবী লঘুশী যতবাক্যায়মানসঃ ।
 ধ্যানযোগপরোনিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥৫২
 অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্ ।
 বিমুচ্য নিৰ্ম্মমঃ শাস্তোব্রহ্মভূষায় কল্পতে ॥৫৩
 ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।
 সমঃ সৰ্ব্বেষু ভূতেষু মন্তকিং লভতে পরাম্ ॥৫৪
 ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যচ্চান্মি তত্ত্বতঃ ।
 ততো মাং তত্ত্বতোজ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥৫৫

সকল বিষয়ে অনাসক্ত, জিতাত্মা, নিস্পৃহ ব্যক্তি সম্যাস দ্বারা নৈকৰ্ম্ম্যরূপ
 পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হন। ৪৯

হে কোন্তেয় ! নৈকৰ্ম্ম্য সিদ্ধিপ্রাপ্ত মানব যেক্রমে ব্রহ্মলাভ করেন, এবং
 তাহা জ্ঞানের পরানিষ্ঠা সংক্ষেপে তাহা আমার নিকট জ্ঞান। ৫০

বিশুদ্ধ বুদ্ধিযুক্ত হইয়া ধৃতিদ্বারা মনকে নিয়মিত করিয়া শব্দাদি বিষয়
 সকল ত্যাগ করিয়া রাগ এবং দ্বेष অপসারিত করিয়া, নির্জ্ঞান প্রদেশবাসী
 যথোক্ত, বাক্য শরীর ও মনঃসংযমকারী, সতত ধ্যাননিষ্ঠ হইয়া বৈরাগ্যকে
 আশ্রয় করিয়া, অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ এবং পরিগ্রহ, পরিত্যাগ
 করিয়া 'আমার' এই অভিমান শূন্য হইয়া শাস্ত ব্যক্তি ব্রহ্মই হন। ৫১। ৫২। ৫৩

ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত, প্রসন্নচিত্ত, ব্যক্তি শোক করেন না, এবং আকাঙ্ক্ষা
 করেন না, সৰ্ব্বভূতে সমবুদ্ধি সম্পন্ন হইয়া, অতি শ্রেষ্ঠ মদভক্তি লাভ
 করেন। ৫৪

আমি যেক্রমে এবং যাহা, আমার প্রতি ভক্তি প্রভাবে তত্ত্বতঃ তাহা
 জানিতে পারেন ; আমাকে তত্ত্বতঃ জানিয়া তদনন্তর আমাতে প্রবেশ
 করেন। ৫৫

সৰ্বকৰ্ম্মাণ্যপি সদা কুৰ্ব্বাণো মদ্যপাশ্রয়ঃ ।
 মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শান্তিং পদমব্যয়ম্ ॥৫৬
 চেতসা সৰ্বকৰ্ম্মাণি ময়ি সংশ্রুত্যা মৎপরঃ ।
 বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্ছিত্তঃ সততং ভব ॥৫৭
 মচ্ছিত্তঃ সৰ্বভূতানাং মৎপ্রাসাদাৎ তরিষ্যসি ।
 অথচেত্ত্বমহঙ্কারায় শ্রোষ্যসি বিনজ্জ্যসি ॥৫৮
 যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোংস্য ইতি মত্সে ।
 মিথৈব ব্যবসায়ন্তে প্রকৃতিত্বাং নিয়োজ্যতি ॥৫৯
 স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ শ্বেন কৰ্ম্মণা ।
 কন্তুং নৈচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যাস্যবশোহপি তৎ ॥৬০
 ঈশ্বরঃ সৰ্বভূতানাং হৃদ্যেশেজ্জুন তিষ্ঠতি ।
 ভ্রাময়ন্ সৰ্বভূতানি যন্তারূঢ়ানি মায়য়া ॥৬১
 তমেব শরণং গচ্ছ সৰ্বভাবেন ভারত ।
 তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্যসি শান্ততম্ ॥৬২

সতত সকল কৰ্ম্ম করিতে থাকিলেও মৎপরায়ণ মানব আমার প্রসাদে
 সনাতন অব্যয় পদ প্রাপ্ত হন ৷৫৬

চিত্ত দ্বারা সকল কৰ্ম্ম আমাতে সমর্পণ করিয়া মৎপরায়ণ হইয়া বুদ্ধি-
 যোগ আশ্রয় করিয়া সতত মচ্ছিত্ত হও ৷৫৭

মচ্ছিত্ত হইলে, আমার প্রসাদে সকল হৃৎথে উত্তীর্ণ হইবে । যদি তুমি
 অহঙ্কার হেতু একথায় কর্ণপাত না কর, তাহা হইলে বিনষ্ট হইবে ৷৫৮

অহঙ্কার আশ্রয় করিয়া যুদ্ধ করিব না, এই যে মনে করিতেছ, তোমার
 সে সঙ্কল্প মিথ্যাই । প্রকৃতি তোমাকে যুদ্ধকৰ্ম্মে নিযুক্ত করিবে ৷৫৯

হে কৌন্তেয় ! মোহ হেতু যাহা করিতে ইচ্ছা করিতেছ না ; স্বকীয়
 স্বভাবজ কৰ্ম্ম নিবদ্ধ হইয়া অবশ ভাবে তাহাও করিবে ৷৬০

হে অৰ্জুন ! ঈশ্বর মায়ী দ্বারা শরীরযন্তারূঢ় ভূত সকলকে বিঘূর্ণিত
 করিতে করিতে সকল ভূতের হৃদয়-প্রদেশে অবস্থান করিতেছেন ৷৬১

হে ভারত ! সৰ্বতোভাবে তাঁহারই শরণাগত হও, তাঁহার প্রসাদে
 পরা শান্তি, এবং সনাতন স্থান প্রাপ্ত হইবে ৷৬২

ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্গুহ্যতরং ময়া ।
 বিমৃষ্টৈস্তদশেষেণ যথেষ্টসি তথা কুরু ॥৬৩
 সৰ্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ ।
 ইষ্টোহসি মে দৃঢ়মিতি ততোবক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥৬৪
 মম্মনা ভব মন্ত্রকো মদ্ব্যাজী মাং নমস্কুরু ।
 মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজ্ঞানে প্রিয়োহসি মে ॥৬৫
 সৰ্বধৰ্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।
 অহং ত্বাং সৰ্বপাপেভ্যোমোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥৬৬
 ইদন্তে নাতপস্যায় নাভক্তায় কদাচন ।
 ন চাশুশ্রববে বাচ্যং ন চ মাং যোহভ্যহুয়তি ॥৬৭
 য ইদং পরমং গুহ্যং মন্ত্রক্লেষভিধায়াতি ।
 ভক্তিং ময়ি পরাং কৃজ্য মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ । ৬৮
 ন চ তস্মান্নম্নহুষোষু কশিচিমে প্রিয়কৃতমঃ ।
 ভবিতা ন চ মে তস্মাদদ্রুঃ প্রিয়তরো ভূবি ॥৬৯

এই গুহ্য হইতে গুহ্যতর জ্ঞান, মৎকর্তৃক তোমার নিকট ব্যাখ্যাত হইল ।
 সমাগ্রুপে ইহা আলোচনা করিয়া যেরূপ ইচ্ছা কর সেইরূপ করিও । ৬৩
 সৰ্বাপেক্ষা গুহ্যতম আমার পরম বাক্য পুনরায় শ্রবণ কর । তুমি
 আমার অতিশয় প্রেমাস্পদ ; এজন্ত তোমাকে হিত বলিতেছি । ৬৪
 তুমি মচ্ছিত্ত, মদ্বক্ত, এবং মদর্চনা পরায়ণ হও, আমাকেই নমস্কার
 কর ; আমাকেই প্রাপ্ত হইবে । আমি তোমার নিকট অঙ্গীকার বদ্ধ হই-
 তেছি ; যেহেতু তুমি আমার প্রিয় । ৬৫
 সমুদয় ধৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই শরণাগত হও, আমি
 তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব, শোক করিও না । ৬৬
 এই উপদেশ ধৰ্ম্মহীন, ভক্তিহীন, শুশ্রূষাহীন, এবং আমার নিন্দাপরায়ণ
 ব্যক্তির নিকট তুমি কদাচ ব্যক্ত করিও না । ৬৭
 এই পরম গুহ্য তত্ত্বোপদেশ আমার ভক্তগণকে যিনি বুঝাইয়া দিবেন,
 তিনি আমাতে পরমাভক্তি করিয়া সংশয়শূন্য হইয়া আমাকেই পাইবেন । ৬৮
 মহাশয় মধ্যে সেরূপ ব্যক্তির অপেক্ষা, আমার অধিকতর পরিতোষকর্তী
 কেহ নাই, এবং অত্র কোন প্রিয়তর ব্যক্তি কখনও পৃথিবীতে হইবে না । ৬৯

অধ্যাষাতে চ য ইমং ধৰ্ম্মঃ সংবাদমাবয়োঃ ।

জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ ॥৭০

শ্রদ্ধাবাননস্বয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ ।

মোহপিমুক্তঃ শুভলোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকৰ্ম্মণাম্ ॥৭১

কচ্চিদেতৎ শ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসী ।

কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রণষ্টন্তে ধনঞ্জয় ॥৭২

অৰ্জুন উবাচ ।

নষ্টোমোহঃ স্মৃতির্লঙ্কা ত্বং প্রসাদান্ময়াচ্যুত ।

স্থিতোহস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥৭৩

সঞ্জয় উবাচ ।

ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাশ্বনঃ ।

সংবাদমিমমশ্রৌষমদ্ভুতঃ লোমহর্ষণম্ ॥৭৪

বাস প্রসাদাচ্ছ্রুতবানিমং শুভমহং পরম্ ।

যোগং যোগেশ্বরং কৃষ্ণাং সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্ ॥৭৫

যিনি আমাদের দুইজনের এই ধৰ্ম্ম-বিষয়ক সংবাদ পাঠ করিবেন, তৎ
ফলক জ্ঞান যজ্ঞদ্বারা আমিই আরাধিত হইব । ইহাই আমার মত । ৭০

শ্রদ্ধাবান ও অস্বাভিহীন হইয়া যে মানব ইহা শ্রবণ করেন, তিনিও
ক্ল হইয়া পুণ্যকুংগণের শুভলোক সকল প্রাপ্ত হন । ৭১

হে পার্থ ! তুমি কি একাগ্রচিত্তে ইহা শ্রবণ করিয়াছ ? হে ধনঞ্জয় !
তামার অজ্ঞান জনিত মোহ বিনষ্ট হইয়াছে ত ? ৭২

অৰ্জুন বলিলেন,—হে অচ্যুত ! আমার মোহ নষ্ট হইয়াছে ; তোমার
প্রসাদে আমি স্মৃতি লাভ করিয়া স্থির হইয়াছি ; আমি গত সন্দেহ হইয়া
তামার বাক্যানুসারে কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিব । ৭৩

সঞ্জয় বলিলেন,—আমি মহাত্মা বাসুদেবের এবং পার্থের এই লোমহর্ষণ
মদ্ভুত সংবাদ শ্রবণ করিলাম । ৭৪

ব্যাসের প্রসাদে আমি সাক্ষাৎ যোগেশ্বর কৃষ্ণ কথিত এই পরম শুভ
বাগ শ্রবণ করিলাম । ৭৫

রাজন্ সংস্বত্য সংস্বত্য সংবাদমিমমদ্বুতম্ ।

কেশবাজ্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুমূহঃ ॥৭৬

তচ্চ সংস্বত্য সংস্বত্য রূপমতাদ্বুতং হরেঃ ।

বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ ॥৭৭

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থোধনুর্ধরঃ ।

তত্র শ্রীবিজয়োভূতিধ্রুবা নীতিশ্রুতিশ্রম ॥৭৮

মোক্ষযোগঃ ।

হ রাজন্ ! কৃষ্ণাজ্জুনের এই পুণ্যময় অদ্ভুত সংবাদ শ্রবণ করিতে
ত আমি মুহুমূহ রোমান্বিত হইতেছি । ৭৬

হ রাজন্ ! হরির সেই অতাদ্বুত রূপ পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিয়া আমার
বিস্ময় জন্মিতেছে, এবং আমি বার বার হুষ্ট হইতেছি । ৭৭

যথানে যোগীশ্বর কৃষ্ণ, যেখানে ধনুর্ধর পার্থ, সেই স্থানেই শ্রী, বিজয়,
এবং অব্যভিচারিণী নীতি বিরাজিত ; ইহাই আমার ধারণা ।

ହିନ୍ଦୁଶାସ୍ତ୍ର ।

ନବମ ଭାଗ । ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ।

নবম ভাগের বিজ্ঞাপন ।

এই ভাগে অষ্টাদশ পুরাণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, এবং প্রত্যেক পুরাণ হইতে কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করিয়া নিম্নে তাহার সরল বাঙ্গলা অনুবাদ সম্মিবেশিত হইয়াছে ।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীআশুতোষ শাস্ত্রী ও পণ্ডিত শ্রীহৃদীকেশ শাস্ত্রী এই ভাগ সংকলন করিয়া আমাদের যৎপরোনাস্তি অনুগ্রহীত করিয়াছেন ।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত ।

অষ্টাদশ পুরাণ ।



পুরাণ অতি প্রাচীন গ্রন্থ । যে কালে বৈদিক যাগযজ্ঞ ও অমুষ্ঠানাদির নিয়মাবলী বেদের ত্রাঙ্গণ অংশে প্রকটিত হয়, যে কালে পরমাত্মা ও পরলোক তত্ত্ব বেদের উপনিষদ অংশে নিরূপিত হয়, কুরু ও পঞ্চালগণ, বিদেহ ও কাশীগণ, যে কালে গঙ্গা ও যমুনাতে নিজে নিজে রাজ্য বিস্তার করিয়া যুদ্ধে শৌর্য্য, যাগ যজ্ঞে ধর্ম্মপরায়ণতা, এবং শাস্ত্রানুশীলনে মনীষিতা প্রকাশ করেন সেই অতি প্রাচীনকালে ঐতিহাসিক কথা অবলম্বন করিয়া “ইতিহাস-পুরাণ” নামক গ্রন্থ রচিত হয় । ছান্দোগ্য উপনিষদে নারদ ঋষি আপনার শিষ্যের পরিচয় দিবার সময় কহিতেছেন, “আমি ঋগ্বেদ, সামবেদ, ও যজুর্বেদ এই তিন বেদ অধ্যয়ন করিয়াছি, চতুর্থতঃ অথর্ব্বন অধ্যয়ন করিয়াছি, পঞ্চমতঃ ইতিহাস-পুরাণও অধ্যয়ন করিয়াছি।” (৭-১-২)

এই অতি প্রাচীন ইতিহাস-পুরাণ সমূহ যে কি প্রকার গ্রন্থ ছিল তাহা আমরা ঠিক নিরূপণ করিতে পারি না । সে কালের পুরাণ বোধ হয় সমস্ত অমুক্ষুভ ছন্দে রচিত ছিল না, কেননা সেকালের অধিকাংশ গ্রন্থই গদ্য । কিন্তু সে

কালের অনেক ঐতিহাসিক কথা যে পুরাণে বর্ণিত হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই ।

কালক্রমে প্রাচীন পুরাণের রূপ পরিবর্তিত হইতে লাগিল, নূতন নূতন ঐতিহাসিক ঘটনার কথাও সম্মিবেশিত হইতে লাগিল । এক্ষণে আমরা যে অষ্টাদশ পুরাণ দেখিতে পাই, তাহার মধ্যে বায়ু পুরাণ, বিষ্ণু পুরাণ, ভাগবত পুরাণ, মৎস্য পুরাণ, প্রভৃতি অনেকগুলি পুরাণেই মগধরাজ্যের বিস্তীর্ণ ইতিহাস সম্মিবেশিত আছে এবং চন্দ্রগুপ্ত ও অশোক রাজার কথা লিখিত আছে । এমন কি খৃষ্টাব্দের পর যে অন্ধ্র রাজগণ মগধে ও দাক্ষিণাত্যে কয়েক শতাব্দী ধরিয়া রাজ্য করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগেরও কথা পুরাণ সমূহে দেখিতে পাওয়া যায় ।

প্রাচীন বৈদিক যুগে হিন্দুগণ ঐশী শক্তির নানারূপ বিকাশকে ইন্দ্র, অগ্নি, সূর্য্য, মরুৎ প্রভৃতি নানারূপ নাম দিয়া উপাসনা করিতেন । অপেক্ষাকৃত আধুনিক হিন্দুগণ ঈশ্বরের সৃষ্টি, পোষণ ও বিনাশকারিণী শক্তিকেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই তিনটি নাম দিয়া উপাসনা করেন । আমরা যে অষ্টাদশ পুরাণ দেখিতে পাই, তৎসমুদয় এই ত্রিবিধ ঐশী শক্তি বা দেবতার উপাসনা প্রকটিত করিতেছে । এমন কি কোন কোন পুরাণ, ইহাদের মধ্যে একটা দেবের, এবং অপর পুরাণ অপর দেবের মহিমা বিশেষ করিয়া প্রকাশ করে, ইহাও লক্ষিত হয় । এই জন্য কোন কোন পণ্ডিতগণ এই অষ্টাদশ পুরাণকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া, ছয়টিকে ব্রহ্মার পুরাণ, ছয়টিকে বিষ্ণুর পুরাণ, এবং ছয়টিকে শিবের পুরাণ বলিয়া বর্ণনা করেন যথাঃ—

ব্রহ্মার পুরাণ ।

			শ্লোক সংখ্যা ।
১ । ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ	১২০০০
২ । ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ	১৮০০০
৩ । মার্কণ্ডেয় পুরাণ	৯০০০
৪ । ভবিষ্য পুরাণ	১৪৫০০
৫ । বামন পুরাণ	১০০০০
৬ । ব্রহ্ম পুরাণ	১০০০০

বিষ্ণুর পুরাণ ।

১ । বিষ্ণু পুরাণ	২৩০০০
২ । নারদীয় পুরাণ	২৫০০০
৩ । ভাগবত পুরাণ	১৮০০০
৪ । গরুড় পুরাণ	১২০০০
৫ । পদ্ম পুরাণ	৫৫০০০
৬ । বরাহ পুরাণ	২৪০০০

শিবের পুরাণ ।

১ । মৎস্য পুরাণ	১৪০০০
২ । কুর্ম পুরাণ	১৭০০০
৩ । লিঙ্গ পুরাণ	১১০০০
৪ । বায়ু পুরাণ	২৪০০০
৫ । স্কন্দ পুরাণ	৮১১০০
৬ । অগ্নি পুরাণ	১৫৪০০

মোট শ্লোক ৪০০,০০০

এই চারি লক্ষ শ্লোকে যে কেবল ঐতিহাসিক কথা আছে তাহা নহে, ইহার অধিকাংশই পৌরাণিক দেব দেবীর কথায় পূর্ণ, ইহাতে ঐতিহাসিক কথা অতি অল্প । অভিধান

রচয়িতা অমরসিংহ পুরাণকে “পঞ্চলক্ষণ” বলিয়া বর্ণনা করেন, অর্থাৎ পুরাণমাত্রেই পাঁচটি লক্ষণ বা পাঁচটি বিষয় আছে। প্রথম আদ্য সৃষ্টি, দ্বিতীয় কল্লৈ কল্লৈ জগতের লয় ও পুনঃ সৃষ্টি, তৃতীয় দেব দেবীদিগের কথা, চতুর্থ মনুষ্য সমূহের কথা, এবং পঞ্চম, সূর্য্য ও চন্দ্রবংশীয় ও অন্যান্য রাজাদিগের কথা। এই পাঁচটি ভাগও আধুনিক পুরাণ গুলিতে স্পষ্ট লক্ষিত হয় না, অনেকগুলি পুরাণে কেবল দেব দেবীর কথা এবং ভারতবর্ষের আধুনিক তীর্থ সমূহের মাহাত্ম্য বর্ণনা লক্ষিত হয়।

ভিন্ন ভিন্ন পুরাণ হইতে সারগর্ভ ছুই একটি স্থলমাত্র উদ্ধৃত করিয়া অনুবাদ সহিত পাঠকদিগের নিকট উপস্থিত করা আমাদের এই ক্ষুদ্র পুস্তকের উদ্দেশ্য। এবং প্রত্যেক পুরাণের পরিচয় দিবার জন্য যে ছুই একটি বলা আবশ্যক তাহাও যথাস্থলে উক্ত হইবে।

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ ।

সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ এক্ষণে ছলভ । এইরূপ সম্পূর্ণ পুস্তকের অভাব নিবন্ধনই আধুনিক রচয়িতাগণ অনেকগুলি নতুন নতুন খণ্ড রচনা করিয়া যোগ করিয়া দিবার স্বযোগ পাইয়াছেন ।

পণ্ডিতবর উইল্‌সন বলেন, সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ছলভ হইলেও একেবারে অপ্রাপ্য নয়, কারণ তিনি দুইখণ্ডে সম্পূর্ণ একখানি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ দেখিয়াছেন । উহার প্রথম খণ্ডে ১২৪ অধ্যায়, এবং দ্বিতীয় খণ্ডে ৭২ অধ্যায় আছে, এবং ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণের শ্লোক সংখ্যা যেরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে ঐ উভয় খণ্ডের শ্লোক সংখ্যা মিলাইলে প্রায় তাহাই হয় । কিন্তু ঐ পুরাণের প্রথম খণ্ডখানি বায়ুপুরাণের সহিত প্রায় একই, মধ্য মধ্যে কেবল দু'একটি বচন সামান্য বিভিন্নরূপ দৃষ্ট হয়, এবং শেষ বাক্য “ইতি বায়ুপুরাণে” স্থলে “ইতি ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে” লিখিত হইয়াছে মাত্র ।

দ্বিতীয় খণ্ডখানি দক্ষিণ দেশে সংহিতা বা খণ্ডনামে প্রচলিত । উহাতে বর্ণিত আছে যে অগস্ত্য কাকীদেশে মন করিতেছিলেন, পশ্চিমধ্যে বিষ্ণু হয়গ্রীব স্বরূপে তাঁহাকে দর্শন দিলেন, এবং তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে মুক্তির উপায় ও পরাশক্তির আরাধনার বিষয় তাঁহাকে উপদেশ দিলেন । শক্তিপূজার প্রসঙ্গে ললিতা দেবী কর্তৃক ভাণ্ডারের বধ বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে । মৎস্য পুরাণ

অষ্টাদশ পুরাণ ।

অনুসারে ব্রহ্মা স্বয়ং ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ প্রকাশ করিয়াছেন।
ইহার শ্লোক সংখ্যা ১২০০০ এবং ইহাতে ভবিষ্যৎকালের
বিষয় বিস্তৃতরূপে কথিত হইয়াছে।

আমরা ইহার অনুযায় পাদ হইতে দুইটি বিষয় উদ্ধৃত
করিলাম।

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ ।

সপ্তম অধ্যায় ।

অতীত কল্প ।

ইত্যেব প্রথমঃ পাদঃ প্রক্রিয়ার্থঃ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ।

ঋত্বা তু সংসৃষ্টমনাঃ কাশ্রুপেয়ঃ সনাতনঃ ॥১

সম্বোধ্য হৃতং বচসা পপ্রচ্ছাণোত্তরাং কথাম্ ।

অতঃ প্রভৃতি কল্পস্ত, প্রতিসন্ধিঃ প্রচক্ষ্ণ নঃ ॥২

সমতীতস্ত কল্পস্ত বৰ্ত্তমানস্ত চোভয়োঃ-

কল্পয়োরন্তরং যচ্চ প্রতিসন্ধিৰ্যতন্তয়োঃ ।

এতদ্বেদিতুমিচ্ছামঃ অত্যন্তকুশলোহসি ॥৩

লোমহর্ষণ উবাচ ।

অত্র বোহং প্রবক্ষ্যামি প্রতিসন্ধিচ্চ যন্তয়োঃ ।

সমতীতস্ত কল্পস্ত বৰ্ত্তমানস্ত চোভয়োঃ ॥৪

মঘস্তরাণি কল্পেষু যেষু যানি চ সূত্রতাঃ ।

যশ্চায়ং বৰ্ত্ততে কল্পো বারাহঃ সাম্প্রতং শুভঃ ॥৫

স্বতমুখনিঃসৃত প্রক্রিয়ার্থ নামক প্রথম পাদ শ্রবণে পরিহৃষ্ট হইয়া কাশ্রুপ
পুত্র সনাতন যথোচিত বাক্য দ্বারা স্বতকে সম্বোধন করিয়া শেষ কথা
জিজ্ঞাসা করিলেন । হে কল্পজ্ঞ, যে হেতু আপনি এবিষয়ে বিশেষ সুদক্ষ
এক্স আপনার নিকট আমরা অতীত ও বর্ত্তমান কল্পের অন্তর (অর্থাৎ
ব্যাবহাররূপ) প্রতিসন্ধির বিষয় জানিতে অভিলাষী, অতএব আপনি এখন
ইহাতে তাহাই কীর্তন করুন । ১।২।৩

লোমহর্ষণ বলিলেন,—হে সূত্রত, আমি এখন আপনাদিগকে অতীত
ও বর্ত্তমান কল্পের প্রতিসন্ধি এবং যে কল্পের যে সকল মনস্তর হয়, তাহা
বলিব, এবং এক্ষণে বর্ত্তমান যে শুভ বারাহ কল্প তাহার বিষয়ও বলিব । ৪।৫

অস্মাৎ কল্লাচ্চ যঃ কল্লঃ পূর্বোহতীতঃ সনাতনঃ ।
 তত্ত্ব চাস্ত চ কল্লস্ত মধ্যাবস্থানিবোধত ॥৬
 প্রত্যাহতে পূর্বকল্রে প্রতিসন্ধিচ্চ তত্র বৈ ।
 অগ্নঃ প্রবর্ততে কল্লো জনালোকাত্ পুনঃ পুনঃ ॥৭
 ব্যুচ্ছিমাৎ প্রতিসন্ধেস্ত কল্লাৎ কল্লঃ পরম্পরম্ ।
 ব্যুচ্ছিদ্যন্তে ক্রিয়াঃ সর্বাঃ কল্লান্তে সর্বশস্তদা ॥৮
 তস্মাৎ কল্লান্তু কল্লস্ত প্রতিসন্ধিনির্গদ্যতে ।
 মনস্তর-যুগাখ্যানামপ্যুচ্ছিমাশ্চ সন্ধয়ঃ ॥৯
 পরম্পরাঃ প্রবর্তন্তে মনস্তর-যুগৈঃ সহ ।
 উক্তা যে প্রক্রিয়ার্থেন পূর্বকল্লাঃ সমাসতঃ ॥১০
 তেষাং পরার্কিকল্লানাং পূর্বো হস্মান্তু যঃ পরঃ ।
 আসীৎকল্লো ব্যতীতো বৈ পরার্কেন পরস্ত সঃ ॥১১
 অগ্নে ভবিষ্যা যে কল্লা অপারার্কাদ্ গুণীকৃতাঃ ।
 প্রথমঃ সাম্প্রতন্তেষাং কল্লোহয়ং বর্ততে দ্বিজাঃ ॥১২

এই যে সাম্প্রতি শুভ বারাহ কল্ল বর্তমান এবং ইহার পূর্বে অতীত যে সনাতন কল্ল এই উভয় কল্লের মধ্যাবস্থার বিষয় বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর । ৬

পূর্ব কল্ল বিনষ্ট হইয়া অত্র কল্ল আরম্ভের পূর্ব কালকে প্রতিসন্ধি কহে । উহার পর জনলোক হইতে পুনর্বার অগ্নি কল্ল প্রবৃত্ত হয় । এইরূপ কল্লান্ত পুনঃ পুনঃ হইয়া থাকে । ৭

প্রতিসন্ধি দ্বারা অতীত ও ভবিষ্যৎ কল্লের পরস্পর ব্যবচ্ছেদ হয় । কল্লের অস্ত্রে ক্রিয়া সকল সর্বতোভাবে বিনষ্ট হয় । ৮

যে সময়ে পূর্বকল্লের মনস্তর ও যুগাদির সন্ধি সকল বিনষ্ট এবং পর-কল্লের মনস্তর ও যুগাদির সন্ধি সকল প্রবৃত্ত হয়, ঐ সময়কে প্রতিসন্ধি বলে । প্রক্রিয়ার্থ পাদে যে- সকল পূর্ব কল্ল সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে, সেই পরার্কি সংখ্যক কল্ল সমূহের অন্তিম কল্লই বর্তমান কল্লের পূর্ব কল্ল, অর্থাৎ যে কল্ল অতীত হইয়াছে, উহা সেই পরার্কি কল্ল সকলের শেষ কল্ল । ১০।১১

হে দ্বিজগণ, যে সকল ভবিষ্যৎ কল্ল অপারার্কি দ্বারা গণিত হইয়াছে, এই বর্তমান কল্ল তাহাদিগের আদিম । যে সকল কল্ল পূর্বগত হইয়াছে

যস্মিন্ পূৰ্ণঃ পরাক্ৰি তু দ্বিতীয়ে পর উচ্যতে ।
 এতাবান্ স্থিতিকালশ্চ প্রত্যাহারস্ততঃ স্মৃতঃ ॥১৩
 অস্মাৎ কল্পান্তু যঃ পূৰ্ণং কল্পোহতীতঃ সনাতনঃ ।
 চতুৰ্ঘুগসহস্রান্তে অহোমযন্তরৈঃ পুরা ॥১৪
 ক্ষীণে কল্পে তদা তস্মিন্ দাহকালে হু পশ্বিতে ।
 তস্মিন্ কল্পে তদা দেবা আসন্ বৈমানিকাস্ত য়ে ॥১৫
 নক্ষত্রগ্রহতারাস্ত চন্দ্রসূর্য্যগ্রহাশ্চ য়ে ।
 অষ্টাবিংশতিরেবৈতাঃ কোট্যস্ত স্মৃতাশ্চনাম্ ॥১৬
 মন্বন্তরে তথৈকস্মিন্ চতুর্দশশ্চ বৈ তথা ।
 ত্রীণিকোটি-শতান্যাসন্ কোট্যা দ্বিনবতিস্তথা ॥১৭
 অষ্টাদিকাঃ সপ্তশতাঃ সহস্রাণাং স্মৃতাঃ পুরা ।
 বৈমানিকানাং দেবানাং কল্পোহতীতে তু য়েহভবন্ ।
 একৈকস্মিন্ কল্পে বৈ দেবা বৈমানিকাঃ স্মৃতাঃ ॥১৮
 অথ মন্বন্তরেষাসংশ্চতুর্দশশ্চ বৈ দিবি ॥১৯
 দেবাশ্চ পিতরশ্চৈব মুনয়ো মনবস্তথা ।
 তেষামনুচরা য়ে চ মনুপুত্রাস্তথৈবচ ॥২০
 বর্ণাশ্রমিভিরীড্যাশ্চ তস্মিন্ কল্পে তু য়ে স্মৃতাঃ ।
 মন্বন্তরেষু য়ে হাসন্ দেবলোকে দিবৌকলঃ ॥২১

এবং য়ে সকল কল্প পরে হইবে, তত্তাবৎ ব্রহ্মার স্থিতি কাল, উহার পর
 তাহার লয় হইবে ।১২।১৩

এই বর্তমান কল্পের পূৰ্ণবৰ্ত্তী য়ে সনাতনকল্প সহস্র চতুৰ্ঘুগান্তে দিবস ও
 মন্বন্তরসমূহের সহিত অতীত হইয়া গিয়াছে, সেই কল্পের অবসানে দাহকাল
 উপস্থিত হইলে য়ে সকল চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, তারা প্রভৃতি বৈমানিক
 দেবগণ বর্তমান ছিলেন, সেই পুণ্যাত্মাদিগের সংখ্যা, ‘প্রতিমন্বন্তরে অষ্টাবিংশতি
 কোটি’ এই অনুসারে চতুর্দশ মন্বন্তরে অর্থাৎ সমুদায় কল্পে উহাদিগের সংখ্যা
 তিনশত কোটি বিরানব্বই হাজার সাতশত আট। এইরূপ চতুর্দশ
 মন্বন্তর বিশিষ্ট প্রত্যেক কল্পেই বৈমানিক দেবগণের ঐ সংখ্যা হইয়া
 থাকে ।১৪।১৫।১৬।১৭।১৮

অনন্তর দেবগণ, পিতৃগণ, মুনীগণ, মনুসকল, মনুদিগের অনুচর ও
 পুত্রগণ এবং সেই কল্পের যাবতীয় মন্বন্তরে বর্ণাশ্রমচারিদিগের পূজ্য স্বর্গবাসী

তে তৈঃ সংযোজকৈঃ সার্কিং প্রাপ্তে সংকলনে তথা ।

তুল্যানিষ্ঠান্ত তে সর্কে প্রাপ্তে হ্যাভূত-সংগ্ৰবে ॥২২

ততন্তেহবশ্যভাবত্বাদ্ বুদ্ধা পর্যায়-মান্বনঃ ।

ত্রৈলোক্যবাসিনো দেবান্তশ্চিন্ প্রাপ্তে হু পপ্গবে ॥২৩

তেনোংস্ক্যাবসাদেন ত্যক্তা স্থানানি ভাবতঃ ।

মহল্লৌকায় সংবিদ্যাত্তন্তে দধিরে মতিম্ ॥২৪

যে যুক্তা উপপদ্যন্তে মহসিন্হে শরীরকৈঃ ।

বিগুন্ধিবহলাঃ সর্কে মানসীং সিদ্ধিমাস্থিতাঃ ॥২৫

তৈঃ কল্পবাসিভিঃ সার্কিং মহানাসাদিতস্ত যৈঃ ।

দশকৃত্ব ইবাবৃত্য তস্মাদ্গচ্ছন্তি স্বতপঃ ॥২৬

তত্র কল্পান্ দশ স্থিত্বা সত্যং গচ্ছন্তি বৈ পুনঃ ।

এতেন ক্রমযোগেণ যাস্তি কল্প-নিবাসিনঃ ॥২৭

এবং দেবযুগানাস্তু সহস্রাণি পরস্পরাং ।

প্ৰতানি ব্রহ্মলোকং বৈ অপরাবর্তিনীং গতিম্ ।

আধিপত্যং বিনা তে বৈ ঐশ্বর্যেণ তু তৎসমাঃ ।

ভবন্তি ব্রহ্মণস্তল্যা রূপেণ বিষয়েণ চ ॥২৮

দেবগণ, সেই কল্পান্তকাল উপস্থিত হইলে স্ব স্ব দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির সংযোজক তন্মাত্র প্রভৃতির সহিত তুল্যরূপে লয় প্রাপ্ত হইবেন। তাদৃশ প্রলয় সময় আগত হইলে সেই ত্রৈলোক্যবাসী দেবগণ আপনার আপনার অবশুত্বাবী বিপর্যায় আশঙ্কা করিয়া তাদৃশ আশঙ্কাজনিত অবসাদ নিবন্ধন ইচ্ছাপূর্বক স্ব স্ব স্থান পরিত্যাগ করত উদ্বিগ্নচিত্তে যুগপৎ মহল্লৌকে গমন করিবার জন্ত অভিলাষ করেন। তথায় গমন পূর্বক সেই মহল্লৌকের উপযোগী শরীর বিশিষ্ট হইয়া বহল পরিমাণে বিগুন্ধি লাভ করত মানসী সিদ্ধি প্রাপ্ত হন। ১১৯।২০।২১.২২।২৩।২৪ ২৫

যে সকল কল্পবাসীর সহিত মহল্লৌক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সহিত দশবার স্বলৌকে গমনাগমনের পর ভূপোলোকে গমন পূর্বক তথায় দশ কল্প অতিবাহিত করিয়া পুনর্বার সত্যলোকে গমন করেন। এইরূপ ক্রমে সহস্র দেবযুগ অতিবাহিত হইলে ঐ কল্পবাসীরা অনন্তকালের জন্য ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া কেবল আধিপত্য ব্যতীত ঐশ্বর্য, আকৃতি, ও ভোগ্য বিষয়ে ব্রহ্মার সাদৃশ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ২৬।২৭।২৮

ভক্ত তে হবতিষ্ঠতি প্রীতিযুক্তাঃ প্রশঙ্কমাং ।

অনিন্দং ব্রহ্মণঃ প্রাপ্য মুচ্যন্তে ব্রহ্মণা সহ ॥২৯

অবশ্যস্তাবিনার্ধেন প্রাকৃতেনৈব তে স্বয়ম্ ।

নানাদেশ্যভিসম্বন্ধাস্তদা তৎকালভাবিনঃ ॥৩০

স্বরূপতো বুদ্ধিপূর্ব্বঃ যথা ভবতি জাগ্রতঃ ।

তৎকালভাবি তেষাম্ তথা জ্ঞানং প্রবর্ততে ॥৩১

প্রত্যাহারে তু ভেদানাং যেষাং ভিন্নাতিশৃঙ্খল্যাম্ ।

তৈঃ সার্কিং প্রতিশৃঙ্খ্যন্তে কার্য্যাণি কারণানিচ ॥৩২

নানাভাদর্শনাভ্যেবাং ব্রহ্মলোকনিবাসিনাম্ ।

বিনষ্ট-স্বাধিকার্যাণাং স্মেন ধর্ম্মেণ তিষ্ঠতাম্ ॥৩৩

তে তুল্য-লক্ষণাঃ সিদ্ধাঃ শুদ্ধায়ানো নিরঞ্জনাঃ ।

প্রকৃতৌ কারণাতীতাঃ স্বান্বন্যেব ব্যবস্থিতাঃ ॥৩৪

প্রথাপরিজ্ঞা হ্যায়ানং প্রকৃতিস্তেষু সর্ব্বশঃ ।

পুরুষাব্যবহৃতস্মেন প্রভীতা ন প্রবর্ততে ॥৩৫

প্রবর্তিতে পুনঃ সর্গে তেষাং বাহকার্যাং পুনঃ ।

সংযোগে প্রাকৃতো তেষাং মুক্তানাং তত্ত্বদর্শিনাম্ ॥৩৬

তাহারা তদায় ব্রহ্মার সঙ্গে ব্রহ্মানন্দ লাভ করিয়া প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে কিছুকাল অবস্থানের পর ব্রহ্মার সহিত মিলিত হইয়া মুক্তি লাভ করেন ॥২৯

তৎকালে তাহারা স্বয়ং অবশ্যস্তাবী প্রাকৃত পদার্থের সহিত নানারূপে সম্বন্ধ হইয়া অবস্থান করেন । তাহাদিগের তৎকালে জাগ্রৎ ব্যক্তির স্থায় বুদ্ধিপূর্ব্বক স্বরূপ-জ্ঞানের উৎপত্তি হয় । সেই প্রলয় কালে পদার্থনিচয়ের অতি সূক্ষ্ম ভেদ সকলের বিলোপ হওয়ায় তাহাদের সহিত কার্য্য এবং কারণও বিনষ্ট হয় ॥৩০।৩১ ৩২

তখন সেই স্বাধিকারশূন্য, স্ব-স্ব-ভাবে অবস্থিত, ব্রহ্মলোকবাসিদিগের নানাধের অদর্শন হেতু, তাহারা তুল্যরূপ, সিদ্ধ, শুদ্ধায়া, নিরঞ্জন এবং প্রাকৃতিক কারণের অতীত হইয়া স্বকীয় আত্মাতেই অবস্থিত হন । প্রকৃতি তাহাদিগকে আত্মস্বরূপ দর্শন করাইয়া পুরুষের সহিত সর্ব্বপ্রকার সম্পর্ক শূন্য হওয়ায় তাহাদিগের নিকট আর প্রভীত হয় না ॥৩৩।৩৪।৩৫

পুনর্বার সৃষ্টিকালের আরম্ভ, পুনর্বার প্রকৃতির সহিত সংযোগের কারণ না থাকায়, মুক্তি প্রাপ্ত, তত্ত্বদর্শী, অপুনর্ম্মর্গগামী সেই মুক্ত পুরুষদিগের

অত্রাপবর্গিণাং তেষামপুনর্মার্গগামিণাম্ ।

অভাবঃ পুনরুৎপত্তৌ শাস্ত্রানামর্চিষামিব ॥৩৭

ততস্তেষু গতেবুর্কং ত্রৈলোক্যাৎ স্মমহাশ্বসু ।

তৈঃ সার্কং যে মহর্লৌকান্তদা নাসাদিতা জনাঃ ।

তচ্ছিষ্টাশ্চেহ তিষ্ঠন্তি কল্লাদেহমুপাসক্তে ॥৩৮

গন্ধর্বাদ্যাঃ পিশাচাস্তা মাছুষা ব্রাহ্মণাদয়ঃ ।

পশবঃ পক্ষিণৈশ্চব স্থাবরাঃ সসরীসৃপাঃ ॥৩৯

তিষ্ঠৎসু তেষু তৎকালং পৃথিবীতলবাসিসু ॥৪০

সহস্রং যত্নু রশ্মীনাং সূর্য্যাস্তেহ বিভাসতে ।

তে সপ্তরশ্ময়ো ভূত্বা হেতৈকো জায়তে রবিঃ ॥৪১

ক্রমেণোত্তিষ্ঠমানান্তে ত্রীন্ লোকান্ প্রদহন্ত্যত ।

জঙ্গমং স্থাবরৈশ্চব নদীঃ সর্ষাঃশ্চ পর্কতান্ ॥৪২

পূর্বে শুকা অনাবৃষ্ট্যা সূর্য্যোদ্যৈশ্চ প্রধূপিতাঃ ।

তদা তে বিবিভুঃ সর্ষে নির্দগ্ধাঃ সূর্য্যরশ্মিভিঃ ॥৪৩

জঙ্গমাঃ স্থাবরাঃ সর্ষে ধর্ম্মাধর্ম্মাশ্চকান্ত বৈ ।

দগ্ধদেহান্ততন্তে বৈ গতাঃ পাপযুগ্মাত্যয়ে ॥৪৪

নির্ধাপিত তেজের জ্বালা, আর পুনরুৎপত্তি হয় না । এই সকল পুতপ্রাণ মহাশ্বগণ ত্রৈলোক্য হইতে উর্দ্ধলোকে গমন করিলে যাহারা মহর্লৌক হইতে আর তাঁহাদিগের সহিত গমন করিতে না পারেন, তাঁহারা কল্লাস্তরে “শিষ্ট” নাম গ্রহণ করিয়া দেহান্তর লাভ করেন । ৩৭।৩৭।৩৮

গন্ধর্বাদি পিশাচাস্ত দেবযোনিগণ, ব্রাহ্মণাদি মনুষ্যাগণ, পশু, পক্ষী, সরী-সৃপ প্রভৃতি অজাত প্রাণীসমূহ এবং যাবতীয় স্থাবর পদার্থ সেই প্রলয় কালে এই পৃথিবীতে বিদ্যমান থাকিতেই সূর্য্যের রশ্মিসহস্র, সাত সাতটি একত্র হইয়া এক একটি সূর্য্য স্বরূপ ধারণ পূর্ব্বক যথাক্রমে উদিত হওত তিন লোক এবং স্থাবর, জঙ্গম, নদী ও পর্কত সমুদয়কে দগ্ধ করে । মহাপ্রলয়ে সৃষ্টি সংহারের পূর্বেই ইহারা অনাবৃষ্টিতে অতিমাত্র বিণ্ডিত হইয়া যায় ; তৎপরে সেই সকল সূর্য্য কর্তৃক প্রধূপিত ও তাহাদের কিরণে দগ্ধ হইয়া বিনষ্ট হয় । অনন্তর পাপযুগের অবসানে সেই সকল স্থাবর, জঙ্গম এবং ধর্ম্ম ও অধর্ম্মাশ্রক পদার্থ সকল দগ্ধ দেহ হইয়া লয় প্রাপ্ত হয় । ৩৯।৪০।৪১।৪২।৪৩।৪৪

যোনা। তয়া হনিমুক্তাঃ শুভপাপাম্ভবক্ষয়া ।
 ততস্তে হু পপদ্যস্তে তুল্যরূপা জনে জনাঃ ॥৪৫
 বিমুক্তিবহলাঃ সর্কে মানসীং সিদ্ধিমাশ্ৰিতাঃ ।
 উষিষা রজনীঃ তত্র ব্রহ্মণোহব্যক্তজন্মনঃ ।
 পুনঃ সর্গে ভবন্তীহ ব্রহ্মণো মানসীঃ প্রজাঃ ॥৪৬
 ততস্তেষু প্রবৃত্তেষু জনে ত্রৈলোক্যবাসিন্ ॥৪৭
 নির্দগ্ধেষু চ লোকেষু তেষু স্থৈর্যাস্ত সপ্তভিঃ ।
 বৃষ্ট্যা ক্ষিতৌ প্লাবিতায়াং বিশীর্ণেখালয়েষু চ ॥৪৮
 সমুদ্রাশ্চৈব মেঘাশ্চ আপঃ সর্কশ্চ পার্থিবাঃ ।
 ব্রহ্মন্ত্যাকারবৎ হি সলিলাখ্যাস্তদাশ্রিতাঃ ॥৪৯
 আগতাগতিকং তদৈ যদা তু সলিলং বহ ।
 সংছাদ্যোমাং স্থিতাং ভূমিমণ্যব্যাখ্যা তদা চ সা ॥৫০
 আভাতি যস্মান্নাভাস্তি ভাসস্তো ব্যাপ্তিদীপ্তিষু ।
 সর্কতঃ সমুদ্রপ্লাব্য তাসাকান্তো বিভাব্যতে ॥৫১
 তদন্তস্তনুতে যস্মাং সর্কঃ পৃথ্বীঃ সমস্ততঃ ।
 ধাতুঃস্তনোতি বিস্তারে তেনাস্তন্তনবঃ স্মৃতাঃ ॥৫২

অনন্তর সেই সকল দগ্ধদেহ প্রাণিগণ পুণ্যপাপাম্ভবন্ধি যোনি হইতে মুক্তি-
 লাভ করিতে না পারিয়া স্ব-স্ব-কর্মানুরূপ যোনিতে জন্ম লাভ করিতে
 থাকে ১৪৫

শুদ্ধচেতাগণ যাহারা পূর্বসৃষ্টিকালে মানসী সিদ্ধি অবলম্বন করিয়াছিলেন,
 তাঁহারা প্রলয়রূপ ব্রহ্মার রজনীতে ব্রহ্মলোকে বাস করিয়া পুনঃ সৃষ্টি সময়ে
 ব্রহ্মার মানস প্রজা হইয়া থাকেন ১৪৬

সেই ত্রৈলোক্যবাসী দেবগণ জনলোকে অবস্থান করিতে থাকিলে, পূর্বে
 যে সপ্তস্থ্য দ্বারা ত্রিলোক দগ্ধ হইবার কথা বলা হইয়াছে, তাহার পরেই
 অতিমাত্র বৃষ্টি দ্বারা ক্ষিতিল প্লাবিত হওয়ায় যাবতীয় আশ্রয় বিলুপ্ত হইলে
 পার্থিব, সামুদ্রিক ও মেঘনিঃসৃত সলিল সমুদয় একত্র মিলিত হইয়া একাকর্ণবৎ
 প্রাপ্ত হয়। তখন অপরমেয় জলরাশি ভূমিতল আচ্ছাদিত করিয়া অর্ণবরূপে
 প্রকাশিত হয়, এবং অন্য সকল বস্তুই সেই জলাবরণে আবৃত থাকায়
 চারিদিকে কেবল জলই দৃষ্টি গোচর হইতে থাকে ১৪৭।৪৮।৪৯।৫০।৫১

তখন পৃথিবীর সর্কস্থানেই বিস্তৃত হওয়ার জন্য (তন) ধাতুর বিস্তার

অরমিতোব শীঘ্রস্ত নিপাতঃ কবিভিঃ স্মৃতঃ ।
 একাৰ্ণবে ভবন্ত্যাপো ন শীঘ্রান্তেন তে নারাঃ ॥৫৩
 তস্মিন্ যুগসহস্রান্তে সংস্থিতে ব্রহ্মণোহহনি ।
 রজন্যাং বর্ভমানায়াং তাবন্তং সলিলায়না ॥৫৪
 ততস্ত সলিলে তস্মিন্নষ্টেহগৌ পৃথিবীতলে ।
 প্রশান্তবাতোহন্ধকারে নিরালোকে সমন্ততঃ ॥৫৫
 যেনৈবাধিষ্ঠিতং হীদং ব্রহ্মা স পুরুষঃ প্রভুঃ ।
 বিভাগমন্ত লোকস্যা পুনর্দৈর্ কৰ্ত্তুমিচ্ছতি ॥৫৬
 একাৰ্ণবে তদা তস্মিন্নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে ।
 তদা স ভবতি ব্রহ্মা সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাং ॥৫৭
 সহস্রশীর্ষা পুরুষো রুদ্রবর্ণো হ্যতীন্দ্রিয়ঃ ।
 ব্রহ্মা নারায়ণাখ্যস্ত সুধাপ সলিলে তদা ॥৫৮
 সঙ্ঘোদ্রেকাং প্রবৃদ্ধস্ত শৃংখং লোকমবেক্ষ্য চ ।
 ইমঞ্চোদাহরত্যত্র শ্লোকং নারায়ণং প্রতি ॥৫৯
 আপো নারাখ্যাস্তনব ইত্যপান্নাম শুশ্রুম ।
 আপূর্য্য নাভিং তত্রাস্তে তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥৬০

অর্থানুসারে জলের অপর নাম তহু এবং কবিগণ শীঘ্রার্থে অর শব্দ ব্যবহার করেন, এজন্ত একাৰ্ণব সময়ে জলের তাদৃশ ক্ষিপ্ৰগতিতা দেখা যায় ন বলিয়া তাহাকে নার কহে ।৫২।৫৩

যুগসহস্র পরিমিত ব্রহ্ম দিনাবসানে এইরূপে জলময়ী প্রলয়রূপিনী রজনী উপস্থিত হইলে বায়ুনিকর প্রশান্ত হইয়া যায়, এবং পৃথিবীতলে যাবতীয় অগ্নি নির্দীপিত হওয়ায় সমুদায় জগৎ গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া উঠে ।৫৪।৫৫

তখন এই জগৎ ঘাঁহা কর্তৃক অধিষ্ঠিত হয়, তাহার নাম ব্রহ্মা । ব্রহ্মা সেই স্থাবর জঙ্গম বিরহিত একাৰ্ণবে লোক সকলের বিভাগ কামনায় সহস্রাক্ষ, সহস্রপাং, সহস্রশীর্ষ, স্বর্ণবর্ণ, এবং অতীন্দ্রিয় নারায়ণ মূর্তিতে সেই একাৰ্ণব মধ্যে নিদ্রিত হইয়া থাকেন ।৫৬।৫৭।৫৮

অনন্তর তিনি সঙ্কল্পের উদ্রেকে জাগরিত হইয়া সমুদয় লোক শূন্যময় নিরীক্ষণ করেন । ব্রহ্মার এই নারায়ণ নামের আর এক প্রকার নিরুক্তি আছে, যথা আপ, নারা ও তহু এই কয়েকটা জলের নাম, ব্রহ্মা সেই জলে নাভিদেশ-পূর্ণ করিয়া অবস্থান করেন বলিয়া তাহাকে নারায়ণ কহে ।৫৯।৬০

সহস্রশীর্ষাঃ স্রুমনাঃ সহস্রপাং সহস্রচক্ষুর্বদনঃ সহস্রভূক্ ।

সহস্রবাহুঃ প্রথমঃ প্রজাপতিত্বয়ীপথে যঃ পুরুষো নিরুচ্যতে ॥৬১

আদিত্যবর্ণো ভুবনস্য গোপ্তা ।

একোহ্যপূর্ষঃ প্রথমস্তুরাষাট্ ।

হিরণ্যগর্ভঃ পুরুষো মহাত্মা ।

স পঠাতে বৈ তমসঃ পরন্ত্যং ॥৬২

কল্পাদৌ রজসোদ্রিক্তো ব্রহ্মা ভূত্বাহস্যজং প্রজাঃ ।

কল্পান্তে তমসোদ্রিক্তেশ্চ কালোভূত্বাহগ্রসং পুনঃ ॥৬৩

স বৈ নারায়ণাখ্যস্ত সর্বোদ্রিক্তোহর্ণবে স্বপন্ ।

ত্রিধা বিভজ্য চাত্মানং ত্রৈলোক্যে সমবর্ত্তত ॥৬৪

স্বজতে গ্রসতে চৈব বীক্ষতে চ ত্রিভিস্ত তান্ ॥৬৫

একার্ণবে তদা লোকে নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে ।

চতুষ্পৃগসহস্রান্তে সর্বতঃ সলিলাবৃতে ।

ব্রহ্মা নারায়ণাখ্যস্ত অপ্রকাশার্ণবে স্বপন্ ॥৬৬

এই সহস্রশীর্ষা, সহস্রপাং, সহস্রাক্ষ, সহস্রবদন, সহস্রভূক্ সহস্রবাহু, স্রুমনা, আদি প্রজাপতি, যিনি বেদে পুরুষ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছেন, সূর্য্যাবর্ণ, সংসার-পালক, অপূর্ষ, প্রথম তুরাষাট্, হিরণ্যগর্ভ মহাত্মা পুরুষ তমোগুণের অর্জিত ৷৬১৷৬২

সেই পুরুষ কল্পের আদিকালে রজোগুণোদ্রিক্ত হইয়া ব্রহ্মাস্বরূপে প্রজা-গণের সৃষ্টি করেন, কল্পের অবসানে তমোগুণোদ্রিক্ত হইয়া কালস্বরূপে সমুদয় গ্রাস করেন, সেই নারায়ণাখ্য পুরুষ সর্বোদ্রিক্ত হইয়া একার্ণবে নিদ্রিত থাকেন। এইরূপে তিনি আপনাকে ত্রিপ্রকারে বিভক্ত করিয়া ত্রৈলোক্য মধ্যে অবস্থান করেন ৷৬৩৷৬৪

তিনি এইরূপ এক এক অংশদ্বারা সৃষ্টি, গ্রাস, ও পালন করিয়া থাকেন ৷৬৫

চতুষ্পৃগসহস্রান্তে নিখিল স্থাবর জঙ্গমাশ্মক পদার্থ সলিলাবৃত হইয়া বিনষ্ট হওয়ায়, সমুদয় জগৎ একার্ণবস্থ প্রাপ্ত হইলে, যখন পরম পুরুষ কালরূপী নারায়ণ চতুর্বিধ প্রজা গ্রাস করিয়া ব্রাহ্মী রাক্ষিতে তমোময় একার্ণবে সুষুপ্তিলাভ করেন, সেই সময়ে বর্ত্তমান কল্পের ভৃগু প্রভৃতি সপ্ত মহর্ষির ন্যায় প্রতিকালেই বাহারা কল্পাবসানে অবস্থান করেন, সেই স্রুমহৎ পরমব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ

চতুর্লিঙ্গাঃ প্রজা গ্রন্থা ব্রাহ্মাণ্ড রাত্র্যাং মহার্গবে ।
 পশুস্তি তং মহর্লোকাং সুপ্তং কালং মহর্ষয়ঃ ॥৬৭
 ভূখাদয়ো যথা সপ্তকল্পে হস্মিন্ মহর্ষয়ঃ ।
 ততো নিবর্তমানৈনৈস্তমহান্ পরিগতঃ পরঃ ॥৬৮
 গত্যাৰ্থাং ঋষয়ো ধাতোৰ্ণাম নিবৃত্তিরাদিতঃ ।
 তস্মাদৃষিপরত্বেন মহাংশুস্মান্মহর্ষয়ঃ ॥৬৯
 মহর্লোকাংশ্চৈতদ্দৃষ্টঃ কালঃ সুপ্তস্তদা চ তৈঃ ।
 সত্যাদ্যাঃ সপ্ত য়ে হাসন্ কল্পেহতীতে মহর্ষয়ঃ ॥৭০
 এবং ব্রাহ্মীষু রাত্রিষু হতীতাস্থ সহস্রশঃ ।
 দৃষ্টবস্তস্তথা হ্যস্তে সুপ্তঃ কালং মহর্ষয়ঃ ॥৭১
 কল্পস্তাদৌ তু বহুশো যন্ত্যাং সংস্থান্চতুর্দশ ।
 কল্পয়ামাস বৈ ব্রহ্মা তস্মাৎ কল্লো নিরুচ্যতে ॥৭২
 স অষ্টা সৰ্বভূতানাং কল্লাদিষু পুনঃ পুনঃ ।
 ব্যক্তাব্যক্তো মহাদেবস্তস্য সৰ্বমিদং জগৎ ॥৭৩
 ইত্যেব প্রতিসন্ধিৰ্ভঃ কৌত্তিতঃ কল্পয়োদয়োঃ ।
 সাংস্পৃতাভীতয়োর্মধ্যে প্রাগবস্থা বভূব যা ॥৭৪

মহর্ষি সমূহ মহর্লোক হইতে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে থাকেন। অনন্তর তাঁহারা সেই দর্শনক্রিয়া হইতে নিবৃত্ত হইয়া পরম মহান্ পুরুষকে লাভ করেন। ইহাদিগের মহর্ষি নাম হওয়ার কারণ এইরূপ কথিত আছে,—ঋধাতুর অর্থ গমন, প্রথমেই গত অর্থাৎ নিবৃত্তি প্রাপ্ত হইলে তাঁহাকে ঋষি কহে, ইহারা সেই ঋষি সমূহের মধ্যে প্রধান বলিয়া মহর্ষি নামে অভিহিত হইয়াছেন। অতীত কল্পে সত্য প্রভৃতি যে সাতটি মহর্ষি ছিলেন, তাঁহারাও মহর্লোকে অবস্থিত হইয়া কালরূপী নারায়ণকে প্রস্তুত দেখিয়াছেন। এইরূপে কত শতসহস্র প্রলয়রূপিনী ব্রাহ্মী রাত্রি অতিবাহিত হইয়া গেল, ইহার প্রতিরাত্রেই মহর্ষিগণ এইরূপ ভাবে প্রস্তুত কালকে নিরীক্ষণ করিয়া আসিতেছেন ৬৬।৬৭।৬৮।৬৯।৭০।৭১

সেই সৰ্বভূতস্রষ্টা ব্যক্তাব্যক্ত স্বরূপ মহাদেব জগদীশ্বর, কল্পপ্রারম্ভে চতুর্দশ ভুবনের বহুবিধ কল্পনা করেন বলিয়া সৃষ্টিকালের নাম কল্প হইয়াছে। তিনি কল্পের আদিতে পুনঃ পুনঃ সকল ভূতের সৃষ্টি করেন। এই নিখিল জগৎ তাঁহারই। এই বর্তমান এবং অতীত কল্পদ্বয়ের প্রতিসন্ধি ও

কীর্ত্তিতা তু সমাসেন কল্পে কল্পে যথা তথা ।

সাম্প্ৰ তন্ত্বে প্রবক্ষ্যামি কল্পমেতং নিবোধত ॥৭৫

পূর্বাৱস্থা সংক্ষেপে আপনাদিগের নিকট কীর্ত্তন করিলাম । সম্ভ্রতি
বর্তমান কল্পের বিষয় বর্ণন করিব শ্রবণ করুন । ৭২।৭৩।৭৪।৭৫

অষ্টম অধ্যায় ।

চারি-আশ্রম ।

দারাগ্রন্থোহথাতিথেয়ইজ্যাশ্রাদ্ধক্রিয়াঃ প্রজ্ঞাঃ ।
 ইত্যেব বৈ গৃহস্থস্য সমাসাক্ষর্মসংগ্রহঃ ॥১*
 দণ্ডী চ মেখলী চৈব হৃদ্যঃশায়ী তথা জটী ।
 গুরুশুশ্রূষাং ভৈক্ষ্যং বিদ্যাং বৈ ব্রহ্মচারিণঃ ॥২
 চীরপত্রাজিনানি স্যুর্ধান্যমূলফলৌষধম্ ।
 উভে সন্ধ্যোহবগাহশ্চ হোমশ্চারণ্যবাসিনাম্ ॥৩
 আসনং বসনে ভৈক্ষ্যমন্ত্ৰেণ শৌচমেব চ ।
 অপ্রমাদোহব্যবায়শ্চ দয়া ভূতেষু চ ক্ষমা ।
 অক্ৰোধো গুরুশুশ্রূষা সত্যঞ্চ দশমং স্মৃতম্ ॥৪
 দশলক্ষণকো হ্যেব ধর্ম্যঃ প্রোক্তঃ স্বয়মুবা ।
 ভিক্ষোবৃত্তানি পঞ্চাত্র পঞ্চৈবোপরতানি চ ॥৫

দার পরিগ্রহ, অগ্নিস্থাপন, অতিথি সংকার, যজ্ঞ, শ্রাদ্ধ ও সন্তানোৎপাদন, সংক্ষেপে এই গৃহস্থাশ্রমের ধর্ম্য বলা হইল ।১

দণ্ড, মেখলা ও জটীধারণ, ভূমিতে শয়ন, গুরুশুশ্রূষা এবং ভিক্ষা, এই কয়েকটি ব্রহ্মচারীর ধর্ম্য ।২

কৌপীন, পত্র অথবা মৃগচর্ম্ম পরিধান, ধাত্র ও ফলমূলাদি আহাৰ, উভয় সন্ধ্যায় অবগাহন ও হোম, এই কয়েকটি বানপ্রস্থদিগের ধর্ম্য ।৩

স্বস্তিকাদি আসন অভ্যাস, বস্ত্রে ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যগ্রহণ, চৌর্য্যাদি পরিত্যাগ, শৌচাচার, অপ্রমাদ, জীসন্তোগ পরিত্যাগ, ক্রোধত্যাগ, সর্ব্বদ্বৈ দয়া, গুরুশুশ্রূষা ও সত্যানুসরণ এই দশটি ভিক্ষকের ধর্ম্য ।৪

ভগবান মনু উপরি উক্ত চতুর্বিধ আশ্রমদিগের সাধারণ ধর্ম্যকে দশ লক্ষণ-সম্পন্ন বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ।৫ (১)

০ এই প্রস্তাবের শ্লোক সংখ্যার মূলের সহিত ঐক্য নাই, মূলের ১৭৫ হইতে আমরা প্রথম শ্লোক আরম্ভ হইয়াছে ।

(১) চতুর্ভিরপি চৈবৈতৈর্নিত্যমাশ্রমভির্দ্বিজৈঃ ।

দশলক্ষণকো ধর্ম্যঃ সেবিতব্যঃ প্রযত্নতঃ ।

ভূতিঃ ক্ষমা দমস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ ।

দীর্ঘবিদ্যা সত্যমক্ৰোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণং ।

আচারগুণিনিয়মঃ শৌচঞ্চ প্রতিকর্ম ৫।

সম্যাদর্শনমিত্যেবং পঠৈবোপব্রতাত্তপি ॥৬

ধ্যানং সমাধিস্থানসেস্ক্রিয়াণাং সনাগৈরৈর্ভক্ষ্যমথোপগম্য ।

মৌনেং পবিত্রোপচিতের্বিমুক্তিঃ পারিত্রাজ্যে ধর্মমিমং বদন্তি ॥৭

সর্বৈ তে শ্রেয়সে প্রোক্তা আশ্রমা ব্রহ্মণা স্বয়ম্ ।

সত্যার্জবস্তপঃ ক্ষান্তিযোগেজ্যা দমপূর্বিকা ॥

বেদাঃসাম্পাশ্চ যজ্ঞাশ্চ ব্রতানি নিয়মাশ্চ যে ।

ন সিধ্যন্তি প্রচুঠন্ত ভাবদোষ উপাগতে ॥৮

বহিঃ কর্ম্মাণি সর্বাণি ন সিধ্যন্তি কদাচন ।

অন্তর্ভাবপ্রহৃষ্ট কুর্ষতোহপি পরাক্রমাৎ ॥৯

সর্বস্বমপি যো দদ্যাৎ কলুষেগান্তরাগ্নয়া ।

ন তেন ধর্মভাক্ স স্ত্রীস্ত্রাব এবাত্র কারণম্ ॥১০

এবং দেবাঃ সপিতর ঋষয়োমনবস্তথা ।

তেষাং স্থানমমুখ্যিস্তু সংতিতানাং প্রচক্ষতে ॥১১

এতদ্বিধ ভিক্ষুগণের পাঁচটি ব্রত এবং পাঁচটি উপব্রত নির্দিষ্ট হইয়াছে, আচাৰ-শুদ্ধি, নিয়ম, প্রতিকর্ম ও সম্যক্ দর্শন এই পাঁচটীকে উপব্রত কহে । ৬

আব—ধ্যান, মনের সহিত ইন্দ্রিয়গণের নিগ্রহ, নগরবাসীদিগের নিকট বাইরা ভিক্ষা গ্রহণ, মৌন, পবিত্রতার উপচয়ের নিমিত্ত বিষয়াসক্তি পরিত্যাগ, এই পাঁচটি তাহাদিগের ধর্ম অর্থাৎ অবশ্য প্রতিপাল্য ব্রত । ৭

ব্রহ্মা স্বয়ং এই চতুর্বিধ আশ্রমকেই বিশেষ কল্যাণকর বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । কিন্তু অহুষ্ঠান মাত্রেই চিত্তশুদ্ধির নিতান্ত আবশ্যক ; চিত্ত-শুদ্ধি অপরিশুদ্ধ থাকিলে, সত্য, সরলতা, তপঃ, ক্ষমা, যোগ, যজ্ঞ, দমঃ, বেদাধ্যয়ন, ব্রত, নিয়ম, ও সকল প্রকার বাহ্যকার্য্য সকল হয় না । অন্তর্দুষ্ট ব্যক্তি বলপূর্বক করিলেও এই সকল কর্ম্ম সিদ্ধ অর্থাৎ ফলপ্রাপ্ত হয় না । ৮

অন্তঃকরণ কলুষিত রাখিয়া কোন ব্যক্তি যথাসর্বস্ব দান করিলেও তাহার ধর্মোপার্জন হয় না, যেহেতু চিত্তশুদ্ধিই একমাত্র ধর্মের কারণ । দেব, পিতৃ, ঋষিগণ এবং মহুগণ যে স্থানে বাস করেন, এই সকল বর্ণাশ্রমিগণের অহুষ্ঠানবিশেষানুসারে পরলোকে সেই সকল স্থানবিশেষ নির্দিষ্ট আছে । অশীতি-সহস্র উর্দ্ধরেতা ঋষিগণ যে স্থানে বাস করেন, গুরুকুলবাসীগণ

অষ্টাশীতি সহস্রাণি ঋষীণামুর্দ্ধয়েতসাম্ ।

স্বতন্ত্ৰ তেবাং যৎস্থানং তদেব গুরুবাসিনাম্ ॥১২

সপ্তর্ষীগান্ত যৎস্থানং স্বতন্ত্ৰৈ দিবৌকসাম্ ।

প্রাজাপত্যং গৃহস্থানাং ন্যাসিনাং ব্রহ্মণোহক্ষরম্ ॥১৩

যোগিনামমৃতং স্থানং নানাধীনাং ন বিদ্যতে ।

স্থানাশ্রাশ্রমিণাং তানি যে স্বধর্ম্মে ব্যবস্থিতাঃ ॥১৪

চত্বার এতে পস্থানো দেবযান্য বিনির্মিতাঃ ।

ব্রহ্মণা লোকতল্লোপ আদ্যো মনুষ্যন্তরে ভূবি ॥১৫

পস্থানো দেবযান্য তেবাং দ্বারং রবিঃ সূতঃ ।

তথৈব পিতৃযানানাং চন্দ্রমা দ্বারমুচ্যতে ॥১৬

এবং বর্ণাশ্রমাণাং বৈ প্রবিভাগে কৃতে তদা ।

যদাশ্র ন ব্যবর্ত্তন্ত প্রজা বর্ণাশ্রামাশ্রিকাঃ ॥১৭

ততোহস্তা মানসীঃ সৌহৃৎ ত্রেতাযুগেহস্বজং প্রজাঃ ।

আশ্বিনঃ স্বশরীরাস্ত তুল্যাস্টৈচবান্না তু বৈ ॥১৮

পরলোকে সেই স্থানে গমন করেন। স্বর্গবাসীগণ সপ্তর্ষিসমূহের স্বাধিকার প্রাপ্ত হন। এইরূপ গৃহস্থগণ স্বধর্ম্ম প্রতিপালন করিলে পরলোকে প্রাজাপত্য স্থান, এবং সন্ন্যাসিগণ অক্ষর ব্রহ্মলোক পাইয়া থাকেন। ১০।১১।১২।১৩

যোগিগণ অমৃত নামক স্থানে গমন করেন, যাহাদের সর্বদা নান বিষয়ে মনের চাকলা থাকে, তাহারা কোন স্থানই পাইতে পারে না যে হেতু স্ব-স্ব-আশ্রম-ধর্ম্ম প্রতিপালকগণের জন্তই এই সকল স্থান স্থিরীকৃত হইয়াছে। ১৪

আদি মনুষ্যন্তরে লোকনিয়ন্তা ব্রহ্মা এই আশ্রম চতুষ্ঠয়কেই দেবযান নামক পঞ্চরূপে সৃষ্টি করেন। দেবলোকে গমন করিবার নিমিত্ত যে সকল গণ আছে, স্বর্ঘ্য তাহাদের দ্বারস্বরূপ। এইরূপ চন্দ্র পিতৃলোকগমনের দ্বার বলিয়া কীর্তিত হইয়া থাকেন। ১৫।১৬

এইরূপ বর্ণাশ্রম নির্দেশের পর বর্ণাশ্রমোপেত কোন প্রজাকেই আর জন্ম লাভ করিতে না দেখিয়া, প্রজাপতি ত্রেতাযুগের মধ্য সময়ে আশ্রা ও স্ব-শরীর হইতে আশ্রয়তুল্য কতকগুলি মানসী প্রজার সৃষ্টি করিলেন। ১৭।১৮

ততঃ সত্ত্বরজোদ্বিজ্ঞাঃ প্রজাঃ সোহধামৃজংপ্রভুঃ ।

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং বার্তায়াশ্চৈব সাধিকাঃ ॥১৯

দেবাশ্চ পিতরশ্চৈব ঋষয়ো মনবন্তথা ।

যুগানুরূপাক্রমেণ যৈরিমা বিচিতাঃ প্রজাঃ ॥২০

উপস্থিতে তদা তস্মিন্ প্রজাধর্ম্মে স্বয়ম্ভুবঃ ।

অভিদধ্যৌ প্রজাঃ সর্বা নানারূপান্ত মানসীঃ ॥২১

পূর্ব্বোক্তা যা ময়া তুভ্যং জনলোকং সমাপ্রিতাঃ ।

কল্পেহতীতে তু তে হাসন্ দেবাদ্যাস্ত প্রজা ইহ ॥২২

ধ্যায়তস্তস্ম তাতাঃ সর্বাঃ সমুত্থার্থমুপস্থিতাঃ ।

মমন্তরক্রমেণেহ কনিষ্ঠে প্রথমে মতাঃ ॥২৩

খ্যাতিয়ামুর্ব্বাকৈস্তৈস্তৈস্ত সর্বার্থৈরিহ ভাবিতাঃ ।

কুশলাকুশলপ্রাটয়ঃ কর্ম্মভিত্তৈঃ সদা প্রজাঃ ॥২৪

তৎকর্ম্মফলশেষেণ উপষ্টকাঃ প্রজঞ্জিরে ।

দেবানুরপিতৃশ্চৈশ্চ পশুপক্ষিসরীষ্যৈঃ ॥২৫

বৃক্ষনারকিকীটৈর্দৈস্তৈস্তৈর্ভাবৈরুপস্থিতাঃ ।

আধানার্থং প্রজানাঞ্চ আয়ানো বৈ বিনির্ম্ময়ে ॥২৬

অনন্তর সেই প্রভু সত্ত্ব ও রজোগুণে উদ্বিক্র এবং ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ও বার্তার সাধক, কতকগুলি দেব, পিতৃ, ঋষি এবং মনু প্রভৃতি প্রজার সৃষ্টি করিলেন, যাহারা সমুদয় প্রজাকে যুগানুরূপ ধর্ম্মের শিক্ষা দিয়াছেন। সেই প্রজাদিগের ধর্ম্ম বিভাগের সময় উপস্থিত হইলে, ব্রহ্মা নানাবিধ মানসী প্রজার বিষয় চিন্তা করিলেন। আমি পূর্ব্বে যে আপনাকে জনলোক-বাসীদিগের কথা বলিয়াছি, অতীত কল্পে তাহারা দেবাদি প্রজা ছিলেন ১১৯২০২১১২২

ব্রহ্মা ধ্যান করিবা মাত্র সেই সকল প্রজা জন্ম গ্রহণের নিমিত্ত উপস্থিত হইলেন। মন্বন্তর ক্রমে পরবর্তী মন্বন্তরের প্রথমে ব্রহ্মার ধ্যানানুবন্ধ দ্বারা ই ঐ সকল প্রজা, সমুদয় আবশ্যক বস্তু ও পাপপুণ্য বহল কর্ম্মের সহিত সর্ব্বদা যোজিত হয়। তাহারা ঐ সকল কর্ম্মের অবশিষ্ট ফল ভোগের জন্ত, দেবতা, অশ্বর, পিতৃলোক, পশু, পক্ষী, সরীসৃপ, বৃক্ষ, নারকী, কীট প্রভৃতির রূপ পরিগ্রহ পূর্ব্বক তত্তজাতীয় স্বভাবও প্রাপ্ত হয়। প্রজাদিগের আধানের নিমিত্ত ব্রহ্মা আত্মা হইতেই সকল বস্তু নির্মাণ করেন ১২৩২৪২৫২৬

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ ।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ চারিখণ্ডে বিভক্ত,—যথা ব্রহ্মখণ্ড, প্রকৃতিখণ্ড, গণেশখণ্ড, এবং শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড । ব্রহ্মখণ্ড ৩০ অধ্যায়ে, প্রকৃতিখণ্ড ৬৬ অধ্যায়ে, গণেশখণ্ড ৪৬ অধ্যায়ে এবং শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ১৩৩ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ । সর্বশুদ্ধ ইহাতে ১৮০০ শ্লোক আছে । এ পুরাণ খানির অবস্থা এক্ষণে যেরূপ দেখা যায়, তদ্বারা ইহাকে বৈষ্ণব সাম্প্রদায়িক পুরাণ বলা যাইতে পারে । কারণ, ইহার প্রতি খণ্ডের প্রতি অধ্যায়েই শ্রীকৃষ্ণের উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হয় ।

ব্রহ্মখণ্ডে সমুদয় জগতের বীজস্বরূপ পরব্রহ্ম এবং তাঁহার সিসৃষ্টি ও সৃষ্টিক্রিয়ার সবিস্তারে বর্ণনা হইয়াছে ।

প্রকৃতিখণ্ডে প্রকৃতির স্বরূপ, তাঁহার কলা ও অংশের ভেদ ও স্বরূপ, তাহাদের সকলের কীর্তি ও স্বভাব, সৃষ্টি, লুপ্তি, শুভ, অশুভ, নরক, রোগ ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে ।

গণেশ খণ্ডে গণেশের জন্মবিবরণ, এবং তৎসম্বন্ধীয় অপূর্ণ বার্তা সকল, গণেশ ও ভৃগুর সংবাদ, সমুদয় তত্ত্বের নিগূঢ় রহস্য, কতিপয় কবচ ও স্তোত্র, এবং নানাবিধ মন্ত্র ও তন্ত্রাদি নিরূপিত হইয়াছে ।

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে পৃথিবীর ভার হরণার্থ শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, তাঁহার নানাবিধ ক্রীড়া, এবং তাঁহা কর্তৃক সাধুদিগের উদ্ধার ইত্যাদি বিষয় নিরূপিত হইয়াছে । ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ-

প্রণয়িনীদিগের মধ্যে রাধার নাম প্রথমে উল্লিখিত হইয়াছে, এবং সর্বাপেক্ষা তাহারই প্রাধান্য কীর্তিত হইয়াছে । বিষ্ণু-পুরাণে বা শ্রীমদ্ভাগবতে রাধার নাম পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয় না, কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত অনুসারে রাধাই আদ্যা প্রকৃতি, এবং গোলোকেও শ্রীকৃষ্ণের প্রধানা সঙ্গিনী । রাধা শ্রীকৃষ্ণের অনেক পূর্বের বৃন্দাবনে অবতীর্ণা হন । একদা গোপরাজ নন্দ দুগ্ধপোষ্য বালক কৃষ্ণকে ক্রোড়ে লইয়া গোষ্ঠে গমন করিয়াছিলেন । গোপবধূ রাধাও সেই সময় গাভী রাখিতে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন । এই সময় আকাশে নিবিড় ঘনঘটা উদিত হইয়া, প্রচণ্ড বাত্যার পূর্ব লক্ষণ সূচিত করিল । উহা দেখিয়া গোপরাজ কৃষ্ণকে রাধার ক্রোড়ে দিয়া গৃহে লইয়া যাইতে বলিলেন । রাধা কৃষ্ণকে লইয়া গৃহাভিমুখে যাইতেছেন এমন সময় পথে শ্রীকৃষ্ণ কিশোরমূর্তি ধারণ পূর্বক নানাবিধ ক্রীড়া করিয়া পুনর্ব্বার বালকমূর্তি ধারণ করিলেন । ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের এই ইতি-বৃত্ত অবলম্বন করিয়াই গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকটী রচিত হইয়াছে ।

এই পুরাণে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পরব্রহ্মের স্বরূপ বিবৃত করিতেছেন বলিয়া, ইহার নাম “ব্রহ্মবৈবর্ত” হইয়াছে ।

চন্দ্রের উপাখ্যান ।

(ব্রহ্ম খণ্ড—নবম অধ্যায় ।)

মৌতিরূপাচ ।

দানবান্ধ দনৌর্কংশাঃ অন্যান্যামন্যজাতয়ঃ ।
উক্তঃ কশ্যপবংশশ্চ চন্দ্রাখ্যানং নিবোধ মে ।১
নামানি চন্দ্রপত্নীনাম্ সাবধানং নিশাময় ।
অত্যপূর্কঞ্চ চরিতং পুরাণেষু পুরাতনম্ ॥২
অশ্বিনী ভরণী চৈব কৃত্তিকা রোহিণী তথা ।
মৃগশীর্ষা তথার্জা চ পূজ্যা সাধ্বী পুনর্কম্বুঃ ॥৩
পুষ্যাংল্লেষা মঘা পূর্কফল্গুন্যস্তরফল্গুনী ।
হস্তা চিত্রা তথা স্বাতী বিশাখা চামুরাধিকা ॥৪
জ্যেষ্ঠা মূলা তথা পূর্কষাঢ়া চৈবোত্তরা শ্বতা ।
শ্রবণা চ ধনিষ্ঠা চ তথা শতভিষা শুভা ॥৫

দক্ষর বংশ সম্বৃত এবং অপরাপর জ্ঞী হইতে উৎপন্ন অন্ত্র জাতীয় দৈত্যগণ ও কশ্যপের বংশ কথিত হইল, এক্ষণে চন্দ্রের কথা বলিতেছি শ্রবণ কর। চন্দ্রের কথা বলিবার পূর্বে একে একে চন্দ্রপত্নীদিগের নাম বলিতেছি শ্রবণ কর। এই চন্দ্রচরিত অতি বিচিত্র এবং অতি প্রাচীন কাল হইতে প্রসিদ্ধ। (১) অশ্বিনী, (২) ভরণী, (৩) কৃত্তিকা, (৪) রোহিণী, (৫) মৃগশীর্ষা, (৬) আর্জা, (৭) পুনর্কম্বু, (৮) পুষ্যা, (৯) অল্লেষা, (১০) মঘা, (১১) পূর্কফল্গুনী, (১২) উত্তরফল্গুনী, (১৩) হস্তা, (১৪) চিত্রা, (১৫) স্বাতী, (১৬) বিশাখা, (১৭) অমুরাধা, (১৮) জ্যেষ্ঠা, (১৯) মূলা, (২০) পূর্কষাঢ়া, (২১) উত্তরষাঢ়া, (২২) শ্রবণা, (২৩) ধনিষ্ঠা, (২৪) শতভিষা, (২৫) পূর্কভাদ্রপদা, (২৬) উত্তরভাদ্রপদা, (২৭) রেবতী, এই সাতাইশটি নক্ষত্র চন্দ্রের প্রিয়পত্নী। ইহাদের সকলের মধ্যে আবার রোহিণী সর্বাঙ্গেক্ষ

শূৰ্ষোত্তরভাজপদা রেবতাস্তাঃ বিধু-প্রিয়াঃ ।
 ভাসাং যথো চ স্তম্ভগা রোহিণী রসিকা বরা ॥৬
 স্তম্ভতং রসভাবেন চকার শশিনং বশম্ ।
 রোহিহ্যপগতশ্চন্দ্রো ন যাত্যন্তাঞ্চ কামিনীম্ ॥৭
 সৰ্ষাঃ ভগিত্তাঃ পিতরং কথয়ামাস্তাদৃতাঃ ।
 সপত্নীকৃতসস্তাপং প্রাণনাশকরম্ পরম্ ॥৮
 দক্ষঃ প্রকুপিতশ্চন্দ্রং শশাপ মন্তপূৰ্বকম্ ।
 ক্রতং যন্তুরশাপেন যক্ষগ্রস্তো বভূব সঃ ॥৯
 দিনে দিনে যক্ষণা চ ক্ষীয়মানশ্চ হুঃখিতঃ ।
 বপুষ্যর্দ্ধং ক্ষীয়মাণে শঙ্করং শরণং যযৌ ॥১০
 দৃষ্ট্বা চন্দ্রং শঙ্করশ্চ ক্লেশিতং শরণাগতম্ ।
 ককৃণাসাগরস্তম্বে কৃপয়া চাভয়ং দদৌ ॥১১
 নিমুক্তং যক্ষণা কৃত্বা স্বকপালে স্থলং দদৌ ।
 অমরো নির্ভয়ো ভূত্বা স তস্থৌ শিবশেখরে ॥১২
 তং শিবঃ শেখরে কৃত্বা বভূব চন্দ্রশেখরঃ ।
 নাস্তি দেবেষু লোকেষু শিবাং শরণপঞ্জরঃ ॥১৩

চন্দ্রের প্রেমের পাত্র, ইহার স্নেহে চন্দ্র ইহারই বশীভূত হইয়াছিলেন। চন্দ্র সৰ্ষদাই রোহিণীর নিকট অবস্থান করিতেন, অপর পত্নীদিগের নিকটে একেবারে গমন করিতেন না। ১২।২।৩।৪।৫।৬।৭।৮

এই নিমিত্ত অপর পত্নী সকল আপনাদিগের পিতার নিকট গমন করিয়া ত্যক্ত হুঃসহ সপত্নী জনিত সস্তাপ কাতরভাবে তাঁহাকে জানাইল। তাহাতে ক নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া মন্ত উচ্চারণ পূৰ্বক চন্দ্রকে শাপ প্রদান করিলেন। ক্র যন্তুর শাপে তৎক্ষণাৎ যক্ষা-রোগগ্রস্ত হইলেন। যক্ষারোগে তিনি প্ৰত্যহ ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন, দেখিতে দেখিতে তাঁহার শরীরের ষষ্ঠভাগ প্রায় ক্ষয় প্রাপ্ত হইল। তিনি হুঃখে অভিভূত হইয়া মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন। ককৃণাসাগর মহাদেব চন্দ্রকে তাড়শ ক্লেশে অভিভূত এবং আপনার শরণাগত জানিয়া কৃপা করিয়া তাঁহাকে অভয় প্রদান করিলেন ১০।১১।১২

চন্দ্র মহাদেবের কৃপায় তৎক্ষণাৎ যক্ষারোগ হইতে নিমুক্ত হইলে মহাদেব নিজ কপালে তাঁহাকে স্থান দান করিলেন, চন্দ্রও অমর ও নির্ভয়

দক্ষকন্তাঃ পতিং যুক্তং দৃষ্ট্বা চ ককুভুঃ পুনঃ ।
 আজগ্মুঃ শরণং তাতং দক্ষং তেজস্বিনাং বরম্ ॥১৪
 উচ্চৈশ্চ ককুভুর্গতা নিহত্যাঙ্গং পুনঃ পুনঃ ।
 তমুচুঃ কাতরং দীনা দীননাথং বিধেঃ স্ততম্ ॥১৫
 স্বামিসৌভাগ্যলাভায় ত্রুমুক্তোহস্মাভিরেব চ ।
 সৌভাগ্যমস্ত নস্তাত গতঃ স্বামী গুণাশ্রিতঃ ॥১৬
 স্থিতে চক্ষুষি হে তাত দৃষ্টং ধ্বাস্তময়ং জগৎ ।
 বিজ্ঞাতমধুনা জ্ঞীণাং পতিরেব হি লোচনম্ ॥১৭
 পতিরেব গতিঃ জ্ঞীণাং পতিঃ প্রাণাশ্চ সম্পদঃ ।
 ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষাণাং হেতুঃ সেতুর্ভবার্ণবে ॥১৮
 পতিনারায়ণঃ জ্ঞীণাং ব্রতং ধর্ম্মং সনাতনং ।
 সর্ব্বং কর্ম্ম বৃথা তাসাং স্বামিনাং বিমুখাশ্চ যাঃ ॥১৯
 স্নানঞ্চ সর্ব্বতীর্থেষু সর্ব্বযজ্ঞেষু দক্ষিণা ।
 সর্ব্বদানানি পুণ্যানি ব্রতানি নিয়মানি চ ॥২০
 দেবার্চনধ্যানশনং সর্বাণি চ তপাংসি চ ।
 স্বামিনঃ পাদসেবায়াঃ কলাং নাইস্তি ষোড়শীম্ ॥২১

হইয়া মহাদেবের মন্তকে বাস করিতে লাগিলেন। চক্রকে মন্তকে ধারণ করিয়া মহাদেব চল্লিশের নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। দেবলোকের মধ্যে মহাদেবের তুল্য শরণাগত রক্ষক আর কেহ নাই। এদিকে দক্ষকন্তাগণ পতিকে শিব-শরীরে সংলগ্ন দেখিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল এবং সমুদয় তেজস্বী শ্রেষ্ঠ স্বীয় পিতা দক্ষের শরণাগত হইল, তাহারা দক্ষের নিকট গমন করিয়া বারম্বার আপনাদিগের শরীর ভূমিতে আছড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। এবং দীন ও কাতর ভাবে দীননাথ বিধাতার পুত্র দক্ষকে বলিল। ১২।১৩।১৪।১৫

হে পিতঃ, স্বামিসৌভাগ্য লাভের নিমিত্ত আমরা আপনার নিকট বলিয়া ছিলাম, কিন্তু আমাদের কপালগুণে সে সৌভাগ্য ত দূরের কথা, আমরা গুণবান্ স্বামী লাভ করিয়াও হারাইলাম। হে পিতঃ, চক্ষু থাকিতেও আমরা সমুদয় জগৎ অন্ধকারময় দেখিতেছি। অতএব আমরা এক্ষণে জানিতে পারিলাম পতিই জ্ঞীদিগের প্রকৃত চক্ষু, পতিই জ্ঞীদিগের গতি, পতিই জ্ঞীদিগের প্রাণ ও সম্পদ, পতিই জ্ঞীদিগের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চক্

সর্বেষাং বান্ধবানাঞ্চ প্রিয়ঃ পুত্রশ্চ ঘোষিতাম্ ।
 স এব স্বামিনোঃশশ্চ শতপুত্রাত্ পরঃ পতিঃ ॥২২
 অসদ্বংশ-প্রসূতা যা সা দ্বেষ্টি স্বামিনং সদা ।
 যন্তা মনশ্চলং দৃষ্টং সন্ততং পরপুরুষে ॥২৩
 পতিতং রোগিণং দৃষ্টং নির্ধনং শুণহীনকম্ ।
 যুবানকৈব বৃদ্ধং বা ভজেত্তং ন ত্যজেত্ সতী ॥২৪
 সন্তপং নিগুণং বাপি যা দ্বেষ্টি সন্ত্যজেৎ পতিম্ ।
 পচ্যাতে কালহৃত্রে সা যাবচ্ছ্রুদিবাকরৌ ॥২৫
 কীটৈঃ শকুনতুলৈশ্চ ভক্ষিতা সা দিবানিশম্ ।
 ভুঙ্ক্তে মৃতবসামাংসং পিবেন্মূত্রঞ্চ তৃণম্ ॥২৬
 দেহিনঃ কাস্তদানঞ্চ কামপূরং বিধেঃ স্মৃত ।
 বিধাত্রা সদৃশস্তঞ্চ পুনঃ স্রষ্টুং ক্ষমো জগৎ ॥২৭

স্বর্গের হেতু এবং পতিই তাহাদিগের ভবসমুদ্রের সেতু । পতিই জীর্ণের
 নাবায়ণ, পতিই ব্রত এবং পতিই সনাতন ধর্ম্ম । এই পতি বাহাদের উপর
 বিমুখ, তাহাদের সকল কর্ম্মই বৃথা । সমুদয় তীর্থে স্নান, নিখিল যজ্ঞে দক্ষিণা-
 প্রদান, সর্কবিধদান, পবিত্র ব্রতানুষ্ঠান, নিয়ম, দেবার্চনা, উপবাস, তপস্যা
 এই সমুদয় কর্ম্ম স্বামিপদ সেবার ষোল অংশের একাংশেরও তুল্য নহে ।
 সমুদয় বান্ধব অপেক্ষা পুত্রই জীদিগের অধিক প্রিয় হইয়া থাকে, এহেন পুত্র
 স্বামীর অংশমাত্র, স্মৃতির শতপুত্র অপেক্ষাও স্বামী প্রিয় । যাহারা অসদ্বংশ-
 সমুত এবং বাহাদের দৃষ্ট মন সর্ব্বদা পরপুরুষের নিমিত্ত চঞ্চল, তাহারাই
 অনবরত স্বামীর প্রতি ঘেব প্রকাশ করে । কিন্তু সতী জী, পতি রোগীই
 হোক, দোষযুক্তই হোক, নির্ধনই হোক, যুবাই হোক, অথবা বৃদ্ধই হোক,
 সর্কদা তাঁহার সেবাতেই নিযুক্ত থাকে, কখনও তাঁহাকে পরিত্যাগ
 করে না, যে জী, পতি সন্তপ অথবা নিগুণ হোক, তাঁহার প্রতি ঘেব করে
 বা তাঁহাকে পরিত্যাগ করে, সে চন্দ্রসূর্য্যের অবস্থিতি কাল যাবৎ কালহৃত্র
 নামক নরকে পতিতে থাকে । ১৬১৭১৮১৯২০২১২২২৩২৪২৫

সেই ঘোরনরকমধ্যে পক্ষি তুল্য বৃহৎ কীটসমূহ কর্কট অহনিশ ভক্ষিত
 হয়, এবং স্বয়ং তৃণায় কাতর হইয়া মৃতদিগের বসা ও মাংস ভোজন করে
 ও মূত্রপান করে । অতএব হে পিতঃ ! আমাদিগের অভিলাষের পূরণকারী
 পতি আমাদিগকে প্রদান করুন । কারণ আপনি বিধাতার পুত্র এবং

কন্যানাং বচনং শ্রদ্ধা দক্ষঃ শঙ্করসন্নিধিঞ্চ ।
 জগাম শঙ্কুস্তং দৃষ্ট্বা সমুখায় ননাম চ ॥২৮
 দক্ষস্তত্শাশিষং কৃত্বা সমুবাচ কৃপানিধিঞ্চ ।
 তত্যাজ কোপং হৃদ্বিষং দৃষ্ট্বা চ প্রণতং শিবম্ ॥২৯
 দেহি জামাতরং শস্তো ! মদীয়ং প্রাণবল্লভম্ ।
 মংস্তুতানাঞ্চ প্রাণানাং পরমেব প্রিয়ং পতিম্ ॥৩০
 ন চেদদাসি জামাতর্শ্মম জামাতরং বিধুম্ ।
 দাস্যামি দাক্ষণ্যং শাপং তুভ্যং ত্বং কেন মুচ্যসে ॥৩১
 দক্ষস্ত বচনং শ্রদ্ধা তমুবাচ কৃপানিধিঃ ।
 সূধাধিকঞ্চ বচনং ব্রহ্মন্ শরণপঞ্জরঃ ॥৩২
 শিব উবাচ ।

করোষি ভগ্নসাম্রাজ্যং দদাসি শাপমেব চ ।
 নাহং দাতুং সমর্থশ্চ চন্দ্রঞ্চ শরণাগতম্ ॥৩৩
 শিবস্ত বচনং শ্রদ্ধা দক্ষস্তং শপ্তু মুদ্যতঃ ।
 শিবঃ সন্মার গোবিন্দং বিপন্যোক্ষণকারকম্ ॥৩৪

বিধাতার ভূলা পুনর্বীর জগৎ সৃজন করিতে সমর্থ। অনন্তর দক্ষ কন্যাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাদেবের নিকট গমন করিলেন। মহাদেব তাঁহাকে দেখিয়া অভ্যর্থন ও নমস্কার করিলেন। দক্ষ তাঁহাকে আশীর্বাদ দান করিয়া অনাময় বার্তা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং দয়ার আধার শিবকে প্রণত দেখিয়া হৃদ্বিষ কোপ পরিত্যাগ করিলেন ॥২৮৭২৮১২৯

দক্ষ বলিলেন হে মহাদেব, আমার কন্যাদিগের প্রাণের পরমপ্রিয় এবং আমার প্রাণবল্লভ জামাতাকে প্রদান কর। হে জামাতঃ, যদি তুমি আমার জামাতা চন্দ্রকে প্রদান না কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে অতি কঠোর শাপ প্রদান করিব। তুমি তাহা হইতে কিরূপে মুক্ত হইবে ? ৩০।৩১।৩২

হে ব্রহ্মন্, কৃপানিধি, শরণাগত রক্ষক মহাদেব দক্ষের বাক্য শ্রবণ করিয়া সূধা অপেক্ষা অধিকতর মধুর বাক্যে বলিলেন আমাকে ভদ্রীভূত করুন অথবা শাপই প্রদান করুন আমি কখন শরণাগত চন্দ্রকে প্রদান করিতে পারিব না ৩২।৩৩

শিবের বাক্য শুনিয়া দক্ষ তাঁহাকে শাপ দিতে উদ্যত হইলেন এবং শিব

এতন্নিম্নস্তরে কৃষ্ণো বুদ্ধব্রাহ্মণরূপধৃক্ ।
সমাধৰ্য্যো তয়োমূলং তৌ তঞ্চ নেমতুঃ ক্রমাৎ ॥৩৫
দৃষ্ট্বা শুভাশিষং তাভ্যাং ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনঃ ।
উবাচ শঙ্করং ব্যাগ্রং তমঃপ্রধ্বংসকো দ্বিজঃ ॥৩৬

শ্রীভগবানুবাচ ।

ন চাত্মনঃ প্রিয়ঃ কশ্চিৎ সৰ্ব্বঃ সৰ্ব্বেষু বন্ধুয়ু ।
আত্মানং রক্ষ, দক্ষায় দেহি চন্দ্রঃ সুরেশ্বর ॥৩৭
তপস্বিনাং বরঃ শাস্তস্বমেব বৈষ্ণবাগ্রণীঃ ।
সমঃ সৰ্ব্বেষু জীবেষু হিংসাক্রোধবিবর্জিতঃ ॥৩৮
দক্ষঃ ক্রোধী চ দুৰ্দ্ধৰ্ষন্তেজস্বী ব্রহ্মণঃ স্নতঃ ।
শিষ্টো বিভেতি দুৰ্দ্ধৰ্ষং ন দুৰ্দ্ধৰ্ষশ্চ কঞ্চন ॥৩৯
নারায়ণ-বচঃ শ্রদ্ধা প্রহস্য শঙ্করঃ স্বয়ম্ ।
উবাচ নীতিসারঞ্চ নীতিবীজং পরাংপরম্ ॥৪০

শঙ্কর উবাচ ।

তপো দাস্যামি তেজশ্চ সৰ্ব্বসিদ্ধিঞ্চ সম্পদম্ ।
প্রাণাংশ্চ, ন সমর্থোহহং প্রদাতুং শরণাগতম্ ॥৪১

বিপন্নিবারণ শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিলেন। ঐ সময় শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধ ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করিয়া তাঁহাদের নিকটে উপস্থিত হইলেন। এবং তাঁহাদিগকে আশী-
র্বাদ দান করিয়া সেই তমোগুণ ধ্বংসকারী, সনাতন ব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ,
ব্রাহ্মণ, ব্যাগ্রতায়ুক্ত মহাদেবকে বলিলেন ॥৩৪।৩৫।৩৬

নারায়ণ বলিলেন হে শঙ্কর, সমুদয় বন্ধুবান্ধবের মধ্যে কোন ব্যক্তি
দ্বায়া অপেক্ষা প্রিয় নহে অতএব হে সুরেশ্বর, দক্ষকে চন্দ্র প্রদান করিয়া
আপনাকে শাপ হইতে রক্ষা কর ॥৩৭

তুমি তপস্বীদিগের শ্রেষ্ঠ, বৈষ্ণবদিগের অগ্রগণ্য সমস্ত পুণিতে সমদর্শী
এবং হিংসা ও ক্রোধ শূন্য ; ব্রহ্মার পুত্র দক্ষ, অত্যন্ত তেজস্বী, ক্রোধী এবং
অতিশয় দুৰ্দ্ধৰ্ষ। শিষ্ট ব্যক্তি দুৰ্দ্ধৰ্ষকে ভয় করিয়া চলে। কিন্তু দুৰ্দ্ধৰ্ষ ব্যক্তি
কাহাকেও ভয় করে না ॥৩৮।৩৯

নারায়ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাদেব একটু হাস্য করিলেন। এবং
সমুদয় নীতির বীজস্বরূপ পরাংপর নারায়ণকে নীতির সারভূত বাক্য বলি-
লেন আমি তপস্যা, তেজ, সমুদয় সিদ্ধি, সম্পদ ও পুণ্য অবধি দান করিতে

যো দদাতি ভয়েনৈব প্রপন্নং শরণাগতম্ ।
 তঞ্চ ধর্ম্যং পরিত্যজ্য যাতি শম্ । স্মদারুণম্ ॥৪২
 সর্বং ত্যক্তুং সমর্থোহহং ন স্বধর্ম্যং জগৎপ্রভো ।
 যঃ স্বধর্ম্যবিহীনশ্চ স চ সর্ববহিকৃতঃ ॥৪৩
 যশ্চ ধর্ম্যং সদা রক্ষেৎ ধর্ম্যন্তং পরিরক্ষতি ।
 ধর্ম্যং বেদেদম্বর ত্বঞ্চ কিং মাং ক্রুহি স্বমায়য়া ॥৪৪
 ত্বং সর্বপাতা স্রষ্টা চ হস্তা চ পরিণামতঃ ।
 ত্বয়ি ভক্তির্দৃঢ়া যন্ত তন্ত কস্মাদ ভয়ং ভবেৎ ॥৪৫
 শঙ্করস্য বচঃ শ্রদ্ধা ভগবান্ সর্বভাববিৎ ।
 চন্দ্রং চন্দ্রাবিনিক্ষেপ্য দক্ষায় প্রদদৌ হরিঃ ॥৪৬
 প্রতর্হাবর্কচন্দ্রশ্চ নির্ক্যাধিঃ শিবশেখরে ।
 নিজগ্রাহ পরং চন্দ্রং বিষ্ণুদত্তং প্রজাপতিঃ ॥৪৭
 যক্ষগ্রন্থঞ্চ তং দৃষ্ট্বা দক্ষস্তষ্টাব মাধবম্ ।
 পক্ষে পূর্ণং ক্ষতং পক্ষে তং চকার হরিঃ স্বয়ম্ ॥৪৮

সমর্থ তথাপি শরণাগতকে কখনই পুদান করিতে পারি না। যে ব্যক্তি ভয় পাইয়া আশ্রিত শরণাগতকে পরিত্যাগ করে, তাহাকে ধর্ম্য অতি দারুণ শাপ পুদান করিয়া পরিত্যাগ করেন ১৪০।১৪১।৪২

হে জগৎপুভো, আমি সমুদয় পরিত্যাগ করিতে সমর্থ, কিন্তু আপনার ধর্ম্য পরিত্যাগ করিতে সক্ষম নই। যে ব্যক্তি নিজধর্ম্য পরিত্যাগী হয়, সে সকলের বহিকৃত হয়। এবং যে সর্বদা ধর্ম্যকে রক্ষা করে, ধর্ম্যও তাহাকে রক্ষা করেন। হে ঈশ্বর, আপনি ধর্ম্যস্বরূপ অবগত হইয়াও আমাকে নিঃশায়ী দ্বারা মোহিত করিবার নিমিত্ত এ কি আজ্ঞা করিতেছেন। আপনি সকলের রক্ষাকর্তা, সৃজনকর্তা ও পরিণামে বিনাশকর্তা, আপনাতে যাহার দৃঢ় ভক্তি থাকে সে কাহাকে ভয় করিবে? শঙ্করের বাক্য শুনিয়া সকলের ভাবঞ্চ ভগবান্ হরি চন্দ্র হইতে আর একটি চন্দ্র নিষ্ক্রামিত করিয়া দক্ষকে পুদান করিলেন। নিব্যাধি অর্কচন্দ্র মহাদেবের মস্তকে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এবং প্রজাপতি দক্ষ বিষ্ণুদত্ত মস্তকে গ্রহণ করিলেন ১৪৬।৪৭

দক্ষ ঐ চন্দ্রকে যক্ষারোগগ্রস্ত দেখিয়া নারায়ণকে স্তব করিতে লাগিলেন। নারায়ণ তাঁহাকে একপক্ষে পূর্ণ এবং একপক্ষে ক্ষীণ করিলেন ১৪৮

পতিবিয়োগে মালাবতীর বিলাপ ।

(ত্রক্ষ খণ্ড—ত্রয়োদশ অধ্যায় ।)

বিচেতনা তত্র তস্থৌ কাস্তং কৃত্বা স্ববক্ষসি ।
পরিপূর্ণং দিবানক্ৰং সর্ষেদেবৈশ্চ রক্ষিতা ॥১
প্রভাতে চেতনাং প্রাপ্য বিললাপ ভৃশং মুহুঃ ।
ইতুবাচ পুনস্তত্র হরিং সযোধ্য সা সতী ॥২
হে কৃষ্ণ জগতাং নাথ, নাথ, নাহং জগদ্বহিঃ ।
স্বমেব জগতাং পাতা মাং ন পাহি কথং প্রভো ॥৩
অয়ং ভর্তৃশ্চ ভার্য্যাং মমেতি তব মাযয়া ।
স্বমেব বাস্তুবো ভর্তৃ সর্ষেবাং সর্ষকারণম্ ॥৪
গন্ধর্কঃ কৰ্ম্মণা কাস্তঃ কাস্তাহমশ্চ কৰ্ম্মণা ।
ক গতঃ কৰ্ম্মভোগাস্তে কুত্র সংস্থাপ্য মাং প্রিয়াম্ ॥৫

শাকী মালাবতী মৃতপতির দেহ আপনার বক্ষঃস্থলে ধারণ করত
অচেতনাবস্থায় সেই স্থানে সমস্ত দেবগণ কতৃক রক্ষিত হইয়া সম্পূর্ণ
দিবারাত্র অতিবাহিত করিল। এবং প্রভাতকালে জ্ঞানলাভ করিয়া
অতিশয় বিলাপ করিতে লাগিল। অনন্তর শ্রীহরিকে সযোজন করিয়া
এইরূপ বলিতে লাগিল। হে কৃষ্ণ, আপনি জগতের নাথ, আমি জগৎ
হইতে ভিন্ন নই, আপনি জগতের রক্ষাকর্তা অতএব হে প্রভো, কেন
আমাকে রক্ষা করিবেন না? আপনার মায়াতেই এ আমার ভর্তা, আমি
ইহার ভার্য্যা, এইরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছি। বস্তুতঃ আপনিই জগতের কারণ
ও সকলের স্বামী। গন্ধর্ক আপনার কৰ্ম্ম প্রভাবে আমার স্বামিত্ব
লাভ করিয়াছিল এবং আমিও কৰ্ম্মবশে তাহার পত্নী হইয়াছি। এক্ষণে
কৰ্ম্মভোগের অবসানে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন
করিয়াছে। ১।২।৩।৪।৫

কো বা কস্তাঃ পতিঃ পুত্রঃ কা বা কস্ত প্রিয়া বিভো ।
 সংযুক্তি বিধাতা চ বিযুক্তি চ কৰ্ম্মণা ।
 সংযোগে পরমানন্দো বিয়োগে প্রাণশঙ্কটঃ ॥৬
 শব্দজ্জগতি মূৰ্খস্য নান্দ্যারামস্য নিশ্চিতম্ ।
 নশ্বরো বিষয়ঃ সত্যং ভোগাশ্চ বন্ধবো ভূবি ॥৭
 স্বয়ং ত্যক্তঃ সুখায়ৈব হুঃখায় ত্যাজিতঃ পরৈঃ ।
 তন্মাত্তং সন্তঃ স্বয়ং ত্যক্তা পরমৈশ্বৰ্য্যমীপ্সিতম্ ।
 ধ্যায়ন্তে সন্ততং কৃষ্ণপাদপদ্মং নিরাপদম্ ॥৮
 সৰ্ব্বত্র জ্ঞানিনঃ সন্তঃ কা দ্বী জ্ঞানবতী ভূবি ॥৯
 ততো মহং বিমূঢ়ায়ৈ দাতুমহঁসি বাঞ্ছিতম্ ।
 ন মে বাঞ্ছাহমরহে চ শক্বে মোক্ষবয়্নি ॥১০
 ইমং কাস্তং বরং দেহি চতুৰ্ভুগকরং পরম্ ॥১১
 নারায়ণ জগৎকাস্ত নাহমেব জগদ্বহিঃ ।
 শীঘ্রং জীবয় মংকাস্তমন্তথা ত্বাং শপামাহম্ ॥১২

হে প্রভো, কেবা কাহার পতি? কেবা কাহার পুত্র? বিধাতা কৰ্ম্মবশেই প্রাণিদিগকে পরস্পর সংযুক্ত ও বিযুক্ত করেন। এই জগতে মূৰ্খ-দিগেরই সংযোগে পরম আনন্দ হয় এবং বিয়োগে অতিশয় হুঃখ হয়। আত্ম-তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতদিগের কখনই এরূপ হয় না। বিষয় সকল ক্ষণভঙ্গুর, ভোগ এবং বান্ধব সকল ও নশ্বর, ইহাদিগকে যে ব্যক্তি স্বয়ং ত্যাগ করিতে পারে সেই সুখী হয়, অপরে ত্যাগ করাইলে কেবল হুঃখ ভোগ করিতে হয়। এই নিমিত্ত পণ্ডিতগণ অভীপ্সিত পরম ত্রৈশ্বৰ্য্য পরিত্যাগ করিয়া, সৰ্ব্ব-প্রকার-আপদ-শূন্য শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম সৰ্ব্বদা ধ্যান করিয়া থাকেন। এই পৃথিবীতে পণ্ডিতেরাই যথার্থ জ্ঞানী, দ্বীজাতি কিরূপে জ্ঞানবতী হইতে পারে? সুতরাং আমি অতি বিমূঢ়া আমাকে আমার অভিলষিত পতি প্রদান করুন। আমার দেবত্ব লাভ করিতে ইচ্ছা নাই, ইন্দ্রত্ব লাভ করিতেও ইচ্ছা নাই, মোক্ষপথেও ইচ্ছা নাই,—আমাকে চতুৰ্ভুগের একমাত্র কারণস্বরূপ পতিকে প্রদান করুন। ১৭।৮।৯।১০।১১

হে জগৎপতে, নারায়ণ, আমি জগৎ হইতে পৃথক্ নই। অতএব শীঘ্র আমার পতিকে উজ্জীবিত করুন। অন্তথা আমি আপনাকে শাপ প্রদান করিব। হে প্রজাপতে, ব্রহ্মন, আপনি আপনার পুত্রের-শাপে এই পৃথিবীতে

প্রজাপতে পুঞ্জশাপাং ত্বমপূজ্যো মহীতলে ।
 তত্বেবানধিকারিত্বং করিষ্যাম্যধুনা ভবে ।
 হে শম্ভো জ্ঞানলোপন্তে করিষ্যামি শপেন চ ॥১৩
 ধর্মলোপঞ্চ ধর্মস্য করিষ্যাম্যাবলীলয়া ।
 যমাদিকারং দূরঞ্চ করিষ্যামি ন সংশয়ঃ ॥১৪
 সত্যং কালং শপিষ্যামি মৃত্যুকন্যাং স্ননিষ্ঠুবাম্ ।
 শপামি সর্কানত্ৰৈব জরাং ব্যাধিং বিনাধুনা ।
 ব্যাধিনা জরয়া মৃত্যুর্ন হৃভুচ পতের্মম ॥১৫
 ইতুক্ত্বা কৌশিকীতীরং জগাম শপ্তুমিব তান্ ।
 মালাবতী মহাসাক্ষী শবং কৃত্বা স্ববক্ষসি ॥১৬
 তাং শপ্তুমুদ্যতাং দৃষ্ট্বা ব্রহ্মা দেবপুত্রো গমঃ ।
 জগাম শরণং বিষ্ণুং তীরং ক্ষীরশয়োনিধেঃ ॥১৭
 তত্র স্নাত্বা চ তুষ্টাব পরমায়ানমীশ্বরম্ ।
 বিষ্ণুং ব্রহ্মা জগৎকাস্তমভীতং তঞ্চ ভীতবৎ ॥১৮
 উপবর্হণপত্নী সা কন্যা চিত্ররথশ্চ চ ।
 কাস্তুহতোশ্চ মাং দেবান্ শপেৎ ত্বং রক্ষ মাধব ॥১৯

অপূজ্য হইয়াছেন, আমি এক্ষণে আপনাকে এই সংসারে অধিকারশূন্য
 করিব। হে মহাদেব, আমি শাপপ্রভাবে আপনার জ্ঞানলোপ করিব। এবং
 অবলীলাক্রমে ধর্মেরও ধর্ম লোপ করিব। আমি নিশ্চয়ই যমের অধিকার দূর
 করিব। সত্য সত্যই এক্ষণে কাল, নির্ভর মৃত্যুকন্যা এবং জরাব্যাধি ব্যতীত
 সমুদয় যমের অনুচরবর্গকে শাপপ্রদান করিব, কেননা আমার পতির জরা
 বা ব্যাধির দ্বারা মৃত্যু হয় নাই। পরম সাক্ষী মালাবতী এই কথা বলিয়া
 সেই শবদেহ আপনার বক্ষঃস্থলে ধারণ করত পূর্বোক্ত দেবতাদিগকে শাপ
 দিবার নিমিত্ত কৌশিকী নদীর তীরে গমন করিলেন । ১২।১৩।১৪।১৫।১৬

তাহাকে শাপ দিতে উদ্যত দেখিয়া সমস্ত দেবগণের সহিত ব্রহ্মা ক্ষীর-
 সমুদ্রের তীরে গমন করিয়া বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। সেই ক্ষীর সমুদ্রে
 মান করিয়া ব্রহ্মা জগতের পতি, পরমায়্যা, পরমেশ্বর, ভয়শূন্য বিষ্ণুকে ভয়ে
 ভয়ে ভব করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন “হে মাধব, চিত্ররথের কন্যা
 উপবর্হণের পত্নী মালাবতী, আপনার পতির নিমিত্ত আমাকে ও অপর
 দেবতাদিগকে শাপ দিতে উদ্যত হইয়াছে, আপনি রক্ষা করুন । ১৭।১৮।১৯

দেবা উচুঃ ।

যজ্ঞভাজো যুতভূজো বরমেব হুয়া কৃতাঃ ।
 যোষিচ্ছাপেন তৎ সৰ্ব্বমধুনা যাতি মাধব ॥২০
 এতস্মিন্নস্তরেহ কস্মাদাগ্‌বভূবাশরীরিণী ।
 যুগং গচ্ছত তন্মূলং, বিপ্ররূপী জনার্দনঃ ।
 পশ্চাদ্‌যাত্তি শাস্ত্যর্থমিতি বো রক্ষণায় চ ॥২১
 তত্র স্থিত্বা ক্ষণং দেবা ব্রহ্মেশানপুরোগমাঃ ।
 যযুশ্শালাবতীমূলং পরং মঙ্গলদায়কাঃ ॥২২
 মালাবতী সুরান্‌ দৃষ্ট্বা প্রণনাম পতিব্রতা ।
 কুরোদ কাশ্বেং সংস্থাপ্য দেবানাং সন্নিধৌ যুনে ॥২৩
 এতস্মিন্নস্তরে তত্র কশ্চিদ্‌ ব্রাহ্মণবালকঃ ।
 আজগাম সুরাণাং চ সভামতিমনোহরঃ ॥২৪
 সুরান্‌ সম্ভাষ্য তত্রৈব বিস্মিতান্‌ বিষ্ণুমায়ায় ।
 তত্রোবাস সভামধ্যে তারামধ্যে যথা শশী ॥২৫
 উবাচ দেবান্‌ সৰ্ব্বাংশ্চ মালতীঞ্চ বিচক্ষণঃ ।
 কথমত্র সুরাঃ সৰ্ব্বে ব্রহ্মেশানপুরোগমাঃ ॥২৬

সমুদয় দেবগণ বলিলেন, হে মাধব, আপনিই আমাদের কাছে যজ্ঞাংশ-
 ভাগী এবং যুতভোজী করিয়াছেন। কিন্তু এক্ষণে জ্ঞীলোকের শাপে সে
 সকল নষ্ট হইতে চলিল ৷২০

এই অবসরে হঠাৎ আকাশবাণী শ্রুতিগোচর হইল। “তোমরা তাহার
 নিকট গমন কর, তোমাদের রক্ষা ও শাস্তির নিমিত্ত নারায়ণ ব্রাহ্মণবেশ
 ধারণ পূর্বক তোমাদের পশ্চাতেই গমন করিবেন।” নিখিল মঙ্গলের
 বিধানকারী, ব্রহ্মা ও ঈশানাঙ্গী দেবগণ সেই স্থানে ক্ষণমাত্র অবস্থানের পর
 মালাবতীর নিকট গমন করিলেন। পতিব্রতা মালাবতী দেবতাদিগকে দেখিয়া
 প্রণাম করিলেন এবং দেবতাদিগের সম্মুখে নিজ পতির দেহ স্থাপিত করিয়া
 কঁাদিতে লাগিলেন। এই অবসরে অতি সূক্ষ্মর একটা ব্রাহ্মণ বালক সেই
 দেবতাদিগের সভায় উপস্থিত হইল ৷২১৷২২৷২৩৷২৪

ঐ বালক, বিষ্ণুমায়ায় বিস্মিত দেবগণকে সম্ভাষণ করিয়া, নক্ষত্রের
 মধ্য চক্রেয় স্তায়, সেই সভামধ্যে উপবেশন করিলেন, ও সমুদয় দেবগণ ও
 মালাবতীকে সন্মোহন করিয়া বলিতে লাগিলেন। কি নিমিত্ত ব্রহ্মা ঈশান

স্বয়ং বিধাতা জগতাং স্রষ্টাহিত্র কেন কৰ্ম্মণা ।
 সৰ্বব্রহ্মাণ্ডসংহর্তা শঙ্করত্র স্বয়ং বিভূঃ ॥২৭
 অহো ত্রিজগতাং সাক্ষী ধৰ্ম্মশ্চ সৰ্বকৰ্ম্মণাম্ ।
 কথং রবিঃ কথং চন্দ্রঃ কথমত্র হতাশনঃ ॥২৮
 কথং কালো মৃত্যুকন্যা কথং বাহিত্র যমাদয়ঃ ॥২৯
 হে মালাবতি ! স্বংক্রোড়ে শবঃ কতেহতিশুক্ৰিতঃ ।
 জীবিতায়াঃ কথং মূলে ঘোষিতশ্চ পুমান্ শবঃ ॥৩০
 ইতুজ্জ্বলা তাংশ্চ তাং বিপ্রো বিররাম সভাতলে ।
 মালাবতী তং প্রণম্য সমুবাচ বিচক্ষণম্ ॥৩১
 আনন্দপূৰ্ব্বকং বন্দে বিশ্রূপং জনার্দনম্ ।
 তুষ্টী দেবা হরিস্তুষ্টৌ যস্য পুষ্পজলেন চ ॥৩২
 অবধানং কুরু বিভো শোকাক্তায়া নিবেদনে ।
 সমা কৃপা সতাং শশ্বৎ ষোণ্যাঘোণ্যো কৃপাবতাম্ ॥৩৩
 উপবৰ্হণভাৰ্য্যাং কন্যা চিত্ররথস্যা চ ।
 দেবামুদ্दिश্য বিলপে যথা জীবতি মৎপতিঃ ॥৩৪

আদি দেবগণ সকলে এখানে উপস্থিত হইয়াছেন ? কি হেতুই বা জগতের
 স্রষ্টা, বিধাতা স্বয়ং এই স্থানে আগমন করিয়াছেন ? ব্রহ্মাণ্ডের সংহারকারী
 মহাদেবকেও যে এই স্থানে দেখিতে পাইতেছি ? ত্রিজগতের সমুদায়
 কৰ্ম্মের সাক্ষী ধৰ্ম্ম, রবি, চন্দ্র, অগ্নি, কাল, মৃত্যুকন্যা, এবং যম প্রভৃতি
 সকলেই এখানে কি নিমিত্ত উপস্থিত ? হে মালাবতি, তোমার ক্রোড়ে
 অতিশুক্ৰ এই শবদেহ কাহার ? জীবিতা স্ত্রীর নিকটে পুরুষের শবদেহ
 কেন ? ২৫২৬২৭২৮২৯৩০

সেই ব্রাহ্মণ বালক দেবগণ ও মালাবতীকে এই কথা বলিয়া সভামধ্যে
 তুষ্টিভাবধারণ পূৰ্ব্বক উপবেশন করিলেন । মালাবতী তাঁহাকে প্রণাম
 পূৰ্ব্বক বলিলেন, আমি ব্রাহ্মণরূপী শ্রীবিষ্ণুকে আনন্দ পূৰ্ব্বক প্রণাম করি,
 বাহার পুষ্প ও জলে নারায়ণ তুষ্ট হন, তাঁহার উপর সৰ্বদেবতাও সমস্ত
 থাকেন । হে বিভো, এই শোকাক্তা কিছু নিবেদন করিতেছে, অবধান প্রদান
 করুন । কৃপালু সাধুগণ যোগ্য ও অযোগ্য উভয়ের উপরই সৰ্বদা সমান
 কৃপা করিয়া থাকেন । আমি গন্ধৰ্ব্বরাজ চিত্ররথের কন্যা এবং উপবৰ্হণের
 ভাৰ্য্যা, আমার পতি অকস্মাৎ ব্রহ্মার পাশে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, এক্ষণে

স্বকাৰ্য্যসাধনে সৰ্ব্বৈ বাগ্ৰাশ্চ জগতীতলে ।
 ভাবাভাবং ন জানন্তি কেবলং স্বার্থতৎপরাঃ ॥৩৫
 সূখং দুঃখং ভয়ং শোকঃ সন্তাপঃ কৰ্ম্মণাং নৃণাম্ ।
 ঐশ্বৰ্য্যং পরমানন্দো জন্ম মৃত্যুশ্চ মোক্ষণম্ ॥৩৬
 দেবাশ্চ সৰ্ব্বজনকা দাতারঃ কৰ্ম্মণাং ফলম্ ।
 কৰ্ত্তারঃ কৰ্ম্মবৃক্ষাণাং মূলোচ্ছেদঞ্চ লীলয়া ॥৩৭
 ন হি দেবাং পরো বন্ধুর্নহি দেবাং পরো বলী ।
 দয়াবান্ নহি দেবাচ্চ ন চ দাতা ততঃ পরঃ ॥৩৮
 সৰ্কান্ দেবানহং যাচে পতিদানং মমেপ্সিতম্ ।
 ধৰ্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং ফলদাশ্চ সুরদ্রমান্ ॥৩৯
 যদি দাস্যাস্তি দেবা মে কাশ্তদানং যথেষ্টিতম্ ।
 ভদ্রং তদান্যথা তেভ্যো দাস্যামি স্ত্রীবধং ধ্রুবম্ ॥৪০
 শপিষ্যামি চ সৰ্কীংশ্চ দারুণং হুনিবারকম্ ।
 হুনিবার্য্যঃ সতীশাপঃ তপসা কেন বার্য্যাতে ॥৪১

আমি সমুদায় দেবতাকে উদ্দেশ করিয়া কাতরস্বরে প্রার্থনা করিতেছি,
 যে আমার পতি পুনর্বার জীবন প্রাপ্ত হউন। এই পৃথিবীতে সকলেই
 আপনার কার্য্যসাধনে ব্যস্ত। অপরের ভাব বা অভাব কিছুই বুঝিতে চাহে
 না, কেবল স্বস্বকাৰ্য্য সাধনেই তৎপর। ৩৫।৩৬।৩৭।৩৮।৩৯।৪০।৪১

সূখ, দুঃখ, ভয়, শোক, সন্তাপ, ঐশ্বৰ্য্য, পরমানন্দ, জন্ম, মৃত্যু, ও মুক্তি,
 এই সমুদায়ই মনুষ্যদিগের কৰ্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয়। নিখিল কার্য্যের উৎপাদক
 দেবগণই এই সকল কৰ্ম্মফলের প্রদাতা, এবং তাঁহারা অবলীলাক্রমে কৰ্ম্মবৃক্ষের
 মূলোচ্ছেদও করিয়া থাকেন, দেবতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বন্ধুও কেহ নাই, দেবতা
 অপেক্ষা কেহ বলবানও নাই, দেবতা অপেক্ষা কেহ দয়াবানও নাই আর
 দেবতা অপেক্ষা কেহ দাতাও নাই। এই নিমিত্ত ধৰ্ম্ম, অর্থ, কাম, ও মোক্ষ
 ফলের কল্পতরু স্বরূপ সমুদয় দেবতার নিকট আমার ঈপ্সিত পতিদান প্রার্থনা
 করিতেছি। যদি দেবগণ আমার ঈপ্সিত পতিদান করেন, তাহা হইলেই তাঁহা-
 দিগের মঙ্গল, নতুবা আমি তাঁহাদিগকে স্ত্রীবধ জনিত পাপ সমর্পণ করিব। এবং
 তাঁহাদের সকলকেই এইরূপ দারুণ ভাবে শাপ প্রদান করিব যে, তাহা হইতে
 তাঁহারা মুক্তিলাভ করিতে পারিবেন না। কারণ সতীর শাপ অত্যন্ত অনিবার্য্য,
 তাহা কোন প্রকার তপস্তা দ্বারাও নিবারিত হয় না। ৩৬।৩৭।৩৮।৩৯।৪০।৪১

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

কেন রোগেণ হি মৃতোহধুনা সান্নিহ, তব প্রিয়ঃ ।
 সৰ্বরোগচিকিৎসাঞ্চ জানামি চ চিকিৎসকঃ ॥৪২
 যো বা যোগেন খেদেন দেহত্যাগং কৰোতি চ ।
 তস্য তং জীবনোপায়ং জানামি যোগধৰ্ম্মতঃ ॥৪৩
 ব্রাহ্মণস্ত বচঃ শ্রদ্ধা স্মৃতি মালাবতী সতী ।
 সন্নিহিতা স্নিগ্ধচিহ্না সা তমুবাচ প্রহৰ্ষিতা ॥৪৪
 অহো শ্রুতং কিমাশ্চৰ্য্যং বচনং বালবক্তৃতং ।
 বয়স্যাতিশিশুদৃষ্টো জ্ঞানং যোগবিদাং বরম্ ॥৪৫
 ত্বয়া কৃতা প্রতিজ্ঞা চ কাস্তং জীবয়িতুং ক্ষমা ।
 বিপরীতং ন সৰ্বাক্যং তংক্ষণং জীবিতঃ পতিঃ ॥৪৬
 স্বামী কৰ্ত্তা চ হৰ্ত্তা চ শাস্তা পোষ্টা চ রক্ষিতা ।
 অভীষ্টদেবঃ পূজ্যশ্চ ন গুরুঃ স্বামিনঃ পরঃ ॥৪৭
 কল্পা সংকুলজাতা যা সা কাস্তবশবৰ্দ্ধিনী ।
 যা স্বতন্ত্রা চ সা দৃষ্টা স্বভাবাং কুলটা ধ্রুবম্ ॥৪৮ ।
 দৃষ্টা পরপুমাংসঞ্চ সেবতে যা নরাধমা ।
 সা নিন্দতি পতিং শব্দদসৎশপ্রসূতিকা ॥৪৯

ব্রাহ্মণ বলিলেন হে সান্নিহ, তোমার পতি কোন রোগে মৃত হইয়াছেন ?
 বল আমি চিকিৎসক, সকলরোগের চিকিৎসা জানি । যে ব্যক্তি রোগে বা
 খেদে দেহত্যাগ করে, আমি যোগধৰ্ম্মানুসারে তাহারও জীবনোপায় করিতে
 পারি । ব্রাহ্মণের বাক্য শুনিয়া, সান্নিহী মালাবতী আশ্লাদে স্মৃতি হইলেন
 এবং দৃষ্টান্তে ও সহাস্তবদনে তাঁহাকে বলিলেন । অহো ! এই বালকের
 মুখ হইতে কি বিচিত্র বাক্য শ্রুত হইল ! ইহার বয়স অতি অল্প হইলেও
 জ্ঞান কিন্তু যোগিগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ । আপনার কৃত প্রতিজ্ঞাই আমার
 পতিকে জীবিত করিতে সক্ষম, যেহেতু সাধুদিগের বাক্য কখনই বিপরীত
 হয় না । আপনি যেক্ষণে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, সেইক্ষণ হইতেই আমার
 পতিকে জীবিত বলিয়া স্থির করিয়াছি । ৪২।৪৩।৪৪।৪৫।৪৬

স্বামী জ্ঞানিগের কৰ্ত্তা, হৰ্ত্তা, শাসিতা, পোষণকৰ্ত্তা, রক্ষিতা ও অভীষ্টদেবতা,
 এবং পূজ্য । জ্ঞানিগের স্বামী অপেক্ষা আর কেহই গুরু নাই । সংকুলোৎপন্ন-
 কামিনীগণ সৰ্বদাই ভর্ত্তার বশবৰ্দ্ধিনী হইয়া থাকে, এবং যাহারা পতি

উপবর্হণভাৰ্য্যাং কন্তা চিত্তরথস্য চ ।

বধূর্গন্ধৰ্ব্বরাজস্য কান্তভক্তা সদা দ্বিজ ॥৫০

সৰ্বং কলয়িতুং শত্ৰুশৃংগ বেদবিদাং বর ।

কালং যমং মৃত্যুকন্যাং মদভ্যাসং সমানয় ॥৫১

মালাবতীবচঃ শ্রদ্ধা বিশ্রোতবদবিদাং বরঃ ।

সভামধ্যে সমাহুয় তান্ প্রত্যক্ষং চকার হ ॥৫২

তাংশ্চ দৃষ্ট্বা চ নিঃশঙ্কা পপ্রচ্ছ প্রথমং যমং ।

মালাবতী মহাসাধ্বী প্রহৃষ্টবদনেক্ষণ ॥৫৩

হে ধর্মরাজ ধর্মিষ্ঠ ধর্মশাস্ত্রবিশারদ ।

কালব্যতিক্রমে কান্তং কথং হরসি মে বিভো ॥৫৪

যম উবাচ ।

অপ্রাপ্তকালো ম্রিয়তে ন কশ্চিৎ জগতীতলে ।

ঈশ্বরাজ্ঞাং বিনা সাক্ষি, নামৃতং চালয়াম্যহম্ ॥৫৫

অহংকালো মৃত্যুকন্তা ব্যাধয়শ্চ সূহৃজয়াঃ ।

নিবেকেন প্রাপ্তকালং কালয়ন্তীশ্বরাজ্ঞয়া ॥৫৬

হইতে স্বতন্ত্র, তাহারাই দৃষ্টা এবং নিশ্চয়ই স্বভাবতঃ কুলটা, ছুট ও অধম জীগণই পর পুরুষের সেবা করে এবং সেই অসদৃশ সমুত্ত জ্ঞী সকলই সর্বদা আপনার ২ পতির নিন্দা করে। হে দ্বিজ, আমি গন্ধর্ব্বরাজ চিত্র-রথের কন্যা গন্ধর্ব্বরাজ কুমার উপবর্হণের ভাৰ্য্যা, গন্ধর্ব্বরাজের কুণবধু এবং সর্বদাই পতিভক্তিপরায়ণা। হে বেদবিদাংবর, আপনি সকলকেই এখানে আহ্বান করিতে সক্ষম, অতএব কাল, যম ও মৃত্যুকন্যাকে আমার নিকটে আনয়ন করুন। ৪৭।৪৮।৪৯।৫০।৫১

মালাবতীর বাক্য শ্রবণ করিয়া বেদবিদের শ্রেষ্ঠ সেই ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগের সকলকে আহ্বান করিয়া সকলের প্রত্যক্ষ করাইলেন। ৫২

মহাসাধ্বী মালাবতী তাঁহাদের সকলকে দেখিয়া প্রহৃষ্টবদনে প্রকু-নেত্রে এবং নিঃশঙ্কচিত্তে প্রথম যমকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ৫৩

হে ধর্মরাজ! আপনি ধর্মিষ্ঠ এবং সমুদয় ধর্মশাস্ত্রে বিশারদ অতএব হে বিভো! অকালে আমার পতিকে কি কারণ হরণ করিলেন। ৫৪

যম বলিলেন—এই পৃথিবীতলে কেহই অকালে মরে না, হে সাক্ষি! আমি ঈশ্বরাজ্ঞা ব্যতীত কোনও জীবিত ব্যক্তিকে চালিত করি না, আমি

মৃত্যুকল্পা বিচারজ্ঞা যং প্রাপ্নোতি নিবেকতঃ ।

তমহং কালয়াম্যেব পৃচ্ছ তাং কেন হেতুনা ॥৫৭

মালাবত্যাচ ।

ত্বমপি স্ত্রী মৃত্যুকল্পা জানাসি স্বামিবেদনম্ ।

কথং হরসি মৎকাস্তং জীবিতস্মিণ্যং ময়ি প্রিয়ে ॥৫৮

মৃত্যুকল্পোবাচ ।

পুরা বিশ্বসৃজা সৃষ্টাপ্যাহমেবাত্র কৰ্ম্মণি ।

ন চ ক্রমা পরিত্যক্তুং বহুনা তপসা সতি ॥৫৯

সতী সতীনাং মুখো চ কাচিতেজস্বিনী বরা ।

মামেব ত্বেন বিহুৰ্বেদাং ক্রমা যদি ভবেদ্ ভবে ॥৬০

সৰ্ব্বাণ্যনি চ সৰ্ব্বাণি যদৈব ভবতি সূন্দরি ।

পুত্ৰাণাং স্বামিনঃ পশ্চাদ্ ভবিতা যদ্ভবিষ্যতি ।৬১

কালেন প্রেরিতাহং মৎপুত্রা ব্যাধয়শ্চ বৈ ।

ন মৎসুতানাং দোষশ্চ ন চ মে শৃণু নিশ্চিতম্ ॥৬২

কাল, মৃত্যুকন্যা এবং দুৰ্জয় ব্যাধিসকল, ঈশ্বরের আজ্ঞা অনুসারেই গর্ভাধান হইতে জীবের মৃত্যুকাল অপেক্ষা করি। বিবেকিনী মৃত্যুকন্যা গর্ভাধান হইতে বাহার শরীরে প্রতিষ্ঠিত হন, আমি যথাকালে তাহাকে আনয়ন করি মাত্র। অতএব তাহাকে জিজ্ঞাসা কর, কি হেতু তোমার স্বামীর অকালে মৃত্যু হইয়াছে ।৫৫।৫৬।৫৭

মালাবতী বলিলেন, হে মৃত্যুকন্যে, আপনি স্ত্রীজাতি, স্বামীবিরহের দুঃখও জ্ঞাত আছেন, অতএব আমি জীবিত থাকিতে আমার পতিকে কি নিমিত্ত হরণ করিলেন ?৫৮

মৃত্যুকন্যা বলিলেন, পূৰ্ব্বকালে বিধাতা কর্তৃক আমি এই কৰ্ম্মের নিমিত্তই সৃষ্ট হইয়াছি। হে সাক্ষি, আমি বহু তপস্যা করিয়াও এই নিয়োগ হইতে নিজকে পরিত্রাণ করিতে সক্ষম হই নাই, কোন তেজস্বিনী অমূল্য সতীসাক্ষীর অগ্রগণ্য। যদি এই সংসারে আমাকে ভয়সাৎ করিতে সক্ষম হয়, তাহা হইলে সকল আপদের শান্তি হয়, পরে আমার পুত্র ও স্বামীর ভাগ্যে বাহা আছে, তাহাই হইবে। ইহাতে আমি বা আমার পুত্র ব্যাধিগণের কোন দোষ নাই, ইহা আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি। হে ভগ্নে !

পৃচ্ছ কাশং মহাত্মানং ধর্মজ্ঞং ধর্মসংসদী ।

তদা যচ্চিতং ভদ্রে তৎ করিষ্যসি নিশ্চিতম্ ॥৬৩

মালাবত্যাচ ।

হে কাশ কৰ্ম্মনাং সাক্ষিন্ কৰ্ম্মরূপ সনাতন ।

নারায়ণাংশ ভগবন্ নমস্তভ্যং পরায় চ ॥৬৪

কথং হবসি মংকান্তং জীবিতায়াং মরি প্রভো ।

জানাসি সৰ্ব্বদুঃখঞ্চ সৰ্ব্বজ্ঞস্ত্বং কুপানিধে ॥৬৫

কাশপুরুষ উবাচ ।

কোবাহং কো যমঃ কা চ মৃত্যুকণ্ঠা চ ব্যাধয়ঃ ।

বয়ং ভ্রমামঃ সততমীশাজ্ঞাপরিপালকাঃ ॥৬৬

যন্ত সৃষ্টা চ প্রকৃতিব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ

সুখা মুনীন্দ্রা মনবো মানবাঃ সৰ্ব্ব জগতীতলে ।

ধ্যায়ন্তে যৎপদান্তোজ্ঞং যোগিনশ্চ বিচক্ষণাঃ ।

জপন্তে শশ্বদামানি পুণ্যানি পরমায়নঃ ॥৬৮

যন্তরাৱাতি বাতোহয়ং সূর্যাস্তপতি যদভয়াং ।

স্রষ্টা ব্রহ্মাজ্ঞয়া যন্ত পাতা বিসুৰ্যদাজ্ঞয়া ॥৬৯

এই ধৰ্ম্মনভায় ধৰ্ম্মজ্ঞ মহাত্মা কাশকে জিজ্ঞাসা কর, তাহার পর যাহা উচিত বোধ করিবে তাহাই করিবে ।৫৯।৬০।৬১।৬২।৬৩

মালাবতী বলিলেন, হে নিখিল কৰ্ম্মের সাক্ষী, কৰ্ম্মরূপ, সনাতন কাশ আপনি নারায়ণের অংশ, আপনাকে নমস্কার করি, হে প্রভো, আমি জীবিত থাকিতে কিনিমিত্ত আমার পতিকে হরণ করিয়াছেন। হে কুপানিধে! আপনি সৰ্ব্বজ্ঞ, সকলেরই দুঃখ জ্ঞাত আছেন ।৬৪।৬৫

কাশ বলিলেন আমি কে! যমই বা কে? মৃত্যুকন্যাই বা কে? এবং ব্যাধিগণই বা কে? আমরা সকলে ঈশ্বরের আজ্ঞা পরিপালন করতঃ ভ্রমণ করিতেছি মাত্র। যিনি প্রকৃতিকেও সৃজন করিয়াছেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব আদি দেবগণ, মুনীন্দ্র, মনু, মানব, ও সৰ্ব্বপ্রকার জন্তুগণ ও বিচক্ষণ যোগিগণ, যাহার চরণ পদ্ম সৰ্ব্বদা ধ্যান করেন এবং যে পরমাত্মার পবিত্র নাম সৰ্ব্বদা জপ করেন, যাহার ভয়ে বায়ু সৰ্ব্বদা প্রবাহিত হয়, যাহার ভয়ে সূর্য্য তাপ প্রদান করেন, যাহার আজ্ঞায় ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি করেন, বিষ্ণু জগৎ পালন করেন, এবং যাহার আজ্ঞায় মহাদেব সমুদায় জগৎকে সংহার করেন।

সংহর্তা শঙ্করঃ সৰ্ব-জগতাং যন্ত শাসনাং ।
 ধৰ্ম্মশ্চ কৰ্ম্মণাং সাক্ষী যন্তাজ্ঞা-পরিপালকঃ ॥৭০
 রাশিচক্রং গ্রহাঃ সৰ্ব্বে ভ্রমন্তি যন্ত শাসনাং ।
 দিগীশাষ্টশ্চৈব দিক্‌পালা যন্তাজ্ঞা-পরিপালকাঃ ॥৭১
 যন্তাজ্ঞয়া চ তরবঃ পুষ্পাণি চ ফলানি চ ।
 বিভ্রত্যেব দদত্যেব কালে মালাবতি সতি ॥৭২
 যন্তাজ্ঞয়া জলাধারাঃ সৰ্ব্বাধারা বহুধরা ।
 ক্ষমাবতী চ পৃথিবী কম্পিতা চ ভয়েন চ ॥৭৩
 মহ্সা মোহিতা মায়া মায়ায়া যন্ত সন্ততম্ ।
 সৰ্ব্বপ্রমুখা প্রকৃতিঃ সা ভীতা যদভয়াদহো ॥৭৪
 যন্তাস্তং ন বিভূৰ্দ্বেদা বস্তুনাং ভাবগা অপি ।
 পুরাণানি চ সৰ্ব্বাণি যস্মৈব স্ততিপাঠকাঃ ॥৭৫
 যস্য নাম বিধিবিষ্ণুঃ সেবতে স্মহান্ বিরাট্ ।
 ষোড়শাংশো ভগবতঃ স এব তেজসো বিভোঃ ॥৭৬
 সৰ্ব্বেশ্বরঃ কালকালো মৃত্যোমৃত্যুঃ পরাং পরঃ ।
 সৰ্ব্ববিঘ্নবিনাশায় তং কৃষ্ণং পরিচিন্তয় ॥৭৭

সকল কৰ্ম্মের সাক্ষী ধৰ্ম্ম যাহার আজ্ঞার প্রতিপালক এবং সমুদায় গ্রহগণ
 যাহার শাসনে রাশিচক্রের চারিদিকে পরিভ্রমণ করে। দিগধিপতি দিক্-
 পালগণ, যাহার আজ্ঞার পরিপালক, যাহার আজ্ঞায় বৃক্ষ সকল যথা-
 কালে ফল ও পুষ্প ধারণ ও অর্পণ করে, যাহার আজ্ঞায় জলাশয় সকল
 উৎপন্ন হইয়াছে, এবং এই পৃথিবী সকলের আধার হইয়াছে। যাহার
 ভয়ে পৃথিবী ক্ষমাবতী হইয়াও প্রকম্পিত হয়, যাহার মায়া দ্বারা মায়াকেও
 মহ্সা মোহিত হইতে হয়, এবং সৰ্ব্বপ্রসবিনী প্রকৃতিও যাহার ভয়ে
 ভীত। সমস্ত বস্তুর তত্ত্বজ্ঞ হইয়াও বেদ যাহার অন্ত জানিতে পারে নাই
 এবং সমুদয় পুরাণ যাহার স্ততি গান করিতেছে। বিশ্ববিধাতা বিষ্ণু
 যাহার নাম সৰ্ব্বদাই গ্রহণ করেন। স্মহান্ সেই বিরাট্ পুরুষ, যে
 ভগবানের তেজের ষোড়শাংশ মাত্র। যিনি সকলের ঈশ্বর, কালেরও কাল,
 হারও মৃত্যু, শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ, সমুদয় বিঘ্ন বিনাশের নিমিত্ত সেই কৃষ্ণের
 গান কর। ৬৬।৬৭।৬৮।৬৯।৭০।৭১।৭২।৭৩।৭৪।৭৫।৭৬।৭৭

সৰ্বভীষ্টঞ্চ ভৰ্ত্তারং প্রদাস্যাতি কৃপানিধিঃ ।

ইমে যৎপ্রেরিতাঃ সৰ্কে স দাতা সৰ্বসম্পদাম্ ॥৭৮

সেই দয়ালু শ্রীকৃষ্ণ সমুদয় অভীষ্ট এবং তোমার ভৰ্ত্তাকে প্রদান করিবেন।
এই দেবগণ যাঁহা কর্তৃক আপন আপন অধিকারে প্রেরিত হইয়াছেন । সেই
কৃষ্ণই সৰ্ব সম্পদের প্রদান কর্ত্তা । ৭৮

মার্কণ্ডেয় পুরাণ ।

সংক্ষিপ্ত বিবরণ ।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ ১৩৮ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ । ইহার শ্লোক সংখ্যা ৯০০০ । মার্কণ্ডেয় পুরাণ মনোনিবেশের সহিত পাঠ করিলে, ইহাকে কোন সাম্প্রদায়িক পুরাণ বলিয়া বোধ হয় না । তবে ইহার স্থান বিশেষে জন্মান্তর-কৰ্ম্মানুগত-জন্মান্তর ও নাগদিগের উপাখ্যান পাঠ করিয়া ইহার অধিকাংশ উপাখ্যান যে, বৌদ্ধদিগের উপাখ্যান গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় ।

যাহা হউক, ইহা যে একখানি সচুপদেশপ্রদ উপাখ্যান গ্রন্থ, সে বিষয় আর কোন সন্দেহ নাই । রচনার প্রাঞ্জলতা ও মাধুর্য্যে ইহাকে অনেক স্থানে বিষ্ণুপুরাণের সমকক্ষ বলিয়াই বোধ হয় । ইহার অন্তর্গত ত্রীশ্রীদেবীমাহাত্ম্যের ভূলা মধুর হৃদয়হারী ও সচুপদেশপূর্ণ, উপাদেয় গ্রন্থ অতি বিরল । ভারতবর্ষে পূর্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ, উত্তর, এই চারিদিকেই একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত, কি সম্পদে, কি বিপদে, সকল অবস্থাতেই মার্কণ্ডেয়পুরাণান্তর্গত দেবীমাহাত্ম্য অতি ভক্তিসহকারে পাঠিত হয় । দেবীমাহাত্ম্য পাঠ করিলে বিপদ দূরীভূত হয়, এবং সম্পদ স্থিরতা প্রাপ্ত হয়, এই রূপই ভারতীয় সকল লোকের বিশ্বাস । ভারতের সকল সম্প্রদায়ের সকল অবস্থার লোকই দেবীমাহাত্ম্যের প্রতি ভক্তিমান । সকলেই দেবীমাহাত্ম্য-পুস্তকের পূজা করিয়া থাকে, বিশেষ শারদীয়া ও বাসন্তী পূজার নবরাত্রে কয়দিন দেবীমাহাত্ম্য

ভক্তিপূর্বক ঘরে ঘরে পঠিত হয়, বলিলে অত্যাুক্তি হয় না । দেবীমাহাত্ম্য ভিন্ন, মার্কণ্ডেয়পুরাণে হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান, মদালসার উপাখ্যান প্রভৃতি কতকগুলি উৎকৃষ্ট উপাখ্যান দৃষ্ট হয় । উহাদের মধ্যে এক একটি উপাখ্যানকে এক এক খানি উৎকৃষ্টকাব্য, অদ্বিতীয় হিতোপদেশ এবং অসাধারণ ধর্মশাস্ত্র বলিলে অত্যাুক্তি হয় না ।

কথিত আছে, এই পুরাণ প্রথমে ব্রহ্মাকর্তৃক মার্কণ্ডেয়ের নিকট কথিত হয়, মার্কণ্ডেয় আবার জৈমিনির নিকট বলেন । তদনন্তর ব্যাসশিষ্য সূতকর্তৃক নৈমিষারণ্যে ঋষিসমাজে ইহা কথিত হয় । ইহাতে যথাক্রমে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বর্ণিত হইয়াছে । মার্কণ্ডেয়ের নিকট জৈমিনির মহাভারত বিষয়ে চারিটি প্রশ্ন, পক্ষিগণ কর্তৃক যথাক্রমে তাহাদের উত্তর, বলরামকর্তৃক ব্রহ্মহত্যার কারণ কথন ; হরিশ্চন্দ্রোপাখ্যান, পিতাপুত্র সংবাদ, মহারোরবাদি নরক-বৃত্তান্ত-কথন, বৈশ্য রাজা ও যমপুরুষ-সংবাদ, পতিব্রতামাহাত্ম্য, দত্তা ত্রেয়োৎপত্তি, দত্তাত্রেয়-কার্ত্তবীৰ্য্য সংবাদ, কুবলয়াশ্চরিত ও মদালসোপাখ্যান, গার্হস্থ্য-ধর্মনিরূপণ, শ্রাদ্ধকল্প, সদাচারাদি-ব্যবস্থানিরূপণ, যোগাধ্যায়, স্তবাহু ও কাশীরাজের কথোপকথন, কাল নিরূপণ ও তাহার প্রমাণাদি কথন, রুদ্রসর্গ, স্বায়ম্ভুব-মন্বন্তরকথন, ভুবনকোষ-কথন প্রসঙ্গে জম্বুদ্বীপের বর্ণন, গঙ্গাবতীর, ভারতবর্ষ-বিভাগ, কুর্শসংস্থান, বর্ষবর্ণন, স্বারোচিষ-মন্বন্তর কথন, যথাক্রমে অবশিষ্ট মন্বন্তরগুলির বর্ণন, সাবর্ণিক মন্বন্তর প্রসঙ্গে দেবীমাহাত্ম্যবর্ণন, রুচির প্রতি পিতৃদিগের গার্হস্থ্যোপদেশ, ইত্যাদি পরিশেষে অষ্টাদশ পুরাণের মাহাত্ম্যও কথিত হইয়াছে ।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ ।

সপ্তম অধ্যায়—হরিশ্চন্দ্রোপাখ্যান ।

পক্ষিণ উচুঃ ।

হরিশ্চন্দ্রেতি রাজধিরাসীৎ ত্রেতাযুগে পুরা ।
ধৰ্ম্মায়া পৃথিবীপালঃ প্রোল্লসৎকীর্তিকৃতমঃ ॥১
ন হুৰ্ভিক্ষং ন চ ব্যাধিনাকাল-মরণং নৃণাম্ ।
নাধৰ্ম্মরুচয়ঃ পোরাস্তস্মিন্ শাসতি পার্থিবে ॥২
বভূবুর্ন তথোন্মত্তা ধনবীৰ্যা-তপোমদৈঃ ।
নাজায়ন্ত স্ত্রিয়ৈশ্চ ব কাশ্চিদপ্রাপ্ত-যৌবনাঃ ॥৩
স কদাচিন্মহাবাহররণ্যেহনুসরন্ মুগম্ ।
শুশ্রাব শব্দমসকুৎ ত্রায়শ্চেতি চ বোধিতাম্ ॥৪
স বিহায় মুগং রাজা মাভৈষীরিত্যভাষত ।
ময়ি শাসতি হুর্ষেধাঃ কোহয়মত্মায়-বৃত্তিমান্ ॥৫
তৎক্রন্দিতানুসারী চ সর্কারন্ত-বিঘাতকুৎ ।
এতস্মিন্তন্তরে রোদ্রোবিঘ্নরাট সমচিস্তয়ৎ ॥৬

পক্ষিগণ বলিল, পূর্বকালে ত্রেতাযুগে, উল্লল-কীর্তিশালী, ধৰ্ম্মায়া, হরিশ্চন্দ্রনামে বিখ্যাত রাজর্ষি এই সমাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়াছিলেন । তাঁহার শাসন সময়ে হুৰ্ভিক্ষ, ব্যাধি, মানবগণের অকালে মরণ ও পুরবাসিদিগের অধৰ্ম্মে প্রবৃত্তি হয় নাই । তাঁহার রাজ্যে প্রজাগণ ধন, বীৰ্যা, তপশ্র বা মদদ্বারা উন্মত্ত হয় নাই, এবং কোন স্ত্রী অপ্রাপ্তযৌবনাও ছিল না । কোন সময় সেই মহাবাহু অরণ্যে মুগের অনুসরণকরত স্ত্রীকণ্ঠ হইতে বারম্বার নিঃসৃত “রক্ষা করুন” এইরূপ আভিনাদ শ্রবণ করিলেন । ১২।২।৩৪

সেই রাজা মুগের অনুসন্ধান পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, “ভয় নাই” আমার শাসনকালে কোন্ হুৰ্ভুত এইরূপ অত্যাচার করিতেছে ?

এই সময়, সেইস্থানে, সেই ক্রন্দন ধ্বনির অনুসরণে আগত, সকল কৰ্ম্মেরই বিষকারী, ক্রোধের পুত্র বিঘ্নরাজ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন । বীৰ্যা-

বিশ্বামিত্রোহয়মতুলং তপ আশ্বায় বীৰ্য্যবান্ ।
 প্রাগসিদ্ধা ভবাদীনাং বিদ্যাঃ সাধয়তি ত্রতী ॥৭
 সাধ্যমানাঃ ক্ষমা-মোন-চিত্ত-সংঘমিনাহমুনা ।
 তা বৈ ভয়াৰ্থাঃ ক্রন্দন্তি কথং কার্য্যমিদং যয়া ॥৮
 তেজস্বী কৌশিক-শ্রেষ্ঠো বয়মস্যা সূহৃৎসলাঃ ।
 ক্রোশন্ত্যেতাস্তথা ভীতা হুস্মারং প্রতিভাতি মে ॥৯
 অথবাহয়ং নৃপঃ প্রাপ্তো মাভৈরিতি বদন্ মুহঃ ।
 ইমমেব প্রবিশ্রান্ত সাধয়িষ্যে যথেষ্পিতম্ ॥১০
 ইতি সন্ধিত্য রৌদ্রেণ বিঘ্নরাজেন বৈ ততঃ ।
 তেনাবিষ্টো নৃপঃ কোপাদিদং বচনমব্রবীৎ ॥১১
 কোহয়ং বধ্যতি বস্ত্রান্তে পাবকং পাপকৃম্মরঃ ।
 বলোক্ষতেজসা দীপ্তে ময়ি পত্যাবুপস্থিতে ॥১২
 কোহদ্য মৎকামু'কাক্ষেপবিদীপিত-দিগন্তরৈঃ ।
 শরৈর্কিৰ্ভিন্নসর্কাজ্ঞে দীর্ঘনিদ্রাং প্রবেক্ষ্যতি ॥১৩

বান্, সংঘমী বিশ্বামিত্র অতুল তপস্তার অমুষ্ঠান করিয়া, পূৰ্বে মহাদেবাদিবও
 অসিদ্ধ, বিদ্যানিগের সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই ক্ষমাশীল,
 মৌনী, সংযতচিত্ত মুনি কর্তৃক সাধ্যমান বিদ্যাগণ ভয়ে ক্রন্দন করিতেছে,
 আমি এক্ষণে কি করিব? কুশিকবংশাবতংস বিশ্বামিত্র অতিশয় তেজস্বী,
 আমরা তাঁহার নিকট নিতান্ত দুর্বল, এই বিদ্যাগণও ভয়ে ক্রন্দন করিতেছে!
 আমি যেন আপনা আপনি হুস্মার সাগরে পতিত বলিয়া মনে
 করিতেছি। ৬.৭।৮।৯

অথবা এই রাজা বারম্বার “ভয় নাই” বলিয়া এই দিকেই আগমন করিতে
 ছেন, আমি শীঘ্র ইহার শরীরে প্রবেশ করিয়া আপনার অভীষিত সাধন
 করি। অনন্তর রজ্রাঘ্রজ বিঘ্নরাজ এইরূপ চিন্তা করিয়া রাজার শরীরে প্রবেশ
 করিলে, তৎকর্তৃক আবিষ্ট হইয়া রাজা সকোপে বলিলেন,—বল ও তীর
 তেজের দ্বারা প্রদীপ্ত আমি অধিপতি উপস্থিত থাকিতে, কোন্ পাপকারী
 মনুষ্য, বস্ত্রাঙ্কলে অগ্নি বাঁধিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে? অন্য কোন ব্যক্তি আমার
 এই ধমু হইতে নিক্ষিপ্ত দিগন্ত উজ্জলকারী শরদ্বারা সর্কাজ্ঞে বিক্ষত হইয়া দীর্ঘ
 নিদ্রায় অভিভূত হইতে ইচ্ছা করিতেছে? ১০।১১।১২।১৩

বিশ্বামিত্রস্ততঃ ক্রুদ্ধঃ শ্রদ্ধা তদ্বৃপতের্বচঃ ।
 ক্রুদ্ধে চর্ষিবরে তস্মিন্ নেতুর্বিদ্যাঃ ক্ষণেন তাঃ ॥১৪
 স চাপি রাজা তং দৃষ্ট্বা বিশ্বামিত্রং তপোনিধিम् ।
 ভীতঃ প্রাবেপতাত্যর্থং সহসাস্থখপর্ণবৎ ॥১৫
 স ছরাস্মিন্ধিতি যদা মুনিস্তিষ্ঠেতি চাত্রবীৎ ।
 ততঃ স রাজা বিনয়াৎ প্রণিপত্যাভাষত ॥১৬
 ভগবন্তেষ ধর্মো মে নাপরাধো মম প্রভো ।
 ন ক্রোধু মহসি মুনে নিজধর্মরতস্য মে ॥১৭
 দাতব্যং রক্ষিতব্যঞ্চ ধর্মজেন মহীক্ষিতা ।
 চাপকোদ্যম্য যোদ্ধব্যং ধর্মশাস্ত্রানুসারতঃ ॥১৮
 বিশ্বামিত্র উবাচ ।
 দাতব্যং কস্য কে রক্ষ্যাঃ কৈর্যোদ্ধব্যঞ্চ তে নৃপ ।
 ক্ষিপ্রেমেতৎ সমাচক্ষু যদ্যধর্ম-ভয়ং তব ॥১৯
 হরিশ্চন্দ্র উবাচ ।
 দাতব্যং বিপ্রমুখ্যোভ্যো যে চান্যো কৃশবৃত্তয়ঃ ।
 রক্ষ্যা ভীতাঃ সদা যুদ্ধং কর্তব্যং পরিপস্থিতিঃ ॥২০

অনন্তর রাজার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিশ্বামিত্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন ।
 এবং সেই ঋষিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র ক্রুদ্ধ হইলে, সেই বিদ্যাসকল ক্ষণকালের
 মধ্যেই অস্থিরিত হইলেন । রাজা তপোনিধি বিশ্বামিত্রকে সহসা দর্শন
 করিয়া অতিশয় ভীত হইয়া অস্থখ পত্রের ন্যায় থর থর করিয়া কাঁপিতে
 লাগিলেন । যখন মুনি “ছরাস্মিন্, তিষ্ঠ” এই বাক্য বলিলেন, তখন সেই
 রাজা সবিনয়ে প্রণাম করিয়া বলিলেন । হে ভগবন, ইহাই আমার ধর্ম,
 এ বিষয়ে আমার কোন অপরাধ নাই । হে মুনে, আমি স্বধর্ম প্রতিপালনে
 রত হইয়াছি অতএব আমার উপর কোপ করা আপনার উচিত
 নয় । ধর্মজ্ঞ রাজার ধর্মশাস্ত্রানুসারে দান করা, রক্ষা করা এবং ধর্ম উত্তোলন
 পূর্বক যুদ্ধ করা অবশ্য কর্তব্য । ১৪।১৫।১৬।১৭।১৮

বিশ্বামিত্র বলিলেন হে নৃপ, যদি তুমি অধর্ম হইতে ভীত হও, তবে শীঘ্র
 বল কাহাকে দান করা উচিত, কাহাকে রক্ষা করা উচিত এবং কাহার
 সহিতই বা যুদ্ধ করা উচিত ? ১৯

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ এবং দরিদ্রদিগকে দান করা উচিত,

বিশ্বামিত্র উবাচ ।

যদি রাজা ভবান্ সম্যগ্ৰাজ-ধৰ্ম্মমবেক্ষতে ।
নির্দোষ্টু কামো বিপ্রোহং দীপ্যতামিষ্টদক্ষিণা ॥২১
পক্ষিণ উচুঃ ।

এতদ্রাজা বচঃ শ্রুত্বা প্রহৃষ্টেনাস্তরাশ্রয়ন ।
পুনর্জাতমিবাশ্রয়নং মেনে প্রাহ চ কৌশিকম্ ॥২২
উচ্যতাং ভগবন্ যৎ তে দাতব্যমবিশক্ৰিতম্ ।
দত্তমিত্যেব তদ্বিক্রি যদ্যপি স্যাৎ সূচুর্লভম্ ॥২৩
হিরণ্যং বা সূবর্ণং বা পুত্রঃ পত্নী কলেবরম্ ।
প্রাণা রাজ্যং পুংসু লক্ষ্মীর্যদভিপ্রেতমাশ্রয়নঃ ॥২৪

বিশ্বামিত্র উবাচ ।

রাজন্ প্রতিগৃহীতোহয়ং যন্তে দত্তঃ প্রতিগ্রহঃ ।
প্রযচ্ছ প্রথমং তাবদক্ষিণাং রাজহরিকীম্ ॥২৫

ভীত ব্যক্তিকে রক্ষা করা উচিত, এবং প্রতিকূলকারীর সহিত যুদ্ধ করা উচিত ।২০

বিশ্বামিত্র বলিলেন, তুমি রাজা বলিয়া যদি রাজ ধর্ম্মের সম্যকরূপ প্রতিপালনই কর্তব্য বিবেচনা কর, তাহা হইলে আমি ভূতি গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি, আমাকে অভিলষিত দক্ষিণা দান কর ।২১

পক্ষিগণ বলিল, রাজা এই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রহৃষ্টঅন্তঃকরণে আপনাকে যেন পুনর্বার জাত অর্থাৎ মৃত্যুর মুখ হইতে প্রত্যাবৃত্ত বলিয়া বিবেচনা করিলেন, এবং বিশ্বামিত্রকে বলিলেন, হে ভগবন্, আপনাকে কি দিতে হইবে? তাহা নিশ্চয়চিন্তে বলুন । যদি ঐ বস্তু অতিশয় দুর্লভ হয়, তথাপি উহা আপনাকে প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়াই স্থির করুন । হিরণ্য, সূবর্ণ, পুত্র, কলত্র, দেহ, প্রাণ, রাজ্য, নগর, অথবা রাজলক্ষ্মী, ইহার মধ্যে কি আপনার অভিপ্রেত, তাহা ব্যক্ত করিয়া বলুন ।২২২৩২৪

বিশ্বামিত্র বলিলেন হে রাজন্, আপনি আমাকে যাহা দান করিলেন, তাহা আমিও গ্রহণ করিলাম । যাহা হউক অগ্রে আমাকে রাজহর্য যজ্ঞের দক্ষিণা দান করুন ।২৫

রাজোবাচ ।

ব্রহ্মসুতামপি দাস্যামি দক্ষিণাং তবতেহহম্ ।

ত্রিযতাং দ্বিজশাদূল যন্তবেষ্টঃ প্রতিগ্রহঃ ॥২৬

বিশ্বামিত্র উবাচ ।

সদাগরাং ধরামেতাং সভূতদ্-গ্রামপত্তনাম্ ।

রাজ্যঞ্চ সকলং বীর রথাস্থ-গজ-সঙ্কুলম্ ॥২৭

কোষ্ঠাগারঞ্চ কোষঞ্চ ষষ্ঠান্যাদিদ্যতে তব ।

বিনা ভার্য্যাঞ্চ পুত্রঞ্চ শরীরঞ্চ তবানঘ ৥২৮

ধর্ম্যঞ্চ সর্বধর্ম্যঞ্চ যোযাস্তমহুগচ্ছতি ।

বহনা বা কিছুন্তেন সর্বমেতং প্রদীয়তাং ॥২৯

পক্ষিণ উচুঃ ।

প্রহৃষ্টেনৈব মনসা সোহবিকারমুখো নৃপঃ ।

তত্ত্বর্ষেবচনং শ্রদ্ধা তথেষ্যাহ কৃতাজ্জলিঃ ॥৩০

বিশ্বামিত্র উবাচ ।

সর্বস্বং যদি মে দত্তং রাজ্যমুর্কী বলং ধনম্ ।

প্রভূত্বং কস্য রাজর্ষে রাজ্যেহে তাপসে ময়ি ॥৩১

রাজা বলিলেন, হে ব্রহ্মন, আমি আপনাকে সেই দক্ষিণাও দান করিব ।
হে দ্বিজশাদূল, তত্ত্বিন্ন আপনার যদি আরও কিছু গ্রহণ করিতে ইচ্ছা
হয়, তাহাও প্রার্থনা করুন ৥২৬

বিশ্বামিত্র বলিলেন, হে বীর, নিখিল পর্বত, গ্রাম, ও পত্তনের সহিত
এই সদাগরা পৃথিবী, রথ, অশ্ব, ও গজ সমূহে পরিপূর্ণ সমুদয় রাজ্য, কোষ্ঠা-
গার, কোষ, অধিক আর কি বলিব, হে সর্বধর্ম্যজ্ঞ, আপনার ভার্য্যা, পুত্র,
শরীর, এবং অন্তকালে অহুগামী ধর্ম্য ব্যতীত, আর যাহা কিছু আছে,
সং সমুদায়ই আমাকে প্রদান করুন ৥২৭৥২৮৥২৯

পক্ষিগণ বলিল, রাজা শ্রবণ সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, অবিকৃত মুখে
এং প্রহৃষ্টমুখঃ করণে কৃতাজ্জলি হইয়া বলিলেন, “তাহাই হইল” ৥৩০

বিশ্বামিত্র বলিলেন, হে রাজর্ষে, যদি আমাকে রাজ্য, পৃথিবী, বল,
ন, ইত্যাদি সর্বস্বই প্রদত্ত হইল, তবে রাজ্যের অধিকারী তপস্বী আমি
কিমান থাকিতে, উহার উপর কাহার প্রভূত্ব ? ৩১

হরিশ্চন্দ্র উবাচ ।

পূৰ্বে যশ্চিন্ দত্তা তে কালে রাজ্যাবতী মহী ।
তস্মিনপি ভবান্ স্বামী কিমুতাদা মহীপতিঃ ॥৩২
বিশ্বামিত্র উবাচ ।

যদি রাজংস্তুয়া দত্তা মম সৰ্বা বসুন্ধরা ।
যত্র মে বিষয়ে স্বাম্যং তস্মান্নিস্ক্রান্তমহঁসি ॥৩৩
শ্রোগীহত্ৰাদি সকলং মুক্তা ভূষণসংগ্রহম্ ।
তরুবঙ্কলমাবধা সহ পত্ন্যা সূতেন চ ॥৩৪
পক্ষিণ উচুঃ ।

তথৈতি চোক্ত্বা কৃত্বা চ রাজা গন্তুং প্রচক্রমে ।
স্বপত্ন্যা শৈব্যয়া সার্কিং বালকেনাস্মজেন চ ॥৩৫
ব্রজতঃ স ততো রুদ্ধা পশ্চানং প্রাহ তং নৃপম্ ।
ক যাস্যসীত্যদত্বা মে দক্ষিণাং রাজহরিকীম্ ॥৩৬
হরিশ্চন্দ্র উবাচ ।

ভগবন্ রাজ্যমেতৎ তে দত্তং নিহতকণ্টকম্ ।
অবশিষ্টমিদং ব্রহ্মদয়া দেহ-ব্রহ্মণং মম ॥৩৭

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, পূৰ্বে যৎকালে আপনাকে এই রাজ্য প্রদত্ত হইয়াছে, তখনও আপনি ইহার স্বামী ছিলেন, অদ্য ত আপনি রাজা হইয়াছেন । ৩২
বিশ্বামিত্র বলিলেন, হে রাজন্, যদি আপনি আমাকে সমুদয় বসুন্ধা দান করিয়া থাকেন, তবে যাহাতে আমার স্বামিত্ব ঘটিয়াছে, সেই স্থান হইতে মেখলাদি সমুদয় অঙ্গভূষণ পরিত্যাগ করিয়া, তরুবঙ্কল পরিধান পূৰ্ব্বক পত্নী ও পুত্রের সহিত নির্গত হওয়াই ত আপনার উচিত । ৩৩ ৩৪

পক্ষিগণ বলিল, রাজা “যে আজ্ঞা” এই কথা বলিয়া এবং বিশ্বামিত্রের আদেশানুসারে কার্য্য করিয়া স্বীয় পত্নী শৈব্য্যা এবং বালক পুত্রের সহিত গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । অনন্তর, রাজা গমন করিতেছেন, এমন সময় বিশ্বামিত্র তাঁহার পথ অবরোধ করিয়া বলিলেন, আমাকে রাজহরের দক্ষিণা না দিয়া কোথায় গমন করিতেছেন ? ৩৫ ৩৬

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, হে ভগবন্, আপনাকে নিঃসপত্ন এই সমুদয় রাজ্যই প্রদত্ত হইয়াছে, এক্ষণে হে ব্রহ্মন্, অবশিষ্ট এই তিনটা দেহ মাত্র আমার অধিকারে আছে । ৩৭

বিখ্যামিত্র উবাচ ।

তথাপি খলু দাতব্য্য ত্বয়া মে যজ্ঞদক্ষিণা ।
 বিশেষতো ব্রাহ্মণানাং হস্তাদত্তং প্রতিশ্রুতম্ ॥৩৮
 যাবৎ তোষো রাজস্বয়ে ব্রাহ্মণানাং ভবেন্নৃপ ।
 তাবদেব তু দাতব্য্য দক্ষিণা রাজস্বয়িকী ॥৩৯
 প্রতিশ্রুত্য চ দাতব্যং যোদ্ধব্যাক্ষাততায়িভিঃ ।
 রক্ষিতব্যাস্তথা চার্ত্তাস্বয়ৈব প্রাক্ প্রতিশ্রুতম্ ॥৪০
 ভগবন্ সাম্প্রতং নাস্তি দাশ্চে কালক্রমেণ তে ।
 প্রসাদং কুরু বিপ্রর্ষে সদ্ভাবমমুচিস্থ্য চ ॥৪১

বিখ্যামিত্র উবাচ ।

কিম্ভীমাণো ময়া কালঃ প্রতীক্ষ্যন্তে জনাবিপ ।
 শীঘ্রমচক্ষু শাপাগ্নিরনুত্থা হ্যং প্রবক্ষ্যতি ॥৪২
 হরিশ্চন্দ্র উবাচ ।
 মাসেন তব বিপ্রর্ষে প্রদাস্তে দক্ষিণাধনম্ ।
 সাম্প্রতং নাস্তি মে বিত্তমমুজ্জাং কর্ত্তুমহিসি ॥৪৩

বিখ্যামিত্র বলিলেন, তাহা হইলেও আমাকে যজ্ঞের দক্ষিণা অবশ্য দাতব্য, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণদিগকে অঙ্গীকৃত বস্তু দান না করিলে, বিনাশ সাধিত হয়। হে নৃপ, রাজস্বয়যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণের যে পরিমাণ অর্থে পবিত্র হইয়াছে, সেই পরিমাণ অর্থই রাজস্বয়যজ্ঞের দক্ষিণা স্বরূপ দেওয়া উচিত। আপনি নিজেই পূর্বে বলিয়াছেন, অঙ্গীকার করিয়া দান করা উচিত, স্নাততায়ী দিগের সহিত যুদ্ধ করা উচিত, এবং আর্ত ব্যক্তিদিগের রক্ষা করা উচিত। ৩৮।৩৯।৪০

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, হে ভগবন্, এক্ষণে আমার অর্থের সঙ্গতি নাই, কালক্রমে উহা আপনাকে অলপই দান করিব, হে বিপ্রর্ষে, অন্ততঃ নিজের সাধুতার বিষয় স্মরণ করিয়াও আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন। ৪১

বিখ্যামিত্র বলিলেন, হে জননাথ, আপনার নিমিত্ত আমি কতকাল প্রতীক্ষা করিব তাহা শীঘ্র বলুন। অন্তথা শাপাগ্নি আপনাকে দগ্ধ করিবে। ৪২

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, হে বিপ্রর্ষে, একমাসের পর আপনাকে দক্ষিণা দান করিব, এক্ষণে আমার অর্থসঙ্গতি নাই, অতএব গমন করিতে অমু্যতি প্রদান করুন। ৪৩

বিখ্যামিত্র উবাচ ।

গচ্ছ গচ্ছ নৃপশ্রেষ্ঠ স্বধৰ্ম্মমনুপালয় ।

শিবশ্চ তেহধ্বা ভবতু মা সন্ত পরিগহ্নিনঃ ॥৪৫

পক্ষিণ উচুঃ ।

তং সভাৰ্য্যং নৃপশ্রেষ্ঠং নির্ধান্তং সমুতং পুরাং ।

দৃষ্ট্বা প্রচুফ্লুভঃ পৌরা রাজশৈবামুযায়িনঃ ॥৪৬

হা নাথ কিং জহাশ্রম্নান্ নিত্যার্হিপরিপীড়িতান্ ।

মুহূৰ্ত্তং তিষ্ঠ রাজেন্দ্র ভবতো মুখপক্ষজম্ ।

পিবামো নেত্রভ্রমরৈঃ কদা দ্রক্ষ্যামহে পুনঃ ॥৪৭

যস্য প্রঘাতস্য পুরো যাস্তি পৃষ্ঠে চ পার্শ্বিবাঃ ।

তস্তানুযাতি ভার্য্যেয়ং গৃহীত্বা বালকং স্তুতম্ ॥৪৮

যস্য ভৃত্যাঃ প্রঘাতস্য যাস্ত্যাগ্রে কুঞ্জরস্থিতাঃ ।

স এষ পদ্ভ্যাং রাজেন্দ্রো হরিশ্চক্ৰোহদ্য গচ্ছতি ॥৪৮

তিষ্ঠ তিষ্ঠ নৃপশ্রেষ্ঠ স্বধৰ্ম্মমনুপালয় ।

আনুশংস্তং পরো ধৰ্ম্মঃ ক্ষত্রিয়াণাং বিশেষতঃ ॥৪৯

বিখ্যামিত্র বলিলেন, হে নৃপশ্রেষ্ঠ, তুমি গমন কর, নিজের ধৰ্ম্ম প্রতি-
পালন কর, তোমার পথ নিরাপদ হউক, এবং তোমার প্রতিকূলকারী
সকল বিনষ্ট হউক । ৪৪

পক্ষিগণ বলিল, ভাৰ্য্যা ও পুত্রের সহিত সেই নৃপশ্রেষ্ঠকে নগর হইতে
নিৰ্গমন করিতে দেখিয়া, পুরবাসিগণ তাঁহার অনুগমন করত ক্রন্দন করিতে
লাগিল । এবং বলিতে লাগিল, হা রাজন্ ! সৰ্ব্বদা উপভবে প্রপীড়িত আমা-
দিগকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিতেছেন ! হে রাজেন্দ্র !
আপনি মুহূৰ্ত্তকাল অপেক্ষা করুন, আমরা নেত্ররূপ ভ্রমর দ্বারা আপনার
মুখপদ্ম পান করিয়া লই, কারণ ইহার পর পুনরায় কবে যে উহা দর্শন করিব
তাহা জানিনা । হায় ! যিনি প্রস্থান করিলে অগ্রে ও পৃষ্ঠে অস্ত্রাশ্রয় রাধা
সকল গমন করিত, অদ্য তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বালক পুত্র লইয়া একমাত্র
ভাৰ্য্যা গমন করিতেছেন ! যাহার প্রস্থানকালে ভৃত্যগণও হস্তীর উপর
আরোহণ করিয়া অগ্রে অগ্রে গমন করিত, হায় ! সেই রাজশ্রেষ্ঠ হরিশ্চন্দ্র
অদ্য পাদচারে গমন করিতেছেন ! ৪৫।৪৬।৪৭।৪৮

হে নৃপশ্রেষ্ঠ, একটু অবস্থান করুন, একটু অবস্থান করুন, স্বধৰ্ম্মের

কিং দারৈঃ কিং সূতৈর্নাথ ধনৈর্ধানৈরথাপি বা ।
 সূর্যমেতৎ পরিত্যজ্য ছায়াভূতা বয়ং তব ॥৫০
 ইতি পৌরবচঃ শ্রদ্ধা রাজা শোকপরিপ্লুতঃ ।
 অতিষ্ঠং স তদা মার্গে তেষামেবামুত্পন্নায় ॥৫১
 বিশ্বামিত্রোহপি তং দৃষ্ট্বা পৌরবাক্যাকুলীকৃতম্ ।
 রোযামর্ষ-বিবৃক্তাক্ষঃ সমাগম্য বচোহব্রবীৎ ॥৫২
 ধিক্ ত্বাং হৃষ্টসমাচারমনুতং জিহ্ম-ভাষিণম্ ।
 মম রাজ্যঞ্চ দত্ত্বা যঃ পুনঃ প্রাক্রষ্টুমিচ্ছসি ॥৫৩
 ইতু্যক্তঃ পরুষং তেন গচ্ছামীতি সবেপথুঃ ।
 ক্রবন্নেবং যযৌ শীঘ্রমাকর্ষন্ দয়িতাং করে ॥৫৪
 অথ বিশ্বে তদা দেবাঃ পঞ্চ প্রাহঃ রূপালবঃ ।
 তদবস্থং কৃতং দৃষ্ট্বা হরিশ্চন্দ্রং নরেশ্বরম্ ॥৫৫
 বিশ্বামিত্রঃ স্পাপোহয়ং লোকান্ কান্ সমবাস্প্যতি ।
 যেনায়াং যজ্ঞনাং শ্রেষ্ঠঃ স্বরাজ্যাদবরোপিতঃ ॥৫৬

প্রতিপালন করুন, বিশেষতঃ ক্ষত্রিয়দিগের সদয় ব্যবহারই শ্রেষ্ঠ ধর্ম।
 হে নাথ, আমরাদিগের দারা, পুত্র, ধন, অথবা ধাত্তে প্রয়োজন কি ?
 আমরা এই সকল পরিত্যাগ করিয়া ছায়ার স্থায় আপনার সঙ্গে সঙ্গে গমন
 করিব ৷৪৯৫০

রাজা পৌরগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া শোকার্দ্দহৃদয়ে তাহা-
 দিগের উপর দয়া করিয়া সেই সময় পথে কিছু কাল অবস্থান করিলেন ৷৫১

এদিকে বিশ্বামিত্রও তাঁহাকে পৌরগণের বাক্যে আকুলীকৃত দেখিয়া
 কোধ এবং অমর্ষে চক্ষু বিক্ষারিত করত সেই স্থানে আগমন পূর্বক এই বাক্য
 বলিলেন। রে হৃষ্টাচার, মিথ্যাবাদী এবং কুটিলভাষী, তোকে ধিক্ ! তুই
 আমাকে রাজ্যদান করিয়া পুনর্ব্বার অপহরণ করিতে ইচ্ছা করিতেছিস্ ৷৫২৫৩

বিশ্বামিত্রের এইরূপ পরুষ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা কাঁপিতে কাঁপিতে
 “চলিলাম” এই কথা বলিয়া স্বীয় ভাৰ্য্যাকে হস্তদ্বারা আকর্ষণ করত শীঘ্র
 প্রস্থান করিলেন ৷৫৪

অনন্তর পাঁচ জন বিশ্বদেব, নরপতি হরিশ্চন্দ্রকে তথাবিধ অবস্থায় নীত
 হইতে দেখিয়া দম্বার্দ্রচিত্তে বলিতে লাগিলেন, যে এই যাগকারীদিগের
 শ্রেষ্ঠ নৃপতিকে স্বরাজ্য হইতে চ্যুত করিল, সেই স্পাপিষ্ঠ বিশ্বামিত্র,

কস্ত বা শ্রদ্ধয়া পূতং স্মৃতং সোমং মহাধ্বরে ।
 পীত্বা বয়ং প্রযাস্যামো মুদং মদ্রপুরঃসরম্ ॥৫৭।
 ইতি তেষাং বচঃ শ্রদ্ধা কৌশিকোহতিরূষায়িতঃ ।
 শশাপ তান্ মনুষ্যত্বং সর্কে যুয়মবাপ্স্যথ ॥৫৮।
 প্রসাদিতশ্চ তৈঃ প্রাহ পুনরেব মহামুনিঃ ।
 মানুষ্যত্বংপি ভবতাং ভবিত্বী নৈব সন্ততিঃ ॥৫৯।
 ন দারসংগ্রহশ্চৈব ভবিতা ন চ মৎসরঃ ।
 কাম-ক্রোধবিনিশ্চুতাঃ ভবিষ্যথ স্মরাঃ পুনঃ ॥৬০।
 ততোহবতেরুংশৈঃ সৈর্দেবাস্তে কুরুবেশ্মনি ।
 দ্রোপদীর্গভসমুত্থাঃ পঞ্চ বৈ পাণ্ডুনন্দনাঃ ॥৬১।
 এতস্মাৎ কারণাৎ পঞ্চ পাণ্ডবেয়া মহারথাঃ ।
 ন দারসংগ্রহং প্রাপ্তাঃ শাপাৎ তস্য মহামুনেঃ ॥৬২।
 বিশ্বামিত্রবচঃ শ্রদ্ধা স রাজা প্রযযৌ শটনৈঃ ।
 শৈব্যায়ানুগতো দ্বুখী ভার্য্যা বালপুল্লয়া ॥৬৩।

না জানি, কোন লোকে গমন করিবে? এক্ষণে আমরা কাহাবই বা শ্রদ্ধায় পবিত্রীকৃত, মহাযজ্ঞে মদ্রপূর্বক নিকাসিত সোমরস পান করিয়া আনন্দলাভ করিব? ৫৫।৫৬।৫৭

তঁাহাদিগের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিশ্বামিত্র অত্যন্ত কোপাবিত হইয়া, 'তোমরা সকলে মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইবে' এই বলিয়া শাপ প্রদান করিলেন। ৫৮

অনন্তর তঁাহাদিগকর্তৃক প্রসাদিত হইয়া, সেই মহামুনি পুনর্বার তঁাহাদিগকে বলিলেন, মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইলেও তোমাদিগের সন্ততি হইবে না, তোমাদিগের দার পরিগ্রহও হইবে না, তোমাদের মৎসর, কাম, এবং ক্রোধও হইবে না। তোমরা পুনর্বার দেবত্ব লাভ করিবে। ৬০

অনন্তর সেই দেবগণ কুরুকুলে দ্রোপদীর গর্ভে নিজ নিজ অংশে অবতীর্ণ হইয়া পাণ্ডবদিগের পাঁচটি পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত মহারথ পাণ্ডবগণের পঞ্চ পুত্র সেই মহামুনির শাপে দারপরিগ্রহ না করিয়াই ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন। ৬১।৬২

বিশ্বামিত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই রাজা বালপুল্ল এবং ভার্য্যা শৈব্যায় সন্নিহিত দ্বুখিত চিত্তে শটনৈঃ শটনৈঃ গমন করিতে লাগিলেন। সেই রাজা,

স গঙ্গা বসুধাপালো দিবাং বারাগসীং পুরীং ।

নৈষা মনুষ্যভোগ্যেতি শূলপাণেঃ পরিগ্রহঃ ॥৬৩

জগাম পদ্মাং হুঃখার্ভঃ সহ পত্ন্যামুকুলরা ।

পুৰী প্রবেশে দদৃশে বিশ্বামিত্রমুপস্থিতম্ ॥৬৫

পূর্ণঃ স মাসো রাজর্ষে ! দীয়তাং মম দক্ষিণা ।

রাজহুয়নিমিত্তং হি স্মর্যতে শ্ববচো যদি ॥৬৬

হরিশ্চন্দ্র উবাচ ।

ব্রহ্মরদৈব সম্পূর্ণো মাসোহস্মান-তপোধন ।

তিষ্ঠতোতদ্দিনাৰ্দ্ধং যৎ তৎ প্রতীক্ষস্ব মা চিরম্ ॥৬৭

বিশ্বামিত্র উবাচ ।

এবমস্ত মহারাজ আগমিষ্যামাহং পুনঃ ।

শাপং তব প্রদাস্যামি ন চেদদ্য প্রদাস্তসি ॥৬৮

পক্ষিণ উচুঃ ।

ইতুভু। প্রযযৌ বিপ্রো রাজা চাচিস্তয়ৎ তদা ।

কথমস্মৈ প্রদাস্যামি দক্ষিণা যা প্রতিশ্রুতা ॥৬৯

বারাগসী মহাদেবের অধিকৃত, উহাতে মনুষ্যের স্বামিত্ব নাই, এই বিবেচনা করিয়া সেই রম্য বারাগসী নগরীতে গমন করিলেন। তিনি অনুকূল্য পত্নীর সহিত হুঃখিতচিত্তে পাদচারে গমন করিয়া পুরী প্রবেশ সময়ে দেখিলেন, বিশ্বামিত্র সেই স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। বিশ্বামিত্র বলিলেন, হে রাজর্ষে, তোমার যদি নিজের বাক্য স্মরণ থাকে, তবে একমাস পূর্ণ হইল, আমাকে রাজহুয়ের দক্ষিণা প্রদান কর। ৬৩ ৬৪। ৬৫। ৬৬

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, হে প্রদীপ্ততপঃশালিন্ ব্রাহ্মণ, অদ্যই একমাস পূর্ণ হইল, এখনও দিনাৰ্দ্ধ অবশিষ্ট রহিয়াছে, অতএব এই কালটুকুমাত্র প্রতীক্ষা করুন, অধিক বিলম্ব করিতে হইবে না। ৬৭

বিশ্বামিত্র বলিলেন, হে মহারাজ, তাহাই হউক, আমি পুনর্বার আগমন করিব। যদি অদ্য আমাকে দক্ষিণা না দান করেন, তাহা হইলে আমি আপনাকে শাপ প্রদান করিব। ৬৮

পক্ষিগণ বলিল, এই কথা বলিয়া সেই ব্রাহ্মণ বিশ্বামিত্র গমন করিলেন এবং রাজাও তৎকালে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি ইহাকে অধীকৃত দক্ষিণা কিরূপে প্রদান করিব। ৬৯

রাজানং ব্যাকুলং দীনং চিন্তয়ানমধোমুখং ।
 প্রত্যাচ তদা পত্নী বাঙ্গদগদগদা গিরা ॥৭০
 রাজন্ জাতমপত্যং মে সতাং পুত্রফলাঃ স্ত্রিয়ঃ ।
 স মাং প্রদায় বিত্তেন দেহি বিপ্রায় দক্ষিণাম্ ॥৭১
 এতদ্বাক্যমুপশ্রুত্যা যযৌ মোহং মহীপতিঃ ।
 প্রতিলভ্য চ সংজ্ঞাং স বিললাপাতিদুঃখিতঃ ॥৭২
 মহদুঃখমিদং ভজে যৎসমেবং ত্রবীষি মাম্ ।
 ইত্যুক্ত্বা স নরশ্রেষ্ঠো বিখিগিত্যসকৃদক্রবন্ ।
 নিপপাত মহীপৃষ্ঠে মূচ্ছন্ন্যভিপরিশ্রুতঃ ॥৭৩
 এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তো বিশ্বামিত্রো মহাতপাঃ ।
 দৃষ্ট্বা তু তং হরিশ্চন্দ্রং পতিতং ভূবি মূচ্ছিতম্ ॥৭৪
 স বারিণা সমভ্যক্ষ্য রাজানমিদমব্রবীৎ ।
 উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ রাজেন্দ্র তাং দদশ্বেষ্টদক্ষিণাম্ ॥৭৫
 স্বর্ণং ধারয়তো দুঃখমহন্তহনি বর্জিতে ।
 দীয়তাং দক্ষিণা সা মে যদি ধর্ম্মমবেক্ষসে ॥৭৬

রাজাকে এইরূপ ব্যাকুলচিত্তে, কাতর ভাবে, অধোমুখে চিন্তা করিতে দেখিয়া, তাঁহার পত্নী বাঙ্গদগদগদস্বরে বলিলেন, হে রাজন্, আমার গর্ভে অপত্য উৎপন্ন হইয়াছে, সাধুগণ পুত্রের নিমিত্তই দারপরিগ্রহ করিয়া থাকেন, অতএব আপনি আমাকে বিক্রয় করিয়া যে ধন পাইবেন, তাহাই ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দান করুন ৭০।৭১

এই কথা শুনিয়া রাজা মোহ প্রাপ্ত হইলেন এবং কিছুকালের পর চেতনা লাভ করিয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। হা প্রিয়ে! আজ তুমি আমাকে এইরূপ বলিলে, ইহা বড়ই দুঃখের কথা! এই বলিয়া সেই নরশ্রেষ্ঠ রাজা বারবার আত্মাকে ধিকার দিয়া পুনর্ব্বার মূচ্ছার অভিভূত হইয়া মহীতলে পতিত হইলেন। এই অবকাশে মহাতপা বিশ্বামিত্র সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং হরিশ্চন্দ্রকে মূচ্ছিত ও পৃথিবীতে পতিত দেখিয়া তাঁহার চক্ষে জল সিঞ্জন করত তাঁহাকে এই কথা বলিলেন ৭২।৭৩।৭৪।৭৫

হে রাজেন্দ্র, উঠ উঠ আমাকে যজ্ঞের দক্ষিণা দান কর, কারণ স্বর্ণগ্রন্থ ব্যক্তিব প্রতিদিনই দুঃখ বাড়িতে থাকে। হে রাজন্, যদি ধর্ম্মের প্রতি

সত্যোনার্কঃ প্রতপতি সত্যো তিষ্ঠতি মেদিনী ।

সত্যাকোক্তং পরো ধর্মঃ স্বর্গঃ সত্যো প্রতিষ্ঠিতঃ ॥৭৭

অশ্বমেধসহস্রঞ্চ সত্যঞ্চ তুলয়া ধৃতম্ ।

অশ্বমেধসহস্রাঙ্কি সত্যমেব বিশিষ্যতে ॥৭৮

অথ বা কিং মমৈতেন সান্না প্রোক্তেন কারণম্ ।

অনার্যো পাপসঙ্কলে ক্রূবে চানুত্বাদিনি ।

ত্বয়ি রাজি প্রভবতি সত্ত্বাবঃ শ্রয়তাময়ম্ ॥৭৯

অদ্য মে দক্ষিণাং রাজন্ দাস্যতি ভবান্ যদি ।

অস্তাচলং প্রযাতেহর্কে শম্মাগি ত্বাং ততো ধ্রুবম্ ॥৮০

ইতাক্ত্বা স যযৌ বিপ্রো রাজা চাসীন্তযাতুরঃ ।

ভার্গ্যাহস্য ভূয়ঃ প্রাহেদঃ ক্রিয়তাং বচনং মম ॥৮১

মা শাপানলনির্দগ্ধঃ পঞ্চদ্রুমুপযাস্যসি ।

স তথা চোদ্যামানস্ত রাজা পত্না পুনঃ পুনঃ ।

তোমার দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে আমাকে দক্ষিণা প্রদান কর। সত্য হেতুই
হর্য্য কিরণ দান করেন, সত্যের উপরই ভর করিয়া পৃথিবী অবস্থান করিতেছে,
সতাই শ্রেষ্ঠধর্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছে, এবং সত্যই স্বর্গ প্রতিষ্ঠিত
রহিয়াছে। পূর্বকালে সহস্র অশ্বমেধ এবং সত্য একটা তুলা দণ্ড দ্বারা
তুলিত করা হইয়াছিল, তৎকালে সহস্র অশ্বমেধ অপেক্ষাও সত্যেরই
অধিক গৌরব লক্ষিত হয়। অথবা আমার এরূপ মিষ্ট কথা বলিবার
প্রয়োজন কি? তোমার মত অনার্য্য, পাপবুদ্ধি, ক্রুরস্বভাব, মিথ্যাবাদী ও
খেচ্ছাচারী রাজ্যপ্রতি যেরূপ সদ্ব্যবহার করা উচিত, তাহা শ্রবণ
কর। ৭৬।৭৭।৭৮।৭৯

হে রাজন্, যদি তুমি অদ্য হর্য্য অস্তাচল গমন করিবার পূর্বে, আমাকে
দক্ষিণা দান না কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে নিশ্চয়ই শাপ প্রদান
করিব। ৮০

এই কথা বলিয়া সেই ব্রাহ্মণ গমন করিলেন, রাজাও ভয়ে বিহ্বল
হইলেন, তখন তাঁহার মহিষী আবার বলিলেন, আপনি আমার বাক্য-
গোরে কার্য্য করুন, শাপানলে দগ্ধ হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইবেন না। পত্নী-
বর্জক বারবার এইরূপে উত্তেজিত হইয়া রাজা বলিলেন, প্রিয়ে এই-আমি

প্রাহ তদ্রে করোমোষ বিক্রয়ঃ তব নিঘর্ণঃ ।
 নৃশংসৈরপি যৎ কৰ্ত্তুং ন শক্যং তৎ করোমাহম্ ॥৮২।৮৩
 এবমুক্ত্বা ততো ভাৰ্য্যাং গত্বা নগরমাতুরঃ ।
 বাপ্পাপিহিতকণ্ঠাক্ষন্ততো বচনমব্রবীৎ ॥৮৪
 ভো ভো নাগরিকাঃ সৰ্ব্বে শৃণুধ্বং বচনং মম ।
 কিং মাং পৃচ্ছথ কস্বং ভো নৃশংসোহহমমাহুযঃ ॥৮৫
 রাক্ষসো বাতিকঠিনস্ততঃ পাপতরোহপি বা ।
 বিক্রেতুং দয়িতাং প্রাপ্তো যো ন প্রাণাংস্ত্যজামাহম্ ॥৮৬
 যদি বঃ কন্তুচিং কাৰ্য্যং দাস্যা প্রাণেষ্টয়া মম ।
 স ব্রবীতু ব্রহ্মযুক্তো যাবৎ সক্ষ্যারয়ামাহম্ ॥৮৭
 অথ বুদ্ধো বিজঃ কশ্চিদাগত্যাহ নরাধিপম্ ।
 সমৰ্পয়স্ব মে দাসীমহং ক্রেতা ধনপ্রদঃ ॥৮৮
 অস্তি মে বিত্তমন্তোকং স্নুকুমারী চ মে প্রিয়া ।
 গৃহকৰ্ম্ম ন শক্ৰোতি কৰ্ত্তুমস্মাৎ প্রযচ্ছ মে ॥৮৯

নির্লজ্জ হইয়া তোমাকে বিক্রয় করিতেছি । অতি কঠোর-হৃদয় মনুষ্যেরাও
 যে কার্য্য করিতে অক্ষম হয়, আমি অদ্য তাহাই করিব ॥৮০।৮১।৮২।৮৩

ভাৰ্য্যাকে এই কথা বলিয়া, রাজা দীনভাবে নগরমধ্যে প্রবেশ পূৰ্ব্বক
 বাপ্পাবরুদ্ধকণ্ঠে ও অশ্রুপূৰ্ণ নয়নে বলিতে লাগিলেন । হে নগরবাসী
 মনুষ্যাগণ আপনারা সকলে আমার বাক্য শ্রবণ করুন । আপনারা কি
 জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আমি কে ? আমি অতি নৃশংস, অমাহুয, অথবা
 অতি-কঠোর-হৃদয়-রাক্ষস, অথবা তাহা অপেক্ষাও অধিক পাপকারী । যে
 হেতু আমি নিজের প্রাণ পরিত্যাগ না করিয়া, আপনার প্রেমসী ভাৰ্য্যাকে
 বিক্রয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি । যদি আপনাদের মধ্যে কেহ, আমার এই
 প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তমা ভাৰ্য্যাকে দাসী করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমার
 জীবন থাকিতে থাকিতে তাহা শীঘ্র প্রকাশ করিয়া বলুন ॥৮৪।৮৫।৮৬।৮৭

অনন্তর একজন বুদ্ধ ব্রাহ্মণ সেই স্থানে আগমন করিয়া রাজাকে বলি-
 লেন আমাকে দাসী অৰ্পণ কর, আমি যথোচিত ধনদান করিয়া ক্রয় করিব ।
 আমি বিপুল ধনের অধিপতি, আমার পত্নী অতি-কোমলাঙ্গী, সে গৃহকৰ্ম্ম
 সমুদয় করিতে অক্ষম, এই হেতু আমাকে এই দাসী অৰ্পণ কব । আমি
 এই তোমার ভাৰ্য্যার সামর্থ্য, বয়স, রূপ ও চরিত্রের অমূল্যবিলম্বিত প্রদান

কর্ণগাতা-বয়োরূপ-শীলানাং তব যোষিতঃ ।
 অম্লরূপমিদং বিত্তং গৃহাগার্পয় মেহবলান্ ॥৯০
 ততঃ স বিপ্রো নৃপতের্বক্লান্তে দৃঢ়ং ধনম্ ।
 বদ্ধা কেশেষখাদায় নৃপপত্নীমকর্ষয়ৎ ॥৯১
 রুরোদ রোহিতাশ্বোহপি দৃষ্ট্বা কৃষ্টান্ত মাতরম্ ।
 হস্তেন বস্ত্রমাকর্ষন্ কাকপক্ষধরঃ শিশুঃ ॥৯২
 রাজপত্ন্যুবাচ ।

মুখ্যার্থ্য মুঞ্চ তাবন্মাং যাবৎ পশ্চাম্যাহং শিশুম্ ।
 দুর্লভং দর্শনং তাত পুনরস্ত ভবিষ্যতি ॥৯৩
 পশ্চৈহি বৎস মামেবং মাতরং দাস্ত্যতাং গতাম্ ।
 মাং মা স্প্রাক্ষী রাজপুত্র অস্পৃশ্যাহং তবানুনা ।
 ততঃ স বালঃ সহসা দৃষ্ট্বা কৃষ্টান্ত মাতরম্ ।
 সমভ্যাধাবদশ্বেতি রুদন্ সাস্রাবিলেক্ষণঃ ॥৯৪
 তমাগতং বিজঃ ক্রোধাদালমভ্যাহনৎ পদা ।
 বদন্তথাপি সোহশ্বেতি নৈবামুঞ্চত মাতরম্ ॥৯৫

করিতেছি, গ্রহণ কর, এবং আমাকে এই অবলা প্রদান কর । অনন্তর সেই ব্রাহ্মণ, নৃপতির বক্লান্তে দৃঢ়রূপে ধন বাঁধিয়া দিয়া, রাজমহিষীর কেশ ধরিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিল । ৮৮ ৮৯ ৯০ ৯১

স্বীয়জননীকে এইরূপে আকৃষ্ট হইতে দেখিয়া, কাকপক্ষধর, রাজতনয়, বালক, রোহিতাশ্বও মাতার বস্ত্র ধরিয়া রোদন করিতে লাগিল । ৯২

রাজপত্নী বলিলেন, হে আর্ধ্য, আমাকে অল্পকালের নিমিত্ত ছাড়িয়া দিউন, আমি একবার এই বালককে দেখিয়া লই, হে তাত ! যে হেতু পুনর্বার ইহার দর্শন লাভ আমার পক্ষে দুর্লভ হইবে । এস, বৎস, তোমার মাতাকে এইরূপ দাসীভাবাপন্ন দর্শন কর । তুমি আর আমাকে স্পর্শ করিও না । হে রাজপুত্র এক্ষণে আমি তোমার অস্পৃশ্য হইয়াছি । অনন্তর সেই বালক স্বীয়জননীকে বলপূর্বক আকৃষ্ট হইতে দেখিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে মা, মা, বলিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিতে লাগিল । ব্রাহ্মণ বালককে সেইভাবে আগমন করিতে দেখিয়া, ক্রোধে চরণদ্বারা আঘাত করিল, তথাপি সেই বালক 'মা মা' বলিয়া কাঁদিতে লাগিল, আপনায় মাতাকে পরিত্যাগ করিল না । ৯৩, ৯৪, ৯৫

রাজশত্ৰু বাচ ।

প্রসাদং কুরু মে নাথ ক্রীণীষেমঞ্চ বালকম্ ।
 ক্রীতাপি নাহং ভবতো বিদৈনং কার্য্যসাধিকা ॥৯৬
 ইথং মমাত্তভাগ্যয়াঃ প্রসাদ-সুখো ভব ।
 মাং সংযোজয় বালেন বৎসেনেব পয়স্বিনীম্ ॥৯৭
 ব্রাহ্মণ উবাচ ।

গৃহতাং বিস্তমেতং তে দীয়তাং বালকো মম ।
 স্ত্রীপুংসোৰ্দ্ধশাস্ত্রৈঃ কৃতমেব হি বেতনম্ ।
 শতং সহস্রং লক্ষঞ্চ কোটিমূল্যং তথাপরৈঃ ॥৯৮
 পক্ষিণ উচুঃ ।

তথৈব তস্ত তদ্বিস্তং বন্ধোত্তরপটে ততঃ ।
 প্রগৃহ্য বালকং মাত্রা সঠৈকস্তুমবন্ধয়ৎ ॥৯৯
 নীয়মানৌ তু তৌ দৃষ্ট্বা ভাৰ্য্যাপুত্রৌ স পার্থিবঃ ।
 বিললাপ স্তূহুঃখার্কৌ নিশ্বসোক্ষ্যং পুনঃ পুনঃ ॥১০০
 যাং ন বায়ুর্ন চাদিত্যো নেন্দুর্ন চ পৃথগ্জনঃ ।
 দৃষ্টবন্তঃ পুরা পত্নীং মেয়ং দাসীত্মমাগতা ॥১০১

রাজমহিষী বলিলেন, হে প্রভো, আমার উপর অনুগ্রহ করুন, এই বালককেও ক্রয় করুন, কারণ এই বালককে ছাড়িয়া আমি আপনা কর্তৃক ক্রীতা হইয়াও, আপনার কার্য্যসাধনে সমর্থ হইব না। আমি এইকপই অভাগ্যবতী, আমার উপর আপনি প্রদত্ত হউন, ছদ্মবতী গাভীকে যেমন বৎসের সহিত সংযুক্ত করে, সেইরূপ এই বালকের সহিত আমাকেও সংযুক্ত করুন ৷৯৬৯৭

ব্রাহ্মণ বলিল, আমি এই ধন দিতেছি, আমাকে বালক দান কর, ধর্ম-শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ, স্ত্রী ও পুরুষ, উভয়েরই যোগ্যতা অনুসারে কেহ শত, কেহ সহস্র, কেহ লক্ষ, আর কেহ বা কোটি মুদ্রা মূল্য নির্ধারণ করিয়াছেন ৷৯৮

পক্ষিগণ বলিল, পুরোক্ত প্রকারে সেই ধনও রাজার বস্ত্রে বাঁধিয়া দিয়া ঐ ব্রাহ্মণ বালককে লইয়া মাতার সহিত একত্রে আবদ্ধ করিল ৷৯৯

রাজা, ভাৰ্য্যা ও পুত্রকে বাঁধিয়া লইয়া যাইতে দেখিয়া, অত্যন্ত দুঃখিত হৃদয়ে, বারম্বার উচ্চনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক রোদন করিতে লাগিলেন। হায়! পূর্বে যাহাকে বায়ু, সূর্য্য, চন্দ্র এবং অপর মহুয্যও দেখিতে পায় নাই,

সূর্য্যবংশপ্রসূতোহয়ং স্কুমারকরাঙ্গুলিঃ ।
 সস্ত্রাপ্তোবিক্রয়ং বাণো ধিঙ্মামস্ত স্তূহর্ষতিম্ ॥১০২
 হা প্রিয়ে হা শিশো বৎস মমানার্য্যস্য হুনয়ৈঃ ।
 দৈবাবীনাং দশাং প্রাপ্তো ন য়তোহস্মি তথাপি ধিক্ ॥১০৩
 এবং বিলপতো রাজঃ স বিপ্রোহন্তরধীয়ত ।
 বৃক্ষগেহাদিভিস্তনৈস্তাবাদায় স্বরাবিতঃ ॥১০৪
 বিশ্বামিত্রস্ততঃ প্রাপ্তো নৃপং বিভ্রমযাচত ।
 তন্মৈ সমর্পয়ামাস হরিচ্ছ্রোহপি তদ্ধনম্ ॥১০৫
 তদ্বিতং স্তোকমালোক্য দারবিক্রয়সম্ভবম্ ।
 শোকাভিভূতং রাজানং কুপিতঃ কোশিকোহব্রবীৎ ॥১০৬
 ক্ষত্রবন্ধো মমেমাং ত্বং সদৃশীং যজ্ঞদক্ষিণাম্ ।
 মন্যসে যদি তৎ ক্রিপ্রং পশু ত্বং মে বলং পরম্ ॥১০৭
 তপসোহত্র সূতপ্তস্য ত্রাক্ষণ্যস্যামলস্ত চ ।
 মৎপ্রভাবস্য চোগ্রস্য শুদ্ধস্যাদ্যয়নস্য চ ॥১০৮

আমার সেই পত্নী আজ দাসীত্ব প্রাপ্ত হইল! এই বালক সূর্য্যবংশপ্রসূত, ইহাব হস্তাঙ্গুলিসকল অতি কোমল, ইহাকেও আমি বিক্রয় করিলাম। আমি অত্যন্ত হর্ষতি, আমাকে ধিক্! হা প্রিয়ে! হা শিশো! তোমরা, এই অনার্য্যচারিত আমারই অত্যাচারে এইরূপ হৃদশা প্রাপ্ত হইলে! তথাপি আমি মরিলাম না, আমাকে ধিক্! রাজার এইরূপ বিলাপের প্রতি কর্ণপাত না করিয়াই, সেই ত্রাক্ষণ অত্যুচ্চ বৃক্ষ ও গৃহাদির অন্তরাল দিয়া মহিষী ও রাজপুত্রকে লইয়া সত্ত্বর অন্তর্হিত হইল। ১০০।১০১।১০২।১০৩।১০৪

অনন্তর বিশ্বামিত্র সেই স্থানে আসিয়া রাজার নিকট ধন যাচঞা করিলেন। হরিচ্ছ্রোও সেই সমুদয় অর্থ বিশ্বামিত্রকে অর্পণ করিলেন। বিশ্বামিত্র সেই দারা ও পুত্র বিক্রয়ে সংগৃহীত ধন যেন অতি অল্প হইয়াছে,, এইরূপ ভাব প্রকাশ করত, ক্রুদ্ধ হইয়া সেই শোকাভিভূত রাজাকে বলিলেন, রে ক্ষত্রিয়াপদ! তুই যদি ইহাই আমার অমূল্য বজ্রদক্ষিণা বিবেচনা করিয়া থাকিস, তাহা হইলে শীঘ্রই আমার তপস্তার, নির্মলত্রাক্ষণ্যের, উগ্র-প্রভাবের, এবং বিশুদ্ধ অধ্যয়নের বল দর্শন কর। ১০৫।১০৬।১০৭।১০৮.

হরিশ্চন্দ্র উবাচ।

অজ্ঞাং দাস্যামি ভগবন্ কালঃ কশ্চিৎ প্রতীক্ষ্যতাম্।

সাম্প্রতং নাস্তি বিক্রীতা পত্নী পুত্রশ্চ বালকঃ ॥১০৯

বিশ্বামিত্র উবাচ।

চতুর্ভাগঃ স্থিতো যোহয়ং দিবসস্য নরাধিপ।

এষ এব প্রতীক্ষ্যো মে বক্তব্যং নোন্তরং ত্বয়া ॥১১০

পক্ষিণ উচুঃ।

তমেবমুক্তা রাজেন্দ্রং নিষ্ঠুরং নিয়ুগং বচঃ।

তদাদায় ধনং তুগং কুপিতঃ কৌশিকোযযৌ ॥১১১

বিশ্বামিত্রে গতে রাজা ভয়শোকাক্ষিমধ্যগঃ।

সর্ষাকারং বিনিশ্চিত্য প্রোবাচোচ্চৈরধোমুখঃ ॥১১২

বিত্তক্ৰীতেন যো হর্থী ময়া প্রেষোণ মানবঃ।

স ব্রবীতু ত্বয়াযুক্তো যাবৎ তপতি ভাস্করঃ ॥১১৩

অথাজগাম ত্রিভূতৌ ধর্মশ্চণ্ডালরূপধৃক্।

হুর্গন্ধো বিকৃতো রক্ষঃ শ্মশ্রুলো দন্তরো ঘৃণী ॥১১৪

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, ভগবন্, আরও দক্ষিণা দান করিব, কিছুকাল প্রতীক্ষা করুন, এক্ষণে আমার অর্থসম্পত্তি নাই, আমি পত্নী ও পুত্রকে বিক্রয় করিয়া যে ধন প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তৎসমুদয়ই আপনাকে দান করিয়াছি। ১০৯

বিশ্বামিত্র বলিলেন, হে নরাধিপ, এই যে দিবসের চতুর্থ ভাগ অবশিষ্ট রহিয়াছে, এতাবন্মাত্র কালই আমি প্রতীক্ষা করিব, তুমি আর কিছু উত্তর করিও না। ১১০

পক্ষিগণ বলিল, বিশ্বামিত্র রাজাকে এইরূপ নিষ্ঠুর ও নির্দয় বাক্য বলিয়া জুহু ভাবে সেই ধন গ্রহণ পূর্বক শীঘ্র চলিয়া গেলেন। ১১১

বিশ্বামিত্র গমন করিলে, রাজা যুগপৎ ভয় ও শোকের সাগরে নিমগ্ন হইয়া সকলের চেষ্টা পরীক্ষা করত, অধোমুখে উট্টকঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, 'যদি কোন মনুষ্য আমাকে ধন দ্বারা ক্রীতদাসরূপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে, যে পর্য্যন্ত সূর্য্য অস্তেনা যান, সেই সময়ের মধ্যে তিনি আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করুন। ১১২। ১১৩

অনন্তর ধর্ম, চণ্ডালের বেশ ধারণ পূর্বক সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার শরীর পুতিগন্ধযুক্ত, দেখিতে বিকৃত, কর্কশ, শ্মশ্রু, দন্তর, অবজার

কৃষ্ণো লম্বোদরঃ পিঙ্গরুক্ষাক্ষঃ পরুযাক্ষরঃ ।

গৃহীতপক্ষিপুঞ্জশ্চ শবমালৈর্যলঙ্কৃতঃ ॥১১৫

কপালহস্তো দীর্ঘাস্ত্রো ভৈরবোহতিবদন মুহুঃ ।

ঋগণাভিবৃত্তো ঘোরো ষষ্টিহস্তো নিরাকৃতিঃ ॥১১৬

চণ্ডাল উবাচ ।

অহমর্থী ত্বয়া শীঘ্রং কথয়স্বায়্যবেতনম্ ।

স্ত্রোকেন বহুনা বাপি যেন বৈ লভ্যতে ভবান্ ॥১৭

পক্ষিণ উচুঃ ।

তং তাদৃশমথালক্ষ্য ক্রুরদৃষ্টিং স্ননিষ্ঠুরম্ ।

বদন্তমতিদুঃশীলং কস্তমিত্যাহ পার্থিবঃ ॥১১৮

চণ্ডাল উবাচ ।

চণ্ডালোহমিহাখ্যাতঃ প্রবীরেতি পুরোস্তমে ।

বিখ্যাতো বধ্যবধকো মৃতকম্বলহারকঃ ॥১১৯

হরিশ্চন্দ্র উবাচ ।

নাহং চণ্ডালদাসত্বমিচ্ছ্যং স্তুবিগর্হিতম্ ।

বরং শাপাঘ্নিনা দণ্ডো ন চণ্ডালবশং গতঃ ॥১২০

পাত্র, কৃষ্ণবর্ণ এবং লম্বোদর, চক্ষু পিঙ্গল বর্ণ ও রুক্ষ এবং বাক্য অতিকর্কশ । তাঁহার একহস্তে কতকগুলি পক্ষী, গলদেশে শবের মালা, অপর হস্তে ময়ূষ্যের কপাল, মুখ লম্বা এবং প্রকৃতি অতি ভীষণ ও নিন্দনীয় । তাঁহার মুখ হইতে সর্বদাই বাক্য নির্গত হইতেছে, হস্তে একগাছি লাঠিও আছে এবং চারিদিকে কুকুরগণ বেষ্টিত করিয়া রহিয়াছে ॥১১৪॥১১৫॥১১৬

চণ্ডাল বলিল, আমি তোমার প্রার্থী, অল্পই হউক বা অধিক হউক, যে মূল্যে তুমি আপনাকে বিক্রয় করিবে, সেই মূল্য শীঘ্র বল ॥১১৭

পক্ষিগণ বলিল, নিতান্ত নিষ্ঠুর, ক্রুর দৃষ্টি, এবং অতিদুর্ভীক্যভাবী সেই চণ্ডালকে দেখিয়া, রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কে ? ॥১১৮

চণ্ডাল বলিল, আমি এই শ্রেষ্ঠ নগরীতে বাস করি, চণ্ডাল জাতি, আমার নাম প্রবীর, আমি বধ্যদিগের বধ ও মৃতের বস্ত্রাদিগ্রহণ করিয়া জীবিকা-নির্ভাহ করিয়া থাকি ॥১১৯

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, আমি, অতিনিন্দনীয় চণ্ডালদাসত্ব স্বীকার করিতে ইচ্ছা করি না, শাপাঘ্নির দ্বারা দণ্ড হই, সেও ভাল, তথাপি চণ্ডালের বশীভূত হইব না ॥১২০

পক্ষিগণ উচুঃ ।

তদৈষ্যৎ বদতঃ প্রাপ্তো বিশ্বামিত্রস্তপোনিধিঃ ।

কোপামৰ্ধ-বিরূতাক্ষঃ গ্রাহ চেদং মরাধিপম্ ॥১২১

চণ্ডালোহয়মনন্নং তে দাতুং বিত্তমুপস্থিতঃ ।

কস্মিন্ন দীয়তে মহমশেষা যজ্ঞদক্ষিণা ॥১২২

হরিশ্চন্দ্র উবাচ ।

ভগবন্ হৃদ্যবংশোখমাস্মানং বেদ্বি কৌশিক ।

কথং চণ্ডালদাসত্বং গমিষ্যে বিত্তকামুকঃ ॥১২৩

বিশ্বামিত্র উবাচ ।

যদি চণ্ডালবিস্তং ত্বমাস্মাবিক্রয়জং মম ।

ন প্রদাস্যসি কালেন শপ্যামি স্বামসংশয়ম্ ॥১২৪

পক্ষিগণ উচুঃ ।

হরিশ্চন্দ্রস্ততো রাজা চিন্তাবস্থিতজীবিতঃ ।

প্রসৌদেতি বদন্ পাদাবুৰ্জগ্রাহ বিহ্বলঃ ॥১২৫

পক্ষিগণ বলিল, রাজা মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে সেই তপোনিধি বিশ্বামিত্র উপস্থিত হইলেন এবং ক্রোধ ও অমৰ্ধে চক্ষু বিক্ষারিত করিয়া রাজাকে বলিলেন । এই চণ্ডাল তোমাকে অধিক ধন দান করিতে উপস্থিত হইয়াছে, অতএব তুমি আমাকে যজ্ঞের দক্ষিণা নিঃশেষ করিয়া কেন না দিতেছ ? ১২১।১২২

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, হে ভগবন্ কৌশিক, আমি আপনাকে হৃদ্যবংশীয় বলিয়া অভিমান করি । অতএব ধনলোভে কিরূপে চণ্ডালের দাসত্ব গ্রাণ্ণ হইব ? ১২৩

বিশ্বামিত্র বলিলেন, যদি তুমি চণ্ডালের নিকট আস্মাবিক্রয় করিয়া অর্থ গ্রহণ পূৰ্ব্বক যথাকালে আমাকে না প্রদান কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে মিশ্চয়ই শাপ প্রদান করিব । ১২৪

পক্ষিগণ বলিল, অনন্তর রাজা হরিশ্চন্দ্র চিন্তাক্রান্ত হইয়া ব্যাকুল ভাবে “প্রসন্ন হউন” বলিয়া বিশ্বামিত্রের চরণদ্বয় গ্রহণ করিলেন । ১২৫

হরিশ্চন্দ্র উবাচ ।

দাসোহ্ম্যার্থোহস্মি ভীতোহস্মি বৃদ্ধকৃষ্ণ বিশেষতঃ ।

কুরু প্রসাদং বিপ্রার্ধে কষ্টশ্চণ্ডাল-সঙ্করঃ ॥১২৬

ভবেয়ং বিভ্রংশেণ সর্বকৰ্মকরো বশঃ ।

তবৈব মুনিশাদূল প্রেষাশ্চিত্তাহুর্ভুক্তকঃ ॥১২৭

বিশ্বামিত্র উবাচ ।

যদি প্রেষ্যো মম ভবান্ চণ্ডালায় ততো ময়া ।

দাসভাবমহু প্রাপ্তো দত্তো বিত্তাক্ষুদেন বৈ ॥১২৮

পক্ষিণ উচুঃ ।

এবমুক্তে তদা তেন স্বপাকো হৃষ্টমানসঃ ।

বিশ্বামিত্রায় তদ্রব্যং দত্ত্বা বন্ধা নরেশ্বরম্ ॥১২৯

দণ্ডপ্রহার-সম্ভাঙ-মতীবব্যাকুলেন্দ্রিয়ম্ ।

ইষ্টবন্ধু-বিয়োগাৰ্ত্তমনয়ঞ্জিপতনম্ ॥১৩০

হরিশ্চন্দ্রস্ততো রাজা বসংশ্চণ্ডাল-পতনে ।

প্রাতর্মধ্যাহ্ন-সময়ে সায়কৈতদগায়ত ॥১৩১

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, হে বিপ্রার্ধে, আমি আপনার দাস, শরণাগত, ভীত এবং আপনার বিশেষ ভক্ত, আমার উপর অহুগ্রহ করুন, চণ্ডালের সম্পর্ক অতিকষ্টকর। হে মুনিশ্রেষ্ঠ, আমি অবশিষ্ট ধনের নিমিত্ত আপনারই সকল কর্মনির্বাহক, চিত্তাহুর্ভুক্ত, বশীভূত ভূত্য হইব। ১২৬।১২৭

বিশ্বামিত্র বলিলেন, যদি তুমি আমারই দাস হইলে, তবে আমি এক্ষণে স্বর্গদুন্দুভী লইয়া তোমাকে এই চণ্ডালের নিকট দাসরূপে বিক্রয় করিলাম। ১২৮

পক্ষিগণ বলিল, বিশ্বামিত্র এই কথা বলিলে, সেই চণ্ডাল হৃষ্টচিত্তে বিশ্বামিত্রকে সেই পরিমাণে ধন দান করিয়া, চিরপ্রেমাস্পদ-বন্ধুগণের বিয়োগে ব্যাকুলহৃদয়, সেই রাজাকে বাঁধিয়া, দণ্ড প্রহার করিতে করিতে আপনার নগরে লইয়া যাইল। ১২৯।১৩০

অনন্তর রাজা হরিশ্চন্দ্র, চণ্ডাল নগরে বাস করত, প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন এবং সায়ং-কালে এই বলিয়া খেদ করিতেন। হায়! সেই দীনমুখী বালা মহিষী, মলিনমুখ বালক তনয়কে সম্মুখে দেখিয়া, হৃৎখে কাতর চিত্তে, অবশ্যই আমাকে অহুক্ষণ শরণ করিতেছেন! এবং হয়ত, মনে মনে ভাবিতেছেন, রাজা কোন দিন ধন

বালা দীনমুখী দৃষ্ট্বা বাগং দীনমুখং পুরঃ ।
 মাং স্মরত্যমুখাবিষ্টা মোচয়িষ্যাতি নো নৃপঃ ।
 উপান্তবিন্দো বিপ্রায় দত্তা বিত্তমতোহধিকম্ ॥১৩২
 ন সা মাং মুগশাবাকী বেত্তি পাপতরং কৃতম্ ॥১৩৩
 রাজ্যানাশঃ সূক্ষ্মং ত্যাগো ভাৰ্য্যাতনয়-বিক্রয়ঃ ।
 প্রাপ্তা চণ্ডালতা চেগমহো হুঃখপরম্পরা ॥১৩৪
 এবং স নিবসন্ নিত্যং সন্মার দয়িতং সূতম্ ।
 ভাৰ্য্যাক্যাস্যসমামিষ্টাং হৃতসৰ্কস্ব আতুরঃ ॥১৩৫
 কস্যচিত্ত্বথ কালস্য মৃতচেলাপহারকঃ ।
 হরিশ্চন্দ্রোহভবদ্রাজা শ্মশানে তদশামুগঃ ॥১৩৬
 চণ্ডালেনামুশিষ্টশ্চ মৃতচেলাপহারিণা ।
 শবাগমনমবিস্ফলিহ তিষ্ঠ দিবানিশম্ ॥১৩৭
 ইদং রাজ্ঞেহপি দেয়ঞ্চ যড়্ভাগন্ত শবং প্রতি ।
 ত্রয়স্ত মম ভাগাঃ স্যূৰ্দ্ধোভাগৌ তব বেতনম্ ॥১৩৮

লাভ করিয়া, এই ব্রাহ্মণ আমাদিগের মূল্যস্বরূপ যে ধন দিয়াছেন, ইহাকে তাহা
 অপেক্ষা অধিক ধন প্রত্যর্পণ করিয়া, আমাদিগকে নিশ্চয়ই মুক্ত করিবেন !
 কিন্তু সেই মুগশাবাকী, আমি যে বিরূপ বিগর্হিত কার্য্য করিয়াছি, তাহা
 জানিতেছেন না ! রাজ্যানাশ, বন্ধুবিয়োগ, ভাৰ্য্যা ও পুত্র বিক্রয় আর পরিশেষে
 এই চণ্ডালত্ব প্রাপ্তি, হায় ! আমার উত্তরোত্তর কেবল হুঃখই বর্দ্ধিত হইয়াছে !
 সেই হৃতসৰ্কস্ব, আতুর রাজা চণ্ডালনগরে নিবাস করত এইরূপে প্রিয়পুত্র এবং
 আত্মানুরাগিনী প্রেয়সী ভাৰ্য্যাকে স্মরণ করিতেন । ১৩১, ১৩২, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫

এইরূপে কিছুকাল গত হইলে চণ্ডালের বশতা প্রাপ্ত, সেই রাজা হরিশ্চন্দ্র
 শ্মশানে মৃত দিগের বস্ত্র সংগ্রহ করিতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন । মৃত-বস্ত্রাপহারী
 চণ্ডাল তাঁহাকে শ্মশানে থাকিয়া দিবারাত্র শবাগমনের প্রতীক্ষা করিতে
 বলিয়াছিল । এবং ইহাও বলিয়াছিল, যে, প্রত্যেক শবের বস্ত্রাদি হইতে যে
 লাভ হইবে, তাহার ছয় ভাগের এক ভাগ রাজাকে দিতে হইবে, তিন ভাগ
 আমি গ্রহণ করিব এবং অবশিষ্ট দুইভাগ তোমার বেতন হইবে । এইরূপে
 চণ্ডাল কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া রাজা, বারাণসীর দক্ষিণদিকে অবস্থিত শবসমূহের
 আলয়ভূত শ্মশানে গমন করিলেন । সেই শ্মশান শতশত শিবান্বারা পরিব্যাপ্ত,
 সৰ্কস্বা ভীষণধ্বনিপূর্ণ, শবমস্তকে সমাকীর্ণ, হুর্গন্ধ, চিতাধূমে আবৃত, গিশাট

ইতি প্রতি সমাদিষ্টো জগাম শবমন্দিরম্ ।
 দিশন্ত দক্ষিণাং যত্র বারানস্যাং স্থিতং তদা ॥১৩৯
 অশানং ঘোরসংনাদং শিবাশত-সমাকুলম্ ।
 শবমোলিসমাকীর্ণং দুর্গন্ধং বহুধুমকম্ ॥১৪০
 পিশাচ ভূত-বেতাল ডাকিনী-যক্ষ-সঙ্কুলম্ ।
 গৃধ্র-গোমায়ু-সঙ্কীর্ণং শ্ববৃন্দপরিবারিতম্ ॥১৪১
 অস্থিসত্ত্বাতসঙ্কীর্ণং মহাদুর্গন্ধসঙ্কুলম্ ।
 নানামৃত-সুহৃদাদ-রৌদ্রকোলাহলাকুলম্ ॥১৪২
 হা পুত্র মিত্র হা বন্ধো ভ্রাতবৎস প্রিয়াদ্য মে ।
 হা পতে ভগিনি মাতর্হা মাতুল পিতামহ ॥১৪৩
 মাতামহ পিতঃ পৌত্র ক গতোহস্থেহি বান্ধব ।
 ইত্যেবং বদতাং যত্র ধ্বনিঃ সংশ্রয়তে মহান্ ॥১৪৪
 স রাজা তত্র সম্প্রাপ্তো হুঃখিতঃ শোচনোদ্যতঃ ।
 হা ভূত্যা মস্ত্রিণো বিপ্রাঃ ক তদ্রাজ্যং বিধে গতম্ ॥১৪৫
 হা শৈবো পুত্র হা বাল মাং ত্যক্ত্বা মন্দভাগ্যকম্ ।
 বিশ্বামিত্রস্য দোষণে গতঃ কুত্ৰাপি তে মম ॥১৪৬

ভূত, বেতাল, ডাকিনী, ও যক্ষগণে বেষ্টিত, গৃধ্র, গোমায়ু ও কুকুরসমূহে পরি-
 বৃত, চারিদিকে অস্থিসমূহে আকীর্ণ, তীব্রপুতিগন্ধযুক্ত, বস্ত্রসমূহে পরিপূর্ণ এবং
 মৃতব্যক্তিদিগের নানাবিধ স্কন্ধদণ্ডের ভীষণ আর্দ্রনাদে আকুলিত। সেই স্থানে
 সর্বদা হা পুত্র ! হা মিত্র ! হা বন্ধো ! হা ভ্রাতঃ ! হা বৎস ! হা পতে ! হা
 ভগিনি ! হা মাতঃ ! হা মাতুল ! হা পিতামহ ! হা মাতামহ ! হা পিতঃ ! হা
 পৌত্র ! হা বান্ধব ! অদ্য আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিয়াছ ?
 একবার আইস, এইরূপ ক্রন্দনকারীদিগের সুমহান্ আর্দ্রনাদ শ্রুত হইয়া
 থাকে । ১৩৭।১৩৭।১৩৮. ১৩৯।১৪০।১৪১।১৪২।১৪৩।১৪৪

সেই রাজা, সেই স্থানে গমন করিয়া, হুঃখিতান্তঃকরণে আপনার দশার
 উপব একপ অহুতাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, হা ভূতগণ ! হা মস্ত্রিগণ ! হা
 বিপ্রগণ ! হা বিধাতঃ ! আমার সেই রাজ্য কোথায় গিয়াছে। হা মহিবি !
 শৈবো ! হা বালকপুত্র ! হায় ! বিশ্বামিত্রের দোষে ইহারা সকলে এই ভাগ্যহীন
 হরিশ্চন্দ্রকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় রহিয়াছে ! এইরূপ চিন্তা করত এবং
 সেই স্থানে বারম্বার চণ্ডালের আদেশমত কার্য্য করত সেই রাজা ক্রমশঃ

ইতোবাং চিত্তয়ন্তত্র চণ্ডালোক্তং পুনঃ পুনঃ ।

মলিনো রুক্ষগর্ভাঙ্গঃ কেশবান্ গন্ধবান্ ধ্বজী ॥১৪৭

লকুটী কালকল্পশ্চ ধাবংশ্চাপি ততস্ততঃ ।

অস্মিন্ শব ইদং মূল্যং প্রাপ্তং প্রাপ্যামি চাপ্যুত ॥১৪৮

ইদং মম ইদং রাজ্ঞে মুখ্যচণ্ডালকে দ্বিদম্ ।

ইতি ধাবন্ দিশো রাজা জীবন্ যোন্তস্তরং গতঃ ॥১৪৯

জীর্ণকর্পট-সুগ্রহি-কৃতকস্থা-পরিগ্রহঃ ।

চিত্তভস্মরজো-লিপ্ত-মুখবাহুদরাজ্জি কঃ ॥১৫০

নানামেদো-বসা-মজ্জলিপ্তপাণ্যঙ্গুলিঃ শ্বসন্ ।

নানান্যবোদন-কৃতাহারতৃপ্তিপরায়ণঃ ॥১৫১

তদীয়মালা-সংলগ্ন-কৃতমস্তকমণ্ডনঃ ।

ন রাত্রৌ ন দিবা শেতে হাহেতি প্রবদন্ মুহঃ ।

এবং দ্বাদশ মাসান্ত নীতাঃ শতসমোপমাঃ ॥১৫২

অথাজগাম সস্তুতং মৃতমাদায় লাপিনী ।

মলিন, রুক্ষাকৃতি, দীর্ঘকেশবিশিষ্ট এবং দুর্গন্ধযুক্ত হইলেন । তিনি দেখিতে যমের ভ্রায় হইলেন এবং ধ্বজা ও লকুট গ্রহণ করিয়া সেই শ্মশানের চারিদিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । এই শবে এই মূল্য লাভ হইয়াছে, আরও কিছু পাওয়া যাইবে, ইহার মধ্যে আমি এট পাইব, রাজাকে এই দিতে হইবে, এবং মুখ্য চণ্ডালকে এই দিতে হইবে, এইরূপ চিন্তা করত শ্মশানের চারিদিকে ভ্রমণ করিতে করিতে সেই রাজার জীবিত অবস্থাতেই যেন জন্মান্তর লাভ হইল । ১৪৫।১৪৬।১৪৭।১৪৮।১৪৯

তিনি জীর্ণবস্ত্র সকল গ্রহি দিয়া পরিধান করিতে লাগিলেন । মৃতদেহের কস্থা দ্বারা শরীর আবরণ করিতে লাগিলেন । চিত্তভস্মের রজদ্বারা মুখ, বাহু, উদর, ও অঙ্গুলি লেপন করিতে লাগিলেন । তাঁহার হস্তাঙ্গুলিতে নানাপ্রকার মেদ, বসা, ও মজ্জার লেপ সংলগ্ন হইল । তিনি শবসমূহের উদ্দেশে প্রদত্ত ওদন আহার করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে লাগিলেন । এবং শবের মালা দ্বারা মস্তকের ভূষণ সম্পাদন করিতে লাগিলেন, এইরূপ অবস্থায় তিনি দিন ও রাত্রি যাপন করিতে লাগিলেন, একবারও শয়ন করিতেন না, মুখে সর্বদা হাহারব করিতেন, এইরূপে একশতবৎসরের তুল্য দীর্ঘ দ্বাদশ মাস অতীত হইল । ১৫০।১৫১।১৫২

ভাৰ্য্যা তন্ত্ৰ নৱেজ্জস্য সৰ্পদষ্টং হি বালকম্ ॥১৫৩
 হা বৎস হা সূত শিশো ইত্যেবং বদতী মুহঃ ।
 কৃশা-বিবৰ্ণা বিমনাঃ পাংগুধ্বস্তশিৰোরুহা ॥১৫৪
 স তাং রোকদতীং ভাৰ্য্যাং নাভ্যজানাতু পাণ্ডিৰঃ ।
 চিৰপ্রবাস-সন্তপ্তাং পুনৰ্জাতামিবাবলাম্ ॥১৫৫
 সাপি তং চাক্ৰকেশাস্তং পুৰা দৃষ্ট্বা জটালকম্ ।
 নাভ্যজানান্ পশুতা শুকবৃক্ষোপমং নৃপম্ ॥১৫৬
 সোহপি কৃষ্ণপটে বালং দৃষ্ট্বাশীবিষপীড়িতম্ ।
 নৱেজ্জ-লক্ষণোপেতং চিন্তামাপ নৱেশ্বরঃ ॥১৫৭
 স্মৃতিমভাগতোবালো রোহিতাশ্বোহজলোচনঃ ।
 সোহপ্যেতামেব মে বৎসো বয়োহবহামুপাগতঃ ।
 নীতো যদি ন ঘোৱেণ কৃতান্তেনাত্মনো বশম্ ॥১৫৮
 ৰাজপত্ন্যবাচ ।
 হা বৎস কস্য পাপস্য অপধ্যানাদিদং মহৎ ।
 হুংখমাপতিতং ঘোৱং বস্যাস্তো নোপলভ্যতে ॥১৫৯

অনন্তর তাঁহার ভাৰ্য্যা সৰ্পদংশনে মৃত, স্বকীয় বালক পুত্ৰকে গ্ৰহণ কৰিয়া
 হা পুত্ৰ ! হা বৎস ! হা শিশো ! এইৰূপে কাদিতে কাদিতে সেই স্থানে
 উপস্থিত হইলেন । তিনি কৃশা, মলিনা, হুংখিতহৃদয়া, হইয়াছিলেন এবং
 তাঁহার কেশকলম্প ধূলয় ধূসৰিত হইয়াছিল । এই নিমিত্ত সেই ৰাজা,
 বহুকালব্যাপিবিবৰ্ণে সন্তপ্তা, সূতৱাং যেন জন্মান্তর প্রাপ্তা, রোকদ্যমানা
 সেই মহিষীকে চিনিতে পাবেন নাই । ১৫৩।১৫৪।১৫৫

মহিষীও পূৰ্বে তাঁহাকে স্নন্দর কেশে অশোভিত দেখিয়াছিলেন, সূতৱাং
 এক্ষণে জটায়ুত এবং শুক বৃক্ষের ত্ৰায় বিকৃতি প্রাপ্ত সেই ৰাজাকে চিনিতে
 পাবেন নাই । ১৫৬

সেই ৰাজাৱও, কৃষ্ণবস্ত্ৰে আবৃত, ৰাজচিহ্নযুক্ত, সৰ্পদংশনে মৃত বালককে
 দেখিয়া, নিজের বালক পদ্মনেজ্জ রোহিতাশ্ব স্মৃতিপথে উদ্ভিত হওয়ায়,
 তিনি মনে মনে এইৰূপ চিন্তা কৰিয়াছিলেন, যদি নৃশংস কৃতান্ত আমার পুত্ৰকে
 নিজের বশে না লইয়া থাকে, তাহা হইলে, সেও এতদিন নিশ্চয়ই এইৰূপ
 বয়স প্রাপ্ত হইয়াছে । ১৫৭।১৫৮

এমন সময়ে ৰাজপত্নী এই বলিয়া কাদিয়া উঠিলেন, হা বৎস ! আমার

হা নাথ রাজন্ ভবতা মামনাশ্চ হুঃখিতাম্ ।
 কাপি সন্তুষ্টিতাহানে বিশ্রুৎ স্বীয়তে কথম্ ॥১৬০
 রাজ্যনাশঃ স্নহুত্যাগো ভার্যাতনয়-বিক্রয়ঃ ।
 হরিচন্দ্রস্য রাজর্ষেঃ কিং বিধে ন কৃতং ত্বয়া ॥১৬১
 ইতি তস্যা বচঃ শ্রুত্বা রাজা স্বস্থানতশ্চ্যুতঃ ।
 প্রত্যভিজ্জায় দয়িতাং পুত্রঞ্চ নিধনং গতম্ ॥১৬২
 কষ্টং শৈবোয়মেবা হি স বালোহর্যমিতীরয়ন্ ।
 রুরোদ হুঃখসন্তপ্তো মুচ্ছীমভিজগাম চ ॥১৬৩
 সা চ তং প্রত্যভিজ্জায় তামবস্থামুপাগতম্ ।
 মুচ্ছিতা নিপপাতার্তা নিশ্চেষ্টা ধরণীতলে ॥১৬৪
 চেতঃ সম্প্রাপ্য রাজেন্দ্রো রাজপত্নী চ তৌ সমম্ ।
 বিলেপভূঃ স্নসন্তপ্তৌ শোকভারাবপীড়িতৌ ॥১৬৫
 রাজোবাচ ।
 প্রিয়ে ন যোচয়ে দীর্ঘং কালং ক্লেশমুপাসিতুম্ ।
 নান্মায়ত্তশ্চ তদঙ্গি পশ্য মে মন্দভাগ্যাতাম্ ।

কোন পাপের পরিণামে এই ঘোর মহৎ হুঃখ আপতিত হইয়াছে ! যাহার
 শেষ দৃষ্ট হইতেছে না । হা নাথ, হা নৃপতে, আপনি এমন সময় এতাদৃশ-হুঃখ-
 ভাগিনী আমাকে সাহসনা না করিয়া কোথায় নিশ্চিন্ত হইয়া রহিয়াছেন?
 রাজ্যনাশ, বন্ধুবিরোগ, ভার্যাপুত্র-বিক্রয়, এই সকলই সজ্জ্বলিত হইয়াছে,
 অতএব হে বিধাতাঃ রাজর্ষি হরিচন্দ্রের আর কি করিতে বাকী
 রাখিয়াছ ১১৫৯।১৬০।১৬১

রাজ্ঞীর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, রাজা তাঁহাকে নিজের দয়িতা এবং
 স্বকীয় পুত্র নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে, জানিতে পারিয়া, স্বস্থান হইতে দূর
 হইলেন । হায় কি কষ্ট ! এই সেই শৈব্যা ! সেই বালকও এই ! এইরূপ
 বলিতে বলিতে, রাজা রোদন করিতে লাগিলেন এবং হুঃখে সন্তপ্ত হইয়া
 মুচ্ছিত হইলেন । রাজ্ঞীও তাদৃশ অবস্থা প্রাপ্ত রাজাকে জানিতে পারিয়া
 আর্ত, মুচ্ছিত ও নিশ্চেষ্ট হইয়া পৃথিবীতে পতিত হইলেন । অনন্তর সেই
 রাজেন্দ্র এবং রাজপত্নী যুগপৎ চৈতন্ত লাভ করিয়া অতিশয় শোকার্ত ও
 অত্যন্ত সন্তপ্ত হৃদয়ে বিলাপ করিতে লাগিলেন । ১৬২।১৬৩।১৬৪।১৬৫

রাজা বলিলেন, হে প্রিয়ে, আমি আর অধিক কাল এরূপ ক্লেশ ভোগ

চণ্ডালেনানমুজ্জাতঃ প্রপেক্ষ্য জলনং যদি ।
 চণ্ডাল-দাসতাং যাশ্চে পুনরপ্যাহুজন্মনি ॥
 নরকে চ পতিষ্যামি কীটককুমিভোজনঃ ।
 বৈতরণ্যাং মহাপুয়-বসাস্বক্-স্নায়ু পিচ্ছিলে ॥
 অসিপত্র-বনং প্রাপ্য ছেদং প্রাপ্যামি দারুণম্ ।
 তাপং প্রাপ্স্যামি বা প্রাপ্য মহারোরব-রোরবৌ ॥
 মগ্নস্য হুঃখজলধৌ পারঃ প্রাণ-বিয়োজনম্ ।
 একোহপি বালকো যোহয়মাসীদংশকরঃ সূতঃ ॥
 মম দৈবানুব্রবেগেন মগ্নঃ সোহপি বলীয়সা ।
 কথং প্রাণান্ বিমুঞ্চামি পরায়ন্তোহস্মি দুর্গতঃ ॥১৬৬
 অথবা নার্তিনা ক্লিষ্টো নরঃ পাপমবেক্ষতে ।
 তিথ্যন্তে নাপ্তি তদুৎখং নাসিপত্রবনে তথা ।
 বৈতরণ্যাং কুতস্তাদৃগ্ যাদৃশং পুত্রবিপ্লবে ॥১৬৭

করিতে রুচি করিনা, কিন্তু হে তনুজি, আমার নিজের উপর ও
 প্রভূতা নাই, আমার অভাগ্য দেখ! যদি আমি চণ্ডালের নিকট
 হইতে অনুজ্ঞা না লইয়া অগ্নিতে প্রবেশ করি, তাহা হইলে অল্প
 জন্মে আবার চণ্ডালের দাসত্ব প্রাপ্ত হইব। কেবল তাহা নহে,
 বৈতরণী নদীর তীরে মহাপুয়, বসা, অস্বক্ ও স্নায়ু দ্বারা পিচ্ছিল
 নরকে পতিত হইয়া কীট ও কুমি ভোজন করিতে থাকিব। অসিপত্র
 নামক নরকে যাইয়া দারুণ ছেদ প্রাপ্ত হইব, বোরব ও মহারোরব
 নরক প্রাপ্ত হইয়া তাপ প্রাপ্ত হইব। এই হুঃখ নাগরের মূত্ৰাই
 পার। কাবণ যে বালক আমার এক মাত্র বংশধর পুত্র ছিল, আমার
 দুর্দৈবরূপ জলের প্রবল বেগে সেই বালকও মগ্ন হইল! আমি পরের
 আয়ত্ত, সূতরাং এরূপ দুর্গাত অবস্থাতেও কিঙ্কপে প্ৰাণ পরিত্যাগ করি।
 অথবা হুঃখার্ভ ব্যক্তি পাপের প্রতি লক্ষ্য করে না। তিথ্যগ্ যোনিতে
 পতিত হইলে, অসিপত্রবননামক নরকে বা বৈতরণীতে মগ্ন হইলেও
 সৰূপ হুঃখ হয় না, পুত্র বিয়োগে যেরূপ হুঃখ হয়। সেই আমি পুত্রের
 পরীর দ্বারা প্রদীপ্ত হতাশনে নিপতিত হইব, অতএব হে তনুজি, আমি
 দি কোন পাপ করিয়া থাকি, তাহা ক্ষমা করিও। হে শুচিন্মিতে,
 তোমাকে অনুজ্ঞা করিতেছি, তুমি ব্রাহ্মণের গৃহে গমন কর এবং শ্রদ্ধা

সোহহং স্ততশরীরেণ দীপ্যমান-হৃতাশনে ।
 নিপতিষ্যামি তবঙ্গি ক্ষন্তব্যং কুরুতং মম ॥১৬৮
 অমুক্তাতা চ গচ্ছ স্বং বিপ্রবেশ্য শুচিস্মিতে ।
 মম বাক্যঞ্চ তবঙ্গি নিবোধাদৃতমানসা ॥১৬৯
 যদি দত্তং যদি হৃতং গুরবো যদি তোষিতাঃ ।
 পরত্র সঙ্গমো ভূয়াৎ পুঞ্জেন সহ চ ত্বয়া ॥১৭০
 ইহ লোকে কুতস্থেতদ্বিষ্যতি মমেঙ্গিতম্ ।
 ত্বয়া সহ মম শ্রেয়ো গমনং পুত্রমার্গণে ॥১৭১
 যন্ময়া হসতা কিঞ্চিদ্রহস্যো বা শুচিস্মিতে ।
 অশ্লীলমুক্তং তৎ সৰ্ব্বং ক্ষন্তব্যং মম যাচতঃ ॥১৭২
 রাজপত্নীতি গর্বেণ নাবজ্জেষঃ স তে দ্বিজঃ ।
 সৰ্ব্বযত্নেন তে তোষাঃ স্বামিদৈবতবচ্ছুভে ॥১৭৩

রাজপত্ন্যুবাচ ।

অহমপ্যত্র রাজর্ষে দীপ্যমানে হৃতাশনে ।
 দুঃখভারাসহ্যৈদ্যেব সহ যাস্তামি বৈ ত্বয়া ॥১৭৪

পূর্বক আমার বাক্য শ্রবণ কর। যদি আমি কিছু দান করিয়া থাকি, হবন করিয়া থাকি অথবা গুরুগণের সন্তোষ উৎপাদন করিয়া থাকি, তাহা হইলে পরকালে পুত্র ও তোমার সহিত পুনর্বার সঙ্গ হইবে ৷১৬৮৷১৬৯৷১৬৮১৬৯৷১৭০

ইহ লোকে তোমার সহিত আমার অভীষ্ট মিলন হইবার আর কোন উপায় নাই, স্ততরাং এই অবস্থায় পুত্রের অবেষণে গমন করাই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ। হে শুচিস্মিতে, যদি আমি উপহাসের সময় অথবা রহস্তে তোমাকে কিছু অশ্লীল বলিয়া থাকি, তাহা হইলে, আমি প্রার্থনা করিতেছি, তুমি উহা ক্ষমা কর। তুমি আপনাকে রাজপত্নী ভাবিয়া, সেই অহঙ্কারে যেন সেই ব্রাহ্মণকে অবজ্ঞা করিওনা, তুমি সৰ্ব্ব প্রকারে স্বামী ও দেবতার আশ্রয় তাহার সন্তোষ উৎপাদন করিবে ৷১৭১৷১৭২৷১৭৩

রাজপত্নী বলিলেন হে রাজর্ষে, আমিও দুঃখভার সহনে অসমর্থ হুতরাং অদ্য আপনার সহিতই প্রদীপ্ত হৃতাশনে প্রবেশ করিব ৷১৭৪

পক্ষিগ উচুঃ ।

ভতঃ কৃষ্ণা চিতাং রাজা আরোপা তনয়ং স্বকম্ ।
 ভাৰ্য্যা সহিতশ্চাসৌ বদ্ধাঞ্জলিপুটপুন্দা ।
 চিত্তয়ন্ পরমাত্মানমীশং নারায়ণং হরিম্ ।
 হৃৎকোটরগুহাসীনং বাহুদেবং সুরেশ্বরম্ ।
 অনাদিনিধনং ব্রহ্ম কৃষ্ণং পীতাম্বরং শুভম্ ॥১৭৬
 তস্ত চিত্তয়মানস্ত সৰ্কে দেবাঃ শ্ববাসবাঃ ।
 ধৰ্ম্যং প্রমুখতঃ কৃষ্ণা সমাজগুস্বরান্বিতাঃ ॥১৭৭
 আগতা সৰ্কে প্রোচুস্তে ভো ভো রাজন্ শৃণু প্রভো ।
 অয়ং পিতামহঃ সাক্ষাৎকৰ্ম্মশ্চ ভগবান্ স্বয়ম্ ॥১৭৮
 সাধ্যাশ্চ বিশ্বে মরুতো লোকপালাঃ সবাহনাঃ ।
 নাগাঃ সিদ্ধাশ্চ গন্ধৰ্ব্বা কদ্রাশ্চৈব তথ্যাম্বিনৌ ।
 এতে চাত্তে চ বহবো বিশ্বামিত্রস্তপৈবচ ॥১৭৯

ধৰ্ম্ম উবাচ ।

মা রাজন্ সাহসং কাৰ্য্যার্থম্বোহহং ভ্রামুপাগতঃ ।
 তিতিক্ষা-দম-সত্যাদৈঃ সদৃশৈঃ পরিতোষিতঃ ॥১৮০

পক্ষিগণ বলিল, অনন্তর, রাজা চিতারচনা করিয়া তাহাতে নিজের তনয়কে স্থাপিত করিলেন। তদনন্তর ভাৰ্য্যার সহিত কৃতাজলিপুটে হৃদয়-কোটররূপ-গুহামধ্যে আসীন, অনাদি, অনন্ত, পরব্রহ্ম, পরমাত্মা, পীতাম্বর, শ্রীকৃষ্ণকে চিত্তা করিতে লাগিলেন । ১৭৫।১৭৬

রাজা শ্রীকৃষ্ণের চিত্তায় নিমগ্ন হইলে, ইন্দ্রাদি দেবগণ ধৰ্ম্মকে অগ্রে লইয়া সত্তর সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সকলে সেই স্থানে আগমন করিয়া বলিলেন, হে রাজন্, শ্রবণ কর, ইনি সাক্ষাৎ পিতামহ, ইনি স্বয়ং ভগবান্ ধৰ্ম্ম, আর ইহঁারা সাধ্য, বিশ্বেদেব, মরুদগণ, স্বস্রবাহনে আরুড়লোকপালগণ, নাগগণ, সিদ্ধগণ, গন্ধৰ্ব্বগণ, দ্বাদশ রুদ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং অন্যান্য দেবগণ সকলেই এখানে উপস্থিত হইয়াছেন, বিশ্বামিত্রও আসিয়াছেন । ১৭৭।১৭৮, ১৭৯

ধৰ্ম্ম বলিলেন, হে রাজন্, একুপ সাহসের কাৰ্য্য করিবেন না, আমি ধৰ্ম্ম, মাপনার তিতিক্ষা, দম ও সত্যাদি সদৃশে সন্তুষ্ট হইয়া আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি । ১৮০

ইন্দ্র উবাচ ।

হরিশ্চন্দ্র মহাভাগ প্রাপ্তঃ শক্রোহ্মি তেহস্তিকম্ ।

অয়া সভার্যাপুঞ্জৈঃ জিতা লোকাঃ সনাতনঃ ॥১৮১

আরোহ ত্রিদিবং রাজন্ ভার্যাপুত্রসমম্বিতঃ ।

অহুশ্রাপং নরৈবৈজর্জিতমাস্ত্রীয়কর্মভিঃ ॥১৮২

পক্ষিণ উচুঃ ।

ততোহমৃতময়ং বর্ষমপমৃত্যুবিনাশনম্ ।

ইন্দ্রঃ প্রাস্রজদাকাশাচ্চি তাহানগতঃ প্রভুঃ ॥১৮৩

পুষ্পবর্ষক্ স্মমহং দেবহুন্দুভিনিশ্বনম্ ।

ততস্ততো বর্ন্তমানে সমাজে দেবসঙ্কুলে ॥১৮৪

সমুত্তস্থৌ ততঃ পুত্রৌ রাজন্তস্যা মহাশ্বনঃ ।

সুকুমারতমুঃ স্বহঃ প্রসন্নেন্দ্রিয়মানসঃ ॥১৮৫

ইন্দ্র বলিলেন, হে মহাভাগ, হরিশ্চন্দ্র, আমি ইন্দ্র আপনার নিকট আগমন করিয়াছি, আপনি ভার্য্যা ও পুত্রের সহিত সনাতন লোক সকল জয় করিয়াছেন, হে রাজন্, আপনি ভার্য্যা ও পুত্রের সহিত নিজ কর্মের দ্বারা অর্জিত, অত্র মনুষ্যের হুশ্রাপ্য, স্বরলোকে আরোহণ করেন ১৮১ ১৮২

পক্ষিগণ বলিল, অনন্তর অভাবসম্পন্ন, ইন্দ্র চিতাসমীপে গমন করিয়া আকাশ হইতে অপমৃত্যুর বিনাশক অমৃত বর্ষণ করিলেন ১৮৩

তাহার পর, দেবহুন্দুভি-নিনাদের সহিত স্মমহং পুষ্পবর্ষণও হইল। তৎপরে দেবগণপরিপূর্ণসভাস্থলে সেই মহাত্মা রাজপুত্র পুনর্বার পূর্বের ত্রায় সুকুমার শরীরে, স্বস্থভাবে এবং প্রসন্নচিত্তে মৃত্যুশয্যা হইতে উখিত হইলেন ১৮৪ ১৮৫

দেবী-মাহাত্ম্য ।

সাবর্ণিঃ সূর্য্যাতনয়ো যো মমুঃ কথ্যতেহষ্টমঃ ।
নিশাময় তদ্বৎপতিং বিস্তরাদ্গদতো মম ॥১
স্বারোচিষেহস্তরে পূৰ্বে চৈত্রবংশমুত্তমঃ ।
সুরথো নাম রাজাজুং সমস্তে ক্ষিতিমণ্ডলে ॥২
তস্য পালয়তঃ সমাক্ প্রজাঃ পুত্রানিবোরসান্ ।
বভূবুঃ শত্রবো ভূপাঃ কোলাবিক্ষংসিনস্তথা ॥৩
তস্য তৈরভবদ্-যুদ্ধ-মতি প্রবলদণ্ডিনঃ ।
নূনৈরপি স তৈর্যুদ্ধে কোলাবিক্ষংসিভিজিতঃ ॥৪
তন্তঃ নৃপুবমায়াতো নিজদেশাধিপোহভবৎ ।
আক্রান্তঃ স মহাভাগতৈস্তদা প্রবলারিভিঃ ॥৫
অমাত্যৈর্বাণিভির্হুর্জৈর্কলস্ত ছরাস্বাভিঃ ।
কোষো বলঞ্চাপকৃতং তত্রাপি স্বপূরে ততঃ ॥৬
ততো যুগ্মাব্যাজেন হতস্বামাঃ স ভূপতিঃ ।
একাকী হয়মাক্রহ জগাম গহনং বনম্ ॥৭

সূর্য্যের পুত্র সাবর্ণি-নামে যে অষ্টম মমু হইবেন, আমি তাঁহার, উৎপত্তির কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর । পূৰ্বে স্বারোচিষ মনুস্তরে চৈত্রবংশ-প্রসূত সুরথ নামক নৃপ নিগিলধরামণ্ডলের অধিপতি হইয়াছিলেন । তিনি ঐরস পুত্রের জায় প্রকৃতি মণ্ডলকে সমাক্রমে পালন করিতেন । কোন সময়ে কোলাবিক্ষংসিনামক রাজাদিগের সহিত তাঁহার শত্রুতা হইল । ক্রমে উহা-দিগের সহিত যুদ্ধও বাধিল । তিনি প্রচণ্ডদৌর্দণ্ডাঘিত হইয়াও সেই হীনবল-দিগের যুদ্ধে পরাজিত হইলেন । ১।২।৩।৪

অনন্তর, নিজরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, কেবল সেইস্থানেরই আধিপত্য করিতে লাগিলেন । সেই মহাভাগ নরপতি, নিজপূরে থাকিয়াও সেই প্রবল শক্রগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইলেন, সেই অবসরে প্রবল-বলশালী হুঠ, ছরাস্বা সেই অমাত্যগণ ঐ দুর্কল রাজার ধনাগার এবং সৈন্ত সকল আত্মসাৎ করিল । তখন সেই হতসর্ব্বশ্ব নরপতি, একক একটা অশ্বে আরোহণ করিয়া যুগ্মাচ্ছলে

স তত্রাশ্রম-মদ্রাক্ষীদ্বিজবর্ষস্য মেধসঃ ।
 তদ্বো কক্ষিং স কালঞ্চ মুনিনা তেন সংকৃতঃ ॥৮
 ইতশ্চেতশ্চ বিচরংস্তস্মিন্ মুনিবরাশ্রমে ।
 সোহি চিস্তয়ৎ তদা তত্র মমত্বাকৃষ্টচেতনঃ ॥৯
 মৎপূর্বেঃ পালিতঃ পূর্বেঃ যয়া হীনং পুং হি তৎ ।
 মন্তৃত্যৈত্তরসম্বৃত্তৈতধর্মতঃ পাল্যাতে ন বা ॥১০
 ন জানে স প্রধানো মে শূরহস্তী সদামদঃ ।
 মম বৈরিবশং যাতঃ কান্ ভোগানুপলপ্সাতে ॥১১
 যে মমানুগতা নিত্যং প্রসাদ-ধন-ভোজনৈঃ ।
 অমুত্ত্বিত্তিং ধ্রুং তেহদ্য কুর্কস্ত্যমহীভূতাম্ ॥১২
 অসমাখ্যায়-শীলৈস্তৈঃ কুর্কস্তিঃ সততং ব্যয়ম্ ।
 সক্ষিতঃ সোহিত্তিহুঃধেন ক্ষয়ং কোষো গমিষ্যতি ॥১৩
 এতচ্চাত্মক সততং চিস্তয়ামাস পার্থিবঃ ।
 তত্র বিপ্রাশ্রমাভ্যাসে বৈশ্যামেকং দদর্শ সঃ ॥১৪

গহন বনে পলায়ন করিলেন। এবং সেই বন-মধ্যে দ্বিজশ্রেষ্ঠ মেধস্ মুনির আশ্রম দেখিতে পাইলেন। ঐ আশ্রমে সেই মুনি কর্তৃক সংকৃত হইয়া, কিছু কাল অবস্থান করিয়াছিলেন। ঐ সময় তিনি ঐ আশ্রমের চতুঃপার্শ্বে ভ্রমণ করত মমতায় আকৃষ্ট চিন্তা হইয়া, এইরূপ চিন্তা করিয়াছিলেন। ৫।৬।৭।৮।৯

পূর্বে, আমার পূর্বে পুরুষগণ কর্তৃক প্রতিপালিত সেই রাজধানী, এক্ষণে আমি পরিত্যাগ করিয়া আসিলে, আমার সেই অসম্বৃত্ত ভৃত্যগণ দ্বারা ত্রাসঃ প্রতিপালিত হইতেছে কি না? আমি বুঝিতে পারিতেছি না, সর্বদা মদমত্ত প্রধান নামক আমার সেই বলবান্ হস্তীটি, এক্ষণে আমার শত্রুহস্তে নিপতিত হইয়া কীদৃশ ভোগ লাভ করিতেছে। যে সকল মনুষ্য অমুগ্রহ, ধন এবং ভোজন লাভের প্রত্যাশায় সর্বদা আমার অনুগত ছিল, এক্ষণে নিশ্চয়, তাহারা অণর রাজাদিগের অমুত্ত্বিত্তি করিতেছে। সেই সকল অবিবেকী শত্রুগণ সর্বদা অত্যাচার ব্যয় করিয়া অতি দুঃখে সক্ষিত সেই ধনরাশি অতি অল্পদিনের মধ্যেই, বোপ হয়, নিঃশেষিত করিয়া ফেলিবে। সেই রাজা এইরূপ নানাবিধ চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময়, সেই ব্রাহ্মণের আশ্রমদ্বীপে একজন বৈশ্যকে দেখিতে পাইলেন। ১০।১১।১২।১৩।১৪

স পৃষ্টস্তেন কষং ভো হেতুশ্চাগমনেহত্ৰ কঃ ।
 স শোক ইব কস্মাৎ ত্বং হর্ষনা ইব লক্ষ্যসে ॥১৫
 ইত্যাকর্ণ্য বচস্তত্ত্ব ভূপতেঃ প্রণয়োদিতম্ ।
 প্রভুবাচ স তং বৈশ্বঃ প্রশ্রয়ানবনতো নৃপম্ ॥১৬
 সমাধিনামি বৈশ্বোহহমুৎপন্নো ধনিনাং কুলে ।
 পুত্রদারৈর্নিরন্তশ্চ ধনলোভাদসাদুভিঃ ॥১৭
 বিহীনশ্চ ধনৈর্দারৈঃ পুত্রৈরাদায় মে ধনম্ ।
 বনমভ্যাগতো হুঃখী নিরন্তশ্চাপ্তবন্ধুভিঃ ॥১৮
 সোহহং ন বেদ্যি পুত্রাণাং কুশলা-কুশলায়িকাম্ ।
 প্রবৃত্তিং স্বজনানাম্ দারাণাঞ্চাত্ৰ সংস্থিতঃ ॥১৯
 কিম্মু তেষাং গৃহে ক্ষেম-মক্ষেমং কিম্মু সাম্প্রতম্ ।
 কথং তে কিম্মু সদ্ভূতাঃ হর্ষভূতাঃ কিম্মু মে স্নাতাঃ ॥২০
 রাজোবাচ ।
 যৈর্নিরন্তো ভবাম্লকৈঃ পুত্রদারাদিভির্ধনৈঃ ।
 তেযু কিং ভবতঃ স্নেহ-মহুবদ্যাতি মানসম্ ॥২১

তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে ? এই স্থানে আগমনের কারণই বা কি ? আপনাকে শোকযুক্ত এবং বিমনায়মান দেখিতেছি কেন ? প্রণয়পূর্বকজিজ্ঞাসিত, ভূপতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, সেই বৈশ্ব সবিনয়ে প্রত্যুত্তর প্রদান করিল, আমি বৈশ্ব জাতীয়, আমার নাম সমাধি, আমি ধনীর কুলে উৎপন্ন । ধনের লোভে অসাদু চরিত স্ত্রী, ও পুত্রগণ কর্তৃক গৃহ হইতে নিকাষিত হইয়াছি, পুত্র ও দারগণ আমার সর্বস্ব গ্রহণ করায় আমি ধনহীন হইলে, আপ্তবন্ধুগণ, ও আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, স্নাতরাং হুঃখিত চিত্তে এই বনে আগমন করিয়াছি । ১৫।১৬।১৭।১৮

আমি এক্ষণে এই স্থানে অবস্থিত হইয়া, পুত্র, দার এবং স্বজনদিগের মঙ্গলামঙ্গল সংবাদ জানিতে পারিতেছি না । এক্ষণে তাহাদিগের গৃহে মঙ্গল কিম্বা অমঙ্গল ঘটতেছে ? আমার সেই পুত্রগণ সদ্ভূত কিম্বা হর্ষভূত হইয়া কাল যাপন করিতেছে, তাহাও জানিতে পারিতেছি না । রাজা বলিলেন— আপনি যে সকল লোক পুত্র ও ভাৰ্য্যাাদি কর্তৃক ধনের নিমিত্ত নিরাকৃত হইয়াছেন, তাহাদের নিমিত্ত ও আপনার মন কি স্নেহে আকৃষ্ট হইতেছে ? বৈশ্ব

বৈশ্ব উবাচ ।

ঐবমেতদযথা প্রাহ ভবানন্মদগতং বচঃ ।
 কিং কেরামি ন বধ্নাতি মম নিষ্ঠুরতাং মনঃ ॥২২
 যৈঃ সংত্যাগ্য পিতৃশ্নেহং ধনলোভান্নিরাঙ্কতঃ ।
 পতি-স্বজন-হৃদীক্ষ হৃদী তেষেব মে মনঃ ॥২৩
 কিমেতন্নাভিজানামি জ্ঞানমপি মহামতে ।
 যৎ প্রেম-প্রবণং চিত্তং বিশৃণুয্যপি বক্ষুষু ॥২৪
 মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

তত্তত্তৌ সহিতৌ বিপ্র তং মুনিং সমুপস্থিতৌ ।
 সমাধিনাম বৈশ্বোহসৌ স চ পার্থিব-সত্তমঃ ॥২৫
 রাজোবাচ ।

ভগবৎস্বামহং প্রষ্টুমিচ্ছাম্যেকং বদস্ব তং ।
 হৃৎখ্যায় যন্মে মনসঃ স্বচিত্তায়ত্ততাং বিনা ॥২৬
 মমত্বং মম রাজ্যস্ত রাজ্যাস্থেযথিলেষপি ।
 জ্ঞানতোহপি যথাজ্ঞস্য কিমেতন্মুনিসত্তম ॥২৭

বলিলেন—আপনি আমার সম্বন্ধে যাহা বলিতেছেন, তাহাই বটে, কি করিব! আমার চিত্ত কোনরূপে নৈষ্ঠুর্য্য অবলম্বন করিতে পারিতেছে না! যাহার ধনের লোভে পিতৃশ্নেহ, পতিপ্রেম, স্বজনের সৌহার্দ পরিত্যাগ করিয়া আমাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছে, তাহাদের উপরই আমার চিত্ত শ্নেহযুক্ত রহিয়াছে। অতএব হে মহামতে, প্রতিকূল বক্ষুগণের উপরও চিত্ত যে, কেন প্রেমে প্রবণ হয়, ইহার রহস্ত আমি জানিয়াও যেন জানিতে পারিতেছি না। ১৯:২০:২১:২২:২৩:২৪

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, হে বিপ্র, এইরূপে কথাবার্তা করিয়া সেই সমাধি নামক বৈশ্ব এবং রাজশ্রেষ্ঠ সুরথ, উভয়ে মিলিত হইয়া সেই মুনির নিকট উপস্থিত হইলেন। ২৫

রাজা বলিলেন, হে ভগবন্, আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিতেছি, আপনি তাহার সিদ্ধান্ত করিয়া দিউন। আমার চিত্ত নিজের বশীভূত না হওয়ায়, আমার মনে যে হৃৎ হইতেছে, তাহার কারণ কি? হে মুনিসত্তম, আমার জ্ঞানসম্বন্ধে ও অজ্ঞ ব্যক্তির ন্যায় রাজ্যও নির্ধন

অয়ঞ্চ নিকৃতঃ পুত্রৈর্দারৈর্ভৃত্যৈস্তথোজ্জ্বিতঃ ।

স্বজনেন চ সংতাক্তস্তেবু হার্দী তথাপ্যতি ॥২৮

এবমেব তথাহহঞ্চ দ্বাবপ্যত্যন্তদুঃখিতো ।

দৃষ্টদোষেহপি বিষয়ে মমত্বাকৃষ্ট-মানসো ॥২৯

ঋষিঃস্ববাচ ।

জ্ঞানমস্তি সমস্তন্ত জন্তোবিষয়গোচরে ।

বিষয়শ্চ মহাভাগ যাতি চৈবং পৃথক্ পৃথক্ ॥৩০

দিবাক্ষাঃ প্রাণিনঃ কেচিদ্ভাবক্সাত্তথাহপরে ।

কেচিদ্দিবা তথা রাত্রৌ প্রাণিনস্তল্য-দৃষ্টয়ঃ ॥৩১

জ্ঞানিনো মনুজাঃ সত্যং কিন্তু তে ন হি কেবলম্ ।

যতো হি জ্ঞানিনঃ সর্বো পশু-পক্ষি-মৃগাদয়ঃ ॥৩২

জ্ঞানেহপি সতি পশ্চৈতান্ পতগাঙ্গাব-চক্ষুষু ।

কণ-মোক্ষাদৃতান্ মোহাৎ পীড্যমানানপি ক্ষুধা ॥৩৩

মানুষ্য মনুজব্যাঘ্র সাভিলাষাঃ স্মৃতান্ প্রতি ।

লোভাৎ প্রত্যাপ-কারায় নম্নেতে কিং ন পশ্যসি ॥৩৪

রাজ্যাক্সের উপর মমত্ব হইতেছে কেন? আর কিনিমিত্তই বা এই বৈশ্ব ক্ত্রী ও পুত্র কর্তৃক নিরাকৃত এবং ভৃত্য ও স্বজনগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াও তাহাদের প্রতি অতিশয় মমতায়ুক্ত রহিয়াছেন। এইরূপ এই বৈশ্ব এবং আমি বিষয় সকলের দোষ দেখিয়াও তাহাতে মমতায়ুক্ত হইয়া অত্যন্ত দুঃখ পাইতেছি কেন? ২৬২৭২৮২৯

ঋষি বলিলেন, হে মহারাজ, সমস্ত জন্তুরই বিষয় জ্ঞান আছে, কিন্তু ব্যক্তি-ভেদে বিষয় সকল ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রাপ্ত হয়। দেখুন, কোন কোন জীব দিবা-ভাগে অন্ধ হইয়া থাকে, অপর প্রকার জীব আবার রাত্রিকালে অন্ধ হইয়া থাকে, অত্মদিকে কোন কোন প্রাণী আবার দিবা কি, রাত্রি উভয় কালেই গমন ভাবে দেখিতে পায়। মনুষ্যাগণ জ্ঞানবান্ বটে, কিন্তু কেবল তাহারাই যে জ্ঞানবান্, তাহা নহে, যে হেতু পশু, পক্ষী এবং মৃগ আদি সমস্ত প্রাণীরই জ্ঞান-ঐ হয়। দেখুন, জ্ঞান থাকিতেও পক্ষী সকল স্বয়ং ক্ষুধায় পীড়িত হইয়াও পাবকদিগের চক্ষুপুটে যত্নপূর্ব্বক খাদ্য যোগাইতেছে। হে মনুজশ্রেষ্ঠ, আপনি কে দেখিতেছেন না? মনুষ্যাগণ যে, পুত্রদিগের উপর স্নেহ বৃদ্ধ হয়, তাহার কারণ কেবল লোভ অথবা প্রত্যাপকার-প্রত্যাশা মাত্র। ফলত এই সকল জীবগণ

তথাপি মমতাবশ্তে মোহগন্তে নিপাতিতাঃ ।
 মহামায়া-প্রভাবেণ সংসারস্থিতি-কারিণঃ ॥৩৫
 জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা ।
 বলাদাক্রম্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি ॥৩৬
 তয়া বিশ্বজ্ঞাতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্ ।
 সৈষা প্রসম্মা বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে ॥৩৭
 সা বিদ্যা পরমা মুক্ত্যেহেতুত্বাৎ সনাতনী ।
 সংসার-বন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্বেশ্বরেশ্বরী ॥৩৮

রাজোবাচ ।

ভগবন্ কা হি সা দেবী মহামায়েতি যাং ভবান্ ।
 ত্রবীতি কথমুৎপন্ন্য সা কস্মীন্নাশ্চ কিং হিজ্জ ॥৩৯
 ঋষিরুবাচ ।

নিষ্ঠৈব সা জগন্মুক্তিস্তয়া সর্বমিদং ততম্ ।
 তথাপি তৎসমুৎপত্তিবর্জিতা শ্রুতাম্ মম ॥৪০
 তস্মৈতন্মোহতে বিশ্বং সৈব বিশ্বং প্রসূয়তে ।
 সা যাচিতা চ বিজ্ঞানং তুষ্ঠী ঋদ্ধিং প্রযচ্ছতি ॥৪১

মহামায়ার প্রভাবেই মমতারূপ আবর্তযুক্ত মোহময় গন্তে পতিত হইয়া
 সংসারের স্থিতি সাধন করিতেছে । ৩০।৩১ ৩২।৩৩।৩৪।৩৫

সেই দেবী ভগবতী মহামায়া জ্ঞানিগণের চিত্তও বলপূর্বক আকর্ষণ
 করিয়া মোহে অভিভূত করেন । তিনিই এই জগন্মণ্ডলের সৃজন করেন,
 আবার তিনি প্রসন্ন হইয়া বরদান করিলে, মনুষ্যাগণ এই সংসার বন্ধন
 হইতে মুক্তিও লাভ করে । সেই সনাতনী পরমা বিদ্যা সংসার-বন্ধন এবং
 মোক্ষ, এই উভয়েরই হেতু, তিনি যাবতীয় ঈশ্বরেরও ঈশ্বরী । ৩৬।৩৭।৩৮

রাজা বলিলেন, হে ভগবন্, আপনি যাহাকে মহামায়া বলিতেছেন, তিনি
 কোন দেবী ? কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছেন ? এবং তাঁহার কর্মই বা কি
 প্রকার ? ৩৯

ঋষি বলিলেন, সেই জগন্ময়ী দেবী নিত্য, তিনিই নিখিল জগতের বিস্তার
 করিয়াছেন, তথাপি তাঁহার নানাপ্রকারে আবির্ভাবের কথা শ্রবণ করুন । ৪০
 তিনি এই বিশ্বকে মোহিত করেন, এবং এই বিশ্বের প্রসবকারিণীও তিনি ।

ব্যাধুং তন্নৈতং সকলং ব্রহ্মাণ্ডং মমুজেশ্বর ।

মহাকাল্য মহাকালে মহামারীস্বরূপয়া ॥৪২

ভবকালে নৃণাং সৈব লক্ষ্মীরূপিপ্রদা গৃহে ।

সৈবাভাবে তথাহলক্ষ্মীবিনাশায়োপজায়তে ॥৪৩

তামুপৈহি মহারাজ শরণং পরমেশ্বরীম্ ।

আরাধিতা সৈব নৃণাং ভোগস্বর্গাপবর্গদা ॥৪৪

তিনি প্রার্থিত হইয়া জ্ঞান প্রদান করেন এবং তুষ্ট হইয়া সমৃদ্ধি দান করেন ।
 হে মমুজেশ্বর, প্রলয়কালে সেই মহাকালী মহামারীস্বরূপে নিখিল ব্রহ্মাণ্ড
 ব্যাপিয়া অবস্থান করেন । মমুষ্যদিগের ভবকালে তিনিই গৃহে লক্ষ্মীরূপা
 হইয়া সমৃদ্ধি প্রদান করেন । আবার ক্ষয়কালে তিনিই অলক্ষ্মীরূপা
 হইয়া বিনাশের কারণ হন । অতএব হে মহারাজ, সেই পরমেশ্বরীর
 শরণাগত হউন, তিনি আরাধিত হইয়া মমুষ্যদিগকে ঐহিক সুখভোগ,
 স্বর্গ এবং অপবর্গ অর্থাৎ (মোক্ষ) অবধি প্রদান করেন । ৪১।৪২।৪৩।৪৪

ভবিষ্য পুরাণ ।

এই ভবিষ্যপুরাণ, চতুর্ভুজ-ব্রহ্মা-কর্তৃক মনুর নিকট
অঘোর কল্পের রত্নাস্ত্র কথন প্রসঙ্গে, সূর্য্যের মাহাত্ম্য প্রধা-
নতঃ অবলম্বন করিয়া জগতের স্থিতি ও সৃষ্টি-পদার্থনিচয়ের
স্বরূপ কথনব্যপদেশে, কীর্তিত হইয়াছে । ইহাতে বহুল
পরিমাণে ভবিষ্যরত্নাস্ত্র বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম
ভবিষ্য পুরাণ । ইহার শ্লোক সংখ্যা চৌদ্দহাজার পাঁচ
শত (১) ।

কিন্তু এক্ষণে একরূপ লক্ষণাঙ্কিত একখানি পুস্তক আছে
কি না সন্দেহ । এক্ষণে সম্পূর্ণ ভবিষ্যপুরাণ বলিয়া যে
সকল পুস্তক পাওয়া যায়, তাহাতে ৭ হাজারের অধিক
শ্লোক দৃষ্ট হয় না । ভবিষ্যোত্তর নামে আর একখানি
পুরাণও দৃষ্ট হয়, যাহার অর্থ ভবিষ্যপুরাণের উত্তর ভাগ,
উহার শ্লোক সংখ্যাও অনুমান মাত্রে হাজার হইবে । দুঃখের
বিষয় এই যে উভয় পুরাণই মৎস্য পুরাণ-কথিত ভবিষ্য-
পুরাণের লক্ষণের অনুযায়ী নহে । ফল, সম্পূর্ণ একখানি
ভবিষ্য পুরাণ কোন পুস্তকালয়ে আছে কিনা জানি না ।
আমরা ত এপর্য্যন্ত দেখিতে পাই নাই ।

(১) “মহাধিকৃত্য মাহাত্ম্যমাদিত্যস্ত চতুর্ভুজঃ ।

অঘোরকল্পরত্নাস্ত্রপ্রসঙ্গেন জগৎস্থিতিম্ ।

মনবে কথয়ামাস ভূতগ্রামস্ত লক্ষণম্ ।

চতুর্দশ সহস্রাণি তথা পঞ্চাশতানি চ ।

ভবিষ্যচরিত প্রায়ঃ ভবিষ্যঃ তদ্বিহোচ্যতে ।”

মৎস্য পুরাণ ।

উইলস্‌সন্ বলেন, তাঁহার নিকট যে একখানি ভবিষ্য পুরাণ ছিল, উহা একশত ছাব্বিশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। ইহার প্রথমে যদিও সৃষ্টির কথা আছে বটে, কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে উহাকে মনুর প্রথম অধ্যায়ের একখানি প্রতিলিপি বলা নিতান্ত অসঙ্গত নয়। অবশিষ্ট ভাগে কেবল কতকগুলি ধর্ম্মকার্যের কথা বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে দশবিধ সংস্কার, সঙ্কোচাপাসনা এবং গুরুপূজা, বর্ণাশ্রমাদিগের কর্তব্য, বিভিন্ন জাতির কর্তব্য, ও নানাবিধ ত্রুতের কথা বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে নানাবিধ উপাখ্যানও আছে, তাহার মধ্যে দু'একটি মহাভারত হইতে অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। গ্রন্থের তৃতীয়াংশ প্রায় এইরূপ বিষয়েই পরিপূর্ণ; অবশিষ্ট ভাগে মৎস্য পুরাণোক্ত লক্ষণের কিছু কিছু গন্ধ পাওয়া যায়, উহাতে শ্রীকৃষ্ণ এবং তৎপুত্র শাম্বের কথোপকথনে সূর্য্য মাহাত্ম্যের উল্লেখ দেখা যায়।

ভবিষ্যোত্তরপুরাণের বক্তা শ্রীকৃষ্ণ, শ্রোতা যুধিষ্ঠির, ভারত যুদ্ধের পর যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেকের সময় উহা কথিত হয়। অধিক ভাগই ত্রতানুষ্ঠানের এবং দানধর্ম্মের কথাতেই নিঃশেষিত হইয়াছে, উহাতে রথযাত্রা ও মদনোৎসবের অনুষ্ঠানপদ্ধতিও উক্ত হইয়াছে।

কল্কিপু্রাণও ভবিষ্যপুরাণের অন্তর্গত, ইহা তিন অংশে সম্পূর্ণ। প্রথম অংশে ছয়টি অধ্যায়, দ্বিতীয় অংশে সাতটি অধ্যায়, এবং তৃতীয় অংশে একুশটি অধ্যায় আছে। কল্কি-অবতারের বিষয় প্রধানতঃ বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম কল্কি-পুরাণ। ইহাতে কল্কির জন্ম হইতে স্বর্গারোহণ পর্য্যন্ত যাবতীয় বৃত্তান্তের সবিস্তর বর্ণন আছে

এবং তৎপ্রসঙ্গে কলিযুগ ও বুদ্ধাবতার প্রভৃতির কথাও উক্ত হইয়াছে ।

কোন কোন পণ্ডিত বিবেচনা করেন, কঙ্কি পুরাণ খানি অপেক্ষাকৃত আধুনিক, এবং ভবিষ্যপুরাণে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। অনেকে আবার ইহাকে একখানি স্বতন্ত্র উপপুরাণ বলিয়া স্থির করিয়াছেন ।

যাহা হউক, ক্রমশঃ প্রক্ষিপ্ত অংশ বাড়িতে বাড়িতে এক্ষণে ভবিষ্য পুরাণের কলেবর যে কি পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা দুৰূহ । আমরা সংস্কৃত কলেজের পুস্তকালয় হইতে ভবিষ্য পুরাণের যে হস্ত লিখিত পুস্তক খানি প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাতে অনেক আধুনিক প্রচলিত উপন্যাসেরও সমিবেশ দৃষ্ট হয় ।

চন্দ্রহাসের কথা ।

আসীং পুরা মহীপালো ধুষ্টহ্যম্ ইতি শ্রুতঃ ।
 তন্তু রাজ্যসমীপে তু গ্রামাধীশস্ততো নৃপঃ ॥১
 তত্শৈকস্তনয়ো জাতঃ চন্দ্রহাসেতি নামতঃ ।
 তন্তু বৈ পঞ্চমে বর্ষে শক্রণা নিহতঃ পিতা ॥২
 গৃহীতো গ্রামনিচয়ঃ পত্নী তন্তু শুচিব্রতা ।
 চন্দ্রহাসং স্মৃতং নীত্বা প্রাণজ্ঞাপপরায়ণা ॥৩
 ধুষ্টহ্যম্পুরং প্রাপ্তা গতা সচিববেশ্মনি ।
 সচিবস্তাস্ত সন্মান্য নিবাসার্থং দদৌ গৃহম্ ॥৪
 সা তস্মিন্ ভবনে নিত্যং চন্দ্রহাসেন সঙ্গতা ।
 বসন্তী পতিশোকাক্তা সস্মার হরিমীশ্বরম্ ॥৫
 একদা ক্রীড়য়া যুক্তশচন্দ্রহাসঃ শিশুমুদা ।
 মস্ত্রিপুঞ্জেন সাক্ষত্ গতবান্ রাজসম্মিধৌ ॥৬
 তত্র সেহবস্থিতা বিপ্রাঃ সামুদ্রিকবিচক্ষণাঃ ।
 নিমস্ত্রিতাঃ সমায়াতা ধুষ্টহ্যম্পুরং বৈ তদা ।
 অক্ৰবন্ ভূপতিং সর্বৌ চন্দ্রহাসং নিরীক্ষ্য তে ॥৭

পূর্বকালে ধুষ্টহ্যম্ নামে কোন এক বিখ্যাত নৃপতি ছিলেন। তাঁহার রাজ্যসমীপে কোন গ্রামাধীশ বাস করিত। ঐ গ্রামাধীশের চন্দ্রহাস নামে একটি পুত্র ছিল। ঐ পুত্রের পঞ্চম বর্ষ বয়সে, তাহার পিতা শক্রকর্তৃক নিহত হয়, এবং তাহাদের অধিকারস্থিত গ্রাম সমূহও অপহৃত হয়। পতিব্রতা চন্দ্রহাসের মাতা, পুত্র চন্দ্রহাসকে লইয়া প্রাণ পরিজ্ঞানের নিমিত্ত ধুষ্টহ্যম্পুর রাজ্যে গমন করিয়া মন্ত্রীর গৃহে আশ্রয় লইলেন। মন্ত্রী তাঁহাকে আলস্যের সহিত বাসের নিমিত্ত একটি গৃহ নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। পতি-শোকাক্তা চন্দ্রহাসজননী, পুত্রের সহিত সেই গৃহে বাস করত নিত্য জগদীশ্বর হরির স্মরণে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। ১২।৩।৪।৫

একদা বালক চন্দ্রহাস মন্ত্রিপুত্রের সহিত আনন্দে ক্রীড়া করিতে করিতে রাজসভায় গমন করিল। সেই সময় রাজসভার নিমন্ত্রিত হইয়া কতকগুলি

অহোহয়ং বালকো রাজন্ ভবিষ্যতি পরাক্রমী ।
 জামাতা তু তবৈবায়ং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥৮
 ভাগ্যবান্ ধনসম্পন্নো রাজা ভবিতুমর্হতি ।
 ইতি শ্রুত্বা বচন্তেবাং বিপ্রাণাং স তু ভূপতিঃ ॥৯
 তুষীংস্থিতো ভোজয়িত্বা ব্রাহ্মণান্ বিসসর্জ হ ।
 ততশ্চিন্তাপরো রাজা বিপ্রবাক্যমহুস্মরন্ ॥১০
 মনসা তস্ত হননে নিশ্চয়ং কৃতবান্ নৃপঃ ।
 চণ্ডালস্ত সমাহুয় প্রাহৈকান্তগতো নৃপঃ ॥১১
 চন্দ্রহাসস্ত তং বালং নীত্বা বৈ কাননান্তরে ।
 জহি শীঘ্রং প্রত্যয়ার্থং তস্ত কিঞ্চিৎ প্রদর্শয় ॥১২
 ইত্যান্তো ধৃষ্টদ্যুম্নেন চণ্ডালস্তমথ কৃতম্ ।
 প্রত্যাধ্য বনমধ্যে তু নিশ্চে মারয়িতুং শিশুম্ ॥১৩
 শালগ্রামশিলাভক্তের্মাহাত্ম্যায় ভগবান্ হরিঃ ।
 চণ্ডালায় দদৌ বুদ্ধিং সার্বিকীং শিশুরক্ষণে ॥১৪
 অহোহয়ং বালকোহনাথো মাতাস্ত শরণাগতা ।

সামুদ্রিকবিদ্যায় নিপুণ ব্রাহ্মণ আসিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহারা
 চন্দ্রহাসকে দেখিয়া নরপতি ধৃষ্টদ্যুম্নকে বলিলেন ।৬৭

হে রাজন্, এই বালক অতিশয় পরাক্রমশালী হইবে এবং আপনাব
 জামাতাও হইবে, সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। এই বালক ভাগ্যবান্,
 ধনসম্পন্ন, অধিক কি রাজা হইবারও উপযুক্ত পাত্র। ব্রাহ্মণদিগের এই
 বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা কোন উত্তর প্রদান করিলেন না। ব্রাহ্মণদিগকে
 ভোজন করাইয়া বিদায় করিলেন। অনন্তর ব্রাহ্মণদিগের বাক্যে চিন্তায়িত
 হইয়া রাজা মনে মনে চন্দ্রহাসকে মারিবার নিমিত্ত সঙ্কল্প করিলেন।
 নির্জনে চণ্ডালকে ডাকিয়া বলিলেন, এই চন্দ্রহাস বালককে বনের মধ্যে
 লইয়া গিয়া শীঘ্র বধ কর এবং আমার বিশ্বাসের নিমিত্ত উহার কিছু দিহ
 আনয়ন কর ।৮।৯।১০।১১।১২

ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া, চণ্ডাল সেই বালককে বধিত করিয়া
 মারিবার নিমিত্ত বনমধ্যে লইয়া যাইল। শালগ্রামশিলার প্রতি ভক্তি
 মাহাত্ম্যপ্রভাবে ভগবান্ নারায়ণ ঐ চণ্ডালকে শিশুর রক্ষার্থ সার্বিক বুদ্ধি
 প্রদান করিলেন। চণ্ডাল মনে মনে চিন্তা করিল, এই বালক অনাথ,

মৃত পত্যৌ ধৃষ্টদ্যুম্নঃ স কথং হস্তমিচ্ছতি ॥১৫

অহস্ত ন হনিষ্যামি বালকং শুভদর্শনম্ ।

পরস্বস্তাঙ্গুলীমেকাং প্রত্যায়াম নৃপশ্চ চ ।

ছিদ্বা নেষ্যামি নগরে দর্শয়িষ্যামি তং নৃপম্ ॥১৬

ইতি সঙ্কিন্ত্য মনসা পাণৌ যজ্ঞাং স্থিতাঙ্গুলীং ।

ছিদ্বা তামাগতো রাজ্ঞে চণ্ডালস্তামদর্শয়ং ।

দৃষ্ট্বা রাজাঙ্গুলীং চিত্তে মৃতোহয়মিত্যমন্তত ॥১৭

অথ তং বালকং দীনং রুদন্তং গহনে বনে ।

হরিণাঃ পক্ষিণশ্চৈব ররক্ষুঃ সমুপেত্য তে ॥১৮

অত্রান্তরে নৃপঃ কশ্চিত্তত্রৈব যুগয়াং চরন্ ।

আগত্য দৃষ্টবান্ বালং রুদন্তং গহনে বনে ।

দৃষ্ট্বা পপ্রচ্ছ কোহসি ত্বং কথমত্রাগতঃ শিশো ।

ঋতা তদাজবচনং বালঃ প্রোবাচ ভূপতিম্ ॥২০

ন জানে কশ্চ পুত্রোহহং ধৃষ্টদ্যুম্নস্ত মন্ত্রিণঃ ।

গৃহে বসন্তিহানীতঃ কেনাপি রিপুণা বনে ॥২১

ইহার মাতা পতির মৃত্যুর পর আমাদের রাজারই শরণাগত হইয়াছে, এক্ষণে এই ধৃষ্টদ্যুম্ন রাজা কেন ইহাকে মারিতে ইচ্ছা করিতেছেন ? আমি কিন্তু এই শুভদর্শন বালককে মারিব না, কেবল নৃপতির বিশ্বাসের নিমিত্ত ইহার একটা অঙ্গুলী ছেদ করিয়া নগরে লইয়া গিয়া তাঁহাকে দেখাইব । ১৩১৪১৫১৬

এইরূপ মনে মনে চিন্তা করিয়া চণ্ডাল, ঐ চন্দ্রহাসের ঘে হস্তে ছয়টা অঙ্গুলী ছিল, তাহার মধ্য হইতে অতিরিক্ত কৰ্ত্তন করিয়া প্রত্যায়মন পূর্বক রাজাকে উহা দেখাইল । রাজা সেই অঙ্গুলী দেখিয়া ঐ বালক মৃত হইয়াছে, ইহা মনে মনে স্থির করিলেন । অনন্তর সেই বনমধ্যে দীনভাবে রোদনকারী বালককে হরিণ এবং পক্ষীগণ আসিয়া রক্ষা করিল । এই অবকাশে অপর কোন রাজা সেই বনে যুগয়ার্থ ভ্রমণ করত গহন বন মধ্যে উঠেঃস্বরে রোদনকারী ঐ বালককে দেখিতে পাইলেন । উহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে শিশো, তুমি কে ? কি নিমিত্তই বা এই বনে আগমন করিয়াছ, বালক রাজার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বলিল । ১৭ ১৮১৯২০

আমি কাহার পুত্র জানি না, ধৃষ্টদ্যুম্ন নামক রাজার মন্ত্রী গৃহে বাস করিতাম, কোন শত্রু এই বনে আমাকে আনিয়াছে । হে রাজন, আমার

বধীং করাজুলিং ছিদ্ৰা স গতঃ কুত্রচিৎ প ।
 জানাম্যেতদহং রাজান্ নাশ্রজ্জ্ জানামি কিঞ্চন ॥২২
 ইতি শ্রদ্ধা বচন্তস্ত বালস্ত স মহীপতিঃ ।
 মনসা প্রাহ বালোহয়ং সম্যগ্ বদতি নির্ভয়ঃ ॥২৩
 অতোহয়ং কস্তচিদ্রাজঃ পুত্রো নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ।
 অহমদ্য নয়ামোনং পুত্রবৎ পালয়ামি চ ।
 ন মমাস্তি চ পুত্রোহয়ং পুত্রো ভবিতুমর্হতি ॥২৪
 নিশ্চিন্তোবস্তু মনসা তং বালং লালয়ন্ মুদা ।
 আরোপ্য শিবিকায়াস্ত নিনায় স্বগৃহং নৃপঃ ॥২৫
 তত্র পঠিত্ব দদৌ বালং পুত্রোহয়ং প্রতিপাল্যতাম্ ।
 ইতি শ্রদ্ধা বচো রাক্ষো দৃষ্ট্বা বালং মুমোদ সা ॥২৬
 পালয়ামাস সততং ভোজনাচ্ছাদনাদিভিঃ ।
 অথ কালেন তত্রৈব চন্দ্রহাসৌযবাহবৎ ॥২৭
 সর্কীজসুন্দরঃ শূরঃ সাক্ষাৎ কাম ইবাপরঃ ।
 ধৃষ্টদ্যামস্ত শ্রদ্ধা তং তস্ত রাক্ষোনিবেশনে ॥২৮

বঠ অঙ্গুলী ছেদ করিয়া সে, জানি না, কোথায় গমন করিয়াছে । আমি
 এই মাত্র জানি, আর কিছুই জানি না । সেই মহীপতি ঐ বালকের
 এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে ভাবিলেন, এই বালক যখন নির্ভয়ে
 বলিতেছে, তখন ইহা সত্যই বলিতেছে । অতএব এই বালক যে, কোন
 রাজার পুত্র হইবে, তাহাতে কোন সংশয় নাই । আমি অদ্য ইহাকে
 লইয়া যাই এবং পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করি, আমার পুত্র নাই অতএব
 এই বালকই আমার পুত্র হইবে । ২১।২২।২৩।২৪

মনে মনে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া রাজা আনন্দের সহিত সেই বালকের
 সাঙ্ঘনা করত শিবিকাতে স্থাপন করিয়া স্বীয় গৃহে লইয়া যাইলেন । সেই
 স্থানে গমন করিয়া নিজ পত্নীকে বালক অর্পণ করিয়া বলিলেন, টেহাকে
 প্রতিপালন কর । রাজার এই বাক্য শ্রবণে রাজপত্নী বালককে দেখিয়া
 আনন্দিতা হইলেন এবং ভোজন আচ্ছাদনাদি দান করত সর্বপ্রকারে তাহাকে
 প্রতিপালন করিতে লাগিলেন । এইরূপে কিছুকাল গত হইলে, চন্দ্রহাস
 সেই স্থানেই যৌবন প্রাপ্ত হইল । যৌবন কালে চন্দ্রহাস শূর এবং দ্বিতীয়
 কন্দর্পের ভ্রাতৃ সর্কীজসুন্দর হইল । এদিকে ধৃষ্টদ্যায়, চন্দ্রহাস সেই রাজার

সচিবং প্রেষ্য তেনাথ কৃষ্ণা সন্ধিঞ্চ তৎসূতম্ ।
 চক্রহাসং সমানীয় দৃষ্ট্বা রাজাতিচিন্তিতঃ ॥২১
 অর্থেনং ছলতো হন্যীত্যেবং কৃষ্ণা তু নিশ্চয়ম্ ।
 চক্রহাসায় পত্রঞ্চ লিখিত্বা প্রদদৌ স্বয়ম্ ॥২০
 ধৃষ্টদ্যুম্নঃ স্থিতোহত্যা স্বগৃহাদ্রাজকার্য্যতঃ ।
 মদনায় স্বপুত্রায় পত্রে স্বয়মলীলিখৎ ।
 স্বস্তি ত্রিতাদি সংলিখ্য বৃত্তান্তং তদনন্তরম্ ।
 বিষমশ্চে প্রদাতব্যং দর্শনাদেব তৎক্ষণাৎ ॥২২
 ইত্যেবমলিখদ্রাজা মুদ্রয়িত্বা চ তৎপুনঃ ।
 দদৌ স চক্রহাসায় যং গচ্ছ মম বেষ্মনি ॥২৩
 মদনায় সূতায়ৈতৎ পত্রং দেহি রহস্যহো ।
 পত্রং দৃষ্ট্বা স তেহভীষ্টং করিষ্যত্যবিচারয়ন্ ॥২৪
 ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্ত ধৃষ্টদ্যুম্নস্ত সৌহৃদভূতম্ ।
 জগাম রাজনগরে মধ্যাহ্নাৎ পরতোদিনে ॥২৫

গৃহে অবস্থান করিতেছে, শ্রবণ করিয়া মন্ত্রীকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। ঐ মন্ত্রিয়ারা তাঁহার সহিত সন্ধি স্থাপন পূর্বক তাঁহার পুত্র চক্রহাসকে স্বগমীপে আনাইলেন, এবং উহাকে দেখিয়া অত্যন্ত চিন্তাবিত হইলেন। ২৫।২৬।২৭।২৮।২৯

অনন্তর, ইহাকে ছলপূর্বক বিনাশ করিব, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া একখানি পত্র লিখিয়া স্বয়ং চক্রহাসের হস্তে অর্পণ করিলেন। ঐ সময় রাজা ধৃষ্টদ্যুম্ন রাজকার্যের অহুরোধে রাজধানী ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে অবস্থান করিতে ছিলেন। ঐ স্থান হইতেই স্বীয় পুত্র মদনকে সহস্তু এইরূপ লিখিয়াছিলেন। প্রথমে ষণ্মারীতি স্বস্তি ত্রি ইত্যাদি লিখিলেন, অনন্তর অন্যান্য বৃত্তান্ত লিখিয়া শেষকালে এই কথা লিখিয়ানিলেন যে, “ইহাকে দেখিবামাত্র বিষ প্রদান করিবে।” এইরূপে পত্র শেষ করিয়া ঐ পত্র মুদ্রাঙ্কিত করিলেন এবং উহা চক্রহাসের হস্তে দান করিয়া বলিলেন, তুমি আমার গৃহে গমন কর এবং এই পত্র আমার পুত্র মদনের হস্তে নির্জনে অর্পণ করিও। এই পত্র দেখিয়া, স কোন প্রকার বৈধ না করিয়া তোমার অভিলষিত কার্য সম্পাদন করিবে। ৩০।৩১।৩২।৩৩।৩৪

ধৃষ্টদ্যুম্নের এই অদ্ভুত বাক্য শ্রবণ করিয়া, চক্রহাস দিবাভাগে মধ্যাহ্নের

তাবন্তু মদনোভূক্তা তুখারান্তঃপুরে গতঃ ।
 চক্রহাসেনুপহারি জ্ঞাত্বা স স্তম্ভবানিতি ।
 তাবৎ তৎপুষ্পবাটাস্তু বিশ্রাম শ্রমাতুরঃ ॥৩৬
 তত্র বিশ্রাম্যতস্তস্ত নিদ্রাসীদথ বাটিকাম্ ।
 দ্রষ্টুং সমাগতা রাজ্ঞঃ কন্যা সা বিষয়াভিধা ॥৩৭
 সখীভিঃ সহিতা চেষৎসমাভাসিতযৌবনা ।
 সা দদর্শ শয়ানং তং চক্রহাসং তরোন্তলে ॥৩৮
 সশঙ্ক্য সা সখীমধ্যে কোহয়ং পুরুষভূষণঃ ।
 স্বপিত্যত্র সমাগত্য জ্ঞাতব্য ইতি মে মতিঃ ॥৩৯
 পরস্তস্ত তু পট্টকং দৃশ্যতে শিরসি স্থিতম্ ।
 তদেব প্রথমং সখ্যঃ সমানয়ত যত্নতঃ ॥৪০
 যথায়ং জাগৃয়ান্নৈব তথা গচ্ছত যত্নতঃ ।
 ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্তান্তাপেকা প্রযযৌ শনৈঃ ॥৪১
 গম্য তন্নন্তকাং পত্রং কৌশলাজ্জগৃহে দ্রুতম্ ।
 আনীয় বিষয়ায়ৈ সা দদৌ পত্রং ততস্ত সা ॥৪২

পর রাজধানীতে গমন করিল। এই সময় মদন ভোজনান্তে সভা হইতে উঠিয়া অন্তঃপুরে গমন করিয়াছিলেন, চক্রহাস রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়া মদনকে নিদ্রাগত জানিয়া পথশ্রমে কাতর হওয়ায় পুষ্পবাটীতে বিশ্রাম করিতে যাইল। সেই স্থানে বিশ্রাম করিতে করিতে তাহার নিদ্রা আদিল। এই সময় বিষয়ানারী রাজার কন্যা পুষ্পবাটী সন্দর্শনার্থ সখীগণের সহিত আগমন করিয়াছিলেন, তৎকালে বিষয়ার শরীরে যৌবনের ঈষৎ রেখামাত্র প্রভাসিত হইয়াছিল। তিনি চক্রহাসকে তরুমূলে শয়ান দেখিয়া সশঙ্কিতে সখীদিগকে বলিলেন, দেখ, কে এই পুরুষশ্রেষ্ঠ এই স্থানে আসিয়া নিদ্রা বাইতেছে? আমি বিবেচনা করি, ইহার পরিচয় জানা উচিত। ১৩৫১৩৬৩৭৩৮৩৯

তিনি আরও বলিলেন “দেখ, ইহার মস্তকে একখানি পত্রও দৃষ্ট হইতেছে, অতএব হে সখীগণ, যত্নপূর্বক অগ্রে উহাই লইয়া আইস। যাহাতে তোমাদের পদশব্দে উহার নিদ্রাভঙ্গ না হয়, সেইরূপ সাবধানে গমন করিও।” তাহার এই কথা শুনিয়া তাহাদিগের মধ্যে একজন সখী ধীরে ধীরে গমন করিল। গমন করিয়া তাহার মস্তক হইতে কোশলে শীঘ্র শীঘ্র পরখানি

উদ্ধৃতা পত্রং সাহপাঠীং পিতুরাজ্ঞাং বিষার্পণে ॥৪৩
 সাধ্বসাক্ষিত্বিতা বালা গর্হয়ন্তী পিতৃম্ননঃ ।
 কথং কন্দর্পসঙ্ক্ৰাশং ইমং পুরুষভূষণম্ ।
 হস্তমিচ্ছতি তাতো মে তস্মাদ্ হৃষ্টং হি তন্ম্ননঃ ।
 অহস্ত পতিমেনং বৈ করিষ্যামি ন সংশয়ঃ ॥৪৪৪৫
 ইতি সঙ্কিত্য মনসা গঠৈকাস্তে মনস্বিনী ।
 বিষমশ্চৈ প্রদাতব্যমিত্যত্র কুশলালিখং ॥৪৬
 বিষয়াশ্চৈ প্রদাতব্যোত্যোতং পূর্ক্সাঙ্করোপমম্ ।
 ততঃ সংমুদ্র্য তৎপত্রং সখীনাং নিকটে গতা ॥৪৭
 কিমত্রাস্তীতি তাভিঃ সা বিষয়া সন্মিতাবদং ।
 গৃহকৃত্যং কিমপ্যস্তি পিতা মে মদনায় ভোঃ ॥৪৮
 অলিখদ্দেহি তস্যৈব মন্তকে পত্রমুত্তমম্ ।
 ইত্যুক্ত্বা তদদদৌ পত্রং বিষয়া তং সখীকরে ॥৪৯

গ্রহণ কবিল । সখী পত্র আনিয়া বিষয়ার হস্তে প্রদান করিলে, বিষয়া পত্র খুলিয়া পিতার বিষপ্রদান বিষয়ে আজ্ঞা পাঠ করিলেন ।৪০।৪১।৪২।৪৩

সেই বালা রাজনন্দিনী স্বীয় পিতার নির্ভর হৃদয়কে নিন্দা করত সভয়াস্তঃকরণে চিন্তা করিতে লাগিলেন । কি নিমিত্ত আমার পিতা এই কন্দর্পতুল্য পুরুষশ্রেষ্ঠকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, অতএব তাঁহার মন অতিশয় দুষ্ট । যাহা হউক, আমি কিন্তু ইহাকেই স্বকীয় পতিত্বে বরণ করিব, সে বিষয় কোন সংশয় নাই । এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই মনস্বিনী রাজকন্যা একটু নির্জ্বনে গমন করিয়া পত্রের যে স্থলে “ইহাকে বিষ প্রদান করিবে” এইরূপ লেখা ছিল, সেই স্থানে কোশলক্রমে পূর্ক্স অঙ্করের সহিত মিলাইয়া “ইহাকে বিষয়া প্রদান করিবে” এইরূপ লিখিয়া দিলেন । অনন্তর সেই পত্র পূর্বের মত মুদ্রিত করিয়া সখীদিগের নিকট গমন করিলেন ।৪৪।৪৫।৪৬।৪৭

“ইহাতে কি লেখা আছে” এইরূপ সখীগণ-কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া বিষয়া স্বেয় হস্ত করত বলিলেন, “ইহাতে পিতা মদনকে কোন গৃহ কার্যের কথা লিখিয়াছেন । অতএব এই পত্র উহার মন্তকে উত্তমরূপে রক্ষা কর” এই বলিয়া বিষয়া ঐ পত্র সখীয় হস্তে অর্পণ করিলেন ।৪৮।৪৯

সাপি গতা শনৈস্তত্র পত্রং তদন্তকে ভ্রূধাৎ ।
 অথ সা বিষয়া শীঘ্রং নিজবেশ্ব সমাগতা ॥৫০
 চন্দ্রহাসোহপি চোখায় যযৌ নৃপতিমন্দিরম্ ।
 মদনায় দদৌ পত্রং দৃষ্ট্বা তদ্বদনো মুদা ॥৫১
 চন্দ্রহাসায় বৈশ্বাদানি বাসান্নাতিশোভনম্ ।
 ভৃত্যানাজ্ঞাপয়ামাস চন্দ্রহাসস্ত সেবনে ॥৫২
 অঙ্গরাগং তথা বস্ত্রং যানং পাত্রাদিকং দদৌ ।
 ততঃ পুরোহিতং বিশ্রমানাযা মদনস্তদা ।
 উদ্যোগং কারয়ামাস স্বসুৰ্জৈবাহিকস্ত সঃ ।
 অলঙ্কৃষ্ট নগরং রাজবেশ্ব দ্রুতং নরাঃ ॥৫৩৫৪
 আগত্য স পুরোধান্ত সৰ্বং সম্পাদ্য চাত্রবীৎ ।
 সম্পন্ন সৰ্বসামগ্রী বিবাহে বা হপেক্ষিতা ॥৫৬
 শ্রদ্ধা তদ্বদনস্তূর্ণং মহোৎসববিধানতঃ ।
 বিষয়াং প্রদদৌ তত্শ্চ চন্দ্রহাসায় হর্ষিতঃ ॥৫৭
 অথ রাত্রির্গতোৎসাহৈর্মদনঃ প্রাতরেক হি ।
 সমুখায় লিলেখাথ পত্রং পিত্রেতিভক্তিতঃ ।
 মহোৎসববিধানেন বিবাহঃ সম্ভূতয়োঃ ॥৫৮

সেই সখীও শনৈঃ শনৈঃ গমন পূৰ্ব্বক তাহার মস্তকে সেই পত্র রাখিয়া আসিল, তৎপরে বিষয়া শীঘ্র নিজগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। এদিকে চন্দ্রহাসও জাগরিত হইয়া রাজগৃহে গমন পূৰ্ব্বক মদনের হস্তে পত্র অর্পণ করিল, ঐ পত্র দেখিয়া মদন সানন্দচিত্তে চন্দ্রহাসকে অবস্থানের জন্য অতি স্নন্দর একটা গৃহ প্রদান করিলেন এবং ভৃত্যদিগকে তাহার সেবার্থ আজ্ঞা করিলেন, আর সেই সঙ্গে তাহার ব্যবহারের নিমিত্ত অঙ্গরাগ, বস্ত্র, যান এবং পাত্রাদি প্রদান করিলেন। তাহার পর মদন পুরোহিত ব্রাহ্মণকে আনাইয়া ভগিনীর বিবাহের উদ্যোগ করিলেন। রাজপুরুষগণ অবিলম্বে নগর এবং রাজপুরী অলঙ্কৃত করিল। ৫০।৫১।৫২।৫৩।৫৪

পুরোহিত আগমন পূৰ্ব্বক বিবাহের প্রয়োজনীয় সমগ্র বস্তু সম্পাদন করিয়া বলিলেন, বিবাহে অপেক্ষিত ব্যবস্তু সম্পন্ন হইয়াছে। তাহা শুনিয়া মদন মহোৎসবের সহিত ছুটি চিত্তে বিলম্ব না করিয়া চন্দ্রহাসকে বিষয়া প্রদান করিলেন। সেই রাত্রি উৎসবে অতিবাহিত হইল। মদন প্রাতঃকালেই

ইতি ঋষা ততো রাজা মহাচিন্তাকুলোহভবৎ ।
 কিং চিন্তিতমতুং কিং নু কথং তল্লিখিতং ময়া ।
 ইতি সন্নিধ্বজদয়ঃ প্রতস্থে তৎক্ষণান্ পঃ ॥৫৯
 অথাগত্য নিজং বেষ্ম মদনং প্রাহ ভূপতিঃ ।
 বিষয়ায়া বিবাহার্থং যৎ পত্রং প্রেষিতং ময়া ॥৬০
 তদানয়াহং পশ্চামীত্যুক্তঃ স মদনো মুদা ।
 দর্শয়ামাস তৎ পত্রং রাজা দৃষ্ট্বাতি বিস্মিতঃ ॥৬১
 অহো মমাক্ষরান্তেব পত্রেহস্মিন্নাত্র সংশয়ঃ ।
 কথমেতন্ময়ালেখি বিষয়ায়ৈ প্রদীয়তাম্ ॥৬২
 ইতি সঙ্কিত্য মনসা পুনশ্চ প্রাপ চিন্তনম্ ।
 জাতো বিবাহঃ কিস্তেনং ছলেন বিনিহন্ত্যাহম্ ॥৬৩
 অত্রথা রাজ্যমেবেহ হরিষ্যাতি ন সংশয়ঃ ।
 বিষয়া বিধবা ভূষা নিবৎশ্রুতি মমালয়ে ॥৬৪

শয্যা হইতে উত্থান করিয়া ভক্তি পূর্বক পিতাকে পত্র লিখিলেন যে, চন্দ্রহাস ও বিষয়ার বিবাহ মহোৎসবের সহিত সম্পাদিত হইয়াছে। এই সংবাদে রাজা অতিশয় চিন্তাবিত হইলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন আমি কি চিন্তা করিয়াছিলাম? আর কিইবা সম্ভটিত হইল? আমিই কি বাস্তবিক ঐ কথাই লিখিয়াছিলাম? মহীপতি এইরূপ সন্দেহাকুলহৃদয়ে তৎক্ষণাৎ গৃহাতিমুখে প্রস্থান করিলেন। ৫৬।৫৭।৫৮।৫৯

অনন্তর রাজা নিজালয়ে আগমন করিয়া মদনকে বলিলেন, আমি বিষয়ার বিবাহার্থ যে পত্র পাঠাইয়াছি, তাহা তুমি লইয়া আইস দেখি। মদন এইরূপে আদিষ্ট হইয়া আত্মার সহিত সেই পত্র দেখাইলেন। দেখিয়া রাজা বিস্মিত মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এ পত্রে যে সকলই আমার অক্ষর তাহাতে সন্দেহ নাই, তবে আমিই কি লিখিয়াছি “ইহাকে বিষয়া প্রদান কর?” এই চিন্তা করিয়া রাজা পুনর্বার মনে মনে ভাবিলেন “বিবাহ হইয়াছে তাহাতে কি? আমি ছল পূর্বক ইহাকে বিনাশ করিবই করিব। তাহা না হইলে এই ব্যক্তি যে আমার রাজ্য হরণ করিবে, সে বিষয় কোন সংশয় নাই। না হয় বিষয়া বিধবা হইয়া আমার আলয়ে চিরকাল থাকিবে” ৬০।৬১।৬২।৬৩।৬৪

ইতি সঙ্কিস্ত্য মনসা পুত্রাদীন্ স নৃপোহব্রবীৎ ।
 অহোহত্র গ্রামে যা দেবী সা তু নঃ কুলদেবতা ॥৬৫
 তাং সম্পূজ্য সমায়াতু চন্দ্রহাসোহত্র বৈ নিশি ।
 ইতুক্ত্বা তানধৈকাস্তে চাণ্ডালায়াত্রবীম্ পঃ ॥৬৬
 দেবীং পূজয়িতুং গচ্ছেচ্চন্দ্রহাসো যদা নিশি ।
 তদা ত্বং মঠমধ্যস্থঃ খড়্গেন জহি তং দ্রুতম্ ॥৬৭
 তাবদ্যঠে ন কোহপ্যন্তো গমিষ্যতি মমাজ্ঞয়া ।
 ইতুক্ত্বা তং তথাত্তেভ্য উবাচ নৃপতিঃ স্বয়ম্ ॥৬৮
 সায়মারভ্য যাবতাং চন্দ্রহাসঃ প্রপূজয়েৎ ।
 তাবদ্যঠে ন গন্তব্যং কেনাপীতি মমাজ্ঞয়া ॥৬৯
 ইতুক্ত্বা বিররামঃ রাজাত্তে নাগরা জনাঃ ।
 চন্দ্রহাসং পুরস্কৃত্য নিশি পূজার্থমাগতাঃ ॥৭০
 অথাস্তরে তু মদনশ্চন্দ্রহাসেন সংযুতঃ ।
 ততো বিশ্বত্য রাজাজ্ঞাং প্রথমং গিরিজামঠে ।
 জগাম দেবীপূজার্থং স্নেহেন তদ্বশং গতঃ ॥৭১

মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া রাজা আপনার পুত্র অভূতিকে বলিলেন।
 এই গ্রামে যে দেবী আছেন, তিনি আমাদের কুলদেবতা, অতএব চন্দ্রহাস
 অন্য রাত্রেই তাঁহাকে পূজা করিয়া আসুক। তাহাদিগকে এই কথা বলিয়া
 নৃপতি চণ্ডালকে একাস্তে ডাকিয়া বলিলেন, চন্দ্রহাস যে সময় রাত্রে দেবীর
 পূজা করিতে যাইবে, সেই সময় তুমি মঠের মধ্যে অবস্থান করত খড়্গ দ্বারা
 তাহাকে অবিলম্বে বিনাশ করিবে, সে পর্য্যন্ত আমার আজ্ঞায় মঠের দিকে
 আর কেহই যাইবে না। তাহাকে এইরূপ আদেশ করিয়া রাজা অত্যন্ত পরি-
 জনবর্গকে স্বয়ং ডাকাইয়া আজ্ঞা করিলেন সায়ংকাল হইতে যে অবধি চন্দ্রহাস
 দেবীর পূজা সমাপ্ত না করিবে, সেই অবধি কেহই যেন মঠের দিকে না যায়,
 ইহাই আমার আজ্ঞা। ৬৫।৬৬।৬৭।৬৮।৬৯

এই আজ্ঞা প্রদান করিয়া রাজা নিশ্চিন্ত হইয়া রহিলেন। তখন অপর-
 পর নগরবাসী মহুষোরা চন্দ্রহাসকে অগ্রে লইয়া পূজার নিমিত্ত রাত্রে দেবীর
 মন্দিরে উপস্থিত হইল। ইতিমধ্যে মদন চন্দ্রহাসের প্রতি অসাধারণ স্নেহনিবন্ধন
 রাজার তাদৃশ আজ্ঞাও বিশ্বত হইয়া চন্দ্রহাসের সহিত একত্রে সেই ভগবতীর

অত্রাসীং স তু চাণ্ডালো মদনশ্চ শিরোহসিনা ।
 চিচ্ছেদ চন্দ্ৰহাসোহয়মিতি মত্বা নিরীক্ষ্য তৎ ।
 চন্দ্ৰহাসো নিববুতে গন্তং তত্র স্বয়ং সূৰ্যীঃ ॥৭২
 ববন্ধ তং তু চণ্ডালং বন্ধা কষ্টৈচ্চিদপৰ্যং ।
 অথ কোলাহলো জাতস্তমূলো লোমহৰ্ষণঃ ॥৭৩
 স্বয়ং তত্র গন্তো রাজা যত্রাসীন্মদনো মৃতঃ ।
 বিললাপাতিশোকেন দৃষ্ট্বা তং বিনিপাতিতম্ ॥৭৪
 অতিশোকেন রাজা সঃ পাষণেন শিরঃ স্বয়ম্ ।
 প্রক্ষোট্য বিজহৌ প্রাণান্ চন্দ্ৰহাসস্ততঃ পরম্ ॥৭৫
 স্থাপয়িত্বা মঠবারি শালগ্রামশিলাং নিজাম্ ।
 নিমীলিতাক্ষো মনসা তুষ্ঠাব জগদীশ্বরম্ ।
 দেবীকৈবৈকচিত্তেন মরণে কৃতনিশ্চয়ঃ ॥৭৬
 ততো রাত্রির্গতা সৰ্ব্বা প্রভাতে সমুপস্থিতে ।
 জিজীব মদনো দেবী মন্দিরাদাজ্জহাব চ ॥৭৭

মন্দিরে পূজার্থ গমন করিলেন । সেই স্থানে পূৰ্ণ হইতেই সেই চণ্ডাল
 দণ্ডায়মান ছিল, সে চন্দ্ৰহাস ভ্রমে খড়্গ দ্বারা মদনের মস্তকচ্ছেদ করিল ।
 সূৰ্যী চন্দ্ৰহাস ঐ ঘটনা দেখিয়া স্বয়ং মন্দিরে প্রবেশ করিতে সাহসী
 হইল না । ৭০।৭১।৭২

তিনি ঐ চণ্ডালকে বন্ধ করিয়া অপর একজনের হস্তে অর্পণ করিলেন ।
 এই সময় একটি তুমুল লোমহৰ্ষণ কোলাহল উত্থিত হইল । অনন্তর যে
 স্থানে মদন মৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন সেই স্থানে রাজা স্বয়ং আগমন করি-
 লেন এবং মদনকে নিহত দেখিয়া অতিশয় শোকাবেগে বিলাপ করিতে
 লাগিলেন । রাজা অতিশয় শোকাভিভূত হইয়া পাষণ দ্বারা আপনার
 মস্তক প্রক্ষুটিত করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন । অতঃপর চন্দ্ৰহাস নিজের
 শালগ্রাম শিলাকে সেই মন্দিরের দ্বারে স্থাপিত করিয়া এবং স্বয়ং প্রাণত্যাগে
 রুতসঙ্কর হইয়া একাগ্রচিত্তে চক্ষুঃ মুদ্রিত করিয়া মনে মনে নারায়ণ ও দেবীর
 স্তব করিতে লাগিল । ৭৩।৭৪।৭৫।৭৬

এইরূপে সমস্ত রাত্রি অতীত হইল, প্রভাতকাল উপস্থিত হইলে মদন
 জীবিত হইল ও দেবী মন্দিরের অভ্যন্তর হইতে ডাকিতে লাগিল । ৭৭

কোহপ্যস্বি ঘারি বাহে তু কপটোদ্ববশ্চলঃ ।

উদ্বাট্যাতাময়ং শীঘ্রমাগমিষ্যাম্যহং বহিঃ ॥৭৮

ইতি শ্রুত্বা চন্দ্রহাসঃ সমুদ্বাট্য কপাটকম্ ।

দৃষ্ট্বা তু মদনং হৃষ্টঃ প্রণনাম হরিং শিবাম্ ।

অথাগতং বহিস্তং তু মদনং নাগরা জনাঃ ।

দৃষ্ট্বাতি পরমাশ্চর্য্যমাপ্তজীবনাদহো ॥৭৯৮০

অথ তং মদনো দৃষ্ট্বা পিতরং গতজীবিতম্ ।

কিং জাতমিদমিত্যুক্তশ্চন্দ্রহাসোহব্রবীচ্চ তম্ ॥৮১

অয়ং ত্বাং নিহতং শ্রুত্বা সমাগত্যাত্র বৈ শিরঃ ।

মমার অয়মান্ফোটা পাষণেন মহাশুচা ॥৮২

শ্রুত্বৈতন্মদনঃ প্রাহ কেনাহং নিহতঃ কথম্ ।

শ্রুত্বৈতচ্চন্দ্রহাসস্ত বন্ধং চণ্ডালমাহবয়ং ॥৮৩

আগত্য স তু চণ্ডালঃ সচিবস্যাগ্রতোহব্রবীৎ ॥৮৪

বহির্দ্বারে কে আছে, মদন কপাটের অর্গল উন্মোচন করিয়া দাও
আমি বাহিরে যাইব । ৭৮

ইহা শ্রবণ করিয়া চন্দ্রহাস ঘর উদ্বাটিত করিয়া দেখিল মদন জীবিত
হইয়াছে, তখন হৃষ্টচিত্তে চন্দ্রহাস হরি ও দেবীকে প্রণাম করিল। মদনও
গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন, নগরবাসীগণ মদনকে পুনর্জীবিত দেখিয়া
সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইল । ৭৯৮০

অনন্তর মদন পিতাকে গতানু দেখিয়া চন্দ্রহাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন এ
কি হইয়াছে ? চন্দ্রহাস বলিল । ৮১

ইনি তোমার মৃত্যু শ্রবণে অতিশয় শোকাঘ্রিত হইয়া এই স্থানে আগমন
পূর্ব্বক পাষণধারা আপনার মস্তক প্রক্ষুটিত করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়া
ছেন । ৮২

মদন ইহা শুনিয়া পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিলেন আমাকে কে কি নিমিত্ত
নিহত করিয়াছিল । চন্দ্রহাস মদনের বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই বন্ধ চণ্ডালকে
সেই স্থানে আনয়ন করিল । ৮৩

চণ্ডাল আসিয়া সচিবের সম্মুখে বলিতে লাগিল । ৮৪

রাজা মাং গ্রাহি রহসি চন্দ্রহাসো মঠে যদা ।
 দেবীং পূজয়িতুং গচ্ছ্যৎ খড়্গেন জহি তং দ্রুতম্ ॥৮৫
 তাবদন্যো মঠে নৈব কোহপি গচ্ছন্নমাজ্জয়া ।
 অমেব মঠমধ্যে চ গতা তাবৎ স্থিতোভব ॥৮৬
 ইত্যুক্তোহহং সমায়াতো গৃহীত্বা খড়্গামুত্তমম্ ।
 দেবী পূজার্থমেতন্মিন্ নাগতে প্রথমং তদা ।
 মদনঃ প্রবিশ্নেব চন্দ্রহাসমিথ্যা হতঃ ॥৮৭
 অহমেতত্তু জানামি যথেষ্টসি তথা কুরু ।
 শ্রুত্বৈতত্ত্বচনং তস্য মদনং সচিবোহব্রবীৎ ।
 সত্যমেতন্ন সন্দেহোরাজো বুদ্ধিস্ত তাদৃশী ॥৮৮
 মূতে ঝয়ি সমাগত্য রাজি চাপি মূতে সতি ।
 প্রতিজ্ঞে চন্দ্রহাসো ন জীবামি বিনামুনা ॥৮৯
 ততো দেবীং হরিং ভক্ত্যা স্তব্ধা ত্বাং স স্বজীবয়ৎ ।
 এতাবত্তেন কথিতমজ্ঞাতং তে নৃপায়জ ॥৯০

রাজা নির্জনে ডাকিয়া আমাকে আদেশ দিয়াছিলেন যে, চন্দ্রহাস যখন দেবীপূজার নিমিত্ত মঠমধ্যে প্রবেশ করিবে, তুমি তখন সত্বর খড়্গদ্বারা গহার প্রাণবধ করিবে ৷৮৫

আমার আদেশে তখন ঐ মঠে আর কেহই যাইবে না, তুমি একাকীই পূর্বে তথায় গিয়া থাকিবে ৷৮৬

এইরূপ রাজাদেশে আমি তীক্ষ্ণধার অসি লইয়া এই স্থানে আসিয়াছিলাম । দিকে দেবীপূজার্থ চন্দ্রহাসের পরিবর্তে মদনই প্রথম প্রবেশ করিয়াছিলেন । তরাং আমি চন্দ্রহাস ভাবিয়া মদনকেই নিহত করিয়াছি ৷৮৭

আমি এইমাত্র জানি, অতঃপর আপনার যেরূপ ইচ্ছা হয় করুন । হা শ্রবণ করিয়া সচিব মদনকে বলিলেন । ইহা যে সত্য, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, রাজার বুদ্ধি এই প্রকারই ছিল ৷৮৮

আপনাকে গতাত্ম দেখিয়া রাজাও যখন স্বয়ং প্রাণত্যাগ করিলেন । ধন এই চন্দ্রহাস প্রতিজ্ঞা করিলেন, মদনকে বাঁচাইতে না পারিলে আমি বিন রাখিব না ৷৮৯

তাহার পর ইনি ভক্তিপূর্বক দেবী ও হরির স্তব করিয়া আপনাকে বিত করিয়াছেন । হে নৃপনন্দন, এ সকল আপনি জানেন না, এই

অদ্যাপি জননী হ্যস্যা চন্দ্রহাসস্য দুর্কলা ।
 রুদন্তী পুত্রশোকাক্তী বসতীহ মমালয়ে ॥১১
 অতঃ পরং রাজপুত্র যথেষ্টসি তথা কুরু ।
 ইতি শ্রদ্ধা তু মদনঃ প্রাহ তং সচিবং বচঃ ॥১২
 যদভূতদভূতম্ভিন্নতচ্ছক্যাং নিবর্তিতুম্ ।
 অতঃপরন্তু কোহপ্যনুশচন্দ্রহাসসমোনহি ॥১৩
 রাজ্য্যার্কমস্য মেতর্কং সত্যমেতদ্ব বীম্যাহম্ ॥১৪
 অতঃপরন্তু কর্তব্যং নৃপতেরৌর্কদেহিকম্ ।
 ইত্যাঙ্কু। সচিবৈঃ সার্কিং সঞ্চস্কার পিতুঃ শবম্ ॥১৫

চন্দ্রহাস আমার নিকট সমস্ত বিবৃত করিয়াছেন । এই চন্দ্রহাসের জননী
 আমার আলয়ে পুত্রশোকে, অতিশয় ক্লম ও কাতর। হইয়া এখনও
 রোদন করত বাস করিতেছেন ।১০।১১

হে রাজনন্দন, অতঃপর আপনার বাহা অভিকৃতি হয়, তাহাই করন।
 ইহা শ্রবণ করিয়া মদন সচিবকে বলিলেন ।১২

হে মজ্জিবর, বাহা হইবার তাহা হইয়াছে, তাহাকে আর ফিরাইবার উপায়
 নাই, এক্ষণে ইহলোকে চন্দ্রহাস সদৃশ মদীয় (বন্ধু) আর কেহই নাই ।১৩

অতএব এই রাজ্যের অর্দ্ধভাগ ইহার, এবং অর্দ্ধভাগ আমার হোক,
 আমি ইহা সত্যই বলিতেছি ।১৪

এক্ষণে নৃপতির ঔর্কদেহিক ক্রিয়া সম্পন্ন করা কর্তব্য, এই বলিয়া পিতার
 শবদাহাদি করিলেন ।১৫



বামন পুরাণম্ ।

বামন পুরাণও একখানি মহাপুরাণ । ইহা ৫৫ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ । ভাগবতপুরাণ অনুসারে ইহার শ্লোক সংখ্যা ১০০০০ । এই পুরাণ নারদ কর্তৃক পৃষ্ঠ মহর্ষি পুলস্ত্য দ্বারা কথিত হইয়াছে । প্রথম অধ্যায়ে হরপার্বতীর মধ্যে আপনা-দিগের দরিদ্র অবস্থা বিষয়ে কথোপকথন । দ্বিতীয় অধ্যায়ে দক্ষযজ্ঞের প্রসঙ্গে, মহাদেবের হস্তে কিরূপে নরকপাল সংযুক্ত হইয়াছিল, সেই বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে । তৃতীয় অধ্যায়ে কিরূপে, এবং কোন স্থানে তাঁহার হস্ত হইতে সেই কপাল মোচিত হইয়াছিল, সেই সকল কথা বর্ণিত হইয়াছে । চতুর্থ অধ্যায়ে দক্ষযজ্ঞের ধ্বংস । পঞ্চম অধ্যায়ে মহাদেব কর্তৃক সূর্য্যের নিগ্রহ এবং মহাদেবের কালরূপ বর্ণন প্রসঙ্গে দ্বাদশরাশি ও নক্ষত্রাদির স্বরূপ বর্ণন । ষষ্ঠ অধ্যায়ে সতী-বিরহিত হইয়া মহাদেবের উন্মত্তবেশে নানাদেশ ভ্রমণ, মহাদেব কর্তৃক মদনদাহ ইত্যাদি বিষয় বিবৃত হইয়াছে । সপ্তম অধ্যায়ে নারায়ণ ঋষির উরু হইতে উর্ব্বসীর উৎপত্তি, ইন্দ্রকে উর্ব্বসী প্রদান, প্রহ্লাদের রাজ্যে চ্যবন ঋষির গমন, চ্যবনের মুখে নৈমিষারণ্যের প্রশংসা ও সর্বসৈন্তে প্রহ্লাদের তথায় আগমন । অষ্টমে নরনারায়ণের সহিত প্রহ্লাদের যুদ্ধ, প্রহ্লাদের পরাজয় এবং শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় তাঁহাদিগের নিকট নতি স্বীকার এবং নিজরাজ্যে প্রত্যাগমন, এই সকল কথা সবিস্তর উল্লিখিত হইয়াছে । একাদশ হইতে পঞ্চদশ

অধ্যায় পর্য্যন্ত, সূকেশী নামক রাক্ষসের কথা বিবৃত হইয়াছে ষোড়শ অধ্যায়ে কতকগুলি শৈবত্রত উল্লিখিত হইয়াছে সপ্তদশ অধ্যায় হইতে বিংশ অধ্যায় অবধি কাত্যায়নী মাহাত্ম্য, ও মহিষাসুরাদির বধ বর্ণিত হইয়াছে । একবিংশ অধ্যায়ে শুভ্র নিশুভ্র কথা প্রসঙ্গে কুরুক্ষেত্রের কথা উত্থাপিত হইয়া এবং দ্বাবিংশ অধ্যায়ে নিঃশেষিত হইয়াছে । ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে পার্শ্বতীর জন্ম, চতুর্বিংশ অধ্যায়ে পার্শ্বতীর সহিত মহাদেবের বিবাহ, পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে গণেশের জন্ম, ষড়বিংশ ও সপ্তবিংশ অধ্যায়ে শুভ্রনিশুভ্র বধ, অষ্টাবিংশ ও ঊনবিংশ অধ্যায়ে কার্তিকেয় কর্তৃক ক্রৌঞ্চভেদন, ত্রিংশ হইতে একচত্বারিংশ অধ্যায় পর্য্যন্ত অন্ধকাসুরের কথা আশ্রয় করিয়া নানা বিষয় বর্ণিত হইয়াছে । ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়ে বায়ুদিগের উৎপত্তি এবং চতুঃচত্বারিংশ অধ্যায়ে অসুরদিগের সহিত দেবগণের যুদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে । পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় হইতে বলির প্রাদুর্ভাব এবং বামনাবতারের কথা বর্ণিত হইয়াছে ।

বামন পুরাণ পাঠ করিলে ইহাকে স্বতন্ত্র একখানি পুরাণ বলিয়া বোধ হয় না, কারণ ইহাতে কতকগুলি পৌরাণিক উপন্যাস কিছু কিছু বিকৃত করিয়া সংগৃহীত হইয়াছে । পুরাণখানি এখন যে অবস্থায় দেখা যায় তাহাতে ইহা যে একখানি বৈষ্ণবগ্রন্থ, সে বিষয় কোন সংশয় নাই । ইহার ভাষাও প্রাচীন সংস্কৃতের মত স্থললিত নয় ।

বামন পুরাণ ।

ব্রহ্মসনৎকুমার সংবাদ ।

পুলস্ত্য উবাচ ।

ধর্মস্ত ভাৰ্য্যা হিংসাধ্যা তস্যাঃ পুত্রচতুষ্টয়ম্ ।
সাম্প্রাতং মুনিশার্দূল ! সৰ্ব্বশাস্ত্রবিচারকম্ ॥১
জ্যেষ্ঠঃ সনৎকুমারেতি দ্বিতীয়শ্চ সনাতনঃ ।
তৃতীয়ঃ সনকো নাম চতুর্থশ্চ সনন্দকঃ ॥২
সাংখ্যাবেত্তারমপরং কপিলং বোচুমান্মরিম্ ।
দৃষ্ট্বা পঞ্চশিখং শ্রেষ্ঠো যোগযুক্তং তপোনিধিম্ ॥৩
জ্ঞানযোগং ন তে দদ্যাজ্যায়সৌহপি কনীরসে ।
মানযুক্তো মহাযোগী কপিলাদীহুপাগতঃ ॥৪
সনৎকুমারশ্চাত্যেত্য ব্রহ্মাণং কমলোদ্ভবম্ ।
অপৃচ্ছজ্জ্ঞানং বিজ্ঞানং তমুবাচ প্রজাপতিঃ ॥৫
ব্রহ্মোবাচ ।
কথয়িষ্যামি তে সাধ্যং যদি পুত্রোতি মে বচঃ ॥৬

পুলস্ত্য বলিলেন, হে মুনিশার্দূল, ধর্মের ভাৰ্য্যা হিংসা, তাঁহার প্রথমে সৰ্ব্বশাস্ত্রের বিচারক চারিটা মাত্র পুত্র উৎপন্ন হয় । উইদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ সনৎকুমার, দ্বিতীয় সনাতন, তৃতীয় সনক এবং চতুর্থ সনন্দ । পরে উইঁর আবার সাংখ্যবিৎ কপিল, বোচু, আম্মরি এবং পঞ্চশিখ, এই চারিটা পুত্র ও হইয়াছিল । প্রথম উল্লিখিত সনৎকুমারপ্রভৃতি কনীয়ান্ পঞ্চশিখকে যোগযুক্ত ও তপশ্চরণে নিরত দেখিয়া বয়োজ্যেষ্ঠ হইয়াও সেই জিজ্ঞাসু সৰ্ব্বকনিষ্ঠকে জ্ঞানযোগ দান করেন নাই । পঞ্চশিখ সেই অভিমানে কপিলাদির অম্লগমন করিয়াছিলেন । উইদিগের মধ্যে সনৎকুমার পদ্মযোনি ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া জ্ঞান ও বিজ্ঞানের কথা জিজ্ঞাসা করিলে ব্রহ্মা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন । ১।২।৩।৪।৫

যদি তোমাকে আমি “পুত্র” এই শব্দদ্বারা সোধোদন কবিতো পারি, তাহা

সনৎকুমার উবাচ ।

পুত্র এবান্মি দেবেশ যতঃ শিষ্যোহন্যাহং বিভো ! ।

ন বিশেষোহস্তি পুত্রস্য শিষ্যস্য চ পিতামহ ! ॥৭

ব্রহ্মোবাচ ।

বিশেষঃ স্মৃতশিষ্যাভ্যাং বিদ্যাতে ধৰ্ম্মনন্দন ! ।

ধৰ্ম্মকৰ্ম্ম প্রজ্ঞাযোগে তচ্চাপি বদতঃ শৃণু ॥৮

পুন্নান্নানরকাল্লাতা পুত্রন্তেনেহ গীয়তে ।

শেষপাপহরঃ শিষ্যঃ ইতীয়ং বৈদিকী শ্রুতিঃ ॥৯

সনৎকুমার উবাচ ।

কোহয়ং পুন্নামেকাদেব নরকাল্লাতি পুত্রকঃ ।

তন্মাচ্ছেষং তথা পাপং হরেৎ শিষ্যস্ত তদ্বদ ॥১০

ব্রহ্মোবাচ ।

এতৎপুরাণং পরমং মহর্ষে যোগাঙ্গযুক্তঞ্চ সদৈব যচ্চ ।

তথৈব চোগ্রং ভয়কারি মানবে বদামি তে সাধ্য নিশাময়েহ ॥১১

হইলেই আমি তোমাকে জিজ্ঞাস্য বিষয় বলিব। সনৎকুমার বলিলেন, হে বিভবসম্পন্ন পিতামহ ! আমি আপনার শিষ্য, স্মৃতরাং পুত্রও আমি, যে হেতু, হে দেবেশ, পুত্র ও শিষ্য ইহাদের মধ্যে কিছুই বিশেষ নাই। ব্রহ্মা বলিলেন, হে ধৰ্ম্মনন্দন ! পুত্র ও শিষ্যের মধ্যে অল্প বিষয়ে পার্থক্য না থাকিলেও ধৰ্ম্মকৰ্ম্ম ও প্রজ্ঞাযোগবিষয়ে পুত্র ও শিষ্যের মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য আছে। উহাও আমি তোমার নিকট বলিতেছি শ্রবণ কর। পুন্নাম নরক হইতে পিতাকে ত্রাণ করে বলিয়া পুত্র, এই নাম হইয়াছে। এবং যে পাপ হরণ করে, তাহার নাম শিষ্য ; ইহাই বেদের মত । ৬. ৭। ৮। ৯

সনৎকুমার বলিলেন, কিরূপে পুত্র, পুন্নাম নরক হইতে ত্রাণ করে এবং শিষ্যই বা কিরূপে তাহা হইতে অবশিষ্ট পাপের হরণ করে, তাহা আপনি আমাকে বলুন । ১০

ব্রহ্মা বলিলেন, হে মহর্ষে ! তুমি আমার শিষ্য বলিয়াই তোমার নিকট সৰ্বদা যোগাঙ্গযুক্ত, মনু্যাদিগের উগ্রভয়হেতু, এই পরম পুরাতন রহস্যের বিষয় প্রকাশ করিতেছি, শ্রবণ কর । ১১

পুলস্ত্য উবাচ ।

পরদারাজিগমনং পানীয়মুপসেবনম্ ।
 পারুষ্যাং সর্কভূতানাং প্রথমং নরকং স্মৃতম্ ॥১২
 চৌর্যাদানং তথাধৃত্যমবধ্যবধবন্ধনম্ ।
 বিবাদমর্থহেতুখং তৃতীয়ং নরকং স্মৃতম্ ॥১৩
 ভয়দং সর্কসবানং ভবভূতি বিনাশনম্ ।
 ভ্রংশনং সর্কভূতাচ্চ চতুর্থং নরকং স্মৃতম্ ॥১৪
 মারণং মিত্রকোটিল্যং মিত্রাভিশপনঞ্চ যৎ ।
 মিষ্টৈকাশনমেবোক্তং পঞ্চমস্ত নৃপাৰ্চনম্ ॥১৫
 প্ররোহণং পুত্রকরং ষমনং ষোগনাশনম্ ।
 যানযুগ্যস্য হরণং ষষ্ঠমুক্তং নৃপাৰ্চনম্ ॥১৬
 রাজভার্য্যাহরণং গুঢ়ং রাজভার্য্যানিষেবনম্ ।
 রাজজ্বহিতকারিত্বং সপ্তমং নিরয়ং স্মৃতম্ ॥১৭
 লুক্কষং লোলুপত্ত্বঞ্চ লুদ্ধধর্ম্মার্থনাশনম্ ।
 নানাসন্ধীর্ণমেবোক্তমষ্টমং নরকং স্মৃতম্ ॥১৮

পুলস্ত্য বলিলেন, পরদারগমন, মদ্যপান, সকল প্রাণিদিগের প্রতি
 কঠোর ব্যবহার, ইহা প্রথম নরক ৷১২

চৌর্য, পরদ্রব্যাহরণ, ধুইতা, অবধ্যের বধ ও বন্ধন ইহা দ্বিতীয় নরক,
 অর্থের নিমিত্ত বিবাদ তৃতীয় নরক ৷১৩

যাহাতে সমুদয় প্রাণীর ভীতি উৎপন্ন হয়, এইরূপে মঙ্গল ও ঐশ্বর্য্যের
 বিনাশ সাধন, বা সর্কভূত হইতে উহাদের ভ্রংশন, ইহা চতুর্থ নরক ৷১৪

মারণ, মিত্রের প্রতি কুটিল ব্যবহার বা অভিসম্পাত করা, দশজনের
 মধ্যে থাকিয়া একাকী মিষ্টদ্রব্য ভক্ষণ, এবং রাজসেবা, ইহার পঞ্চম নরক ৷১৫

প্ররোহণ, অপরক্ষেত্রে পুত্র উৎপাদন, বন্ধন, যোগভঙ্গ, শকট প্রভৃতি
 যানের বাহনাপহারণ, এবং রাজসম্মান এই সকল ষষ্ঠ নরক ৷১৬

রাজভার্য্যাপহারণ, নির্জনে রাজভার্য্যার সহিত অবস্থান, এবং রাজার
 অহিতসাধন, ইহার সপ্তম নরক ৷১৭

লুক্কতা, লোলুপতা, লুদ্ধধর্ম্ম ও অর্থের বিনাশ, এবং নানা বিষয়ে সাক্ষ্য
 উৎপাদন, ইহা অষ্টম নরক ৷১৮

বৃত্তিব্রহ্মস্বহরণং ব্রাহ্মণানাং বিনিব্ধনম্ ।
 বিরোধং ব্রহ্মভিশ্চাক্রং নবমং নরপাচনম্ ॥১৯
 শিষ্টাচারবিনাশঞ্চ শিষ্টদেবং শিশৌর্কধম্ ॥
 শাস্ত্রস্তেয়ং ধর্ম্মনিন্দা দশমং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥২০
 ষড়ঙ্গনিধনং ঘোরং ষাড্‌গুণ্য-প্রতিষেধনম্ ।
 হানির্ধর্ম্মার্থকামানাং পাপস্যাপ্রতিষেধনম্ ।
 একাদশমমেবোক্তং নরকং সত্তিরুত্তমম্ ॥২১
 সংস্র নিত্যং সদা বৈরমনাচারেবু সংক্রিয়াম্ ।
 সংস্কারপ্রতিহানং তদিদং দ্বাদশমং স্মৃতম্ ॥২২
 হানির্ধর্ম্মার্থকামানামপবর্গস্য হারণম্ ।
 হর্ষ হস্তাশ্রয়মিদং ত্রয়োদশমমুচ্যতে ॥২৩
 কুপণং ধর্ম্মহীনঞ্চ দুর্জয়ং ষষ্ঠ বহুদম্ ॥
 চতুর্দশমমেবোক্তং নরকং সদ্বিগর্হিতম্ ॥২৪
 অজ্ঞানকাপ্যত্নয়ত্নশৌচমগুভা চ বাক্ ।
 স্মৃতস্তৎপঞ্চদশমমসত্যবচনানি চ ॥২৫

ব্রাহ্মণদিগের বৃত্তি ও ব্রহ্মস্বের অপহরণ, ব্রাহ্মণদিগের নিন্দা ও ব্রাহ্মণ-
 দিগের সহিত বিরোধ, ইহা নবম নরক ১৯

শিষ্টাচারবিনাশ, শিষ্টদেব, শিশুদিগের বধসাধন, শাস্ত্রাপহরণ, এবং ধর্ম্ম-
 নিন্দা ইহা দশম নরক ২০

ষড়ঙ্গের নিধন, ষড়গুণের প্রতিষেধ, ধর্ম্মার্থকামের হানি, পাপের অগ্র-
 তিষেধ, পণ্ডিতগণ এই সকলকে একাদশ নরক বলিয়া অভিহিত করিয়া-
 ছেন ২১

সংব্যক্তির সহিত সর্বদা শত্রুতাচরণ, অসদাচার ব্যক্তিদিগের প্রতি সং-
 কার দর্শন, এবং সংস্কারের বিনাশ, এই সকল দ্বাদশ নরক ২২

ধর্ম্মার্থকামের হানি, অপবর্গের বিনাশন, অপহর্তা ও হস্তা, এই উভয়কে
 আশ্রয়দান, ইহারা ত্রয়োদশ নরক ২৩

কার্পণ্য, ধর্ম্মহীনতা, হর্নিবার্য্যরূপে গৃহাদিতে বহিঃপ্রদান, এই সকল
 চতুর্দশ নরক ২৪

অজ্ঞান, অহ্মা, অশৌচ, অগুভবাক্য, এবং মিথ্যাকথা এই সকল পঞ্চদশ
 নরক ২৫

আলস্যঞ্চ বোড়শক মাক্রোশঞ্চ বিশেষতঃ ।
 সৰ্বস্য চাততায়িত্ত্বমাবাসেঘ্মিদিয়িনম্ ।
 ইচ্ছা চ পরদারেষু নরকোহয়ং নিগদ্যতে ।
 দ্বিধাভাবশ্চ সাধোজ্ঞ তদ্বৃত্তং বিগর্হিতম্ ৷২৬২৭
 এতৈস্ত পাটৈঃ পুরুষঃ পুন্নামভিনং সংশয়ঃ ॥
 সংযুক্তঃ প্রীগয়েদেবং সূতৈঃ সততমচ্যুতম্ ॥২৮
 পুন্নাম নরকং ঘোরং বিনাশয়তি পুত্রকঃ ।
 এতন্মাক্রাণাং সাধা ততঃপুজ্যেতি গদ্যতে ॥২৯
 অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি শেষপাপস্য লক্ষণম্ ॥৩০
 গণদেবর্ষিভূতানাং অন্তর্বর্ণেষু চৈকতা ।
 ঋণং দেবর্ষিভূতানাং মনুষ্যাণাং বিশেষতঃ ॥৩১
 পিতৃণাঞ্চ দ্বিজশ্রেষ্ঠ সৰ্ববর্ণেষু চৈকতা ।
 ওঁকারাদপি নিবৃত্তিঃ পাপকার্যাকৃতিশ্চ য়া ॥৩২
 প্যাতিহরং মহাপাপং কুগম্যাগমনং তথা ।
 দ্বতাদিবিক্রয়ং ঘোরং চণ্ডালাদি পরিগ্রহম্ ॥৩৩

আলস্য, আক্রোশ, আততায়িত্ত্ব, গৃহে অগ্নিদান, পরদারে ইচ্ছা এবং
 দ্বিধা এই বোড়শ প্রকার গর্হিত কার্য্যও নরক বলিয়া অভিহিত হইয়াছে,
 হে শিষ্যশ্রেষ্ঠ, ইহাদের অনুষ্ঠানও অতি নিন্দনীয় ৷২৬২৭

এই সমুদয়ই পুন্নাম নরক নামে প্রসিদ্ধ, মনুষ্যমাত্রই এই সকল নরক
 দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে এবং পুত্রের সম্পর্কে উহা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া
 ভগবান্নারায়ণের প্রীতি উৎপাদন করে ৷২৮

পুত্র, এই ঘোর পুন্নাম নরক সকলের ধ্বংস করে, এই নিমিত্ত হে শিষ্য !
 ইহার নাম পুত্র হইয়াছে ৷২৯

অনন্তর শেষ পাপের লক্ষণ বলিতেছি ৷৩০

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, গণ, দেব, ঋষি, ভূত ও সঙ্করবর্ণের মধ্যে ভেদজ্ঞানরাহিত্য,
 দেব, ঋষি ভূত, মনুষ্য, বিশেষতঃ পিতৃদিগের ঋণ অপরিশোধ করা, সকল
 বর্ণে একবৃত্তি, ওঁকার অবধি উচ্চারণ না করা, সৰ্ববিধ পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান ।
 বপা লোকের যশঃ অপহরণ, অগম্যাগমন, ব্রাহ্মণ হইয়া দ্বতাদির বিক্রয় করা,
 চণ্ডালাদির দান গ্রহণ, এই সকল ঘোর মহাপাপ । নিজের দোষ আচ্ছাদন,

স্বদোষাচ্ছাদনং পাপং পরদোষপ্রকাশনম্ ।
 অর্থবিক্রবাকটুভং নিষ্ঠুরত্বং বদেৎ সদা ॥৩৪
 কিং ত্বং বৈতালবাদিত্বং নামবাধঞ্চ ধর্মজ ! ।
 দাক্ষণত্বধার্মিষ্ঠ্যং নরকং বোরমুচ্যতে ॥৩৫
 এতৈশ্চ পাপৈঃ সংযুক্তঃ প্রীগয়েদ্যদি শঙ্করম্ ।
 জ্ঞানাদিকমশেষেণ শেষান্ পাপান্ ক্ষিপেত্ততঃ ॥৩৬
 শারীরং বাচিকং যচ্চ মানসং কায়িকঞ্চ যৎ ।
 পিতৃমাতৃকৃতং যচ্চ কৃতং যচ্চাপ্রিতৈর্নরৈঃ ॥৩৭
 ভ্রাতৃভির্বাদ্যবৈশ্চাপি তস্মিন্ জন্মানি ধর্মজ ! ।
 তৎসর্বং বিলয়ং যাতি স ধর্মঃ স্মৃতশিষ্যয়োঃ ॥৩৮
 বিপরীতে ভবেৎসাধ্যো বিপরীতঃ পরাক্রমঃ ।
 তস্মাৎসুপুল্লশিষ্যোহি বিনেতব্যো বিপশ্চিতা ॥৩৯
 এতদর্থস্তুবিজ্ঞায় শিষ্যাং শ্রেষ্ঠতরঃ স্মৃতঃ ।
 শেষান্তারয়তে শিষ্যঃ সর্বতোহপি হি পুত্রকঃ ৪৪০

গরের দোষ প্রকাশ, যাহাতে পবের মর্মবাণা হয়, এইরূপ কটুবাক্য প্রয়োগ
 সর্বদা নিষ্ঠুরবাক্য প্রয়োগ, এট সকল পাপকার্য্য। হে ধর্মজ, লোককে তুচ্ছ, ভা
 করিয়া বা ভূত প্রেত ইত্যাদি বাক্যে আহ্বান করা, লোকের নাম লোপ কর
 অপরের প্রতি দাক্ষণ ব্যবহাব করা, এবং অধর্ম্য আচরণ করা এই সকল ঘো
 নরকেব কারণ। এই সকল পাপসংযুক্ত মনুষ্য যদি শঙ্কবেব প্রীতিসাধ
 কার্য্য করে, তাহা হইলে জ্ঞানের আধিক্য হয় এবং সেই জ্ঞানের প্রজা
 উক্তশেষ পাপ সকল নিঃশেষে ক্ষয় করিতে সমর্থ হয়। ৩১।৩২।৩৩।৩৪।৩৫।৩৬

হে ধর্মপুল্ল, ইহজন্মে শারীরিক, বাচিক, মানসিক, পিতৃমাতৃকৃত, আদি
 মনুষ্য দ্বারা অনুষ্ঠিত এবং ভ্রাতৃ ও বান্ধবগণ দ্বারা আচরিত পাপ সকল
 পুল্ল ও শিষ্যের ধর্ম প্রভাবে বিলয় প্রাপ্ত হয়। ৩৭।৩৮

পুত্র ও শিষ্য বিপরীত অর্থাৎ ধর্মপথের বিরুদ্ধাচারী হইলে, তা
 দিগের কার্য্য এবং সামর্থ্যও বিপরীত হইয়া থাকে, এই নিমিত্ত পণ্ডিত ব্যা
 শিষ্য ও পুত্রকে সুশিক্ষিত করা উচিত। এই সমুদয় বুঝাস্ত বিশেষ জ
 হইলে শিষ্য হঠতে পুল্লই শ্রেষ্ঠতর বলিয়া প্রতীত হয়, কারণ শিষ্য অর্বা
 কতকগুলি পাপ হইতে উদ্ধার করে মাত্র, কিন্তু পুল্ল সর্ববিধ পাপ হই
 উদ্ধার করে। ৩৯।৪০

ব্রহ্ম পুরাণ ।

শ্রীমদ্ভাগবতপ্রভৃতি যে সকল পুরাণে অষ্টাদশ মহাপুরাণের তালিকা দেওয়া হইয়াছে, তৎসমুদায়েই ব্রহ্মপুরাণের প্রথম গণনা করা হইয়াছে, এই নিমিত্ত এই ব্রহ্মপুরাণ আদি পুরাণ নামেও অভিহিত হয়। এবং ইহার অধিক ভাগে সূর্য্যের পূজাদি বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া ইহাকে সৌরপুরাণও বলা হয়। এস্থলে একথা বলাও অসঙ্গত নয় যে, আদিপুরাণ ও সৌরপুরাণ নামক দুইখানি স্বতন্ত্র পুস্তকও উপপুরাণের মধ্যে সন্নিবিষ্ট দেখা যায়।

মৎস্যপুরাণের মতে ব্রহ্মপুরাণ প্রথমে ব্রহ্মাকর্ভুক মরীচির নিকট কীর্তিত হয়, কিন্তু বস্তুতঃ ইহা ব্রহ্মা দক্ষের নিকট প্রকাশ করেন। ইহার শ্লোকসংখ্যা দশ হাজার। কিন্তু আজকাল যে ব্রহ্মপুরাণ আমাদের হস্তগত হয়, উহার শ্লোকসংখ্যা সাত আট হাজারের অধিক নহে। ব্রহ্মোত্তর পুরাণ নামে ইহার একটা শেষ বা পরিশিষ্ট ভাগও আছে, উহা স্কন্দপুরাণান্তর্গত ব্রহ্মোত্তর খণ্ড হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, উহার শ্লোকসংখ্যা তিনহাজার হইতে পারে। স্ততরাং উভয়ের মিলিত শ্লোকসংখ্যা দশ হাজার কি বরং তাহা অপেক্ষা কিছু অধিকও হইতে পারে। কিন্তু ব্রহ্মোত্তর পুরাণকে একখানি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র গ্রন্থ বলিয়া বোধ হয়।

ব্রহ্মপুরাণের বক্তা লোমহর্ষণ, শ্রোতা নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণ।

অনেকে বলিয়া থাকেন ব্রহ্মপুরাণে ব্রহ্মারই মহিমার আধিক্য বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু পুরাণখানি এখন যে অবস্থায় দেখা যায়, তাহাতে ইহা একখানি বৈষ্ণব সাম্প্রদায়িক পুরাণ বলিয়া বোধ হয় । ইহার অনেক স্থলেই কৃষ্ণকে জগন্নাথ বলিয়া তাঁহার পূজার ব্যবস্থা করা হইয়াছে । ইহার বর্ণিত ত্রিকৃষ্ণচরিতের সহিত বিষ্ণুপুরাণীয় কৃষ্ণচরিতের প্রত্যক্ষর এক দৃষ্ট হয় । ইহাতে যে যোগ ও ধ্যানের কথা বলা হইয়াছে, বিষ্ণুকেই তাহাদের প্রধান অবলম্ব্য বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে । ব্রহ্মপুরাণে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের বিস্তৃত বর্ণন এবং ঐ স্থানে যে সকল দেবমন্দির আছে তাহাদেরও বিশেষ উল্লেখ দৃষ্ট হয় । এ মন্দিরগুলি অধিক পুরাতন নহে, সুতরাং ব্রহ্মপুরাণের অন্তর্গত মন্দির বর্ণনাও যে আধুনিক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই ।

ব্রহ্ম পুরাণ ।

আদিত্যোৎপত্তি,—মনুদ্বয়, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, যম ও যমী ।

লোমহর্ষণ উবাচ ।

বিবস্বান্ কাশ্যপাচ্ছজে দাক্ষায়ণ্যাং দ্বিজোত্তমাঃ ।

তস্য ভার্য্যাহভবৎ সংজ্ঞা স্বাষ্টী দেবী বিবস্বতঃ ॥১

সুরেণুরিতি বিখ্যাতা ত্রিষু লোকেষু ভাবিনী ।

সাবৈ ভার্য্যা ভগবতো মার্ত্তণ্ডস্য মহাস্বনঃ ॥২

ভর্তৃরূপেণ নাতুয্যাক্রপযৌবনশালিনী ।

সংজ্ঞা নাম স্বতপসা সূদীপ্তেন সমন্বিতা ॥৩

আদিত্যস্য হি তদ্রূপং মণ্ডলস্য সূতেজসঃ ॥

গাত্রেষু পরিদগ্ধং বৈ নাতিকান্তমিবাভবৎ ॥৪

তেজস্বভাষিকং তস্য নিত্যমেব বিবস্বতঃ ।

যেনাতিতাপয়ামাস কন্যাং দ্বৌ চ প্রজাপতী ॥৫

লোমহর্ষণ বলিলেন,—কাশ্যপ হইতে দাক্ষায়ণীর গর্ভে বিবস্বান্ জন্ম-
গ্রহণ করিয়াছিলেন । বিশ্বকর্মার কন্যা সংজ্ঞাদেবী বিবস্বানের ভার্য্যা
হইলেন ।১

মহাশা ভগবান্ মার্ত্তণ্ডের সেই সুন্দরী ভার্য্যা ত্রিভুবনে সুরেণু নামে
বিখ্যাত হইয়াছিলেন ।২

সূদীপ্ত তপঃসম্পন্ন, রূ। যৌবনশালিনী সংজ্ঞা ভর্তার রূপে সন্তোষ লাভ
করেন নাই ।৩

তেজঃসম্পন্ন আদিত্যমণ্ডলের সেই রূপ তাঁহার শরীরে উত্তপ্ত বোধ
হওয়ার উহা তাঁহার মনে ভাল লাগে নাই ।৪

বিবস্বানের তেজ নিত্য নিত্য আধিক্য প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত উত্তাপের
হেতু হইয়াছিল । তথাপি তিনি একটা কন্যা ও দুইটা লোকপাল পুত্র
প্রদব করিয়াছিলেন ।৫

মমূর্বৈবস্বতঃ পূৰ্ণং শ্রাদ্ধদেবঃ প্রজাপতিঃ ॥
 যমশ্চ যমুনা চৈব যমজৌ সম্ভবতুঃ ॥৬
 শ্যামবর্ণস্ত তজ্জপং সংজ্ঞা দৃষ্ট্বা বিবস্বতঃ ।
 অসহন্তী তু স্বাং ছায়াং সৰ্বণাং নিৰ্ম্মমে ততঃ ॥৭
 মায়াময়ী তু সা সংজ্ঞা তস্যাং ছায়া সমুখিতা ।
 প্রাজ্ঞলিঃ প্রণতা ভূত্বা ছায়া সংজ্ঞাং ততো দ্বিজাঃ ॥৮
 উবাচ কিং ময়া কার্য্যং কথয়াশু শুচিস্মিতে ।
 হিতান্মি তব নির্দেশে শাধি মাং বরবর্ণিনি ॥৯

সংজ্ঞা উবাচ ।

অহং যাস্যামি ভদ্রস্তে স্বমেব ভবনং পিতুঃ ।
 ত্বয়েহ ভবনে মংকে বস্তব্যং নির্দিশঙ্কয়া ॥১০
 ইমৌ চ বালকৌ মহ্যং কন্যা চেয়ং স্নুমধ্যমা ।
 সংভাব্যাস্তে ন চাধ্যায়মিদং ভগবতে শুভে ॥১১

ঠাঁহার গর্ভে প্রথমে “শ্রাদ্ধদেব-প্রজাপতি” নামে বিখ্যাত বৈবস্বত
 মমু, তদনন্তর যমুনা ও যম এই দুইটা যমজ কন্যা ও পুত্র উৎপন্ন হইয়া-
 ছিল।৬

কোন সময় সংজ্ঞা বিবস্বানের শ্যামবর্ণ অবলোকনে নিস্তেজ বিবেচনার
 সমীপে গমনপূর্বক উহার তেজ সহন করিতে অক্ষম হইয়া আপনার সৰ্ণ
 একটি ছায়া নির্মাণ করিলেন।৭

হে দ্বিজগণ, সেই মায়াময়ী সংজ্ঞা ছায়া প্রকৃত সংজ্ঞা হইতে নির্গত হইয়া
 বিনীতভাবে করঘোড়ে ঠাঁহাকে বলিল,—হে শুচিস্মিতে, আমি আপনার
 কি কার্য্য করিব, তাহা শীঘ্র আজ্ঞা করুন।৮

হে বরবর্ণিনি! আমি আপনার শাসন প্রতিপালনে প্রস্তুত রহিয়াছি,
 আমাকে আদেশ করুন।৯

সংজ্ঞা বলিলেন, তোমার মঙ্গল হউক, আমি স্বীয় পিতৃগৃহে গমন
 করিতেছি, তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে আমার গৃহে বাস কর। আমার এই দুইট
 বালক এবং এই স্নুমধ্যমা কন্যাকে যত্নের সহিত প্রতিপালন করিও। ১০
 শুভে, ভগবান্ সূর্য্যের নিকট এ সকল কথা প্রাক্ষ করিও না।১১

সবর্ণা উবাচ ।

আ কচগ্রহণাদেবি আ শাপায়ৈব কহিচিৎ ।

আখ্যাস্যামি নমস্তুভ্যং গচ্ছ দেবি, যথাস্থখম্ ॥১২

লোমহর্ষণ উবাচ ।

সমাদিশ্য সবর্ণাস্ত তথেষ্ট্যক্তা তপোবশাৎ ।

ত্বষ্টুঃ সমীপমগমং ত্রীড়িতেব তপস্বিনী ॥১৩

পিতৃঃ সমীপে গতা তু পিত্রা নির্ভংসিতা পুরা ।

ভর্তৃঃ সমীপং গচ্ছেতি নিযুক্তা চ পুনঃ পুনঃ ॥১৪

অগচ্ছদ্বড়বা ভূত্বাচ্ছাদ্য রূপমনিন্দিতা ।

কুরুন্ তথোত্তরান্ গতা তৃণান্যথ চচার হ ॥১৫

দ্বিতীয়াস্তু সংজ্ঞায়াং সংজ্ঞেয়মিতি চিস্তয়ন্ ।

আদিত্যো জনয়ামাস পুত্রমাত্মসমং তদা ॥১৬

পূর্বজস্য মনোর্কিপ্রাঃ সদৃশোহয়মিতি প্রভুঃ ।

মহুরেবাভবন্নাস্তা সাবর্ণ ইতি চোচ্যতে ॥১৭

সবর্ণা বলিল, হে দেবি, যে পর্য্যন্ত স্বর্ঘ্যাদেব আমার কেশাকর্ষণ করিয়া তাড়না না করিবেন, অথবা যে পর্য্যন্ত আমাকে শাপ প্রদান না করিবেন, সে পর্য্যন্ত আমি কাহারও নিকট একথা প্রকাশ করিব না, আপনি মনের স্বথে গমন কবন, আপনাকে প্রণাম করি ॥১২

লোমহর্ষণ বলিলেন,—“তাহাই করিও” বলিয়া এবং সবর্ণাকে কতকগুলি কর্তব্য বিষয়ে উপদেশ দান করিয়া, সেই তপস্বিনী সংজ্ঞা যেন কিঞ্চিৎ সলজ্জভাবে তপঃপ্রভাবে তৎক্ষণাৎ বিশ্বকর্ম্মার সমীপে গমন করিলেন ॥১৩

পিতার নিকট গমন করিলে, পিতা প্রথমে তাঁহাকে ভৎসনা করিলেন । পবে পিতা কর্তৃক “ভর্তৃঃ সমীপে গমন কর” এইরূপে বারম্বার আদিষ্ট হইয়া, সেই অনিন্দিতা সংজ্ঞা নিজের স্বরূপ গোপন করিয়া, বড়বা রূপে উত্তর কুরুপ্রদেশে গমন পূর্বক তৃণ ভোজন করিতে লাগিলেন ॥১৪১৫

এদিকে স্বর্ঘ্য সেই সংজ্ঞার প্রতিকৃতি ছায়াকে সংজ্ঞা বলিয়াই স্থির করিয়া তাহার গর্ভে আত্মতুল্য একটি পুত্র উৎপাদন করিলেন ॥১৬

হে বিপ্রগণ, সেই পুত্র পূর্বজাত মহুর তুল্যাকার হওয়ায় সাবর্ণ মহু নামে অভিহিত হইলেন ॥১৭

দ্বিতীয়োষঃ সূতস্তস্যাং স বিজ্ঞেয়ঃ শনৈশ্চরঃ ।
 সংজ্ঞাতু পার্থিবী বিপ্রাঃ স্বস্যা পুত্রস্য বৈ তদা ॥১৮
 চকারাত্যাধিকং স্নেহং ন তথা পূর্ষজেষু বৈ ।
 মনুস্তস্যাঃ ক্ষমত্ততু যমস্তস্য ন চক্ষমে ॥১৯
 স বৈ রোষাচ্চ বাল্যাচ্চ ভাবিনোর্থস্য বানব ।
 পদা সন্তর্জয়ামাস সংজ্ঞাং বৈবস্বতোপমঃ ॥২০
 শশাপ চ ততঃ ক্রোধাৎ সাবর্ণজননী তদা ।
 চরণঃ পততামেষস্তবেতি ভৃশদ্রুঃখিতা ॥২১
 যমস্ত তৎপিতুঃ সর্ষং প্রাজ্জলিঃ প্রত্যবেদয়ৎ ।
 ভৃশং শাপভয়োদ্বিগ্নঃ সংজ্ঞাশাপৈর্ষিবেজিতঃ ॥২২
 শাপোহয়ং বিনিবর্ত্তেত প্রোবাচ পিতরং তদা ।
 মাত্ৰা স্নেহেন সর্ষেষু বর্ত্তিতব্যং সূতেষু বৈ ॥২৩
 সেয়মস্মানপাহায় যবীয়াংসং বুভূষতি ।
 তস্যা ময়োদাতঃ পাদো নহু দেহে নিপাতিতঃ ॥২৪

ঐ ছায়ার গর্ভে যে দ্বিতীয় পুত্র উৎপন্ন হইল, তাহার নাম শনৈশ্চর ।
 দ্বিজগণ, সংজ্ঞা-প্রতিকৃতি ছায়া নিজ পুত্রদিগের উপর যেরূপ অধিক স্নেহ করিতে
 লাগিল, সূর্য্যের প্রথম সন্তানদিগের উপর সেরূপ স্নেহ করিত না । ১৮।১৯

মনু ক্ষমা করিয়াছিলেন, কিন্তু যম তাহা ক্ষমা করিলেন না । সেই
 বৈবস্বততুলাপরাক্রম যম, ক্রোধ হেতুই হোক, বালকতানিবন্ধনই হোক
 অথবা ভবিতব্যতার অবশ্যাস্তাবিতা প্রযুক্তই হোক, সংজ্ঞাকে চরণ উঠাইয়া
 মারিতে উদ্যত হইলেন । ২০

ইহাতে সাবর্ণজননী অতিশয় ব্যথিত হইয়া ক্রোধভরে এইরূপ শাপ
 প্রদান করিলেন যে, তোমার এই চরণ খসিয়া পড়ুক । ২১

যম কৃতাজলি হইয়া, পিতার নিকট সেই সকল কথা বলিলেন । কারণ
 তিনি সংজ্ঞার শাপে উদ্বেজিত হইয়া পুনর্বার যদি পিতা আরও অধিক
 কঠোর শাপ প্রদান করেন এই আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন । ২২

তিনি পিতাকে বলিলেন,—এই অন্যায় শাপ নিবৃত্ত হোক । মাতাব
 সকল পুত্রের প্রতি সমান স্নেহ করা উচিত কিন্তু আমাদের এই জননী
 আমাদেরকে অবজ্ঞা করিয়া কনিষ্ঠ পুত্রকেই অধিক স্নেহ সহকাৰে প্রতি-
 পালন করিতেছেন । এই নিমিত্ত আমি তাহার প্রতি চরণ উঠাইয়াছিলাম

বালাদ্ বা যদিবা মোহান্তদ্বানৃক্ষ স্তমহতি ।২৫

শপ্তোহমস্মি লোকেশ জনন্যা তপতাংবর ।

ভবংপ্রসাদাচ্চরণো ন পতেন্মম গোপতে ॥২৬

বিবস্বানুবাচ ।

অসংশয়ং পুত্র, মহদভবিষ্যত্যত্র কারণম্ ।

যেন ত্বামশপৎ ক্রোধাদ্বর্ষজং সত্যবাদিনং ॥২৭

ন শক্যমেতন্মিথ্যা তু কর্তুং মাতৃবচস্তব ।

কুমরো মাংসমাদায় পংস্যস্ত্যত্র মহীতলে ॥২৮

কৃতমেব বচস্তথাং মাতৃস্তব ভবিষ্যতি ।

মাংসস্য পরিহারেণ ত্বঞ্চ ত্রাতো ভবিষ্যসি ॥২৯

আদিত্যশ্চাত্রবীং সংজ্ঞাং কিমর্থং তনয়েষু বৈ ।

তুল্যোষ্যভাধিকঃ স্নেহঃ একস্মিন্ ক্রিয়তে ত্বয়া ॥৩০

সাঁ তৎ পরিত্রস্তী তু নাচচক্ষে বিবস্বতে ।

স চান্মানং সমাদায় যোগান্তথ্যমপশুত ॥৩১

যাত্র, আঘাত করি নাই, যাহাহোক, আমি এই কার্য্য বালকতানিবন্ধন
দথবা মোহবশতঃই করিয়াছি, আপনি ইহা ক্ষমা করুন। হে তপতাংবর,
লোকনাথ, জননী আমাকে শাপ প্রদান করিয়াছেন, এক্ষণে হে কিরণ-
বালিন্ আপনার প্রসাদে যেন আমার চরণ নিপতিত না হয় ।২৩।২৪।২৫।২৬

সূর্য্য বলিলেন, হে পুত্র এ বিষয়ে নিশ্চয়ই কোন মহৎ কারণ আছে,
তাহাব জ্ঞাত তোমার ঋায় সত্যবাদী ও ধর্ম্মজ্ঞ পুত্রকেও ক্রোধভরে শাপ
প্রদান করিয়াছেন। তোমার মাতা যাহা বলিয়াছেন, তাহা মিথ্যা
করিবার ক্ষমতা আমার নাই, কুমিগণ তোমার এই চরণ হইতে মাংস
গ্রহণ করিয়া পৃথিবীতে পাতত হইবে। তাহা হইলে তোমার মাতার
বাক্যও সত্য হইবে, এবং ত্রি মাংস ক্ষয়ে তোমারও রক্ষা হইবে।২৭।২৮।২৯

পরে সূর্য্য সংজ্ঞাকে বলিলেন, সকল পুত্রকে সমানভাবে স্নেহ প্রদর্শন
উচিত হইলেও তুমি একের উপর অধিক স্নেহ করিতেছ কেন ? ৩০

এক্ষণে সেই ছায়া, প্রকৃত কথা গোপন করিবার নিমিত্ত, মৌনভাবে রহি-
লেন, সূর্য্যদেবকে কিছুই বলিলেন না, তখন সূর্য্যদেব সমাধিস্থ হইয়া
যোগবলে প্রকৃত ঘটনা জানিতে পারিলেন ।৩১

তাং শশ্তু কামো ভগবান্ নাশায় মুনিসত্তমাঃ ।

ততঃ সৰ্বং যথা বৃত্তং সাচচক্ষে বিবস্বতে ।

বিবস্বানথ সংশ্রুত্বা ক্রুদ্ধস্তষ্টারমভাগাং ॥৩২

ত্বষ্টা তত্র যথাশ্রায়মর্চয়িত্বা বিভাবস্তুম্ ।

নির্দগ্ধুকামং রোষণে সাঙ্ঘ্যামাস বৈ তদা ॥৩৩

ত্বষ্টোবাচ ।

তবাতিতেজসাবিষ্টমিদং রূপং ন শোভতে ।

অনুকূলং তু তে দেব যদি শ্রান্নম সন্মতম্ ॥৩৪

রূপং নির্বর্তয়াম্যদ্য তব কাস্তমরিন্দম ॥৩৫

ততোহভ্যুপগমাত্তস্ত মার্ত্তগুস্ত বিবস্বতঃ ।

ত্রিমারোপ্য তত্তেজঃ শাতয়ামাস ভো দ্বিজাঃ ॥৩৬

ততো নির্ভাসিতং রূপং তেজসা সংহৃতেন বৈ ।

কাস্তাং কাস্ততরং ত্বষ্টু মধিকং শুভুভে তদা ॥৩৭

দদর্শ যোগমাশ্রায় স্বাং ভার্য্যাং বড়বাং ততঃ ।

অধ্বায়াং সৰ্বভূতানাং তেজসা নিয়মেন চ ।

হে মুনিশ্রেষ্ঠসকল, ভগবান্ স্বর্ঘ্য তাঁহাকে বিনাশ করিবার নির্দিষ্ট শাপ প্রদানে উদ্যত হইলে, সেই ছায়া যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তৎসমুদয় তাঁহার নিকট প্রকাশ করিলেন । ৩২

স্বর্ঘ্যদেব এই কথা শুনিয়া ক্রোধভরে বিশ্বকর্ম্মার নিকট গমন করিলে বিশ্বকর্ম্মা, ক্রোধে দহন করিতে উদ্যত সেই বিভাবস্তুকে যথাবিধি অর্চনা করিয়া সাঙ্ঘ্যনা করিলেন । ৩৩

বিশ্বকর্ম্মা বলিলেন, তোমার এই অতি তেজযুক্ত শরীরের কিছুই শোভা নাই । অতএব হে দেব, যদি আমার প্রস্তাব তোমার অনুমোদিত হয়, তাহ হইলে হে অরিন্দম, আমি তোমার কমনীয় রূপ সম্পাদন করিতে পারি । ৩৪. ৩৫

হে দ্বিজগণ, স্বর্ঘ্যদেব স্বীকৃত হইলে, বিশ্বকর্ম্মা ত্রিমি চক্রে আরোপিত করিয়া তাঁহার তেজের শাস্তি করিলেন । ৩৬

তেজের সংহার হইলে, স্বর্ঘ্যদেবের শরীরকাস্তি লাবণ্যে উদ্ভাসিত এবং পূর্ক্সাপেক্ষা অধিকতর কমনীয় স্ততরং দৃষ্টির অধিক প্রীতিকর হইল । ৩৭
অনন্তর মার্ত্তগু যোগের অহুষ্ঠান করিয়া তেজ ও নিয়ম প্রভাবে সর্বল

বড়বাবপুং বিপ্রাশ্চরন্তীমকুতোভয়ম্ ।

সোহ্মরূপেণ ভগবাংস্তাং মুখে সমভাবয়ৎ ॥৩৮

দেবৌ তস্তামজ্ঞায়তামখিনৌ ভিষজ্ঞাশ্বরৌ ।

নাসত্যৈশ্চ ব দশশ্চ স্মৃতৌ দ্বাবধিনাবিতি ॥৩৯

তাং হু রূপেণ কাস্তেন দর্শয়ামাস ভাস্করঃ ॥৪০

স। তু দৃষ্টেব ভর্তারং তুতোব মুনিসত্তমাঃ ॥৪১

যমস্ত কৰ্ম্মণা তেন ভূশং পৌড়িতমানসঃ ।

ধৰ্ম্মেণ রঞ্জয়ামাস ধৰ্ম্মরাজ ইমাঃ প্রজাঃ ॥৪২

✧ স লেভে কৰ্ম্মণা তেন শুভেন পবমহ্যতিঃ ।

পিতৃণামধিপতৃঞ্চ লোকপালত্বমেব চ ॥৪৩

মহুঃ প্রজাপতিস্বাসীং সাবর্ণিঃ স তপোধনঃ ।

ভাব্যঃ সোহিনাগতে তস্মিন্ মহুঃ সাবর্ণিকেহস্তরে ॥৪৪

মেকপৃষ্ঠে তপো নিত্যমদ্যাপি চ চরতুত ।

ভ্রাতা শনৈশ্চরশ্চাস্ত্র গ্রহত্বং স তু লব্ধবান্ ॥৪৫

প্রাণীর অশুষ্য বড়বারূপিণী স্বীয় ভাৰ্য্যাকে দেখিতে পাইলেন । হে বিপ্রগণ, বড়বারূপে অকুতোভয়ে ভ্রমণকারিণী সংজ্ঞাকে স্বৰ্যাদেব অথরূপ ধারণ পূৰ্ব্বক তাহার মুখে মুখ সংলগ্ন করিয়া সম্ভাবিত করিলেন । ৩৮

স্বৰ্যাদেব অথকপেই সেই বড়বার গৰ্ভে বৈদ্যশ্রেষ্ঠ যমজ অখিনীকুমারদ্বয়কে উৎপাদন করিলেন । তাঁহাদের মধ্যে একজনের নাম নাসত্য, অপরের নাম দশ । ৩৯

অনন্তর স্বৰ্যাদেব সংজ্ঞাকে আপনার অভিনব কমনীয় রূপে দর্শন প্রদান করিলেন । হে মুনীগণ, সংজ্ঞাও আপনার স্বামীর দর্শন লাভ করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন । ৪০।৪১

যম নিজের গর্হিত কাণ্ডে অতিশয় মনোব্যথা পাইয়া ধৰ্ম্মাচরণদ্বারা লোক-দিগকে সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন, এই নিমিত্ত তাঁহার নাম ধৰ্ম্মরাজ হইল । ৪২

তিনি সেই শুভকৰ্ম্ম নিবন্ধন উজ্জল কান্তি লাভ করিয়া পিতৃদিগের আধিপত্য এবং লোকপালত্ব প্রাপ্ত হইলেন । ৪৩

মহু প্রজাপতি হইয়াছিলেন, সাবর্ণি তপঃপরায়ণ হইলেন, তিনিই ভাবি সাবর্ণিকমহাস্তরের অধিপতি মহু হইবেন, তিনি অদ্যাপি সূর্যমকুর পৃষ্ঠদেশে তপশ্চরণ করিতেছেন । তাঁহার ভ্রাতা শনৈশ্চর একটী গ্রহ হইলেন । ৪৪।৪৫

ত্বষ্টা তু তেজসানেন বিষ্ণোশ্চক্রমকল্পয়ৎ ।

তদপ্রতিহতং যুদ্ধে দানবাস্তচিকীর্ষয়া ॥৪৬

যবীয়সী তু যাচাসীৎ যমী কত্মা যশস্বিনী ।

অভবচ্চ সরিচ্ছে ষ্টা যমুনা লোকভাবিনী ॥৪৭

বিশ্বকর্মা অপহৃত সূর্য্য তেজের দ্বারা যুদ্ধে দানবদিগকে নিঃশেষ করিয়া
অভিলাষে অপ্রতিহত বৈষ্ণব চক্র নির্মাণ করিলেন । সূর্য্যের সংজ্ঞাগর্তজা
যমী নাম্নী যবীয়সী কত্মা লোকপবিত্রতাসম্পাদনী যমুনা নামে প্রসিদ্ধ শ্রে
নদীরূপে পরিণত হইলেন : ৪৬, ৪৭

ব্রহ্মপুরাণম্ ।

চন্দ্রবংশ বর্ণন ।—পরশুরাম ও বিশ্বামিত্র ।

লোমহর্ষণ উবাচ ।

বৃধস্য তু মতিশ্রেষ্ঠো বিদ্বান্ পুত্রঃ পুরুরবাঃ ।

তেজস্বী দানশীলোভূদ্যজ্ঞা বিপুলদক্ষিণঃ ॥১

ব্রহ্মবাদী স নাক্রান্তঃ শত্রুভিষুধি হৃদমঃ ।

আহর্তী চাঘ্নিহোত্রস্ত যজ্ঞানাং চ মহীপতিঃ ॥২

সত্যবাদী পুণ্যমতিঃ সম্যক্ সংবৃতমৈথুনঃ ।

অতীব ত্রিষু লোকেষু যশসাহ প্রতিমঃ সদা ॥৩

বিধ্বং হি ব্রহ্মতপসা তদৈদত্তশ্চিন্ সমর্পিতং ॥৪

উর্কশী বরয়ামাস হিমা মানং যশস্বিনী ॥৫

তয়া সহাবসদ্রাজা দশ বর্ষাণি পঞ্চচ ।

পঞ্চ ষট্ সপ্ত চাষ্টৌ চ দশ বাষ্টৌ চ ভোদ্বিজঃ ॥৬

বনে চৈত্ররথে রম্যে তদা মন্দাকিনীতটে ।

অলকায়্যাং বিশালায়াং নন্দনে চ বনোত্তমে ॥৭

লোমহর্ষণ বলিলেন, মতিমান্দিগের শ্রেষ্ঠ, বিদ্বান্, তেজস্বী, দানশীল, যজ্ঞা, বিপুলদক্ষিণাপ্রদ, পুরুরবা নামে বৃধের একমাত্র পুত্র হইয়াছিলেন ।১

সেই মহীপতি, ব্রহ্মবাদী, শত্রুগণের অজেয়, যুদ্ধে হৃদম, অঘ্নিহোত্র ও অত্যাশ্রয়জের আহর্তী, সত্যবাদী, এবং পুণ্য কার্য্য প্রিয় ছিলেন ।২

তিনি মিথুনসম্পাদ্য কার্য্যে সংযত এবং ত্রিভুবনে অতুল্য কীর্তিশালী ছিলেন, ব্রহ্মার তপস্যা প্রভাবে সমুদয় বিশ্বের আধিপত্য তাঁহার হস্তে শস্ত হইয়াছিল ।৩।৪

যশস্বিনী উর্কশী অভিমান পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে পতিরূপে বরণ করিয়াছিল ।৫

হে বিজগণ রাজা সেই উর্কশীর সহিত রম্য চৈত্ররথ বনে পঞ্চদশ বৎসর, মন্দাকিনীর তটে একাদশ বৎসর, বিশালা ও অলকা পুরীতে পঞ্চদশ বৎসর এবং বনশ্রেষ্ঠ নন্দনে অষ্টাদশ বৎসর বাস করিয়াছিলেন ।৬।৭

উত্তরান্ স কুরুন্ প্রাপ্য মনোরথফলক্রমান্ ।
 গংধমাদনপাদেষু মেরুপৃষ্ঠে তথোত্তরে ॥৮
 এতেষু বনমুখ্যেষু সুরৈরাবরিতেষু চ ।
 উর্কশীসহিতো রাজা রেমে পরময়া যুদা ॥৯
 দেশে পুণ্যতমে চৈব মহর্ষিভিরভিষ্টুতে ।
 রাজ্যং স কারম্যামাস প্রয়াগে পৃথিবীপতিঃ ॥১০
 এবং প্রভাবো রাজাসীদৈলস্তু নরসন্তমঃ ।
 ঐলপুত্রো বভূবুস্তে তস্তাং দেবসুতোপমাঃ ॥১১
 দিবি জাতা মহাত্মান আয়ুর্ধীমানমাবসুঃ ।
 বিখ্যায়ুশ্চৈব ধর্ম্মায়া শতায়ুশ্চ তথা পরঃ ॥১২
 দৃঢ়ায়ুশ্চ বলায়ুশ্চ সূতায়ুশ্চোর্কশীহুতাঃ ।
 অমাবসোশ্চ দায়াদো ভীমো রাজা প্রয়াগরাট্ ॥১৩
 ত্রীমান্ ভীমস্ত দায়াদো রাজাসীং কাঞ্চন প্রভুঃ ।
 বিদ্বাস্তু কাঞ্চনস্তাপি সূহোত্রোহভূন্মহাবলঃ ॥১৪

রাজা উর্কশীর সহিত মিলিত হইয়া বাঞ্ছিত ফল প্রদ কল্প বৃক্ষে শোভি
 উত্তর কুরুমণ্ডলে গমন পূর্বক গন্ধমাদনের পাদ প্রদেশে, সুরেকর উত্ত
 পার্শ্বে এবং দেবগণে পরিবেষ্টিত রমণীয় বন সমূহে পরম আনন্দের সহি
 ক্রীড়া করিয়াছিলেন । ৮৯

সেই পৃথিবীপতি মহর্ষিগণ কর্তৃক প্রশংসিত, অতিপবিত্র প্রয়াগ প্রদেশে
 রাজধানী স্থাপন করিয়া রাজ্য প্রতিপালন করিয়াছিলেন । ইলার পু
 নরশ্রেষ্ঠ পুরুষ এইরূপই প্রভাব সম্পন্ন রাজা হইয়াছিলেন । উর্কশী
 গর্ভে পুরুষবার দেবপুত্র সদৃশ অধোলিখিত পুত্র সকল উৎপন্ন হইয়া
 ছিলেন । ১০।১১

তাহারা সকলেই মহাত্মা ছিলেন এবং স্বর্গভূমিতে প্রসূত হইয়াছিলেন
 আয়ু, অমাবসু, বিখ্যায়ু, শতায়ু, দৃঢ়ায়ু, বলায়ু এবং সূতায়ু উর্কশীর এ
 কয়টি পুত্র হইয়াছিল, ইহারা সকলেই বুদ্ধিমান্ এবং ধর্ম্মায়া ছিলেন । ১২।১৩

অমাবসুর পুত্র ভীম নামক রাজা প্রয়াগের অধীশ্বর হইয়াছিলেন
 ভীমের উত্তরাধিকারী কাঞ্চনপ্রভু । কাঞ্চনের বিদ্বান্ ও মহাবল সম্প
 সূহোত্র নামে পুত্র হইয়াছিল । সূহোত্রের কেশিনীর গর্ভে জঙ্ঘু নাম

সুহোত্রস্যাভবজ্জহুঃ কেশিষ্ঠা গৰ্ভসংভবঃ ।
 আজহ্রে যো মহৎ সত্রং সৰ্ব্বমেধং মহামথম্ ॥১৫
 পতিলোভেন যং গঙ্গা পতিত্বেন সসার হ ।
 নেক্ষতঃ প্লাবয়ামাস তন্ত্ৰ গঙ্গা মহৎ নদঃ ॥১৬
 স তয়া প্লাবিতং দৃষ্ট্বা যজ্ঞবাটং সমস্ততঃ ।
 সৌহোত্রিরত্রীদগঙ্গাং ক্রুদ্ধো রাজা দ্বিজোত্তমাঃ ॥১৭
 এষ তে বিফলং যত্নং পিবন্নস্তঃ করোম্যহম্ ।
 অস্ত্ৰ গংগেহবলেপশ্য সন্ধ্যাঃ ফলমবাপ্নুহি ॥১৮
 রাজর্ষিণা ততঃ পীতাং গঙ্গাং দৃষ্ট্বা মহর্ষয়ঃ ।
 উপনিহ্যর্মহাভাগা ছহিতৃত্বেন জাহ্নবীম্ ॥১৮
 যুবনাশস্য পুত্রীং তু কাবেরীং জহ্নু রাবহৎ ।
 যুবনাশস্য শাপেন গঙ্গার্কেন বিনিশ্চিতাম্ ॥১৯
 জহ্নুস্ত দয়িতং পুত্রং সৌহোত্রং নাম ধার্মিকঃ ।
 কাবের্যাং জনয়ামাস অজকন্তস্ত চাত্বজঃ ॥২০

পুত্র উৎপন্ন হয়। এই জহ্নু সৰ্ব্বমেধ নামক মহাযজ্ঞের আহরণ করিয়া-
 ছিলেন ।১৪।১৫

পতিলাভাভিলাষিনী গঙ্গা পতিত্বে বরণ করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট
 অভিসার করিয়াছিলেন । জহ্নু প্রত্যাখ্যান করিলে গঙ্গা সলিল দ্বারা
 তাঁহার সেই বিস্তৃত যজ্ঞভূমি প্লাবিত করিয়াছিলেন ।১৬

হে দ্বিজগণ, সুহোত্রের পুত্র জহ্নু গঙ্গাদ্বারা যজ্ঞভূমি সৰ্ব্বতোভাবে
 প্লাবিত দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া গঙ্গাকে বলিয়াছিলেন ।১৭

এই আমি সমস্ত জল পান করিয়া তোমার যত্ন বিফল করিতেছি ।
 হে গঙ্গা, তুমি এই অহঙ্কারের ফল সদ্যই প্রাপ্ত হও ।১৮

মহর্ষিগণ জহ্নু কর্তৃক গঙ্গাকে পীত দেখিয়া, তাঁহার কন্যাক্রূপে কল্পনা
 করিয়া তাঁহার নাম জাহ্নবী রাখিলেন । যুবনাথের ছহিতা কাবেরীকে
 জহ্নু বিবাহ করিয়াছিলেন, যুবনাথের শাপ প্রভাবে গঙ্গার অর্দ্ধভাগ দ্বারা
 ঐ কাবেরীর শরীর নিশ্চিত হইয়াছিল । হে ধার্মিকগণ, জহ্নু কাবেরীর গর্ভে
 সৌহোত্র নামক অতি প্রিয়দর্শন পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন ।১৯।২০

অজকন্তু তু দায়াদো বলাকাশো মহীপতিঃ ।
 বভূব মায়াশীলোপ কুশন্তস্যায়জোহভবৎ ॥২১
 কুশপুত্রা বভূবুর্হি চত্বারো দেববর্জসঃ ।
 কুশিকঃ কুশনাভশ্চ কুশাশ্বো মূর্ত্তিমাংস্তথা ॥২২
 পহ্লবৈঃ স নিরাক্রামদ্রাজা বনচরস্তদা ।
 কুশিকস্ত তপস্তপে পুত্রমিদ্ভ্রসমং প্রভুং ।
 লভেয়মিতি তং শক্রস্ত্রাসাদভ্যোভ্য জগ্মিবান্ ॥২৩
 পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু ততঃ শক্রোহাদৃশ্যত ।
 অত্যাগ্রং তাপসং দৃষ্ট্বা সহস্রাক্ষঃ পুরন্দরঃ ॥২৪
 সমর্থং পুত্রজননে স্বয়মেবাস্বপদ্যত ॥২৫
 পুত্রার্থং কল্পয়ামাস দেবেজঃ স সুরোত্তমঃ ॥২৬
 গাধেঃ কন্যাং মহাভাগাং নাম্না সত্যবতীং শুভাং ।
 স গাধিঃ কাব্যপুত্রায় ঋচীকায় দদৌ প্রভুঃ ॥২৭
 তস্যাঃ প্রীতঃ স বৈ ভর্ত্তা ভার্গবো ভৃগুনন্দনঃ ।
 পুত্রার্থং সাধয়ামাস চক্ৰং গাধেস্তুতৈব চ ॥২৮

তাহার পুত্র অজক, অজকের পুত্র বলাকাশ নামক নৃপতি অতিশয় মায়াশীল ছিলেন । বলাকাশের কুশ নামে একটি পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল ।২১

কুশের কুশিক, কুশনাভ, কুশাশ্ব এবং মূর্ত্তিমান্ এই চারিটি পুত্র হইয়াছিল । তাহাদের মধ্যে কুশিক রাজা পহ্লবগণ কর্তৃক রাজ্য হইতে নিকসিত হইয়া অরণ্য আশ্রয় করত ইন্দ্রতুল্য পুত্র লাভের সঙ্কল্প করিয়া তপস্যার অনুরোধ করিয়াছিলেন । ইন্দ্র ভয়ে তাহার নিকট একবার (অদৃষ্টভাবে) আসিয়া চলিয়া গেলেন ।২২।২৩

বর্ষসহস্র পূর্ণ হইলে, ইন্দ্র তাহার দৃষ্টিগোচর হইলেন । তখন সহস্রাক্ষ পুরন্দর সেই উগ্র তপস্যায় নিরত রাজাকে স্বসদৃশ পুত্রোৎপাদনে সমর্থ দেখিয়া তাহার নিকট আসিয়া আপনাকেই তাহার পুত্ররূপে কল্পিত করিলেন ।২৪।২৫।২৬

কুশিকের পুত্র গাধির সত্যবতী নাম্নী একটি শুভ লক্ষণা কন্যা ছিল । রাজা গাধি শুক্রাচার্যের পুত্র ঋচীককে সেই কন্যা প্রদান করিলেন । ভৃগুবংশের আনন্দ বর্দ্ধন ঋচীক সেই ভার্ঘ্যার উপর প্রীত হইয়া তাহার এবং গাধির পুত্রোৎপত্তির নিমিত্ত দুইটি পৃথক পৃথক চক্র প্রস্তুত করিলেন ।২৭।২৮

উবাচাহুয় তাং ভর্তা ঋচীকো ভার্গবস্তদা ।
 উপবোজ্যশ্চরুয়ং ত্বয়া মাত্রা ত্বয়ং তব ॥২৯
 তস্তাং জনিষাতে পুত্রো দীপ্তিমান্ ক্ষত্রিয়র্ষভঃ ।
 অজ্ঞেয়ঃ ক্ষত্রিয়ো লোকে ক্ষত্রিয়র্ষভহৃদনঃ ॥৩০
 তবাপি পুত্রং কন্যাশি ধৃতিমন্তং তপোধনং ।
 শমাস্থকং দ্বিজশ্রেষ্ঠং চক্রবেষ বিধাশ্রুতি ॥৩১
 এবমুক্ত্বা তু তাং ভার্গ্যামৃচীকো ভৃগুনন্দনঃ ।
 তপস্তভিরতোনিত্যমরণং প্রবিবেশ হ ॥৩২
 গাধিঃ সদারস্ত তদা ঋচীকাশ্রমভ্যাগাং ।
 তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গেন স্ততাং দ্রষ্টুং নরেশ্বরঃ ॥৩৩
 চক্ৰদ্বয়ং গৃহীত্বা তু ঋষেঃ সত্যবতী তদা ।
 চক্রমাদায় বত্সেন সাত্ত্ব মায়ে শ্রবেদয়ৎ ॥৩৪
 মাতা তু তদভেদেন হৃহিত্রে স্বচক্রং দদৌ ।
 তস্যশ্চক্রমখান্ডানাদাস্থসংস্থং চকার হ ॥৩৫

অনন্তর, ভৃগুনন্দন ঋচীক আপনার পত্নীকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, এই চক্র তুমি ভোজন করিবে, আর ঐ দ্বিতীয় চক্র তোমার মাতা ভোজন করিবেন। উহা ভোজন করিলে, তাঁহার দীপ্তিমান্, অজ্ঞেয়, প্রধান প্রধান রাজত্ববর্ণের সংহর্তা, এবং ক্ষত্রিয় কুলের গৌরবস্বরূপ একটা পুত্র উৎপন্ন হইবে। ২৯।৩০

হে কলাশি তোমার এই চক্র তোমার পুত্রকে ধৃতিমান্, তপোনিধি, প্রশান্ত এবং ব্রাহ্মণকুলের শ্রেষ্ঠ করিবে। ৩১

ভার্গ্যাকে এইরূপ উপদেশ দিয়া নিত্য তপোনিরত ভৃগুনন্দন ঋচীক পুনর্বার তপস্তার নিমিত্ত অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। ৩২

সেই সময় গাধি তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে ভার্গ্যার সহিত স্বীয় কন্যাকে দেখিবার নিমিত্ত ঋচীকের আশ্রমে আগমন করিলেন। তখন সত্যবতী ঋষি প্রস্তুত চক্র আনয়ন করিয়া নিজ মাতাকে অর্পণ করিলেন। ৩৩।৩৪

মাতা ঐ চক্রদ্বয়ের প্রভেদ বুঝিতে না পারিয়া নিজের নিমিত্ত কল্পিত চক্র কন্যাকে প্রদান করিলেন এবং কস্তার চক্র স্বয়ং ভোজন করিলেন। ৩৫

অথ সত্যবতী গৰ্ভং ক্ষত্রিয়স্বকরং তদা ।
 ধারয়ামাস দীপ্তেন বপুষা ষোড়শদর্শনাম্ ॥৩৬
 তামৃচীকন্ততো দৃষ্ট্বা বোগেনাত্মস্বস্থজ্য চ ।
 ততোহব্রবীদ্বিজশ্রেষ্ঠস্তাং ভাৰ্য্যাং বরবর্ণিনীম্ ॥৩৭
 মাত্ৰাসি বঞ্চিতা ভদ্রে বস্ত্রব্যত্যাগহেতুনা ।
 জনিষ্যতি হি পুত্রস্তে ক্রুরকৰ্ম্মাহতিদারুণঃ ॥৩৮
 ভ্রাতা জনিষ্যতে চাপি ব্রহ্মভূতস্তপোধনঃ ।
 বিস্মং হি তপসা ব্রহ্ম ময়া তস্মিন্ সমর্পিতম্ ॥৩৯
 এবমুক্তা মহাভাগ ভৰ্ত্ত্বা সত্যবতী তদা ।
 প্রসাদয়ামাস পতিং পুত্রো মে নৈদৃশো ভবেৎ ॥৪০
 ব্রাহ্মণাপসদস্বত্ব ইত্যাঙ্কো মুনিরব্রবীৎ ।
 নৈব সংকল্পিতঃ কামো ময়া ভদ্রে তথাশ্চিত্তি ॥৪১
 পুনঃ সত্যবতী বাক্যমেবমুক্তাহব্রবীদম্ ।
 শমাত্মকমুজুং স্বং মে পুত্রং দাতুমিহাৰ্হসি ॥৪২

অনন্তর সত্যবতী ক্ষত্রিয়কুলের অন্তর গর্ভ ধারণ করিলেন, ঋতীক
 তাঁহাকে শরীরের তেজাধিক্যহেতু উগ্রস্বরূপা দেখিয়া সমাধিধারা সকলই
 বন্ধিতে পারিলেন । পশ্চাৎ সেই দ্বিজশ্রেষ্ঠ বরবর্ণিনী ভাৰ্য্যাকে বলিলেন,
 হে ভদ্রে, বস্ত্র বৈপরীত্য ঘটাইয়া তোমার মাতা তোমাকে বঞ্চিত করিয়া
 ছেন । তোমার গর্ভে অতিদারুণস্বভাব ক্রুরকৰ্ম্মা পুত্র উৎপন্ন হইবে, অত-
 দিকে তোমার ভ্রাতা তপোধন এবং ব্রাহ্মণতুল্য শাস্ত্রস্বভাব হইবে । ৩৬৩৭৩৮

আমি তপস্তাপ্রভাবে সমুদয় বেদ উহাতে সমর্পণ করিয়াছি । ভর্জ
 কর্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া মহাভাগা সত্যবতী আপনার গুণে আমা
 যেন এরূপ ব্রাহ্মণাপসদ পুত্র না হয়, এই বলিয়া স্বামীর নিকট সাহুনের প্রার্থন
 করিলেন । ৩৯।৪০

এইরূপে প্রার্থিত হইয়া মুনি বলিলেন, হে ভদ্রে, আমি এরূপ সঙ্ক
 করি নাই, কিন্তু আমি যেৰূপ কল্পনা করিয়াছি তাহাই হইবে । ৪১

এইরূপে উক্ত হইয়া সত্যবতী পুনর্বার এই বাক্য বলিলেন, আপা
 আমাকে ক্ষু ও শাস্ত্রস্বভাব পুত্র প্রদান করুন, হে দ্বিজোত্তম, যদি আপা
 বাহা বলিয়াছেন, তাহা অস্বপ্না করিতে না পারেন, তবে আপনি বেদ
 কল্পনা করিয়াছেন আমার পৌত্র না হয়, সেইরূপই হোক । অনন্ত

কামমেবং বিধঃ পৌত্রো মম স্যাত্তু বচন্বরা ।
 যদ্যনাথান শক্যং বৈ কৰ্ত্তুমিতেন্নৈকোত্তম ॥৪৩
 ততঃ প্রসাদমকরোং স তস্যাং স্নতপোধনঃ ।
 ভক্তে নাস্তি বিশেষো মে পৌত্রার্থং বরবর্ণিনি ॥৪৪
 ত্বয়া যথোক্তং বচনং তথা ভক্ত্রে ভবিষ্যতি ॥৪৫
 ততঃ সত্যবতী পুত্রং জনয়ামাস তার্গবম্ ।
 তপস্যান্তরতং নিত্যং জমদগ্নিঃ শমাস্তকম্ ॥৪৬
 ভৃগোর্জগতাং বংশেশ্বিন্ জমদগ্নিরজায়ত ।
 সা হি সত্যবতী পুণ্যা সত্যধর্মপরায়ণা ।
 কোশিকীতি সমাখ্যাতা প্রবৃত্তেরং মহানদী ॥৪৭
 ইক্ষুকুবংশপ্রভবো রেণুর্নাম নরাধিপঃ ।
 তস্য কন্যা মহাভাগা কামলী নাম রেণুকা ॥৪৮
 রেণুকায়াং তু কামল্যাং তপোবিদ্যাসমম্বিতঃ ।
 আর্চীকো জনয়ামাস জামদগ্ন্যঃ স্নদারুণম্ ॥৪৯
 সর্ষবিদ্যাহুগং শ্রেষ্ঠং ধনুর্সৈদস্য পারগম্ ।
 রামং ক্ষত্রিয়হস্তারং প্রদীপ্তমিব পাবকম্ ॥৫০
 বিশ্বামিত্রং তু দারাদং গাধিঃ কুশিকনন্দনঃ ।
 জনয়ামাস পুত্রং তু তপোবিদ্যাসমম্বিতম্ ॥৫১

তপোধন ঋতীক ভার্য্যার উপর প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, হে বরবর্ণিনি, আমার পুত্রে ও পৌত্রে কিছু বিশেষ নাই, অতএব হে ভক্ত্রে, তুমি যাহা বলিলে তাহাই হইবে। অনন্তর সত্যবতী নিত্যতপোনিরত শাস্ত্রস্বভাব জমদগ্নি নামে পুত্র প্রসব করিলেন। এই পৃথিবী তলে ভৃগুর বংশে জমদগ্নি উৎপন্ন হইবামাত্র, সেই সত্যধর্মপরায়ণা, পুণ্যশীলা, সত্যবতী কোশিকী নামে বিষ্ণুত মহানদীরূপে পরিণত হইলেন ১৪২।৪৩।৪৪।৪৫।৪৬।৪৭

ইক্ষুকুবংশে রেণু নামে একজন রাজা ছিলেন। তাঁহার কস্তার নাম কামলী, তাঁহাকে লোকে রেণুকাও বলিত। তাঁহার সহিত জমদগ্নির বিবাহ হয়। তপোবিদ্যাসম্পন্ন ঋতীকের পুত্র জমদগ্নি ঐ কামলীর গর্ভে সর্ষবিদ্যাসম্পন্ন, ধনুর্বিদ্যায় পারগ, ক্ষত্রকুলের উচ্ছৈদক, অতি দারুণস্বভাব প্রদীপ্তপাবকসদৃশ জামদগ্ন্য রামকে উৎপাদন করিলেন। এদিকে কুশিকের পুত্র গাধি তপোবিদ্যাসমম্বিত বিশ্বামিত্র নামক পুত্র উৎপাদন

প্রাপ্য ব্রহ্মর্ষিসমতাং যোয়ং ব্রহ্মর্ষিতাং গতঃ ।
 বিশ্বামিত্রস্ত ধর্ম্মাশ্রয়ানাং বিশ্বরথঃ স্মৃতঃ ॥৫১
 জজ্ঞে ভৃগুপ্রসাদেন কৌশিকাদ্বংশবর্দ্ধনঃ ॥৫২
 বিশ্বামিত্রস্য চ স্মৃতা দেবরাতাদয়ঃ স্মৃতাঃ ।
 প্রথ্যাতাস্তিষু লোকেষু তেষাং নামান্যতঃ পরম্ ॥৫৩
 দেবরাতঃ কতিশ্চৈব যশ্মাং কাত্যায়নাঃ স্মৃতাঃ ।
 শালাবত্যাং হিরণ্যাক্ষো রোগো জজ্ঞেহথ রেণুকঃ ॥৫৪
 সাংকৃতির্গালবশ্চৈব দেবলশ্চ তথাষ্টকঃ ।
 কচ্ছপো হারীতশ্চৈব বিশ্বামিত্রস্য তে স্মৃতাঃ ॥৫৫
 তেষাং খ্যাতানি গোত্রাণি কৌশিকানাং মহাশ্রয়ানাম্ ।
 প্রাণিনো বভ্রবশ্চৈব ধ্যানজপ্যান্তথৈবচ ।
 পার্থিবা দেবরাতাশ্চ শালঙ্কায়নবাস্কলাঃ ।
 লোহিতা যমদূতাশ্চ তথা কার্ষক্যকাঃ স্মৃতাঃ ॥৫৬
 পৌরবস্যা মুনিশ্রেষ্ঠা ব্রহ্মর্ষেঃ কৌশিকস্য চ ।
 সম্বন্ধোহ্যস্য বংশেশ্বস্মিন্ ব্রহ্মক্ষত্রস্য বিশ্রুতঃ ॥৫৭

করিলেন । এই ধর্ম্মাশ্রয়ী বিশ্বামিত্রের প্রথম নাম বিশ্বরথ ইনি তপঃ প্রভা-
 ব্রহ্মর্ষিদিগের তুল্য ক্ষমতা লাভ করিয়া ব্রহ্মর্ষিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন
 ভৃগুনন্দন ঋচীকের প্রসাদেই কুশিকনন্দন গাধির, ঔরসে তাদৃশ বংশবর্দ্ধ
 পুত্রের জন্ম হইয়াছিল ১৪৮।৪৯।৫০।৫১।৫২

বিশ্বামিত্রের পুত্র দেবরাত প্রভৃতি ত্রিভুবনে বিখ্যাত । অতঃপ
 তাঁহাদিগের নাম কীর্তন করিতেছি । দেবরাত, কতি, (যাহার সম্বন্ধ
 কাত্যায়ন নামে প্রসিদ্ধ), হিরণ্যাক্ষ, রেণ, রেণুক, সাংকৃতি, গালব, দেব
 ষ্টক, কচ্ছপ এবং হারীত ১৫৩।৫৪।৫৫

ইহারা বিশ্বামিত্রের ঔরসে শালাবতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন । এ
 সকল মহাত্মা কুশিক বংশসম্ভূত, দেবরাত প্রভৃতি প্রত্যেকেরই এক এক
 বিখ্যাত গোত্র আছে যথা প্রাণী, বভ্রু, ধ্যানজপ্য, পার্থিব, দেবরাত
 শালঙ্কায়ন, বাস্কল, লোহিত, যমদূত এবং কার্ষক্য ১৫৬

হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ, পৌরব ও কৌশিক বংশে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের ম-
 বৈবাহিকসম্বন্ধ বহুদিন হইতে প্রচলিত । বিশ্বামিত্রের পুত্রের ম-

বিশ্বামিত্রাঅজানাস্ত শুনঃশেফোঃগজঃ স্মৃতঃ ।

হরিদম্বস্য যজ্ঞে তু প শুভে বিনিযোজিতঃ ॥৫৮

দেবৈবর্দন্তঃ শুনঃশেফো বিশ্বামিত্রায় বৈ পুনঃ ।

দেবৈবর্দন্তঃ স বৈ যস্মাৎ দেবরাত ইতি স্মৃতঃ ।

দেবরাতাদয়ঃ সপ্ত বিশ্বামিত্রস্য বৈ স্মৃতাঃ ॥৫৯

শুনঃশেফ জ্যেষ্ঠ । হরিদম্ব নামক রাজার যজ্ঞে এই শুনঃশেফকে পশুরূপে কল্পনা করা হয় ।৫৭।৫৮

পরে দেবগণ শুনঃশেফকে বিশ্বামিত্রের হস্তে অর্পণ করেন বলিয়া ইহার নাম দেবরাত হয়, দেবরাত প্রভৃতি সাতটা পুত্র বিশ্বামিত্রের প্রথমে উৎপন্ন হয় ।৫৯

বিষ্ণুপুরাণ ।

(সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

শ্রীমদ্ভাগবতের ন্যায় বিষ্ণুপুরাণও একখানি বৈষ্ণবতন্ত্রের প্রধান পুরাণ, ইহাও অষ্টাদশমহাপুরাণের অন্তর্গত । ইহার রচনার প্রাজ্ঞলতা এবং বিশুদ্ধতা দেখিয়া সর্বদেশীয় পণ্ডিতগণই অন্যান্য পুরাণ অপেক্ষা ইহার প্রাচীনত্ব মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন । ইহার পদ্যভাগ যেমন প্রাজ্ঞ, গদ্য ভাগও সেইরূপ প্রসাদগুণসম্পন্ন । অধিকন্তু ইহাতে পুরাণের সমুদয় লক্ষণই সম্পূর্ণরূপে সমন্বিত দৃষ্ট হয় ।

এই বিষ্ণুপুরাণ দুই অংশে বিভক্ত । প্রথম অংশে দ্বাবিংশ, দ্বিতীয় অংশে ষোড়শ, তৃতীয় অংশে অষ্টাদশ, চতুর্থ অংশে চতুর্বিংশতি, পঞ্চম অংশে অষ্টত্রিংশৎ এবং ষষ্ঠ অংশে আটটি অধ্যায় আছে । তন্মধ্যে চতুর্থ অংশটি সম্পূর্ণই গদ্যময়, অবশিষ্ট অংশগুলি পদ্যময় । ভাগবত পুরাণ অনুসারে ইহার শ্লোক সংখ্যা তেইশ হাজার মৎস্যপুরাণে ইহার শ্লোক সংখ্যা এইরূপই নির্দিষ্ট হইয়াছে ।

এই বিষ্ণুপুরাণে সর্গ, প্রলয়, পৃথিবীর বিস্তার, দ্বীপ, ব ও দেশবিভাগ, সমুদ্র, পর্বত ও নদ, নদীর সংস্থান, সূর্য্যাদি গ্রহের সংস্থান ও প্রমাণ, দেব ও রাজর্ষিদিগের বংশ-বর্ণন, ম ও মন্বন্তর কথন, কল্প ও বিকল্প, যুগবিভাগ, যুগধর্ম্ম, কল্পার স্বরূপ, দেব, ঋষি ও রাজাদিগের চরিত, বেদ ও তাহার শাখা বিভাগ, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ইত্যাদি সমুদয় পৌরাণিক বিষয়ই বিব্র হইয়াছে । বিশেষতঃ ভাগবতের দশমস্কন্ধের ন্যায় ইহার পঞ্চ অংশটি কেবল কৃষ্ণচরিত বর্ণনায়ই পর্য্যবসিত হইয়াছে ।

প্রহ্লাদ চরিত ।

১ম অংশ—সপ্তদশ অধ্যায় ।

পরশর উবাচ ।

মৈত্রেয় ! শ্রুতাং সম্যক্ চরিতং তস্য ধীমতঃ ।

প্রহ্লাদস্য সদোদারচরিতস্য মহাশ্রুতঃ ॥১

দিতো পুত্রো মহাবীৰ্য্যো হিরণ্যকশিপুঃ পুরা ।

ত্রৈলোক্যং বশমানিন্যো ব্রহ্মণো বরদর্পিতঃ ॥২

ইন্দ্রভ্রমকরোং দৈত্যঃ স চাসীৎ সবিতা স্বয়ম্ ।

বায়ুরগ্নিরপাংনাথঃ সোমশ্চাত্মহাস্বরঃ ॥৩

ধনানামাধিপঃ সোহভূৎ স এবাসীৎ স্বয়ং যমঃ ।

যজ্ঞভাগানশেবাংস্ত স স্বয়ং বৃভুজ্জেহস্বরঃ ॥৪

দেবাস্তে স্বর্গং পরিত্যজ্য তত্রাসান্মুনিসত্তম ।

বিচেকরবনৌ সর্কৌ বিভাণা মানবীং তনুশ্চ ॥৫

জিত্বা ত্রিভুবনং সর্কং ত্রৈলোক্যৈশ্বৰ্য্যদর্পিতঃ ।

উপগীয়মানো গন্ধর্কৈর্বৃভুজ্জে বিষয়ান্ প্রিয়ান্ ॥৬

পরশর বলিলেন, সেই উদারচরিত ধীমান্ মহাত্মা প্রহ্লাদের চরিত
দম্যক্রমে কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর ।১

পূর্বকালে দিতির পুত্র মহাবীৰ্য্য হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মার বরে দর্পিত হইয়া
সমুদয় ত্রৈলোক্য বশীভূত করিয়াছিল। সেই অস্বরশ্রেষ্ঠ স্বয়ং ইন্দ্র, সূর্য্য,
বায়ু, অগ্নি, বরুণ, এবং সোমের অধিকার গ্রহণ করিয়াছিল। সে নিজেই
হুবার ও যমের কার্য্য করিত এবং ঐ সকল দেবগণের প্রাপ্য সমুদয় যজ্ঞ-
ভাগ সে নিজেই ভোগ করিত। হে মুনিসত্তম ! তৎকালে দেবগণ তাহার
ভয়ে স্বর্গ পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্য শরীর ধারণ পূর্বক পৃথিবীতে বিচরণ
করিয়াছিলেন ।২।৩।৪।৫

সেই অস্বর, সমুদয় ত্রিভুবন জয় করিয়া সেই ত্রৈলোক্য বিজয়লঙ্ক
ঐশ্বৰ্য্যে গর্কিত হইয়াছিল। এবং সর্কদা গন্ধর্কগণ কর্তৃক স্তুতমান হইয়া

তস্য পুত্রো মহাভাগঃ প্রহ্লাদো নাম নামতঃ ।
 পপাঠ বালপাঠ্যানি গুরুগেহে গতোহর্ভকঃ ॥৭
 একদা তু স ধর্ম্মায়া জগাম গুরুণা সহ ।
 পানাসক্তস্য পুরতঃ পিতুর্দৈত্যপতেস্তদা ॥৮
 পাদপ্রণামাবনতং তমুখাপ্য পিতা স্মৃতম্ ।
 হিরণ্যকশিপুঃ প্রাহ প্রহ্লাদ মমিতোজসম্ ॥৯
 পঠ্যতাং ভবতা বংস ! সারভূতং স্মভাষিতম্ ।
 কালেনৈতাবতা যন্তে সদোদ্যুক্তেন শিক্তিম্ ॥১০

প্রহ্লাদ উবাচ ।

ক্রয়তাং তাত বক্ষ্যামি সারভূতং তবাজ্ঞয়া ।
 সমাহিতমনা ভূত্বা যন্মে চেতস্যবস্থিতম্ ॥১১
 অনাদিমধ্যান্তমজম্ অবুদ্ধিক্ষয়মচ্যুতম্ ।
 প্রণতোহস্মি মহাত্মানং সর্ক্ষকারণকারণম্ ॥১২

অভিলষিত বিষয় সকল ভোগ করিত । প্রহ্লাদ নামে তাহার পুত্র অতিশয় মহাভাগ হইয়াছিলেন । ঐ প্রহ্লাদ শৈশবে গুরুগৃহে অবস্থিত হইয়া বালপাঠ্য পুস্তক সকল পাঠ করিয়াছিলেন । অধ্যয়ন সময়ের মধ্যে কোন দিন সেই ধর্ম্মায়া প্রহ্লাদ গুরুর সহিত পানাসক্ত নিজ পিতা দৈত্যাধিপতির সমীপে গমন করিয়াছিলেন । প্রহ্লাদ পিতার চরণে প্রণাম করিয়া অবনতভাবে অবস্থিত থাকিলে, হিরণ্যকশিপু সেই অমিতোজা পুত্র প্রহ্লাদকে উঠাইয়া বলিয়াছিলেন । ৬৭।৮।৯

হে পুত্র ! তুমি এইকাল পর্য্যন্ত সর্ক্ষদা মনোযোগসহকারে যাহা বিষ্ণু শিক্ষা করিয়াছ, তাহার মধ্যে যাহা সার এবং স্মভাষিত, তাহা পাঠ কর । ১০

প্রহ্লাদ বলিলেন, হে পিতা ! আমি আপনার আজ্ঞায়, আমার হৃদয়ে যাহা সাররূপে অবস্থিত, তাহা বলিতেছি, আপনি অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন । সেই আদি, মধ্য, অন্ত এবং ক্ষয় ও বুদ্ধি রহিত অজ, অচ্যুত এবং সকল কারণেরও কারণ স্বরূপ পরমাত্মাকে নমস্কার করিতেছি । ১১।১২

পরাশর উবাচ।

এবং নিশম্য দৈত্যোজ্ঞঃ ক্রোধসংরক্তলোচনঃ।
বিলোক্য তদগুরুং গ্রাহ ক্ষুরিতাধরপল্লবঃ ॥১৩
ব্রহ্মবক্কো! কিমেতত্তে বিপক্ষস্তুতিসংহিতম্।
অসারং গ্রাহিতো বালো মামবজ্জায় হৃদ্যতে।

গুরুকুবাচ।

দৈত্যোশ্বর ন কোপস্য বশমাগন্তমহসি।
মমোপদেশজনিতং নায়ং বদতি তে স্তুতঃ ॥১৫

হিরণ্যকশিপুকুবাচ।

অমুশান্তোহসি কেনেদৃক্? বৎস! প্রহ্লাদ! কথ্যতাম্।
মমোপদিষ্টং নেত্যেব প্রব্রবীতি গুরুস্তব ॥১৬

প্রহ্লাদ উবাচ।

শান্তা বিষ্ণুরশেষস্ত জগতো যো হৃদি স্থিতঃ।
তস্মতে পরমায়ানং তাত! কঃ কেন শাস্ততে ॥১৭

পরাশর বলিলেন, এই বাক্য শ্রবণমাত্র দৈত্যপতির লোচনদ্বয় ক্রোধে
আরক্ত হইল, অধর কম্পিত হইল, সেই দৈত্যোজ্ঞ তাঁহার গুরুর প্রতি
দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, ওরে ব্রাহ্মণাধম! তোমার এ কি কার্য্য? হে
হৃদ্যতে! তুমি আমাকে অবজ্ঞা করিয়া এই বালককে আমার বিপক্ষের
অসার স্তুতি শিখাইয়াছ? ১৩।১৪

গুরু বলিলেন, হে দৈত্যোশ্বর, আপনি ক্রোধের বশীভূত হইবেন না,
আপনাব পুত্র যাহা বলিতেছে, উহা আমার উপদেশের অম্লরূপ নয়। ১৫

হিরণ্যকশিপু বলিল, হে বৎস, প্রহ্লাদ, তোমার গুরু বলিতেছেন,
তুমি যাহা বলিলে উহা তাঁহার উপদেশাম্লরূপ নহে, তবে কাহার নিকট
এইরূপ উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছ? ১৬

প্রহ্লাদ বলিলেন, সমুদয় জগতের হৃদয়ে যিনি অবস্থিত, সেই বিষ্ণুই
আমার উপদেশক, হে পিতঃ, সেই পরমায়্যা ভিন্ন কে কাহাকে শিক্ষা
প্রদান করে? ১৭

হিরণ্যকশিপুরুবাচ ।

কোহয়ং বিষ্ণুঃ ? হুহুবুদ্ধে ! যং ব্রবীষি পুনঃ পুনঃ ।

জগতামীশ্বরস্যোহ পুরতঃ প্রসভং মম ॥১৮

প্রহ্লাদ উবাচ ।

ন শব্দগোচরে যস্য যোগিধোয়ং পরং পদম্ ।

যতো যশ্চ স্বয়ং বিশ্বং স বিষ্ণুঃ পরমেশ্বরঃ ॥১৯

হিরণ্যকশিপুরুবাচ ।

পরমেশ্বরসংজ্ঞোহজ্ঞ ! কিমন্যো ? মযাবস্থিতে ।

তবাস্তি মৰ্ত্তুকামস্বং প্রব্রবীষি পুনঃ পুনঃ ॥২০

প্রহ্লাদ উবাচ ।

ন কেবলং তাত ? মম প্রজ্ঞানং স ব্রহ্মভূতো ভবতশ্চ বিষ্ণুঃ ।

ধাতা বিধাতা পরমেশ্বরশ্চ প্রসীদ কোপং কুরুষে কিমর্থম্ ॥২১

হিরণ্যকশিপুরুবাচ ।

প্রবিষ্টঃ কোহস্য হৃদয়ে হুবুদ্ধেরতিপাপকঃ ।

যেনেদৃশাশ্রুসাধুনি বদত্যাবিষ্টমানসঃ ॥২২

হিরণ্যকশিপু বলিল, হে হুর্ভুন্ধে, আমিই সমুদয় জগতের ঈশ আমার সম্মুখে পুনঃ পুনঃ আগ্রহের সহিত যাহার নাম কীৰ্ত্তন করিতেছি সেই বিষ্ণু কে ? ১৮

প্রহ্লাদ বলিল, যাহার পরম পদ শব্দ দ্বারা অপ্রকাশ্য কেবল যোগের ধ্যান মাত্রে অবগম্য, যাহা হইতে এই বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে, ও যিনি স্বয়ং বিশ্বস্বরূপ সেই পরমেশ্বরই বিষ্ণু ১৯

হিরণ্যকশিপু বলিল, হে অজ্ঞ, আমি বিদ্যমান থাকিতে তোর নিঃকে আবার পরমেশ্বর সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইল ? তুই আপনার মূঢ়া কাঃ করিয়াই বারম্বার এইরূপ বলিতেছিষ্ ? ২০

প্রহ্লাদ বলিলেন, হে পিতঃ, সেই ব্রহ্মস্বরূপ বিষ্ণু কেবল আমার অজ্ঞ প্রজাগণের নহে। প্রত্যুত আপনারও ধাতা, বিধাতা, ও পরমেশ্বর আপনি প্রসন্ন হউন, কি নিমিত্ত ক্রোধ করিতেছেন ২১

হিরণ্যকশিপু বলিল, এই হুর্ভুন্ধির হৃদয়ে অতি পাপকারী কোন প্রবেশ করিয়া থাকিবে, যাহা দ্বারা আবিষ্টচিত্ত হইয়া এইরূপ অসাধু বা বলিতেছে ২২

প্রহ্লাদ উবাচ ।

ন কেবলমমদৃদয়ং স বিষ্ণুরাক্রম্য লোকান্ সকলানবস্থিতঃ ।

স মাং হৃদাদীংশ্চ পিতঃ ! সমস্তান্ সমস্তচেষ্টাশ্চ যুনক্তি সৰ্ব্বগঃ ॥২৩

হিরণ্যকশিপুরুবাচ ।

নিষ্ক্রাম্যাতাময়ং ছষ্টঃ শাস্তাতাঞ্চ গুরোগৃহে ।

যোজিতো দুৰ্ম্মতিঃ কেন ? বিপক্ষবিতথাস্ততো ॥২৪

পরশর উবাচ ।

ইতুক্ষে স তদা দৈতৈর্ন্যোতো গুরুগৃহং পুনঃ ।

জগ্রাহ বিদ্যামনিশং গুরুশুশ্রবণোদ্যতঃ ॥২৫

কালেহীতে চ মহতি প্রহ্লাদমহুবেধরঃ ।

সমাহ্বাতবীং পুত্র ! গাথা কাচিং প্রগীয়তাম্ ॥২৬

প্রহ্লাদ উবাচ ।

যতঃ প্রধান-পুরুষো যতশ্চৈতৎ চরাচরম্ ।

কারণং সকলশ্রাস্ত স নো বিষ্ণুঃ প্রসীদতু ॥২৭

প্রহ্লাদ বলিলেন, হে পিতঃ ! সেই বিষ্ণু কেবল আমার হৃদয়ে নয়, কিন্তু সমুদয় লোক ব্যাপিয়া অবস্থিত, তিনি আমাকে, আপনাকে এবং অপর সকলকে সমুদয় কর্তব্য কার্যে নিযুক্ত করিতেছেন, কারণ তিনি সৰ্ব্বগত ॥২৩

হিরণ্যকশিপু বলিল, এই ছষ্টকে এই স্থান হইতে নিকাশিত কর এবং গুরু গৃহে রাখিয়া শাসিত কর, এই দুৰ্ম্মতি অবশ্য কোন ছষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক বিপক্ষের মিথ্যাস্তুতি করিতে শিক্ষিত হইয়াছে ॥২৪

পরশর বলিলেন, হিরণ্যকশিপু এই কথা বলিলে, দৈত্যগণ প্রহ্লাদকে পুনর্বার গুরু গৃহে লইয়া যাইল, প্রহ্লাদও সেই স্থানে অনবরত গুরু সেবায় নিরত হইয়া বিদ্যা গ্রহণ করিতে লাগিলেন । এইরূপে বহুকাল গত হইলে, অশ্বরেখর হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে ডাকিয়া বলিল, হে পুত্র ! একটা উত্তম শ্লোক পাঠ কর ১২৫১২৬

প্রহ্লাদ বলিলেন, যাহা হইতে প্রধান, পুরুষ এবং এই চরাচর বিশ্ব আধিভূত হইয়াছে সেই সমস্ত জগতের কারণ বিষ্ণু আমাদের উপর প্রসন্ন হউন ১২৭

হিরণ্যকশিপুরুবাচ ।

দুঃখায়া বধ্যতামেষ নানেনার্থোহস্তি জীবতা ।

স্বপক্ষহানিকর্তৃত্বাং মংকুলাঙ্গারতাং গতঃ ॥২৮

পরাশর উবাচ ।

ইত্যাজ্ঞপ্তাস্ততন্তেন প্রগৃহীতমহাযুধাঃ ।

উদ্যতাস্তস্ত নাশায় দৈত্য্যঃ শতদহস্রশঃ ॥২৯

প্রহ্লাদ উবাচ ।

বিষ্ণুঃ শস্ত্রেণ যুগ্মাকং ময়ি চানৌ যথাস্থিতঃ ।

দৈতেয়াস্তেন সত্যেন মাক্রামস্থায়ুধানি মে ॥৩০

পরাশর উবাচ ।

ততস্তৈঃ শতশো দৈতৈঃ শস্ত্রোঘরাহতোহপি সন্ ।

নাবাপ বেদনামল্লমভূচ্চৈব পুনর্ববঃ ॥৩১

হিরণ্যকশিপুরুবাচ ।

দুর্ক্ষুক্ষে ! বিনিবর্ত্তস্ব বৈরিপক্ষস্তবাদতঃ ।

অভয়ং তে প্রযচ্ছামি মাতিমৃদমতিভব ॥৩২

হিরণ্যকশিপু বলিল, এই দুঃখায়াকে বধ কর, ইহাব বাঁচিয়া থাক কোন প্রয়োজন নাই, যে হেতু এই বালক স্বপক্ষের হানিকারক ও দ কুলের অঙ্গার স্বরূপ হইয়াছে ॥২৮

পরাশর বলিলেন, অনন্তর সেই দৈত্যপতিকর্ত্তৃক আজ্ঞপ্ত হইয়া শত দৈত্যগণ অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণপূর্বক প্রহ্লাদের বিনাশের নিমিত্ত উদ্যত হইল।

প্রহ্লাদ বলিলেন, হে দৈত্যগণ, বিষ্ণু তোমাদের অস্ত্রে যেমন বিদ্যা আমার শরীরেও সেই রূপ বিদ্যমান আছেন, একথা যদি সত্য হয়, তাহা হ তোমাদিগের অস্ত্র কখনই আমার উপর বল প্রকাশ করিতে পারিবে না।

পরাশর বলিলেন, অনন্তর সেই দৈত্যগণ কর্ত্তৃক অস্ত্রসমূহ দ্বারা ব্যা অহত হইয়াও প্রহ্লাদ অল্পমাত্র ও বেদনা প্রাপ্ত হন নাই বরং তিনি অস্ত্র আঘাতের পরও পূর্বাপেক্ষা অধিক উৎসাহের সহিত অবস্থান ক ছিলেন ॥৩১

হিরণ্যকশিপু বলিল, হে দুর্ক্ষুক্ষে ! এই শত্রুপক্ষ স্তব হইতে নিবৃত্ত তোমাকে অভয় প্রদান করিতেছি, অতিশয় নির্যোধের ন্যায় কার্য্য না ॥৩২

প্রহ্লাদ উবাচ ।

ভয়ং ভয়ানামপহারিণি হিতে মনস্তনন্তে মম কৃত্য তিষ্ঠতি ।

যশ্বিন্ শ্বতে জন্মজরাস্তকাদিভয়ানি সর্বাণ্যপয়াস্তি তাত ॥৩৩

হিরণ্যকশিপুরুবাচ ।

আল্যতামসুরা বহ্নিরপসর্পত দিগ্গজাঃ ।

বায়ো সমেধয়াগ্নিং স্বং দহতামেষ পাপকৃৎ ॥৩৪

পরাশর উবাচ ।

মহাকাষ্ঠচয়-চ্ছন্নমসুরেজ্জ-সুতং ততঃ ।

প্রজ্জালা দানবা বহ্নিং দদহঃ স্বামিনোদিতাঃ ॥৩৫

প্রহ্লাদ উবাচ ।

তাতৈব বহ্নিঃ পবনৈরিতোহপি ন মাং দহত্যত্র সমস্ততোহহং ।

পশ্যামি পদ্মাস্তরগাত্তানি শীতানি সর্বাণি দিশাং মুখানি ॥৩৬

পরাশর উবাচ ।

অথ দৈত্যেশ্বরং প্রোচূর্ভার্গবস্তায়জ্ঞা দ্বিজাঃ ।

পুৰোহিতা মহাঘ্নানঃ সান্না সং স্তুয় বাগ্মিনঃ ॥৩৭

প্রহ্লাদ বলিলেন, হে পিতঃ ঐহার স্মরণ করিলে জন্ম, জরা ও যম প্রভৃতির সর্ববিধ ভয় অপগত হয়, ভয়ের অপহারক সেই অনন্ত যখন আমার চিত্তে অবস্থান করিতেছেন, তখন আমার ভয় কোথায় ৩৩

হিরণ্যকশিপু বলিল, হে অসুরগণ, দিগ্গজ সকলকে সরাইয়া বহ্নি প্রজ্জলিত কর, হে বায়ো ! তুমি ঐ অগ্নিকে বদ্ধিত করিয়া এই পাপকারীকে দগ্ধ কর ৩৪

পরাশর বলিলেন, অনন্তর দানবগণ প্রভু কর্তৃক প্রেরিত হইয়া সেই অসুরেজ্জ পুত্রকে মহৎ কাঁরাশি দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া প্রজ্জলিত অগ্নি দ্বারা দগ্ধ কবিত্তে প্রবৃত্ত হইল ৩৫

প্রহ্লাদ বলিলেন, হে পিতঃ ! এট বহ্নি বায়ু কর্তৃক প্রেরিত হইয়াও আমাকে দহন করিতেছে না, আমি ইহার চারিদিকে পদ্মের আস্তরণ বিস্তৃত দেখিতেছি এবং সুন্দর দিম্বুথ শীতল অনুভব করিতেছি ৩৬

পরাশর বলিলেন, অনন্তর ভার্গবের পুত্র সুবক্তা, মহাত্মা পুরোহিতগণ মিষ্টবাক্যে স্তব করিয়া দৈত্যপতিককে বলিল, হে রাজন, এই নিজ বালক পুত্রের প্রতি ক্রোধ স্মরণ করুন, কারণ আপনি দেবসমূহ বা অস্ত্র ঐহার

পুরোহিতা উচুঃ।

রাজন্ নিয়মাতাং কোপো বালেহত্র ভনয়ে নিজে ।

কোপো দেবনিকায়েষু যত্র তে সফলো যতঃ ॥৩৮

তথা তথৈনং বালং তে শাসিতারো বয়ং নৃপ ।

যথা বিপক্ষনাশায় বিনীতস্তে ভবিষ্যতি ॥৩৯

বালত্বং সৰ্ব্বদোষাণাং দৈত্যরাজ্যাস্পদং যতঃ ।

ততোহত্র কোপমত্যাং যোক্তুমর্হসি নার্ভকে ॥৪০

নতক্ষ্যতি হরেঃ পক্ষমস্মাকং বচনাদযদি ।

ততঃ কৃত্যাং বধায়াশ্চ করিষ্যামো নিবর্জিনীম্ ॥৪১

পরশর উবাচ ।

এবমভ্যর্থিতস্তিস্ত্ব দৈত্যরাজঃ পুরোহিতৈঃ ।

দৈতৈর্নান্ধাশয়ামাস পুত্রং পাবকসঞ্চয়াৎ ॥৪২

ততো গুরুগৃহে বালঃ স বসন্ বালদানবান্ ।

অধ্যাপয়ামাস মুহু-রূপদেশান্তরে গুরোঃ ॥৪৩

প্রহ্লাদ উবাচ ।

শ্রয়তাং পরমার্থো মে দৈতেয়া দিতিজান্ধজাঃ ।

ন চান্যথৈতন্মন্তব্যং নাত্র লোভাদিকারণম্ ॥৪৪

প্রতি কোপ করিয়াছেন, সেই সকল স্থলেই আপনার কোপ সফল হইয়াছে
হে নৃপ ! আমরা এই বালককে সেইরূপে শাসন করিব, যাহাতে বিনী
হইয়া আপনার বিপক্ষ নাশের নিমিত্ত উদ্ভূত হয়, হে দৈত্যরাজ, বালকত
নিখিল দোষের আশ্রয়, অতএব আপনি এই বালকের প্রতি অতি
কোপ করিবেন না, যদি এই বালক আমাদের কথায় হরির পক্ষ তাগ
করে, তাহা হইলে আমরা ইহার বধের নিমিত্ত অভিচার করিব। ৩৭—৪১

পরশর বলিলেন, পুরোহিতগণ কর্তৃক এইরূপ অত্যর্থিত হইয়া দৈ
পতি দৈত্যগণ দ্বারা পুত্রকে অগ্নিরাশি হইতে নিকাশিত করিলেন, অন
সেই বালক প্রহ্লাদ গুরুগৃহে বাস করতঃ গুরু যখন অধ্যাপনায় বি
থাকিতেন, সেই অবকাশে দানব বালকদিগকে বারম্বার এইরূপে পি
ত্রদান করিতেন। ৪২। ৪৩

প্রহ্লাদ বলিলেন, হে দৈত্যবালকগণ, প্রকৃততত্ত্ব কথা শ্রবণ কর,
কখনই মিথ্যা বিবেচনা করিও না, কারণ ইহাতে কোন প্রলোভনাদি ন

জন্ম বাল্যং ততঃ সর্কো জন্তুঃ প্রাপ্নোতি যৌবনম্ ।

অব্যাহতৈব ভবতি ততোহমৃদীবসং জরা ॥৪৫

ততশ্চ মৃত্যুমভ্যোতি জন্তুর্দৈত্যেশ্বরান্নজাঃ ।

প্রত্যক্ষন্ শ্রুতে চৈতদস্মাকন্তবতাস্তথা ॥৪৬

মৃতস্য চ পুনর্জন্ম ভবত্যেতচ্চ নাত্মথা ।

আগমোহয়ং তথা তত্র নোপাদানং বিনোদভবঃ ॥৪৭

গর্ভবাসাদি যাবন্তু পুনর্জন্মোপপাদনম্ ।

সমস্তাবস্থকং তাবৎ হুঃখমেবাবগম্যাতাম্ ॥৪৮

ক্ষুৎতৃষ্ণোপশমং তদ্বৎ শীতোদ্রাপশমং সুখম্ ।

মগ্নতে বালবুদ্ধিহাং হুঃখমেব হি তৎপুনঃ ॥৪৯

অত্যন্তস্তিমিতান্ধানাম্ ব্যায়ামেন সূতৈষিণাম্ ।

দ্রাস্তিজ্ঞানাবৃতাক্ষাণাং প্রহারোহপি সুখায়তে ॥৫০

ক শরীরমশেষাণাং শ্লেষ্মাদীনাম্ মহাচয়ঃ ।

ক কাস্তিশোভাসৌরভ্যকমনীয়াদয়োগুণাঃ ॥৫১

মুদয় জীব যথাক্রমে জন্ম, বাল্য এবং যৌবন প্রাপ্ত হয়, অনন্তর প্রতিদिवস বার্কিক্য দ্বারা আক্রান্ত হইতে থাকে। হে দৈত্যেশ্বর পুত্রগণ, বার্কিক্যের পরই জন্তুগণ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এইরূপ অবস্থার পরিবর্তন তোমাদের, আমার এবং সকল জীবেরই প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইতেছে ॥৪৪।৪৫।৪৬

মৃতব্যক্তির যে পুনরায় জন্ম হয় তাহাতেও কোন সংশয় নাই, ইহা শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, কিন্তু উপাদান ব্যতীতও দেহের উৎপত্তি হইতে পারে না। অতএব পুনর্জন্মের উপাদান স্বরূপ গর্ভবাস প্রভৃতি সমুদয় অবস্থাই হুঃখপ্রদ বলিয়া অবগত হও। অপরিণামদর্শী বালকেরা ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও শীতোষ্ণাদির উপশমকেই সুখ বলিয়া বিবেচনা করে, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে উহা হুঃখ ভিন্ন আর কিছুই না। তোমরা কি দেখিতে পাও না অত্যন্ত বাতরোগে নিশ্চলাঙ্গ, ব্যায়াম দ্বারা সুখলিপ্সু ভ্রাস্তব্যক্তিগণ স্বভাবতঃ হুঃখপ্রদ প্রহারকেও সুখ বোধ করে ॥৪৭।৪৮।৪৯।৫০

অশেষবিধ শ্লেষ্মাদির রাশি স্বরূপ এই ভৌতিক শরীর কোথায় ? আর কাস্তি, শোভা, সৌরভ্য এবং সৌন্দর্যাদি গুণই বা কোথায় ? অর্থাৎ উহাদের কখনই একত্র সমাবেশ হইতে পারে না। যে মূঢ়বুদ্ধি মাংস, রক্ত, পুং, বিষ্ঠা, মূত্র, মায়, মজ্জা ও অস্থির সংঘাতস্বরূপ, এই দেহে ঐতি লাভ

মাংসাস্থক্ পুষ্য বিগুত্রায়ুমজ্জাহিসংহতো ।
 দেহে চেৎ প্রীতিমান্ মূঢ়ো নরকে ভবিতাপি সঃ ॥৫২
 অগ্নেঃ শীতেন তৌয়ন্ত তৃষা ভক্তন্ত চ ক্ষুধা ।
 ক্রিয়তে স্তুথ কৰ্ত্তব্যং তদ্বিলোমন্ত চেতরৈঃ ॥৫৩
 করোতি হে দৈত্যাস্ততা যাবন্মাত্রং পরিগ্রহং ।
 তাবন্মাত্রং সএবাস্য হুঃখং চেতসি যচ্ছতি ॥৫৪
 যাবতঃ কুরুতে জন্তুঃ সশ্বকান্ মনসঃ প্রিয়ান্ ।
 তাবন্তৌহন্ত নিখন্তন্তে হৃদয়ে শোকশঙ্কবঃ ॥৫৫
 যদ্ যদ্ গৃহে তন্মনসি যত্র তত্রাবতিষ্ঠতঃ ।
 নাশদাহাপহরণং তত্র তশ্চৈব তিষ্ঠতি ॥৫৬
 জন্মজ্ঞাত্ৰ মহদুঃখং ত্রিয়মাণস্য চাপি তৎ ।
 যাতানাস্ত্ৰ যমস্যাগ্ৰং গৰ্ভসংক্রমণেষু চ ॥৫৭
 গৰ্ভেচ স্তুথলেশোহপি ভবন্তিরুন্মীয়তে ।
 যদি তৎ কথ্যতামেবং সৰ্ব্বং হুঃখময়ং জগৎ ॥৫৮

করিতে পারে, সে নরকেও যে প্রীতিমান্ হইবে, তাহাতে আব বিচিহ্ন
 কি ? যেমন প্রথমে শীত লাগিলে উত্তাপ স্তুথকর হয়, প্রথমজাত তৃষ্ণ
 জল স্তুথকর হয়, ও ক্ষুধার অন্ন স্তুথকর হয়, সেইরূপ প্রথম উত্তাপ লাগি
 শীতও স্তুথকর হয় এবং সময় বিশেষে তৃষ্ণা ও ক্ষুধারও স্তুথকরত্ব দৃষ্ট হই
 থাকে । অতএব হে দৈত্যগণ, ইহা দ্বারা এইরূপ প্রতীয়মান হইতেছে
 আমরা যে পরিমাণে স্তুথকর বলিয়া যাহাদের গ্রহণ করি, তাহাই আমাদে
 সেই পরিমাণে হুঃখপ্রদ হয় ৫১।৫২।৫৩

মনুষ্যাগণ যত পরিমাণে মনের ভালবাসা সশ্বকের বিস্তার করে, ও
 পরিমাণেই তাহাদের হৃদয়ে শোকশঙ্ক নিবাত হয়, সংসারাসক্ত ব্যক্তির ঐ
 গৃহে যে সকল বস্তু থাকে, সে অন্যত্র অবস্থান করিলেও তাহার হৃদয়ে
 সকল বস্তু জাগরুক থাকে, সূত্ররাং কি গৃহে, কি প্রবাসে, সৰ্ব্বত্রই তাহ
 সহিত ঐ সকল বস্তুর বিনাশ, দাহ এবং অপহরণের ভয় বিদ্যম
 থাকে ৫৪।৫৫।৫৬

এই সংসারে জন্মগ্রহণ করিবার সময় অতিশয় হুঃখ হয়, মরি
 সময়ও সেইরূপ হুঃখ হয়, মরিবার পর যমালয়ে নরক ভোগে অতি
 হুঃখ এবং পুনর্জন্মের গৰ্ভে সংক্রমিত হইবার সময়ও বিষম হুঃখ অনুভূত হয়।

তদেবমতিত্বঃখানামাস্পদেহত্র ভবার্ণবে ।

ভবতাং কথ্যতে সত্যং বিষ্ণুরেকঃ পরায়ণম্ ॥৫৯

মা জানীত বয়ং বালা দেহী দেহেষু শাস্ততঃ ।

জরায়োবনজন্মাদ্যা ধর্ম্মা দেহস্ত নায়নঃ ॥৬০

বালোহং তাবদিচ্ছাতো যতিষ্যে শ্রেয়সে যুবা ।

যুবাং বার্কিকে প্রাপ্তে করিষ্যাম্যন্নো হিতম্ ॥৬১

বৃদ্ধোহং মম কর্ম্মাণি সমস্তানি ন গোচরে ।

কিং করিষ্যামি সন্দায়্য সমর্থেন ন যং কৃতম্ ॥৬২

এবং ছরাশয়াক্ষিপ্তমানসঃ পুরুষঃ সদা ।

শ্রেয়সোহভিমুখং যাতি ন কদাচং পিপাসিতম্ ॥৬৩

বাল্যে ক্রীড়নকাসক্তা যৌবনে বিষয়োন্মুখাঃ ।

অজ্ঞা নয়ন্ত্যশক্ত্যা চ বার্কিকং সমুপস্থিতম্ ॥৬৪

যদি গর্ভবাসসময়ে তোমরা কিছুমাত্র সুখ অনুভব করিয়া থাক, তাহলে তাহা ব্যক্ত কর, ফলতঃ নিখিল জগৎকে কেবল দুঃখময় বলিয়া জানিও । অতএব অতিদুঃখসমূহের আশ্রয় এই সংসারসমুদ্রে একমাত্র বিষ্ণুই পরম আশ্রয়; ইহা আমি তোমাদিগের নিকট সত্য বলিতেছি । ৫৭।৫৮।৫৯

হে বালকগণ, তোমরা বিবেচনা করিও না যে আমরা বালক, কারণ আমাদের দেহবর্তী পরমাত্মা সনাতন; জরা, যৌবন, এবং জন্মাদি এই সকল দেহেরই ধর্ম্ম, আত্মার নয় । মনুষ্যেরা সর্বদা এইরূপ বিবেচনা করে যে, এক্ষণে আমি বালক, যৌবন অবস্থা প্রাপ্ত হইলে ইচ্ছানুসারে হিতসাধনের চেষ্টা করিব, পরে যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইলে, বিবেচনা করে বার্কিক্য আসিলে আপনাদি হিত করিব, অনন্তর বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া বিবেচনা করে, এক্ষণে ঐ সমুদয় কর্ম্ম করিতে আমার সামর্থ্য নাই, আর সমর্থ্যবস্থায় যাহা না করিয়াছি, এক্ষণে তাহা কিরূপেই বা করিব? ছরাশাগ্রস্ত মনুষ্যগণ সর্বদা এইরূপে ভোগ-ভৃক্ষায় আকুল হইয়া কখনও আকাজ্কিত হিতের দিকে গমন করে না । ৬০।৬১।৬২।৬৩

মুঢ় মনুষ্যগণ বাল্যকালে নানাবিধ ক্রীড়ায় আসক্ত থাকে, যৌবনে বিষয়ভোগে নিরত হয়, স্ততরাং দৌর্জল্যে অভিভূত হইয়াই সমাগত বার্কিক্যকে অতিবাহিত করে । অতএব বিবেকী পুরুষ বাল্যকালেই আপনাদি হিতের

তস্মাদ্বালো বিবেকাত্মা যতেত শ্রেয়সে সদা ।
 বালাযৌবনবৃদ্ধাদৈর্দেহী ভাবৈবসংযুতঃ ॥৬৫
 তাপত্রয়েণাভিহতং যদেতদধিলং জগৎ ।
 তদা শোচ্যেযু ভূতেষু দ্বেষং প্রাজ্ঞঃ কয়োতি কঃ ॥৬৬
 অথ ভদ্রাণি ভূতানি হীনশক্তিরহং পরম্ ।
 মুনঃ তথাপি কুব্বীত হানির্দ্বেষফলং যতঃ ॥৬৭
 বদ্ধবৈরাণি ভূতানি দ্বেষং কুর্কৃন্তি চেততঃ ।
 শোচ্যাত্তহোতিমোহেন ব্যাপ্তানীতি মনীষিণা ॥৬৮
 এতে ভিন্নদৃশাং দৈত্য্য বিকলাঃ কথিতা ময়া ।
 কৃৎন্যভ্যুপগমং তত্র সংক্ষেপঃ শ্রীয়াতাং মম ॥৬৯
 বিস্তারঃ সৰ্বভূতস্য বিষ্ণোৰ্বিখমিদং জগৎ ।
 দ্রষ্টব্যমায়ুবৎ তস্মাদভেদেন বিচক্ষণৈঃ ॥৭০
 সমুৎসৃজ্যামুরং ভাবং তস্মাদ্ যুগং তথা বয়ম্ ।
 তথা যত্নং করিষ্যাম যথা প্রাপ্যস্যাম নিবৃতিম্ ॥৭১
 যা নাগ্নিনা ন বার্কৈণ নেন্দ্রুনা নৈব বায়ুনা ।
 পৰ্জন্তবরুণাভাং বা ন সিদ্ধির্ন চ রাক্ষসৈঃ ॥৭২

নিমিত্ত সৰ্বদা যত্ন করিবে। কারণ আত্মার বালা যৌবন বা বার্কিক ইত্য কোন অবস্থাই নাই ৬৪.৬৫

যখন এই সমস্ত জগতই তাপত্রয়ে অভিভূত, তখন সমস্ত বস্তুর নিমি শোক করা উচিত, কারণ প্রতি দ্বেষ করা বুদ্ধিমানের কর্ম নহে, সমস্ত বস্তুই আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয় এবং কেবল আমিই সৰ্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। তথাপিও আনন্দ করা উচিত। কারণ দ্বেষ করিলে আপনার হানি হইয়া থাকে। যদি অপর ভূতগণ অকারণ বদ্ধবৈর হইয়া দ্বেষ ব তথাপি পণ্ডিতগণ তাহাদিগকে মোহাঙ্ক জানিয়া তাহাদিগের প্রতি দ করিয়া থাকেন ৬৬.৬৭.৬৮

হে দৈত্যপুঞ্জগণ, আমি এ পর্য্যন্ত দৈতবাদীদিগের মত সকল বলি মাত্র, ঐ সকল ছদয়ঙ্গম করিয়া এক্ষণে সার কথা শ্রবণ কর ৬৯

এই জগৎ সৰ্বভূতময় বিষ্ণুর বিস্তার মাত্র, অতএব পণ্ডিতগণের বস্তুকেই আপনার সহিত অভিন্ন বলিয়া বিবেচনা করা উচিত। নিমিত্ত, আইস তোমরা, এবং আমি আত্মরিক ভাব পরিত্যাগ ক

প্রহ্লাদ সূপ্রভাবোহসি কিমেতত্তে বিচেষ্টিতম্।

এতন্মন্ত্রাদিজনিতমুতাহো সহজং তব ॥৭৯

এবং পৃষ্টস্তদা পিত্রা প্রহ্লাদোহস্মরবালকঃ।

প্রণিপত্য পিতুঃ পাদাবিদং বচনমব্রবীৎ ॥৮০

ন মন্ত্রাদিকৃতং তাত নবা নৈসর্গিকং মম।

প্রভাব এষ সামান্যো যন্ত যস্য্যাচ্যুতোহুদি ॥৮১

অন্তেষাং যোন পাপানি চিস্তয়ত্যাশ্রনো যথা।

তস্য পাপাগমস্তাত হেতুতাবান্ন বিদ্যতে ॥৮২

কর্মণা মনসা বাচা পরপীড়াং কৰোতি যঃ।

তদ্বীজজন্ম ফলতি প্রভূতং তস্য বাণ্ডভম্ ॥৮৩

সোহহং ন পাপমিচ্ছামি ন কৰোমি বদামি বা।

চিস্তয়ন্ সর্ক্সভূতশ্চমাত্তুপি চ কেশবম্ ॥৮৪

পরশর উবাচ।

গৃহীতনীতিশাস্ত্রং তং বিনীতঞ্চ যদা শুক্লঃ।

মেনে তদৈনং তৎপিত্রে কথয়ামাস শিফিতম্ ॥৮৫

ইহা কি তোমার কোন মন্ত্রাদি সাধনে উৎপন্ন হইয়াছে? অথবা স্বাভাবিক? ৭৮।৭৯

পিতা কর্তৃক ঐরূপে পৃষ্ট হইয়া, সেই অস্মরনন্দন প্রহ্লাদ পিতার চরণে প্রণাম করিয়া বলিলেন, হে পিতঃ! ইহা আমার কোন মন্ত্রাদি সাধনে সিদ্ধ হয় নাই, অথবা স্বাভাবিকও নহে, ভগবান্ নারায়ণ যে যে ব্যক্তির হৃদয়ে অবস্থান করেন, তাহাদের সকলেরই এইরূপ প্রভাব হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি আপনার অনিষ্ট চিন্তায় বেরূপ পরাশ্রুত, অত্নের অনিষ্টচিন্তাতেও সেইরূপ পরাশ্রুত, হে পিতঃ, তাহার অনিষ্টের হেতু না থাকায়, কখনই অনিষ্ট হয় না। ৮০।৮১ ৮২

যে মনুষ্য কর্ম, মন ও বাক্য দ্বারা অপরের পীড়া উৎপাদন করে, ঐ পরপীড়ারূপবীজ হইতেই তাহার প্রচুর অনিষ্ট সংঘটিত হয়, আমি ভগবান্ নারায়ণকে সর্ক্সভূত এবং আপনাতে অবস্থিত জানিয়া কাহারও অনিষ্ট ইচ্ছা করি না, কার্যাতঃও করি না এবং মুখেও বলি না। ৮৩।৮৪

পরশর বলিলেন, এইরূপে কিছুকাল গত হইলে শুক্ল যখন প্রহ্লাদকে নীতিশাস্ত্রে সম্যক ব্যাংপন্ন ও বিনীত বলিয়া বিবেচনা করিলেন, তখন ঐহার

গৃহীতনীতিশাস্ত্রে পুত্রো দৈত্যপতে কৃতঃ ।

প্রহ্লাদস্তত্ত্বতোবেত্তি ভার্গবেণ যদীরিতম্ ॥৮৬

হিরণ্যকশিপুরুবাচ ।

মিত্রেষু বর্ন্ততে কথং অরিবর্গেষু ভূপতিঃ ।

প্রহ্লাদ ত্রিষু কালেষু মধ্যস্থেষু কথঞ্চরেৎ ॥৮৮

কথং মস্ত্রিষমাতোষু বাহেষ্ণভাস্তরেষু চ ।

চরেষু পৌরবর্গেষু শঙ্কিতেষ্চিতরেষু চ ॥৮৮

কৃত্যাকৃত্যাবিধানেষু দুর্গাটবিকসাদনে ।

প্রহ্লাদ কথ্যতাং সমাক্ তথা কণ্টকশোধনে ॥৮৯

এতচ্চাশ্চ স কলমধীতং ভবতা যথা ।

তথা মে কথ্যতাং জ্ঞাতুং তবেচ্ছামি মনোগতম্ ॥৯০

পরশর উবাচ ।

প্রণিপত্য পিতৃঃ পাদৌ তনা প্রশ্রয়ভূষণঃ ।

প্রহ্লাদঃ প্রাহ দৈত্যোদ্ভ্রং কৃতাজ্জলিপুটস্তদা ॥৯১

পিতার নিকট যাইয়া তাহাকে স্মৃশিক্ষিত বলিয়া বিজ্ঞাপিত করিলেন, হে দৈত্যপতে ! আপনার পুত্র প্রহ্লাদকে নীতি শাস্ত্রে সম্যক ব্যাংপন্ন করিয়াছি, শুক্রচার্য্য যাহা যাহা বলিয়াছেন, প্রহ্লাদ সেই সমুদয়ের নিগূঢ় তত্ত্ব জানিতে সমর্থ হইয়াছে ॥৮৫ ৮৬

হিরণ্যকশিপু বলিল, হে প্রহ্লাদ, রাজা কালত্রয়ে মিত্র, শত্রুবর্গ, এবং মধ্যস্থের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবে ? এবং মন্ত্রী ও অমাত্যগণের সহিত, বাহ ও মৃগ প্রকৃতিব সহিত, দূতগণের সহিত, পুরবাসীগণের সহিত, এবং শঙ্কিত ও অশঙ্কিতের সহিতই বা কিরূপ ব্যবহার করিবে ? অপিচ কৃত্য ও অকৃত্যের অমুষ্ঠান বিষয়ে, দুর্গ ও আটবিকের পরিপালন বিষয়ে এবং শত্রুবর্গের সমুচ্ছেদ বিষয়েই বা কিরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করিবে ? হে প্রহ্লাদ, ইত্যাদি সকল বিষয়ে তুমি গুরু নিকট যেরূপ শিক্ষালাভ করিয়াছ, তাহা আমার নিকট সম্যক্রূপে ব্যক্ত কর, যাহাতে আমি তোমার মনোগত ভাব উদ্ভূতরূপে বুঝিতে সক্ষম হই ॥৮৭ ৮৮ ৮৯ ৯০

পরশর বলিলেন, সেই বিনয়ালঙ্কৃত প্রহ্লাদ তৎকালে পিতার চরণে প্রণাম করিয়া বক্সাজলিপুটে দৈত্যপতিকে বলিতে আরম্ভ করিলেন, গুরু আমাকে এই সকল বিষয়েরই যে, উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে কিছু

মমোপদিষ্টং সকলং গুরুণা নাত্র সংশয়ঃ ।
 গৃহীতঞ্চ ময়া কিস্ত্ব ন সদেতন্মতশ্চম ॥১২
 সাম চোপপ্রদানঞ্চ ভেদদেভ্যে তথা পরো ।
 উপাযাঃ কথিতাঃ সর্কে মিত্রাদীনাম্ সাধনে ॥১৩
 তানেবাহং ন পশ্যামি মিত্রাদীংস্তাত, মা ক্রুধঃ ।
 সাধ্যাভাবে মহাবাহো সাধনৈঃ কিস্প্রয়োজনম্ ॥১৪
 সর্কভূতাত্মকে তাত জগন্নাথে জগন্ময়ে ।
 পরমাত্মনি গোবিন্দে মিত্রামিত্রকথা কুতঃ ।
 ত্বয়াস্তি ভগবান্ বিষ্ণুর্ময়ি চাত্ত্ব চান্তি সং ।
 যতস্ততোহয়ং মিত্রং মে শত্রুশ্চেতি পৃথক্কৃতঃ ॥১৫
 তদেভিরলমত্যাং ছষ্টারম্ভোক্তিবিস্তরৈঃ ।
 অবিদ্যাত্তর্গতৈর্গতঃ কর্তব্যস্তাত, শোভনে ॥১৬
 বিদ্যাবুদ্ধিরবিদ্যায়ামজ্ঞানাতাত জায়তে ।
 বালোহয়িং ন চ খদ্যোতং অসুরেখর মন্ততে ॥১৭
 তৎকর্ম যন্ন বন্ধায় সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে ।
 আয়াসায়াপরং কর্ম বিদ্যান্যা শিল্পিনৈপুণম্ ।

মাত্র সংশয় নাই, আমিও তাঁহার উপদেশ যথাযথ গ্রহণ করিয়াছি সত্য,
 কিস্ত উহা আমার নিকট সাধু বলিয়া প্রতীত হইতেছে না ॥১২১২

মিত্রাদির সাধন বিষয়ে সাম, দান, ভেদ, দণ্ড এই চারি প্রকার উপায়ই
 কথিত হইয়াছে, কিস্ত হে পিতঃ, আপনি ক্রোধ করিবেন না, আমি সেই
 মিত্রদিগকেই দেখিতে পাইতেছি না । হে মহাবাহো, যখন সাধাই নাই, তখন
 সাধনের প্রয়োজন কি ? হে পিতঃ, যখন সেই জগন্ময় জগন্নাথ পরমাত্মা
 গোবিন্দ নিখিল ভূতেরই আত্মস্বরূপে বিরাজ করিতেছেন, তখন মিত্র বা
 অমিত্রের কথাই বা কি ? সেই ভগবান্ বিষ্ণু যখন আপনাতে, আমাতে এবং
 অন্ত্রোতেও বর্তমান, তখন এই ব্যক্তি মিত্র এবং এই ব্যক্তি শত্রু, এইরূপ
 প্রভেদই বা কিরূপে হইতে পারে ? অতএব কেবল পাপ কার্যে প্রশ্রয় বৃদ্ধি-
 কর নীতিশাস্ত্রের এই সকল বাক্যাভ্যয়ে কি প্রয়োজন ? এই সকলই
 অবিদ্যা প্রকল্পিত, স্মৃতরাং উহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া হে পিতঃ, সাধু
 কার্যেই যত্ন করা উচিত, হে পিতঃ, অজ্ঞান বশতঃই অবিদ্যাকে বিদ্যা বলিয়া

তদেতদবগম্যাহমসারং সারমুত্তমম্ ।
 নিশাময় মহাভাগ ! শ্রুগিপত্য ব্রবীমি তে ।
 ন চিন্তয়তি কোরাজ্যং কোধনং নাভিবাঙ্কতি ।
 তথাপি ভাব্যমেবৈতদুভয়ং প্রাপ্যতে নরৈঃ ।
 সৰ্ব্ব এব মহাভাগ মহত্ত্বং প্রতি সোদ্যমঃ ।
 তথাপি পুংসাং ভাগ্যানি নোদ্যমা ভূতিহেতবঃ ॥৯৭
 জড়ানামবিবেকানামশূরণামপি প্রভো ।
 ভাগ্যভোজ্যানি রাজ্যানি সন্ত্যনীতিমতামপি ।
 তস্মাদ্যত্নেত পুণ্যেষু য উচ্ছেদ্যহতীং শ্রিয়ং ।
 যতিতবাং সমস্তে চ নির্বাণমপি চেচ্ছতা ॥৯৮
 দেবা মনুষ্যাঃ পশবঃ পক্ষিবৃক্ষসরীসৃপাঃ ।
 রূপমেতদনন্তস্য বিষ্ণোৰ্ভিন্নমিবস্থিতম্ ॥৯৯
 এতদ্বিজানতা সৰ্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমং ।
 দ্রষ্টব্যমাশ্রয়বিস্তৃৰ্য্যতোহয়ং বিশ্বরূপধৃক্ ॥১০০

জান হয়, হে অমুরেশ্বর বালক কি অগ্নি ক্ষুলিঙ্গকে খদ্যোত বলিয়া
 বিবেচনা করে না ? ১৩১৪ ১৫১৬ ১৭

যাহার অনুষ্ঠান করিলে, পুনর্বার সংসারবন্ধন হয় না, তাহার নামই কৰ্ম্ম,
 এবং যে জান লাভ করিলে মোক্ষপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার নামই বিদ্যা ।
 এতদ্বিন্ন কৰ্ম্ম, কেবল আয়াসের নিমিত্ত এবং বিদ্যা, শিল্পিদিগের নিপুণতা-
 মাত্র । হে মহাভাগ, এই সকলকে অসার জানিয়া যাহা উত্তম সার বলিয়া
 বিবেচনা করিয়াছি, তাহা প্রণাম পূর্বক আপনার নিকট বলিতেছি, শ্রবণ
 করুন । কোন্ ব্যক্তি রাজ্য হইব বলিয়া ইচ্ছা না করে ? আর কে বা
 ধনের অভিলাষ না করে ? কিন্তু মনুষ্য, আপনার প্রাক্তন কৰ্ম্ম অনুসারেই
 রাজ্য বা ধন প্রাপ্ত হইয়া থাকে, হে মহাভাগ, সকল ব্যক্তিই উন্নতি
 লাভের নিমিত্ত যত্ন করিতে থাকিলেও ভাগ্যই উন্নতি লাভের কারণ ।
 দেখুন জড়, অবিবেকী, বাহুবলশূন্য, এবং নীতিশাস্ত্রের বিরুদ্ধাচারী ব্যক্তি-
 দিগেরও ভাগ্যাবধীন রাজ্যভোগ হইয়া থাকে । অতএব যে মহতী শ্রী
 লাভ করিতে ইচ্ছা করে, তাহার পুণ্য কার্য্যেই যত্ন করা উচিত, এবং যে
 নির্বাণ লাভ করিতে ইচ্ছা করে, তাহার সমতা বিষয়ে যত্ন করা উচিত,
 দেব, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, এবং সরীসৃপ এই সকলই সেই অনন্ত বিষ্ণুরই

এবং জ্ঞাতে স ভগবান্ অনাদিঃ পরমেশ্বরঃ ।

প্রসীদত্যচ্যুতস্তস্মিন্ প্রসঙ্গে ক্লেশসংক্ষয়ঃ ॥১০১

দেহ, ভিন্নাকারে অবস্থিতি করিতেছে মাত্র, এই তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া স্বাবর
জঙ্গমাত্মক নিগিল জগৎকে আত্মবৎ দর্শন করাই উচিত, কারণ সেই বিক্ষুই
বিশ্বরূপ ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছেন। এই গূঢ় তত্ত্ব অবগত হইলে,
সেই ভগবান্ অনাদি পরমেশ্বর প্রসন্ন হয়েন এবং তিনি প্রসন্ন হইলে সমুদয়
ক্লেশ দূরীভূত হয় ২৮।৯৯।১০০।১০১

ভরতোপাখ্যান ।

২য় অংশ—দ্বয়োদশ অধ্যায় ।

মৈত্রেয় উবাচ ।

বহুতদভগবানাহ ভরতস্ত মহীপতেঃ ।

কথয়িষ্যামি চরিতং তন্নমাখ্যাতুমহসি ॥১

পরশর উবাচ ।

শালগ্রামে মহাভাগোভগবন্মাস্তমানসঃ ।

স উবাস চিরং কালং মৈত্রেয় পৃথিবীপতিঃ ॥২

অহিংসাদিধর্মেষু গুণেষু গুণিনাং বরঃ ।

অবাপ পরমাং কাষ্ঠাং মনসশ্চাপি সংযমে ॥৩

যজ্ঞশাচ্যুত গোবিন্দ মাধবানন্ত কেশব ।

বিষ্ণো কৃষ্ণ হৃষীকেশেত্যাহ রাজা স কেবলম্ ॥৪

নাত্তজ্জগাদ মৈত্রেয় কিঞ্চিৎ স্বপ্নান্তরেহপি চ ।

এতৎপরং তদর্থঞ্চ বিনা নাত্তদচিস্তয়ৎ ॥৫

সমিংপুষ্পকুশাদানং চক্রে দেবক্রিয়াক্রতে ।

নান্যানি চক্রে কৰ্ম্মাণি নিঃসঙ্কোযোগতপসঃ ॥৬

মৈত্রেয় বলিলেন, হে ভগবন্, আপনি যে ভরত রাজার চরিত কীর্তন করিবেন বলিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা কীর্তন করুন ।১

পরশর বলিলেন, হে মৈত্রেয়, সেই মহাভাগ মহীপতি ভরত ভগবানে চিত্ত অর্পণ করিয়া শালগ্রাম নামক স্থানে বহুকাল বাস করিয়াছিলেন । সেই গুণিশ্রেষ্ঠ নৃপতি অহিংসাদি সমুদয় গুণের এবং মনঃসংযমের চরম সীমা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । সেই রাজা সর্বদা কেবল যজ্ঞেশ, অচ্যুত, গোবিন্দ, মাধব, ইত্যাদি কৃষ্ণনাম মুখে উচ্চারণ করিতেন, এতদ্ভিন্ন আর কোন কথাই বলিতেন না এবং স্বপ্নাবস্থায়ও ঐ সকল নামেরই উচ্চারণ করিতেন, তদ্ভিন্ন অন্য বিষয়ের চিন্তা করিতেন না । সেই যোগরত তাপস নৃপতি নিঃসঙ্ক হইয়া দেবার্চনাদি ক্রিয়ার নিমিত্ত সমিং, পুষ্প ও কুশের আহরণ ভিন্ন আর কোন কৰ্ম্ম করিতেন না ।২।৩।৪।৫।৬

জগাম সোহিভিষেকার্থমেকদাতু মহানদীম্ ।
 সমৌ তত্র তদা চক্রে স্নানস্থানস্বরক্রিয়াঃ ॥৭
 অথাজগাম তত্তীর্থং জলং পাতুং পিপাসিতা ।
 আসন্নপ্রসবা ব্রহ্মন্ একৈব হরিণী বনাৎ ॥৮
 ততঃ সমভবত্তত্র পীতপ্রায়ে জলে তয়া ।
 সিংহস্য নাদঃ স্মমহান্ সৰ্ব্বপ্রাণিভয়ঙ্করঃ ॥৯
 ততঃ সা সহসা ত্রাসাদাপ্লুতা নিয়গাতটম্ ।
 অভ্যাকারোহণেনাস্ত্রা নদ্যাং গৰ্ভঃ পপাত সং ॥১০
 তমুহমানং বেগেন বীচিমালাপরিপ্লুতম্ ।
 জগ্রাহ স নৃপোগ্রভাং পতিতং মৃগপোতকম্ ॥১১
 গৰ্ভপ্রচ্যুতিদোষণে প্রোত্ত্ব ঞ্জাক্রমণেন চ ।
 মৈত্রেয় সাপি হরিণী পপাত চ মমার চ ॥১২
 হরিণীং তাং বিলোক্যাথ বিপল্লাং নৃপতাপসঃ ।
 মৃগপোতং সমাদায় নিজমাশ্রমমাগতঃ ॥১৩

সেই রাজা কোন দিন স্নানার্থ মহানদীতে গমন করিয়া স্নান ও স্নানের
 অনন্তর কর্তব্য ক্রিয়াসকল করিতেছেন, এমন সময় হে ব্রহ্মন্, কোন একটা
 আসন্নপ্রসবা হরিণী পিপাসিতা হইয়া জলপান করিবার নিমিত্ত বন হইতে
 সেই তীর্থে আগমন করিয়াছিল। অনন্তর হরিণীর জল পান প্রায় সমাপ্ত
 হইয়াছে, এমন সময়, সৰ্ব্বপ্রাণীর ভয়ঙ্কর অতিমহান্ সিংহনাদ সেই স্থানে
 প্রতিগোচর হইয়াছিল। ৭।৮-৯

সেই সিংহনাদ শ্রবণ করিবামাত্র ঐ হরিণী ভয়ে সহসা নদীর তটে
 লক্ষ্য দিয়া উঠিয়াছিল এবং অতি উচ্চস্থানে আরোহণনিবন্ধন নদীতে
 তাহার গৰ্ভ পতিত হইয়াছিল। তখন সেই রাজা তরঙ্গমালায় আপ্লুত
 নদীর বেগে প্রবাহিত গৰ্ভ হইতে পতিত ঐ মৃগপোতককে গ্রহণ করিলেন।
 হে মৈত্রেয়, গৰ্ভপ্রচ্যুতিদোষ এবং অতি উচ্চস্থান আক্রমণ এই দুই কারণে
 সেই হরিণী পড়িবা মাত্রই পঞ্চম প্রাপ্ত হইল। ১০।১১ ১২

সেই তাপস নৃপ হরিণীকে বিপল্লা দেখিয়া, ঐ মৃগ শাবকে গ্রহণ করত
 আপনার আশ্রমে গমন করিলেন। সেই নৃপ প্রত্যহ ঐ মৃগশাবকের
 শোষণ করিতে লাগিলেন এবং তৎকর্তৃক প্রতাপালিত হইয়া সেই
 মৃগপোতও বৃদ্ধিলাভ করিতে লাগিল। সেই মৃগ আশ্রমের পর্য্যন্তভাগস্থিত

চকারাহুদিনকাসৌ মৃগপোতস্ত বৈ নৃপঃ ।
 পোষণং পুষ্যমাণশ্চ স তেন ববুধে মূনে ॥১৪
 চচাশ্রমপর্যন্তং তৃণানি গহনেষু সঃ ।
 দূরং গতা চ শাদ্দূলত্রাসাদভ্যাঘরৌ পুনঃ ॥১৫
 প্রাতর্গত্বাতিদূরঞ্চ সায়মায়াত্যাশ্রমম্ ।
 পুনশ্চ ভরতস্যাহুদাশ্রমম্যোটজাজিক্রে ॥১৬
 তস্ত তস্মিন্ মৃগে দূরসমীপপরিবর্তিনি ।
 আসীচ্চেতঃ সমাযুক্তং ন যযাবন্ততোদ্বিজ ॥১৭
 বিমুক্তরাজ্যতনয়ঃ প্রোজ্জ্বলিতাশেষবান্ধবঃ ।
 মমত্বং স চকারোচ্চৈস্তস্মিন্ হরিণবালকে ॥১৮
 কিং বৃকৈর্ভক্ষিতোব্যাত্রৈঃ কিং সিংহেন নিপাতিতঃ ।
 চিরায়মাণে নিজ্রাস্তে তস্তাসীদিতি মানসম্ ॥১৯
 কালেন গচ্ছতা সৌহৃৎ কালঞ্চক্রে মহীপতিঃ ।
 পিতেব সাত্ৰং পুত্রেন মৃগপোতেন বীক্ষিতঃ ॥২০

বনে ভ্রমণ করতঃ তৃণাদি ভোজন করিত এবং অতিদূরে যাইয়া ব্যাঘ্রাদির
 ভয়ে পুনর্বার আশ্রমে আগমন করিত। প্রাতঃকালে অতিদূর গমন
 করিয়া সায়ংকালে আশ্রমে ফিরিয়া আসিত এবং পুনর্বার ভরতের পর্ণশালার
 অজ্বরে রাত্রিযাপন করিত । ১৩।১৪।১৫।১৬

হে দ্বিজ, সেই রাজার চিত্ত এই দূর ও সমীপে বিচরণশীল মৃগের উপর
 অতিশয় আসক্ত হইয়াছিল, স্ততরাং তপস্যাদি অস্ত্র কোন বিষয়েই আর গমন
 করিত না। সেই রাজা, রাজ্য, পুত্র এবং সমুদয় বন্ধুবান্ধবের মায়া
 পরিত্যাগ করিয়াও সেই হরিণীশিশুর উপর অত্যন্ত মমতায়ুক্ত হইয়াছিলেন।
 সেই মৃগশিশু আশ্রম হইতে নির্গত হইয়া ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব করিলে,
 রাজার মনে এইরূপ আশঙ্কা হইত, সেই মৃগপোতক, হয়ত, বৃক বা ঝাড়
 কর্তৃক ভক্ষিত হইয়াছে, অথবা সিংহ কর্তৃক নিপাতিত হইয়াছে। এইরূপে
 কিছুকাল অতীত হইলে, সেই রাজা, পিতা যেমন অন্তিম সময় সাশ্রনেত্র
 পুত্র কর্তৃক দৃষ্ট হইয়া কালকবলে পতিত হয়, সেইরূপ সাশ্রনেত্র মৃগশাবক
 কর্তৃক বীক্ষিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন, হে মৈত্রেয় সেই রাজা প্রাণ-
 ত্যাগ করিবার সময় মৃগকেই নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার হৃদয় তন্মগ্ন
 হওয়াতে তিনি আর কিছুই চিন্তা করেন নাই । ১৭।১৮।১৯।২০

মৃগমেব তদাজ্ঞাক্ষীং ত্যজন্ প্রাণানসাবপি ।
 তন্ময়ত্বেন মৈত্রেয় নাশ্রুং কিঞ্চিদচিস্তয়ং ॥২১
 ততশ্চ তৎকালকৃতাং ভাবনাং প্রাপ্য তাদৃশীম্ ।
 জম্বুমার্গে মহারণ্যে জাতোজাতিস্মরোমৃগঃ ॥২২
 তত্র চোৎসৃষ্টদেহোহস্মৌ জজ্ঞে জাতিস্মরোদ্বিজঃ ।
 সদাচারবতাং শুক্রে যোগিনাং প্রবরে কুলে ॥২৩

এই নিমিত্ত অর্থাৎ সেই মৃত্যুকালে তাদৃশ ভাবনা হওয়াতে রাজা জম্বু
 প্রদেশে কোন মহারণ্যে জাতিস্মর মৃগরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং শাল-
 গ্রামক্ষেত্রে সেই মৃগদেহ ত্যাগ করিয়া সদাচারশালী যোগরত ব্রাহ্মণদিগের
 বংশে জাতিস্মর ব্রাহ্মণরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ।

নারদীয় পুরাণ ।

(সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থে প্রদর্শিত অষ্টাদশ মহাপুরাণের তালিকায় “নারদীয়” পুরাণের নাম দৃষ্ট হয়। উহার শ্লোক সংখ্যা ২৫০০। কেহ কেহ বলেন, এই নারদীয় পুরাণ এবং বৃহন্নারদীয় পুরাণ একই, অপরে নারদীয়কে মহাপুরাণ এবং বৃহন্নারদীয়কে উপপুরাণ বলিয়া অনুমান করেন। আর কতকগুলি পণ্ডিত বৃহন্নারদীয়কে নারদীয় পুরাণের অংশ বলিয়া নির্দ্ধারণ করেন।

শব্দকল্পদ্রুমে এই শেষ মতই সমর্থিত হইয়াছে, যথাঃ—

শৃণু বিপ্র প্রবক্ষ্যামি পুরাণং নারদীয়কং ।

পঞ্চবিংশতি সাহস্রং বৃহচ্চিত্রকথাশ্রয়ং ॥

* * * * *

সনাতনেন মুনিনা নারদায় চতুর্থকে ।

পূর্বভাগোহয়মুদিতো বৃহদাখ্যানসংজ্ঞিতঃ ॥

আমরাও বৃহন্নারদীয়কে নারদীয় পুরাণের অংশ বিশেষ বলিয়া গ্রহণ করিলাম।

এই বৃহন্নারদীয় পুরাণ পাঠ করিলে, ইহা যে ভারতবর্ষে পাঁচপ্রকার উপাসক সম্প্রদায় প্রবৃত্ত হইবার পরে রচিত হইয়াছে, অন্তত এ সময় ইহাতে যে, অনেক নূতন অংশ সংযোজিত হইয়াছে, ইহা স্পষ্টই প্রতীত হয়। এমনকি, ইহার কোন কোন অংশ পাঠ করিলে এইরূপও বুঝা যায়

যে, ভারতবর্ষে যবনদিগের আগমনের পর ঐ সকল অংশ
সঙ্কলিত হইয়াছে । ইহার ভাষার জড়তা দেখিয়াও ইহার
আধুনিকত্ব প্রতীয়মান হয় । ফল, ইহা একখানি বৈষ্ণব
সম্প্রদায়ানুগত পুরাণ, সূতরাং ইহাতে বিষ্ণুই অপরাপর
দেব দেবী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন ।

যাহা হউক, আমরা এস্থলে এই বৃহন্নারদীয়পুরাণ
হইতেই সগর রাজার জন্মবিষয়ে সুন্দর ও সারগর্ভ উপাখ্যানটী
উদ্ধৃত করিতেছি ।

সহস্রাব্দীয় পুরাণ ।

(সগররাজার জন্মকথা ।)

ঋষয় উচুঃ ।

কোহসৌ রাক্ষসভাবেন মোচিতঃ সগরায়য়ে ।

সগরঃ কতমোরাজা কুত্র জাতোমুনীশ্বর ॥১

ভগীরথন্তৎকুলজো গঙ্গামাহুতবান্ কিল ।

স্বত তৎসৰ্গমদ্ব্যাকং বিস্তরাদবক্তু মইসি ॥২

স্বত উবাচ ।

শৃণুধ্বমৃষয় সৰ্বে নারদেন প্রভাবিতম্ ।

সমাক্ সনৎকুমারায় গঙ্গামাহাত্ম্যামৃতমম্ ॥৩

সৰ্বে যুয়ং মহাভাগাঃ কৃতার্থা নাত্র সংশয়ঃ ।

যতঃ প্রভাবং গঙ্গায়্য ভক্তিতঃ শ্রোতুমুদাতাঃ ॥৪

মাহাত্ম্যশ্রবণং যন্তা গঙ্গায়্যঃ স্কৃততাম্বনাম্ ।

দুর্লভং প্রাহরত্যস্তং মুনয়ো ব্রহ্মবাদিনঃ ॥৫

ঋষিগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে স্বত, সগরবংশে কোন বক্তি রাক্ষসভাব প্রাপ্ত হইয়া মোচিত হইয়াছিলেন? সগর সেই বংশের কতম রাজা? কোথায়ইবা তাঁহার জন্ম হইয়াছিল? আমরা শুনিতেপাই, তদংশীয় ভগীরথ এই পৃথিবীতে গঙ্গাকে আনয়ন করিয়াছিলেন। হে মুনীশ্বর, এই সকল কথা আমাদের নিকট বিস্তারপূর্বক কীর্তন করুন ॥১২

স্বত বলিলেন, হে ঋষিগণ, পূর্বে নারদ সনৎকুমারের নিকট যে গঙ্গা মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছিলেন, আপনারা সকলে তাহা শ্রবণ করুন। যে হেতু আপনারা সকলে ভক্তিপূর্বক গঙ্গার মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, অতএব আপনারা মহাভাগ এবং কৃতার্থ, সে বিষয় কোন সংশয় নাই। ব্রহ্মবাদী মুনীগণ অতিশয় পুণ্যবান্দিগেরও গঙ্গার মাহাত্ম্য শ্রবণ অত্যন্ত দুর্লভ বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন ॥৩৪৫

শৃংখলমুঘয়শিখ্রং সগরায়মুত্তমম্ ।
 গঙ্গাজলাভিষেকেন গতং বিষ্ণুপদং যথা ॥৬
 আসীদ্রবিকূলে প্রাক্তো বাহনাম বৃক্সাজঃ ।
 বুভুজে পৃথিবীঃ সর্ক্সাং ধর্মতোধর্মতৎপরঃ ॥৭
 ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চাত্তে চ জন্তবঃ ।
 পালিতাঃ স্বশ্ববৃত্তৈব তস্মাদ বাহুর্বিশাম্পতিঃ ॥৮
 ইয়াজ মোহম্মেধান্ বৈ সপ্তদ্বীপেষু সপ্ততিম্ ।
 অতর্পর্যং সূরান্ সর্ক্সান্ গেহে মালাদিভির্বিজাঃ ॥৯
 অরংস্ত নীতিশাস্ত্রেষু ব্যজেষ্ঠ পরিপহ্নিনঃ ।
 মেনে কৃতার্থমাস্মানমনন্তমুপকারিণম্ ॥১০
 চন্দনানি মনোজ্ঞানি অমূলিম্পন্নরঃ সদা ।
 বিভূষণাল্যপস্কুর্ক্সংস্তদ্রাষ্ট্রে সূখিনো জনাঃ ॥১১
 অকৃষ্টপচ্যা পৃথিবী ফলপুষ্পসমবিতা ।
 ববর্ষ বৃষ্টিং দেবেস্ত্র কালে কালে মুনীশ্বরঃ ॥১২

হে ঋষিগণ, সর্ক্সশ্রেষ্ঠ সগরবংশ গঙ্গাজলাভিষেক প্রভাবে যেক্ষপে বিষ্ণুপদ-
 প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই বিচিত্র উপাখ্যান শ্রবণ করুন ।৬

সূর্য্যবংশে বৃকের পুত্র বাহনামে একজন প্রজ্ঞাশক্তিম্পন্ন রাজা উৎপন্ন
 হইয়াছিলেন । সেই ধর্ম্মপরায়ণ রাজা ধর্ম্মতঃ সমুদয় পৃথিবীর পালন
 করিয়াছিলেন । ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চতুর্ক্লিধ মনুষ্য এবং অপর
 জীব সকল তৎকর্ত্তৃক নিজ নিজ বৃত্তিতে স্থাপিত হইয়াছিল, এই নিমিত্ত
 বাহু প্রকৃত বিশাম্পতি শব্দের বাচ্য হইয়াছিলেন ।৭

হে বিজগণ, সেই বাহু সপ্তদ্বীপে সপ্ততি অর্থাৎ ৭০টা অখমেধ যজ্ঞের
 অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং আপনার গৃহে সমুদয় দেবতাকে মালাদি দ্বারা
 পূজা করিয়াছিলেন । তিনি নীতিশাস্ত্রে সর্ক্সদা নিরত থাকিতেন । এবং
 শত্রুদিগকে জয় করিয়াছিলেন । তিনি পরের উপকার করিয়া আপনাকে
 অদ্বিতীয় কৃতার্থ বিবেচনা করিতেন ।১০

তাঁহার রাজ্যে প্রজাসকল মনোহর চন্দন দ্বারা শরীরের অমূল্যলপন করিত,
 সুন্দর ভূষণ ধারণ করিত এবং সম্পূর্ণ সুখী হইয়াছিল । হে মুনীশ্বরগণ,
 বাহুর শাসন সময় পৃথিবী বিনা কর্ষণে নানাবিধ ফলপুষ্পে যুক্ত হইয়াছিল,
 এবং ইন্দ্র ও যথা সময় বর্ষণ করিতেন ॥১১১২

অনোদধুর্নাপর্যাধে প্রজা ধর্মেণ পালিতাঃ ।
 ঋষয়শ্চাতপন্থ সাধু নিশ্চিন্তাহেন সর্ষদা ॥১৩
 সর্ষশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞঃ কৃতজ্ঞঃ শুভলক্ষণঃ ।
 অরক্ষদ্ গাং মহাভাগাং সমানামুন্নতিং গুণাম্ ॥১৪
 একদা তশ্চ রাজ্ঞো বৈ সর্ষসম্পদ্বিনাশকৃৎ ।
 অহঙ্কারোমহান্ জজ্ঞে সাংসর্যো লোভহেতুকঃ ॥১৫
 অহং রাজা সমস্তানাং লোকানাং শাসকো বলী ।
 মর্যাহকারি ক্রতুচরো মন্তঃ পূজ্যোহস্তি কঃ পরঃ ॥১৬
 অহং বিচক্ষণঃ শ্রীমান্ জিতাঃ সর্ষে হরাতয়ঃ ।
 পাতা সমস্তদ্বীপানাং বিশ্বজিচ্ছিক্ষকো গুণী ॥১৭
 অহঙ্কারস্থিতেহস্ত রক্ষিতা শিক্ষকো গুণী ।
 বেদবেদাস্তত্ত্বজ্ঞো নীতিশাস্ত্রার্থকোবিদঃ ॥১৮
 অজ্ঞেয়োব্যাহতৈশ্বর্য্যো মন্তঃ কোহন্যোহধিকোবিভূঃ ।
 এবং তস্ত মহীপশ্চ হৃদ্যাকারোবিমোহজঃ ।
 নাশহেতুঃ সমস্তানাং সম্পদামভবন্মানে ॥১৯

প্রজাগণ তৎকর্তৃক ন্যায়তঃ প্রতিপালিত হইয়া কোন পাপ কার্য্যের
 প্রতি মন করিত না এবং ঋষিগণ সর্ষদা নির্দিষ্ট তপস্যার আচরণ করিতেন ।
 সেই রাজা সর্ষশাস্ত্রে অভিজ্ঞ, কৃতজ্ঞ এবং শুভ লক্ষণ সম্পন্ন ছিলেন । তিনি
 অক্ষুণ্ণ রাজভক্তিশালিনী, সর্ষগুণসম্পন্ন পৃথিবীকে যথাবিধি রক্ষা করিয়া-
 ছিলেন । ১৩.১৪

কালক্রমে সেই রাজার সকল সম্পদের বিনাশক, লোভের উদ্দীপক,
 প্রবল অহঙ্কার উৎপন্ন হইয়াছিল । সেই অহঙ্কার প্রভাবে তিনি চিন্তা করিয়া-
 ছিলেন, আমি প্রবলবল্য, পন্ন এবং সমস্ত লোকের একমাত্র দণ্ডমুণ্ড বিধাতা
 বাজা, আমি সমস্ত ষাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছি, অতএব আমি ছাড়া আর
 কে লোকের পুঞ্জনীর আছে ? । ১৫.১৬

আমি সর্ষ কার্য্যে বিচক্ষণ এবং স্ত্রীসম্পন্ন । আমি নিখিল অরাতিবর্গের
 জয় করিয়াছি, সমস্ত দ্বীপের আমিই রক্ষক । আমি বিশ্ববিজয়ী, আমি লোক-
 দিগের সমুচিত শিক্ষাদাতা এবং সর্ষগুণসম্পন্ন । আমিই অভিমানের
 যোগ্যপাত্র, লোকের রক্ষক, বেদবেদাস্তের তত্ত্বজ্ঞ, নীতিশাস্ত্রবিশারদ, অজ্ঞেয়,
 অব্যাহতৈশ্বর্য্য, অতএব আমি অপেক্ষা অধিক বিভবশালী আর কে আছে ? ।

অহঙ্কারঃ স্থিতো যত্র তত্র কামাদয়ো ধ্রুবম্ ।

যেষু স্থিতেষু স নরো বিনশ্চতি ন সংশয়ঃ ॥২০

যৌবনং ধনসম্পত্তিঃ প্রভুত্বমবिवেকিতা ।

একৈকমপ্যনর্থায় কিমু যত্র চতুষ্টয়ম্ ॥২১

অস্থ্যা মহতী জাতা সৰ্বলোকবিরোধিনী ।

স্বদেহনাশিনী পাশা সৰ্বসম্পদ্বিনাশিনী ॥২২

বিবেকহীনে পুরুষে যদি সম্পৎ প্রবর্ততে ।

অতীব চঞ্চলা জ্ঞেয়া তটিনী শারদীব সা ॥২৩

অস্থ্যাবিষ্টমনসাং যদি সম্পৎ প্রবর্ততে ।

তুষাঘ্নিবারুসংযোগমিব জানীধ্বমুত্তমাঃ ॥২৪

অস্থ্যোপেতমনসাং দস্তাচারবতাং তথা ।

পুরুষোক্তিরতানাঞ্চ সূখং নেহ পরত্র চ ॥২৫

অস্থ্যাবিষ্টমনসাং সদা নিষ্ঠুরভাষিণাম্ ।

প্রিয়া বা তনয়া বাপি বাকুবা বাপ্যারাতয়ঃ ॥২৬

হে মুনিসত্তম সেই রাজার বিমোহজনিত এবম্বিধ অহঙ্কার নিখিল সম্পদ-
বিনাশের কারণ হইয়া উঠিল । ১৭।১৮।১৯

যে স্থানে প্রবল অহঙ্কার বিদ্যমান, সেই স্থানে নিশ্চয়ই কাম প্রভৃতির
প্রাভুর্ভাব হয়, এবং কাম প্রভৃতি রিপুগণ যে মনুষ্যের অন্তঃকরণে স্থান গ্রাণ্ণ
হয়, সেই মনুষ্য নিশ্চয়ই বিনাশ লাভ করে । যৌবন, ধন, সম্পত্তি,
প্রভুত্ব এবং অবিবেকিতা, ইহাদের এক একটাই অনর্থের হেতু, বাহ্যেতে এই
চারিটাই বিদ্যমান, তাহার কথা আর কি বলিব ? সেই রাজার সৰ্বলোক-
বিরোধিনী, সৰ্বসম্পদ-বিনাশিনী, এমন কি স্বদেহেরও ক্ষয়কাষিণী, এইরূপ
মহতী অস্থ্যা উৎপন্ন হইয়াছিল । অবিবেকী পুরুষের সম্পৎ শরৎকালীন
নদীর ন্যায় সৰ্বদাই শেষোন্মুখী । হে সাধুগণ, অস্থ্যাবিষ্টচিত্তদিগের সম্পদ
ভূষ, অগ্নি এবং বায়ু, এই ত্রিতয়ের সংযোগের ন্যায় ক্ষণকালের মধ্যেই অদৃশ্য
হয়, জানিবে । ২০।২১।২২।২৩।২৪

“স্থ্যচিত্ত, দস্তাচার ও অপ্রিয়ভাবীদিগের ইহ বা পরলোকে কখনই
সুখ হয় না । অস্থ্যাবিষ্ট এবং সৰ্বদা নিষ্ঠুরভাবীদিগের প্রিয় মিত্র, গুরু
বা বন্ধুবর্গ, সকলেই শত্রু রূপে পরিণত হয় । যে মনুষ্য, পরের সম্পদ দেখিয়া
নিভা অস্থ্যা প্রকাশ করে, সে নিশ্চয়ই আপনাতঃ নিখিল স্বপক্ষ-হেতু নষ্ট হয় ।

যোহ্ময়াং কুরুতে নিতাং সমীক্ষ্য চ পরশ্রিয়ম্ ।
 সৰ্ব্বপক্ষচ্ছেদায় কুঠারো নাজ মংসরঃ ॥২৮
 যঃ শ্রেয়োবিনাশায় কুর্যাদ্ যত্র নরো যদি ।
 সৰ্ব্বেষাং শ্রেয়সাং দন্তাং স কুর্য্যাৎ মংসরং সৰ্বা ॥২৯
 মিত্রাপত্যগৃহক্ষেত্রধনধাত্তবশঃসু চ ।
 হানিমিচ্ছন্ নরঃ কুর্যাদম্শ্যাং স ততং বিজ্ঞাঃ ॥৩০
 অথ তস্ত স্থিরাপংস্তাদম্শ্যাবিষ্টচেতসঃ ।
 হৈহয়ান্তালজজ্বাশ্চ বলিনোহ রাতয়োহভবন্ ॥৩১
 যস্তানুকূলঃ পদ্মেশঃ সৌভাগ্যং তস্ত বর্ধিতে ।
 স এব যস্ত বিমুখঃ সৌভাগ্যং তস্ত হীয়তে ॥৩২
 তাবৎ পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ ধনধাত্তগৃহাদয়ঃ ।
 যাবদীক্ষেত লক্ষ্মীশঃ রূপাপাঞ্জন সন্তমাঃ ॥৩৩
 অপি মূৰ্খান্ধবধিরজডাঃ শূরা বিবেকিনঃ ।
 শ্লাঘা ভবন্তি বিপ্রেন্দ্রাঃ প্রেক্ষিতা মাধবেন যে ॥৩৪

বার নিমিত্ত নিজেই কুঠার ধারণ করে । যদি কোন মনুষ্যের নিজের কল্যাণের উচ্ছেদ করিতে যত্ন থাকে, তাহা হইলে সে দন্তবশতঃ সৰ্ব্বদা অপরের মঙ্গলের প্রতি মংসর প্রকাশ করুক । যে মনুষ্য আপনার মিত্র, অপত্য, গৃহ, ক্ষেত্র, ধন, ধান্য এবং যশের হানি ইচ্ছা করে, হে ব্রাহ্মণগণ, সে সৰ্ব্বদা পরের প্রতি অম্শ্যা প্রকাশ করুক । ২৬২৭২৮২৯৩০

যাহার চিত্ত সৰ্ব্বদা অম্শ্যা দ্বারা আবিষ্ট, তাহার উপর আপং সকল স্থিরাবে আপতিত হয়, সুতরাং সেই রাজার হৈহয়, তালজজ্ব প্রভৃতি লবান্ রাজাসকল শত্রু হইয়া উঠিল । ভগবান্ নারায়ণ যাহার প্রতি অনুকূল থাকেন, তাহার সৌভাগ্য ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়, আর তিনি যাহার প্রতি বিমুখ, তাহার সৌভাগ্য দিন দিন বিনষ্ট হইতে থাকে । হে সাধুগণ, য পর্য্যন্ত ভগবান্ কমলাপতি রূপাকটাক্ষরার অবলোকন করেন, সেই পর্য্যন্ত লোকের পুত্র, পৌত্র, ধন, ধাত্ত, এবং গৃহাদি অক্ষুণ্ণ ভাবে বিরাজমান থাকে, হে বিপ্রেন্দ্রগণ, যে সকল ব্যক্তির উপর ভগবান্ নারায়ণের কটাক্ষ পতিত হয়, তাহারা মূৰ্খ, অন্ধ, বধির, জড়, শূর, (গোয়ার) এবং অবিবেকী হইলেও অনায়াসে শ্লাঘ্যতা লাভ করে । যাহার সৌভাগ্য ক্ষীণ হয়, তাহারই

সৌভাগ্যং যন্ত হীরতে তস্তাস্থ্যাদিহুগ্ধাঃ ।
 ভবন্তি নাত্র সন্দেহোজন্তদেবোহবিশেষতঃ ॥৩৫
 যন্ত কস্তাপি যো দেষণ কুরুতে মূঢ়ধীর্নরঃ ।
 তন্ত সর্কানি নশ্যন্তি শ্রেয়াংসি মুনিসত্তমাঃ ॥৩৬
 অস্থয়া বর্ততে যস্মিন্ তন্ত বিষ্ণুঃ পরায়ুধঃ ।
 তন্ত শ্রেয়াংসি সর্কানি বিনশ্যন্তি ততো ঋবম্ ॥৩৭
 বিবেকং হস্ত্যহঙ্কাবোহবিবেকানুজীবিনঃ ।
 আপদং সন্তবন্ত্যেব অহঙ্কারং ত্যজেত্ততঃ ॥৩৮
 অহঙ্কারো ভবেদ্যন্ত তন্ত নাপোহতিবেগতঃ ।
 অসূয়াদ্যা অহঙ্কারমহুগচ্ছন্তি বৈ দ্বিজাঃ ॥৩৯
 অসূয়াবিষ্টমনসন্তন্ত রাজ্ঞঃ পঠৈঃ সহ ।
 আয়োদনং ঘোরমাসীন্মাসমেকং নিরন্তবম্ ॥৪০
 হৈহয়ৈস্তালজ্জৈজ্জয়ৈঃ রিপুভিঃ স পবাজিতঃ ।
 সজায়ো বিপিনং ভেদ্যে সহনা নৃষ্টপিষ্টপঃ ॥৪১
 তৈরেব রিপুভিত্তন্ত ভাৰ্য্যায়ঃ বিব্রোভনাতাঃ ।
 দন্তোগরো মহাবোরো গৰ্ভন্তস্তায় ভীকভিঃ ॥৪২

যে অস্থয়া প্রভৃতি দুঃখের উদয় ও অবিশেষে প্রাণীদিগের উপর দেব হয়, ইহাতে কোন সংশয় নাই । ৩১।৩২।৩৩ ৩৪।৩৫

হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ, যে মূঢ়বুদ্ধি, মনুষ্য সকলের উপর দেব কবে, তাহার নিখিল মঙ্গল বিনষ্ট হয়। যাহার হৃদয়ে অস্থয়া স্থিতি কবে, তাহার প্রতি ভগবান্ বিমুখ হন, এবং সেই ভগবানের বিমুখতানিবন্ধনই তাহার নিখিল মঙ্গল বিনষ্ট হয়। অহঙ্কার বিবেককে নষ্ট করে, এবং অবিবেকী ব্যক্তির সর্কবিধ আপং সম্ভূত হয়, সুতরাং অহঙ্কারকে সর্কতোভাবে পরিত্যাগ করা উচিত। যাহার হৃদয়ে অহঙ্কারের উদয় হয়, তাহার শীঘ্রই বিনাশ ঘটে, কাবণ হে দ্বিজগণ, অস্থ্যাদি দোষ সকল অহঙ্কারেরই অমুগমন কবে। অনন্তর সেই অস্থ্যাবিষ্টচিত্ত নৃপতির শক্রদিগের সহিত একমাস ধরিয়া নিয়ত ঘোর যুদ্ধ হইয়াছিল । ৩৬।৩৭।৩৮।৩৯।৪০

সেই রাজা হৈহয়, তালজ্জয় প্রভৃতি শক্রগণ কর্তৃক পরাজিত ও তৎকথাৎ রাজ্যচ্যুত হইয়া ভাৰ্য্যার সহিত বনে গমন করিলেন। হে বিব্রো-শ্রেষ্ঠ মুনিগণ, সেই ভীক শক্রগণ গৰ্ভস্থ বালকের বিনাশ সাধনার্থ ঐ রাগার

স বাহুঃ সহিতো দুঃখী অন্তর্কর্ত্তা চ ভাৰ্য্যা ।
 বনাদবনাস্তরং গচ্ছন্নোৰ্দ্ধাশ্রমপদং যথৌ ॥৪৩
 নিদাঘতাপিতো বাহুঃ পাদচাৰ্য্যতিদুঃখিতঃ ।
 স্বকৰ্ম্ম বিলপংস্তত্র ক্ষুংক্ষামস্তৃষিতোহভবৎ ॥৪৪
 ক্ষুংক্ষাময়া তয়া যুক্তো গৰ্ভিণ্যা ভাৰ্য্যা সহ ।
 অবাপ পরমাং তুষ্টিং তত্র দৃষ্ট্ৱা মহৎ সরঃ ॥৪৫
 অহ্মরোপেতমনসস্তস্ত ভাবং নিবীক্ষ্য চ ।
 সরোগতা বিহঙ্গাস্তে লীনাশ্চিহ্নমিদং জগুঃ ॥৪৬
 অহৌ কষ্টমসৌ নুনং পাপকৰ্ম্মা সমাগতঃ ।
 বিশদমগুজা বাসনিত্যুচুস্তে বিহঙ্গমাঃ ॥৪৭
 অহ্মরোপেতমনসঃ তং দৃষ্ট্ৱা চুক্ষুঃ খগাঃ ।
 অহৌহস্যাং কষ্টতরাং ধিগ্ জগৎকষ্টহেতুকীম্ ॥৪৮
 সৌহবগাহ্য সরো ভূপঃ স্নাত্তা পীত্বা জলং বহু ।
 বৃক্ষমূলং সমাপ্রিত্য সভাৰ্য্যঃ প্রজহৌ শ্রমম্ ॥৪৯

গৰ্ভিনী ভাৰ্য্যার শরীবে অতি তীব্র বিষ প্রয়োগ করিয়াছিল। সেই দুঃখী রাজা বাহু, গৰ্ভিনী ভাৰ্য্যার সহিত বন হইতে বনাস্তর ভ্রমণ করিতে করিতে ঐরূপে নিদাঘতাপিত হইলেন। ঐরূপে সঞ্চারিত পাদচারী অতিদুঃখিত বাহু, স্বকৃত কৰ্ম্মের অনুশোচন করত ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় আকুল হইয়াছিলেন। ক্ষুধায় কাতবীভূত গৰ্ভবতী ভাৰ্য্যার সহিত ভ্রমণকারী রাজা সেই আশ্রমে একটা বৃহৎ সরোবর দেখিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন। সেই অহ্মরোপিত রাজার অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া সরোবরস্থিত পক্ষী সকল বৃক্ষের অন্তরালে লীন হইয়া পরস্পর এইরূপ বিচিত্র আলাপ করিয়াছিল। ৪১।৪২।৪৩।৪৪।৪৫।৪৬

তাহারা বলিয়াছিল, হায় কি কষ্ট! একজন পাপাচারী এই সরোবরে নাগত হইয়াছে, অতএব হে বিহঙ্গগণ, স্ব স্ব আবাসে প্রবেশ কর। সেই সূৰ্য্যবিষ্টচিত্ত রাজাকে দেখিয়া পক্ষিগণ উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছিল, অহৌ! গতির ক্লেশকারিণী ক্রুররূপা অসূরাকে ধিক্।

সেই নৃপতি ভাৰ্য্যার সহিত ঐ সরোবরে অবগাহন পূৰ্ব্বক নান ও বহু লণপান করিয়া বৃক্ষমূল আশ্রয় করতঃ শ্রম দূর করিলেন। ৪৭।৪৮।৪৯

তস্মিন্ বাহৌ বনং যাতে তেনৈব পরিরক্ষিতাঃ ।
 হৃৎগান্ সংগণয়াস্য বিক্ৰিন্ধিত্যবদন্ জনাঃ ॥৫০
 যো বা কো বা গুণী মৰ্ত্তাঃ সৰ্ব্বশ্লাঘাতরো দ্বিজাঃ ।
 সৰ্ব্বসম্পৎসমায়ুক্তো হ্যপ্যগুণী নিন্দিতোজনৈঃ ॥৫১
 অহোহীকীৰ্ত্তিসমো মৃত্যুশ্চিহ্ন লোকেষু নো নৃণাম্ ।
 তথা কীৰ্ত্তিসমা মাতা ত্রিষু লোকেষু নো নৃণাম্ ॥৫২
 যদা বাহুর্জনং যাতস্তদা তত্রাষ্ট্রগা জনাঃ ।
 সন্তোষং পরমং যাতাঃ স্বরিণৌ নিহতে যথা ॥৫৩
 নিন্দিতো বাহুজোবাহুমৃতবৎ কাননে স্থিতঃ ।
 ন হস্তি কমপযশোলোকে বিবুধসন্তমাঃ ॥৫৪
 নাস্ত্যকীৰ্ত্তিসমো মৃত্যু নাস্তি ক্রোধসমো রিপুঃ ।
 নাস্তি নিন্দাসমং পাপং নাস্তি মোহসমং ভয়ম্ ॥৫৫
 নাস্ত্যঅহস্যসমাহ কীৰ্ত্তির্নাস্তি কামসমোহনলঃ ।
 নাস্তি রাগসমং পাশো নাস্তি সঙ্গসমং বিষম্ ॥৫৬

বাহু বনে গমন করিলে তৎকর্তৃক পরিপালিত প্রজাগণ তাঁহার দোষ সকল স্মরণ করত তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া দিক্কার দিয়াছিল ।৫০

হে ব্রাহ্মগণ, গুণবান্ মনুষ্য যে কোন অবস্থা লাভ করুক না কেন, সকলের শ্লাঘার পাত্র হয়, আর গুণহীন ব্যক্তি সৰ্ব্ববিধ সম্পৎশালী হইলেও লোকের নিকট নিন্দার পাত্র রূপে পরিগণিত হয় ।৫১

ত্রিভুবনে মনুষ্যদিগের অকীৰ্ত্তিসদৃশ মৃত্যু অর্থাৎ অনিষ্টকারী আর কিছুই নাই ; এবং কীৰ্ত্তিতুল্য মাতা অর্থাৎ হিতকারিণী আর কেহ নাই । বাহু বনে গমন করিলে, তাঁহার রাজ্যবাসী প্রজাগণ, শত্রু নিহত হইলে যাদৃশ আনন্দ হয়, তদ্রূপ আনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিল । ক্ষত্রিয়কুলজাত বাহু, নিখিল প্রজার নিন্দার পাত্র হইয়া বনে বাইয়া লজ্জা ও ঘৃণায় মৃতবৎ অবস্থান করিতে লাগিলেন । হে বিবুধসন্তম ঋষিগণ, ইহলোকে অপযশ কাহাকে না নিহত করে ? অকীৰ্ত্তিতুল্য মৃত্যুর কারণ আর কিছুই নাই, ক্রোধতুল্য আর রিপুও নাই, নিন্দাতুল্য পাপও নাই, মোহতুল্য ভয়ও নাই, এবং অহস্যার সমান আর অকীৰ্ত্তিও নাই । কামের সমান অগ্নিও আর নাই, বিষয়তৃষ্ণার সমান পাশও আর নাই, এবং বিষয়াসক্তির সমান বিষও আর নাই ।৫২ ৫৩ ৫৪ ৫৫ ৫৬

এবং বিলপ্য বহুধা বাহ্যরতাশুভঃখিতঃ ।
 জীর্ণাঙ্গো মনসস্তাপাৎ বুদ্ধভাবমুপাগতঃ ॥৫৭
 গতে বহুতিথে কালে ঔর্ধ্বাশ্রমসমীপগঃ ।
 স বাহুব্যাধিসংযুক্তো মমার মুনিসত্তমাঃ ॥৫৮
 তস্ত ভার্য্যাতিদুঃখার্থী গর্তিনী বিজনে বনে ।
 বিলপ্য বহুধা তত্র সহগতঃ মনো দখে ॥৫৯
 অনীয়া সা ততস্তিস্কান্ চিতাং কৃৎস্নাতিদুঃখিতা ।
 আরোপ্য পতিমারোহুং স্বয়ং সমুপচক্রমে ॥৬০
 এতপ্পিরন্তরে ধীমান্ ঔর্ধ্বস্তেজোনিধিমুনিঃ ।
 এতদ্বিজ্ঞাতবান্ সর্বং পরমেণ সমাধিনা ॥৬১
 ভূতঞ্চ বর্তমানঞ্চ ভাবি চাপি মুনীশ্বরাঃ ।
 গতাস্থা মহাত্মানঃ পশুন্তি জ্ঞানচক্ষুষা ॥৬২
 তপোযিস্তেজসাং রাশিরোর্ধ্বঃ পুণ্যতমো মুনিঃ ।
 প্রাপ্তবাংস্তরসা সাক্ষী যত্র বাহুপ্রিয়া স্থিতা ॥৬৩
 চিতামারোহু মুদুবৃক্সাঃ তাং দৃষ্ট্বা মুনিসত্তমঃ ।
 প্রোবাচ ধর্ম্মমূলানি বাক্যানি বিবুধবভাঃ ॥৬৪

অত্যন্ত দুঃখিত বাহু এইরূপ অনেক প্রকার বিলাপ করতঃ মনের দুঃখে
 জীর্ণাঙ্গ হইয়া বুদ্ধ প্রাপ্ত হইলেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠসকল, এই অবস্থায়
 বহুকাল গত হইলে বাহু ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তাঁহার
 গর্তিনী ভার্য্যা দুঃখে অতিশয় কাতর হইয়া সেই নির্জন বনে অনেক বিলাপ
 করিয়া সহগমন করিতে অভিলাষ করিয়াছিলেন। সেই দুঃখসন্তাপী রাজ্ঞী
 কাষ্ঠদণ্ড করিয়া চিতা নির্মাণ করিলেন এবং তাহাতে নিজ পতিকে
 আরোপিত করিয়া স্বয়ং চিতাধিরোহণে প্রবৃত্ত হইতেছেন, এমন সময়, ধীমান্
 তেজোনিধি মহামুনি ঔর্ধ্ব পরম সমাধিগ্রভাবে সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত
 হইলেন। ৫৭।৫৮।৫৯।৬০।৬১

অযশাস্ত মহাত্মা মুনীশ্বরেরা জ্ঞানচক্ষুপ্রভাবে ভূত, বর্তমান এবং
 ভবিষ্যৎ দর্শন করিয়া থাকেন। সেই তপোনিধি, তেজোরশি, অতি
 পবিত্রচরিত মহামুনি ঔর্ধ্ব, যে স্থানে সেই সাক্ষী বাহুপত্নী অবস্থান করিতে-
 ছিলেন, অতি স্তব্ধ হইয়া সেই স্থানে আগমন করিলেন। হে মুনিগণ, সেই
 মুনিপ্রধান ঔর্ধ্ব, তাঁহাকে চিতাধিরোহণে প্রবৃত্ত দেখিয়া ধর্ম্মমূলক বচন
 পরম্পরায় সাধনা করিতে লাগিলেন। ৬২।৬৩।৬৪

ঋষিকবাচ ।

রাজবর্ষাপ্রিয়ে সাধিব মাকুরুষাতিসাহসম্ ।
 তবোদরে চক্রবর্তী শত্রুহন্তা হি তিষ্ঠতি ॥৬৫
 বালাপত্যাশ্চ গর্ভিণ্যো হ্যদৃষ্টম্ভবন্তথা ।
 রজস্বলা রাজসুতে নারোহস্তি চিতাং শুভে ॥৬৬
 ব্রহ্মহত্যাদিপাপানাং প্রোক্তা নিকৃতিকৃতমৈঃ ।
 দম্বস্ত নিন্দকস্তাপি জগন্নয় ন নিকৃতিঃ ॥৬৭
 নাপ্তিকস্ত কৃতন্নয় ধর্মোপেক্ষারতস্ত চ ।
 বিখ্যাসঘাতকস্তাপি নিকৃতি নাস্তি সূরতে ॥৬৮
 তস্মাদেতন্মহাপাপং কৰ্ত্তুং নাইসি ভাবিনি ।
 যদেতৎদুঃখমুৎপন্নং তৎ সৰ্ব্বং শান্তি মেয্যতি ॥৬৯
 ইতুাজা মুনিনা সাধ্বো নিশম্য তদন্নুগ্রহম্ ।
 বিললাপাতিদুঃখার্থী নিগৃহ্য চরণৌ মুনেঃ ॥৭০
 ঔর্কোহপি তাং পুনঃ প্রাহ সৰ্ব্বশাস্ত্রার্থকোবিদঃ ।
 মারোদীরাজতনয়ে শ্রিয়মন্ত্যং গমিযাসি ॥৭১

ঋষি বলিলেন, অগ্নি সাধিব, রাজাণীব্রাজমহিষি, এইরূপ অতি সাহসের
 অনুষ্ঠান করিবেন না । আপনার উদরে শত্রুনিহন্তা চক্রবর্তী পুত্র অবস্থান
 করিতেছে । হে শুভে রাজপুত্রি, বালাপতা, গর্ভবতী, অজ্ঞাতব্রহ্মা কণ্ঠা,
 এবং রজস্বলা, ইহারা সকলেই চিতাধিরোহণে অর্থাৎ সহগমনে নিধির
 হইয়াছে । পণ্ডিতগণ ব্রহ্মহত্যাদি পাপ হইতেও নিকৃতির উপায় বলিয়া-
 ছেন, কিন্তু দাস্তিক, নিন্দক এবং জগৎবাতীর নিকৃতির উপায় বলেন
 নাই । হে সূরতে, নাপ্তিক, কৃতন্ন, ধর্মাবজ্ঞাকারী, এবং বিখ্যাসঘাতক,
 ইহাদিগের আর নিকৃতি নাই । অতএব হে ভাবিনি, একপাপপাণ কাণ
 করিও না । তুমি যে সকল দুঃখভোগ করিতেছ, অচিরেই উহাদের নিরুতি
 হইবে । মুনি এইরূপ বলিলে, ঠাহার অনুগ্রহের কথা শুনিয়া সেই অতি
 দুঃখার্থী সাধ্বী রাজপত্নী মূনির চরণদ্বয় ধারণ পূর্বক রোদন করিতে
 লাগিলেন । ৬৫.৬৬.৬৭.৬৮.৬৯.৭০

সেই সৰ্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞ ঔর্ক ঠাহাকে পুনর্ব্বার বলিলেন, হে রাজপুত্র
 রোদন করিও না অন্তবিধ সম্পদ লাভ করিবে । হে বুদ্ধিমতি, অশ্রমোচ্চ

জা মুঞ্চাশ্চ মহাবুদ্ধে প্রেতং দহতি তবতঃ ।
 ভান্নাচ্ছোকং পরিত্যজ্য কুরু কালোচিতাং ক্রিয়াম্ ॥৭২
 পণ্ডিতে বাহতিমূৰ্খে বা দরিত্রে বা শ্রিয়ান্বিতে ।
 দুৰ্লভে বা স্বতো বাপি মৃত্যোঃ সৰ্ব্বত্র তুল্যতা ॥৭৩
 নগরে বা বনে বাপি সমুদ্রে পৰ্ব্বতেহপি চ ।
 যৎ কৃতং জন্তুনা যেন তচ্ছোকব্যং ন সংশয়ঃ ॥৭৪
 অপ্ৰার্থিতানি হুঃখানি বথৈবায়ান্তি দেহিনাম্ ।
 স্মৃথাহপি তথা নশ্চে দৈবমব্রাতিরিচ্যতে ॥৭৫
 যৎ যৎ পুরাতনং কৰ্ম্ম তত্তদেবেহ ভূজ্যতে ।
 কারণং দৈবমেবাত্ম নাত্মোহ স্তোপাধিকো জনঃ ॥৭৬
 গৰ্ভে বা বাল্যভাবে বা যৌবনে বার্কিকেহ পি বা ।
 মৃত্যোর্কশং প্রমাতব্যং জন্তুভিঃ কমলাননে ॥৭৭

করিও না, অশ্রদ্ধা বস্তুতই প্রেতকে দত্ত করে। অতএব শোক পরিত্যাগ করিয়া সময়োচিত কার্যের অনুষ্ঠান কর। পণ্ডিতই হউক, অতিমূৰ্খই হউক, দরিদ্রই হউক, ধনীই হউক, দুৰ্লভই হউক বা যতিই হউক, ইহাদের সকলের উপরেই মৃত্যুর সমান প্রভুত্ব। নগর মধ্যেই হউক, ঘোর অরণ্যভ্যন্তরেই হউক, সমুদ্রমধ্যেই হউক বা পৰ্ব্বতশিখরেই হউক, এই সকল স্থানেই যে যে কার্য্য করিয়াছে, সে অবশ্যই তাহার ফল ভোগ করিবে। মনুষ্যদিগের উপর যেরূপ অচিস্তিত হুঃখ আসিয়া পতিত হয়, সেইরূপ যতর্কিত স্মৃতি উপস্থিত হয়, স্মৃতির এ বিষয়ে দৈবেরই প্রাধান্য ১৭১-৭৫।

মনুষ্য সকল পূৰ্ব্বজন্মের কৰ্ম্মফলই ইহজন্মে ভোগ করে, স্মৃতির এই ক্ষণের বাবতীয় কার্য্যের প্রতি দৈবই হেতু, লোক সকল দৈব ভিন্ন অপর কান উপাধি দ্বারা পরিচালিত হয় না। হে কমলাননে! জীবগণ, গৰ্ভেই উক, বাল্যেই হউক, যৌবনেই হউক, অথবা বৃদ্ধাবস্থাতেই হউক, এক ময় অবশ্যই মৃত্যুর বশতা প্রাপ্ত হইবে। পরমেশ্বরই কৰ্ম্মফলের বশীভূত জীব-দিগের বিনাশ বা রক্ষা বিধান করেন, কিন্তু তাহা না জানিয়া অজ্ঞেরা বাহ-গরণ স্বরূপ অপর ব্যক্তি বিশেষে রক্ষা বা বিনাশের কর্তৃত্ব আরোপ করে। তএব এই মহদদুঃখ পরিত্যাগ করিয়া স্মৃতি নী হও। স্বামীর পারলৌকিক

হস্তি পাতি চ গোবিন্দো জন্তুন্ কৰ্মবশস্থিতান্ ।
 প্রবাদং রোপয়ন্ত্যজ্ঞা হেতুমায়েষু জন্তুশু ॥৭৮
 তস্মাদেতন্মহদুঃখং পরিত্যজ্য সুখী ভব ।
 কুরু পত্ন্যশ্চ কৰ্ম্মাণি বিবেকেষু স্থিরা ভব ॥৭৯
 এতচ্ছরীর' হুঃখানাং ব্যাধীনামমৃতৈর্ঘুতম্ ।
 হুঃখভোগমহংক্লেশকৰ্ম্মপাশেন যস্থিতম্ ॥৮০
 ইতাধাস্য মহাবুদ্ধিস্তথা কৰ্ম্মাণ্যাকারয়ৎ ।
 ত্যক্তশোকো চ সা তরী ববন্দে চাত্রবীন্ম নিম্ ॥৮১
 কিমত্র চিত্রং যৎ সন্তুঃ পরার্থকলকাজ্জিগঃ ।
 ন হি ক্রমাঃ স্বভোগার্থং ফলস্তি পৃথিবীতলে ॥৮২
 যোহন্তহুঃখানি বিজ্ঞায় সাধুবাটিক্যঃ প্রবোধয়েৎ ।
 স এব বিস্ময়সঙ্করো যতঃ সৰ্কহিতে রতঃ ॥৮৩
 অন্যহুঃখেন যো হুঃখী সোহনাহর্ষণে হর্ষিতঃ ।
 স এব জগতামীশো নররূপধরো হরিঃ ॥৮৪
 সন্তিঃ শ্রুতানি শাস্ত্রাণি সুখহুঃখবিমুক্তয়ে ।
 সৰ্কেষাং হুঃখনাশায় যদি সন্তো বদন্তি হি ॥৮৫

কৰ্ম্ম সকলের অনুষ্ঠান কর। বিবেককে স্থির কর। এই শরীর অদ্বৈত
 হুঃখ ও ব্যাধিতে পরিবৃত্ত, এবং হুঃখভোগের নিমিত্ত অতিশয় ক্লেশক
 কৰ্ম্মরূপ পাশ দ্বারা আবদ্ধ। ৭৬-৮০।

মহাবুদ্ধি ঔর্য এইরূপে সাধুনা করিয়া তৎকালোচিত কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান
 করাইলেন। অনন্তর সেই ক্রুশাস্ত্রী রাজমহিষীও শোক পরিত্যাগ করিয়া
 ঋষিকে বন্দনা করিলেন এবং বলিলেন। সাধুগণ স্বভাবতঃ যে পরার্থ
 ফলের আকাজক্ষী হন, ইহা বিচিত্র নয়। এই পৃথিবীতে বৃক্ষেরা কিছু
 নিজেদের ভোগার্থ ফল প্রসব করে না। যে অন্তের হুঃখ জানিয়া ঋষি
 বাক্য দ্বারা প্রবোধ দান করে, সেই ব্যক্তিই নারায়ণের অবতার। কারণ
 সে সকলের হিতসম্পাদন করে। যে মনুষ্য অন্তের হুঃখে হুঃখী এবং অন্তের
 হর্ষে হর্ষী হয়, সেই ব্যক্তিই জগতের জৈতর নররূপধারী সাক্ষাৎ নারায়ণ।
 পণ্ডিতেরা সুখ ও হুঃখ হইতে বিমুক্তির নিমিত্তই শাস্ত্র সকল অধ্যয়ন করে
 এবং তাঁহাদের উপদেশে সকলের হুঃখ শান্তি হয়। ৮১-৮৫

যজ্ঞ সন্তঃ প্রবর্তন্তে তত্র হুঃখং ন বাধতে ।
 বর্ততে যত্র মার্ত্তণ্ডঃ কথং তত্র তমো ভবেৎ ॥১৬
 ইত্যেবং বাদিনী সা তু স্বপত্ন্যশ্চোত্তরাঃ ক্রিয়াঃ ।
 প্রচকার সরিত্তীরে মুনিসোদিতমার্গতঃ ॥১৭
 তস্মিন্ মুনৌ শবে দৃষ্টে স রাজা দেবরাড়িব ।
 জলধিমানকোটিশঃ প্রপেদে পরমং পদম্ ॥১৮
 কলেবরং বা তত্ত্বম্ তদ্বৃক্ষ্যমাণাঃ সন্তমাঃ ।
 যদি পশ্যতি পুণ্যাত্মা স যাতি পরমং পদম্ ॥১৯
 মহাপাতকযুক্তো বা যুক্তো বা সৰ্ব্বপাতকৈঃ ।
 পরং পদং প্রয়াতো'ব মহন্তিরবলোকিতঃ ॥২০
 পত্ন্যঃ কৃতক্রিয়া সা তু গহ্বাশ্রমপদং মুনৈঃ ।
 চকারানুদিনং তত্র শুশ্রুষামাদরাৎ পরাম্ ॥২১

স্বত উবাচ ।

সাত্তানুদিনং চক্রে শুশ্রুষাং ভক্তিসংযুতাম্ ।
 ভূলেপনাদিভিঃ সম্যক্ সাধ্বী সত্তাবসংযুতা ॥২২

সুতরাং যেখানে সাধুগণ বাস করেন, সেখানে কোন লোকই হুঃখে
 অভিভূত হয় না, কারণ যেখানে হুঃখ বিরাজমান, সেখানে অন্ধকার কিরূপে
 থাকিতে পারে? সেই রাজপত্নী মুনিকে এইরূপ স্তব করিয়া তাঁহারই
 উপদেশানুসারে সেই নদীতীরে নিজ পতির ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান
 করিলেন। সেই পুত্চরিত মহর্ষির পবিত্র দৃষ্টিপাতে রাজার মৃতদেহ
 রূপবিত্ত হওয়ায় রাজা দেবরাজের স্তায় দীপ্যমান বিমান কোটীর অধীশ্বর
 হইয়া পরম পদ লাভ করিলেন। হে সাধুশ্রেষ্ঠ ঋষিগণ, যদি কোন পুণ্যাত্মা
 কোন মৃত শরীর বা তাহার ভাস্ম বা তাহার ধূম অবলোকন করে, তাহা
 হইলে ঐ মৃত ব্যক্তি পরম পদ লাভ করে। মহাপাতক অথবা অশেষবিধ
 পাতকযুক্ত মহায়া সাধুগণ কর্তৃক অবলোকিত হইয়া নিশ্চয়ই পরম পদ
 লাভের যোগ্যতা প্রাপ্ত হয়। ৮৬-৯০।

সেই রাজপত্নী পতির ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সম্পাদন করিয়া আশ্রয়ে
 ইয়া প্রতিদিন অতি যত্নের সহিত মূনির শুশ্রুষা করিতে লাগিলেন। ২১।

স্বত বলিলেন, সেই সত্তাবসম্পন্ন সাধ্বী স্থণ্ডিলেপনাদি পরিচর্যা
 রা প্রতিদিন ভক্তিপূর্ব্বক যথাবিধি মূনির শুশ্রুষা করিতে লাগিলেন।

গতে বহতিথে কালে গরেন সহিতং স্মৃতম্ ।
 লেভে পুণ্যতমে কালে শুশ্রূষাগতকন্মসা ॥১৩
 অহো সংসঙ্গতিলৌকে কিং বিষং ন নিবারয়েৎ ।
 ন দদাতি শুভং কিংবা নরাণাং মুনিসন্তমাঃ ॥১৪
 জ্ঞানাজ্ঞানকৃতং পাপং যচ্চাপি কারিতং পঠৈঃ ।
 তং সৰ্বং নাশয়ত্যাশু পরিচর্য্যা মহাশ্রনাম্ ॥১৫
 জড়োহপি যাতি পূজ্যস্বং সংসঙ্গাজ্জগতীতলে ।
 কলামাত্রোহপি যশ্চন্দ্রঃ শস্ত্রুনা স্বীকৃতো যথা ॥১৬
 সংসঙ্গতিঃ পরামুদ্বিগ্নং দদাতি হি নৃণাং সদা ।
 ইহামুত্র চ বিপ্রেভ্যাঃ সন্তঃ পূজ্যতমাঃ স্মৃতাঃ ॥১৭
 অহো মহদুগ্ধান্ বক্তুং কঃ সমর্থো মুনীশ্বরঃ ।
 গৰ্ভস্থিতো গরো নষ্টঃ সন্তেষপি সমাশ্রয়ঃ ॥১৮
 গরেন সহিতং পুত্রং দৃষ্ট্বা তেজোনিধিমুনিঃ ।
 জাতকৰ্ম্ম চকারাসৌ নাম্না চ সগরং তথা ॥১৯

এইরূপে বহুকাল অতীত হইবার পর মুনির শুশ্রূষায় নিখিল পাপ অপনীত হইলে, সেই রাজী শুভ ক্ষণে বিষসংলিপ্ত একটি পুত্র প্রসব করিলেন। অহো! এই সংসারে এমন কি বিষ আছে, যাহা সং সঙ্গতি দ্বারা নিবারিত না হয়! আর এমন কি শুভ আছে, যাহা মনুষ্য সং সঙ্গতি হইতে না লাভ করিতে পারে? জ্ঞান বা অজ্ঞানকৃত অথবা অস্ত্রের প্ররোচনার আচরিত সৰ্ব্বপ্রকার পাপই মহাশ্রাদ্দিগের পরিচর্য্যা দ্বারা বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥১২-১৫।

সংসঙ্গ-প্রভাবে জড়ও পূজ্যতা লাভ করে, দেখ, জড়স্বরূপ চন্দ্রের কলামাত্র মহাদেব আপনার মন্তকে স্থাপিত করিয়াছেন বলিয়াই চন্দ্র লোকের পূজ্য হইয়াছেন। সংসঙ্গতি সৰ্ব্বদা মনুষ্যদিগকে পরম ঋদ্ধি প্রদান করে বলিয়াই সাধুগণ ইহ ও পরলোকে পূজ্যতম বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। হে মুনীশ্বরগণ, মহাদিগের শুণ গণনা করিতে কে সমর্থ হয়? দেখ, মহর্ষির সংসর্গে গৰ্ভস্থ সন্তকে আশ্রয় করিয়াও বিষ বিনষ্ট হইল। সেই তেজোনিধি মুনি যথাবিধি সেই সদ্যোজাত বালকের জাতকৰ্ম্মাদি সম্পাদন করিলেন, এবং বিষের সহিত প্রসূত হইয়াছিল বলিয়া উহার নাম গর

পুপোষ সগরং বালং মধুকীরাদিভিমূনিঃ ।

তপঃপ্রভাবসম্পন্নৈরৌর্কভ্বেজোনিধিস্তথা ॥১০০

কৃত্বা চোড়াদিকর্মাণি সগরস্য মুনীশ্বরঃ ।

শাস্ত্রাণ্যধ্যাপয়ামাস রাজযোগ্যানি মন্ত্রবিৎ ॥১০১

সমর্থং সগরং দৃষ্ট্বা কিঞ্চিচ্ছত্তিন্নযৌবনম্ ।

মন্ত্রবৎসর্কশস্ত্রাণি দত্তবান্ মুনিসত্তমঃ ॥১০২

সগরঃ শিক্ষিতস্তেন সমাগৌর্কেষণ সত্তমাঃ ।

বভূব বলবান্ ধর্মী কৃতজ্ঞো গুণবান্ শুচিঃ ॥১০৩

রাখিলেন। সেই তেজোনিধি মুনি ঔর্ক আপনার ভগঃপ্রভাবে সমুদ্ভাবিত
মধু ও ছন্দাদি দ্বারা বালক সগরকে পোষণ করিতে লাগিলেন। ১০৫-১০০।

মন্ত্রবিৎ মুনীশ্বর সগরের চূড়াদি কর্ম সম্পাদন করিয়া তাহাকে রাজযোগ্য
শাস্ত্র সকল অধ্যয়ন করাইলেন। এবং শৈশব অতীত হওয়ার কিছুকাল
পরে সগরকে সমর্থ দেখিয়া সেই মুনিশ্রেষ্ঠ তাহাকে সমুদায় অস্ত্রবিদ্যাও
প্রদান করিলেন। হে সচ্চরিত ঋষি সকল, সগর ঔর্ক কতৃক সম্যক
শিক্ষিত হইয়া বলবান্, ধর্মী, গুণবান্, কৃতজ্ঞ, এবং বিত্ত্ব স্বভাবসম্পন্ন
হইয়াছিলেন। ১০১-১০৩।

শ্রীমদ্ভাগবত-সংক্ষিপ্ত বিবরণ ।

শ্রীমদ্ভাগবত অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্তর্গত । ইহা সংস্কৃত সাহিত্যভাণ্ডারের যে একটি অনর্ঘ্য রত্ন, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই । সংস্কৃত ভাষায় যাঁহার প্রগাঢ় বুৎপত্তি জন্মিয়াছে, শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে যিনি অধিকারী হইয়াছেন, তিনিই মুক্তকণ্ঠে বলিবেন, এরূপ উপাদেয় গ্রন্থ অথ ভাষায় ছল'ভ—সংস্কৃতেও অতি বিরল ।

ধর্মের পবিত্রতা, জ্ঞানের বিকাশ, যোগের গান্ধীর্ঘ্য, প্রেমের উচ্ছ্বাস, নীতির দূরদর্শিতা এবং ভক্তির প্রবাহ, এ সকল শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতি স্কন্ধে, প্রতি অধ্যায়ে, প্রতি উপন্যাসে জ্বলন্ত রূপে বিরাজ করিতেছে । শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিলে বেদের কর্মকাণ্ডে, উপনিষদের জ্ঞানকাণ্ডে, স্মৃতির সদাচারে, দর্শনের তত্ত্ববিচারে, পুরাণের পুরারত্নে, নীতির লোকতত্ত্বে যে প্রগাঢ় বুৎপত্তি হয়, তাহাতে অণু-মাত্র সন্দেহ নাই । ভাগবত বেদ, ভাগবত দর্শন, ভাগবত স্মৃতি, ভাগবত পুরাণ, আবার ভাগবত একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য । ইহাতে কবিনৈপুণ্য পদলালিত্য, রসমাধুর্য্য, অর্থ-গান্ধীর্ঘ্য কিছুই অভাব নাই । আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবত ভাল করিয়া অধ্যয়ন করিলে পাণ্ডিত্যের কোন অংশে ত্রুটি থাকেনা ।

এই শ্রীমদ্ভাগবত একখানি বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের গ্রন্থ এবং দ্বাদশ স্কন্ধে বিভক্ত । প্রথম স্কন্ধে ১৯, দ্বিতীয় স্কন্ধে

১০, তৃতীয়ে ৩৩, চতুর্থ ৩১, পঞ্চমে ২৬, ষষ্ঠে ১৯, সপ্তমে ১৫, অষ্টমে ২৪, নবমে ২৪, দশমে ৯০, একাদশে ৩১, এবং দ্বাদশে ১৩টি অধ্যায় আছে। ইহাতে সর্বশুদ্ধ অষ্টাদশ সহস্র শ্লোক আছে।

প্রথম স্কন্ধে সর্ববিধ শাস্ত্র হইতে ভাগবতের শ্রেষ্ঠত্ব কখন, ঈশ্বরের অবতারবর্ণন, ভাগবতের অবতরনিকা, অশ্বখামার নিগ্রহ, ভীষ্মের দেহত্যাগ, যুধিষ্ঠিরের রাজ্যপ্রাপ্তি, যদুবংশধ্বংস, শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান, বিদুর, ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর বনে গমন, পরীক্ষিতের রাজ্যপ্রাপ্তি, কলির নিগ্রহ, পরীক্ষিতের প্রতি ব্রহ্মশাপ এবং শুকের নিকট হইতে ভাগবত শ্রবণ ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় স্কন্ধে শুক কর্তৃক বিষ্ণুমাহাত্ম্যাদি কথন, পরীক্ষিতের সৃষ্ট্যাদি বিষয় জিজ্ঞাসা, ব্রহ্মনারদসংবাদ, ভগবৎ-লীলা-কথন, পরীক্ষিতের পরমাত্মাদিবিষয়ক প্রশ্ন এবং শুক-প্রদত্ত সেই সকল প্রশ্নের উত্তর ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

তৃতীয় স্কন্ধে সৃষ্টিপ্রকরণ, হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাক্ষের ইতিবৃত্ত, কদ্দমের সহিত দেবহুতির কথা প্রসঙ্গে কপিলের জন্ম, সাংখ্যসিদ্ধান্ত-কথন, যোগনিরূপণ, সংসার-বিবৃতি ও জীবের নানাবিধ গতি ইত্যাদি বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। চতুর্থস্কন্ধে যজ্ঞসমূহের বর্ণন, মনুকন্যাদিগের বংশবিবরণ, শিব ও দক্ষের মধ্যে মনান্তর, দক্ষনন্দনপ্রকরণ, জুবচরিত-বর্ণন, বেণু রাজার বৃত্তান্ত, পৃথুবংশকথন, পুরঞ্জনের কথাচ্ছলে রূপক দ্বারা জীবাত্মার সাংসারিক দশার বিবৃতি, প্রচেতস্-দিগের ইতিবৃত্ত ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

পঞ্চম স্কন্ধে প্রিয়ত্রতের বংশবর্ণন, ভরতবংশবর্ণন এবং ভূগোল ও খগোলের সবিস্তর বর্ণন করা হইয়াছে ।

ষষ্ঠ স্কন্ধে অজামিলকথা, দক্ষপুত্রদিগের বৃত্তান্ত, দক্ষ-কন্যাদিগের বংশকীর্তন, বৃত্রাসুরকথা, বৃত্রাসুরবধ, চিত্র-কেতুর ইতিহাস, দিতির গর্ভে বায়ুদিগের উৎপত্তি ইত্যাদি বিষয়ের সবিস্তর বর্ণন করা হইয়াছে ।

সপ্তম স্কন্ধে বর্ণিত বিষয়ের মধ্যে প্রহ্লাদচরিত্র ও বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মকথন এই দুইটিই উল্লেখের যোগ্য ।

অষ্টম স্কন্ধে মন্বন্তর সমূহের সবিস্তর বর্ণন, সমুদ্রমন্থন, দেব-কর্তৃক দৈত্যদিগের বিনাশ, বলি রাজার বৃত্তান্ত এবং মৎস্তাবতারের লীলা ইত্যাদি বিষয় বিবৃত হইয়াছে ।

নবম স্কন্ধে শর্ঘ্যাতি, নভস, অশ্বরীষ, মাক্রাতা, রোহিতাশ্ব, অংশুমান, খট্টাস এবং নহ্ম প্রভৃতি রাজগণের বংশ সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে । এবং কথাপ্রসঙ্গে শ্রীরাম ও পরশুরামাদির কথাও কথিত হইয়াছে ।

দশমস্কন্ধ, অপর সমুদায় স্কন্ধ অপেক্ষা অতিবৃহৎ এবং ইহাতে কেবল শ্রীকৃষ্ণচরিতই বর্ণিত হইয়াছে ।

একাদশ স্কন্ধে যজুর্বংশবর্ণন, কৃষ্ণোদ্ধবসংবাদ এবং নানাবিধ ধর্ম্ম ও যোগের স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে ।

দ্বাদশ স্কন্ধে—মগধবংশীয় ভাবিরাজাদিগের বর্ণনপ্রসঙ্গে নন্দ, চন্দ্রগুপ্ত, চাণক্য, অশোকবর্দ্ধন প্রভৃতি কতকগুলি ঐতিহাসিক প্রকৃষ ও কীর্তিত হইয়াছে । ভাগবতের সকল গুলিই জ্ঞানগর্ভ এবং সমান মধুর । ইহার কোনটি ছাড়িয়া কোনটির উদ্ধার করিব, তাহা আমরা স্থির করিতে পারি নাই ।

কর্মবিপাক ।

শ্রীভগবান্নৃবাচ ।

ভুতৈস্তত্ত্ব জনো নুনং নায়ং বেদোক্তবিক্রমম্ ।
কাল্যামানোহপি বলিনো বায়োরিব ঘনাবলিঃ ॥১
যং যমর্থমুপাদত্তে হুঃখেন স্তুখহেতবে ।
তং তং ধুনোতি ভগবান্ পুমান্ শোচতি যংকৃতে ॥২
যদব্রবস্তু দেহস্য সান্নিবন্ধস্য হুর্ষতিঃ ।
ঋবাণি মন্যাতে মোহাৎ গৃহক্ষেত্রবহুনি চ ॥৩
জন্তুর্কৈ ভব এতন্মিহ যাং যাং যোনিমমুত্তরেণ ।
তস্যাং তস্যাং স লভতে নির্বৃত্তিং, ন বিরজ্যাতে ॥৪
নরকস্থোহপি দেহং বৈ ন পুমাংস্ত্যক্তুমিচ্ছতি ।
নারক্যাং নির্বৃত্তৌ সত্যং দেবমায়াবিমোহিতঃ ॥৫

ভগবান্ বলিলেন, মেঘরাশি যেমন প্রবল বায়ু কর্তৃক সঞ্চালিত হইয়াও তাহার বিক্রম জানিতে অক্ষম, সেইরূপ জীবসকল বলবান্ কাল দ্বারা পরিচালিত হইয়াও নিশ্চয় উহার প্রবল বিক্রম জানিতে সমর্থ হয় না । মনুষ্য স্তুখপ্রাপ্তির আশায় বহুক্লেশ করিয়া যে যে উপায় অবলম্বন করে, ভগবান্ কাল তাহাদের সেই সেই উপায়কেই বিনাশ করেন, এবং মনুষ্যগণ উহার নিমিত্ত পরিশেষে কেবল শোক করিতেই থাকে । এই কালের বশে মোহিত হইয়া হুর্ষতি মনুষ্যগণ পুত্র কলত্রাদি দ্বারা সযত্ন, এই ক্ষণভঙ্গুর দেহের সহিত সংশ্লিষ্ট গৃহ, ক্ষেত্র ও ধনকে একেবারে অবিনাশী বলিয়া বিবেচনা করে । জন্তুগণ এই সংসারে যে যে যোনিতে জন্মলাভ করে, তাহাতে বিরক্ত না হইয়া বরং নিবৃত্তিই প্রাপ্ত হয় । অধিক কি বলিব, ঈশ্বরের মায়ায় বিমোহিত মনুষ্য নরকস্থ হইয়াও সেই স্থানে কেমন একটী অনির্বচনীয় নিবৃত্তি প্রাপ্ত হয় যে, সেই নারকী দেহও পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না । ১-৫।

সংসঙ্গরহিতোমৰ্ত্যো বুদ্ধসেবাপরিচ্যুতঃ ।
 মামনারাধা দুঃখার্জঃ কুটুম্বাসক্তমানসঃ ॥৬
 আয়ুজ্যায়ান্তাগারপশুদ্রবিণবন্ধুযু ।
 নিকটমূলরুদয় আয়ুজ্যং বতমনাতে ॥৭
 স দহমানসর্কাদ্র এষামুরহনাধিনা ।
 করোত্যাবিরতং মুচোহুরিতানি দুরাশয়ঃ ॥৮
 আক্ষিপ্তায়েন্দ্রিয়স্রীণামসতীনাঞ্চ মায়য়া ।
 রহোরচিত্রালাপৈঃ শিশূনাং কলভাষণাম্ ॥৯
 গৃহেষু কুটুম্বেষু দুঃখতন্মেষু তল্লিতঃ ।
 কুর্সন্ দুঃখপ্রতীকারং স্নখবন্মনাতে গৃহী ॥১০
 অর্থৈরাপাদিতৈর্ভুক্ত্যৈ হিংসয়েতন্ততশ্চ তান্ ।
 পুষ্যাতি যেষাং পোষণে শেষভৃগু যাত্যধঃ স্বয়ম্ ॥১১
 বার্তায়াং লুপ্যমানায়ামাবন্ধায়াং পুনঃ পুনঃ ।
 লোভাভিভূতো নিঃসত্ত্বঃ পবার্থে কুরুতে স্পৃহাম্ ॥১২

সংসঙ্গরহিত, বুদ্ধসেবাপরায়ণ মনুষ্য আমার আরাধনা না করিয়া, কেবল কুটুম্বভরণে আসক্ত হইয়া নানাবিধ ক্লেণ ভোগ করে; তথাপি নিজের কলত্র, পুল, গৃহ, পশু, ধন ও বন্ধুতে নিত্য আসক্ত চিত্ত হইয়া কেবল আয়ুজ্যাই করিতে থাকে। ঐ সকল স্বজনের ভারবহন জন্য মনঃপীড়ায় তাহার স্বকীয় সমুদয় অঙ্গ দহমান হইলেও সেই দুরাশয় মুঢ়মতি কেবল পাপকর্ম্মেরই অনুষ্ঠান কবে। অসতী স্ত্রীদিগের রহঃপ্রদর্শিত কাপট্য-পরম্পরায়, ও কলভাবী বালকদিগের স্নমধুর আলাপে সম্যক্ প্রকারে বিমোহিত গৃহিণ্য এই প্রবঞ্চনাপূর্ণ, দুঃখবহুল সংসারে অস্বাধীনভাবে দুঃখের প্রতীকার করাকেও স্নখ বলিয়া বিবেচনা করে। ৬-১০।

ইত্যন্ততঃ প্রবল হিংসা কার্যের অনুষ্ঠানের দ্বারা উপার্জিত অর্থ দিয়া সেই সকল ব্যক্তিরই পোষণ করে, যাহাদিগের পোষণ করিতে করিতে সেই অবশিষ্টভোজী ক্রমে স্বয়ং অধোগতি প্রাপ্ত হয়। ঐ সকল ব্যক্তি প্রথমে নিজে বারম্বার ব্যবসা বাণিজ্যাদি নানাবিধ জীবনোপায় আরম্ভ করে, কিন্তু ধর্ম্মবুদ্ধির বিরহে ঐ সকল ব্যাপারে কৃতকার্য হইতে না পারিয়া নিঃস্ব এবং লোভাভিভূত হইয়া পরের ধনের প্রতি স্পৃহা করে। পরিশেষে সেই নিষ্ফল উদ্যমকারী, শ্রীহীন, মুঢ়বুদ্ধি অভাগা কুটুম্বপোষণে অসমর্থ হইয়া

কুটুম্বভরণেহকল্যাণো মন্দভাগ্যো বৃথোদ্যমঃ ।
 শ্রিয়া বিহীনঃ কৃপণো ধায়ন্ স্বসিতি মুঢ়ধীঃ ॥১৩
 এবং স্বভরণাকল্যাণং তৎকলত্রাদয়স্তদা ।
 নাদ্রিয়ন্তে যথাপূৰ্ণং কীনাশা ইব গোজরম্ ॥১৪
 তত্রাপাজাতনির্বেদো দ্রিযমাণঃ স্বয়ন্তু তৈঃ ।
 জররোপান্তবৈকল্যো মরণাভিমুখো গৃহে ॥১৫
 আস্তেহবমতোপশ্রুন্তং গৃহপাল ইবাহরন্ ।
 অাময়াধাপদীপ্যায়িরন্বাহাবোহল্লচেষ্টিতঃ ॥১৬
 বায়ুনোৎক্রমতোভারঃ কফসংকল্পনাড়িনা ।
 কাসশ্বাসকৃতায়াদঃ কণ্ঠো ঘূৰষুয়ায়তে ॥১৭
 শ্বাসনঃ পৰিশোচন্তিঃ পৰিবীতঃ স্ববকুভিঃ ।
 যাচ্যমানোহপি ন ক্রতে কালপাশবশং গতঃ ॥১৮
 এবং কুটুম্বভরণে ব্যাপ্তায়াজিহতেন্দ্রিয়ঃ ।
 মিসতে রুদতাং স্নানামুকবেদনয়াস্তধীঃ ॥১৯

দীনভাবে চিন্তা করত জীবন অতিবাহিত কবে। নিদ্রা ক্লমাবলো যেন বদ্ধ বলীবর্দের পূর্বের মত আদর করে না, সেইকপ পুত্র কলত্রাদিও আপনাদের পোষণে অসমর্থ সেই গৃহস্বামীকে আর পূর্বের মত মান্য করে না। তাহাতেও সে আপনার উপর অনাদর প্রাপ্ত না হইয়া পূর্বপোষিত পুত্রাদি দ্বারা পুষ্যমাণ এবং বার্ককা হেতু বৈরূপা প্রাপ্ত হইয়া গৃহপালিত কুকুরেব ত্রায অবজ্ঞাপূর্বক নম্মুখে প্রদত্ত সংকীর্ণ আহার করিতে থাকে এবং ক্রমশঃ মৃত্যুর অভিমুখে অগ্রসর হওত সেই গৃহেই বাস কবে। সেই সময় সর্বদা ব্যাধি প্রভাবে জ্বরাদি নির্ঝাপ হওয়ায় আর পূর্বের মত অধিক-পরিমাণে আহার বা কর্ম করিতে সমর্থ হয় না ॥১১-১৬।

সেই সময় উর্দ্ধগত বায়ুর নির্গম পথ কফ দ্বারা সংকল্প হওয়ায় কাস এবং শ্বাস নিষ্ক্ষেপ করিতে অত্যন্ত পরিশ্রম হয়, চক্ষু বাহিরে নির্গত হয় এবং কণ্ঠ ঘূর ঘূব করে। এইরূপে অন্তিম দশা প্রাপ্ত হইয়া যখন শয়ন কবিয়া থাকে, তখন বন্ধগণ রোদন করিতে করিতে তাহার চারি দিকে ঘিবে বসিয়া তাহাকে অভীষ্ট দেবতার নাম স্মরণ করিতে অনুরোধ করিলেও সে কিছু আর কিছুই বলিতে পারে না। এইরূপে কুটুম্ব পোষণে ব্যাপ্ত অজিতেন্দ্রিয় মনুষ্য রোরুদ্যমান স্বজনের প্রবল হৃৎখে হতবুদ্ধি হইয়া মৃত্যু-

যমদূতৌ তদা প্রাপ্তৌ ভীমৌ সরভসেক্ষণৌ।

স দৃষ্ট্বা তন্তুহৃদয়ঃ শক্নুযুজং বিমুক্ততি ॥২০

যাতনাদেহমাবৃত্য পাঠৈশবন্ধী গলে বলাৎ ।

নয়তো দীর্ঘমধ্বানং দণ্ড্যং রাজভট্টা যথা ॥২১

তয়ো নির্ভিন্নহৃদয়স্তজনৈর্জাতবেপথুঃ ।

পথি শ্চতির্ভক্ষ্যমাণঃ আর্তোহয়ং শ্বমমুশ্বরন্ ॥২২

ক্ষুভূত্পরীতোহর্কদবানলানিগৈস্

সম্ভপ্যমানঃ পথি তপ্তবালুকে ।

কৃচ্ছ্রেণ পৃষ্ঠে কষয়া চ তাড়িতশ্চ-

চলত্যশক্লোহপি নিরাশ্রয়োদকে ॥২৩

যান্তমিশ্রাক্তামিশ্ররোরবাদ্যাশ্চ যাতনাঃ ।

ভুঙ্ক্তে নরো বা নারী বা মিথঃসঙ্গেন নির্মিতাঃ ॥২৪

মুখে পতিত হয়। সেই সময় ক্রোধে আরক্তনেত্র ভয়ঙ্করাকৃতি দুইট যমদূত আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাদিগকে দেখিয়া উহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠে এবং মল মূত্র পরিত্যাগ করিয়া ফেলে। ১৭-২০

রাজার অমুচরেরা বেক্রপ দণ্ডনীয় ব্যক্তিকে পাশ দ্বারা বদ্ধ করিয়া দূর পথে লইয়া যায়, সেইরূপ এই যমদূতেরা যাতনাময় শরীর নিরোধ করিয়া এবং বলপূর্বক তাহার গলে পাশ বদ্ধ করিয়া তাহাকে যমালয়ে লইয়া যায়। পথে তাহাদের তর্জনে উহার হৃদয় বিদীর্ণ হয়, শরীর কম্পিত হয় এবং কুর্কুর-গণ কর্তৃক ভক্ষ্যমাণ হইয়া সে আপনার পূর্বাবস্থা অরণ করত অত্যন্ত কাতরতা প্রাপ্ত হয়। ক্ষুধায় এবং তৃষ্ণায় অভিভূত, সূর্য্য, দাবানল ও বায়ু দ্বারা উত্তপ্ত বালুকাপূর্ণ পথে সংস্থাপিত এবং পৃষ্ঠে কষা দ্বারা তাড়িত হইয়া সেই অশত ব্যক্তি বিশ্রাম স্থান এবং উদক শূন্য প্রদেশে অতি কষ্টে গমন করে। ২১-২৩

নর ও নারীগণ, পরস্পরের অবৈধ সঙ্গহেতু তামিশ্র, অন্ধতামিশ্র ও রোরবপ্রভৃতি নরক ভোগ করে। হে মাতঃ, ইহলোকেই স্বর্গ এবং নরক উভয়ই বিদ্যমান দৃষ্ট হয়। যে সকল যাতনা নরকে অনুভূত হয়, ইহলোকেও সেই সকলই লক্ষিত হইয়া থাকে। কুটুম্বভরণাসক্ত ও উদম্বরি মমুষ্যাগণ ইহলোকে কুটুম্ব এবং দেহ এই উভয় পরিত্যাগ করিয়া পরলোকে বাইয়া আপনার কন্মাত্মরূপ বক্ষ্যমাণ ফল সকল প্রাপ্ত হয়। এই সংসারে যে মমুষ্য পরের অপকার দ্বারা যে দেহ পোষিত করিয়াছিল, সে তাহা পরিত্যাগ

অত্রৈব নরকঃ স্বৰ্গ ইতি মাতঃ ! প্রচক্ষাতে ।
 যা যাতনা বৈ নারক্যাত্মা ইহাপ্যপলক্ষিতাঃ ॥২৫
 এবং কুটুম্বং বিভ্রাণ উদরস্তর এব বা ।
 বিস্মজ্যোহোভয়ং প্রেত্য ভুঙক্তে তৎফলমৌদৃশম্ ॥২৬
 একঃ প্রপদ্যতে ধ্বাস্তম্ হিষেহ স্বং কলেবরং ।
 কুশলেতরপাথেষো ভূতদ্রোহেণ যদ্ভূতম্ ॥২৭
 দৈবেনামর্দিতং তস্য স্বমলং নিরয়ে পুমান্ ।
 ভুঙক্তে কুটুম্বপোষস্য হতচিত্ত ইবাতুরঃ ॥২৮
 কেবলেন হ্যধর্মেণ কুটুম্বভরণোংমুকঃ ।
 যাতি জীবোহনৃত্যমিশ্রং চরমং তমসঃ পদম্ ॥২৯
 অধস্তান্নরলোকস্ত যাবতীৰ্যাতনাস্ত তাঃ ।
 ক্রমশঃ সমুক্রম্য পুনরত্রাভ্রজেচ্ছৃচিঃ ॥৩০

শ্রীভগবানুবাচ ।

অথ যো গৃহমেধীয়ান্ ধৰ্ম্মানেনাবাসনু গৃহে ।
 কামমর্থঞ্চ ধৰ্ম্মান্ স্বান্ দোন্ধি ভূয়ঃ পিপূর্তি তান্ ॥৩১
 স চাপি ভগবদ্ধৰ্ম্মাৎ কামমুঢ়ঃ পরাশ্রুখঃ ।
 যজতে ক্রতুভির্দেবান্ পিতৃশ্চ শ্রদ্ধয়াষিতঃ ॥৩২

করিয়া সেই পরদ্রোহজনিত পাপকে পাথেররূপে সঙ্গে লইয়া একাকীই ঘোর অন্ধকারপূর্ণ তামিশ্র নামক নরকে গমন করে। এবং সেই নরকে আতুরের ন্যায় ব্যাকুল হৃদয়ে দৈব কর্তৃক উপস্থাপিত কুটুম্বপোষণার্থ অল্পাধিক স্বকীয় পাপও ভোগ করে। যাহারা কেবল অধর্মাচরণ করিয়া কুটুম্ব পোষণে উদ্যত হয়, তাহারা অন্ধকারের চরম আশ্রয় অন্ধতামিশ্র নামক নরকে গমন করে। এবং ক্রমশঃ নরলোকের অধস্তলে বর্তমান সমুদায় নরক ভোগ করিয়া পাপক্ষয় হইলে পুনর্বার এই নরলোকে আসিয়া উৎপন্ন হয়। ২৪-৩০

ভগবান্ বলিলেন, যে সকল গৃহস্থ গৃহে বাস করত নিজ গৃহমেধীয় ধর্মের নিকট হইতে কাম ও অর্থের দোহন করে এবং সেই সকল পূর্ব ইচ্ছাধর্মকে আবার পুণ্ডিতও করে, তাদৃশ ব্যক্তিরাও কামে বিমোহিত হইয়া সাক্ষাৎ পরমাত্মার উপাসনারূপ সত্যধর্মের পরাশ্রয় হওত শ্রদ্ধাসহকারে যজ্ঞ দ্বারা কেবল দেব এবং পিতৃগণের অর্চনা করে। তাদৃশ শ্রদ্ধাসম্পন্ন,

তৎশ্রদ্ধয়া ক্রান্তমতিঃ পিতৃদেবব্রতঃ পুমান্ ।
 গম্বা চাক্রমসং লোকং সোমপাঃ পুনরেষ্যতি ॥৩৩
 যদা চাহীক্ৰশয্যায়াং শেতেহনস্তাসনো হরিঃ ।
 তদা লোকা লয়ং যাস্তি ত এতে গৃহমেধিনাম্ ॥৩৪
 যে স্বধর্ম্যং ন দ্রুহান্তি ধীরাঃ কামার্থহেতবে ।
 নিঃসঙ্গা হৃতকর্ম্মণঃ প্রশান্তাঃ শুদ্ধচেতসঃ ॥৩৫
 নিবৃত্তিধর্ম্মনিরতা নির্মমা নিরহঙ্কৃতাঃ ।
 স্বধর্ম্মান্তেন সন্তেন পরিভুঞ্জন চেতসা ॥৩৬
 সূর্য্যাদ্বারেণ তে যাস্তি পুরুষং বিশ্বতোমুখম্ ।
 পরাবরেশং প্রকৃতিমস্যাংপত্যাস্ত্যভাবনম্ ॥৩৭
 দ্বিপরাধিবাসনে যঃ প্রলয়ো ব্রহ্মণস্ত তে ।
 তাবদধ্যাসতে লোকং পরম্ পরিচিস্তকাঃ ॥৩৮
 ক্ষান্তোনিলানিলাবিয়ন্ননহীক্ৰিয়ার্থ-
 ভূতাদিভিঃ পারিতং প্রাতিমঃ প্রিহীষুঃ ।
 অব্যাকৃতং বিশাতি যহি গুণত্রয়ায়া
 কালং পরাথমমুভূয় পরং স্বয়ম্ভুঃ ॥৩৯
 এবং পরেত্য ভগবন্তমমুপ্রবিষ্টা
 যে যোগিনো জিতমকম্মনসোবিরাগাঃ ।

পিতৃদেবএত মনুষ্যগণ চন্দ্রলোকে গমন করিয়া কিছুকাল অবস্থানের পর
 পুনরবার এই পৃথিবীতে সোমপায়ী হইয়া জন্মগ্রহণ করে । ৩১-৩২-৩৩

যখন অনন্তাসন নারায়ণ সর্পরাজরূপশয্যা শয়ন করেন, সেই সময়
 গৃহমেধীদের গন্তব্য লোক সকল লয় প্রাপ্ত হয়। যে সকল ধীর ব্যক্তি
 কাম অর্থের নিমিত্ত স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করে না, এবং বাহারা নিঃসঙ্গ, কর্ম্মফলে
 অনাসক্ত, প্রশান্ত, শুদ্ধচিত্ত, নিবৃত্তি ধর্ম্মে নিরত, নির্মম, এবং নিরহঙ্কার হয়,
 তাহারা সেই স্বধর্ম্ম প্রাতিপালন হেতু সন্তবহুল বিভুদ্ধচিত্ত লাভ করিয়া সূর্য্য
 দ্বারা এই জগতের প্রকৃতি এবং উৎপত্তি ও লয়ের কারণ পরিপূর্ণ পরমেশ্বকে
 প্রাপ্ত হয়। বাহারা হিরণ্যগর্ত্তকে পরমেশ্বর বলিয়া উপাসনা করে, তাহারা
 যে পর্য্যন্ত ব্রহ্মার লয় না হয়, তাবৎ কাল ব্রহ্মলোকে বাস করে । ৩৪-৩৮

গুণত্রয়ায়া হিরণ্যগর্ত্তরূপী স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা দ্বিপার্দিকাল জীবিত থাকিয়া
 পৃথিবী, জল, অনল, বায়ু, আকাশ, ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তু এবং ভূতাদি পরিবৃত্ত

তেনৈব সাকমমৃতং পুরুষং পুরাণং
ব্রহ্ম প্রধানমুপাযাঙ্যাতাভিমানাঃ ॥৪০

এই ব্রহ্মাণ্ডের সংহার করিতে অভিলাষী হইয়া সেই অব্যাকৃত পরম পুরুষে
প্রবেশ করেন। যে সকল নিরভিমান, বিরাগ ও জিতেন্দ্রিয় যোগিগণ
দেহান্তে ব্রহ্মাতে প্রবিষ্ট হন, তাঁহারাও তৎকালে ঐ ব্রহ্মার সহিতই
পরমানন্দস্বরূপ পুরাণ পুরুষ পরব্রহ্মকে লাভ করেন। ৩৯-৪০

শ্রুতি অধ্যায় ।

শ্রীপরীক্ষিৎবাচ ।

ব্রহ্মন্ ব্রহ্মণ্যনির্দেশে নিগুণে গুণবৃত্তয়ঃ ।

কথং চরন্তি শ্রুতয়ঃ সাক্ষাৎ সদসতঃ পরে ॥১

শ্রীশুক উবাচ ।

বুদ্ধীন্দ্রিয়মনঃপ্রাণান্ জনানামস্তজৎ প্রভুঃ ।

মাত্রার্থঞ্চ ভবার্থঞ্চ আত্মনে কল্পনায় চ ॥২

সৈষা হুপনিষদব্রাহ্মী পূর্বেষাং পূর্বজৈধ্বতা ।

শ্রদ্ধয়া ধারয়েদ্যস্তাং ক্ষেমং গচ্ছেদকিঞ্চনঃ ॥৩

অত্র তে বর্ণয়িষ্যামি গাথাং নারায়ণাষিতাম্ ।

নারদস্য চ সংবাদমৃষেণীরায়ণস্য চ ॥৪

রাজা পরীক্ষিৎ শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্! স্বকপতঃ নির্দেশ করিবার অযোগ্য নিগুণ এবং কার্য ও কারণ হইতে পৃথগ্ভূত পরব্রহ্মে সগুণ শ্রুতি সকল কিরূপে প্রবৃত্ত হইল অর্থাৎ শ্রুতির সগুণ হইয়া নিগুণ ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দেশে কিরূপে সমর্থ হইল ? ১

শুকদেব বলিলেন, প্রভু অর্থাৎ মায়ায় অনধীন, পরমেশ্বর জীবদিগের বিষয়ভোগ, সদস্য কর্মের অমুষ্ঠান, আত্মার লোকান্তরীয় ভোগ এবং যুক্তির নিমিত্ত, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, মন ও প্রাণ সকলের সৃষ্টি করেন। শ্রুতি সকল এই রূপ গুণসম্পন্ন ঈশ্বরের প্রতিপাদন করেন বলিয়া ব্রাহ্মী উপনিষদ নামে প্রসিদ্ধ। এই ব্রহ্মের প্রতিপাদিকা উপনিষৎ সমূহ অতি প্রাচীন কালসম্বৃত ঋষিগণ কর্তৃক আদৃত হইয়াছে, যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে ইহা হৃদয়ে ধারণ করে, সে অকিঞ্চন অর্থাৎ দেহাদি উপাধি শূন্য হইয়া পরম পদ প্রাপ্ত হয়। এক্ষণে আমি আপনার নিকট নারায়ণ ঋষি ও নারদের সংবাদপ্রদর্শে নারায়ণ ঋষি কর্তৃক কথিত আপনার প্রশ্নের অমুকুল একটি ইতিহাসে কীৰ্ত্তন করিতেছি। ২। ৩ ৪

একদা নারদোলোকান্ পর্যটন ভগবৎপ্রিয়ঃ ।
 সনাতনমৃষিঃ দ্রষ্টুং যযৌ নারায়ণাশ্রমম্ ॥৫
 যো বৈ ভারতবর্ষেহস্মিন্ ক্ষেমাৎ স্বস্তয়ে নৃণাম্ ।
 ধর্মজ্ঞানশমোপেতমাকল্পাদাহিতস্তপঃ ॥৬
 তত্রোপবিষ্টমৃষিভিঃ কলাপগ্রামবাসিভিঃ ।
 পরীতং প্রণতোহৃদ্বৃদ্ধিদমৈব কুন্দদহ ॥৭
 তন্মৈ হ্যবোচভগবান্ ঋষীণাং শৃণুতামিযম্ ।
 যো ব্রহ্মবাদঃ পূর্বেযাং জনলোকনিবাসিনাম্ ॥৮
 স্বায়ম্ভুবব্রহ্মসত্ত্বং জনলোকেহভবৎ পুরা ।
 তত্রস্থানং মানবানাং মুনীনাংকুরেতসাম্ ॥৯
 শ্বেতবীপং গতবতি ত্রয়ি দ্রষ্টুং তদৌষধম্ ।
 ব্রহ্মবাদঃ স্মরণস্তঃ শ্রুতয়ো যত্র শেরতে ॥১০

কোন সময় ভগবানের প্রিয়ভক্ত নারদ ঋষি, নিখিল লোক পর্যটন করিয়া সেই সনাতন ঋষি নারায়ণকে দেখিবার নিমিত্ত তাঁহার আশ্রমে গমন করিলেন। সেই নারায়ণ ঋষি এই ভারতবর্ষে মহুষ্যদিগের হিত এবং কল্যাণের নিমিত্ত কল্পের আদি হইতে ধর্ম, জ্ঞান ও শাস্তি দ্বারা পবিপূর্ণ তপস্যার অলুঠানে নিরত আছেন। হে কুরুশ্রেষ্ঠ পরীক্ষিত, মহর্ষি নারদ, স্বীয় আশ্রমে উপবিষ্ট এবং কলাপগ্রামনিবাসী ঋষিগণকর্তৃক পরিবৃত্ত নারায়ণ ঋষিকে প্রণাম করিয়া আপনাকর্তৃক জিজ্ঞাসিত এই প্রশ্নেই অবতারণা করিলেন। ভগবান্ নারায়ণও সেই ঋষিনিচয়ের সমক্ষে নারদের ঐ প্রশ্নেব উত্তরে অতি পূর্বকালে জনলোকনিবাসী ঋষিগণের মধ্যে যে ব্রহ্মবাদ প্রবর্তিত হইয়াছিল, তাহারই উল্লেখ করিলেন। ৫।৭।৮

ভগবান্ কহিলেন, হে ব্রহ্মপুত্র নারদ, পূর্বকালে জনলোকে অত্রত্য নানসমুত্ত উদ্ধরেতা মুনিগণের স্বয়ম্ভু ব্রহ্মের স্বরূপ জিজ্ঞাসার্থ ‘ব্রহ্মসত্ত্ব’ নামে একটা সভা হইয়াছিল। হে নারদ, তৎকালে তুমি শ্বেতবীপের অধীশ্বরকে দেখিবার নিমিত্ত সেই স্থানে গমন করিয়াছিলে ; সেই সভায়, এক্ষণে তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ, এই প্রশ্নই জিজ্ঞাসিত হইয়াছিল। ঐ ঋষিদিগের পরস্পরের শাস্ত্রজ্ঞান, তপশ্চর্যা, প্রভাব ও শীল তুল্য রূপই ছিল, তাঁহারা আত্মীয়, শত্রু এবং উদাসীন, এই সকলকেই সমানচক্ষে

তত্রাহারমভূৎ প্রলম্বং মাং যমহু পৃচ্ছসি ।
 তুল্যশ্রুততপঃশীলান্তল্যস্বীয়ারিমধ্যমাঃ ।
 অপি চক্ৰুঃ প্রবচনমেকং শুশ্রূষবোহপরে ॥১১

শ্রীসনন্দ উবাচ ।

স্বসৃষ্টমিদমাপীয় শয়ানং সহ শক্তিভিঃ ।
 তদন্তে বোধয়াক্ষকুস্তল্লিঙ্গৈঃ শ্রুতয়ঃ পরম্ ॥১২
 যথা শয়ানং সম্রাজং বন্দিদন্তং পরাক্রমৈঃ ।
 প্রত্যুষেহভোত্য সুল্লোকৈর্কৌশল্যত্মজীবিনঃ ॥১৩

শ্রুতয় উচুঃ ।

জয় জয় জয়জামজিত দোষগৃভীতগুণাম্
 ত্রমসি যদা যুনা সমবকদ্ধসমস্তভগৈঃ ।
 অগজগদোকসামখিলশক্ত্যববোধক তে
 কচিদজয়ায়ুনা চ চরতোহমুচরেন্নিগমঃ ॥১৪

দর্শন করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে এক জন বক্তা এবং অপরে শ্রোতা
 হইয়াছিলেন। ১০।১০।১১

তাঁহাদিগের মধ্যে সনন্দ বলিলেন, প্রলয় সময়ে নিজ নির্মিত নিধি
 জগৎ সংহার করিয়া স্বীয় শক্তি সমূহের সহিত যোগনিদ্রায় নিদ্রিত
 পরমেশ্বরকে, প্রলয়ের অবসানে শ্রুতিগণ সম্মিলিত হইয়া, প্রত্যুষদময়ে
 অমুজীবী বন্দিগণ সম্মুখে যেরূপ শয়ান সম্রাটকে তাঁহার পরাক্রমব্যাঞ্জক
 সুললিত পদ্যময় স্তুতিবাক্য দ্বারা প্রবোধিত করে, সেইরূপ তাঁহার ঈশ্বর-
 প্রতিপাদক স্তুতিবাক্যদ্বারা প্রবোধিত করিয়াছিল। ১২।১৩

শ্রুতিগণ কহিলেন, হে অজিত, (মায়ায় অনধীন) আপনার জয়
 হউক, হে প্রভো, আপনি সমস্ত ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন (সুতরাং মায়ায় বিনাশে
 সক্ষম) এবং আপনিই জীবদিগের সমুদায় শক্তির উদ্বোধক (অর্থাৎ
 আপনার সাহায্য ব্যতীত জীব স্বয়ং জ্ঞান বৈরাগ্যাদি দ্বারা মায়া বিনাশে
 অক্ষম), অতএব আপনি স্বাবর জঙ্গমাশ্রুক জীবনিচয়ের মায়া বিনাশ করুন,
 কারণ এই মায়া জীবদিগের আনন্দের আবরণ করিবার নিমিত্তই গুণ সকল
 গ্রহণ করিয়াছে। আপনার এতাদৃশ প্রকৃতিসম্পন্ন রূপে প্রতীত হওয়ার
 প্রতি বেদই প্রমাণ, যেহেতু এই বেদ আপনি যে সময় সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত

বৃহদ্রূপলক্ষ্যমেতদববদ্যাবশেষতয়া
 যত উদয়াস্তময়ো বিকৃতেমৃদিবাবিকৃতাতং ।
 অত ঋষয়ো দধুত্বয়ি মনোবচনাচরিতম্
 কতমযথা ভবন্তি ভূবি দত্তপদানি নৃণাম্ ॥১৫
 ইতি তব সূরয়স্ত্র্যধিপতেহখিললোকমল-
 ক্ষপণকথামুতাক্ষিমবগাহ্য তপাংসি জহঃ ।
 কিমুত পুনঃ স্বধামবিধুতাশয়কালগুণঃ
 পরম ভজন্তি যে পদমজস্রস্থথামুভবম্ ॥১৬

হইয়া মায়া'র সহিত বিচরণ করেন, এবং যে সময় মায়া পরিত্যাগ করিয়া
 স্বকীয় স্বাভাবিক সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপে অবস্থান করেন, এই উভয়
 সময়ই আপনার অহুগমন করে। অর্থাৎ আপনার সগুণ ও নিগুণ, এই
 উভয়বিধ স্বরূপই ঋতিতে ব্যক্ত হইয়াছে। ১৪

যদি বলেন, বেদেত ইন্দ্রাদি অনেক দেবতার কথাই আছে, তবে বেদ
 সকল কেবল আমার স্বরূপেরই প্রতিপাদক, ইহা কিরূপে বলা যায়। এইরূপ
 আশঙ্কার কল্পনা করিয়া ঋতিগণ উত্তর করিতেছেন।—বেদে য, ইন্দ্রাদির
 বা অথ কোন ব্যক্তির উল্লেখ হইয়াছে, তৎসমুদয় ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন
 বলিয়াই সৃচিত হইয়াছে, কারণ ব্রহ্মই সকলের শেষ। আরও দেখুন,
 বৈরূপ বিকৃত ঘটাদির অবিকৃত মৃত্তিকা হইতে উৎপত্তি এবং তাহাতেই
 বিলয় হয়, সেইরূপ এই বিশ্বের ব্রহ্ম হইতে উদয় এবং ব্রহ্মেতেই অন্ত
 হইতেছে। এই নিমিত্ত ঋষিগণ মন দ্বারা বিজ্ঞাত এবং শব্দ দ্বারা সঙ্কেতিত
 যাবৎ পদার্থকেই আপনা (ব্রহ্ম) হইতে অভিন্ন বলিয়া স্থির করিয়াছেন,
 কেন না, মনুষ্যের পদ, পল্লতাগ্র, সৌখশিখর, অথবা বৃক্ষশাখা ইত্যাদি
 যেকোন স্থানে নিষ্কিপ্ত হউক না কেন, পৃথিবীকে ছাড়াইবে কিরূপে ?
 অর্থাৎ পৃথিবীর সহিত তাহার সম্বন্ধ অপরিহার্য। ১৫

হে ত্র্যধিপতে (বশীকৃতমায়), এই নিমিত্ত বিবেকী সুরিগণ অখিল
 লোকের পাপ প্রক্ষালনে সমর্থ ভবদীয় কথারূপ অমৃতসাগরে অবগাহন
 করিয়াই যখন সর্ববিধ আধিজনিত তাপ বিন্মত হন, তখন যাহারা স্বকীয়
 তেজোময় স্বরূপের চিন্তে বিকাশহেতু অন্তঃকরণের বৃত্তি রাগাদিকে অভিভূত
 করিয়া অজস্র স্থথামুভবের হেতু ভবদীয় পদই কেবল আশ্রয় করিয়া থাকেন,
 তাঁহাদের কথা আর কি বলিব ? ১৬

দূতয় ইব ঋসন্ত্যন্তুভূতো যদি তেহুবিধা
 মহদহমাদয়োঃ গুমস্বজন্ যদনুগ্রহতঃ ।
 পুরুষবিধোহরয়োহত্র চরমোহন্নময়াদিষু যঃ
 সদসতঃ পরং ত্রমথ যদেববশেষমৃতম্ ॥১৭
 উদরমুপাসতে য ঋষিবজ্রা হু কুর্পদশঃ
 পরিসরপদ্ধতিং হৃদয়মাক্ষণয়ো দহরম্ ।
 তত উদগাদনস্ত তব ধাম শিরঃ পরমং
 পুনরিহ যৎ সমেতা ন পতন্তি কৃতান্তমুখে ॥১৮
 ঋকৃতবিচিত্রায়োনিষু বিশল্লিব হেতুতয়া
 তরতমতশ্চকাশ্যনলবৎ ঋকৃতানুকৃতিঃ ।
 অথ বিতথামূষ্যবিতথং তব ধাম সমম্
 বিরজাধয়োহুযুসন্ত্যভিবিপণ্যব একরসম্ ॥১৯

যে সকল জীব আপনার অনুগামী ভক্ত, তাহাদিগের জীবনই সার্থক।
 তত্ত্বিন্ন আর সকল জীবই ভ্রমার আয় বৃথা ঋস প্রাশাস বহন কবে মাত্র।
 যাঁহারা অনুপ্রবেশ রূপ অনুগ্রহ লাভ করিয়া মহৎ ও অহঙ্কার আদি নিগিত
 হইয়া সমষ্টি ও ব্যষ্টি রূপ দেহের সৃষ্টি করিয়াছে, যিনি অন্নময়াদি কোষে
 অনুপ্রবেশ করত তত্ত্বদধিষ্ঠিত পুরুষের আকারে পরিণত হইয়াছেন এবং
 যিনি তাহাদের মধ্যে চরম অর্থাৎ সর্বোৎকৃষ্ট ব্রহ্মপুচ্ছ নামে উক্ত হন,
 আপনিই সেই ব্রহ্মপুচ্ছ, সৎ ও অসৎ হইতে অতিরিক্ত, নির্দোষ এবং সত্য-
 স্বরূপ ॥১৭

ঋষিদিগের মধ্যে যাঁহারা ধূলিপীড়িতদৃষ্টি অর্থাৎ অদূরদর্শী তাহারা
 উদরকেই ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করে, অপর কতকগুলি আকুণ্ঠি নামক
 অন্তঃসদর্শীরা আবার নাড়ীসমূহের প্রসরণস্থান হৃদয়স্থিত দহর অর্থাৎ সূক্ষ্ম
 মার্গকেই ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করে। হে অনন্ত, তদ্বদর্শীরা কিন্তু হৃদয়
 হইতে উদ্ধৃ আপনাদের জ্যোতির্ময় শ্রেষ্ঠধাম সেই মন্তকের দিকেই উদ্গত
 হন, যাঁহা লাভ করিয়া তাঁহারা পুনর্বার এই সংসারে পতিত হন না ॥১৮

অনল যেমন দাহ বস্তুর আকৃতি অনুসারে নানাদিকভাবে প্রকাশিত হয়,
 সেইরূপ আপনিও নিজকৃত বস্তুসমূহে উপাদান কারণ রূপে প্রবিষ্ট হইয়াই
 যেন তৎতদ্বস্তুর অনুকরণ করতঃ নানাদিক ভাবে প্রকাশিত হইয়া থাকেন,
 কিন্তু নির্মলবুদ্ধি যোগিগণ সাংসারিক ব্যাপার হইতে সর্বপ্রকারে বিরত হইয়া

স্বকৃতপূরেষমীষবহিরন্তরসংবরণং তব
 পুরুষং বদন্ত্যখিলশক্তিধ্বতোহংশকৃতম্ ।
 ইতি নৃগতিং বিবিচ্য কবয়ো নিগমাবগনম্
 ভবত উপাসতেহজ্জ্বমভবং ভুবি বিশ্বসিতাঃ ॥২০
 ছরবগমাত্তত্ত্বনিগমায় তবাত্তনো-
 শ্চরিতমহামৃতাক্রিপরিবর্তপরিশ্রমণাঃ ।
 ন পরিলষন্তি কেচিদপবর্গমীশ্বরং তে
 চরণদরোজহংসকুলসঙ্গবিস্ফুটগৃহাঃ ॥২১
 ত্বদমুপথং কুলায়মিদমাত্মসুহৃৎপ্রিয়ব-
 চ্চরতি তথোন্নুখে ত্বয়ি হিতে প্রিয় আত্মনি চ ।
 ন বত রমস্ত্যাহো অদুপাসনয়াত্মহনো-
 যদমুশয়া ভ্রমস্ত্যাকভয়ে কুশরীরভূতঃ ॥২২

এই মিথ্যা বস্তুসমূহেও আপনার অধিকৃত, একরস, সত্যস্বরূপেরই অনুসরণ
করিয়া থাকেন ।১৯

তদ্বদর্শী ঋষিগণ এই স্বীয় কর্মার্জিত নানাবিধ দেহে বর্তমান বস্তুতঃ
কার্য্যকারণাদি আবরণ শূন্য জীবকে সর্বশক্তিমান্ পূর্ণস্বরূপ আপনার অংশ-
রূপে নির্দেশ করেন । জীবের এই গূঢ়রহস্য সম্যক্রূপে বিজ্ঞাত হইয়া
বিধাসাপন্ন কবিগণ সংসারের নিবর্তক এবং বেদোক্ত কর্মের ফলপ্রদ ভবদীয়
শ্রীচরণেরই উপাসনা করিয়া থাকেন ।২০

হে ঈশ্বর, এইরূপ দুর্কোপ নিজ তত্ত্ব প্রকাশের নিমিত্ত সাকাররূপে অবতীর্ণ
ভবদীয় চরিতরূপ অমৃতময় মহাসমুদ্রে নিরন্তর অবগাহনে বিগতশ্রম,
আপনার চরণপদ্মাশ্রিত হংসকুল সদৃশ ভক্তগণের সংসর্গে গার্হস্থ্যস্থে বিমুখ
কোন কোন ভক্ত মুক্তি পর্যান্ত ও ইচ্ছা করেন না ।২১

এই পাঞ্চভৌতিক দেহ আপনার সেবার উপযোগী হইয়া আত্মা, সুহৃৎ
ও প্রিয়জনের ন্যায় সর্বপ্রকারে স্বাধীন (উপাসকের নিজের অধীন) হইয়া
রহিয়াছে, এবং হিতকারী প্রিয়বন্ধু পরমাত্মস্বরূপ আপনিও সর্বদা অহুকূল
হইয়া সন্নিহিত রহিয়াছেন, হায় ! তথাপি অসৎ উপাসনায় ব্যাপ্ত অতএব
আত্মঘাতী মনুষ্যাগণ আপনার সেবায় অমুরক্ত হয় না, তাহারা কেবল এই
কুৎসিত শরীরের লালন পালনে নিরত থাকে এবং তাহার ফলস্বরূপ নিরন্তর
এই ভয়সঙ্কুল সংসারেই পরিশ্রমণ করে ।২২

নিভৃতমক্শ্মনোহিষ্কদৃঢ়যোগযুক্তো হৃদি য-
 স্মুনয় উপাসতে তদরয়োহপি যয়ুঃ স্মরণাৎ ।
 ত্ৰিষ্য উরগেজ্জতোগভুজদণ্ডবিষকৃধিয়ো
 বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোহস্তি সুরোজসুধাঃ ॥২৩
 ক ইহ হু বেদ বতাবরজন্মলয়োহগ্রসরং
 যত উদগাদৃষিষ্মহু দেবগণা উভয়ে ।
 তর্হি ন সন্ন চাসহুভয়ং ন চ কালভাবঃ
 কিমপি ন তত্র শাস্ত্রমবক্শ্য শরীত যদা ॥২৪
 জনিমসতঃ সতো মৃতি মূতাস্থনি যে চ ভিদাম্
 বিপণমৃতং স্মরন্ত্যপদিশস্তি ত আকুপিতৈঃ ।
 ত্রিগুণময়ঃ পূমানিতি ভিদা যদবোধকৃতা
 স্বয়ি ন ততঃ পরত্র সভবেদববোধরসে ॥২৫

মূনিগণ প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয় সকলের নিরোধ পূর্বক দৃঢ়যোগযুক্ত হইয়া
 হৃদয় মধ্যে আপনার যে তত্ত্বের উপাসনা করেন, শত্রুগণ বৈরভাবে আপনার
 নাম স্মরণ করিয়াও সেই তত্ত্বের লাভ করে, আবার ভূজগেজ্জদেহ সদৃশ
 ভবদীর কোমল অথচ আয়ত বাহুদণ্ডের আগ্রহে লিপ্সায় বিমোহিত বুদ্ধি-
 সম্পন্ন কামার্ত্ত স্ত্রীগণ এবং আমরাও (শ্রুত্যাভিমানিনী দেবতা সকলও)
 সমভাবে সর্বত্র সমদর্শী আপনার চরণ পদ্ম সুখে ধারণ করিয়া থাকি ॥২৩

হে ভগবন, আপনি সকলের পূর্ববর্তী আর এই সংসারের সকলেরই
 আপনার পরে জন্ম এবং সমুখে বিনাশ হয়, সুতরাং এই সংসারের কোন
 পুরুষ আপনাকে জানিতে সমর্থ হইবে? আপনা হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন
 হইয়াছেন, সেই ব্রহ্মা হইতে আবার আত্মাত্মিক এবং আধিদৈবিক এই
 উভয়বিধ দেবগণ উৎপন্ন হইয়াছেন, সুতরাং আপনিই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ।
 অপিচ যৎকালে আপনি সমুদয় জগৎ উপসংহার করিয়া শয়ন করেন, তখন
 জ্ঞানসাধন স্থল আকাশাদি, সূক্ষ্ম মহাদি, তদুভয়ারূপ শরীর, কালবৈষম্য
 এবং শাস্ত্র, এ সকলের কিছুই বিদ্যমান থাকে না ॥২৪

যে বৈশেষিকগণ অসং জগতের উৎপত্তি স্বীকার করেন, যে পাতঞ্জলাদি
 সতেরই আবির্ভাব বর্ণন করেন, যে নৈয়ায়িকগণ একবিংশতি প্রকার হুঃখের
 বিনাশকেই মোক্ষ বলিয়া অবধারিত করেন, যে সাংখ্যগণ আত্মার নানাবিধ
 ভেদ স্বীকার করেন এবং যে মীমাংসকেরা কৰ্ম্মফল ব্যবহারকেই সত্য বলিয়া

সদিবমনস্ত্রিযুৎ স্বরি বিভাভাসদামমুজাং
 সদভিমুশস্ত্যশেষমিদমাত্মতয়াস্ববিদঃ ।
 নহি বিকৃতিং ত্যজন্তি কনকস্ত তদাত্মতয়া
 স্বকৃতমমুপ্রবিষ্টমিদমাত্মতয়াবসিতম্ ॥২৬
 তব পরি যে চরস্তাখিলসবনিকৈততয়া
 ত উত পদাক্রমস্ত্যবিগণযা শিরোনির্গতেঃ ।
 পরিবয়সে পশুনিব গিরা বিবুধানপি তাং-
 স্বরি কৃতসৌন্দর্য্যঃ খলু পুনস্তি ন যে বিমুখাঃ ॥২৭
 ভ্রমকরণঃ স্বরাডখিলকারকশক্তিধর-
 স্তব বলিমুদ্রহস্তি সমদস্ত্যজয়াহনিমিষাঃ ।
 বর্ষভূজোহখিলক্ষিতিপতেরিব বিশ্বস্বজো
 বিদধতি যত্র যে স্বধিকৃতা ভবতশ্চকিতাঃ ॥২৮

শ্রবণ কবেন তাঁহাদের সকলের উপদেশই ভ্রমদঙ্গল, কল্পনাগ্রহৃত মাত্র ।
 আর নির্দোষ পুরুষেরা আপনাতে যে 'ত্রিগুণ পুরুষ' বলিয়া ভেদ কল্পনা
 করে, তাহাদের সে অজ্ঞান দূরীভূত হইলে আপনাকে 'জ্ঞানঘন' স্বরূপে
 জানিতে পারে, সূতরাং সে ভেদ আর থাকে না ॥২৫

মহুযা দেহ হইতে মন অবধি এই ত্রিগুণাত্মক সমস্ত জগৎ অসং হইয়াও
 আপনার অধিষ্ঠান মাত্রে সংরূপে প্রতীত হয়, আত্মজ্ঞানীরা এই সমুদয়
 জগৎকে আত্মা হইতে অভিন্ন জানিয়া সং বলিয়াই নির্দেশ করেন, কারণ
 লোকে স্রবণের বিকৃতি কুস্তলাদিকে স্রবণের সহিত অভিন্নজ্ঞানে পরিত্যাগ
 করে না । অতএব নিজ নির্মিত বিশ্বমধ্যে আপনি যে আত্মস্বরূপে অমু-
 প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন, ইহাই সিদ্ধ হইল ॥২৬

যাহারা আপনাকে নিখিল জগদাধার বিবেচনা করিয়া পরিচর্যা করেন,
 তাহারা অবলীলাক্রমে মৃত্যুর মস্তকে পদাঘাত করিয়া থাকেন । আর
 যাহারা আপনার উপাসনায় বিমুখ, তাহারা পণ্ডিত হইলেও পণ্ডর ন্যায়
 বাক্যরূপ রজ্জ্বারা আবদ্ধ হয়, অত্মদিকে যাহারা আপনাতে প্রেম করে,
 তাহারা আপনার অভক্তভিন্ন সমুদয় জগৎকেই পবিত্র করে ॥২৭

আপনি ইন্দ্রিয়শূন্য হইয়াও স্বপ্রকাশ, অখিল বিখের কর্তা এবং সমুদয়
 শক্তির আধার । সমুদয় দেবগণ মায়ার সহযোগে আপনার পূজা সম্পাদন
 করেন এবং আপনারাও মহুযাপ্রদত্ত পূজা গ্রহণ করেন । বৈরাগ্য প্রাদেশিক

স্থিরচরজাতয়ঃ স্থারজয়োথে নিমিত্তযুজো
 বিহর উদীক্ষয়া যদি পরস্যা বিমুক্ত ততঃ ।
 নহি পরমশ্চ কশ্চিদপরো ন পরশ্চ ভবে-
 দ্বিত্যত ইবাংপদস্য তব শূন্যত্বলাং দধতঃ ॥২৯
 অপরিমিতা ঐবাস্তুভূতো যদি সর্বগতা-
 স্তুর্হি ন শাস্যতে তে নিয়মো ঐব নেতরগা ।
 অজনি চ যন্ময়ং তদ্ বিমুচ্য নিয়ন্তু ভবেৎ
 সমমগ্নজানতং যদমতং মতভূতয়া ॥৩০
 ন ঘটত উদ্ভবঃ প্রকৃতিপুরুষয়োঃরজয়ো
 ক ভয়যুজোভবন্ত্যন্তুভূতো জলবুদ্বদবৎ ।
 ত্বয়ি ত ইমে বিবিধনামগুণৈঃ পরমে
 সরিত ইবার্ণবে মধুনি লিল্যারশেষরসাঃ ॥৩১

নৃপতিগণ সমস্ত ভূমণ্ডলের অধিপতির পূজা করে সেইরূপ বিধিসূচী ব্রহ্মাদিও
 আপনার সেবা বিধান করেন। আপনি যাহাকে যে কর্মে নিযুক্ত করিয়া-
 ছেন, সে ভয়েভয়েই সেই কার্য সম্পাদন করে। ২৮

হে নিত্যমুক্ত ঈশ্বর, আপনি সঙ্গরহিত হইয়াও যখন মায়া সহিত
 ঈক্ষণ মাত্রে ক্রৌড়া করেন তখন সেই ঈক্ষণ নিমিত্ত সমুত্ত স্থাবর জঙ্গমাশ্রয়
 জাতি সকল উৎপন্ন হয়। পরম কারুণিক, আকাশ সদৃশ সমদর্শী এবং
 শূন্য সদৃশ বাক্যমনের অগোচর বে আপনি, আপনার আত্মীয় বা পব কেহই
 নাই। ২৯

হে ঐব, (হে নিত্য), যদি দেহধারী জীব সকল বস্তুতঃ অনন্ত,
 নিত্য ও সর্বব্যাপী হয়, তাহা হইলে আপনার সহিত সাদৃশ্য প্রাপ্ত হয়,
 স্তরাতঃ আপনার আর নিয়ন্তৃত্ব থাকে না, তাহা না হইলেই আপনার নিয়ন্তৃত্ব
 থাকে। জীব সকল যাহার বিকার রূপে উৎপন্ন হয়, সেই বিকৃত বস্তুরই
 নিয়ামক হয় এবং সেই উপাদানীভূত বস্তুকে পরিত্যাগ না করিয়া তাহারই
 সহিত অনুসৃত হইয়া থাকে। অতএব অজ্ঞাতস্বরূপ আপনাকে ধাহাবা
 “জানি” বলিয়া নিজের মত প্রকাশ করেন, তাঁহাদের সে মত ভ্রান্ত, কারণ
 বস্তুতঃ তাঁহারা আপনাকে জানেন না। ৩০

কেবল অজ্ঞা প্রকৃতি বা অজপুরুষ হইতে প্রাণীদিগের উৎপত্তি সম্ভবে না,
 কিন্তু যেরূপ বায়ু সহকৃত জল হইতে বুদবুদ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ প্রকৃতিও

নৃষু তব মায়ায়া ভ্রমমমীষবগতা ভ্ৰশঃ
 অগ্নি সূখিয়োঃ ভবে দধতি ভাবমমুপ্রভবম্ ।
 কথমমুর্বর্ততাং ভবভয়ং তব যদ্ ভ্রুকুটিঃ
 স্বজতি মূলস্থিনেনিরভবচ্চরণেযু ভগম্ ॥১২
 বিজিতহ্রবীকবারু ভিরদাশ্বমনস্তরগম্
 য ইহ যতস্তি যশ্বমতিলোলমুপারিধিঃ ।
 বাসনশতান্বিতাঃ সমবহায় গুরোঃ চরণম্
 বণিজ ইবাজ সন্ত্যক্তকর্ণধরা জলধৌ ॥১৩
 স্বজনহুতায়দারধনধামধরাশ্রবণৈঃ
 ত্বরি সতি কিং নৃণাং শ্রয়ত আয়নি সর্করসে ।
 ঈতি সদজানতাং মিথুনতো রতয়ে চরতাম্
 সূখযতি কেনিহ স্ববিহতে স্ননিরস্তভগে ॥১৪

পূর্ব এই উভয়ের যোগ হইতেই প্রাণিগণ উৎপন্ন হইয়া থাকে । অতএব নদী সকল যেমন মহাসমুদ্রে এবং অগ্নিাদি নিখিল রস যেমন মধুতে লীন হয়, তেমনি এই সকল প্রাণিগণ নানাবিধ কার্য্যকারণায়ুক্ত উপাধির সহিত পরম রসস্বরূপ আপনাতাই লীন হয় । ৩১

স্ববুদ্ধি পণ্ডিতগণ, আপনার মায়াপ্রভাবেই মনুষ্যালোকের এই ভ্রান্তি উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা অবগত হইয়া আপনাকে এই সংসারের নিবর্তক জানিয়া আপনারই অমুবুদ্ধি করিয়া থাকেন । অতএব যাহারা আপনার অমুবুদ্ধি করেন, তাহাদিগের আর ভবভয় হইবে কেন ? কারণ আপনার ভ্রুকুটি আপনার অশরণাপন্ন ব্যক্তিদিগেরই ভয়োৎপাদন করিয়া থাকে ॥১২

যাহারা গুরুর চরণরূপ উপায় পরিত্যাগ করিয়া কেবল ইন্দ্রিয়গণ ও প্রাণবায়ুর সংযম করিয়াই অতি চঞ্চল ও অদম্য মনরূপ অশ্বকে বশীভূত করিতে যত্নশীল হয়, তাহারা প্রকৃত উপায়ের অপ্রাপ্তিনিবন্ধন ক্লেশভোগ করিয়া নানাবিধ বাসনায় আকুল হওত এই সংসারে অবস্থান করে । কর্ণ-ধার-শুল নোকারোহী ব্যক্তিগণ সমুদ্রে যাদৃশী দশা প্রাপ্ত হয়, হে অজ, সেই গুরুপদেশ শুল ব্যক্তিগণও এই সংসারে সেইরূপ দশা প্রাপ্ত হয় । ৩৩

পরমানন্দ রসস্বরূপ আপনি বিদ্যমান থাকিতে যে সকল মনুষ্য জ্ঞী, পুত্র, ধন, জন, গৃহ, রাজ্য ও রথাদি তুচ্ছ বিষয় আশ্রয় করিয়া তাহাতেই রত হয়, তাহাদের কি সূখ লাভ হয় ? আর সৎসত্ত না জানিয়া যাহারা

ভূবি পুরুপুণ্যার্থীসদনানুযায়ো বিমদাস্ত
 উত ভবংপদাশুজ্জ্বলদোহবভিদজ্জ্বলাঃ ।
 দধতি সক্রম্ননস্থয়ি য আয়ানি নিতাস্থখে
 ন পুনকপাসতে পুরুষসার হরাবদথান্ ॥৩৫
 সত ইদমুখিতং সদিতি চেন্নহু তর্কহতম্
 ব্যভিচবতি কচ কচ মুষা ন তথোভয়যুক্ত্ ।
 বাবহুতয়ে বিবল ইষিতোহরুপরম্পরয়া
 ভ্রময়তি ভারতী ত উক্রবৃতিভিকৃৎক্ণডান্ ॥৩৬

মিথুনীভাবে কেবল রতিস্থপেবই বশীভূত হয়, এই সুখবিহীন নশ্বর সংসারে
 কে তাহাদের সুখ বিধান করিতে সমর্থ হইবে ? ৩৪

হে ভগবন্, ঋষিগণ ঋষি পাদোদক দ্বারা অস্ত্রের পাপনাশক হইলেও
 আপনার পাদপদ্ম হৃদয়ে ধারণ করত নিরহঙ্কৃত হইয়া পৃথিবীতে মহৎ
 পুণ্যার্থী সকলের সেবা করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু তাঁহারা আর বিবেক-
 ধৈর্য্যাদিনাশক গৃহ ও রাজ্যাদিসম্ভূত কুংসিত সুখের উপাসনা করেন না,
 অথবা ঋষিদিগের কথা আর কি বলিব ? নিত্য সুখস্বরূপ আপনাতে
 যাহারা একবার মনোনিবেশ করিয়াছেন, তাঁহাদিগেরই আর কুংসিত সুখে
 প্রবৃত্তি হয় না ৷৩৫

সং হইতে উৎখিত হইয়াছে বলিয়া যদি এই জগৎকে সং মনে করেন,
 তাহা হইলে সৃষ্টির বিরুদ্ধ বলা হয়, কারণ কোন কোন স্থলে কার্য্য কাৰণেব
 বৈরূপ্য দৃষ্ট হয়, যেমন পিতা ও পুত্রের, ঘটধ্বংস ও মুদগরের সম্পূর্ণ অনৈক্য
 দৃষ্ট হয়। কোন স্থলে কারণ সং হইলেও কার্য্য মিথ্যা বলিয়াই প্রতীত
 হয়, যেমন রজ্জু হইতে যে সর্পের ভ্রম হয়, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। কোন
 স্থলে কার্য্য ও কারণের বাস্তবিক সত্যত্ব দৃষ্ট হয় না, যেমন এই জগৎ
 কেবল সং হইতে উৎপন্ন হয় নাই, অবিদ্যায়ুক্ত সং হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে,
 সুতরাং ইহার উপাদান বাস্তবিক সং নয়, কার্য্যও বাস্তবিক সং নয়।
 অতএব আপনার বাক্য রূপ বৈদ্য সকল গোণবৃত্তি দ্বারা কর্ম্মজড় লোক-
 দিগকে অন্ধপরম্পরাক্রমে ব্যবহারার্থ মিথ্যা জগতে সত্য জ্ঞানে ভ্রমণ
 করাইতেছে ৷৩৬

ন সদিদমগ্ৰ আসন্ ভবিষ্যদন্তো নিধনা-
 দহ্মিতমন্তরা অগ্নি বিভাতি মৃদৈকরসে ।
 অত উপমীয়তে দ্রবিশজাতিবিকল্পপদৈঃ
 বিতথমনোবিলাসমৃতমিত্যবশস্ত্যবুধাঃ ॥৩৭
 স যদজয়া ত্বজামহুশ্যীত গুণাংশ্চ জুবন্
 ভজতি সৰূপতাং তদহুযত্বামপেতভগঃ ।
 ত্বমুত জহাসি তামহিরিব ত্বচমাত্তভগো
 মহসি নীহীষসেহষ্টগুণিতেহপরিমেয়ভগঃ ॥৩৮
 যদি ন সমুদ্ধবন্তি যতয়ো হৃদি কামজটা
 ছুরবিগমোহসতাং হৃদিগতো স্মৃ তকণ্ঠমণিঃ ।
 অস্মৃত্পযোগিনামুভয়তোহপ্যাস্থং ভগব-
 ন্ননপগত্যাস্তকাদনধিকৃঢ়পদাদ্ভবতঃ ॥৩৯

সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ কিছুই ছিল না এবং প্রলয়ের পরও ইহার কিছুই থাকিবে না, সৃষ্টি ও প্রলয়ের মধ্যে এই মিথ্যা জগৎ সত্য ও একরসস্বরূপ আপনাতে ভাসমান হয়, অতএব মৃৎসুবর্ণাদিজনিত ঘট কুণ্ডলাদির সহিত ইহার উপমা হইতে পারে। এই মিথ্যা মনঃকরনাকে যাহারা সত্য বলিয়া জ্ঞান করে, তাহারা অতি অন্ধ ৷৩৭

সেই জীব যখন মুগ্ধ হইয়া মায়াকে আলিঙ্গন করে, তখন দেহেন্দ্রিয়াদির সেবা করতঃ পশ্চাৎ তদ্রূপমুক্ত হইয়া স্বরূপ বিস্মৃতি পূর্বক জন্ম মরণরূপ সংসার প্রাপ্ত হয়, আর যখন উহা ত্বচ্ছনিমুক্ত সর্পের স্থায় মায়া পরিত্যাগ করিয়া ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হয়, তখন অগ্নিমানি অষ্ট পরমৈশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যবান্ হইয়া অপরিচ্ছিন্নরূপে পূজনীয় হয় ৷৩৮

হে ভগবন্, যদি যোগিগণ হৃদিস্থিত কামজটা সকলকে উদ্ধৃত না করেন, তাহা হইলে হৃদয়স্থিত অথচ বিস্মৃত কণ্ঠভূষণের স্বরূপ আপনাকে সেই অমাবুগণ কখনই লাভ করিতে পারে না। কারণ যাহারা ইন্দ্রিয়দিগের পরি-
 তৃপ্তি করিতে তৎপর অথচ বাহিরে যোগের ভাণ করে, তাহাদের ইহ ও পর, এই উভয় কালেই অসুখ, ইহ কালে সর্বদা সমীপস্থিত যমের ভয়ে অসুখ এবং পরকালে আপনাকে অপ্রাপ্তি জ্ঞাত অসুখ। হে সগুণ, যিনি আপনাকে অবগত হইয়াছেন, তিনি কৰ্ম্মফল প্রদাতা ঈশ্বর স্বরূপ আপনা হইতে অধিগত শুভ ও অশুভ কৰ্ম্মসকলের ফলস্বরূপ সুখ ও দুঃখ অমুভব করেন

তদবগামী ন বেত্তি ভবদুঃখভাণ্ডভয়ো-
 গুণবিগুণাংস্বাংস্তর্হি দেহভূতাক্ষ গিরঃ ।
 অমুযুগমবহং সন্তপগীতপরম্পরয়া
 শ্রবণভূতো যতস্তমপবর্গগতির্মুজৈঃ ॥৪০
 ছাপত্য এব তে ন যযুস্তমনস্ততয়া
 তমপি যদন্তরাণুনিচয়া নহু সাবরণাঃ ।
 থ ইব রজাংসি বাস্তি বরদা সহ যচ্ছ্রুতয়-
 ত্বয়ি হি ফলন্ত্যতন্নিসদনেন ভবন্নিধনাঃ ॥৪১

শ্রীভগবানুবাচ ।

ইত্যেতদ্রক্ষণঃ পূজা আশ্রিত্যাত্মানুশাসনম্ ।
 সনন্দনমথানর্চুঃ দিক্কা জ্ঞাস্বান্নো গতিম্ ॥৪২
 ইত্যশেষসমাম্রায়পুরাণোপনিষদ্রসঃ ।
 সমুদ্ভূতঃ পূর্কজাতৈর্বোমযানৈর্মহাশ্রুতিঃ ॥৪৩
 ত্বৈকতদ্ব্রহ্মদায়াদশ্রুতয়াত্মানুশাসনম্ ।
 ধারয়ংশ্চর গাং কানং কামানাং ভজনং নৃণাম্ ॥৪৪

না, এবং দেহাভিমানীদিগের বিবিধ ও নিষেধ বাক্যেরও বশীভূত হইলে ন
 যেহেতু তাদৃশ মনুষ্যাগণ যুগে যুগে দিন দিন মোক্ষফল প্রদাতা আপনাকে
 গীতপরম্পরা দ্বারা শ্রবণ করত হৃদয়ে ধারণ করিয়া থাকেন । হে ভগবৎ
 আপনি অনন্ত স্বর্লোকের অধিপতি ইন্দ্রাদি দেবগণও আপনার অন্ত প্রাণ
 হইয়া, কারণ আবরণের সহিত ব্রহ্মাণ্ড সকল আকাশে কালচক্রের দহি-
 রজঃকণের দ্বায আপনার অন্তরে ভ্রমণ করে । আর শ্রুতি সকল “তন্ন তন্ন
 করিয়া আপনাতোই পর্যাবসিত এবং ফলবতী হয় ৷৩৯-৪০

শ্রীভগবানু বলিলেন, সেই ব্রহ্মার মানসপুত্রগণ এইরূপে আত্মানুশাসন
 শ্রবণ করিয়া আত্মার গতি অবগত হইলেন এবং সনন্দকে পূজা করিতে
 লাগিলেন । সেই গগনবিহারী পূর্ক কালোৎপন্ন মহাভাগবৎ এই উপনিষদ্রহস্য
 অশেষ বেদ পুরাণ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছিলেন । হে ব্রহ্মপুত্র নারদ
 তুমিও শ্রদ্ধাসহকারে মনুষ্যাগণের সর্ব-কাষপ্রদ এই আত্মানুশাসন হৃদয়ে
 ধারণ করত যথেষ্ট পৃথিবী পর্য্যটন কর ৷৪২৷৪৩৷৪৪

শ্রীশুক উবাচ ।

এবং সপ্তবিগাদিষ্টং গৃহীত্বা শ্রদ্ধয়া যুবান্ ।

পূর্ণঃ শ্রুতধরো রাজরাহ বীরভ্রতো মুনিঃ ॥৪৫

শ্রীনারদ উবাচ ।

নমস্তস্মৈ ভগবতে শ্রীকৃষ্ণামলকীৰ্ত্তয়ে ।

যো ধত্তে সৰ্ব্বভূতানামভবায়োঃশতীঃ কলাঃ ॥৪৬

ইত্যাদ্যমুষ্মানমা তচ্ছিষ্যা শচ মহাশ্বনঃ ।

ততোহগাদাশ্রমং সাক্ষাৎ পিতৃদৈপায়নস্য মে ॥৪৭

সভাজিতো ভগবতা কৃতাসনপরিগ্রহঃ ।

তস্মৈ তদ্বর্ণয়ামাস নারায়ণমুখাচ্ছ্রুতম্ ॥৪৮

শ্রীশুক উবাচ ।

ইত্যোতদ্বর্ণিতং রাজন্ যন্নঃ প্রশ্নঃ কৃতস্তয়া ।

যথা ব্রহ্মণ্যানির্দেশ্যো নিপুণেহপি মনশ্চরেৎ ॥৪৯

শ্রীশুকদেব বলিলেন, সেই নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী মুনিশ্রেষ্ঠ নারদ, ঋষি নারায়ণ কর্তৃক এইরূপে উপদিষ্ট অর্থ ভক্তিপূর্বক হৃদয়ে ধারণ করিয়া কৃত-কৃত্য হইলেন ॥৪৫

তখন নারদ বলিতে লাগিলেন,—সেই নির্মলকীর্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি। কারণ সৰ্ব্বভূতের সংসার মোচনার্থ তিনিই অংশ-কলা ধারণ করিয়াছেন। এইরূপে মহর্ষি নারদ সেই আদ্যঋষি নারায়ণও তাঁহার মহাত্মা শিষ্যগণকে প্রণাম করিয়া আমার পিতা দৈপায়ন ঋষির আশ্রমে গমন করিলেন ॥৪৬৪৭

সেই স্থানে ভগবান্ দৈপায়ন কর্তৃক পূজিত হইয়া আসন পরিগ্রহ করিলেন। এবং তাঁহার নিকট নারায়ণ ঋষির মুখ হইতে যাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণন করিলেন। শুকদেব বলিলেন, হে রাজন্, আপনি যে আমার নিকট প্রশ্ন করিয়াছিলেন, “অনির্দেশ্য ও নিগূণ পরব্রহ্মে মন বিক্রপে বিচরণ করে, তাহার উত্তর ইহাতেই কথিত হইল ॥৪৮ ৪৯

গরুড় পুরাণ—সংক্ষিপ্ত বিবরণ ।

গরুড় পুরাণ অষ্টাদশ মহা পুরাণের অন্তর্গত । ইহাও একখানি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ানুগত পুরাণ । এক্ষণে যে গরুড় পুরাণ আমাদের হস্তগত হইয়াছে, ইহা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া কিন্তু আমাদের ধারণা হইয়াছে যে, কোন সময় এই গরুড় পুরাণখানি সম্পূর্ণরূপে না হউক অনেকাংশে বিলুপ্ত হইয়া থাকিবে, পরে কোন পণ্ডিত বা পণ্ডিতমণ্ডলী মিলিত হইয়া নানাবিধ প্রাচীন ও আধুনিক নিবন্ধ হইতে শ্লোক সংগ্রহ করিয়া মূল পুরাণের বিলুপ্ত শ্লোকগুলির সংখ্যা পূর্ণ করিয়া থাকিবেন । এই নিমিত্ত আমরা ইহাতে কেবল প্রাচীন মহাভারতাদির অনুরূপ শ্লোক যে দেখিতে পাই তাহা নহে, চাণক্য, নীতিশতক, বানরাক্টক প্রভৃতি আধুনিক গ্রন্থনিচয়ের এমন কি, বাণভট্টকৃত কাদম্বরীর অবধি, অবিকল অনুরূপ অনেক শ্লোক ইহাতে দেখিতে পাইয়া থাকি । বোধ হয় এই নিমিত্তই বর্তমান গরুড় পুরাণে পৌরাণিক বিষয় অপেক্ষা পূজাপদ্ধতি, কৰ্মবিপাক, যমালয় ও নরক প্রভৃতির সবিস্তর বর্ণনাই দৃষ্ট হয়, আবার অগ্নিপুরাণ প্রভৃতির গায় ইহাতে ব্যাকরণ, ছন্দ, জ্যোতিঃশাস্ত্র আদির কথাও দেখিতে পাওয়া যায় । গরুড় পুরাণে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ক্রমশঃ বিবৃত হইয়াছে ।

সূত কর্তৃক গরুড় পুরাণ কথনের প্রতিজ্ঞা, গরুড় পুরাণোৎপত্তি কথা, রুদ্র বিষ্ণুসংবাদে সৃষ্টিকথন, দক্ষের

প্রাচ্যেতসরূপে উৎপত্তি, কশ্যপসৃষ্টি, সূর্যাদিপূজা, দীক্ষা-
বিধি, বিষ্ণুপঞ্জরকথন, সংক্ষেপে যোগোপদেশ, বিষ্ণুসহস্র-
নামকথন, মৃত্যুঞ্জয়পূজন, গারুড়বিদ্যা, শিবোক্ত সৰ্পমন্ত্র,
পঞ্চবক্তৃপূজা, শিবপূজা, গণপত্যাতিপূজা, পাছুকাপূজা, কর-
ন্যাসাদি, বিষহরণ, সোপানপূজা, স্ত্রীধরপূজা, পঞ্চতত্ত্বপূজন,
সুদর্শনাদিপূজন, হয়গ্রীবপূজা, গায়ত্রীমাহাত্ম্য, দুর্গাপূজা,
মহেশ্বরপূজা, নানাবিদ্যাকথন, মুক্তামুক্তধ্যান, শালগ্রামলক্ষণ-
কথন, আত্মিককৃত্য, দানধর্ম, প্রায়শ্চিত্তবিধি, প্রিয়ব্রতবংশ-
বর্ণনপ্রসঙ্গে সপ্তদ্বীপাদির কথা, ভারতবর্ষকথন, প্রলম্বদ্বীপাদির
কথা, সপ্তপাতালবর্ণন, জ্যোতিঃশাস্ত্র, সামুদ্রিকলক্ষণ, রত্ন-
পরীক্ষা, গয়ামাহাত্ম্য, মন্বন্তরকথন, উপনয়ন, গৃহস্থধর্ম,
অশৌচনির্গয়, নীতিসার, নানাবিধ ব্রত, রাগায়ণাদির কথন,
বস্তুনির্গয়, নানাবিধ রোগের নিদান, স্বরূপ ও উৎপত্তির কথন,
বিষ্ণুকবচ, বিষ্ণুবিদ্যা, ত্রিপুরা-কথা, প্রশ্নকল্প, অশ্বত্থিকিৎসা,
ঔষধদিগের নাম, ব্যাকরণনিয়ম, ছন্দঃশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র, যুগ-
ধর্মকথন, নৈমিত্তিক প্রলয়কথন, সংসারকথন-প্রস্তাবে পাপের
পরিণামকথন, অষ্টোঙ্গযোগ, বিষ্ণুভক্তি, নারায়ণ-নমস্কার
ও আরাধনাদি, বিষ্ণুমাহাত্ম্যকথন, ব্রহ্মজ্ঞানকথন, আত্ম-
জ্ঞানকথন, গীতাসার । উত্তরখণ্ড—ইহাতে প্রেতকৃত্য ও
বয়ালয় প্রভৃতিরই অধিক বর্ণনা করা হইয়াছে ।

গরুড়পুরাণম্ ।

নীতিসারঃ ।

হৃত উবাচ ।

শুণবন্তং নিযুক্তীত শুণহীনং বিবৰ্জয়েৎ ।

পণ্ডিতশ্চ* শুণাঃ সৰ্কে মূৰ্খে দোষাশ্চ কেবলাঃ ॥১

সদভিরাসীত সততং সদভিঃ কুৰ্ব্বীত সঙ্গতিম্ ।

সদভিৰ্দ্ধ্বাদং মৈত্রীঞ্চ নাসদভিঃ কিঞ্চিদাচরেৎ ॥২

পণ্ডিতৈশ্চ বিনীতৈশ্চ ধৰ্ম্মজ্ঞৈঃ সত্যবাদিভিঃ ।

বন্ধনস্থোহপি তিষ্ঠেত ন তু রাজ্যং খলৈঃ সহ ॥৩

সবিশেষাণি কার্য্যাণি কুৰ্ম্মনৈশ্চ যজ্ঞাতে ।

ভদ্ৰাং কার্য্যাণি সৰ্কাণি সাবশেষাণি কারয়েৎ ॥৪

মধুহেব হৃহেজাষ্ট্রং কুসুমঞ্চ ন ঘাতয়েৎ ।

বৎসাপেক্ষী হৃহেং ক্ষীরং ভূমিং গাঈশ্বর পার্থিবঃ ॥৫

হৃত বলিলেন, শুণবান্কেই কার্য্যে নিয়োগ করিবে, শুণহীনকে পৰিত্যাগ করিবে, কারণ পণ্ডিতের সকলই শুণ এবং মূৰ্খের সকলই দোষ ।১

সৰ্কদা সাধুচরিত ব্যক্তিদিগের সহিত উপবেশন করিবে, সাধুচরিত ব্যক্তিদিগের সহিত সঙ্গতি করিবে, বিবাদ বা মৈত্রীও সাধুচরিত ব্যক্তিদিগের সহিত করিবে, অসদ্ব্যক্তিদিগের সহিত কিছুই করিবে না ।২

বিনীত, ধৰ্ম্মজ্ঞ, সত্যবাদী পণ্ডিতদিগের সহিত একত্র থাকিলে যদি বন্ধন প্রাপ্ত হইতে হয়, তথাপি তাহাদিগের সহিতই বাস করিবে, রাজ্যভোগ হইলেও খলদিগের সহিত বাস করিবে না ।৩

কার্য্য নিঃশেষে সম্পাদন করিলে সিদ্ধি লাভ হয়, এই নিমিত্ত সমুদায় কার্য্য নিঃশেষে সম্পাদন করিবে ।৪

ভ্রমর যেমন পুষ্প হইতে মধু গ্রহণ করে, অথচ পুষ্পের কোন অপকার করে না, সেইরূপ রাজা কোন প্রকার উৎপীড়ন না করিয়া রাজ্য হইতে করগ্রহণ করিবেন এবং দোষ্টা যেমন বৎসের নিমিত্ত কিঞ্চিৎ দুগ্ধ রাখিয়া গাভী দোহন করে, রাজাও পৃথিবী হইতে সেই ভাবে ধন গ্রহণ করিবেন ।৫

* সচরাচর লোকে “পণ্ডিতে চ শুণাঃ সৰ্কে” এইরূপ বলিয়া থাকে ।

বাকীকং মধুজালঞ্চ গুরুপক্ষে তু চন্দ্রমাঃ ।

রাজদ্রব্যঞ্চ তৈক্ষ্যঞ্চ শ্তোকস্তোকেন বর্দ্ধতে ॥৬

বনেহপি দোষাঃ প্রভবন্তি রাগিণাং গৃহেহপি পক্ষেদ্বয়নিগ্রহস্তপঃ ।

অকুংসিতে কর্ম্মণি যঃ প্রবর্ততে নিবৃত্তরাগস্য গৃহং তপোবনম্ ॥৭

সত্যেন রক্ষ্যতে ধর্মো বিদ্যা যোগেন রক্ষ্যতে ।

মুদ্রয়া রক্ষ্যতে পাত্রং কুলং শীলেন রক্ষ্যতে ॥৮

বরং বিদ্যাটব্যং বসনমতিশুক্স্য মরণং বরং সর্পাকীর্ণে শয়নমথ কূপে নিপতনম্

বরং ভ্রাতৃবর্ভে সভরজলমধ্যে প্রবিশনং নতু স্বীয়ে পক্ষে সূধনমনুদেহীতি কথনম্ ॥৯

ভাগ্যক্ষয়েনু ক্ষীরস্তে নোপভোগেন সম্পদঃ ।

পূর্বার্জিতানি সন্তাত্ স্কৃতানি চ দুষ্কৃতম্ ॥১০

বিপ্রাণাং ভূষণং বিদ্যা পৃথিব্যা ভূষণং নৃপঃ ।

নভসো ভূষণং চন্দ্রঃ শীলং সর্বস্য ভূষণম্ ॥১১

বাকীক, মধুচক্র, গুরুপক্ষের চন্দ্র, রাজার ধন এবং ভিক্ষোপার্জিত বস্তু, ইহারা অল্পে অল্পে সঞ্চিত হইয়াই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় । ৬

বিষয়ানুরাগী ব্যক্তি বনে বাস করিলেও তাহার পাপ বর্দ্ধিত হইতে পারে, এবং গৃহে বাস করিয়াও ইন্দ্রিয় সকলকে জয় করিতে পারিলেই তপঃ-সঞ্চয় হয় । সর্বদা অগর্হিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত, লোভশূন্য গৃহীর গৃহই তপোবন স্বরূপ । ৭

সত্যের দ্বারা ধর্ম্ম, যোগের দ্বারা বিদ্যা, মার্জন দ্বারা তৈজস পাত্র এবং শীলের দ্বারা কুল রক্ষিত হয় । ৮

দুর্গম বিদ্যাটবীর মধ্যে যদি বাস করিতে হয়, যদি অনাহারে শুক হইয়া মরিতে হয়, যদি সর্পাকীর্ণ স্থানে শয়ন করিতে হয়, যদি কূপমধ্যে পতিত হইতে হয়, অথবা যদি সর্বদা ভীষণ আবর্ত্তময় জলমধ্যে প্রবেশ করিতে হয়, তাহাও ভাল, তথাপি স্বকীয় আত্মীয়বর্গের মধ্যে ধনবানের নিকট ভিক্ষা করা বিধেয় নহে । ৯

দম্পত্য সকল ভাগ্যক্ষয় হইলেই ক্ষীণ হয়, উপভোগে উহাদের ক্ষয় হয় না । কারণ মনুষ্যানিগের পূর্বজন্মার্জিত পুণ্য ও পাপ উভয়েই বিদ্যমান থাকে । ১০

ভ্রাতৃগণদিগের বিদ্যাই ভূষণ, পৃথিবীর রাজাই ভূষণ, চন্দ্রই আকাশের ভূষণ এবং অশীলতাই মনুষ্যজাতের ভূষণ । ১১

ন চাস্তরীক্ষে ন সমুদ্রমধ্যে ন পর্কতানাং বিবরপ্রদেশে ।
 ন মাতৃমুর্দ্ধি প্রধ্বতস্তধাক্ষে ত্যক্তুং ক্ষমঃ কৰ্ম্ম কৃতং নরো হি ॥১২
 দুর্গজিকূটঃ পুরিথা সমুদ্রো রক্ষাংসি যোধাঃ পরমা চ বৃত্তিঃ ।
 শাস্ত্রং চ নীত্যোশনসা সমগ্রং স রাবণঃ কাশবশাদ্বিনষ্টঃ ॥১৩
 পুরাধীতা চ যা বিদ্যা পুরা দত্তঞ্চ বহ্ননম্ ।
 পুবা কৃতানি কৰ্ম্মাণি অগ্রে ধাবন্তি ধাবতঃ ॥১৪
 কৰ্ম্মাণ্যত্র প্রধানানি সমাগৃক্ষে শুভগ্রহে ।
 বশিষ্ঠদত্তে লগ্নেঃপি জানকী দুঃখভাজনম্ ॥১৫
 ন পিতৃঃ কৰ্ম্মণা পুত্রঃ পিতা বা পুত্রকৰ্ম্মণা ।
 স্বয়ং কৃতেন গচ্ছন্তি স্বয়ং বদ্ধাঃ স্বকৰ্ম্মণা ॥১৬
 কৰ্ম্মজন্তুশরীবেষু রোগাঃ শারীরমানসাঃ ।
 শবা ইব পতন্তাহ বিমুক্তা দৃঢ়বহিভিঃ ॥১৭
 অন্যথা শাস্ত্রগতিগাা ধিগা ধীরোহর্থমীহতে ।
 স্বামিবৎ প্রাক্তনং কৰ্ম্ম বিদধাতি তদন্যথা ॥১৮

মহুধ্য আকাশে, সমুদ্রমধ্যে, পর্কতের গুহার, মাতার মস্তকে অথবা
 ক্রোড়ে রক্ষিত হইয়াও পূর্ককৃত কৰ্ম্মের হাত হইতে পরিভ্রাণ পাইতে
 পারে না ॥১২

যাহার ত্রিকূট পর্কত দুর্গ, সমুদ্র পরিখা, সৈন্ত রাক্ষসসমূহ, বৃত্তি শ্রেষ্ঠ,
 এবং গুক্রাচার্য্য-প্রণীত সমুদ্র শাস্ত্রই নীতি, সেই রাবণও কালের বশে
 বিনষ্ট হইয়াছে ॥১৩

পূর্ককালে অবীত বিদ্যা, পূর্ককালে প্রদত্ত ধন এবং প্রথম অনুষ্ঠিত কৰ্ম্ম
 সকল মলুষ্যের অগ্রে অগ্রে ধাবিত হয় ॥১৪

এই সংসারে যাবদীয় ঘটনার প্রতি কৰ্ম্মই প্রধান কারণ। দেখ শুভ
 নক্ষত্রে, শুভগ্রহে এবং বশিষ্ঠ কর্তৃক ত্রিরীকৃত লগ্নে বিবাহ হইলেও জানকী
 কেবল দুঃখভোগ করিয়াছিলেন ॥১৫

পুত্র পিতৃকৰ্ম্ম দ্বারা অথবা পিতা পুত্রকৰ্ম্ম দ্বারা আবদ্ধ হয় না, সকলই
 স্বীয় স্বীয় কৰ্ম্মে আবদ্ধ হইয়া গমন করে ॥১৬

স্থিরহস্ত ধর্মী কর্তৃক বিমুক্ত শর যেমন লক্ষ্যে নিশ্চিত পতিত হয়, সেই
 রূপ কৰ্ম্মজন্তু শরীরে শারীরিক ও মানসিক রোগ সকল নিপতিত হয় ॥১৭

পণ্ডিত ব্যক্তি শাস্ত্রাধ্যয়নলব্ধ জ্ঞানানুগত যুক্তি দ্বারা উপায় স্থির করিয়া

প্রাপ্তবামর্থং লভতে মনুষ্যো দেবোহপি তং বারয়িতুং ন শক্তঃ ।
 অতো ন শোচামি ন বিষ্ময়ো মে লগাটলেখো ন পুনঃ প্রয়াতি ॥১৯
 কিকালয়তি সন্ধিদা দীয়মানাপি বর্জতে ।
 কুপস্থমিব পানীরং ভবত্যেব বহুদকম্ ॥২০
 অন্নার্থী যানি হুংখানি কুরোতি কৃপণো জনঃ ।
 তাংস্তেব যদি ধর্মার্থী ন ভুয়ঃ ক্লেশভাজনম্ ॥২১
 সর্কেষামেব শৌচানামন্নশৌচং বিশিষাতে ।
 যোহন্নার্থেরংগুচিঃ শৌচান্ন মুদা বাবিণা গুচিঃ ॥২২
 সত্যং শৌচং মনঃশৌচং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ ।
 সর্বভূতে দয়া শৌচং জলশৌচঞ্চ পঞ্চমম্ ॥২৩
 মৃত্তিকানাং সহস্রেণ উদকানাং শতেন চ ।
 ন গুণ্যতি হ্রাচাচারো ভাবোপহৃতচেতনঃ ॥২৪

অর্থলাভের চেষ্টা করেন, কিন্তু পূর্বজন্মার্জিত কর্ম, প্রভুর আয়, তাঁহার সেই উপায়কে অল্প প্রকারে পরিণত করে । ১৮

মনুষ্যের অদৃষ্টে যে অর্থের প্রাপ্তি লিখিত হইয়াছে, তাহা সে অবশ্যই প্রাপ্ত হয়, দৈবও তাহা বারণ করিতে সমর্থ হন না, এই নিমিত্ত আমার অনুতাপ বা বিষ্ময় নাই, কারণ কপালের লেখা কখনও অত্যাচার হয় না । ১৯

কুপস্থিত জল যেকূপ ব্যয়ের সহিতই বাড়িতে থাকে, উত্তম বিদ্যা আপাততঃ অল্প পরিমাণে অর্জিত হইলেও, দানেব সহিত বৃদ্ধি পায় । ২০

দরিদ্র ব্যক্তি অন্নার্থী হইয়া যে সকল কষ্টকর কার্য সম্পাদন করে, যদি ধর্মার্থী হইয়া সেইরূপ ক্লেশ স্বীকার করে, তাহা হইলে আর তাহার কষ্ট পাইতে হয় না । ২১

সকল প্রকার শৌচের মধ্যে অন্নশৌচই শ্রেষ্ঠ, যে ব্যক্তি অন্ন ও অর্থে গুচি, সে মৃত্তিকা ও বারি দ্বারা সহস্র শৌচ করিলেও গুচি হয় না । ২২

শাস্ত্রে গুচিতার প্রতি পাঁচ প্রকার কারণ নির্দিষ্ট হইয়াছে, সত্য, মনের নির্মলতা, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, সকল প্রাণীর উপর দয়া এবং সলিল দ্বারা শরীরের মলপনয়ন । ২৩

ভাবহীন হ্রাচাচার ব্যক্তি সহস্র বার মৃত্তিকা-লেপন বা শত শত বার উদক প্রক্ষেপণ দ্বারা গুচি লাভ করিতে পারে না । ২৪

যন্ত হন্তো চ পাদৌ চ মনশ্চৈব স্তসংযতং ।

বিদ্যা তপশ্চ কীর্তিঞ্চ স তীর্থফলমশ্নুতে ॥২৫

প্রহযাতি ন সন্মানে নাবমানেন কুপ্যতি ।

ন ক্রুদ্ধঃ পরঞ্চ ক্রয়াদেতং সাধোস্ত লক্ষণম্ ॥২৬

নাকালে ম্রিয়তে জন্তুবিদ্ধঃ শরশতৈরপি ।

কুশাগ্রেষণ তু সম্পৃষ্টঃ প্রাপ্তকালো ন জীবতি ॥২৭

যত্র মৃত্যুর্থতো হন্তা যত্র শ্রীর্গত্র সম্পদঃ ।

তত্র তত্র স্বয়ং বাতি প্রেয্যমাণঃ স্বকর্ম্মভিঃ ॥২৮

ভূতপূর্ব্বং কৃতং কর্ম্ম কর্ত্তারমমুতিষ্ঠতি ।

যথা ধেনুসহশ্রেষু বৎসো বিন্দতি মাতরম্ ॥২৯

নীচঃ সর্বপমাত্রাণি পরচ্ছিত্রাণি পশ্যতি ।

আত্মনো বিশ্বমাত্রাণি পশ্যন্নপি ন পশ্যতি ॥৩০

রাগদেষাদিবুদ্ধানাং ন স্তথং কুত্রচিদ্ দ্বিজ ! ।

বিচার্য্য খলু পশ্যামি তং স্তথং যত্র নিবর্ত্তিঃ ॥৩১

বাহার হস্ত, পাদ এবং মন সম্যক্ প্রকারে সংযত এবং বিদ্যা, তপশ্চয়া ও স্মৃতিও বিদ্যমান, সেই তীর্থে যাইয়া প্রকৃত ফল প্রাপ্ত হয় ॥২৫

সন্মানে হষ্ট না হওয়া, অবমানে ক্রোধ না করা এবং ক্রুদ্ধ হইয়া পক্ষবাক্যের প্রয়োগ না করা, এই সকলই সাধুর লক্ষণ ॥২৬

জীবগণ শত শত তীক্ষ্ণ শর দ্বারা বিদ্ধ হইয়াও অকালে মৃত্যু প্রাপ্ত হয় না, কিন্তু কাল উপস্থিত হইলে কুশের অগ্রভাগ দ্বারা স্পৃষ্ট হইয়াও প্রাণ পরিত্যাগ করে ॥২৭

মহুষা স্বকীয় কর্ম্ম দ্বারা প্রেরিত হইয়া যেখানে মৃত্যু, যেখানে হস্তা, যেখানে শ্রী এবং যেখানে সম্পদলাভ ললাটে লিখিত হইয়াছে, সেই স্থানেই স্বয়ং গমন করে ॥২৮

যে রূপ সহস্র সহস্র গাভীর মধ্যে বৎস আপনার মাতাকে জানিতে পারে, সেইরূপ পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্ম আপনা হইতে কর্ত্তাকেই প্রাপ্ত হয় ॥২৯

নীচ ব্যক্তি সর্বপ পরিমিতও অপরের ছিদ্র দেখিতে পায় এবং নিজের বিশ্বপরিমিত ছিদ্র দেখিয়াও দেখে না ॥৩০

হে দ্বিজ, রাগ দেষাদি বুদ্ধ মহুষ্যের কোন স্থানেই স্তথ্য নাই। আমি বিচার করিয়া দেখিতেছি, যেখানে সন্তোষ, সেই স্থানেই স্তথ্য ॥৩১

যত্র স্নেহো ভয়ং তত্র স্নেহো দুঃখস্ত ভাজনম্ ।
 স্নেহমূলানি দুঃখানি তস্মিন্ত্যক্তে মহৎ সুখম্ ॥৩২
 শরীরমেবায়তনং দুঃখস্ত চ সুখস্ত চ ।
 জীবিতঞ্চ শরীরঞ্চ জাতৈব সহ জায়তে ॥৩৩
 সৰ্ব্বং পরবশং দুঃখং সৰ্ব্বমাত্মবশং সুখম্ ।
 এতদ্বিদ্যাং সমাসেন লক্ষণং সুখদুঃখয়োঃ ॥৩৪
 সুখস্থানস্তরং দুঃখং দুঃখস্থানস্তরং সুখম্ ।
 সুখং দুঃখং মনুষ্যাণাং চক্রবৎ পরিবর্ততে ॥৩৫
 যদগতং তদতিক্রান্তং যদি শ্রুতং তচ্চ দূরতঃ ।
 বর্তমানেন বর্ত্তেত ন স শোকেন বাধ্যতে ॥৩৬
 ন কশ্চিৎ কস্তচিন্মিত্রং ন কশ্চিৎ কস্তচিদ্রিপুঃ ।
 কারণাদেব জায়ন্তে মিত্রাণি রিপবস্তথা ॥৩৭
 শোকত্রাণং ভয়ত্রাণং প্রীতিবিশ্বাসভাজনম্ ।
 কেন রত্নমিদং সৃষ্টং মিত্রমিত্যক্ষরদ্বয়ম্ ॥৩৮

যে স্থানে স্নেহ, সেই স্থানেই ভয়, স্নেহই দুঃখের আধার এবং স্নেহই সমুদয়
 দুঃখের মূল, অতএব এই স্নেহ পরিত্যাগ করিতে পারিলেই মহৎ সুখলাভ হয়। ৩২

শরীর, সুখ ও দুঃখ এই উভয়েবই আয়তন, জন্মের সহিতই জীবিত ও
 শরীর উৎপন্ন হয়। ৩৩

যাহা পরাধীন তাহাই দুঃখের হেতু এবং যাহা আপনার আয়ত্ত, তাহাই
 সুখের কারণ ; সুখ ও দুঃখের ইহা অপেক্ষা আর কোনরূপ সংক্ষিপ্ত লক্ষণ
 হইতে পারে না। ৩৪

মনুষ্যদিগের সুখের অনন্তর দুঃখ এবং দুঃখের পর সুখ দৃষ্ট হয়। এই
 সুখ ও দুঃখ চক্রের মত সৰ্ব্বদাই পরিবর্তন করিতেছে। ৩৫

যে ব্যক্তি, যাহা গত, তাহাত অতীত হইয়াছে, যাহা ভাবী, তাহাত
 অনিশ্চিত, এই বিবেচনা করিয়া বর্তমানের অনুগমন করে, সে কখন শোক
 দ্বারা পীড়িত হয় না। ৩৬

এই সংসারে স্বভাবতঃ কেহ কাহারও মিত্র বা কেহ কাহারও শত্রু নাই,
 মনুষ্য কার্য্য বশতঃই অপরের শত্রু বা মিত্র হইয়া থাকে। ৩৭

অমূল্য রত্নস্বরূপ মিত্র এই দুইটি অক্ষরের কে সৃষ্টি করিয়াছে ? কারণ
 ইহা শোক ও ভয়ের পরিত্রাণ, এবং প্রীতি ও বিশ্বাসের আধার। ৩৮

সকলজ্ঞানিতং যেন হরিত্যাক্ষরদ্বয়ম্ ।

বন্ধঃ পরিকরন্তেন মোক্ষায় গমনং প্রতি ॥৩৯

ন মাতরি ন দারেষু ন সৌদর্যো ন চাত্মজে ।

বিশ্বাসস্তাদৃশঃ পু সাং যাদৃগ্গিত্রে স্বভাবজে ॥৪০

নাস্মচ্ছিত্রং পরে দদ্যাৎ বিন্দ্যাস্মচ্ছিত্রং পরস্য চ ।

গৃহেৎ কুর্শ্ব ইবান্ধানি পরতাবন্ধ লক্ষয়েৎ ॥৪১

স পণ্ডিতো যো হনুরঞ্জয়েদৈ সাশ্বেন বালান্ বিনয়েন শিষ্টম্ ।

অর্থেন নারীং তপসা হি দেবান্ সর্বাংশ্চ লোকাংশ্চ স্রসংগ্রহেণ ॥৪২

শাঠ্যেন মিত্রং কলুষেণ ধর্ম্যং পরোপতাপেন সমৃদ্ধিভাবম্ ।

স্বধেন বিদ্যাং পরুষেণ নারীং বাজ্ঞস্তি যে বৈ ন চ পণ্ডিতান্তে ॥৪৩

ফলার্থী ফলিনং বৃক্ষং যশ্চিন্দ্যাং দুর্মান্তিনরঃ ।

ন ছিন্দ্যাৎ তস্ত তন্মূলং মহাস্তং দোষনাশুয়াৎ ॥৪৪

যে মনুষ্য কেবল মাত্র ‘হরি’ এই দুইটি অক্ষর উচ্চারণ করে, তাহার মোক্ষ লাভের পথ পরিকৃত হয় ॥৩৯

মনুষ্যদিগের স্বাভাবিক মিত্রের প্রতি যেক্রপ বিশ্বাস, নিজের জননী, দারা, সহোদর বা পুত্রের প্রতি সেইক্রপ বিশ্বাস হয় না ॥৪০

আপনার ছিদ্র কখনও পরের নিকট প্রকাশ করিবে না, কিন্তু সর্বগো-
ভাবে পরের ছিদ্র জানিতে চেষ্টা করিবে। কুর্শ্বের ত্রায় নিজের অঙ্গ সকল
আবরণ করিয়া রাখিবে, অথচ অভিনিবেশ সহকারে পরের চেষ্টার প্রতি
লক্ষ্য রাখিবে ॥৪১

যে ব্যক্তি মিষ্ট বাক্য দ্বারা বালকদিগকে, বিনয় দ্বারা শিষ্টদিগকে, অর্থ-
দ্বারা রমণীদিগকে, তপস্তাদ্বারা দেবতাদিগকে এবং সদ্ব্যবহারদ্বারা সকল
লোককে অনুরঞ্জিত করে, সেই পণ্ডিত ॥৪২

যাহারা শঠতা দ্বারা মিত্রতা, কপটবৃত্তি দ্বারা ধর্ম, পরপীড়া দ্বারা সম্পৎ,
বিনা পরিশ্রমে বিদ্যা, এবং কঠোর ব্যবহারে রমণীকে লাভ করিতে ইচ্ছা
করে, তাহারাই মূর্থ ॥৪৩

মূঢ়বুদ্ধি মনুষ্যরাই ফলার্থী হইয়া ফলবান বৃক্ষের ছেদন করিয়া থাকে,
ফল, বাহা লাভ করিতে ইচ্ছা করিবে, কখনই তাহার মূলোচ্ছেদন করিবে না,
তাহা হইলে মহৎ অনিষ্ট লাভই হইয়া থাকে ॥৪৪

ন বিশ্বসেদবিশ্বস্তে মিত্রস্যপি ন বিশ্বসেৎ ।

কদাচিৎ কুপিতং মিত্রং সর্বং শুভং প্রকাশয়েৎ ॥৪৫

দীপস্ত পশ্চিমা ছায়া ছায়া শয়াসনস্ত চ ।

রজ্জ্বকসা চ যন্তীর্থমলক্ষীস্তত্র তিষ্ঠতি ॥৪৬

বিষং গোষ্ঠী দরিদ্রস্য বৃক্ষস্য তকণী বিষম্ ।

বিষং কুশিক্ষিতা বিদ্যা অজীর্ণে ভোজনং বিষম্ ॥৪৭

যস্ত তস্ত তু পুষ্পস্য পাণ্ডুরস্য বিশেষতঃ ।

শিরস্য ধার্ষ্যমাণস্য অলক্ষীঃ প্রতিহনাতে ॥৪৮

অভ্যুপানং কঠিনাশনঞ্চ ধাতুক্ষয়ো বেগবিধারণঞ্চ ।

দিবাশয়ো জাগরণঞ্চ রাত্রৌ বড়্ভিনরাণাং নিবসন্তি বোগাঃ ॥৪৯

কুচেলিনং দন্তসলেপধারণং বহুবাশিনং নিষ্ঠূর্ববাক্যভাষণম্ ।

সূর্য্যোদয়ে হস্তময়েহপি শায়িনং বিমুক্ততি শ্রীরপি চক্রপাণিনং ॥৫০

অবিশ্বস্ত ব্যক্তিকে কদাচ বিশ্বাস করিবে না, মিত্রকেও বিশ্বাস করিবে না, কারণ মিত্র যদি কখন বিরক্ত হয়, তাহা হইলে সমুদয় রহস্ত প্রকাশ করিয়া দিতে পারে ৷৪৫

দীপের পশ্চাদ্ভাগে দীপা, শয়া ও আসনের ছায়া এবং যে ঘাটে জলের বস্ত্র প্রকাশন করে, সেই ঘাট পরিত্যাগ করিবে, কারণ ঐ সকল গানে অলক্ষী বাস করে ৷৪৬

দরিদ্র ব্যক্তির পক্ষে আয়ীক কুটুম্বের সভা বিষের স্বরূপ, বৃদ্ধের পক্ষে তকণী ভাষণ বিষের স্বরূপ, অসমাক্ অভ্যুপান বিদ্যা বিষের স্বরূপ, এবং মজীর্ণে ভোজন বিষের স্বরূপ ৷৪৭

কোন প্রকার পুষ্প বিশেষতঃ শ্বেত পুষ্প মন্তকে ধারণ করিলে অলক্ষী দ্রবীভূত হয় ৷৪৮

অভিশয় জলপান, কঠিন দ্রব্য ভোজন, ধাতুক্ষয়, বেগের নিরোধ, দিবা নিদ্রা এবং রাত্রি জাগরণ এই ছয়টি মনুষ্যদিগের নানাবিধ রোগের কারণ ৷৪৯

নারায়ণের সদৃশ লক্ষ্মীর প্রিয় ব্যক্তিও যদি মলিন বস্ত্র পরিধান করে, দন্তের মলা পরিষ্কার না করে, অধিক ভোজন করে, সকলের প্রতি নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করে এবং সূর্য্যের উদয় ও অস্ত সময়েও শয্যা পরিত্যাগ না করে, তাহা হইলে লক্ষ্মী তাহাকে ত্যাগ করেন ৷৫০

গবাং রজো ধান্যরজঃ পুত্রজ্ঞানভবং রজঃ ।
 এতদ্রজো মহাশস্তং মহাপাতকনাশনম্ ॥৫১
 অজারজঃ থররজো যন্তু স্মার্কজনিরজঃ ।
 এতদ্রজো মহাপাপং মহাকিঞ্চিকারণম্ ॥৫২
 শূৰ্পবাতো নখাগ্রাশু স্নানবস্ত্রঘটোদকম্ ।
 মার্জ্জনীরেণুকেশাশু হস্তি পুণ্যং পুরাকৃতম্ ॥৫৩
 দৌ বিপ্রৌ বিপ্রবহ্নোশ্চ দম্পত্যোঃ স্বামিনোস্তথা ।
 অন্তর্গেণ ন গন্তব্যং হরন্ত বৃষভন্ত চ ॥৫৪
 জীবু রাজাগ্নিসর্পেবু সাধ্যায়ে শত্রুসেবনে ।
 ভোগাস্বাদেবু বিশ্বাসং ন প্রাপ্তঃ কৰ্ত্তুমচ্ছতি ॥৫৫
 বৈরিণা সহ সন্ধায় বিশ্বস্তো যদি তিষ্ঠতি ।
 স বৃক্ষাগ্রে প্রসুপ্তোহপি পতিতঃ প্রতিবুধাতে ॥৫৬

গোদিগের চরণোখিত ধূলি, ধাত্তের ধূলি এবং নিজ পুত্রের অঙ্গসংলগ্ন ধূলি শাস্ত্রে অত্যন্ত প্রশস্ত বলিয়া উক্ত হইয়াছে ; কারণ ঐ সকল ধূলি দ্বারা মহাপাতকও বিনষ্ট হয় । ৫১

ছাগ এবং গর্দভের চরণোখিত ধূলি এবং স্মার্কজনির ধূলি অত্যন্ত অপবিত্র এবং অতিশয় মলিনতার কারণ । ৫২

কুলার বাতাস, নখের অগ্রভাগ সংলগ্ন জল, স্নানবস্ত্র সংলগ্ন জল এবং স্নানকলসনির্গতজল, মার্জ্জনীর ধূলি এবং কেশসংলগ্ন জল স্পর্শ করিলে পূর্বজন্মের পুণ্যও নষ্ট হয় । ৫৩

যে স্থানে দুইজন ব্রাহ্মণ অবস্থান করেন তাহার মধ্যদিয়া, ব্রাহ্মণ ও বহির মধ্যদিয়া, দম্পতীর মধ্য দিয়া, প্রভুদ্বয়ের মধ্যদিয়া এবং অশ্ব ও বৃষভের মধ্যদিয়া গমন করিবে না । ৫৪

কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি জী, রাজা, অগ্নি, সর্প, কণ্ঠস্থ বিদ্যা, শত্রুর আদর, ভোগ এবং আস্বাদে বিশ্বাস করিয়া থাকে ? ৫৫

যে ব্যক্তি শত্রুর সহিত মিলিত হইয়া বিশ্বস্ত ভাবে অবস্থান করে, যে বৃক্ষের অগ্রভাগে প্রসুপ্ত হইয়াও আপনাকে ভূমিতে পতিত বলিয়া স্থির করিবে । ৫৬

নাভাস্তং মূহনা ভাব্যং নাভাস্তং ক্রুরকর্মণা ।
 মূহনৈব মূহং হস্তি দারুণেনৈব দারুণম্ ॥৫৭
 নমস্তি ফলিনো বৃক্ষা নমস্তি গুণিনো জনাঃ ।
 শুক্লবৃক্ষাশ্চ মূর্খাশ্চ ভিক্ষাস্তে ন নমস্তি চ ॥৫৮
 ষট্ কর্ণো ভিক্ষাতে মন্ত্রঃ চতুঃ কর্ণশ্চ ধার্য্যতে ।
 দ্বিকর্ণস্তু তু মন্ত্রস্তু ব্রহ্মাপোহো ন বুধ্যতে ॥৫৯
 তরা গবা কিং ক্রিয়তে যা দোদ্ধী ন চ গভীণী ।
 কোহর্থঃ পুত্রৈগ জাতেন যো ন বিদ্বান্ন ধার্ম্মিকঃ ॥৬০
 একো হি গুণবান্ পুত্রো নিগুণেন শতেন কিম্ ?
 চন্দ্রো হস্তি তমাংসোকো ন চ জ্যোতিঃ সহস্রশঃ ॥৬১
 বহুনামন্নসারাণাং সমুদায়ো হি দারুণম্ ।
 তৃণৈরাবেষ্টিতা রজ্জুস্তগা নাগোহপি বধ্যতে ॥৬২
 ব্রহ্মস্নে চ সুরাপে চ চৌরে ভগ্নব্রতে তথা ।
 নিকৃতির্বিহিতা সন্তিঃ কৃত্যে নাস্তি নিকৃতিঃ ॥৬৩

অতাস্ত মূহ বা অতাস্ত ক্রুর হইবে না, মূহ উপায়ের দ্বারা মূহ বস্তুর
 বিনাশ করিবে এবং কঠোর উপায় দ্বারা কঠোর বস্তুর বিনাশ করিবে ॥৫৭

বৃক্ষ সকল ফলবান্ হইলে আপনিই নত হয় এবং মনুষ্য গুণবান্ হইলে
 পরাই নত হইয়া থাকে, কিন্তু শুক্ল বৃক্ষ এবং মূর্খ বরং ভান্দিয়া যাইবে,
 তথাপি নত হইবে না ॥৫৮

মন্ত্র ষট্ কর্ণগোচর হইলে প্রকাশ হইয়া পড়ে, চারিকর্ণের গোচর হইলে রক্ষিত
 হয়, কিন্তু বিকর্ণগোচর অর্থাৎ একজনের মন্ত্র ব্রহ্মাও জানিতে সক্ষম হন না ॥৫৯

যে গাভীর দুগ্ধ বা গর্ত্ত হয় না, সেরূপ গাভীর পোষণ করিয়া লাভ কি ?
 যে পুত্র ধার্ম্মিক বা বিদ্বান্ নয়, এইরূপ পুত্র জন্মিলেই বা লাভ কি ? ॥৬০

শত নিগুণ পুত্র অপেক্ষা গুণবান্ পুত্র একটি মাত্র হওয়াও ভাল,
 কারণ একমাত্র চন্দ্র অন্ধকার সমূহ নষ্ট করে, শত সহস্র নক্ষত্রাদি কিছুই
 করিতে পারে না ॥৬১

অন্নসার বস্ত্রও বহু পরিমাণে একত্র সংযুক্ত হইলে হুঃসাধ্য কার্য্যের
 নির্বাহক হয়। সামান্য তৃণের একত্র সংযোগ দ্বারা যে রজ্জু নির্মিত হয়,
 তাহার দ্বারা বৃহৎ হস্তীও আবদ্ধ হইয়া থাকে ॥৬২

শাস্ত্রে ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, চৌর্য্য এবং ব্রতভঙ্গ এই সকল পাপকারীরও

নোপেক্ষিতবো। দুৰ্ব্বুদ্ধিঃ শক্ররল্লোহপ্যবজ্জয়া ।
 বহ্নিরল্লোহপ্যসংগ্রাহঃ কুকতে ভস্মসাজ্জগৎ ॥৬৪
 নবে বরসি যঃ শাস্তঃ সশাস্ত ইতি মে মতিঃ ।
 ধাতুযু ক্ষীয়মাণেষু শমঃ কন্তু ন জারতে ॥৬৫
 ধত্বাস্তে বে ন পশ্যন্তি দেশভঙ্গং কুলক্ষয়ম্ ।
 পরচিন্তগতান্ দারান্ পুত্রং কুবাসনে হিতম্ ॥৬৬
 পরান্নঞ্চ পরস্বঞ্চ পরশয্যাঃ পরদ্বিগঃ ।
 পরবেশ্মনি বাসশ্চ শক্রাদপি হরেচ্ছি যম্ ॥৬৭
 আলাপাদ্ গাত্রসংস্পর্শাৎ নিশ্বাসাৎ সহভোজনাৎ ।
 আসনচ্ছয়নাদ্ ধানাৎ পাপং সংক্রমতে নৃণাম্ ॥৬৮
 দ্বিয়ো নশ্যন্তি রূপেণ তপঃ ক্রোধেন নশ্যতি ।
 গাবো দূরপ্রচারেণ শূদ্রাণ্মেন দ্বিজোত্তমঃ ॥৬৯

প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইয়াছে, কিন্তু কৃতঘ্নের কোন রূপই প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হয় নাই। ৬৩

শত্রু অতি তুচ্ছ হইলেও যদি অনিষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহাকে অবজ্ঞা করিবে না, কারণ হস্ত দ্বারা গ্রহণের অবোধ্য অতি অল্পমাত্র বহিঃসমুদ্র জগৎকে ভস্মসাৎ করিতে পারে। ৬৪

যৌবন সময়ে বাহার চিত্ত শান্তিকে আশ্রয় করে, সেই প্রকৃত শাস্ত। সন্তের তেজ কমিলে কাহার না শান্তি উৎপন্ন হয়। ৬৫

যাহারা স্বকীয় দেশের পরাধীনতা, কুলক্ষয়, জ্বীদিগের ব্যভিচার এবং পুত্রদিগের বাসনাসক্তি না দেখে, তাহারাই ধন্ত। ৬৬

পরান্নভোজন, পরধনে জীবিকা-নির্ভর্য, পরশয্যায় শয়ন, পরদ্বীপ সংসর্গ, এবং পরগৃহে বাস, এই সকল কার্য ইজ্ঞেরও সম্পৎ নষ্ট করে। ৬৭

সম্ভাষণ, শরীরস্পর্শ, নিশ্বাস সম্পর্ক, একত্র ভোজন, একত্র উপবেশন, এবং এক ঘানে আরোহণ এই সকল কার্য দ্বারা এক মনুষ্য হইতে অপর মনুষ্যে পাপের সংক্রম হয়। ৬৮

রূপ জ্বর, ক্রোধ তপস্তার, দূর ভ্রমণ গাভীর, এবং শূদ্রান্ন ভোজন ব্রাহ্মণের নাশের কারণ হয়। ৬৯

অধমাঃ কলিমিচ্ছন্তি সন্ধিমিচ্ছন্তি মধামাঃ ।

উত্তমা মানমিচ্ছন্তি মানো হি মহতাং ধনম্ ॥৭০

মানো হি মূলমর্থস্তু মানে সতি ধনেন কিম্ ।

প্রভ্রষ্টমানদর্পস্তু কিং ধনেন কিমায়ুবা ॥৭১

বনেহপি সিংহা ন নয়ন্তি কন্তু বৃত্তিক্রীড়া মাংসনিরীক্ষণক্ ।

ধনৈর্বিহীনঃ স্কুলেষু জাতা ন নীচকর্মাণি সমারভন্তি ॥৭২

নাভিবেকো ন সংস্কারঃ সিংহস্য ক্রিয়তে বনে ।

নিতামূর্জিতসদস্য স্বয়মেব যুগেগ্রতা ॥৭৩

দাতা দরিদ্রঃ কৃপণোহর্থস্ক্রুঃ

পুলোহবিধেগঃ কুজনস্য সেবা ॥৭৪

পরোপকারেবু নরস্য মৃত্যুঃ

প্রজায়তে দৃশ্টরিতানি পঞ্চ ॥৭৫

কাস্তাবিযোগঃ স্বজনাপমানমৃগস্য শেষঃ কুজনস্য সেবা ।

দরিদ্রভাবাদ্বিমুখাশ্চ মিত্রা বিনাশ্মিনা পঞ্চ দহন্তি তীব্রাঃ ॥৭৬

অধমগণ কেবল কলহ করিতে ভালবাসে, মধ্যম পুরুষেরা মিলিয়া মিসিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে, উত্তম পুরুষেরা সম্মানই প্রার্থনা করে, কারণ মহৎদিগের সম্মানই পরম ধন । ৭০

মানই অথের মূল, মান লাভ হইলে ধনের আবশ্যকতা নাই, বাহার মান ও দর্প বিনষ্ট হইয়াছে, তাহার ধন ও আয়ুতে কিছুই প্রয়োজন নাই । ৭১

বনেও সিংহেরা বৃত্তিক্রীড়া হইয়া কাহারও নিকট নত হয় না, অথচ প্রত্যহ প্রচুর মাংস ভোজন করে, এইরূপ সংকুলে উৎপন্ন মহুষ্যেরা ধনহীন হইয়াও কখন নীচের কার্য্য করে না । ৭২

বনে সিংহের কেহ অতিষেক বা অগ্র কোন রূপ প্রভুত্ব সম্পাদক সংস্কারও করে না, তথাপি প্রত্যহ তাহার বল বৃদ্ধি হওয়ায় আপনা আপনিই মৃগদিগের উপর আধিপত্য প্রাপ্ত হয় । ৭৩

দাতার দারিদ্র্য, ধনবানের কার্পণ্য, পুত্রের অবশ্রুতা, প্রভুর দৌর্জন্ত এবং পরের উপকারে মৃত্যু এই পাঁচটিই হুঃসহ দুঃখকর । ৭৪:৭৫

জীবযোগ, স্বজনের অপমান, শ্বশুরের শেষ, কুজনের সেবা এবং নিজের দারিদ্র্য হেতু মিত্রগণের বৈমুখ্য এই পাঁচটি অধিতুল্য অতি তীব্রভাবে মহুষ্যের হৃদয়কে দগ্ধ করে । ৭৬

চিন্তাসহস্রাণি বহুনি মধ্যাচ্চিন্তাশ্চতশ্চেহ্যসিধারতুল্যাঃ ।
 নীচাপমানঃ ক্ষুধিতঃ কলত্রং ভার্যা বিরক্তা সহজোপরোধঃ ॥৭৭
 বশ্শচ পুত্রোহর্থকরী চ বিদ্যা অরোগিতা সজ্জনসম্পত্তিঃ ।
 ইষ্টা চ ভার্যা বশবর্তিনী চ হুঃখস্যা মূলোদ্ধরণানি পঞ্চ ॥৭৮
 ন ধীরঃ কর্কশঃ স্তব্ধঃ কুচেলঃ স্বয়মাগতঃ ।
 পঞ্চ বিপ্রা ন পূজ্যন্তে বৃহস্পতিসমা যদি ॥৭৯
 আয়ুঃ কৰ্ম্ম চ বিত্তঞ্চ বিদ্যা নিধনমেব চ ।
 পঠৈতানি বিবিচ্যন্তে জায়মানস্য দেহিনঃ ॥৮০
 শৌর্যো তপসি দানে চ যস্য ন প্রথিতং যশঃ ।
 বিদ্যায়ামর্থলাভে বা মাতৃকচ্চার এব সঃ ॥৮১
 যস্য ত্রিবর্গশৃঙ্গানি দিনান্যায়ান্তি যান্তি চ ।
 স লোহকারভগ্নেব স্বসন্নপি ন জীবতি ॥৮২
 স্বাধীনবৃত্তে: সাফল্যং ন পরাধীনবৃত্তিতা ।
 যে পরাধীনকৰ্ম্মাণো জীবন্তোহপি চ তে মৃত্যুঃ ॥৮৩

মনুষ্যের নানাবিধ সহস্র সহস্র চিন্তা থাকিলেও বক্ষ্যমাণ চারিটি বিষয়ে
 চিন্তা অসিধারের তুল্য মৰ্ম্মভেদী, নীচ কর্তৃক অপমানবিষয়ে, ক্ষুধিত কলত্রের
 ক্ষুঃপ্রতিকারে অসামর্থ্যবিষয়ে, ভার্য্যার বিরক্তিবিশয়ে এবং জ্ঞাতিগণের দ্বারা
 উৎপীড়নবিষয়ে ॥৭৭

বশীভূত পুত্র, অর্থকরী বিদ্যা, আরোগ্য, সজ্জনসম্পত্তি, প্রিয় ও
 বশীভূত ভার্যা এই পাঁচটি হুঃখের মূল উচ্ছেদ করে ॥৭৮

চঞ্চল, কর্কশ, অহঙ্কারী, মলিনবস্ত্রধারী এবং স্বয়ং আগত, এই পাঁচ প্রকার
 ব্রাহ্মণ যদি বৃহস্পতি তুল্যও পণ্ডিত হয়, তথাপি সম্মান প্রাপ্ত হয় না ॥৭৯

মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করিলেই তাহার আয়ু, কৰ্ম্ম, বিদ্যা এবং মৃত্যুসময়
 এই পাঁচটির বিচার করা হয় ॥৮০

যাহার নাম পরাক্রমে, তপস্তায়, দানে, বিদ্যায় অথবা অর্থোপার্জনে
 প্রসিদ্ধ না হয়, সে জননীর পুত্রীষ তুল্য ॥৮১

যাহার জীবিত কাল ধৰ্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গশৃঙ্গ হইয়া অতিবাহিত
 হয়, সে লোহকারের জাঁতার দ্বায় কেবল নিখাস প্রাধান্য পরিত্যাগ করে,
 তাহার জীবন জীবনের মধ্যেই গণ্য নয় ॥৮২

যাহারা স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্বাহ করে, তাহাদের জীবনই সফল,

কৃত্তে প্রতিকৃত্তং কুৰ্ঘ্যাং হিংসিতে প্রতিহিংসিতম্ ।
 ন তত্র দোষং পশ্যামি ছুঠে দোষং সমাচরেৎ ॥৮৪
 পরোক্ষে কার্যাহস্তারং প্রত্যক্ষে প্রিয়বাদিনম্ ।
 বর্জয়েত্তাদৃশং মিত্রং মায়াময়মরিং তথা ॥৮৫
 দুর্জনেশ্ব হি সঙ্গেন স্নজনোহপি বিনশ্চতি ।
 প্রসন্নং জলমিত্যাহঃ কর্দমেঃ কলুষাকৃতম্ ॥৮৬
 তন্মঙ্গলং যত্র মনঃ প্রসন্নং তজ্জীবনং যন্ন পরস্য সেবা ।
 তদুজ্জিতং যৎ স্বজনেন ভুক্তং তদুজ্জিতং যৎ সমরে ত্রিগুণাম্ ॥৮৭
 সর্বে ক্ষয়াস্তাঃ নিচয়াঃ পতনাস্তাঃ সমুচ্চয়াঃ ।
 সংযোগা বিপ্রযোগাস্তা মরণাস্তং হি জীবিতম্ ॥৮৮
 অশ্বং শ্রান্তং গজং মত্তং গাবঃ প্রথমমৃতিকাঃ ।
 অল্পদকে চ মণ্ডুকান্ প্রোজ্জো দুরেণ বজ্রয়েৎ ॥৮৯

পরের অবীনে জীবিকা স্বীকার উচিত নয়। যাহারা পরের অবীনে কর্ম করে, তাহারা জীবিত হইয়াও মৃতের তুল্য ॥৮৩

লোকের নিকট উপকার প্রাপ্ত হইলে তাহার প্রতাপকার করিবে এবং হিংসাকারীর প্রতি প্রতিহিংসা করিবে, কারণ ছুঠ ব্যক্তির সহিত দুর্জীবহার করিলে কোন দোষই হয় না ॥৮৪

যে মিত্র অসমক্ষে অনিষ্ট চেষ্টা করে, এবং প্রত্যক্ষে মিষ্টবাক্য বলে, এইরূপ কপটাচারী মিত্রকে পরিত্যাগ করিবে ॥৮৫

দুর্জনের সংসর্গে সজ্জনও বিনষ্ট হয়, জল স্বাভাবিক নির্মল হইলেও কর্দমের সংযোগে মলিন হয় ॥৮৬

যাহাতে মন প্রসন্ন হয়, তাহাই প্রকৃত মঙ্গল, যে জীবনে পরের সেবা করিতে হয় না তাহাই প্রকৃত জীবন, যে উপার্জন দ্বারা আত্মীয় স্বজনের পোষণ করা হয়, তাহাই সার্থক উপার্জন এবং যে বল দ্বারা যুদ্ধে শত্রুদিগের পরাভব করা হয়, তাহাই প্রকৃত বল ॥৮৭

সমুদায় পদার্থেরই ক্ষয় হইবে। উন্নতি হইলে অধঃপতন অবশ্যভাবী, সংযোগ হইলেই বিরোধ ঘটয়া থাকে এবং জন্ম হইলেই মৃত্যু অনিবার্য ॥৮৮

বুদ্ধিমান ব্যক্তি পরিশ্রান্ত অশ্ব, উন্নত হস্তী, প্রথম প্রসূতা গাভী এবং উদকশূন্য স্থানে স্থিত মণ্ডুকদিগকে দূর হইতে পরিত্যাগ করিবে ॥৮৯

অন্তঃসঃ পরিমাণেন উন্নতং কুলং ভবেৎ ।
 স্বস্বামিনা বলবতা ভূত্যো ভবতি গর্ভিতঃ ॥১০
 অদ্রচ্ছারা তৃণাদগ্নীচসেবা পথে জলম্ ।
 বেষ্টারাগঃ খলে প্রীতিঃ ষড়্ভেতে বৃদ্ধোপনাঃ ॥১১
 অবলস্য বলং রাজা বালস্য কুদিতং বলম্ ।
 বলং নৃপস্য মৌনিত্বং তস্করস্যানৃতং বলম্ ॥১২
 যথা যথা হি পুরুষঃ শাস্ত্রং সমধিগচ্ছতি ।
 যথা যথাস্য মেধা স্যাদ্বিজ্ঞানঞ্চাস্য রে চতে ॥১৩
 লোভপ্রমাদবিধাতৈঃ পুরুষো নশ্রুতি ত্রিভিঃ ।
 তস্মাল্লোভো ন কৰ্ত্তব্যঃ প্রমাদো নো ন বিশ্বসেৎ ॥১৪
 তাবদ্ভয়স্য তেতব্যং বাবদ্ভয়মনাগতম্ ।
 উৎপন্নৈ তু ভয়ে তীরে স্তাতব্যং তৈবভীতবৎ ॥১৫
 ঋগশেষকাশ্মিশেষঃ শক্রশেষং তথৈব চ ।
 পুনঃ পুনঃ প্রবর্জ্যে তস্মাচ্ছেবং ন কারয়েৎ ॥১৬

জলের বৃত্তিতে পদ্মদিগের উন্নতি হয়, স্বামান বল অধিক হইলেই ভূত্যের গর্ভিত হয় ৷১০

মেঘের ছায়া, তৃণের অগ্নি, নীচসেবা, পথিস্থিত সলিল, বেষ্টার অনুরাগ এবং পল জনের প্রীতি এই ছয়টি জগবৃদ্ধদৃশ্য ক্ষণিক মাত্র ৷১১

ছুর্লের রাজাই বল, বালকের রোদনই বল, মূর্খের মৌনভাবে অবস্থানই বল এবং চোরের মিথ্যাই বল ৷১২

মনুষ্য যেমন যেমন শাস্ত্র অধ্যয়ন করে, তেমনি তেমনিই তাহার মেধা বৃদ্ধি হয় এবং জ্ঞানে রুচি হয় ৷১৩

মনুষ্য, লোভ, অনবধানতা এবং বিশ্বাস এই তিনটি দ্বারা বিনষ্ট হয়, অতএব লোভ, প্রমাদ ও বিশ্বাস পরিত্যাগ করিবে ৷১৪

যে পর্য্যন্ত ভয়ের কারণ উপস্থিত না হয়, সেই পর্য্যন্তই উহা হইতে ভয় করিবে, ভয়ের কারণ উপস্থিত হইলে কিন্তু অতীতের ত্রায় কার্য্য করিবে ৷১৫

ঋণের শেষ, অগ্নির শেষ এবং শক্রর শেষ যতই রাখিবে, ততই উহা বর্জিত হইবে, অতএব উহাদের শেষ রাখা কৰ্ত্তব্য নয় ৷১৬

পদে স্থিতস্য মিত্রা যে তে তস্যাপিতৃতাং গতঃ ।
 ভানোঃ পদ্মে জলে প্রীতিঃ স্থলোদ্ধরণশোষণঃ ॥১৭
 স্থানহিতানি পূজ্যস্তে পূজ্যস্তে চ পদে স্থিতাঃ ।
 স্থানভ্রষ্টা ন পূজ্যস্তে কেশা দন্তা নখা নরাঃ ॥১৮
 আচারঃ কুলমাখ্যাতি দেশমাখ্যাতি ভামিতম্ ।
 সম্ভ্রমঃ স্নেহমাখ্যাতি বপুর্মাখ্যাতি ভোজনম্ ॥১৯
 বৃথা বৃষ্টিঃ সমুদ্রস্ত তৃপ্তস্ত ভোজনং বৃথা ।
 বৃথা দানং সমুদ্রস্ত নীচস্ত স্কৃতং বৃথা ॥২০০
 দূরস্থোহপি সমীপস্থো যো যন্ত হৃদয়ে স্থিতঃ ।
 হৃদয়াদপি নিস্ত্রান্তঃ সমীপস্থোহপি দূরতঃ ॥২০১
 জগৎপতির্হি যাচিস্মা বিষ্ণুর্জামনতাং গতঃ ।
 কোহন্তোহধিকতরস্তস্ত যোহর্থী যাতি ন লাঘবম্ ॥২০২

নিজস্থানে স্থিতিকালীন যাহারা মিত্র হয়, ঐ স্থান হইতে চ্যুত হইলে তাহারাই আবার শত্রু হয়, যেমন জলের অবস্থান সময়ে পদ্মেও উপর স্থগোর প্রীতি দৃষ্ট হয়, কিন্তু জল হইতে উঠাইলে সেই পদ্মকেই আবার স্থবী গুহ করেন ॥১৭

স্বস্থানে এবং স্বপদে স্থিত মনুষ্যদিগেরই সম্মান দৃষ্ট হয়, দেখ কেশ, দন্ত, নখ এবং মনুষ্য স্থানভ্রষ্ট হইলে, কেহই তাহাদের আদর করে না ॥১৮

আচারের দ্বারাই কুলের পরিচয় হয়, কথা দ্বারাই বাসস্থান জাত হওয়া যায়, সম্ভ্রম দ্বারাই স্নেহ প্রকাশ পায় এবং শরীর দ্বারা ভোজনের অনুমান হয় ॥১৯

সমুদ্রের উপর বৃষ্টির কিছুই প্ররোজন নাই, তৃপ্ত ব্যক্তির ভোজন নিফল, ধনবান্ ব্যক্তিকে দান করা বৃথা, এবং নীচ ব্যক্তির সহিত সন্ধ্যাবহারও নিফল ॥২০০

যাহার উপর যাহার প্রীতি আছে, সে দূরস্থিত হইলেও সর্বদা তাহার নিকটে অবস্থান করে, আর যাহার উপর প্রীতি নাই, সে সমীপে থাকিয়াও দূরে অবস্থান করে ॥২০১

জগৎপতি বিষ্ণুও যাচুঞা করিয়া বামনও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যাচক হইয়াও লঘুতা প্রাপ্ত হয় না, এমন যাচক কে আছে ॥২০২

বিদ্যা নাম কুরুপুরুপমধিকং বিদ্যাতিগুপ্তং ধনম্
 বিদ্যা সাধুকরী জনপ্রিয়করী বিদ্যা গুরুণাং গুরুঃ ।
 বিদ্যা বজ্রজনার্তিনাশনকরী বিদ্যা পরং দেবতা
 বিদ্যা রাজসু পূজিতা চ ধনিনাং বিদ্যাবিহীনঃ পশুঃ ॥১০৩

বিদ্যা কুরুপেরও রূপ, বিদ্যা অতিগুপ্ত ধন, বিদ্যা কল্যাণ সম্পাদন করে,
 এবং মনুষ্যদিগের প্রিয় কার্য্য নিস্পাদন করে। বিদ্যা গুরুরও গুরু, বিদ্যা
 বজ্রজনদিগের আর্তির অপনোদক, বিদ্যা পরম দেবতা এবং বিদ্যা রাজা
 ও ধনিদিগের নিকট সম্মানপ্রাপ্তির কারণ, এই বিদ্যা যাহার নাই সে
 পশু ॥১০৩

পদ্মপুরাণ ।

সংক্ষিপ্ত-বিবরণ ।

পদ্মপুরাণ অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্যতম । মৎস্যপুরাণে পদ্মপুরাণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপে লিখিত হইয়াছে । “যে সময় এই জগৎ সুবর্ণময় পদ্মাকার ধারণ করিয়াছিল, এই পুরাণে তাদৃশ পদ্মের রূতান্ত বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম পদ্মপুরাণ । ইহার শ্লোক সংখ্যা ৫৫০০০ ।”* এই পদ্মপুরাণের আদিখণ্ডের প্রারম্ভে ঋষিগণের নিকট স্মৃত ইহার যে রূপ প্রস্তাবনা করিয়াছেন, নিম্নে আমরা তাহার অবিকল অনুবাদ করিয়া দিলাম ।

“আমি আপনাদিগের নিকট অতি পবিত্র, পদ্ম নামে প্রসিদ্ধ পুরাণ পাঠ করিতেছি । ইহার শ্লোকসংখ্যা পঞ্চাশ হাজার এবং ইহা ছয় খণ্ডে বিভক্ত । আদিখণ্ড, ভূমিখণ্ড, ত্রৈলোক্যখণ্ড, পাতালখণ্ড, ক্রিয়াখণ্ড এবং উত্তরখণ্ড । এই পুরাণে বিষ্ণুমাহাত্ম্য বর্ণিত হওয়ায় ইহার পবিত্রতা বৃদ্ধি পাইয়াছে । প্রথমে দেবদেব নারায়ণ ত্রৈলোক্যের নিকট এবং পরে নারদ আমাদের গুরু মহর্ষি বেদব্যাসের নিকট ইহার প্রকাশ করেন । শ্রীমান্ মহর্ষি বেদব্যাস শিষ্যদিগের মধ্যে আমাকে অতি প্রিয়পাত্র জ্ঞানে ইতিহাসের সহিত নিখিল

* এতদেব যদা পদ্মমভূতৈরগ্নয়ং জগৎ ।

তদ্ব্যস্তান্তশ্চ যন্তবৎ পদ্মমিত্যুচ্যতে বৃধৈঃ ।

পদ্মং তৎপঞ্চপঞ্চাশৎসহস্রাণীহ কথ্যতে ॥

পুরাণ ও সংহিতা অধ্যয়ন করাইয়াছেন। আমি এক্ষণে সেই অতি দুর্লভ পুরাণ আপনাদের নিকট বলিতেছি।”

উপরি উক্ত বাক্য হইতে একপ্রকার আভাস পাওয়া যাইতেছে যে, পদ্মপুরাণ একখানি বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের পুরাণ এবং অতিদুর্লভ। বাস্তবিক পদ্মপুরাণ অতিশয় দুর্লভই বটে। বোম্বাই-নিবাসী স্বর্গবাসী মহাত্মা নারায়ণ বিষ্ণুনাথ মণ্ডলিক মহাশয় ইহার সংস্করণসময়ে বহুল পরিশ্রম ও প্রচুর অর্থব্যয়ে নানা স্থান হইতে খণ্ড খণ্ড করি আনয়ন করাইয়া সম্পূর্ণ পদ্মপুরাণ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। (১) তিনি ভারতবর্ষের কথা কি, যুরোপেরও নানা স্থান হইতে পুস্তক আনাইয়া পরস্পর মিলাইয়া পুস্তক খানি মুদ্রিত করিলেও অনেক স্থলে পূর্বাপর সঙ্গতির অভাব দৃষ্ট হয়।

মৎস্যপুরাণে ইহার শ্লোকসংখ্যা ৫৫,০০০ নির্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু মণ্ডলিক মহাশয় এক একটি করিয়া শ্লোক গণিয়া সর্বশেষে যে শ্লোক সংখ্যা স্থির করিয়াছেন, তাহা ৪৮,৪৫২।

পদ্মপুরাণে সর্বশুদ্ধ ৬২৮ অধ্যায়, আদিখণ্ডে ৬২, ভূমি-খণ্ডে ১২৫, ব্রহ্মখণ্ডে ২৬, পাতালখণ্ডে ১১৩, ক্রিয়াখণ্ডে ৮২ এবং উত্তরখণ্ডে ২৮২।

(১) আদিখণ্ডে পুরাণের প্রস্তাবনা; নদী ও পর্বত-দিগের নাম ও সংস্থান-বর্ণনা; বর্ষ ও দ্বীপাদির বর্ণনা,

(১) বঙ্গদেশ-প্রচলিত পদ্মপুরাণের অনেক কথাই তাঁহার সংগৃহীত পুস্তকে দেখা যায় না। এমন কি বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণগণ পদ্মপুরাণের অন্তর্গত বলিয়া যে সরস্বতী-স্তব ত্রিসংখ্যা পাঠ করেন, তাহাও তাঁহার পুস্তকে দৃষ্ট হয় না।

পৃথিবীর পরিমাণ, তীর্থফলশ্রুতি, নানা তীর্থবর্ণনা এবং বর্ণাশ্রমধর্ম প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে ।

(২) ভূমিখণ্ডে কতকগুলি উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে ব্রতাসুরোপাখ্যান; পৃথুচরিত ও বেণোপাখ্যানই প্রধান ।

(৩) ব্রহ্মখণ্ডে কার্তিকমাহাত্ম্যপ্রসঙ্গে নানাবিধ ত্রতের নাম ও অনুষ্ঠানপ্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছে ।

(৪) পাতালখণ্ডে রামাশ্বমেধপ্রসঙ্গে ভারতবর্ষের নানা-বিধ উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে । তদনন্তর কৃষ্ণচরিত, রামের পূর্ববৃত্তান্ত ও বৈশাখমাহাত্ম্য প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে ।

(৫) ক্রিয়াখণ্ডে সৃষ্টিপ্রকরণ ও মন্বন্তর প্রভৃতির বর্ণনা দৃষ্ট হয় ।

(৬) উত্তরখণ্ডে বদরিকাশ্রম-বর্ণন, জলন্ধরোপাখ্যান, ত্রিশূল-মাহাত্ম্য, হরিদ্বার-মাহাত্ম্য; গঙ্গা-মাহাত্ম্য ; তুলসী-মাহাত্ম্য, দীপত্রত; জন্মাষ্টমীত্রত; একাদশীত্রত; পুণ্ডরীকাখ্যান এবং আরও কতকগুলি উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে । ফল ইহার সমুদয় বিষয়েই যেন এক প্রকার বৈষ্ণবপ্রাধান্য লক্ষিত হয় । রঘুবংশের দ্বিতীয় সর্গে যেরূপ দিলীপ রাজার বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে; ইহাতেও দিলীপের সেইরূপ বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে । ফল পদ্মপুরাণের আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে ইহাকে কতকগুলি ভিন্নকালীন বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থের সংগ্রহ ভিন্ন আর কিছুই বোধ হয় না । অধিকন্তু ইহাতে চাণক্য, শাস্ত্রিশতক, নীতিসার প্রভৃতিরও অনেক শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায় ।

শিবপুরাণে যেরূপ কুমারসন্তানের তুল্যার্থক শ্লোক দৃষ্ট হয়, আমরা বঙ্গদেশে প্রচলিত পদ্মপুরাণের স্বর্গখণ্ডে সেই-রূপ কালিদাসকৃত সম্পূর্ণ অভিজ্ঞানশকুন্তলের সমভাবের শ্লোক সকলও দেখিতে পাই। ইহাতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, মণ্ডলিকমহাশয় যে সকল আদর্শ পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে কোনখানিতে শকুন্তলার আখ্যায়িকা প্রাপ্ত হন নাই, পাইলে তিনি অবশ্যই টীকাতেও তদ্বিষয় উল্লেখ করিতেন। উইলসন-কৃত অষ্টাদশমহা-পুরাণের বিবরণীতেও এত বড় একটা রহস্যের নামমাত্রও উল্লিখিত হয় নাই। সুতরাং আমরা বাধ্য হইয়া বলিতেছি যে, শকুন্তলার আখ্যায়িকাটি বঙ্গদেশের প্রচলিত পদ্ম-পুরাণসমূহের মধ্যে কোন কোন পুস্তকে প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকিবে।

পদ্মপুরাণে যে দিলীপের কথা আছে ; রঘুবংশের দ্বিতীয় সর্গের সহিত উহার সম্পূর্ণ ঐক্য দৃষ্ট হয়, কিন্তু মনোনিবেশসহকারে বিচার করিলে উহাই যে রঘুবংশ হইতে সংগৃহীত ইহাই প্রতিপন্ন হইবে। মোট কথা এই যে, এক্ষণে পদ্মপুরাণের অনেক অংশই প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বোধ হইতেছে।

পদ্মপুরাণ ।

ভূমিখণ্ড—৬৬ অধ্যায় ।

বেণ রাজ। ও জৈন পরিত্রাজক ।

ঋষয় উচুঃ ।

এবং বেণস্ত বৈ রাজঃ সৃষ্টিরেব মহায়ানঃ ।

ধৰ্ম্মাচারং পরিত্যজ্য কথং পাপে মতির্ভবেৎ ॥১

সূত উবাচ ।

জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্নান্ মুনয়ন্তত্ববেদিনঃ ।

শুভাশুভং বদন্ত্যনং তন্ন স্মাদিহ চাশ্রথা ॥২

তপ্যমানেন তেনাপি স্মৃশ্জেন মহায়ান।

দন্তঃ শাপঃ কথং বিপ্রা ন যথাবচ্চ জায়তে ।

বেণস্ত পাতকাচারং সৰ্ব্বমেব বদাম্যাহম্ ॥৩

তস্মিৎস্ছাসতি ধৰ্ম্মজ্ঞে প্রজাপালে মহায়নি ।

পুরুষঃ কশ্চিদায়াতো ব্রহ্মলিঙ্গধরন্তদা ॥৪

ঋষিগণ বলিলেন, মহাত্মা বেণ রাজার ধৰ্ম্মাচার পরিত্যাগ করিয়া কি নিমিত্ত পাপ কার্যে বুদ্ধি হইয়াছিল ? ১১

সূত বলিলেন, জ্ঞান-বিজ্ঞানসম্পন্ন তব্জ মুনিগণ যেরূপ শুভাশুভের নির্দেশ করেন, এইসংসারে তাহার কখনও অশ্রুথা হয় না ১২

অতএব সেই মহাত্মা স্মৃশ্জ অমৃতপ্ত হইয়া যে শাপ প্রদান করিয়া ছিলেন, হে ঋষিগণ, তাহা সফল না হইবে কেন ? এক্ষণে বেণের সমুদয় পাপাচারের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি ১৩

সেই ধৰ্ম্মজ্ঞ মহাত্মা নরপতি বেণ প্রজাপালনে নিযুক্ত থাকিলে কোন ব্রহ্মচারি-বেশধারী পুরুষ তাহার নিকট আগমন করিয়াছিল ১৪

নগ্নরূপো মহাকায়ঃ সিতমুণ্ডো মহাপ্রভঃ ।
 মার্জ্জনীং শিখিপত্রাণাং কক্ষায়াং স হি ধারয়ন্ ॥৫
 গৃহীত্বা পানপাত্রঞ্চ নারিকেলময়ং করে ।
 পঠমানো মরুচ্ছাস্তং বেদশাস্ত্রবিদূষকম্ ।
 যত্র বেণো মহারাজস্তত্রোপায়াস্বরাধিতঃ
 সভায়াং তস্ত বেণস্য প্রবিবেশ স.পাপবান্ ॥৬
 তং দৃষ্ট্বা সমমুগ্রাশ্তং বেণঃ প্রশ্নং তদাকরোৎ ।
 ভবান্ কো হি সমায়াত ঈদৃক্ৰূপধরো মম ॥৭
 সভায়াং বদ মামত্র তুণং কস্মাৎ সমাগতঃ ।
 কো বেশঃ কিমু তে নাম কো ধর্ম্যঃ কস্মৈ কিস্তব ॥৮
 কো বেদস্তে ক আচারঃ কো নয়ঃ কা প্রভাবনা ।
 কিং জ্ঞানং কঃ প্রভাবস্তে কিং সত্যং ধর্ম্মলক্ষণম্ ॥৯
 তত্ত্বং সর্ব্বং সমাচক্ষু মমাগ্রে সত্যমেব চ ।
 শ্রুত্বা বেণস্য তদ্বাক্যং পাপো বাক্যমুদাহরৎ ॥১০

ঐ ব্যক্তির শরীর দীর্ঘ, মস্তক মুণ্ডিত ছিল। উহার পরিধানে কোন বস্ত্রাদি ছিল না, শরীরের প্রভা অতিশয় উজ্জ্বল, এবং কক্ষদেশে ময়ূরপুঙ্খ-নির্ম্মিত মার্জ্জনী ছিল। উহার হস্তে নারিকেলনির্ম্মিত পানপাত্র ছিল এবং ঐ ব্যক্তি বেদশাস্ত্রের দূষণকারী মরুৎপ্রদর্শিত শাস্ত্রবিশেষ পাঠ করিতে-ছিল। যে সভায় বেণ রাজা বসিয়াছিলেন, ঐ পাপীয়ান পুরুষ স্বরাধিত হইয়া সেই সভায় প্রবেশ করিয়াছিল।৫।৬

উহাকে আগত দেখিয়া মহারাজ বেণ প্রশ্ন করিয়াছিলেন, ঈদৃগ্বেশ-ধারী আপনি কে আমার সভায় সমাগত হইয়াছেন? কি নিমিত্তই বা আগমন করিয়াছেন, তাহা শীঘ্র আমার নিকট বলুন। আপনার এই বেশই বা কোন শাস্ত্রানুমোদিত, আপনার কি নাম? ধর্ম্ম এবং কস্মৈ বা কি প্রকার? আপনি কোন বেদের অঙ্গাগমন করেন? আপনার আচার কিরূপ? নীতি কিরূপ? এবং ভাবনা, জ্ঞান ও প্রভাবই বা কিরূপ? আপনি সত্যের স্বরূপ কিরূপই বা জানেন এবং ধর্ম্মের লক্ষণ কিরূপই বা বিবেচনা করেন, এই সকল আমার নিকট সত্য করিয়া বলুন। বেণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া ঐ পাপ পুরুষ বলিল।৭।৮।৯।১০

করোষ্যেবং বৃথাভাবং মহামুঢ়ো ন সংশয়ঃ
 অহং ধর্মস্য সর্বস্বমহং পূজ্যতমঃ স্ত্রৈঃ ।
 অহং জ্ঞানমহং সত্যমহং ধাতা সনাতনঃ
 অহং ধর্মঃ অহং মোক্ষঃ সর্বদেবময়ো হৃদম্ ॥১১
 ব্রহ্মদেহাৎ সমুদ্ভূতঃ সত্যসন্ধোহস্মি নান্তথা ।
 জিনরূপং বিজানীহি সতধর্মকলেবরম্ ॥১২
 ধ্যায়ন্তি মম রূপং হি যোগিনো জ্ঞানতৎপরঃ ॥১৩

বেণ উবাচ ।

ততৈব কীদৃশো ধর্মঃ কিস্তে দর্শনমেব চ ।
 কিমাচারো বদনৈতদিত্যুক্তং তেন ভূভূজা ॥১৪
 পাপ উবাচ ।

অর্হন্তো দেবতা যত্র নিগ্রহো গুরুকচাতে ।
 দয়া বৈ পরমো ধর্মস্তত্র মোক্ষঃ প্রদৃশতে ॥১৫
 ঈদৃশোহস্মি সন্দেহ আচারং প্রবদাম্যহম্ ।
 যজ্ঞনং যাজ্ঞনং নাপি বেদাধ্যয়নমেব চ ॥১৬

হে মহারাজ, আপনি এই সকল বৃথা ভাব পোষণ করিতেছেন, অতএব আপনি যে অতিশয় মূঢ়, সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। আমি ধর্মের সর্বস্ব, আমি দেবতাদিগেরও পূজ্যতম, আমিই জ্ঞান, আমিই সত্য, আমিই সনাতন বিধাতা, আমিই ধর্ম, আমিই মোক্ষ, আমিই সর্ব দেবতার স্বরূপ, আমিই ব্রহ্মদেহ হইতে উদ্ভূত, সুতরাং আমি যে সত্যপ্রতিজ্ঞ, সে বিষয়ে সংশয় নাই, আমাকে সত্যধর্মের কলেবর জিনস্বরূপ জানিবেন। জ্ঞানবান্ যোগিগণ আমার রূপই ধ্যান করিয়া থাকে ১১।১২।১৩

বেণ বলিলেন, আপনার ধর্ম কীদৃশ? উহা কোন দর্শনেরই বা অন্তর্গত? আপনি কীদৃক্ আচার-সম্পন্ন, ইহা আমার নিকট বলুন ১৪

সেই পাপ পুরুষ বলিল, অর্হন্ত আমার দেবতা, নিগ্রহ আমার গুরু, দয়াই পরম ধর্ম, তাহাতেই মোক্ষলাভ হইয়া থাকে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমার আচার বলিতেছি, আমার যজ্ঞন, যাজ্ঞন, বেদাধ্যয়ন, সন্ধ্যা, তপ, দান, এ সকল কিছুই নাই। আমার আচার স্বধা ও স্বাহা-বর্জিত, উহাতে হব্য, কব্যা, যজ্ঞাদিক্রিয়া, পিতৃদিগের তর্পণ, অতিথি সেবা

নাস্তি সন্ধ্যা তপো দানং স্বধাশ্বাহাবিবর্জিতম্ ।
 হব্যাকব্যাদিকং নাস্তি নাস্তি যজ্ঞাদিকাঃ ক্রিয়া ॥১৭
 পিতৃণাং তর্পণং নাস্তি নাতিথিবৈশ্বদেবিকম্ ।
 কৃষ্ণস্য ন তথা পূজা হৃৎস্তূধ্যানমুত্তমম্ ॥১৮
 এবং ধর্মসমাচারোজৈনমার্গে প্রদৃশ্যতে ।
 এতন্তে সর্বমাখ্যাতং জৈনধর্মস্য লক্ষণম্ ॥১৯

বেণ উবাচ ।

বেদে প্রোক্তো যথা ধর্মো যত্র যজ্ঞাদিকাঃ ক্রিয়াঃ ।
 পিতৃণাং তর্পণং শ্রাদ্ধং বৈশ্বদেবং ন দৃশ্যতে ॥২০
 ন দানং ন তপো নাস্তি কিংবৈ ধর্মস্য লক্ষণম্ ।
 বদ সত্যং মমাগ্রে স্বং দয়াধর্মশ্চ কীদৃশঃ ॥২১

পাপ উবাচ ।

পঞ্চতত্ত্বপ্রবৃদ্ধোহয়ং প্রাণিনাং কায় এব চ ।
 আত্মা বায়ুস্বরূপোহয়ং তেবাং নাস্তি প্রসঙ্গতা ॥২২
 যথা জলেষু ভূতানামপি সঙ্গমবেহি তৎ ।
 জায়তে বুদ্ধবুদ্ধাকারং তদ্বদ্ভূতসমাগমঃ ॥২৩

বা বৈশ্বদেবিক ক্রিয়া নাই । উহাতে কৃষ্ণের পূজাও নাই, কেবল অর্হস্তের
 ধ্যানই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হইয়াছে । জৈনদিগের মতে ধর্মসমাচার এই-
 রূপই জানিবেন । আপনার নিকট জৈনধর্মের এই সমুদয় লক্ষণ বলি-
 লাম ॥১৫১৬১৭১৮১৯

বেণ বলিলেন, বেদে যেরূপ ধর্ম উক্ত হইয়াছে, তাহাতে যজ্ঞাদি ক্রিয়া
 কথিত হইয়াছে । আপনার ধর্মে পিতৃদিগের তর্পণ, শ্রাদ্ধ, বৈশ্বদেব, দান,
 ও তপস্যা এ সকল কিছুই নাই, এ কিরূপ ধর্ম, তাহার লক্ষণ কিরূপ,
 এবং দয়াধর্মই বা কিরূপ ? তাহাও আমার নিকট সত্যরূপে কীর্তন
 করুন ॥২০২১

সেই পাপ পুরুষ বলিল, প্রাণিদিগের শরীর কিত্যাদি পঞ্চতত্ত্বে সম্বন্ধিত ।
 আত্মা বায়ুস্বরূপ, সুতরাং আত্মা ও শরীরাদির পরস্পর কোন সম্বন্ধ
 নাই ॥২২

যেরূপ জলে নানাবিধ বৃহদ উৎপন্ন হয়, প্রাণিদিগের সমাগমও সেইরূপ

পৃথীভাবো রজঃস্বস্ত চাপত্তত্রৈব সংস্থিতাঃ ।
 জ্যোতিস্তত্র প্রদৃশ্যেত বায়ুরাবর্ততে চ ত্রীন্ ॥২৪
 আকাশমাবৃণোৎ পশ্চাদ্ বৃদ্ধদৃশ্যং প্রজায়তে ।
 অপ্সু মধ্যো প্রভাত্যেব সূতেজো বর্জুলং পরম্ ॥২৫
 ক্ষণমাত্রং প্রদৃশ্যেত তৎক্ষণং নৈব দৃশ্যতে ।
 তদ্বদ্ ভূতসমাবোঃ সর্বত্র পরিদৃশ্যতে ॥২৬
 অন্তকালে প্রথাত্যায়ী পঞ্চ পঞ্চসু যাস্তি তে ।
 মোহমুগ্ধান্ততো মর্ত্যা বর্জস্তে চ পরম্পরম্ ॥২৭
 শ্রাদ্ধং কুর্বন্তি নোহেন ক্ষয়াহে পিতৃতর্পণম্ ।
 কান্তে মৃতঃ সমশ্রীতি কীদৃশোহসৌ নরোত্তম ॥২৮
 কিং জ্ঞানং কীদৃশং কার্য্যং কেন দৃষ্টং বদস্ব নঃ ।
 মিষ্টমগ্নং প্রভুক্তা তু তৃপ্তিঃ যাস্তি চ ব্রাহ্মণাঃ ॥২৯
 কস্য শ্রাদ্ধং প্রদীয়েত সা তু শ্রদ্ধা নিরর্থিকা ।
 অমৃতদেবং প্রবক্ষ্যামি বেদানাম্ কণ্ঠ দারুণম্ ॥৩০

জানিবেন, প্রথমে কতকগুলি পার্থিব ধূলিকণার সমাবেশে পৃথিবীর সত্তা হয়, পরে তাহাতেই জল ও তেজ আসিয়া মিলিত হয়, অনন্তর ঐ তিনটি বায়ু দ্বারা আবর্তিত হয়, তাহার পর আকাশ উহাদিগকে আবরণ করে । পশ্চাৎ উহাতে বৃদ্ধবৃদ্ধ স্বরূপ সমস্ত সৃষ্ট পদার্থ উৎপন্ন হয় । যেরূপ জলমধ্যে দীপ্তিমান বর্জুলাকার বৃদ্ধবৃদ্ধ প্রভাসিত এবং ক্ষণমাত্র দৃশ্য হইয়া তৎক্ষণেই অদৃশ্য হয়, ভূতসমাগমও সর্বত্র সেটরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে । অন্তকালে আয়া প্রয়াণ কবে এবং পঞ্চভূত পৃথক্ পৃথক্ হইয়া পঞ্চ প্রত্যাবর্তন করে, ইহাতেই মনুষ্যগণ পরম্পর মোহমুগ্ধ হইয়া থাকে । ১৩৩২৪।২৫।২৬।২৭

এই মোহ প্রভাবেই মৃত্যুহে শ্রাদ্ধ করে, এবং পিতৃগণের তর্পণ করে; হে নরোত্তম, মৃত ব্যক্তি কোথায় থাকে, কি ভোজন করে এবং কিরূপ অবস্থাতেই বা থাকে । উহার জ্ঞান কিরূপ, কার্য্যই বা কিরূপ ? কে বা তাহা দেখিয়াছে, আমাকে বলুন । কেবল ব্রাহ্মণগণই মিষ্ট অন্ন ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হয় । ১৮।২৯

শ্রাদ্ধীয় বস্তু কাহাকেই বা দান করা হয় ? ফল শ্রদ্ধা ব্যাপারটি সম্পূর্ণ-রূপেই নিরর্থক । বেদের দারুণকণ্ঠস্বৰূপে আরও কিছু বলিব ; বধন অভিধি

যদা৷তাপৃং হং যাতি ভোজনং লভতে ধ্রুবম্ ।

তদা চাহত্যা রাজেন্দ্র অতিথিং পরিতোজয়েৎ ॥৩১

অশ্বমেধে মখে ত্বং গোমেধে বুধমেব চ ।

নরমেধে নরং রাজন্ বাজপেয়ে তথাহুজম্ ॥৩২

রাজসূয়ে মহারাজ প্রাণিনাং ঘাতনং বহু ।

পুণ্ডরীকে গজং হতাদ্ গজমেধে তু কুঞ্জরম্ ॥৩৩

সৌত্রামণ্যাং পশুং মেধ্যমেবমেব প্রদৃশতে ।

নানাকপেয়ু সর্কেয়ু শ্রয়তাং নৃপনন্দন ॥৩৪

নানাজাতিবিশেষাণাং পশুনাং ঘাতনং স্মৃতম্ ।

কশ্মাক্তি দীয়তে দানং কিমু দানশ্চ লক্ষণম্ ॥৩৫

ন দত্তমুৎকটং জ্ঞেয়ং ক্রিয়তে যদি ভোজনম্ ।

অত্যন্তদোষহীনাংস্তান্ হিংসন্তি যান্ মহামখে ॥৩৬

তত্র কিং দৃশ্যতে ধর্ম্মঃ কিং ফলং তত্র ভূপতে ।

পশুনাং মারণং যত্র নির্দিষ্টং বেদপণ্ডিতৈঃ ॥৩৭

গৃহে আগমন করে, তখন নিশ্চয়ই অতুবিধ ভোজ্য বস্তুর লাভ হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও হে রাজেন্দ্র, কি নিমিত্ত জীবহত্যা করিয়া অতিথি ভোজনেব বিধান করা হইয়াছে? আর কি নিমিত্তই বা অশ্বমেধযজ্ঞে সূন্দর অশ্ব, গোমেধযজ্ঞে বুধভের, নরমেধে মনুষ্যের, বাজপেয়যজ্ঞে ছাগের, রাজসূয়যজ্ঞে প্রাণিগণের, পুণ্ডরীকযজ্ঞে গজের এবং গজমেধযজ্ঞে কুঞ্জরের বধ বিহিত হইয়াছে, এইরূপে সৌত্রামণীযজ্ঞে পশুর বধও বিহিত দৃষ্ট হয়। হে নৃপনন্দন, আরও শ্রবণ করুন, নানাক্রপ যজ্ঞে এইরূপ নানাজাতীয় পশুদিগের হিংসা বিহিত হইয়াছে। যদি বলেন, উহা দেবতাবিশেষকে দান করিবার নিমিত্তই বিহিত হইয়াছে; ভাল, ঐ দানই বা কি নিমিত্ত প্রদত্ত হয়, দানের লক্ষণই বা কি? দান ত কখন একরূপ উৎকট হয় না। যদি কেবল ভোজনের নিমিত্তই এই হিংসাপূর্ণ কার্য্যের বিধান হইয়া থাকে, তাহা হইলে, হে রাজন, বলুন দেখি, যজ্ঞে যে সকল নিত্যান্ত নিরপরাধ পশুর হিংসা করা হয়, উহাতে কিরূপ ধর্ম্ম লাভ হয়? এবং যে যে কার্য্যে বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ পশুহিংসার বিধান করিয়াছেন, তাহার ফল বা কিরূপ? ৩০।৩১।৩২।৩৩।৩৪।৩৫।৩৬।৩৭

অতএব বিবেচনা করিয়া দেখুন, যে পুণ্য কৰ্ম্মে ধর্ম্ম নাই, সে পুণ্যকৰ্ম্ম কখনই মোক্ষপদ হইতে পারে না। কারণ দ্বারা বিনা যে

তস্মাদিনষ্টধৰ্ম্মঞ্চ ন পুণ্যং মোক্ষদায়কম্ ।
 দয়াং বিনা হি যো ধৰ্ম্মঃ স ধৰ্ম্মো বিফলায়তে ॥৩৮
 জীবানাং পালনং যত্র তত্র ধৰ্ম্মো ন সংশয়ঃ ।
 স্বাহাকারঃ স্বধাকারস্তপঃ সদ্যোহিভিজায়তে ॥৩৯
 দয়াহীনং নিফলং শ্রাং নাস্তি ধৰ্ম্মস্তু তত্র হি ।
 এতে বেদা অবদোঃ স্যাদ্দিয়া যত্র ন বিদ্যাতে ॥৪০
 দয়াদানপরো নিত্যং জীবমেব প্ররক্ষয়েৎ ।
 চাণ্ডালো বা স শূদ্রো বা স বৈ ব্রাহ্মণ উচ্যতে ॥৪১
 ব্রাহ্মণো নির্দয়ো যো বৈ পশুঘাতপরায়ণঃ ।
 স বৈ স্ত্রনির্দয়ঃ পাপী কঠিনঃ ক্রুরচেতনঃ ॥৪২
 বচনৈঃ কথ্যতে বেদঃ স বেদো জ্ঞানবর্জিতঃ ।
 যত্র জ্ঞানং ভবেন্নিত্যং স বৈ বেদঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ॥৪৩
 দয়াহীনেষু বেদেষু বিপ্রেষু চ মহামতে ।
 নাস্তি সত্যং ক্রিয়া তত্র বেদবিপ্রেষু বৈ কদা ॥৪৪
 বেদা অবদো রাজেন্দ্র ব্রাহ্মণাঃ সত্যবর্জিতাঃ ।
 দানশ্যাপি ফলং নাস্তি তস্মাদানং ন দীয়তে ॥৪৫

ধৰ্ম্ম, সে ধৰ্ম্মের কোন ফল নাই । যে সকল ক্রিয়াতে জীবদিগের পালন বিহিত হইয়াছে, ধৰ্ম্মও যে তাহাতেই অবস্থিত হয়, সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই । স্বাহাকার, স্বধাকার অথবা যে সকল তপশ্চরণ সদ্য সদ্য ফলপ্রদ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, এ সমস্তই দয়াশূন্য হইলে সম্পূর্ণরূপে নিফল হয় এবং ঐ সকল কার্যে ধৰ্ম্ম লাভেরও সম্ভাবনা নাই । অধিক কি বলিব, যে সকল বেদে দয়ার উল্লেখ নাই, উহা কখন বেদ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না । ৩৮. ৩৯. ৪০

যে মনুষ্য দয়াদ্রুচিত্তে সৰ্বদা জীবগণকে রক্ষা করে, সে চণ্ডালই হউক, অথবা শূদ্রই হউক, তাহাকেই প্রকৃত ব্রাহ্মণ বলা যায় । কিন্তু যে ব্রাহ্মণ নিদ্র এবং পশুহিংসাপরায়ণ সেই ক্রুরচিত্ত কঠিনহৃদয়ই মহাপাপী । যে বেদ কেবল কতকগুলি বাক্যাভ্যসের পরিপূর্ণ, তাহাতে কখনই জ্ঞানলাভ হয় না । যাহাতে নিত্য জ্ঞান লাভ হয়, তাহাই প্রকৃত বেদ । হে মহামতে দয়াহীন বেদ এবং ব্রাহ্মণে সত্যক্রিয়া কখনই থাকিতে পারে না । ৪১। ৪২। ৪৩। ৪৪

হে রাজেন্দ্র, ব্রাহ্মণগণ বেদ বলিয়া যাহাদিগকে শ্রদ্ধা করেন, তাহারা প্রকৃত বেদ নহে, সত্যহীন দানেরও ফল নাই, অতএব ঐরূপ দান না দেওয়াই

যথা শ্রীকৃষ্ণ্য বৈ চিহ্নং তথা দানস্য লক্ষণং ।
 জিনস্তাপি চ যদ্বর্ধং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কম্ ॥৪৬
 তবাগ্রেহং প্রবক্ষ্যামি বহুপুণ্যপ্রদায়কম্ ।
 আদৌ দয়া প্রকর্তব্য শাস্ত্রভূতেন চেতসা ॥৪৭
 আরাধয়েদ্ধৃদা দেবং জিনমেকং চরাচরম্ ।
 মনসা শুদ্ধভাবেন জিনমেকং প্রপূজয়েৎ ॥৪৮
 নমস্কারঃ প্রকর্তব্যস্তত দেবস্ত নাস্তথা ।
 মাতাপিত্রোস্ত বৈ পাদৌ কদা নৈবাভিবন্দয়েৎ ।
 অস্ত্রেষামেব কা বার্তা ক্রয়তাং রাজসত্তম ॥৪৯

বেণ উবাচ ।

এতে বিপ্রাশ্চ হাচার্য্যা গন্ধাদ্যাঃ সরিতস্তথা ।
 বদন্তি পুণ্যতীর্থানি বহুপুণ্যপ্রদানি চ ।
 তং কিং বদস্ব সত্যং মে যদি ধর্ম্মমিহেচ্ছসি ॥৫০

পাপ উবাচ ।

আকাশাদৈ মহারাজ, সদ্যো বর্ধন্তি বৈ ঘনাঃ ।
 ভূমৌ হি পর্কতেষেব সর্কত্র পততে জলম্ ॥৫১

ভাল । যেরূপ শ্রীকৃষ্ণের লক্ষণ, দানের লক্ষণও সেইরূপ । এক্ষণে আপনার নিকট ভক্তিমুক্তিপ্রদ বহুপুণ্যের আকর জিনপ্রদর্শিত ধর্ম্ম বলিতেছি । প্রথমে প্রশান্তচিত্তে সকল ভূতের প্রতি দয়া কর্তব্য এবং হৃদয়দ্বারা চরাচরাব্যক অদ্বিতীয় জিনদেবের আরাধন, এবং শুদ্ধভাবে পদ্ম মন দ্বারা তাঁহার পূজা করিবে । কেবল তাঁহাকেই নমস্কার করিবে । হে রাজশ্রেষ্ঠ, তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া কদাচ মাতাপিতার চরণও বন্দনা করা উচিত নহে, অন্যের কথা আর কি বলিব । ৪৫।৪৬।৪৭।৪৮।৪৯

বেণ বলিলেন, এই সকল আচার্য্যা ব্রাহ্মণগণ গন্ধাদি নদীদিগকে বহু পুণ্যপ্রদ পুণ্যতীর্থ বলিয়া কীর্তন করেন, ইহা কতদূর সত্য তাহা আপনি ধর্ম্মতঃ আমার নিকট কীর্তন করুন । ৫০

পাপপুরুষ বলিল, হে মহারাজ আকাশ হইতে মেঘগণ সদা বাহা বর্ষণ করে, ঐ জল ভূমি, পর্কত এবং সকল স্থানেই সমভাবে পতিত হয়, ঐ জল প্রবাহিত হইয়া নানাবিধ নদ-মল্লীকূপে পরিণত হয়, স্রুতরাং নদীসকল

তদাপ্লাব্য ততস্তিষ্ঠেন্নদ্যাং সৰ্কত্র ভাবয়েৎ ।
 নদ্যো জলপ্রবাহাস্ত তাস্ম তীর্থং শ্রুতং কথম্ ॥৫২
 জলাশয়া মহারাজ তড়াগাঃ সাগরাস্তথা ।
 পৃথিব্যা ধারকান্শ্চৈব গিরয়ো হ্যাম্বরাশয়ঃ ॥৫৩
 নান্ত্যোতেষু চ বৈ তীর্থং জলৈর্জলদমুত্তমং ।
 স্নানে দানে যথা পুণ্যং কশ্যৎ সৰ্কেষু নৈব হি ॥৫৪
 দৃষ্ট্বা স্নানেন বৈ সিদ্ধিমীনাঃ সিধ্যস্তি নান্যথা ।
 যত্র জীবন্তত্র তীর্থং তত্র ধৰ্ম্মঃ সনাতনঃ ॥৫৫
 তপোদানাদিকং সৰ্কং পুণ্যং তত্র প্রতিষ্ঠিতম্ ॥৫৬
 একো জিনঃ সৰ্কময়ো নৃপেন্দ্র
 নান্ত্যোব ধৰ্ম্মং পরমং হি তীর্থম্ ।
 অয়স্ত লোকে পরমস্ত তস্মাক্ষায়শ্ব
 নিত্যং স্নস্তথো ভবিষ্যসি ॥৫৭

জলপ্রবাহ মাত্র, উহারা কিরূপে তীর্থ হইতে পারে ? হে মহারাজ, তড়াগ এবং সাগর সকল জলাশয় মাত্র এবং পৃথিবীর পর্কতগণ প্রস্তররাশি মাত্র । ঐ সকলে নিশ্চয়ই কোন তীর্থ নাই । জলের অবস্থান জনাই যদি তীর্থ হয়, তাহা হইলে জলদ অর্থাৎ মেঘই উত্তম তীর্থ । যদি স্নান-দানহেতুকই উহারা পবিত্র তীর্থ হয়, তবে সমুদায় জলাশয় কেন তীর্থ না হইবে ? স্নানের দ্বারায় যদি সিদ্ধি লাভ হয়, তবে মৎস্তগণকেও নিশ্চয়ই সিদ্ধ বলা যাইতে পারে । যেখানে জীব, সেইখানেই তীর্থ, সেইখানেই সনাতন ধৰ্ম্ম এবং তপোদানাদিজন্য পুণ্য প্রতিষ্ঠিত । ৫১।৫২।৫৩।৫৪।৫৫।৫৬

হে নৃপেন্দ্র, একমাত্র জিনদেবই সৰ্কময়, তিনিভিন্ন ধৰ্ম্ম বা তীর্থ আর কিছুই নাই, ইনিই লোকে পরম বস্ত, তাঁহাকেই ধ্যান করুন, উত্তম স্নত লাভ হইবে । ৫৭

বরাহপুরাণ ।



সংক্ষিপ্ত বিবরণ ।

বরাহপুরাণও অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্তর্গত । এই বরাহপুরাণের শ্লোকসংখ্যা ২৪ হাজার বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু বঙ্গদেশীয় আসিয়াটিক সোসাইটীর সাহায্যে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হৃদীকেশশাস্ত্রী মহাশয় যে বরাহপুরাণ প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহার পরিশিষ্টভাগে প্রত্যেক অধ্যায়ের শ্লোকসংখ্যা প্রদর্শনানন্তর সম্পূর্ণ গ্রন্থেরও শ্লোক-সংখ্যা প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাতে বরাহপুরাণের শ্লোক-সংখ্যা ১০,০০০ বা ১০,৫০০ এইরূপ জ্ঞাত হওয়া যায় ।

অন্যান্য পুরাণের ন্যায় বরাহপুরাণ প্রাচীন বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেও ইহা যে আধুনিক সময়ে সঙ্কলিত, ইহার আঞ্জো-পান্ত পাঠ করিলেই উহা জ্ঞাত হওয়া যায় । আর এক কথা এই যে, আজ কাল ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে যে হস্ত-লিখিত বরাহপুরাণের প্রতিলিপি পাওয়া যায়, তাহাদের সকলেরই শেষে নিম্নলিখিত কবিতাটি দৃষ্ট হয় ।

“ ত্রিঃসপ্তষট্ক্ষতিমিতে নৃপবিক্রমস্ত
কালে গতে ভগবতো হরিবোধনস্য ।
বীরেশ্বরেণ সহ মাধবভট্টনাম্না
কাস্তাং বরাহকথিতং লিখিতং পুরাণম্ ॥

১৬২১ বিক্রমাব্দে হরবোধনের পর বীরেশ্বরের সহিত মাধব-

ভট্ট কাশ্যধামে এই বরাহপুরাণ লিখিয়াছেন। যখন সর্ব-
দেশীয় সকল প্রতিলিপিতেই এই শ্লোকটি দৃষ্ট হয়, তখন
এরূপ অনুমান অযৌক্তিক বোধ হয় না যে, এই শ্লোকোক্ত
সময়েই বরাহপুরাণ বর্তমান আকারে পুনঃসংকলিত হই-
রাছে। উহা যদি পুস্তকবিশেষের প্রতিলিপিসমা-
পনের দিবস হইত, তবে ভিন্ন দেশীয় লেখকগণ কখনই
উহা গ্রহণ করিতেন না।

যাহা হউক, ভারতবর্ষে বৈষ্ণবধর্ম বহুব্যাপী ও বদ্ধমূল
হইবার পর যে, ইহা বর্তমান আকারে সংকলিত, তাহাতে
আর সন্দেহ নাই। কারণ ইহার প্রতি অধ্যায়ে, প্রতি
উপন্যাসে অপরাপর দেব দেবী অপেক্ষা বিষ্ণুমাহাত্ম্যোৎকর্ষ
সূচিত করা হইয়াছে।

বরাহপুরাণে পুরাণের লক্ষণসমূহ সম্যক্রূপে লক্ষিত
হয় নাই। ইহাতে সৃষ্টিপ্রক্রিয়া এবং রাজবংশগুলি অতি
সংক্ষেপে এবং বিশৃঙ্খলভাবে বর্ণিত হইয়াছে এবং প্রজাপতি-
দিগের বংশধারা এবং মন্বন্তরগুলি একেবারে বর্ণিত হয় নাই।
প্রত্যুত ইহা কেবল নানাবিধ পূজাও ত্রতাদির ব্যবস্থা এবং
স্তবাদিতে পরিপূর্ণ দৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ বরাহপুরাণ আদ্যন্ত
পাঠ করিলে ইহার পুরাণত্বের বিষয় সংশয় হয় বটে; কারণ
ইহাতে প্রথমতঃ পৌরাণিক ইতিহাসের ভাগ অতি অল্পই
দৃষ্ট হয় এবং যাহা কিছু দৃষ্ট হয়, তাহার মধ্যে অধিকাংশেই
রূপকের আশ্রয় করা হইয়াছে।

এতদ্বর্ণিত মহিষাসুরের সহিত ভগবতী কাত্যায়নীর যুদ্ধ
প্রভৃতি পাঠ করিলে স্পষ্টই প্রতীতি হইবে যে, পাপ ও
পুণ্যের পরস্পর স্বাভাবিক প্রতিকূলতাই রূপকসহকারে এরূপ

আকার ধারণ করিয়াছে । অনেক পৌরাণিক ইতিবৃত্ত আবার অত্যাশ্চর্য্য পুরাণ হইতে সম্পূর্ণ অভিনব রীতিতে লিখিত হইয়াছে ; যেমন দক্ষযজ্ঞপ্রভৃতি ।

বরাহপুরাণের বিষয় সূচী ।—বরাহপুরাণে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি যথাক্রমে বর্ণিত হইয়াছে, প্রথমে মুনিগণ সূতের নিকট হরিকথাবিষয়ক প্রশ্ন করিয়াছেন ; সূত, সনৎকুমার ও নারদের সংবাদ বলিলেন, পুনর্বার ঋষিগণের প্রশ্ন অনুসারে সূত মার্কণ্ডেয়োপাখ্যান, প্রয়াগমাহাত্ম্য, গঙ্গানয়ন-বৃত্তান্ত, বাহুরাজার উপাখ্যান, সগররাজার উপাখ্যান, অংশুমানের উপাখ্যান, দৌদাসের উপাখ্যান, গঙ্গামাহাত্ম্য, কলিরাজার উপাখ্যান, বামনোপাখ্যান, ভূমিদানপ্রশংসা, বলির বন্ধন, দানফলের বিবৃতি, ভগীরথোপাখ্যান, সগরসুত-দিগের উদ্ধার, দ্বাদশাদিকতিপয়ব্রতমাহাত্ম্য, গালব ও ভদ্রশীলের উপাখ্যান, বর্ণাশ্রমবিধি, সমুদ্রযাত্রাদির নিষেধ, বর্ণাশ্রমচার বিধান, শ্রাদ্ধবিধি, ব্রত ও দানাদির যোগ্যতাধির নিৰ্ণয়, প্রায়শ্চিত্ত ও পাপের স্বরূপনিৰ্ণয়, মদ্যভেদাদি-নিরূপণ ও মদ্যপানের প্রায়শ্চিত্ত, চৌর্য্যস্বরূপকথন, নানা-বিধপরিমাণনিৰ্ণয়, নানাবিধ চৌর্য্য ও তাহার প্রায়শ্চিত্ত-নিরূপণ, গুরুতল্লগমন ও তাহার প্রায়শ্চিত্ত, অগম্যাগমনের প্রায়শ্চিত্ত, মহাপাতকীর সংসর্গে প্রায়শ্চিত্ত, অভক্ষ্যভক্ষণের প্রায়শ্চিত্ত, চৌর্য্যের প্রায়শ্চিত্ত, প্রাণিহিংসার প্রায়শ্চিত্ত, অশুচিস্পর্শের প্রায়শ্চিত্ত, অশুচির অম্নতোজনে প্রায়শ্চিত্ত, মহাপাপসমজাতীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত, বিষুৱস্রবের ফল, যমমার্গস্বরূপ, পাপভোগ, মোক্ষোপায়, নারায়ণের তুষ্টি, নারায়ণমাহাত্ম্য, দেবমালীর উপাখ্যান, যজ্ঞমালী ও সুমালীর

উপাখ্যান. বিষ্ণুচরণামৃতধারণের ফল, কনিকনামক ব্যাধের উপাখ্যান, যজ্ঞধ্বজের উপাখ্যান, ইন্দ্রবৃহস্পতিসংবাদ, যুগ-মাহাত্ম্যবর্ণন, কলির স্বরূপ ইত্যাদি বিষয়ের ক্রমশঃ কীৰ্ত্তন করিয়াছেন ।

বরাহপুরাণ ।

বিষ্ণুমাহাত্ম্য—সপ্তদশ অধ্যায় ।

নৃপ উবাচ ।

ভগবন্ সৰ্ব্বধৰ্ম্মজ্ঞ কথং বিষ্ণুঃ সনাতনঃ ।

পূজ্যতে সোক্ষমিচ্ছদ্ভিঃ পুরুষৈৰ্কদ তত্ত্বতঃ ॥১

মহাতপা উবাচ ।

শৃণু রাজন্ মহাপ্রাজ্ঞ যথা বিষ্ণুঃ প্রসীদতি ।

পুরুষাণাং তথা স্ত্রীণাং সৰ্ব্বযোগীশ্বরো হরিঃ ॥২

সৰ্ব্বৈ দেবাঃ সপিতরো ব্রহ্মাদ্যাশ্চাস্তমধাগাঃ ।

বিষ্ণোঃ সকাশাভূতপন্ন ইতীযং বৈদিকী শ্রুতিঃ ॥৩

অগ্নিস্থথাশ্বিনৌ গৌরী গজবক্স ভূজঙ্গমাঃ ।

কার্ত্তিকৈক্যস্থাদিত্যা মাতরো ভূর্গয়া সহ ॥৪

দিশোধনপতিবিষ্ণুর্গমো কদ্রঃ শশী তথা ।

পিতরশ্চেতি সম্ভূতাঃ প্রাধানেন জগৎপতেঃ ॥৫

রাজা বলিলেন, হে ভগবন্, আপনি সমুদয় ধর্ম্মের তত্ত্ব জ্ঞাত আছেন অতএব মুক্তিলাভ করিতে অভিলାষী মনুষ্যাগণ কি নিমিত্ত সেই সনাতন বিষ্ণুর উপাসনা করে, তাহা আপনি যথার্থরূপে কীৰ্ত্তন করুন ।১

মহাতপা বলিলেন, হে মহাবুদ্ধিসম্পন্ন রাজেন্দ্র, যেরূপ আচরণ করিলে সেই সৰ্ব্বযোগীশ্বর হরি পুরুষ এবং স্ত্রীদিগের উপর প্রসন্ন হন, তাহা শ্রবণ করুন । এই ব্রহ্মাণ্ডাস্তর্গত ব্রহ্মাদি সমুদয় দেবগণ এবং পিতৃগণ বিষ্ণুর সকাশ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছেন ; ইহাই বেদের মত । অগ্নি, অশ্বিনী-কুমারদ্বয়, গৌরী, গণেশ, ভূজঙ্গগণ, কার্ত্তিকৈক্য, দ্বাদশ আদিত্য এবং ভূর্গার সহিত মাতৃগণ, দিক্‌সকল, কুবের, বিষ্ণু, যম, কদ্র, চন্দ্র এবং পিতৃগণ, ইহারা সকলেই সেই জগৎপতির প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ হইতেই সম্ভূত হইয়াছে ।২।৩।৪।৫

হিরণ্যগর্ত্তস্য তনৌ সৰ্ব্ব এব সমুদ্ভবাঃ ।
 পৃথক্ পৃথক্ ততো গৰ্ভং বহমানাঃ সমগুতঃ ॥৬
 অহং যোগ্যস্বহং যাজ্য ইতি তেবাং স্বনো মহান্ ।
 শ্রীয়েতে দেবসমিতৌ ক্ষুদ্রসাগরসমিভঃ ॥৭
 তেবাং বিবদমানানাং বহ্নিকথায় পার্থিবঃ ।
 উবাচ মাং যজ্ঞশ্বেতি ধ্যায়ধ্বং মামিতি ক্রবন্ ॥৮
 প্রাজাপত্যমিদং নুনং শরীরং মদ্বিনাকৃতম্ ।
 বিনাশমুপপদ্যত যতো নায়ে মহানহম্ ॥৯
 এবমুক্ত্য শরীরস্ত তাত্ত্বা বহ্নির্বিনিৰ্যযৌ ।
 নির্গতেহপি ততস্তস্মিন্তচ্ছরীরং ন শীৰ্য্যতে ॥১০
 ততোহশ্বিনৌ মূর্ত্তিমত্তৌ প্রাণাপানশরীরগৌ ।
 আবাং প্রধানাবিত্যেবমুচুতুযাজ্যমুত্তরৌ ॥১১
 এবমুক্ত্য শরীরস্ত বিহায় কচিদাস্থিতৌ ।
 তরোরপি ক্ষয়ং কৃত্বাহক্ষীণস্তং পুরমাস্থিতং ॥১২

প্রথমে ইহারা সকলে হিরণ্যগর্ভের শরীরে উৎপন্ন হয়, অনন্তর ইহাদের
 প্রত্যেকে গর্ভ প্রাপ্ত হইয়া “আমিই যোগ্য, আমিই যাজ্য,” এইরূপ বলিতে
 আরম্ভ করিলে, ক্ষোভপ্রাপ্ত সমুদ্রের শব্দের শ্রাব্য তাহাদিগের মুখনির্গত অতি
 মহৎ কোলাহল সেই দেবসভায় শ্রুতিগোচর হইল ৷৬৭

তাহারা এইরূপে বিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলে “আমারই পূজা কর;
 আমারই ধ্যান কর,” এইরূপ বলিতে বলিতে পার্থিব অগ্নি উথিত হইল,
 এবং বলিল, আমি পরিত্যাগ করিলে এই প্রাজাপত্য দেহ অবশ্যই বিনাশ
 প্রাপ্ত হইবে, কারণ প্রজাপতি অপেক্ষা আমিই শ্রেষ্ঠ ৮ ৯

এই কথা বলিয়া ঐ অগ্নি সেই শরীর ত্যাগ করিয়া নির্গত হইল; অগ্নি
 নির্গত হইলেও ঐ দেহ কিন্তু শীর্ণ হইল না ৷১০

তদনন্তর অশ্বিনীকুমারকণী শরীরের অভ্যন্তরস্থিত প্রাণ ও অপান
 নামক বায়ুদ্বয় বলিল, “আমরাই প্রধান, আমরাই যজ্ঞনীয়,” এই
 কথা বলিয়া তাহারা সেই শরীর পরিত্যাগ করিয়া কোন স্থানে চলিয়া
 গেল। তাহাদের অভাব হইলেও সেই শরীর পূর্নমত অক্ষীণ ভাবেই
 রহিল ৷১১ ১২

ততো বাগব্রবীদ্ গোয়ী প্রাধান্যং ময়ি সংস্থিতম্ ।

সাপ্যেবমুক্তা ক্ষেত্রান্তে নিশ্চক্রাম বহিঃ শুভা ॥১৩

তয়া বিনাপি তৎক্ষেত্রং বাগ্নং ব্যবতিষ্ঠত ।

ততোগণপতির্বা ক্যাকাশাখ্যোহব্রবীত্তদা ॥১৪

ন ময়া রহিতং কিঞ্চিচ্ছরীরং স্থায়ি দূরতঃ ।

কালান্তরেত্যেবমুক্তা সোহপি নিশ্চক্রাম দেহতঃ ॥১৫

পৃথগ্ভূতস্তথাপ্যেতচ্ছরীরং নাপ্যনীনশৎ ।

বিনাশিতঞ্চ তন্তেন তথাপি ন বিশীর্ণ্যতে ॥১৬

অশিরৈশ্চ বিহীনস্ত দৃষ্টা ক্ষেত্রং ব্যবস্থিতম্ ।

শরীরধাতবঃ সর্ষে তে ক্রয়ুর্বা ক্যামেব হি ॥১৭

অস্মাভিব্যতিরিক্তস্য ন শরীরস্য ধারণম্ ।

ভবতীত্যেবমুক্তা তে অহঃ সর্ষে শরীরিণঃ ।

তৈর্ব্যপেতমপি ক্ষেত্রম্পৃক্বেণ প্রপাল্যতে ॥১৮

তদ্ দৃষ্টা ত্বব্রবীৎ স্বন্দঃ সোহহঙ্কারঃ প্রকীর্তিতঃ ।

ময়া বিনা শরীরস্ত সন্তুতিরপি নেম্যতে ॥১৯

অনন্তর গোৱীকৃপিনী বাক্শক্তি বলিলেন, “প্রাধান্য আমাতেই অবস্থাপিত ।” তিনিও এই কথা বলিয়া সেই শরীর পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে নির্গত হইলেন । তৎকর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াও সেই বাক্শক্তিহীন শরীর পূর্বের ত্যায়ই অবস্থান করিতে লাগিল । পরে আকাশরূপী গণপতি বলিলেন, “আমা কর্তৃক বিরহিত হইয়া এই শরীর অধিক কালস্থায়ী হইবে না,” এই কথা বলিয়া আকাশ সেই শরীর হইতে নির্গত হইয়া পৃথকভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন । কিন্তু তথাপি তাহার নাশ হইল না, আকাশ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াও সেই শরীর শীর্ণ হইল না । ১৩।১৪।১৫।১৬

আকাশবিহীন হইয়াও সেই শরীরকে অবস্থিত হইতে দেখিয়া শরীরহিত ধাতু সকল বলিতে লাগিল, “আমরা পরিত্যাগ করিলে এই শরীর কখনই অবস্থিত করিবে না ।” এই বলিয়া তাহারা সেই শরীর পরিত্যাগ করিল । তাহাদের কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলেও ঐ শরীর পুরুষ কর্তৃক প্রতিপালিত হইতে লাগিল । ১৭।১৮

তখন স্বন্দরূপী অহঙ্কার বলিলেন, “আমি ব্যতীত এই শরীরের উৎপত্তি

এবমুক্তা শরীরাত্ম স ব্যাপেতঃ পৃথক্ স্থিতঃ ।
 তেনাক্ষতেন তৎ ক্ষেত্রং বিনা মুক্তবদাস্থিতম্ ॥২০
 তদ্ দৃষ্ট্বা কুপিতো ভাষুঃ স আদিত্যঃ প্রকীর্তিতঃ ।
 ময়া বিনা কথং ক্ষেত্রমিদং ক্ষণমপীযাতে ।
 এবমুক্তাণ যাতঃ স তচ্ছরীরং ন শীর্ষাতে ॥২১
 ততঃ কামাদিরুখায় গণো মাতৃবিসংজ্ঞিতঃ ।
 ন ময়া ব্যতিরিক্তস্ত শরীরস্ত ব্যবস্থিতিঃ ।
 এবমুক্তা স যাতস্ত শরীরং তন্ন শীর্ষাতে ॥২২
 ততো মায়াত্রবীং কোপাৎ সা চ দুর্গা প্রকীর্তিতা ।
 ন ময়াস্ত বিনা ভূতিরিত্যুক্তাস্তদধে পুনঃ ॥২৩
 ততো দিশঃ সমুত্ত্বুর্নুচুশ্চেদং বচো মহৎ ।
 নাস্মাভীরহিতং কার্যাস্তবতীতি ন সংশয়ঃ ।
 চতস্র আগতাঃ কাষ্ঠাস্তাঃ প্রয়াতাঃ ক্ষণান্তদা ॥২৪

অবধিই হইতে পারে না । তিনি এই কথা বলিয়া শরীর-পরিত্যাগ-পূর্বক পৃথক্ভাবে অবস্থান করিলেন । সেই অহঙ্কার পরিত্যাগ করিলেও ঐ শরীর পূর্বের মতই অবস্থান করিতে লাগিল । ১৯২০

তাহা দেখিয়া আদিত্যরূপী তেজ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, “আমি পরিত্যাগ করিলে, এই শরীর কিরূপে ক্ষণকালের নিমিত্তও অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে ?” এই কথা বলিয়া উহা শরীরত্যাগ করিয়া গমন করিল ; তথাপি শরীর শীর্ণ হইল না । ২১

অনন্তর মাতৃসংজ্ঞক কামাদিগণ উন্মিত হইয়া বলিল, আমাব্যতিরেকে এষ্ট শরীরের কখনই স্থিতি হইবে না । এই বলিয়া তাহারা চলিয়া গেল । কিন্তু শরীর শীর্ণ হইল না !

অনন্তর দুর্গারূপিনী মায়া ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, “আমি না থাকিলে এই শরীর কখনই থাকিতে পারে না ;” এই বলিয়া উহাও অন্তহিত হইল । ২২

তাহার পর দিক্ সকল উন্মিত হইয়া বলিল, “আমরা না থাকিলে নিশ্চয়ই কোন কার্য হইবে না ।” ইহা বলিয়া চারিদিক্ মিলিত হইয়া তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল । ২৪

ততো ধনপতির্কায়ুর্মধ্যতন্ত্যক্তসম্ভবঃ ।
 শরীরস্তোতি সোহপ্যেবমুক্তা মূর্দ্ধানগোহভবৎ ॥২৫
 ততোবিষ্ণুর্মনো ক্রয়ামায়ং দেহো ময়া বিনা ।
 ক্ষণমপ্যংসহেৎ স্বাতুমিত্যুক্তাভুদধে পুনঃ ॥২৬
 ততো ধর্মোহব্রবীৎ সর্কমিদম্পালিতবানহম্ ।
 ইদানীন্মব্যাপগতে কথমেতদ্বিষ্যতি ।
 এবমুক্তা গতৌ ধর্মশুচ্ছরীরং ন শীর্ষ্যতে ॥২৭
 ততোহিব্রবীন্মহাদেবঃ অব্যক্তো ভূতভাবনঃ ।
 মহৎসংজ্ঞো ময়া হীনং শরীরং নো ভবেদ্ব্যথা ।
 এবমুক্তা গতঃ শম্ভুশুচ্ছরীরং ন শীর্ষ্যতে ॥২৮
 তদৃষ্টা পিতরশ্চোচুত্মাত্রং যাবদস্মভিঃ ।
 প্রাণান্তরেভিরেতচ্চ শরীরং শীর্ষ্যতে ধ্রুবম্ ।
 এবমুক্তা তু তদেহস্ত্যক্তাস্তর্ধানমাগতাঃ ॥২৯
 অগ্নিঃ প্রাণা অপানৌ চ আকাশশ্চৈব ধাতবঃ ।
 ক্ষেত্রস্তদ্বদহকারো ভাষুঃ কামাদয়ো ময়া ॥৩০

তাহার পর ধনপতিরূপী বায়ু পূর্বেকৃত রূপ বাক্য বলিয়া শরীরের মধ্য-
 ভাগ ত্যাগ করিয়া মস্তকগত হইল ৷২৫

তাহার পর বিষ্ণুরূপী মন, “আমি পরিত্যাগ করিলে এই দেহ ক্ষণকালও
 থাকিতে সমর্থ হইবে না,” এইরূপ বলিয়া অন্তর্হিত হইল ৷২৬

তদনন্তর ধর্ম বলিলেন, “আমিই এই গর্ষাস্ত্র এষ্ট শরীরকে সম্পূর্ণরূপে
 রক্ষা করিয়া আসিতেছি,” এক্ষণে আমি চলিয়া গেলে, ইহা কিরূপে থাকিতে
 পারে ? এই বলিয়া ধর্ম চলিয়া গেলেন, তথাপি শরীর শীর্ণ হইল না ৷২৭

অনন্তর মহৎসংজ্ঞক অব্যক্তরূপী মহাদেব বলিলেন, “আমি কর্তৃক
 পরিত্যক্ত হইয়া এই শরীর কখনও থাকিবে না।” এই কথা বলিয়া
 মহান্ও চলিয়া গেলেন, কিন্তু শরীর শীর্ণ হইল না ৷২৮

তাহা দেখিয়া তন্মাত্ররূপী পিতৃগণ বলিলেন, “প্রাণস্বরূপ আমরা পরিত্যাগ
 করিলে এই শরীর নিশ্চয়ই শীর্ণ হইবে।” এই বলিয়া তাঁহারাও দেহ
 দেহ ত্যাগ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন ৷২৯

এইরূপে অগ্নি, প্রাণ, অপানদ্বয়, আকাশ, ধাতুসকল, ক্ষেত্র, অংকার,

কাষ্ঠাবায়ুধিযুধর্ষৌ শস্তু শৈচবেদ্রিয়ার্থকাঃ ।
 ঐতমুক্তস্ত তৎ ক্ষেত্রমুক্তাবিব তু সংস্থিতম্ ॥৩১
 সোমেন পাল্যমানস্ত পুরুষেণেন্দুরূপিণা ।
 এবং ব্যবস্থিতে সোমে ষোড়শাশ্বত্থাঙ্করে ॥৩২
 প্রাপ্তস্তত্র গুণোপেতং ক্ষেত্রমুখায় বভ্রম ।
 প্রাগবস্থং শরীরস্ত দৃষ্ট্বা সর্ক্সজপালিতম্ ॥৩৩
 তাঃ ক্ষেত্রদেবতাঃ সর্ক্সা বৈলক্ষস্তাবমাস্থিতাঃ ।
 তমেবস্তষ্ট্রবুঃ সর্ক্সান্তং দেবং পরমেশ্বরম্ ॥৩৪
 স্বস্থানমাশিষুঃ সর্ক্সাস্তদা নৃপতিসত্তম ।
 ত্বমগ্নিস্থত্থা প্রাণস্বমপানঃ সরস্বতী ॥৩৫
 ত্বমাকাশক্ষনাধ্যাক্ষস্বং শরীরস্ত ধাতবঃ ।
 অহঙ্কারো ভবান্দেব ত্বমাদিত্যোহষ্টকো গণঃ ॥৩৬
 ত্বং মায়া পৃথিবী দুর্গা ত্বং দিশস্বং মরুৎপতিঃ ।
 ত্বং বিষ্ণুস্বং তথা ধর্মস্বং জিমুস্বং পরাজিতঃ ॥৩৭

তেজ, কামাদি, দুর্গা, দিক্‌সকল, বায়ু, বিষ্ণু, ধর্ম, মহাদেব এবং তন্মাত্র কর্তৃক
 পরিত্যক্ত হইয়াও ঐ শরীর পুরুষরূপী চন্দ্রমাকর্তৃক রক্ষিত হইয়া যেন জীব-
 নুক্তের স্থায় অবস্থান করিতে লাগিল । এইরূপে ষোড়শকলায়ক, অবিনাশী,
 পুরুষরূপী চন্দ্র শরীর রক্ষার্থ অবস্থিত হইলে পূর্বের মত গুণসম্পন্ন ঐ শরীর
 সেই স্থানে উত্তীর্ণাদ্রমণ করিতে লাগিল । সর্ক্সজপুরুষকর্তৃক প্রতিপালিত
 সেই শরীরকে পূর্বাবস্থায় অবস্থিত দেখিয়া পূর্বোক্ত ক্ষেত্রপাল সকল
 অতিশয় লজ্জা প্রাপ্ত হইল এবং সেই পরমদেব পরমেশ্বরকে তাহারা সকলে
 মিলিত হইয়া স্তব করিতে লাগিল । ৩০।৩১।৩২।৩৩ ৩৪

হে নৃপতিসত্তম, তখন আবার তাহারা ঐ শরীরে আপনার স্থান
 প্রার্থনা-করত বলিতে লাগিল, আপনিই অগ্নি, আপনিই প্রাণ, আপনিই
 অপান, আপনিই বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী, আপনিই আকাশ, আপনিই
 ধনের অধ্যক্ষ কুবের এবং শরীরস্থ ধাতু সকলও আপনি, আপনিই
 অহঙ্কার, আপনিই আদিত্য, আপনিই কামাদি অষ্টগণ, আপনিই পৃথিবী,
 আপনিই মায়া, আপনিই দুর্গা এবং দিক্‌সমূহও আপনি । আপনিই বায়ু,
 আপনিই বিষ্ণু, ধর্মও আপনি, জেতাও আপনি এবং পরাজিতও আপনি ।
 অধিক আর কি বলিব, “পরমেশ্বর” এই শব্দের প্রত্যক্ষর আপনাতেই

অক্ষরার্থস্বরূপেণ পরমেধরসংজ্ঞিতঃ ।

অস্মাভিরপযাতৈস্ত কথমেতত্ত্ববিষ্যতি ॥৩৮

এবমত্র শরীরস্ত ত্যক্তমস্মাভিরেব চ ।

ন পরন্তুবতো দেব তদত্র স্বৰ্গ পাল্যাতে ॥৩৯

স্থানভঙ্গো ন নঃ কার্য্যঃ স্বয়ং সৃষ্ট্বা প্রজাপতে ।

এবং স্তুতন্ততো দেবস্তেবাং তোষং পবং যযৌ ॥৪০

উবাচ চৈতান্ ক্রীড়ার্থং ভবন্তোংপাদিতা ময়া ।

কৃতকৃত্যস্ত চৈকস্ত ভবন্তিমে প্রয়োজনম্ ॥৪১

তথা চেদপ্রিয়ং রূপে দে দে প্রত্যেকশোধুনা ।

ভূতকার্য্যেষমুর্ন্তেন দেবলোকে তু মূর্ত্তিনা ॥৪২

তিষ্ঠধ্বমপি কল্পান্তে লয়ং ত্বাবিশত দ্রুতম্ ।

শরীরেণ বিনা নৈব কৰ্ত্তব্যোহহমিব কচিং ॥৪৩

সার্থক হইয়াছে। আমরা অপগত হইলে এই শরীর কিরূপে অবস্থিত হইবে, ইহা পরীক্ষা করিবার নিমিত্তই আমরা এই শরীর পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। হে দেব, আপনা হইতে ভিন্ন পদার্থ কিছুই নাই। এই সংসারে যাহা কিছু রক্ষিত হইতেছে, তাহাই আপনি, হে প্রজাপতে, আপনি স্বয়ং আমাদেরকে স্বজন করিয়াছেন, এক্ষণে স্থানচ্যুত করিবেন না। ৩৫।৩৬।৩৭।৩৮।৩৯।৪০

অনন্তর পরমাত্মা সেই দেবগণ-কর্তৃক এইরূপে সংস্কৃত হইয়া অতিশয় সন্তোষ লাভ করিলেন, এবং তাহাদিগকে বলিলেন, আমি ক্রীড়ার নিমিত্তই তোমাদিগকে নিৰ্ম্মাণ করিয়াছি বটে, এবং যদিও আমি কৃতকৃত্য অর্থাৎ কিছুই অভাব বা অপেক্ষা রাখি না, তথাপি তোমাদের সৃষ্টি সর্ব্বথা প্রয়োজনশূন্য নহে। তোমাদিগকে আমার একটি উদ্দেশ্যের সিদ্ধি করিতে হইবে, অপ্রিয় হইলেও তোমাদিগের উহা কর্তব্য। এক্ষণে তোমরা প্রত্যেকে অমূর্ত্ত এবং মূর্ত্ত এই দুই প্রকার স্বরূপ ধারণ কর। ভূতকার্য্যের নিমিত্ত অমূর্ত্তরূপে এবং দেবলোকে মূর্ত্তরূপে অবস্থিত হও। ৪১।৪২

পরে কল্পের শেষে তোমরা সকলে আমাতে লয় প্রাপ্ত হইবে, আব একটি কথা তোমরা যেমন আমার শরীর পরিত্যাগ করিয়াছ, অপর ভৌতিক শরীরগুলিকে কখনও এইরূপে পরিত্যাগ করিও না। ৪৩

মূর্ত্তীনাঞ্চ তথা ক্ষুত্ৰ্যমগ্নিনামানি বোধুনা ।
 অগ্নেবৈশ্বানরো নাম প্রাণাপানৌ তথাগ্নিনৌ ।
 ভবিষ্যতি তথা গৌরী হিমশৈলসুতা তথা ॥৪৪
 পৃথিব্যাঙ্গিগুণেষু গজবক্রে । ভবিষ্যতি ।
 শরীরধাতবশ্চৈমে নানাতুতানি এব তু ॥৪৫
 অহঙ্কারস্তথা স্কন্দঃ কার্ত্তিকেষ্যো ভবিষ্যতি ।
 শরীরমায়্য ছর্গৈবা কারণান্তে ভবিষ্যতি ॥৪৬
 দশ কন্ধ্যা ভবিষ্যন্তি কাষ্ঠাভেতান্ত বারুণাঃ ।
 অয়ং বায়ুর্ধনেশস্ত কারণান্তে ভবিষ্যতি ॥৪৭
 অয়ং মনো বিষ্ণুনাং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ।
 ধর্ম্মোহপি যমনাং চ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥৪৮
 মহত্ত্বঞ্চ ভগবান্ মহাদেবো ভবিষ্যতি ।
 ইন্দ্রিয়ার্থাশ্চ পিতরো ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥৪৯
 চৈতন্তরূপী পুরুষোযোয়ং দেহে ব্যবস্থিতঃ ।
 অয়ং সোমঃ পুরা ভূত্বা যামিত্রং সর্কদাঃমরঃ ॥৫০

এক্কে তোমাদিগকে ঐ মূর্ত্ত্বরূপের ও অগ্নির নাম বলিতেছি, হে অগ্নে, তোমার নাম বৈশ্বানর, হে প্রাণ, ও অপান, তোমাদিগের নাম অগ্নিনীকুমার হইবে, বাকুশক্তি গৌরী হিমালয়সুতা নামে, এবং পৃথিব্যাঙ্গি মহাত্মার্মী আকাশ গজানন নামে অভিহিত হইবে । আমার এই শরীরস্থ ধাতু সকল নানাবিধ ভূত নামে প্রসিদ্ধ হইবে । অহঙ্কার স্কন্দ নাম প্রাপ্ত হইবে এবং শরীরস্থ মায়ার নাম ছর্গা হইবে ৷৪৪৷৪৫৷৪৬

এই দশদিকৃ বক্রণের দশ কন্ধ্যা নামে প্রসিদ্ধ হইবে, এবং শরীরমধ্যগত প্রাণবায়ুর নাম কুবের হইবে ৷৪৭

মন বিষ্ণু নামে অভিহিত হইবে, আর ধর্ম্মের নাম যম হইবে, এ বিষয় কোন সংশয় নাই । এই শরীরস্থ মহত্ত্বই ভগবান্ মহাদেব নামে প্রসিদ্ধ হইবে, এবং তন্মাত্রেরা নিশ্চয়ই পিতৃনামে অভিহিত হইবে । এই চৈতন্তরূপ পুরুষ পূর্বে যামিত্র হইয়া এক্কে সোমরূপ ধারণ করিয়াছে, ইহারা সকলেই সকল অবস্থায় অমর ৷৪৮৷৪৯৷৫০

এবং বেদাস্তপুরুষঃ প্রোক্তো নারায়ণায়কঃ।

স্বস্থানে দেবতাঃ সৰ্ব্বাঃ দেবস্ত বিররাম হ ॥৫১

এবং প্রভাবো দেবোহসৌ বেদবেদ্যো জনাৰ্দ্দনঃ।

কথিতো নৃপতে তুভ্যং কিমগ্ৰচ্ছোতুমিচ্ছসি ॥৫২

সেই বেদাস্তপ্রসিদ্ধ পুরুষ নারায়ণ নামে অভিহিত, পরম পুরুষ, দেবদেব, পরমাত্মা এইরূপে সেই সকল দেবতাকে স্ব স্ব স্থানে স্থাপিত করিয়া বিরত হইলেন। হে, নৃপতে সেই বেদবেদ্য জনাৰ্দ্দনের প্রভাব এই রূপই বটে। আমি আপনার নিকট তাঁহার অলোকসামাগ্র দাহাত্ম্যের বিষয় কীৰ্ত্তন করিলাম, এক্ষণে আর কি শুনিতে ইচ্ছা করেন ? ৫১।৫২

— — —

মৎস্য পুরাণ ।

সংক্ষিপ্ত বিবরণ ।

“মৎস্য” একখানি অন্যতম মহাপুরাণ । ইহার চতুঃ পঞ্চাশতম অধ্যায়ে, অন্যান্য পুরাণ প্রসঙ্গে ইহার আপনার বিষয়ও এইরূপ লিখিত হইয়াছে—“হে মুনীশ্বরগণ, যে পুরাণে কল্পের আদিতে বেদের প্রবৃত্তির নিমিত্ত ভগবান্ নারায়ণ মৎস্যরূপধারণ পূর্বক বৈবস্বত মনুর নিকট নরসিংহ কল্প অধিকার করিয়া সপ্ত কল্পের বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়াছেন, তাহার নামই মৎস্য পুরাণ । ইহার শ্লোকসংখ্যা চতুর্দশ সহস্র ।”^{*} এই মৎস্য পুরাণ ২৯১ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ । শ্রীমদ্ভাগবতেও মৎস্য পুরাণের শ্লোকসংখ্যা চতুর্দশ সহস্র বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে । উইলসন সাহেব বিষ্ণু পুরাণের ভূমিকাতে ইহার শ্লোকসংখ্যার পরিমাণ ঐরূপই বলিয়া স্থির করিয়াছেন । আমরা কিন্তু বঙ্গবাসী—কার্যালয় হইতে প্রকাশিত মৎস্য পুরাণের প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে প্রদর্শিত শ্লোকসংখ্যার সমষ্টি ধরিয়া উহা অপেক্ষা কিছু কম বলিয়া বুঝিয়াছি, তবে আমাদের গণনায় কিঞ্চিৎ প্রমাদ হওয়াও অসম্ভব নয় ।

* শ্রুতীনাং যত্র কল্পাদৌ প্রবৃত্তার্থং জনার্দনঃ

মৎস্যরূপেণ মনবে নরসিংহোপবর্ণনম্ ।

অধিকৃত্যত্রবীং সপ্তকল্পবৃত্তং মুনীশ্বরাঃ

তন্মাংশুগতি জ্ঞানীধ্বং সহস্রাণি চতুর্দশ ॥

মৎস্যপুরাণং ৫৪ অধ্যায়ঃ ।

মৎস্য পুরাণের উপক্রম এইরূপ ; যথা—পূর্বের নৈমিষ্যা-
রণ্যবাসী ঋষিগণ সূতকে মৎস্য পুরাণের বিষয় জিজ্ঞাসা
করিলে, তিনি বলিলেন । হে দ্বিজগণ, এক্ষণে অতি পবিত্র ও
আমুর বৃদ্ধিকর মৎস্য পুরাণের কথা শ্রবণ করুন । এই মৎস্য
পুরাণ স্বয়ং নারায়ণ কীর্তন করিয়াছেন । পূর্বকালে সূর্য্য-
পুত্র, বৈবস্বত মনু নিজ পুত্রের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া
অরণ্যে গমন পূর্বক অতিবিপুল তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়া-
ছিলেন । অযুত বর্ষ তপস্যার পর ব্রহ্মা প্রীত হইয়া তাঁহাকে
বরদান করিতে আগমন করিলেন । মনু তাঁহাকে প্রণাম
করিয়া বলিলেন ; আমি এই মাত্র বর প্রার্থনা করি যে,
“প্রলয় উপস্থিত হইলে, আমি যেন নিখিল স্থাবর এবং
জঙ্গম পদার্থের রক্ষণে সমর্থ হই” ব্রহ্মা “তথাস্তু” বলিয়া
অনুগ্রহিত হইলেন ।

তাহার পর কোন দিন মনু তর্পণ করিতেছিলেন, এমন
সময় তাঁহার হস্তস্থিত জলাঞ্জলিতে একটি ক্ষুদ্র মৎস্য লাকাইয়া
পড়িল । মনু মৎস্যটির সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া তাহাকে
পালন করিতে সঙ্কল্প করিলেন । তিনি স্বকীয় কমণ্ডলুর
জলে তাহাকে রক্ষা করিলেন । মৎস্য এক রাত্রে মধ্যেই
এত বৃদ্ধি পাইল যে ঐ কমণ্ডলু মধ্যে তাহার শরীর ধরিল
না । তখন মনু তাহাকে একটি জালার মধ্যে নিক্ষেপ
করিলেন, সেইরাত্রেই তাহার শরীর এত বৃদ্ধি পাইল যে
ঐ জালাতেও কুলাইল না, তখন মনু তাহাকে কুপের মধ্যে
নিক্ষেপ করিলেন । এইরূপ প্রত্যহই তাহার শরীর বর্দ্ধিত
হওত নূতন নূতন আধারে পরিমিত না হওয়ায়, অবশেষে
মনু তাহাকে সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিলেন । এই সময়

মনু বুঝিতে পারিলেন, ইনি সামান্য মৎস্য নহেন, ভগবান্ নারায়ণই স্বয়ং মৎস্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তখন মনু প্রণাম করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন। স্তবে তুষ্ট হইয়া নারায়ণ বলিলেন “অচিরকালেই এই পৃথিবী জলমগ্না হইবে। আমি তোমাকে এই দিব্য নৌকা প্রদান করিতেছি, সেই প্রলয় সময়ে তুমি এই নৌকামধ্যে পৃথিবীর যাবতীয় জীব ও উদ্ভিজ্জ প্রভৃতি পদার্থ স্থাপন পূর্বক, নৌকাখানি আমার শৃঙ্গে বদ্ধ করিয়া রক্ষা করিবে।” অনন্তর পৃথিবী জলরাশি মধ্যে নিমগ্ন হইলে, একটি সুবিশাল-শরীর মৎস্য আসিয়া মনুর নিকট উপস্থিত হইল, মনু পূর্ব কথাযত ঐ মৎস্যের শৃঙ্গে সেই নৌকাখানি আবদ্ধ করিয়া নিজে তাহার উপরে চড়িয়া বসিলেন। তাদৃশ ভাবে অবস্থান কালে, মনু সেই মৎস্যের নিকট যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলেন এবং তাহার উত্তরে ঐ মৎস্য যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই জগতে মৎস্য পুরাণ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

ইহাতে মৎস্য পুরাণ যে, অপর পুরাণ অপেক্ষা প্রাচীন, ইহা সহজেই মনে উদ্ভিত হয়। বিশেষ মহাভারতে উপরি উক্ত গল্পটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হওয়ায় অন্ততঃ ইহা যে মহাভারত অপেক্ষা প্রাচীন, তাহা অনুমান করা অযৌক্তিক নয়। কিন্তু বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে এই উভয় গ্রন্থ পাঠ করিলে, মহাভারতে গল্পটি যে, কল্পনাশূন্য সরলভাবে কথিত, আর মৎস্য পুরাণে কিঞ্চিৎ কল্পনা সংযুক্ত করিয়া কথিত, ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে। সুতরাং মহাভারতের গল্প অপেক্ষা মৎস্য পুরাণের গল্পটি যে পরে রচিত হইয়াছে, তাহা বুদ্ধিমান

ব্যক্তির হৃদয়ঙ্গম হইতে আর বাকী থাকে না । কেবল তাহা নয়, মৎস্য পুরাণে উল্লিখিত সাবিত্রীর চরিত, যযাতির চরিত প্রভৃতি গল্পগুলি যে মহাভারত হইতে প্রত্যক্ষর উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা পড়িবারাত্রই সকলেই অনায়াসে অনুভব করিতে পারেন । তদ্ভিন্ন ইহার বংশবর্ণন ও ইতিহাসাংশগুলি যেন বিষ্ণুপুরাণ হইতে, এবং পিতৃবংশ প্রভৃতি অংশগুলি পদ্মপুরাণের সৃষ্টি খণ্ড হইতে উদ্ধৃত বলিয়াই স্পষ্ট বুঝা যায় । ইহার অন্যান্য অংশেও অন্যান্য প্রসিদ্ধ গ্রন্থের কেবল ছায়া নয়, বাক্যগুলি অবধি ঠিক ঠিক দেখিতে পাওয়া যায় । কাম্যেই, আমরা এক্ষণে মৎস্যপুরাণখানিকে যেরূপ আকারে প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাতে উহা যে একখানি আধুনিক সংগ্রহ গ্রন্থ, এইরূপ সিদ্ধান্তই সহজে হইয়া পড়ে ।

কিন্তু তাহা হইলেও আমরা যেমন কতকগুলি পুরাণকে সম্পূর্ণরূপে পুরাণলক্ষণ শূন্য দেখিয়াছি, মৎস্য পুরাণ সেরূপ নয়, ইহাতে, সৃষ্টি, প্রলয়, বংশ, মন্বন্তর এবং রাজাদিগের বংশের বর্ণন প্রভৃতি পুরাণ লক্ষণ সকলই দৃষ্ট হয়, তবে শৃঙ্খলা-শূন্য । তদ্ভিন্ন ইহাতে নানাবিধ ব্রত এবং বর্ণাশ্রমচারীদিগের কর্তব্য প্রভৃতি অবান্তর বিষয়ও অনেক উল্লিখিত হইয়াছে । ইহাতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, অতি পূর্বকালে মৎস্য পুরাণের স্বরূপ অত্যাধিক ছিল, কালবশে ইহার কতক অংশ পরিবর্তিত করিয়া অপর গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত বিষয় বিশেষ-দ্বারা সেই অংশগুলির পূর্তি করায়, ইহা এক্ষণে এই বর্তমান আকার প্রাপ্ত হইয়াছে । কিন্তু পূর্বের সহিত শ্লোক সংখ্যায় ঐক্য রাখিবার বিশেষ যত্ন করা হইয়াছে ।

মৎস্য পুরাণে কোন বিশেষ সাম্প্রদায়িকতা লক্ষিত হয়না ।

ইহাতে শিব এবং বিষ্ণু এই উভয়ের মাহাত্ম্যই তুল্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে । ইহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি যথাক্রমে বর্ণিত হইয়াছে ।—

মনু ও মৎস্যের বৃত্তান্ত, ব্রহ্মাণ্ড কথন, দেব ও অশ্বর-দিগের উৎপত্তি, বায়ুদিগের উৎপত্তি, মদনদ্বাদশী, লোক-পালপূজা, মন্বন্তরদিগের উল্লেখ, বৈষ্ণবচরিত, সূর্য্য হইতে বৈবস্বতমনুর উৎপত্তি, পিতৃবংশকীর্তন, শ্রাদ্ধকাল কথন পিতৃতীর্থ, চন্দ্রোৎপত্তি, চন্দ্রবংশ কীর্তন, যযাতিচরিত, কার্তবীৰ্য্যার্জুনের মাহাত্ম্য, রুক্ষিবংশ বর্ণন, অগ্নিবংশ বর্ণন, পুৰাণদিগের স্বরূপ ও শ্লোকসংখ্যা কথন, ক্রিয়াযোগ, নক্ষত্রদিগের সংস্থান, মার্ত্তণ্ডশয়ন, বুদ্ধাষ্টমী প্রভৃতি কতকগুলি ব্রত, তড়াগোৎসর্গ, বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা, সৌভাগ্যশয়ন প্রভৃতি কতকগুলি ব্রত, অন্নমেরু প্রভৃতি দশবিধ মেরু প্রদানের ফল, গ্রহশাস্তি, দ্বীপ ও লোক সমূহের কীর্তন, চন্দ্র ও সূর্য্যের গতি নিরূপণ, ধ্রুবমাহাত্ম্য, ত্রিপুরাসুরের বৃত্ত, তারকাসুর বৃত্তান্ত প্রসঙ্গে পার্বতীর জন্ম প্রভৃতির বর্ণন, বারণসীমাহাত্ম্য, নন্দদামাহাত্ম্য, প্রবরানুক্রম, পিতৃগাথা, উভয়মুখীগোদানফল, শাবিত্র্যুপাখ্যান, রাজধর্ম্ম, যাত্রার শুভাশুভ নিমিত্তের কথন, বামনমাহাত্ম্য, সাগরমন্ধান, দেবাসুরযুদ্ধ, ভবিষ্যৎ রাজাদিগের বর্ণন ইত্যাদি ।

মৎস্য পুরাণ ।

১৫০ অধ্যায় ।

রাজনীতি-প্রসঙ্গ ।

মহুরুবাচ ।

রাজ্যোহভিষিক্তমাত্রস্ত কিং হু কৃত্যতমং ভবেৎ ।

এতন্মে সৰ্ব্বমাচক্ষু সমাপ্নেত্তি যতো ভবান্ ॥১

মৎস্য উবাচ ।

অভিষেকাঙ্গিণিসা রাজা রাজ্যাবলোকিনা ।

সহায়বরণং কার্য্যং তত্র রাজ্যং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥২

য্যাপ্যন্নতরং কৰ্ম্ম তদপ্যেকেন হৃচ্চরম্ ।

পুরুষেণাসহায়েন কিমু রাজ্যং মহোদয়ম্ ॥৩

তস্মাৎ সহায়ান্ বরয়েৎ কুলীনান্ নৃপতিঃ স্বয়ম্ ।

শূরান্ কুলীনজাতীয়ান্ বলযুক্তাঙ্গি যাবিতান্ ॥৪

রূপসবগুণোপেতান্ সজ্জনান্ ক্ষময়াষিতান্ ।

ক্লেশক্ষমান্ মহোৎসাহান্ ধৰ্ম্মজ্ঞাংশ্চ প্রিয়দান্ ॥৫

হিতোপদেশকালজ্ঞান্ স্বামিভক্তান্ যশোর্থিনঃ ।

এবংবিধান্ সহায়ান্শ্চ শুভকৰ্ম্মস্ব যোজয়েৎ ॥৬

মহু বলিলেন, আপনি সকল বিষয়ই সম্যক্ জ্ঞাত আছেন, অতএব অভিষেকের পরই রাজার কি কি অবশ্য কর্তব্য তাহা আমাকে বলুন ।১

মৎস্য বলিলেন, রাজকার্য্য-পৰ্য্যবেক্ষণে উৎসুক রাজা অভিষেকের পরই আপনার সহকারী রাজপুরুষদিগের নির্বাচন করিবেন, কারণ তাহাদের হস্তেই রাজ্যের প্রতিষ্ঠা নির্ভর করিতেছে । কোন একটি ক্ষুদ্র কৰ্ম্মও সহায়-হীন একক মহুষ্য কর্তৃক সম্পাদিত হওয়া হুঙ্কর, নানা কার্যে সঙ্কুল, বহু-প্রসন্ন রাজ্যের কথা আর কি বলিব ? অতএব নরপতি নিজেই আভিজাত্য-সম্পন্ন, বলবান, সুশ্রীক, বীরপুরুষদিগকে নিজের সহকারী করিবেন ।২।৩।৪

রাজা, রূপ, মানসিক বল ও গুণসম্পন্ন, সাধুচরিত, ক্লেশসহিষ্ণু, ক্ষমা ও উৎসাহ যুক্ত, ধৰ্ম্মজ্ঞ, প্রিয়দান, হিতোপদেশে নিপুণ, কালজ্ঞ, স্বামিভক্ত এবং

কুলীনঃ শীলসম্পন্নো ধর্মুর্বেদবিশারদঃ ।
 হস্তিশিক্ষাশিক্ষাসু কুশলঃ স্নানভাষিতঃ ।
 নিমিত্তে শকুনে জ্ঞাতে বেত্তা চৈব চিকিৎসিতে ।
 কৃতজ্ঞঃ কর্ম্মণাং শূরস্তথা ক্লেমসহ ঋজুঃ ।
 বাহতত্ত্ববিধানজ্ঞঃ ফলসারবিশেষবিৎ ।
 রাজ্ঞা সেনাপতিঃ কার্য্যোব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়োহথবা ॥৭।৮।৯
 প্রাংশুঃ সূর্য্যপো দক্ষশ্চ প্রিয়বাদী নচোদ্ধতঃ ।
 চিত্তগ্রাহশ্চ সর্বেষাং প্রতীহারী বিদীযতে ॥১০
 যথোক্তবাদী দূতঃ স্যাদ্দেশভাবাবিশারদঃ ।
 শকুঃ ক্লেমসহোবাগ্নী দেশকালবিভাগবিৎ ।
 বক্তা নয়স্য যঃ কালে স দূতো নৃপতের্ভবেৎ ॥১১
 প্রাংশবো ব্যায়তাঃ শূরা দৃঢ়তক্তা নিরাকুলাঃ ।
 রাজ্ঞা তু রক্ষিণঃ কার্য্যাঃ সদা ক্লেমসহা হিতাঃ ॥১২
 নিমিত্তশকুনজ্ঞানী হয়শিক্ষাবিশারদঃ ।
 হয়্যুর্বেদতত্ত্বজ্ঞো ভূবো ভাগবিচক্ষণঃ ।

যশোলিন্দু সহায়দিগকে শুভকার্য্যে নিয়োজিত করিবেন। সংকুলে উৎপন্ন, সুশীল, ধর্ম্মসিদ্ধায় নিপুণ, হস্তী ও অশ্ব শিক্ষায় কুশল, মধুরভাবী, কৃতজ্ঞ, কর্ম্মে দক্ষ, শুভাশুভ নিমিত্তজ্ঞ, প্রতিকূল দৈব প্রতীকারে নিপুণ, ক্লেমসহিষ্ণু, ঋজু, বাহ রচনায় অভিজ্ঞ, সার এবং অসারের ভেদজ্ঞানে পটু এইরূপ ব্রাহ্মণ অথবা ক্ষত্রিয়জাতীয় মনুষ্যকে রাজার সেনাপতি করা কর্তব্য ॥৭।৮।৯

দীর্ঘাকার, সুন্দর, কার্য্যদক্ষ, প্রিয়বাদী, অমুক্ত এবং সকলের চিত্তগ্রাহী, এইরূপ মনুষ্যকে প্রতীহারী করা উচিত। সকল দেশের ভাষায় অভিজ্ঞ, সমর্থ, ক্লেমসহিষ্ণু, বদন্ত্যংবর, যথোক্তবাদী, দেশ ও কালের বিভাগে অভিজ্ঞ এবং অবসরে নীতির প্রদর্শক ব্যক্তিই রাজার দৌত্য কার্য্যে নিযুক্ত হইবে। দীর্ঘাকার, ব্যাঘ্রমে পটু, শূর, সূদৃঢ়তক্তিসম্পন্ন, স্থিরমতি, ক্লেমসহিষ্ণু এবং হিতচিন্তক ব্যক্তিদিগকেই রাজা নিজশরীর-রক্ষা-কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন। শুভাশুভ নিমিত্তসূচকচিহ্নাদির বিজ্ঞাতা, অশ্বশিক্ষায় পণ্ডিত, অশ্ব চিকিৎসায় নিপুণ, ভূমির উচ্চ নীচাদি বিভাগে অভিজ্ঞ, রথিয় বলাবল

বলাবলজ্ঞো রথিনঃ স্থিরদৃষ্টিঃ প্রিয়বদঃ ।
 শূরশ্চ কৃতবিদ্যশ্চ সারথিঃ পরিকীর্তিতঃ ॥১৩
 অনাহার্য্যঃ শুচির্দক্ষশ্চিকিৎসিতবিদাংবরঃ ।
 সুপশান্তবিশেষজ্ঞঃ সূদাধ্যক্ষঃ প্রশস্ততে ॥১৪
 সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ ধর্ম্মশাস্ত্রবিশারদঃ ।
 বিপ্রমুখ্যঃ কুলীনশ্চ ধর্ম্মাধিকরণোভবেৎ ॥১৫
 কার্য্যাস্তথাবিধান্ত্র দ্বিজমুখ্যঃ সভাসদঃ ॥১৬
 সর্কদেশাক্ষরাভিজ্ঞঃ সর্কশাস্ত্রবিশারদঃ ।
 লেখকঃ কথিতো রাজ্ঞঃ সর্কাদিকরণেযু বৈ ॥১৭
 শীর্ষোপেতান্ হ্রস্বসম্পূর্ণান্ সমশ্রেণিগতান্ সমান্ ।
 অন্তরান্ বৈ লিখেদ্ যন্ত লেখকঃ স বরঃ স্মৃতঃ ॥১৮
 লৌহবস্ত্রাজিনাদীনাম্ রত্নানাম্ বিধানবিৎ ।
 বিজ্ঞাতা ফল্গুসারাগামনাহার্য্যঃ শুচিঃ সদা ।
 নিপুণশ্চাপ্রমত্তশ্চ ধনাধ্যক্ষঃ প্রকীর্তিতঃ ॥১৯
 আয়দ্বারেষু সর্কেষু ধনাধ্যক্ষসমা নরাঃ ।
 ব্যয়দ্বারেষু চ তথা কৰ্ত্তব্যঃ পৃথিবীক্ষিতা ॥২০

বুঝিতে সমর্থ, স্থিরদৃষ্টি, প্রিয়বাদী, শূর এবং কৃতবিদ্য ব্যক্তিই রাজার সারথি
 হইবার উপযুক্ত ব্যক্তি ১০ ১১ ১২ ১৩

পরকর্তৃক অপ্রতারণীয়, স্বয়ং প্রবঞ্চনামুজ্ঞ, ক্ষিপ্ৰকারী, চিকিৎসা
 শাস্ত্রের তত্ত্বজ্ঞ এবং পাক বিদ্যায় বিশেষ নিপুণ ব্যক্তিই রাজার রন্ধনশালায়
 অধ্যক্ষ হইবার উপযুক্ত পাত্র। শত্রু ও মিত্রে তুল্য ব্যবহারী, ধর্ম্মশাস্ত্রে
 সুনিপুণ, সংকুলোৎপন্ন ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠকেই রাজা ধর্ম্মাধিকরণে নিযুক্ত করিবেন।
 তাদৃশ শ্রেষ্ঠ দ্বিজগণই সভাসদরূপে নিযুক্ত হইবেন। সর্ক দেশীয় অক্ষরে
 অভিজ্ঞ, সর্কশাস্ত্রে বিশারদ, ব্যক্তিদিগকেই রাজা বাবতীয় অধিকারে লেখক
 রূপে নিযুক্ত করিবেন। বাহাদিগের অক্ষর গুলি সমান হয়, মাথায় মাথায়
 মিলিত ও সম্পূর্ণ হয়, পংক্তি গুলি সমান হয় এবং সমানাস্তরাল হয়, তাহারাই
 সুলেখক। লৌহ, বস্ত্র, অজিন এবং রত্নের স্বরূপ বিষয়ে অভিজ্ঞ, ঝুঁটা
 ও খাটি বুঝিতে সক্ষম, অপ্রতারণীয়, প্রতারণামুজ্ঞ, নিপুণ এবং প্রমাদমুজ্ঞ
 ব্যক্তিকেই রাজা ধনাধ্যক্ষ করিবেন ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯

রাজানিধিগণ আর ও ব্যয়দ্বারিত কার্য্যে পূর্ব্বোক্ত ধনাধ্যক্ষ সঙ্গ ব্যক্তিকেই

পরম্পরাগতো যঃ স্যাদষ্টাঙ্গে স্মৃচিকিৎসিতে ।
 অনাহার্যাঃ স বৈদ্যাঃ স্যাৎ ধর্ম্মায়া চ কুলোদ্ভবঃ ॥২১
 অনাহার্যাশ্চ শূরশ্চ তথা প্রাক্তঃ কুলোদ্ভবঃ ।
 দুর্গাধাক্ষঃ স্মৃতো রাজ্ঞ উল্লুকঃ সর্ষকর্ম্মসু ॥২২
 বাস্তবিদ্যাবিধানজ্ঞো লঘুহস্তো জিতশ্রমঃ ।
 দীর্ঘদর্শী চ শূরশ্চ স্থপতিঃ পরিকীর্তিতঃ ॥২৩
 কর্ম্মাণ্যপরিমেরাণি রাজ্ঞো নৃপকুলোদ্ভবঃ ।
 উত্তমাদমমধ্যানি বুজ্জা কর্ম্মাণি পার্ধিবঃ ।
 উত্তমাদমমধ্যেষু পুরুষেষু নিয়োজয়েৎ ॥২৪
 নিয়োগং পুরুষং ভক্তিং শ্রুতং শৌচং কুলং নয়ং ।
 জ্ঞাত্বা বৃত্তিবিধাতব্যা পুরুষাণাং মহীক্ষিতা ॥২৫
 বহুভির্নৃত্তয়েৎ কামং রাজা মন্ত্রং পৃথক্ পৃথক্ ।
 মন্ত্রিণামপি নো কুর্য্যান্নমন্ত্রমন্ত্রপ্রকাশনম্ ॥২৬
 কচিন্ন কস্য বিধাসো ভবতীহ সদা নৃণাম্ ।
 বিষয়স্ত সদা মস্ত্রে কার্যো নৈকেন হরিণা ॥২৭

নিযুক্ত করিবেন। কুলপরম্পরাগত, অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ষেদে নিপুণ, অপ্রতারণীয়, ধর্ম্মায়া এবং কুলীন মহুযাই রাজার বৈদ্যা হইবেন। অপ্রতারণীয়, শূর, বিদ্বান্, সংকুলোদ্ভব এবং সকল কর্ম্মে উদ্যমশীল ব্যক্তিকেই রাজা দুর্গাধাক্ষ করিবেন। গৃহনির্মাণ বিদ্যায় স্মনিপুণ, ক্ষিপ্ৰকারী, শ্রমসহিষ্ণু, দীর্ঘদর্শী এবং শূর ব্যক্তিকেই রাজা স্থপতি (ইঞ্জিনিয়র) করিবেন। হে রাজকুল-
 তিলক রাজার কর্ম্ম অসংখ্য, অতএব রাজা বিবেচনা করিয়া উত্তম, মধ্যম
 এবং অধম ব্যক্তিকে যথাযোগ্য উত্তম, মধ্যম এবং অধম কর্ম্মে নিযুক্ত
 করিবেন ৥২০২১২২২৩২৪

রাজা অধিকৃতপুরুষদিগের কার্যা, পুরুষকার, ভক্তি, শাস্ত্রজ্ঞান, চিত্ত-
 তত্ত্ব, কোলিঙ্গ এবং নীতিবিচার করিয়া বেতন স্থির করিবেন। রাজা
 অনেকের সহিত পৃথক্ পৃথক্ ভাবে মন্ত্রণা করিবেন, কিন্তু একজনের মন্ত্রণা
 অপরের নিকট প্রকাশ করিবেন না। কারণ মহুযাদিগের কোন এক
 ব্যক্তির উপর দৃঢ় বিশ্বাস হয় না এই জন্য মন্ত্রণা বিষয়ে একজন পণ্ডিতের
 মত লইয়াই কার্যা করিবেন না। রাজা সর্ব্বদা বেদশাস্ত্রে স্থিরবুদ্ধি ব্রাহ্মণ-

ব্রাহ্মণান্ পৰ্য্যুপাসীত ত্রয়ীশাস্ত্রম্নিশ্চিতান্ ।
 নাসচ্ছাস্ত্রবতো মৃচাংস্তেহি লোকস্য কণ্টকাঃ ॥২৮
 বৃদ্ধান্ হি নিত্যং সেবেত বিপ্রান্ বেদবিদঃ শুচীন্ ।
 তেভ্যঃ শিক্ষেত বিনয়ান্ বিনীতান্ চ নিত্যশঃ ॥২৯
 সবিদ্যোভ্যস্ত্রয়ীং বিদ্যাদ্গুণীতিঞ্চ শাশ্বতীম্ ।
 অস্বীক্ষীকীঞ্চাশ্ববিদ্যাং বার্তারম্ভাং চ লোকতঃ ॥৩০
 ইন্দ্ৰিয়াণাং জয়ে যোগং সমাতিষ্ঠেদ্বিনিশ্চয়ম্ ।
 জিতেজ্জিয়ো হি প্রাপ্নোতি বশে স্থাপয়িতুং প্রজাঃ ॥৩১
 কৃপণানাঞ্চ বৃদ্ধানাং বিধবানাঞ্চ পালনং ।
 যোগক্ষেমঞ্চ বৃত্তিঞ্চ তথৈব পরিকল্পয়েৎ ॥৩২
 বর্ণাশ্রমব্যবস্থানং তথা কার্যং বিশেষতঃ ।
 স্বধৰ্ম্মপ্রচ্যুতান্ রাজা স্বধৰ্ম্মে স্থাপয়েৎ তথা ॥৩৩
 বধাহঁকাপ্যমুভূতো রাজা কশ্মল যোজয়েৎ ।
 ধৰ্ম্মিষ্ঠান্ ধৰ্ম্মকার্যেষু শূরান্ সংগ্রামকশ্মলম্ ।
 নিপুণানর্থকৃত্যেযু সৰ্ব্বত্রৈব তথা শূচীন ॥৩৪
 যশ্বিন্ কশ্মণি যস্য আদিশেষেণ চ কৌশলম্ ।
 তশ্বিন্ কশ্মণি তং রাজা পরীক্ষ্য বিনিযোজয়েৎ ॥৩৫

দিগেরই সেবা করিবেন, কিন্তু অসংশয়িত, মূঢ় ব্রাহ্মণদিগের সেবা করিবেন না, কারণ তাহারা লোকের কণ্টক স্বরূপ । প্রভারণা শূন্ত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণদিগের নিকট হইতে বিনয় শিক্ষা করিয়া রাজা বিনীত হইবেন । ২৫।২৬।২৭।২৮।২৯

রাজা বিদ্বান্ দিগের নিকট হইতে বেদ, দণ্ডনীতি এবং তর্ক বিদ্যার শিক্ষা করিবেন, এবং লোক হইতে অর্থ শাস্ত্র শিক্ষা করিবেন । তিনি দিব্য-রাত্র ইন্দ্ৰিয় দিগের জয়ে মনোযোগ স্থাপন করিবেন, কারণ জিতেজ্জিয় রাজাই প্রজাদিগকে স্ববশে স্থাপন করিতে সমর্থ হয় । রাজা দরিদ্র, বৃদ্ধ এবং বিধবা দিগের আয়ের উপায় এবং বৃত্তি স্থাপন করিয়া প্রতিপালন করিবেন । তিনি বিশেষরূপে বর্ণাশ্রমের ব্যবস্থা করিবেন, এবং ধৰ্ম্ম হইতে প্রচ্যুত ব্যক্তিদিগকে নিজ নিজ ধৰ্ম্মে স্থাপিত করিবেন । রাজা, যে, যে কশ্মের উপযুক্ত, তাহাকে সেই কশ্মে নিযুক্ত করিবেন, অর্থাৎ ধার্ম্মিক দিগকে ধৰ্ম্ম-কার্য্যে, বীরদিগকে যুদ্ধ কার্য্যে, নিপুণ দিগকে অর্থব্যটিত কার্য্যে এবং সকল কার্য্যেই প্রভারণা শূন্ত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন । ফল রাজা যে কার্য্যে বাহার

কর্মাণি পাপসাধ্যানি যানি রাজ্ঞো নরাধিপ ।
 সন্তন্তানি ন কুর্কন্তি তন্তন্তানি ত্যজ্যেৎ পঃ ॥৩৫
 নৃণাং চারেণ চারিভ্রং রাজ্ঞা বিজায়ঃ নিত্যশঃ ।
 গুণিনাং পূজনং কুর্য্যাম্নিগুণানাঞ্চ শাসনম্ ॥৩৬
 কথিতাঃ সততং রাজন্ রাজ্ঞান্ চারচক্ষুষঃ ।
 স্বকে দেশে পরে দেশে জাতশীলান্ বিচক্ষণান্ ।
 অনাহার্যান্ ক্লেশসহান্ নিযুক্তীত তথা চরান্ ॥৩৭
 রাজন্ পুত্রস্য রক্ষা চ কৰ্ত্তব্য্য পৃথিবীক্ষিতা ।
 আচার্য্যশ্চাত্ত কৰ্ত্তব্যো নিত্যযুক্তশ্চ রক্ষিভিঃ ॥৩৮
 ধর্ম্মার্থকামশাস্ত্রাণি ধর্ম্মবৈদক্ষ্য শিক্ষয়েৎ ।
 রথে চ কুঞ্জরে চৈনং ব্যায়ামং কারয়েৎ সদা ।
 শিল্পানি শিক্ষয়েচ্চৈনং নাপ্তো মিথ্যাশ্রিয়ং বদেৎ ॥৩৯
 তথাচ শিক্ষয়েদেনং যথা যৌবনগোচরে ।
 ইচ্ছিতৈর্নাপক্কুষ্যোত সতাং মার্গাং স্তুর্ভগ্মাং ॥৪০

বিশেষ যোগ্যতা পরীক্ষা করিবেন, সেই কার্য্যে তাহাকে নিযুক্ত করি-
 বেন । ৩০।৩১।৩২।৩৩।৩৪।৩৫

হে নরাধিপ, রাজার যে সকল পাপসাধ্য কার্য্য পণ্ডিতগণ করিতে
 অস্বীকার করিবেন, রাজা সেই সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিবেন । রাজা
 প্রত্যহ চর দ্বারা যজুর্ষাদিগের চরিত্র জ্ঞাত হইয়া গুণবান্দিগের আদর
 এবং নিগুণদিগকে শিক্ষা দিবেন । হে রাজন্, রাজাগণ চারচক্ষু বলিয়াই
 বিখ্যাত, অতএব কি স্বদেশে কি পরদেশে পরীক্ষিতস্বভাব, বিচক্ষণ,
 অপ্রতারণীয়, ক্লেশসহিষ্ণু চরদিগকে নিযুক্ত করিবেন । হে রাজন্,
 পৃথিবীপতি স্বকীয় পুত্রের এইরূপে রক্ষা করিবেন । তাহার শিক্ষার্থ রক্ষি-
 বর্গদ্বারা সুরক্ষিত আচার্য্য নিযুক্ত করিবেন এবং উহা দ্বারা ধর্ম্ম অর্থ ও কাম
 শাস্ত্র এবং ধর্ম্মবৈদ্য শিক্ষা কনাইবেন, উহাকে রথারোহণ, কুঞ্জরারোহণ এবং
 ব্যায়াম ও শিল্প বিষয়েও শিক্ষিত করাইবেন । এবং তাহার নিকট কোন আপ্ত
 ব্যক্তি বাহাতে মিথ্যা অথচ শ্রিয়বাক্য না বলে, তদ্বিষয়ে সতর্ক থাকিবেন ।
 কল, তাহাকে এইরূপ শিক্ষা দিবেন, যাহাতে যৌবনসহচর ইচ্ছিয়গণ তাহাকে
 অতি ভ্রগ্ম সংপদ হইতে কখনও আকৃষ্ট না করিতে পারে । ৩৫।৩৬।৩৭।৩৮।৩৯।৪০

ত্রয়োবিংশাধ্যায়—ত্রিচত্বারিংশাধ্যায় ।

চন্দ্রবংশ—কার্ত্তবীৰ্য্যার্জ্জুনের চরিত অবধি ।

ঋষয় উচুঃ ।

সোমঃ পিতৃনামধিপঃ কথং শাস্ত্রবিশারদ ।

তদংশ্যাঃ কে চ রাজানোবভূবুঃ কীর্ত্তিবৰ্দ্ধনাঃ ॥১

স্বত উবাচ ।

আদিষ্টো ব্রহ্মণা পূৰ্ব্বমত্রিঃ সৰ্গবিধৌ পুরা ।

অমৃতমং নাম তপঃ সৃষ্টার্থে তপ্তবান্ প্রভুঃ ॥২

যস্মাদ্ভূমাপতিঃ সার্কুমুয়্যা তং প্রতিষ্ঠিতঃ ।

তং দৃষ্ট্বা চাষ্টমাংশেন তস্মাৎ সোমোহভবচ্ছিতঃ ॥৩

অধঃ সূত্রাব নেত্রাভ্যাং ধাম তচ্চাষু সম্ভবম্ ।

দীপয়ন্ বিশ্বমখিলং জ্যোৎস্নয়া সচরাচরম্ ॥৪

তদ্বিশো জগৃহধাম জীৰূপেণ সূতেচ্ছয়া ।

গৰ্ভো ভূতোদরে তাসামাস্থিতোহবশতত্রয়ম্ ॥৫

ঋষিগণ বলিলেন, হে শাস্ত্রজ্ঞ স্বত, ভগবান্ চন্দ্রমা ক্রুরূপে পিতৃগণের অধিপতি হইয়াছিলেন এবং তদংশীয় রাজগণের মধ্যে কাহারো কীর্ত্তিকর কার্য্য করিয়াছিলেন ।

স্বত বলিলেন, পূৰ্ব্বকালে ব্রহ্মা কর্ত্তক সৃষ্টির বৰ্দ্ধনের নিমিত্ত আদিষ্ট হইয়া, শক্তিসম্পন্ন, ভগবান্ অত্রি সৃষ্টির নিমিত্ত সৰ্ব্বোত্তম তপস্তার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । যে তপস্তার প্রভাবে উমাপতি মহাদেব উমার সহিত তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহার দর্শনান্তর ঐ মহাদেবের অষ্টমাংশ শিশু চন্দ্ররূপে সেই অত্রি হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন । মহাদেবের সেই জলময় মূর্ত্তি হইতে সমুত্ত ভেজঃ পদার্থ জ্যোৎস্না দ্বারা সচরাচর বিশ্ব মণ্ডল আলোকিত করত অত্রির নেত্রদ্বয় হইতে অধঃনিঃসৃত হইয়াছিল, দিক্‌সকল পুত্র প্রসবের আশয়ে জীৰূপে সেই তেজ গ্রহণ করিল । এবং উহা তাহাদের গর্ভস্বরূপে পরিণত হইয়া তিনশত বৎসর তাহাদের উদরে বাস করিয়াছিল । ২।৩।৪।৫

আশান্তং মুমূর্চুর্গভমশক্তা ধারণে ততঃ ।
 সমাদান্নাথ তং গর্ভমেকীকৃত্য চতুর্শুখঃ ॥
 যুবানমকরোদ্ভূত্বা সর্বায়ুধধরং নরম্ ॥৬
 সান্দনেহথ সহস্রাণ্ণে বেদশক্তিমন্যে প্রভুঃ ।
 আরোপ্য লোকমগ্নমদান্নীয়ং স পিতামহঃ ॥
 তত্র ব্রহ্মর্ষিভিঃ প্রোক্তমগ্নং স্বামী ভবত্বয়ম্ ।
 পিতৃভির্দেবগন্ধর্ষৈরোষধীভিত্ত্বথৈবচ ॥৭
 বিংশতিঞ্চ তথা সপ্ত দক্ষঃ প্রাচেতসো দদৌ ।
 রূপলাবণ্যসম্পন্নঃ কন্যান্তস্তৈশ্চ সুবর্চসঃ ॥৮
 কদাচিত্তদ্যানগতামপশ্বদনেকপুষ্পাভরণৈশ্চ শোভিতাম্ ।
 ভাৰ্য্যাক্ষ তাং দেবগুরোঃ স তারাম্ বিধূর্গৃহীত্বা স্বগৃহং জগাম ॥৯
 বৃহস্পতিস্তদ্বিরহাগ্নিদধ্বন্তদ্যাননিষ্ঠৈকমনা বভূব ।
 স যাচয়ামাস ততস্ত দৈন্যাং স যাচ্যামানোহপি দদৌ ন তারাম্ ॥১০

অনন্তর দিক্‌গণ ঐ গর্ভ ধারণে অসমর্থ হইয়া ঐ গর্ভ ত্যাগ করিল। তখন ব্রহ্মা ঐ গর্ভ গ্রহণ পূর্বক একত্র করিয়া সর্বপ্রকার অস্ত্র শস্ত্র সম্পন্ন নবযৌবনে শোভিত একটি মনুষ্যাকারে পরিণত করিলেন। তাহার পর, সেই প্রভাব-সম্পন্ন ব্রহ্মা, তাহাকে বেদশক্তিমন্য সহস্র অশ্ব সংযুক্ত রথে আরোপিত করিয়া আদ্বীয লোকে গমন করিলেন। সেই স্থানে ব্রহ্মর্ষিগণ, পিতৃগণ, দেব, গন্ধর্ষ এবং ওষধিগণ বলিল, এই যুবা আমাদের অধিপতি হোক। তখন প্রচেতার পুত্র দক্ষ, তাহাকে রূপ লাবণ্য সম্পন্ন, শোভন কাণ্ডিশালিনী সাতাইশটি কন্যা দান করিলেন। ৬৭.৮

কোন সময় চন্দ্র, নানাবিধ পুষ্পাভরণে শোভিত, দেবগুরু বৃহস্পতির ভাৰ্য্যা তারাকে স্বকীয় উদ্যানে আগত দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহাকে হস্তে ধারণ করিয়া নিজ গৃহে গমন করিলেন। বৃহস্পতি তারার বিরহানলে দগ্ধ হওত, কেবল তাঁহারই চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া কালবাণন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে তিনি কাতরভাবে তারাকে ফিরাইয়া দিবার নিমিত্ত চন্দ্রের নিকট প্রার্থনাও করিলেন। চন্দ্র কিন্তু প্রার্থিত হইয়াও তারাকে ফিরাইয়া দিলেন না। অনন্তর স্বয়ং মহাদেব, ব্রহ্মা, সাধাগণ, অশ্বোত্তম দেবগণ এবং লোকপালগণ আসিয়া প্রার্থনা করিলেও চন্দ্র যখন কোনক্রমে তারাকে

মহেশ্বরেণাথ চতুর্ন্থেন সাট্যা মরুত্ৱিধ লোকপাটৈঃ ।

দদৌ যদা তাং ন কথঞ্চিন্দুস্তদা শিবঃ ক্রোধপরো বভূব ॥১১

ধনুগৃহীত্বাজগবং পুবারিজগাম ভূতেশ্বরসিদ্ধজুষ্টঃ ।

যুদ্ধায় সোমেন বিশেষদীপ্ততৃতীয়নেত্রানলভীমবক্তৃঃ ॥১২

স সোমমবাভাগমং পিনাকৌ গৃহীতদীপ্তান্নবিশালবহ্নিঃ ।

তথাভবভীষণভীমসেনসৈন্তদ্বয়স্তাপি মহাহবোহসৌ ॥১৩

বক্তৃঃ কোপান্বক্ষশীর্ষং মুমোচ সোমোহপি সোমান্ত্রমমোষবীৰ্য্যম্ ।

তয়ো নিপাতেন সমুদ্রভ্রমোরণাস্তরীক্ষস্ত চ ভীতিরাসীৎ ॥১৪

তদন্তয়ুগ্মাঃ জগতাং ক্ষয়ায় প্রবুদ্ধমালোক্য পিতামহোহপি ।

অন্তঃ প্রবিশ্রাথ কথং কথঞ্চিন্নিবারয়ামাস সুরৈঃ সহৈব ॥১৫

যস্মাং পরস্ত্রীহরণায় সোম কৃতং ত্রয়া যুদ্ধমতীব ভীমম্ ।

পাপগ্রহস্বঃ ভবিতা জনেষু ভাৰ্য্যামিমামর্ষয় বাক্পতেশ্চ ॥১৬

প্রত্যর্পণ করিলেন না, তখন মহাদেব অত্যন্ত ক্রোধপরবশ হইলেন। তখন পুরারি মহাদেব, ভূতেশ্বর এবং সিদ্ধগণ কর্তৃক পরিবৃত হইয়া চন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে অজগব ধনুক ধারণ পূর্বক গমন করিলেন, তৎকালে তাঁহার তৃতীয় নেত্রস্থিত অগ্নি বিশেষরূপে প্রদীপ্ত হওয়াতে তাঁহার মুখ অতিশয় ভয়ঙ্কর হইয়াছিল। ১০।১১।১২

অনন্তর পিনাকী নিজ প্রদীপ্ত অস্ত্র সমূহের বিশাল জ্বালা বিকিরণ করত চন্দ্রের প্রতি ধাবমান হইলেন। অতঃপর উভয় পক্ষীয় ভীষণাক্রুতি সৈন্তগণের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম হইয়াছিল। মহাদেব ক্রোধে অধীর হইয়া ব্রক্ষশীর্ষ নামক অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন, চন্দ্রও অমোঘ সোমান্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। উহাদের পরস্পরের সঙ্ঘর্ষে সমুদ্র, ভূমি মণ্ডল এবং আকাশ মণ্ডলেরও ভীতি হইয়াছিল। তখন পিতামহ ব্রহ্মা সেই অস্ত্র যুগলকে জগতের ক্ষয়ের নিমিত্ত প্রবৃত্ত দেখিয়া, সমুদয় দেবগণের সহিত অতি কষ্টে তাহাদের উভয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া উহাদিগকে নিবারণ করিলেন এবং চন্দ্রকে বলিলেন, হে সোম, যেহেতু তুমি পরস্ত্রী হরণে প্রবৃত্ত হইয়া অতি তুমুল যুদ্ধের সংঘটন করিয়াছ, এই নিমিত্ত তুমি জনসমাজে পাপগ্রহ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইবে, এক্ষণে বাচস্পতির ভাৰ্য্যা তাঁহাকে প্রত্যর্পণ কর। ১৩।১৪।১৫।১৬

স্বত উবাচ ।

ভবেতি চোবাচ শীতাংশুমাণী বুদ্ধাদপক্ৰামদন্তঃ প্রশান্তঃ ।

বৃহস্পতিস্তানুগৃহ্য তারাং তুষ্ঠৌ জগাম অগৃহং সৰুদ্রঃ ॥১৭

ততঃ সংবৎসরস্যান্তে দ্বাদশাদিত্যসন্নিভঃ ।

দিব্যপীতাশ্বরধরো দিব্যাভরণভূষিতঃ ।

ভারোদরাধিনিদ্রান্তঃ কুমারচন্দ্রসন্নিভঃ ॥১৮

রাজ্যঃ সোমস্যা পুত্রত্বাদ্রাজপুত্রো বৃধঃ স্মৃতঃ ।

জাতমাত্রঃ স তেজাংসি সৰ্বসৌভাগ্যরত্নগৌ ॥১৯

ব্রহ্মাদয়স্তত্রাজগ্মুর্দেবা দেবর্ষিভিঃ সহ ।

বৃহস্পতিগৃহে সৰ্বে জাতকর্মেণ্যসবে তদা ॥২০

অপুচ্ছন্তে সুরাস্তারাঃ কেন জাতঃ কুমারকঃ ।

অথ সা লজ্জিতা তেবাং ন কিঞ্চিদবদন্তদা ॥২১

পুনঃ পুনস্তদা পৃষ্ঠা লজ্জয়ন্তী বরাননা ।

সোমস্যাতি চিরাদাহ ততোহগৃহ্মাধিধুঃ স্মৃতম্ ॥২২

বৃধ ইতাকরোয়ান্না প্রাদাত্রাজ্যঞ্চ তুতলে ।

অভিষেকং ততঃ কৃন্না প্রধানমকবোহিভুঃ ॥২৩

স্বত বলিলেন, চন্দ্র, তাহাই করিব, বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং প্রশান্ত ভাবধারণ পূর্বক যুদ্ধ হইতে অপক্ৰান্ত হইলেন। বৃহস্পতিও তারাকে গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট হৃদয়ে স্বর্গের সহিত নিজ গৃহে গমন করিলেন ॥১৭

ইহার একবৎসর পরে, তারার উদর হইতে দ্বাদশ সূর্য্যসন্নিভ, দিব্য পীতাশ্বরধারী, দিব্য আভরণে ভূষিত চন্দ্রসদৃশ পুত্র নির্গত হইল। রাজা চন্দ্রের পুত্র বলিয়া, বৃধ রাজপুত্র নামে বিখ্যাত হইলেন। ভূমিষ্ঠ হইয়াই সেই বলবান্ বৃধ অপর তেজ সকলকে জয় করিয়াছিলেন। তাহার জাতকর্ম উৎসব উপলক্ষে ব্রহ্মাদি দেবগণ দেবর্ষিগণের সহিত বৃহস্পতির গৃহে উপস্থিত হইলেন ॥১৮১৯২০

সেই সকল সমবেত দেবগণ তারাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই পুত্র কাহার ঔরসে উৎপন্ন হইয়াছে? তারা লজ্জাপরবশ হইয়া প্রথমে তাঁহাদের কথার কিছুই উত্তর দিলেন না। পরে বারম্বার জিজ্ঞাসিত হইয়া সেই বরাননা লজ্জায় অধোবদন হইয়া অবৈকল্যের পর বলিলেন “চন্দ্রের”।

গ্রহসাম্যং প্রদায়াত্ ব্রহ্মা ব্রহ্মর্ষিদংশতঃ ।
 পশুতামেব দেবানাং ততৈবাস্তরধীয়ত ॥২৪
 ইলোদরে চ ধর্মিষ্ঠং বৃধঃ পুত্রমজীজনং ।
 অশ্বমেধশতং সাগ্র্যামকরোদযঃ স্বতেজসা ।
 পুরুরবা ইতি খ্যাতঃ সর্বলোকনমস্কৃতঃ ॥২৫
 হিমবচ্ছিতরে রম্যে সমারাধ্য জনাৰ্দ্দনম্ ।
 লোকৈকশ্র্যামগাজ্রাজা সপ্তদ্বীপপতিশুদা ॥২৬
 কেশিপ্রভৃতয়ো দৈত্য্যো কোটিশো যেন দারিতাঃ ।
 উর্ধ্বশী যন্ত পত্নীভ্রমগমদ্রুপমোহিতা ॥২৭
 সপ্তদ্বীপা বসুমতী সশৈলবনকাননা ।
 ধর্মোণ পালিতা তেন সর্বলোকহিতৈষিণা ॥২৭
 ধর্মার্থকামান্ ধর্মোণ সমমেবাভ্যাপালয়ং ।
 ধর্মার্থকামাঃ সমুদ্রমাজগুঃ কোতুকাং পুরা ॥২৮

এট কথা শুনিয়া চন্দ্র সেই পুত্রকে লইয়া গেলেন। তাহার নাম “বৃধ” রাখিলেন এবং পৃথিবীতে তাহার রাজ্য নির্দেশ করিলেন। অনন্তর প্রভাব-সাম্য ব্রহ্মা তাহার অভিষেক কার্য্য সম্পাদন করিয়া তাহাকে প্রাধান্ত এবং গ্রহদিগের সাম্য প্রদান পূর্ব্বক ব্রহ্মর্ষিগণের সহিত মিলিত হইয়া সমস্ত দেবগণের সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন। বৃধ ইলার উদরে পুরুরবা নামক সর্বলোকনমস্কৃত ধর্মিষ্ঠ পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন, যিনি নিজের প্রভাবে অশ্ব ও প্রত্যঙ্গের সহিত একশত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তিনি সুরমা হিমালয়শৃঙ্গে ভগবান্ নারায়ণের আরাধনা করিয়া লোকোত্তর ঐশ্বর্য্য এবং সপ্তদ্বীপের আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। তিনি কেশি প্রভৃতি অসংখ্য দৈত্যগণের দলন করিয়াছিলেন এবং তাহার রূপে মোহিত হইয়া উর্ধ্বশী নামক অপ্সরা তাহার পত্নীত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই সর্বলোক-হিতৈষী পুরুরবা পর্বত, বন ও অরণ্যের সহিত সপ্তদ্বীপ বসুমতীকে যথাধর্ম পালন করিয়াছিলেন। তিনি জাগ্রাসারে যুগপৎ ধর্ম, অর্থ ও কামের সেবা করিতেন। একদা ধর্ম, অর্থ এবং কাম “আমরা যুগপৎ গমন করিলে রাজা আমাদিগের মধ্যে কাহাকে কি ভাবে দেখিবেন” মনে মনে এইরূপ জিজ্ঞাসা হইয়া কোতুক সহকরে তাহাকে দর্শন করিতে আগমন করিয়াছিলেন।

লিঙ্গাসব স্তম্ভরিতং কথং পশ্চতি নঃ সমম্ ।
 ভক্ত্যা চক্রে ততন্তেবামৰ্ষাপাদাদিকং নৃপঃ ॥২৯
 আশ্রমভ্রম্যমানীয দিব্যাং কনকভূষিতং ।
 নিবেশ্যধাকরোং পূজামীষক্শেহধিকং পুনঃ ॥৩০
 জগৎতুস্তেন কামার্থাবতিকোপং নৃপং প্রতি ।
 অর্থঃ শাপমদাং তস্মৈ লোভাং ত্বং নাশমেঘ্যসি ॥৩১
 কামোহপ্যাহ তবোন্মাদো ভবিতা গন্ধমাদনে ।
 কুমারবনমাশ্রিত্য বিয়োগাচ্চরুশীভবাং ॥৩২
 ধর্মোহপ্যাহ চিরায়ুস্বং ধার্মিকশ্চ ভবিষ্যসি ।
 সন্ততিস্তব রাজেন্দ্র যাবচ্ছন্দ্রাকর্তারকম্ ॥
 শতশৌবৃদ্ধিমায়াতু ন নাশং ভূবি যাস্ততি ॥৩৩
 শাপাস্তে ভরতস্তাপ উরুশী বৃদ্ধমুতঃ ।
 অজীজনং সূতানষ্টৌ নামতস্তানিবোধত ॥৩৪
 আয়ু দৃঢ়ায়ু রাগায়ুর্ধনায়ুর্ভূতিমান্ বসুঃ ।
 • শুচিবিদ্যাঃ শতায়ুশ্চ সর্বে দিব্যবলৌভসঃ ॥৩৫

গাহারা আগত হইলে, রাজা ভক্তিপূর্বক তাঁহাদিগকে পাদা অর্ঘ্যাদি প্রদান করিলেন। পরে সুবর্ণনির্মিত সুন্দর আসনত্রয় অননয়ন কপিরা তাঁহা-
 দিগকে উপবেশন করাইলেন, কিন্তু পূজার সময় ধর্মের একটু অধিক পূজা
 করিলেন। তাহাতে কাম এবং অর্থ রাজার প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন।
 মর্থ তাঁহাকে শাপ প্রদান করিলেন যে, তুমি লোভেই বিনাশ প্রাপ্ত
 হইবে ৥২১-৩১

কামও এইরূপ শাপ দিলেন যে, গন্ধমাদনস্থিত কুমারবনে তোমার উরুশীর
 বরহে উন্নততা হইবে। অস্ত্রদিকে ধর্ম বলিলেন, হে রাজেন্দ্র, তুমি চিরায়ু এবং
 ধার্মিক হইবে এবং তোমার সন্ততিবর্গ যাবৎ কাল চন্দ্র ও সূর্য্য বর্তমান-
 থাকিবে, তাবৎ পর্য্যন্ত অসংখ্যরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। পৃথিবীতে কখনও
 তাহাদের উচ্ছেদ হইবে না ৥৩২।৩৩

কোন সময়, উরুশী ইন্দ্রসভার লক্ষ্মীস্বয়ম্বর নামক নাটকের অভিনয়
 করত পুরুষবীর অমুরাগে বাহুজ্ঞান শূন্য হইয়া অভিনয় কার্যের ব্যত্যয়
 করিয়াছিল। তাহাতে নাট্যাচার্য্য ভরত মুনি ক্রুদ্ধ হইয়া পুরুষবীর সহিত

আয়ুষো নহঃ পুত্রো বৃদ্ধশর্ম্মা তথৈব চ ।
 রজির্দন্তো বিপাপু। চ বীরাঃ পঞ্চ মহারথাঃ ॥৩৩
 রজিরারাদয়ামাস নারায়ণমকন্ধ্যং ।
 দেবান্সরমমুখ্যাণামভূং স বিজয়ী ততঃ ॥৩৭
 অথ দেবান্সরং যুদ্ধমভূদ্বর্ষণতত্রয়ং ।
 ততোদেবান্সরৈঃ পৃষ্টঃ প্রাহ দেবশ্চতুর্মুখঃ ॥৩৮
 অনয়োবিজয়ী স শ্রাদ্ধজিঘ্রতি সৌহরবীং ৷৩৯
 জয়ায় প্রার্থিতো রাজা সহায়ং ভবস্ব নঃ ।
 দৈত্যৈঃ প্রাহ যদি স্বামী বো ভবানি ততস্ত্বলম্ ॥৪০
 নান্সরৈঃ প্রতিপন্নং তং প্রতিপন্নং সুরৈস্তথা ।
 ততো বিনাশিতাস্তেন যেষবব্যা বস্রপাণিনা ॥৪৫

দীর্ঘকাল তাহার বিরহ হইবে, এইরূপ শাপ প্রদান করিয়াছিলেন। ভারতের সেই শাপের অবসান হইলে, উর্ধ্বশী পুত্রবীর সহিত মিলিত হইয়া আটটি পুত্র উৎপাদন করেন। তাহাদিগের নাম কীর্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। আয়ু, দৃঢ়ায়ু, আগায়ু, ধনায়ু, ধৃতিমান, বসু, শুচিবিদ্যা এবং শতায়ু, ইহারা সকলেই দিব্য বল ও তেজঃসম্পন্ন ছিলেন। তন্মধ্যে আয়ুর নহব, বৃদ্ধশর্ম্মা, রজি, দন্ত, বিপাপু। এই পাঁচটি পুত্র হইয়াছিল, ইহারা সকলেই বীর এবং মহারথ হইয়াছিলেন। ৩৪ ৩৫ ৩৬

রজি কন্ধ্যসম্পর্কপুত্র, ভগবান্ নারায়ণের আরাধনা করিয়া দেব, অসুর ও মনুষ্য দিগের বিজয়ী হইয়াছিলেন। অনন্তর তিনশত বৎসর ব্যাপিয়া দেব ও অসুরগণের মধ্যে তুঙ্গল যুদ্ধ হইয়াছিল। সেই সময়, “এই যুদ্ধে কাহার জয়ী হইবে” দেব ও অসুরগণ কর্তৃক এইরূপে পৃষ্ট হইয়া চতুর্মুখ ব্রহ্মা বলিলেন, ইহাদিগের মধ্যে যে পক্ষে রজি থাকিবে, সেই পক্ষই জয়লাভ হইবে। অনন্তর দৈত্যগণ জয়ের নিমিত্ত রজির নিকট আসিয়া প্রার্থনা করিল, আপনি আমাদের সহায় হউন, তাহাতে তিনি বলিলেন, তোমরা যদি আমাকে প্রভু কর, তাহা হইলে, আমি তোমাদের সাহায্য করিব। অসুরেরা তাহাতে সন্মত হইল না, কিন্তু দেবগণ তাহাতে সন্মত হইলেন। তখন রজি দেবতাদিগের পক্ষ অবলম্বন করিয়া ইন্দ্রের অবধ্য অসুর দিগের বিনাশ করিলেন। এবং ইন্দ্রকে স্বর্গ-রাজ্য প্রদান করিয়া তপস্তার নিমিত্ত

দ্ব্যেজ্যায় ততো রাজ্যং জগাম তপসে রজিঃ ।

রজিপুলৈস্তদাচ্ছিন্নং বলাদিজ্জন্ত শাসনম্ ॥৪৬

ততো বৃহস্পতিঃ শক্রমকরোদ্বলদর্পিতম্ ।

গ্রহশাস্তিবিধানেন পৌষ্টিকেন চ কশ্মণা ॥৪৭

গম্বাথ মোহয়ামাস রজিপুত্রান্ বৃহস্পতিঃ ।

জিনধর্মং সমাস্বায় বেদবাহুং স বেদবিৎ ॥৪৮

বেদবাহুন্ পরিজ্ঞায় হেতুবাদসমবিতান্ ।

জঘান শক্ৰো বজ্রেন সর্কান্ ধর্মবাহিকৃতান্ ॥৪৯

নহম্ভন্ত প্রবক্ষ্যামি পুত্রান্ সপ্তৈব ধার্মিকান্ ॥৫০

যতির্যযাতিঃ সংযাতিরুদ্ধবঃ পাতিরেব চ ।

শর্যাতিশ্ৰেঘজাতিশ্চ সপ্তৈতে বংশবর্দ্ধনাঃ ॥৫১

যতিঃ কুমারভাবেহপি যোগী বৈথানাসোহভবৎ ।

যযাতিশ্চাকরোজ্যাজ্যং ধর্মৈকশরণঃ সদা ॥৫২

শর্মিষ্ঠা তন্তু ভার্য্যাভূদুহিতা বৃষপর্কণঃ ।

ভার্গবস্তায়জ্ঞা তদ্বদেবযানী চ সূত্রতা ॥৫৩

গমন করিলেন, কিন্তু রজির পুত্রেরা বলপূর্বক ইন্দ্রের অধিকার গ্রহণ করিল । ৩৭।৩৮।৩৯।৪০।৪১।৪২।৪৩ ৪৪ ৪৫।৪৬

অনন্তর বৃহস্পতি গ্রহশাস্তি এবং পৌষ্টিক কর্ম সমূহের অনুষ্ঠান করিয়া ইজ্রকে বলদর্পিত করিলেন । এবং সেই বেদবিৎ সুরগুরু রজির পুত্র-দিগের নিকট গমন করিয়া, বেদবাহিভূত জৈন ধর্মের প্রচার করত তাহা-দিগকে মোহিত করিলেন । তখন শক্র তাহাদিগকে হেতুবাদে পটু এবং বেদ হইতে বহিভূত জানিতে পারিয়া, সেই সকল বিধর্মীকে বজ্র দ্বারা নিহত করিলেন । ৪৭।৪৮।৪৯

এক্কে নহুয়ের সাত জন ধার্মিক পুত্রের কথা বলিতেছি । যাতি, যযাতি, সংযাতি, উদ্ভব, পাতি, শর্যাতি এবং মেঘজাতি এই সাতজনই বংশের উন্নতি করিয়াছিলেন । উহাদিগের মধ্যে যাতি কোমার অবস্থাতেই যতি ধর্ম এবং বৈথানস ত্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন । এবং যযাতি সর্কদা ধর্মের অনুসরণ করত রাজ্য পালন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন । ৫০।৫১।৫২

যযাতির বৃষপর্ক নামক অম্বররাজের কন্যা শর্মিষ্ঠা এবং দৈত্যগুরু ঔজাচাধ্যের কন্যা পতিব্রতা দেবযানি, এই দুই ভার্য্যা ছিলেন । যযাতি

দেবযানৌ যত্নং পুত্রং তুর্লভ্যুপাযজ্ঞনং ।
 তথা ক্রহ্মমহুং পুরুং শর্মিষ্ঠাহজনয়ং সূতান্ ॥৫৪
 স শাশ্বতীঃ সমা রাজা প্রজা ধর্ম্মেণ পালয়ন্ ॥
 জরামাচ্ছন্নমহাঘোরাং নাহযোরূপনাশিনীম্ ॥৫৫
 যযাতিরব্রবীৎ পুত্রান্ জরা মে প্রতিগৃহ্যতাং ।
 যৌবনেনাথ ভবতাং চবেয়ং বিষয়ানহম্ ॥৫৬
 ন তেহস্ত প্রতাগৃহস্ত যত্নপ্রভৃতয়ো জরাম্ ।
 চতুরস্তান্ স রাজধিরশপচেতি নঃ শ্রুতম্ ॥৫৭
 তমব্রবীৎ ততঃ পুরুঃ কনীয়ান্ সত্যবিক্রমঃ ।
 জরাং মাং দেহি নবয়া তল্ মে যৌবনাং সুখী ॥৫৮
 ততো বর্ষসহস্রান্তে যযাতিরপরাজিতঃ ।
 অতৃপ্ত ইব কামানাং পুরুঃ পুত্রমুবাচ হ ॥৫৯
 ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি ।
 হবিষা কৃষ্ণবস্মৈব ভূয় এবাভিবর্ধতে ॥৬০

দেবজানির গর্ভে যত্ন এবং তুর্লভ্য নামক দুইটী পুত্র উৎপাদন করেন । এবং
 শর্মিষ্ঠার গর্ভে ক্রহ্ম, অহু এবং পুরু নামক তাঁহার আর তিনটি পুত্রের উৎপত্তি
 হইয়াছিল । সেই নহষপুত্র যযাতি বহুকাল রাজধর্ম্ম অহুসারে প্রজাদিগের
 পরিপালন করত রূপনাশিনী মহাঘোরা জরা প্রাপ্ত হইলেন । জরাগ্রস্ত হইয়া
 যযাতি পুত্রদিগকে বলিলেন, তোমরা আমার জরা গ্রহণ কর, আমি তোমাদের
 যৌবন গ্রহণ করিয়া আরও কিছুকাল বিষয় ভোগ করিতে ইচ্ছা করি ।
 যত্ন প্রভৃতি চারিজন পুত্র তাঁহার জরা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন না ।
 এই জন্ত সেই রাজর্ষি তাঁহাদিগকে শাপ প্রদান করিয়াছিলেন, ইহা আমরা
 শুনিয়াছি । ৫৩।৫৪।৫৫।৫৬।৫৭

তখন সত্যবিক্রম, সর্ষকনিষ্ঠ পুত্র পুরু তাঁহাকে বলিল, আপনি আমার
 যৌবন গ্রহণ পূর্বক নবীন শরীর ধারণ করত সুখভোগ করুন এবং আমাকে
 জরা প্রদান করুন । অনন্তর একসহস্র বৎসরের পর, সেই শত্রু দ্বারাও
 অপমৃত্যুযে যযাতি, যেন বিষয় ভোগে অতৃপ্ত হইয়াই, স্বকীয় পুত্র পুরুকে
 বলিলেন । ভোগ্য বস্তু সমূহের উপভোগ দ্বারা কখন বিষয়বাসনার পরি-
 তৃপ্তি হয় না, প্রত্যাশিত সুভাহতি ব্যাধি বেক্লপ অগ্নির বৃদ্ধি হয়, সেইরূপ অধিক

যং পৃথিব্যাং ব্রাহ্মণ্যং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ ।
 একস্তাপি ন পর্যাশ্রমিতি মত্বা শ্রমং ত্রজেৎ ॥৬১
 ত্বয়া দায়দবানস্মি ত্বং মে বংশকরঃ সূতঃ ।
 পৌরবো বংশ ইত্যেয খ্যাতিং লোকে গমিষ্যতি ॥৬২
 ততঃ স নৃপশাৰ্দ্ধীলঃ পুরুং রাজ্যোহভিষিচ্য চ ।
 কালেন মহতা পশ্চাৎ কালধৰ্ম্মমুপেয়িবান্ ॥৬৩
 যদৌবংশং প্রবক্ষ্যামি জ্যেষ্ঠস্তোত্তমতেজসঃ ।
 বিস্তরেণানুপূৰ্ণ্য চ গদতো মে নিবোধত ॥৬৪
 যদোঃ পুত্রা বভূবুর্হি পঞ্চ দেবসুতোপমাঃ ।
 সহস্রজিরথো জ্যেষ্ঠঃ ক্রোষ্টু নীলোহস্তিকো লবুঃ ॥৬৫
 সহস্রজেষ্ট দায়াদৌ শতজিনাম পার্থিবঃ ।
 শতজেরপি দায়াদাত্তয়ঃ পরমকীৰ্ত্তয়ঃ ॥৬৬
 হৈহয়শ্চ হয়শ্চৈব তথা বেণুহয়স্তথা ।
 হৈহয়স্ত তু দায়াদৌ ধৰ্ম্মনেত্রঃ প্রতিশ্রুতঃ ॥৬৭

পারমাণে বুদ্ধিই হইয়া থাকে । এই পৃথিবীতে যতপ্রকার শস্ত উৎপন্ন হয়, যত পরিমাণে সুবর্ণ, পশু এবং স্তন্দরী যুবতী বর্তমান আছে, সেই সমুদয় যদি এক ব্যক্তির অধিকারগত হয়, তথাপি তাহার তৃপ্তি হয় না, ইহা বিবেচনা করিয়াই শাস্তি পথ আশ্রয় করিবে । হে পুরো, তোমাবারাই আমি পুত্রবান্ হইলাম, তুমি আমার বংশধর পুত্র, এই নিমিত্ত আমার এই বংশ লোকে তোমার নামেই অর্থাৎ পৌরববংশ বলিয়া বিখ্যাত হইবে । অনন্তর, রাজশ্রেষ্ঠ যযাতি পুরুকে রাজ্যে অভিবিক্ত করিয়া বহুকালের পর মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন । ৫৮৫৯৬০৬১.৬২৬৩

এক্ষণে উত্তম তেজঃসম্পন্ন যযাতির জ্যেষ্ঠ পুত্র যত্নর বংশেব কথা বিস্তরে এবং যথাক্রমে বলিতেছি, আমার নিকট হইতে শ্রবণ শ্রবণ । যত্নর দেবপুত্র যদৃশ রূপসম্পন্ন পাঁচটি পুত্র হইয়াছিল । যথা, সহস্রজি, ক্রোষ্টু, নীল, অস্তিক এবং লবু, ইহাদিগের মধ্যে সহস্রজিই সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ । ৬৪.৬৫

সহস্রজির পুত্র শতজি, শতজির স্নকীৰ্ত্তিশালী তিনটি পুত্র হইয়াছিল । হৈহয়, হয় এবং বেণু হয় । হৈহয়ের পুত্র ধৰ্ম্মনেত্র, ধৰ্ম্মনেত্রের কুস্তি এবং কুস্তির সংহত নামে পুত্র হইয়াছিল । সংহতের পুত্র মহিষান্, মহিষানের পুত্র প্রতাপশালী কল্পশ্রেণ্য, বারানসীতে রাজা হইয়াছিলেন, একথা পূর্বে

ধৰ্ম্মনেত্রস্ত কুস্তিস্ত সংহতস্তস্ত চাশ্রয়ঃ ।
 সংহতস্ত তু দায়াদো মহিমান্ নাম পার্থিবঃ ॥৬৮
 আসীন্নহীমতঃ পুত্রো রুদ্রশ্রেণ্যঃ প্রতাপবান্ ।
 রারাগশ্চামভূদ্রাজাঃ কথিতং পূৰ্ণমেব তু ॥৬৯
 রুদ্রশ্রেণ্যস্ত পুত্রোহভূদ্দুৰ্দ্দমো নাম পার্থিবঃ ।
 দুৰ্দ্দমস্ত স্ত্রুতো ধীমান্ কনকো নাম বীৰ্য্যবান্ ॥৭০
 কনকস্ত তু দায়াদাশ্চত্বারো লোকবিশ্রুতাঃ ।
 কৃতবীৰ্য্যঃ কৃতান্বিচ কৃতবর্ষা তথৈব চ
 কৃতোজাশ্চ চতুর্থোহভূৎ কৃতবীৰ্য্যো তু সোহর্জুনঃ ॥৭১
 জাতঃ করসহশ্ৰেণ সপ্তদ্বীপেশ্বরো নৃপঃ ।
 বর্ষায়ুতং তপন্তেপে দৃশ্যচরঃ পৃথিবীপতিঃ ॥৭২
 দত্তমারাদয়ামাস কার্ত্তবীৰ্য্যোহত্রিসম্ভবম্ ।
 তস্মৈ দত্তা বরান্তেন চত্বারঃ পুরুষোত্তম ॥৭৩
 অধর্ম্মং চরমাণস্ত সন্তিস্চাপি নিবারণম্ ।
 যুদ্ধেন পৃথিবীং জিত্বা ধর্ম্মেণৈবামুপালনম্ ॥৭৪
 তস্ত যজ্ঞে জগৌ গাথাং গন্ধর্ব্বো নারদস্তথা ।
 কার্ত্তবীৰ্য্যস্ত রাজর্ষের্মহিমানং নিরীক্ষ্য সঃ ॥৭৫

বলা হইয়াছে। রুদ্রশ্রেণ্যেব পুত্র দুৰ্দ্দম, দুৰ্দ্দমেব পুত্র বুদ্ধি এবং বীৰ্য্যসম্পন্ন
 কনক নামক রাজা। কনকেব লোকপ্রসিদ্ধ চারিটি পুত্র হইয়াছিল,
 কৃতবীৰ্য্য, কৃতান্বি, কৃতবর্ষা এবং চতুর্থ কৃতোজা। কৃতবীৰ্য্যের পুত্র
 লোকপ্রসিদ্ধ সেই কার্ত্তবীৰ্য্যার্জুন, যিনি সহস্র হস্তের বলে সপ্তদ্বীপের ঈশ্বর
 হইয়াছিলেন। পৃথিবীপতি কার্ত্তবীৰ্য্যার্জুন অযুত বর্ষ পর্য্যন্ত ত্রুকের তপস্তার
 অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ৬৮।৬৯।৭০।৭১।৭২

কার্ত্তবীৰ্য্যার্জুন অত্রিপুত্র দত্ত অর্থাৎ দত্তাত্রেয়ের আরাধনা করিয়া-
 ছিলেন। হে পুরুষোত্তম দত্তাত্রেয় সম্ভূত হইয়া তাঁহাকে চারিটি বর
 প্রদান করেন। তিনি সং উপায় দ্বারা অধর্ম্মাচরণের নিবারণ করিতেন
 এবং যুদ্ধে পৃথিবী জয় করিয়া ধর্ম্মানুসারে প্রতিপালন করিতেন। তাঁহার
 যজ্ঞে নারদ নামক গন্ধর্ব্ব তাঁহার মহিমা অবলোকন করিয়া এই গান
 করিয়াছিলেন। কোন ক্ষত্রিয় কার্ত্তবীৰ্য্য তুল্য যজ্ঞ, দান, তপোঅনুষ্ঠান,

ন নুনং কার্ত্তবীৰ্য্যাস্ত গতিং যাস্তস্মি কল্লিয়াঃ ।
 যৈজ্ঞদানৈস্বপোতিশ্চ বিক্রমেণ শতেন চ ॥৭৬
 স হি সপ্তম্ব দ্বীপেষু খড়্গী চক্রী শরাসনৌ ।
 রথী দ্বীপান্তমুচরন্ যোগী পশুতি তস্মরান্ ॥৭৮
 এষ নাগং মমুষ্যোৰ্ মাহিষ্যতাং মহাহুতিঃ ।
 কর্কোটকসূতঃ জিহ্বা পূৰ্ণাং তত্র শ্ৰবেশয়ৎ ॥৭৮
 তস্ত বাহুসহস্রেন ক্ষোভ্যমানে মহোদধৌ ।
 ভবন্ত্যতীব নিশ্চেষ্টাঃ পাতালস্থা মহাসূরাঃ ॥৭৯
 এবং বদ্ধা ধমুজ্যায়ামুংসিক্রুং পঞ্চতিঃ শঠৈঃ ।
 লঙ্কায়াং মোহয়িত্বা তু সবলং বাবলং বলাং ॥৮০
 নির্জিত্য বদ্ধা চানীয় মাহিষ্যতাং ববন্ধ চ ।
 ততো গতা পুলস্ত্যস্ত অৰ্জুনং সম্প্রসাদয়ৎ ।
 মুমোচ রক্ষঃ পৌলস্ত্যং পুলস্ত্যেনহ সাস্থিতঃ ॥৮১
 তস্ত পুঞ্জশতস্বাসীং সপ্ত তত্র মহারথাঃ ।
 কৃতাস্ত্রা বলিনঃ শূরা ধৰ্ম্মাশ্রয়ানো মহাবলাঃ ॥৮২

বিক্রম এবং শাস্ত্রজ্ঞান প্রাপ্ত হইবে না। তিনি সপ্তদ্বীপের মধ্যে সকল
 দ্বীপেই খড়্গ, চক্র এবং শরাসন ধারণ পূৰ্ণক রথারোহণে বিচরণ করত
 যোগবলে তস্মদিগকে দেখিতে পাইতেন। এই মহাহুতি নৃপতি, মমুষ্য-
 লোকের অপকারকারী কর্কোটকপুত্র নাগকে মাহিষ্যতী নগরে পরাভূত
 করিয়া, সেই স্থানে স্বকীয় রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। জলাবগাহন
 সময়, তাহার বাহুসহস্রদ্বারা মহোদধি ক্ষোভ প্রাপ্ত হইলে, পাতালবাসী
 অসুরগণ ভয়ে নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিত ৷৭৩৭৪৭৫৭৬৭৭৭৮৭৯৮০৮১৮২

তিনি লঙ্কা নগরে অতি গৰ্জিত রাক্ষসেশ্বর দশাননকে পাঁচটি মাত্র শরদ্বারা
 মোহিত করত স্বকীয় শক্তিপ্রভাবে জয় করিয়া ধমুজ্যাদ্বারা বাধিয়া মাহিষ্যতী
 নগরীতে আনয়নপূৰ্ণক অরুবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। অনন্তর বাবণের পিতা
 পুলস্ত্য ঋষি আসিয়া কার্ত্তবীৰ্য্যার্কুনকে প্রসন্ন করিয়াছিলেন। কার্ত্তবীৰ্য্য
 পুলস্ত্যের উপর প্রসন্ন হইয়া তাহার পুত্র রাক্ষসেশ্বরকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।
 কার্ত্তবীৰ্য্যের একশত পুত্র হইয়াছিল, তাহার মধ্যে সাতজন মহারথ, শূর,
 ধৰ্ম্মাশ্রয়, কৃতাস্ত্র এবং মহাবলসম্পন্ন ছিলেন। হে বিশাম্পতে, তাহাদের

শূরসেনশ্চ শূরশ্চ ধৃষ্টঃ ক্রোষ্টুস্তথৈব চ ।
 জয়বজশ্চ বৈকর্তী অবন্তিশ্চ বিশাংপত্তে ॥৮৩
 তেষাং পঞ্চ কুলাঃ খ্যাতা হৈহয়ানাং মহাত্মনাং ।
 বীতিহোত্রশ্চ শর্যাতা ভোজশ্চাবন্তরস্তথা ।
 কুন্তিকেশশ্চ বিক্রান্তান্তালজজ্ঞাতথৈব চ ॥৮৪
 সন্ডাবেন মহারাজ রাজা ধর্ম্মেণ পালয়ন্ ।
 কার্তবীৰ্য্যার্জুনো নাম রাজা বাহুসহস্রবান্ ॥৮৫
 যেন সাগরপর্য্যস্তা ধনুবা নির্জিতা মহী ।
 যন্তস্ত কীৰ্ত্তয়েন্মাম কলামুখায় মানবঃ ।
 ন তস্ত বিত্তনাশঃ স্যারষ্টঞ্চ লভতে পুনঃ ॥৮৬

নাম যথা, শূরসেন, শূর, ধৃষ্ট, ক্রোষ্টু, জয়বজ, বৈকর্তী এবং অবন্তি। হৈহয়-
 বংশীয় মহায়া নৃপতি দিগের পাঁচটি কুলই বিখ্যাত। বীতিহোত্র, শর্যাত,
 অবন্তি, ভোজ, কুন্তিকেশ এবং তালজজ্ঞ, ইহারা সকলেই বিক্রমশালী
 ছিল ॥৮০৮১৮২৮৩৮৪

হে মহারাজ, সহস্রবাহুশালী কার্তবীৰ্য্যার্জুন এই পৃথিবীকে সন্ডাব এবং
 ধর্ম্মানুসারে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। এই কার্তবীৰ্য্যার্জুন স্বকীয়
 ধনুকের প্রভাবেই সাগরাস্ত পৃথিবী আপনার অধিকারে আনিয়াছিলেন।
 যে মনুষ্য প্রাতঃকালে জাগরিত হইয়া কার্তবীৰ্য্যার্জুনের নাম কীৰ্ত্তন করে,
 তাহার ধনক্ষয়ত হয়ই না, প্রত্যুত নষ্ট বস্তুর পুনর্দার লাভ হয় ॥৮৫৮৬

কূর্মপুরাণ ।

সংক্ষিপ্তবিবরণ ।

কূর্মপুরাণ একখানি মহাপুরাণ । কূর্মরূপধারী ভগবান্ বিষ্ণু এই পুরাণের আদি বস্তু ।

ভাগবত পুরাণ অনুসারে এই কূর্মপুরাণের শ্লোকসংখ্যা ১৭০০০ । মৎস্য এবং ত্রৈলোক্যবৈবর্ত পুৰাণ অনুসারে ইহার শ্লোক সংখ্যা ১৮০০০ । কিন্তু এক্ষণে যে কূর্ম পুরাণ দেখা যায়, তাহার নিজ উক্তি অনুসারে শ্লোকের সংখ্যা ৬০০০ মাত্র ।

এই কূর্মপুরাণ কূর্মরূপী ভগবান্ নারায়ণ কর্তৃক কথিত হইলেও ইহা একখানি শৈব সম্প্রদায়ানুগত পুরাণ । ইহাতে শিব ও তাঁহার শক্তির অন্যান্য দেবদেবী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে । এরূপ হইলেও ইহাতে বৈষ্ণব বা অন্য সম্প্রদায়ের আরাধ্য দেবতার প্রতি কোন প্রকার অবজ্ঞা সূচক বা তাঁহাদের হীনত্বপ্রতিপাদক কোন বাক্য প্রয়োজিত হয় নাই । বরং মধ্যে মধ্যে কৃষ্ণের গৌরব এরূপ বৃদ্ধি করা হইয়াছে যে, ইহাকে একখানি বৈষ্ণবপুরাণ বলিয়াও ভ্রম হয় । ফল, ইহার অনেকস্থল পাঠ করিয়া সকল প্রকারবিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যেন একটি সামঞ্জস্য বিধানের প্রসঙ্গ করাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হয় ।

ইহাতে ভাগবতাদি পুরাণের ন্যায় দক্ষযজ্ঞ, প্রহ্লাদচরিত্র প্রভৃতি উপন্যাস কথিত হইয়াছে, বটে, কিন্তু ঐ উপন্যাস গুলির অঙ্গ প্রত্যঙ্গে অনেক পরিবর্তন বিহিত হইয়াছে। আমরা এইস্থলে দুই একটি উদাহরণ দেখাইতেছি। ইহাতে দক্ষযজ্ঞের ঘটনাটি এইরূপে বিবৃত হইয়াছে। দক্ষ প্রচেতস্ দিগের পুত্র, তাঁহার সতী নাম্নী কন্যার সহিত, কপটক্রমে মহাদেবের বিবাহ হয়। সেইজন্য সতী গৃহে আসিলে, দক্ষ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ভর্তার সহিত তাঁহার নিন্দা করিয়া, আদরের পরিবর্তে, ভৎসনা করত বলিলেন, তোমার স্বামীর অপেক্ষা আমার সকল জামাতাই শ্রেষ্ঠ। তুমি আমার অসৎ কন্যা, অতএব অবিলম্বে আমার গৃহ হইতে নির্গত হও। পিতার তাদৃশ বাক্য শ্রবণে সতী পিতাকে নিন্দা করিয়া নিজ দেহ দগ্ধ করিলেন, এবং হিমালয়ের গৃহে জন্মগ্রহণ করিলেন। মহাদেব এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া দক্ষকে এই বলিয়া শাপ দিলেন যে, তুমি অবিলম্বে এই ব্রাহ্মণ-দেহ পরিত্যাগ করিয়া ক্ষত্রকুলে জন্মগ্রহণ করিবে এবং আপনার পুত্রীর গর্ভে পুত্র উৎপাদন করিবে।

দক্ষ এইরূপ শপ্ত হইয়া শিবকে অপমানিত করিবার নিমিত্ত হরিদ্বারে একটি মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। সেই যজ্ঞে শিবকে বাদ দিয়া সমুদয় দেবগণ ও ঋষিগণকে নিমন্ত্রণ করিলেন। বিষ্ণু সেই যজ্ঞের রক্ষকরূপে বৃত্ত হইয়াছিলেন। সমুদয় দেবগণ ও ঋষিগণ যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলে, পার্বতী মহাদেবকে বলিলেন, আমার পূর্বজন্মের পিতা দক্ষ, যজ্ঞ করিতেছেন, সেই যজ্ঞে আপনাকে বাদ দিয়া সকল দেবতাকেই নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, তাঁহারাও ঋষিগণের সহিত সেইস্থানে

উপস্থিত হইরাছেন । এক্ষণে আমার সবিশেষ অনুরোধ এই যে, আপনি অবিলম্বেই সে যজ্ঞের বিনাশ সাধন করুন । এই কথা শুনিবামাত্র মহাদেব ক্রোধে অধীর হইয়া বীর-ভদ্রকে উপাদান করিলেন । এবং দক্ষযজ্ঞবিনাশার্থ দল-বলের সহিত তাহাকে প্রেরণ করিলেন, স্বয়ংও পার্শ্বতীর সহিত তথায় গমন করিলেন । বীরভদ্র যজ্ঞধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হইলে, ত্রক্ষা, দক্ষ এবং দেবগণ পার্শ্বতীর স্তব করিলেন, স্তবে তুষ্ট হইয়া পার্শ্বতী মহাদেবকে দক্ষাদির উপর অনুগ্রহ করিতে অনুরোধ করিলে, মহাদেব তাহাই করিলেন ।

এইরূপ প্রহ্লাদচরিত্রও ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণে উল্লিখিত প্রহ্লাদচরিত্র হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ । এই কৃষ্ণপুরাণ অনুসারে প্রহ্লাদ আজন্ম কৃষ্ণভক্ত নয় । প্রত্যুত অপরাপর অনুরের ন্যায় দেবদেবী ও দুর্দাস্ত ছিলেন । বিষ্ণুর প্রতি ভক্তি করা দূরে থাকুক, সর্বদা তাঁহার উপর ঘৃণাভাব প্রকাশ করিতেন । হিরণ্যকশিপুর মৃত্যুর পর প্রহ্লাদ স্বীয় অনুজ-বর্গের সহিত মিলিত হইয়া বিষ্ণুর সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া-ছিলেন, সেই যুদ্ধে পবাজিত হইয়াই প্রহ্লাদের বিষ্ণুভক্তি জন্মে । এইরূপ অপরাপর উপন্যাস বিষয়েও অন্যান্য পুরাণের সহিত কৃষ্ণপুরাণের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অনৈক্য পরিলক্ষিত হয় ।

পতিব্রতার প্রস্তাবে ইহাতে সীতার যে চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, তাহাতে অধ্যাত্মরামায়ণের কতক কতক আভাস স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় । যথা, রাবণ সীতাকে হরণ করিবার নিমিত্ত প্রবৃত্ত হইলে, স্বামী সীতা পরপুরুষস্পর্শ ভয়ে আপনার প্রকৃত স্বরূপ অগির মধ্যে লুকায়িত করিয়া

সীতার মায়া-নির্মিত একটি প্রতিকূপ সেই স্থানে স্থাপিত করিয়া রাখিলেন, রাবণ সেই মায়া সীতাকেই হরণ করিয়া লইয়া যায় । রাবণবধের পর অগ্নিপরীক্ষার সময় অগ্নি সেই প্রকৃত সীতাকে রামচন্দ্রের হস্তে অর্পণ করিলেন । উক্ত ভাগের চতুর্থ অধ্যায়ে ঈশ্বর কর্তৃক মহেশ্বরের যে মাহাত্ম্য উক্ত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ শ্লোকেই ভগ্নবঙ্গীতার সম্পূর্ণ ছায়া পরিলক্ষিত হয় ।

এক্ষণে যে কুর্মপুরাণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা দুই ভাগে বিভক্ত, পূর্বভাগ এবং উত্তর ভাগ । পূর্বভাগে ৫৩ এবং উত্তর ভাগে ৪৩টি অধ্যায় আছে, সর্বসমেত ইহার অধ্যায়সংখ্যা ৯৬ । ইহাতে ক্রমশঃ লক্ষ্মীর জন্ম, প্রজাপতি দিগের সৃষ্টি, বর্ণধর্ম, বৃত্তিভেদ, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের লক্ষণ, ব্রহ্ম, বিষ্ণু মহেশ্বরের একত্ব, পৃথকত্ব ও বিশেষত্ব প্রদর্শন, ভক্তের লক্ষণ, আচার ও ভোজন, বর্ণাশ্রমের লক্ষণ, আদিসর্গ, হিরণ্যগর্ভ সর্গ, কালসংখ্যা, ঈশ্বরমাহাত্ম্য, ব্রহ্মের জলে শয়ন, বরাহ-রূপে ভূমির উদ্ধার, মুখ্যাদি সর্গ, মুনিসর্গ, রুদ্রসর্গ, ঋষিসর্গ, ধর্ম কর্তৃক প্রজাসর্গ, ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর বিবাদ, মহাদেবকর্তৃক সেই বিবাদ ভঞ্জন, এবং উভয়কে বরপ্রদান, মধুকৈটভ-বধ, নাভিপঙ্কজ হইতে ব্রহ্মার আবির্ভাব, ললাট হইতে মহেশের প্রাচুর্ভাব, রুদ্রসৃষ্টি, ব্রহ্মার তপশ্চরণ, অর্দ্ধনারীশ্বররূপ-দর্শন, মহাদেবের শরীর হইতে দেবীর পৃথকতাব, দক্ষ-কন্যাদিরূপে জন্মগ্রহণ, ভৃগু প্রভৃতি দ্বারা প্রজাসৃষ্টি, রাজাদিগের বংশাবলি বর্ণন, দক্ষযজ্ঞ, প্রহ্লাদচরিত্র, অক্ষক-নিগ্রহ, কলির বন্ধন, বাণাসুরের নিগ্রহ, ঋষিদিগের ও রাজা-দিগের বংশাবলিবর্ণন, কৃষ্ণচরিত, ব্যাসকর্তৃক যুগধর্ম কথন,

বারাণসীমাহাত্ম্য, প্রয়াগমাহাত্ম্য, ভুবনব্রহ্মাণ্ড, গ্রহনক্ষত্রাদি-
 নিক্রপণ, ভূমণ্ডলস্থিত বর্ষ, নদী, পর্বত ও দ্বীপাদির বর্ণন,
 বিষ্ণুর শয়ন ও মাহাত্ম্য বর্ণন, মন্বন্তর বর্ণন, ব্যাসগণ দ্বারা
 ভিন্ন ভিন্ন মন্বন্তরে বেদের বিভাগ, যোগাচার্য্য ও তদীয়
 শিষ্য পরম্পরার কীর্তন, নানাবিধ গীতার উল্লেখ, প্রায়শ্চিত্ত-
 বিধি, রুদ্রের কপালিঙ্গসংঘটন এবং পতিব্রতের প্রভাবকথন,
 ইত্যাদি বিষয় সকল বর্ণিত হইয়াছে ।

কুৰ্মপুৰাণ ।

পুৰাণদিগের লক্ষণ ও সংখ্যা ।

সৰ্গশ্চ প্ৰতিসৰ্গশ্চ বংশো মনন্তরাণি চ ।
বংশানুচৰিতকৈব পুৰাণং পঞ্চ লক্ষণম্ ॥১
ব্রাহ্মণ পুৰাণং প্ৰথমং পান্থ্যং বৈষ্ণবমেব চ ।
শৈবং ভাগবতকৈব ভবিষ্যং নারদীয়কম্ ॥২
মার্কণ্ডেয়মথায়ৈয়ং ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত্তমেব চ ।
লৈঙ্গং তথাচ বারাহং স্কান্দং বামনমেব চ ॥৩
কৌৰ্ম্যং মাৎস্তং গারুড়ঞ্চ বায়বীয়মনন্তরম্ ।
অষ্টাদশ সমুদ্ভিষ্টং ব্ৰহ্মাণ্ডমিতি সংজ্ঞিতম্ ॥৪

সৃষ্টি, প্ৰলয়, বংশ, মনন্তর, এবং বংশোদ্ভবদিগের চৰিত, এই পাঁচটি পুৰাণে অবশ্য বৰ্ণনীয় । ব্ৰহ্ম, পদ্ম, বিষ্ণু, শিব, ভাগবত, ভবিষ্য, নারদীয়, মার্কণ্ডেয়, অগ্নি, ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত্ত, লিঙ্গ, বরাহ, স্কন্দ, বামন, কুৰ্ম, মাৎস্ত, গৰুড়, বায়ু, এবং ব্ৰহ্মাণ্ড, এই অষ্টাদশ পুৰাণ লোকে প্ৰসিদ্ধ । ১।২।৩।৪

চারি যুগের কথা ।

স্বক্যামি তে সমাসেন যুগধর্ম্মাঙ্গরেখর ।
 ন শক্যতে ময়া রাজন্, বিস্তরেণাভিভাবিতুম্ ॥১
 আত্মং কৃতযুগং প্রোক্তং ততস্ত্রেতাযুগং বুধৈঃ ।
 তৃতীয়ং দ্বাপরং পার্থ, চতুর্থং কলিকৃচাতে ॥২
 ধ্যানং তপঃ কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে ।
 দ্বাপরে যজ্ঞমেবাহর্দানমেকং কলৌ যুগে ॥৩
 ব্রহ্মা কৃতযুগে দেবস্ত্রেতায়াং ভগবান্ রবিঃ ।
 দ্বাপরে দৈবতং বিষ্ণুঃ কলৌ দেবোমহেশ্বরঃ ॥৪
 ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তথা সূর্য্যঃ সর্ষপে কলিষপি ।
 পূজ্যস্তে ভগবান্ কদ্রশ্চতুর্ষপি পিনাকধ্বক্ ॥৫
 আন্ত্রে কৃতযুগে ধর্ম্মশ্চতুপাদঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ।
 ত্রেতাযুগে ত্রিপাদঃ স্থাদ্বিপাদো দ্বাপরে স্থিতঃ ॥৬

হে রাজন্, আমি এক্ষণে তোমার নিকট সংক্ষেপে যুগধর্ম্মের কীর্ত্তন
 করিতেছি, কারণ উহা বিস্তরে বলিবার আমার অবকাশ নাই ।১

প্রথমে সত্যযুগ, তাহার পর ত্রেতা, তদনন্তর দ্বাপর এবং চতুর্থ যুগের
 নাম কলি । সত্যযুগে ধ্যান এবং তপস্শাচরণ, ত্রেতাযুগে জ্ঞান, দ্বাপরে
 যজ্ঞ, এবং কলিকালে দানই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে । সত্যযুগে ব্রহ্মা,
 ত্রেতাযুগে সূর্য্য, দ্বাপরে বিষ্ণু, এবং কলিকালে মহেশ্বরই আরাধ্য দেব বলিয়া
 শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে । কলিকালে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং সূর্য্য, এই তিন
 দেবেরও পূজা হয় এবং ভগবান পিনাকপাণি মহাদেব চারিযুগেই পূজিত হন ।
 প্রথম সত্যযুগে ধর্ম্ম চতুপাদ ছিলেন, ত্রেতাযুগে ত্রিপাদ, দ্বাপরে দ্বিপাদ, এবং
 কলিকালে একপাদ হইয়া সম্ভ্রামাত্রে অবস্থান করিতেছেন ।২।৩।৪।৫

সত্যকালে জ্ঞীপুরুষ সংসর্গে প্রজার উৎপত্তি হইত এবং চিত্তবৃত্তি দোষশূন্য

হ্রিপাদহীনস্তিষ্ঠেতু সঙ্কামায়েণ তিষ্ঠতি ।
 কৃত্যে তু মিথুনোৎপত্তিবৃত্তিঃ সাক্ষাদলোলুপা ॥৭
 প্রজ্ঞাস্বপ্নাঃ সদা সৰ্ব্বাঃ সৰ্ব্বানন্দাশ্চ ভোগিনঃ ।
 অবমোক্তমজ্ঞং নাস্ত্যাদাং নির্কিংশেবাঃ পুরঞ্জয় ॥৮
 তুলামায়ুঃ সুখং রূপং তাস্ত তস্মিন্ কৃত্যে যুগে ।
 বিশোকাস্তব্ধবহলা একান্তবহলাস্তথা ॥৯
 ধ্যাননিষ্ঠা স্তপোনিষ্ঠা মহাদেবপরায়ণাঃ ।
 তা বৈ নিকামচারিণ্যো নিত্যং মুদিতমানসাঃ ॥১০
 পরমোত্তরধিবাসিন্যো হনিকেতাঃ পরস্তপ ।
 রসোন্নাসঃ কালযোগাং ত্রেতাযো নশাতি দ্বিজাঃ ॥১১
 কৃত্তাং সিদ্ধৌ প্রনষ্টায়াং অত্যা সিদ্ধিরবর্তত ।
 অপাং সৌখ্যে প্রতিহতে তদা মেঘায়না তু বৈ ॥১২
 মেঘেভ্যস্তনয়িহুভাঃ প্রবৃত্তাঃ বৃষ্টিসৰ্জ্জনম্ ।
 সৰুদেব তত্রা বৃষ্টাঃ সংবৃক্তে পৃথিবীতলে ॥১৩

ছিল, প্রজ্ঞা সকল সৰ্বদা সন্তুষ্ট, সদানন্দ, এবং ভোগশালী ছিল। হে পুরঞ্জয়, তৎকালে তাহাদিগের উত্তমতা বা নীচতাদি কিছুমাত্র প্রভেদ ছিল না। সেই কৃতযুগে সকলের আয়ু সমান ছিল, সকলেই সমান সুখী, শোকশূন্য, তত্তজ্ঞান-বহুল এবং একাগ্রতাবিশিষ্ট ছিল। সকলেই ধ্যাননিষ্ঠ, তপঃপরায়ণ এবং মহতী দেবতা পরমেশ্বরের আরাধনায় তৎপর ছিল। সেই সময় তাহারা সকলে নিকাম কর্মের অহুষ্ঠান করিত এবং সৰ্বদা হৃষ্টচিত্তে থাকিত ॥৭৭৮৯১০

হে পরস্তপ, সে সময়ে কেহ গৃহে বাস করিত না। সকলেই পরিতৃপ্ত হইয়া বা সমুদ্রতটে বাস করিত। এবং আপনার ইচ্ছামুসারে জলের উদ্ভাবন করিতে পারিত। অনন্তর কালপ্রভাবে ত্রেতাযুগে তাহাদের সেই জলোদ্ভাবিনী শক্তি নষ্ট হইয়াছে, সেই সিদ্ধি প্রনষ্ট হইলে, তাহাদিগের মধো অস্তরূপ সিদ্ধি উৎপন্ন হইয়াছিল। তাহারা যখন ইচ্ছামুসারে জলোদ্ভাবন করিতে অসমর্থ হইল, তখন সিদ্ধিপ্রভাবে মেঘের উদ্ভাবন করিয়া ঐ সকল মেঘ হইতে বৃষ্টি উৎপাদন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। সেই বৃষ্টি দ্বারা পৃথিবী একবার মাত্র সম্পূর্ণ হইলে তাহাদিগের আশ্রয়স্থরূপ বৃক্ষ সকল উৎপন্ন হইয়াছিল। এবং ঐ বৃক্ষ হইতে উহাদের আবশ্যক বস্তু সকল উৎপন্ন হইত।

প্রাহুসংস্থতা তাসাম্বেভ্যো বৃক্ষঃ প্রজায়তে ।
 বর্ষরন্তিম তেভাস্তা স্নেতাযুগ্মখে প্রজাঃ ॥১৪
 ততঃ কালেন মহতা তাসামেব বিপর্যয়াৎ ।
 রাগলোভাস্বকোভাবত্তদা হ্যাকস্মিকোহভবৎ ॥১৫
 বিপর্যয়েণ তাসাস্ত তেন তৎকালভাবিতাঃ ।
 প্রণশ্চিষ্ট ততঃ সর্ষে বৃক্ষান্তে গৃহসংজ্ঞিতাঃ ॥১৬
 ততস্তেনু পণাষ্টেনু বিভ্রাস্তা মৈথুনোদ্ভবাঃ ।
 অভিধায়স্টি তাং সিদ্ধিং সত্যাবিধানতস্তদা ॥১৭
 প্রার্হবভূতাসাস্ত বৃক্ষান্তে গৃহসংজ্ঞিতাঃ ।
 বজ্রাণি তে শ্রম্যন্তে ফলাত্মভরণানি চ ॥১৮
 তেষেব জায়তে তাসাং গন্ধবর্ণবসায়িতম্ ।
 অমাক্ষিকং মহাবীৰ্য্যং পুটকে পুটকে মধু ॥১৯
 তেন তা বর্ষরন্তিম স্নেতাযুগ্মখে প্রজাঃ ।
 কুষ্ঠাস্তষ্টাশ্চা সিন্ধ্যা সর্ষা বৈ বিগতজরাঃ ॥২০
 পুনঃ কালান্তরেণৈব ততো লোভাবৃত্তাস্তদা ।
 বৃক্ষান্তান্ পর্যাগৃহুস্ত মধু বাহমাক্ষিকং বলাৎ ॥২১

ব্রেতাযুগের প্রথমে প্রজাগণ ঐরূপ বৃক্ষ হইতেই সংসারবাহা নির্কীর্ষ করিত ৷১১৷১২ ১৩৷১৪

অনন্তর বহুকাল গত হইলে, তাহাদিগের স্বভাবের পরিবর্তন হেতু অকস্মাৎ তাহাদের হৃদয়ে বিষয়াভিলাষ এবং লোভরূপ ভাবের উৎপত্তি হইয়াছিল। প্রজাদিগের এইরূপ পরিবর্তন হওয়াতে, পূর্কোক্ত আশ্রয়রূপ বৃক্ষসকল বিনষ্ট হইল। সেই সকল বৃক্ষ বিনষ্ট হইলে, প্রজাগণ অতিশয় কাতর হইয়া, সেই সিদ্ধির ধ্যান করিতে লাগিল। অনন্তর তাহাদের সেই ধ্যানপ্রভাবে পুনর্বার সেইরূপ বৃক্ষ সকল প্রার্হভূত হইয়াছিল। সেই সকল বৃক্ষ, বজ্র এবং আভরণ রূপ ফল প্রসব করিত এবং সেই বৃক্ষের প্রতিপত্রপুটে তাহাদের নিমিত্ত সুগন্ধি, নিম্মল, সুস্বাদু, মক্ষিকাদ্বারা অসঞ্চিত এবং তেজস্বর মধু উৎপন্ন হইত ৷১৫৷১৬৷১৭৷১৮৷১৯

ব্রেতাযুগের প্রথমে প্রজাগণ সেই মধুগাম করিয়াই জীবন ধারণ করিত, প্রজা সকল সেই সিদ্ধি লাভ করিয়া কুষ্ঠ, সস্ত্র এবং ব্যাধিশূন্য হইয়াছিল। অনন্তর কিছুকাল গত হইলে, প্রজাগণ পুনর্বার লোভে আকৃষ্ট হইয়া বলপূর্বক

তাসাস্তেনাপচারেণ পুনর্লোভকৃতেন বৈ ।
 প্রণষ্টা মধুনা সার্কিং কল্পবৃক্ষাঃ কচিং কচিং ॥২২
 শীতবর্ষাতপৈস্তীত্রৈস্তান্ততো দ্বঃখিতা ভূশম্ ।
 দ্বৈন্দৈঃ সম্পীড়্যমানাস্ত চক্রুরাচরণানি চ ॥২৩
 কৃষ্ণা দ্বন্দ্ববিনির্ঘাতান্ বার্ত্তোপায়মচিস্তয়ন্ ।
 নষ্টেষু মধুনা সার্কিং কল্পবৃক্ষেণু বৈ তদা ॥২৪
 ততঃ প্রাহুরভূতাসাং সিদ্ধিস্থেতাযুগে পুনঃ ।
 বার্ত্তায়াঃ সাধিকা হুত্বা বৃষ্টি স্তাসাম্বিকামতঃ ॥২৫
 তাসাং বৃষ্ট্যাদকানীহ যানি নিম্নৈর্গতানি তু ।
 অভবন্ বৃষ্টিসম্ভৃত্যা শ্রোতঃস্থানানি নিম্নগাঃ ॥২৬
 যদা আপো বহুতরা আপন্নাঃ পৃথিবীতলে ।
 অপাত্তুমেষু সংযোগাদৌষধ্যস্তান্তদাভবন্ ॥২৭
 অফালকৃষ্টাচানুপ্তা গ্রাম্যারণ্যাশ্চতুর্দশ ।
 ঋতুপুষ্পফলৈশ্চৈব বৃক্ষশুষ্কাস্চ জজিরে ॥২৮

সেই সকল বৃক্ষ হইতে অমাব্যিক মধু গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল । তাহাদিগের লোভজনিত অত্যাচার নিবন্ধন স্থানে স্থানে সেই সকল কল্পবৃক্ষ মধুর সহিত একেবারে বিনষ্ট হইয়া যাইল । মধুর সহিত ঐ সকল কল্পবৃক্ষ বিনষ্ট হইলে তাহারা দারুণ শীত, বর্ষা, এবং আতপের দ্বারা ক্লিষ্ট হইতে লাগিল এবং ঐ সকল দ্বন্দ্বজনিত বাধা নিবারণ করিবার জন্য চতুর্দিকে বাস-স্থান নির্মাণ করিল । এইরূপ দ্বন্দ্বজনিত দুঃখ নিবারণ করিয়া তাহারা জীবনোপায়ের চিন্তা করিতে লাগিল ।

সেই ত্রেতাযুগে তাহাদিগের জীবনযাত্রা নির্বাহক অন্তরূপ সিদ্ধির পুনর্ব্বার উদয় হইয়াছিল, অর্থাৎ তাহাদের ইচ্ছানুসারে বৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইয়াছিল । ঐ সকল বৃষ্টির জল এই পৃথিবীতে পতিত হইয়া নিম্ন প্রদেশ দিয়া গমন করত একত্র মিলিত হইয়া শ্রোতস্বতী নিম্নগারূপে পরিণত হইয়াছিল । এইরূপে পৃথিবীতে যখন অধিক পরিমাণে জল উৎপন্ন হইল, তখন ঐ জল ও যুতিকার সংযোগে ওষধি সকল উৎপন্ন হইয়াছিল । ঐ ওষধির নিমিত্ত ভূমির কর্ষণ বা বীজবপনের আবশ্যকতা হয় নাই । এইরূপে কতকগুলি আরণ্য, কতকগুলি গ্রাম্য সর্বশুদ্ধ চতুর্দশ প্রকার প্রত্যেক ঋতুতে বিভিন্ন পুষ্প ও ফলদ্বারা শোভিত বৃক্ষ ও উৎপন্ন হইয়াছিল । ভবিষ্যতের অবশ্যজ্ঞাবিতা

ততঃ প্রীত্বরত্নাসাং রাগলোভস্ত সৰ্কশঃ ।
 অবশস্তাবিতার্ধেন ত্রেতাযুগবশেন বৈ ॥২৯
 ততস্তাঃ পর্যাগৃহস্ত নদীক্ষেত্রাণি পৰ্কতান্ ।
 বৃক্ষগুম্বোষধীশ্চৈব প্রসহ্য তু যথাবলম্ ॥৩০
 বিপর্যায়েন তাসাম্ভা ওষধ্যোবিবিগুম্বহীম্ ।
 পিতামহনিরোগেন হৃদোহ পৃথিবীং পৃথুঃ ॥৩১
 ততস্তা জগৃহঃ সৰ্কা হত্বোইত্মং ক্রোধমুচ্ছিতাঃ ।
 সদাচারে বিনষ্টে তু বলাং কালবলেন চ ॥৩২
 মর্যাদায়াঃ প্রতিষ্ঠার্থং জ্ঞাষৈতন্ ভগবানজঃ ।
 সসজ্জ ক্ষত্রিয়ান্ ব্রহ্মা ব্রাহ্মণানাং হিতায় বৈ ॥৩৩
 বর্ণাশ্রমব্যবস্থাচ ত্রেতায়াং কৃতবান্ প্রভুঃ ।
 যজ্ঞপ্রবর্তনঞ্চৈব পশুহিংসাবিবৰ্জিতম্ ॥৩৪
 ছাপরেহপাথ বিস্তৃষ্টে মতিভেদান্তথা নৃণাম্ ।
 রাগো লোভস্তথা যুদ্ধং মত্ৰা বুদ্ধিবিনিশ্চয়ম্ ॥৩৫

হেতু ত্রেতাযুগের অভাবে প্রজাদিগের বিষয়ানুরাগ ও লোভ সৰ্কপ্রকারে প্রবল হইয়াছিল। সেই লোভ বশতঃ তাহারা আপন আপন বল অনুসারে নদীতীরস্থ ক্ষেত্র, পৰ্কত, বৃক্ষ, গুম্বা এবং ওষধি সকল বলপূৰ্ব্বক অধিকার করিতে লাগিল ৥২৫২৬২৭২৮২৯৩০

তাহাদিগের এইরূপ স্বভাবব্যত্যয়হেতু ওষধি সকল পৃথিবীর মধ্যে প্রবেশ করিল। অনন্তর ব্রহ্মার আদেশে পৃথুরাজা পৃথিবীকে দোহন করিয়া ছিলেন। তদনন্তর প্রজাগণ পরস্পর ক্রোধান্বিত হইয়া সেই সকল ওষধি গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এইরূপ প্রবল কাল কর্তৃক বলপূৰ্ব্বক সদাচার বিনষ্ট হইয়াছে জানিতে পারিয়া ব্রহ্মা মর্যাদার প্রতিষ্ঠা এবং ব্রাহ্মণদিগের হিতের নিমিত্ত ক্ষত্রিয়দিগকে উৎপাদিত করিলেন। ভগবান্ ব্রহ্মা সেই ত্রেতাযুগেই বর্ণাশ্রমধর্মের ব্যবস্থাও করিলেন। এবং পশুহিংসার সম্পর্কশূন্য যজ্ঞ সকলের প্রবর্তন করিলেন ৥৩১৩২৩৩৩৪

অনন্তর, ছাপরেও মনুষ্যদিগের সেইরূপ মতিভেদ হেতু রাগ লোভ এবং পরস্পরের যুদ্ধ বর্তমান থাকিবে ব্রহ্মা এইরূপ নিশ্চয় করিলেন। পূর্বে চতুর্শাধ একই বেদ তিন প্রকারে বিভাবিত হইয়াছিল, তাহার পর ছাপর যুগে ত্রি

একো বেদশ্চতুশ্চাদিত্রিধা দ্বিহ বিভাব্যতে ।
 বেদব্যাসৈশ্চতুর্ধ্বা চ ত্র্যস্ততে ষাপরাদিষু ॥৩৬
 ঋষিপুত্রৈঃ পুনর্কৈদাঃ ভিত্তস্তে দৃষ্টিবিভ্রমৈঃ ।
 মন্ত্রব্রাহ্মণবিন্যাসৈঃ স্বরবর্ণবিপর্যায়ৈঃ ॥৩৭
 সংহিতা ঋগযজুঃসামাং প্রোচ্যন্তে পরমর্ষিভিঃ ।
 সামাচ্ছোদ্ভাবনাক্ষেব দৃষ্টিভেদৈঃ কচিং কচিং ॥৩৮
 ব্রাহ্মণং কল্পহুত্রাণি ব্রহ্মপ্রবচনানি চ ।
 ইতিহাসপুরাণানি ধর্মশাস্ত্রাণি সূত্রত ॥৩৯
 অবৃষ্টিশ্রবণকৈব তথৈবাত্মে ছাপদ্রবাঃ ।
 বাস্বনঃকারজৈর্দোষৈর্নির্কৈদো জায়তে নৃণাম্ ॥৪০
 নির্কৈদাজ্জারতে তেষাং হুঃখমোক্ষবিচারণা ।
 বিচারণাচ্চ বৈরাগ্যাং বৈরাগ্যাদোষদর্শনম্ ॥৪১
 দোষাণাং দর্শনাক্ষেব ছাপরে জ্ঞানসম্ভবঃ ।
 এষা রজস্তমোযুক্তা বৃত্তির্বৈ ছাপরে দ্বিজাঃ ॥৪২
 আত্মে কৃতে তু ধর্মোহস্তি স ত্রেতায়াং প্রবর্ততে !
 ছাপরে ব্যাকুলীভূতা প্রগল্ভতি কলৌ যুগে ॥৪৩

ভিন্ন বেদব্যাস অবতীর্ণ হইয়া উহাকে চারি প্রকারে বিভক্ত করেন । তদনন্তর
 ঋষিপুত্রগণ দৃষ্টিবিভ্রম বশতঃ মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ বিশেষের বিস্তার এবং স্বর ও
 বর্ণের বিপর্যাস দ্বারা বেদ সকলকে নানাপ্রকারে বিভিন্ন করিয়াছেন । বে
 সূত্রত, মহর্ষিগণ ষাপরযুগে ঋক্, যজুঃ, এবং সামের সংহিতা, দৃষ্টিভেদ বশতঃ
 কোন কোন স্থলে নূতন সামের উদ্ভাবন, ব্রাহ্মণ, কল্পহুত্র, ব্রহ্মপ্রবচন, ইতি-
 হাস, পুরাণ এবং ধর্মশাস্ত্র সকল বলিয়াছেন । ৩৫।৩৬ ৩৭।৩৮।৩৯

ষাপর যুগেই মনুষ্যদিগের বাক্য, মন এবং শরীর জন্ত দোষহেতু অষ্টটি,
 মৃত্যু এবং অন্ত্রবিধ উপদ্রব ও তজ্জনিত ক্লেশ উৎপন্ন হইয়াছে, ঐ ক্লেশ হেতুই
 হুঃখ হইতে মুক্তি পাইবার চিন্তা জন্মিয়াছে, ঐরূপ চিন্তার উদয় হওয়াতেই
 বৈরাগ্য, বৈরাগ্যাহেতুকই দোষদর্শন, এবং দোষদর্শন হইতে জ্ঞানের উৎপত্তি
 হইয়াছে । ষাপর যুগেই মনুষ্যদিগের বৃত্তি এইরূপে রজঃ ও তমোগুণযুক্ত
 হইয়াছে, কারণ সত্যযুগে যেক্রপ ধর্ম ছিল ত্রেতাযুগেও তাহারই প্রবর্তন
 থাকে, অনন্তর ষাপর যুগে তাহা ব্যাকুলীভাব প্রাপ্ত হইয়া কলিযুগে একেবারে
 বিনষ্ট হইয়াছে । ৪০।৪১।৪২।৪৩

ত্রিষো মায়ামহুয়াঞ্চ বধৈধ্বং তপস্বিনাম্ ।
 সাধয়ন্তি নরা নিতাং তমসা ব্যাকুলীকৃতাঃ ॥৪৪
 কলৌ প্রমারকৌ রোগঃ সততং ক্ষুদ্রয়ন্তথা ।
 অনাবৃষ্টিভয়ং ঘোরং দেশানাক্ষ বিপর্যায়ঃ ॥৪৫
 অধার্মিকা নিরাহারা মহাকোপান্নতেজসঃ ।
 অনৃতং ত্রুবতে লুপ্তাস্ত্রিষো জাতাঃ সূত্ৰশ্রজাঃ ॥৪৬
 ছুরিষ্টৈর্হরধীতৈশ্চ ছরাচাটৈর্জুর্গাটমৈঃ ।
 বিপ্রাণাং কৰ্মদোষৈশ্চ প্রজানাং জায়তে ভয়ম্ ॥৪৭
 নাবীরতে তদা বেদান্ ন যজ্ঞাতি দ্বিজাতয়ঃ ।
 যজ্ঞস্তি যজ্ঞান্ বেদাংশ্চ পঠন্তে চান্নবুদ্ধয়ঃ ॥৪৮
 শূদ্রাণাং মন্ত্রযোগৈশ্চ সযজ্ঞো ব্রাহ্মণৈঃ সহ ।
 ভবিষ্যতি কলৌ তস্মিন্ শয়নাশনভোজনৈঃ ॥৪৯
 রাজানঃ শূদ্রভূয়িষ্ঠা ব্রাহ্মণান্ বাধয়ন্তি চ ।
 ক্রণহত্যা বীরহত্যা প্রজায়েত নরেশ্বরে ॥৫০

কলিকালে মনুষ্যাগণ তমোগুণে বিমোহিত হইয়া সৰ্ব্বনা মায়া, অহুয়া এবং
 তপস্বাদিগের বধসাধন করিতে আরম্ভ করে । কলিকালে সৰ্ব্বনা জীবন-
 নাশক রোগ, ক্ষুধাভয়, ঘোর অনাবৃষ্টির ভয় এবং দেশ সকলের বিপর্যায়
 ঘটয়া থাকে । এই কলিকালে প্রজাগণ অধার্মিক, ক্ষুধাতুর, মহাক্রোধী,
 অরতেজঃশালী, অনৃতভাবী, লুপ্ত এবং ছরাস্ত্রা হইয়াছে । এই কলিকালেই
 অযথাবিধিবিহিত যজ্ঞ, অসম্যাক্ প্রকার অধায়ন, অসং আচার, বেদবিরুদ্ধ
 শাস্ত্রের প্রচার এবং ব্রাহ্মণদিগের কৰ্মদোষ হেতুই প্রজাদিগের ভয় উৎপন্ন
 হইয়াছে । এই কলিকালে একদিকে যেমন দ্বিজাতিগণ বেদাধ্যয়ন, ও যজ্ঞাহুষ্ঠান
 পরিত্যাগ করিয়াছে, অত্রদিকে অন্নবুদ্ধি লোকেরাই যজ্ঞাহুষ্ঠান, বেদাধ্যয়ন এবং
 শাস্ত্রচর্চার আরম্ভ করিয়াছে । ১৪৪।৪৫।৪৬।৪৭।৪৮

সেই কলিকালে শূদ্রদিগের ব্রাহ্মণের সহিত মন্ত্রদ্বারা সম্বন্ধ হইবে এবং
 উভয়ে একত্রে শয়ন, উপবেশন এবং ভোজন করিবে । রাজাদিগের মধ্যে
 শূদ্র জাতীয়ই অধিক হইবে এবং তাহারা ব্রাহ্মণদিগকে উৎপীড়িত করিবে ।
 রাজা স্বয়ং ক্রণহত্যা ও বীরহত্যাদির প্রবর্তক হইবে । দ্বিজাতিগণ স্নান,
 হোম, অগ্নি, দান, দৈবপূজা এবং অস্ত্র অস্ত্র ধর্ম কৰ্ম সকল পরিত্যাগ করিবে ।

মানং হোমং অণং দানং দেবতানাং তথার্চনম্ ।
 তথাভ্যানি চ কৰ্ম্মাণি ন কুৰ্কন্তি দ্বিজাতয়ঃ ॥৫১
 বিনিদ্মন্তি মহাদেবং ব্রাহ্মণান্ পুরুষোত্তমম্ ।
 আশ্বাষধর্ম্মশাস্ত্রাণি পুরাণানি কলৌ যুগে ॥৫২
 কুৰ্কস্তাবেদদৃষ্টানি কৰ্ম্মাণি বিবিধানি তু ।
 সধর্ম্মে তু কৃতির্নৈব ব্রাহ্মণানাং প্রজায়তে ॥৫৩
 বিজিত্য কলিজান্ দোষান্ যান্তি তে পরমং পদম্ ।
 অনায়াসেন স্তুমহং পুণ্যমাপ্নোতি মানবঃ ।
 অনেকদোষদৃষ্টস্ত কলেরেকো মহান্ গুণঃ ॥৫৪
 তস্মাৎ সৰ্ব্বপ্রযত্নেন প্রাপ্য মাহেশ্বরং যুগম্ ।
 বিশেষাদ্ভূতাক্ষণৌ রুদ্রমীশানং শরণং ব্রজেৎ ॥৫৫
 যে নমন্তি বিরূপাক্ষমীশানং কৃন্তিবাসসম্ ।
 প্রসন্নচেতসো রুদ্রং তে যান্তি পরমং পদম্ ॥৫৬
 যথা রুদ্রনমস্কারঃ সৰ্ব্বকামফলো ধ্রুবঃ ।
 অস্তদেবনমস্কারান্ তৎফলমবাশুয়াৎ ॥৫৭
 এবদ্বিধে কলিযুগে দোষণামেব শোধনম্ ।
 মহাদেবনমস্কারো ধ্যানং দানমিতি শ্রুতিঃ ॥৫৮

কলিযুগের লোকেরা পরমদেবতা পরমেশ্বর, ব্রাহ্মণ, বেদ, ধর্ম্মশাস্ত্র এবং
 পুরাণ, এই সকলের নিন্দা করিবে। বেদে যাহা উক্ত হয় নাই, এরূপ অনেক
 কৰ্ম্ম করিবে এবং ব্রাহ্মণদিগের স্বধর্ম্মের উপর শ্রদ্ধা থাকিবে না। ৪২-৫০

কিন্তু কলিকাল, অশেষ দোষের আকর হইলেও তাহার এই একটা মহৎ
 গুণ এই যে, ইহাতে মহুযা অনায়াসে স্তুমহং পুণ্য লাভ করিয়া তাহা দ্বারা
 কলিজানিত নিখিল পাপ জয় করত পরম পদ লাভ করিতে সমর্থ হইবে।
 অতএব এই মাহেশ্বর যুগ প্রাপ্ত হইয়া, সকল মহুযা বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণ সম্পূর্ণ
 যত্ন সহকারে পরমেশ্বর রুদ্রদেবের শরণাগত হইবে। যে সকল মহুযা
 প্রসন্নচিত্তে কৃন্তিবাস, বিরূপাক্ষ, দীশান, রুদ্রকে প্রণাম করিবে, তাহার পরম
 পদ প্রাপ্ত হইবে। রুদ্রদেবের নমস্কার প্রভাবে যেমন নিখিল অভিলষিত
 কলের নিশ্চয় লাভ হয়, অস্তদেবের নমস্কারে সেরূপ হয় না। ৫৪-৫৫-৫৬-৫৭

এই দ্বোর কলিকালে মহাদেবের নমস্কার, ধ্যান এবং দান দ্বারা সমুদয় পাপ
 বিনষ্ট হয়, ইহাই শ্রুতির বাণী। অতএব পরম পদ লাভে অভিলাষী

ভাস্মাদনীশ্বরানন্তান্ ত্যজ্জ্। দেবং মহেশ্বরম্।

সমাপ্তয়েদ্বিক্রপাক্ষং যদিচ্ছেৎ পরমং পদম্ ॥৫৯

নার্চয়ন্তীহ যে কৃত্বাং শিবং ত্রিদশবন্দিতম্।

তেষাং দানং তপো যশো বৃথা জীবিতমেব চ ॥৬০

মহুয্য অপর অনীশ্বর দিগকে পরিত্যাগ করিয়া বিক্রপাক্ষ, মহেশ্বরদেবকেই
আশ্রয় করিবে। যে সকল মহুয্য দেবগণের আরাধিত মঙ্গলপ্রদ কৃত্তদেবের পূজা
না করে, তাহাদের দান, তপত্তা এবং জীবন এ সমুদয়ই বৃথা। ৫৯।৬০।৬০

তত্ত্বজ্ঞান ।

ঈশ্বর উবাচ ।

অবাচ্যমেতদ্বিজ্ঞানং মম গুহ্যং সনাতনম্ ।
যন্ন দেবা বিজানন্তি যতস্তোহপি বিজাতয়ঃ ॥১
ইদং জ্ঞানং সমাশ্রিত্য ব্রহ্মীভূতা বিজ্ঞোত্তমাঃ ।
ন সংসারং প্রপদাস্তে পূর্বেহপি ব্রহ্মবাদিনঃ ॥২
গুহ্যাদ্ গুহ্যতমং সাক্ষাৎ গোপনীয়ং প্রব্রুতঃ ।
বক্ষ্যে ভক্তিমতামদা বুয়াকং ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥৩
আত্মায়ং কেবলঃ স্বচ্ছঃ শুদ্ধঃ সূক্ষ্মঃ সনাতনঃ ।
অস্তি সর্কাস্তরঃ সাক্ষাৎ চিন্মাত্রস্তমসঃ পরঃ ॥৪
সোহন্তর্যামী স পুরুষঃ স প্রাণঃ স মহেশ্বরঃ ।
স কালোহত্র তদব্যাক্তং স চ বেদ ইতি শ্রুতিঃ ॥৫
অস্মাদ্বিজায়তে বিশ্বমত্রৈব প্রবিলীয়তে ।
স মায়ী মায়য়া বদ্ধঃ করোতি বিবিধা তনুঃ ॥৬

ঈশ্বর বলিলেন, আমার এই বিজ্ঞান, বাক্য দ্বারা অপ্রকাশ্য, অতিগুহ্য এবং সনাতন । ইহা দেবতাদিগেরও অজ্ঞের এবং ব্রাহ্মণগণ যত্ন করিয়াও জানিতে অক্ষম । পূর্বকালের ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণগণও এই বিজ্ঞান লাভ করিয়া একেবারে ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা এই সংসারে পুনর্বার আর প্রত্যাগত হন নাই । ইহা গুহ্য হইতেও গুহ্যতম এবং যত্নপূর্বক গোপনীয় । তোমরা ভক্তিমান্ এবং ব্রহ্মবাদী বলিয়া তোমাদের নিকট কীর্ত্তন করিতেছি । আত্মা অবিভীষ, নির্মল, শুদ্ধ, সূক্ষ্ম, সনাতন, সকলের অন্তরের সাক্ষী, চিন্মাত্র এবং তমোগুণের অতীত । ১।২।৩।৪

বেদে কথিত আছে—তিনি অন্তর্যামী, তিনি পুরুষ, তিনি প্রাণ, তিনি মহেশ্বর, তিনিই কাল, তিনিই অব্যক্ত এবং তিনিই বেদ । তাঁহা হইতেই এই বিশ্ব উৎপন্ন হয়, এবং তাঁহাতেই লীন হয় । সেই মায়াময় স্বকীয় মায়ার আবদ্ধ হইয়া নানাবিধ শরীরের সৃষ্টি করিয়া থাকেন । সেই প্রভু

ন চাপ্যং সংস্রতি ন সংসারময়ঃ প্রভুঃ ।
 নায়ং পৃথী ন সলিলং ন তেজঃ পবনো নভঃ ॥৭
 ন প্রাণো ন মনোহব্যাক্তং ন শব্দঃ স্পর্শ এব চ ।
 ন রূপং ন রসো গন্ধো নায়ং ত্বক্ ন চ বাগপি ॥৮
 ন পানিপাদৌ নো পায়ুর্নচোপস্থং দ্বিজোত্তমাঃ ।
 ন চ কৰ্ত্তা ন ভোক্তা বা ন চ প্রকৃতিপূৰ্ব্ববো ॥৯
 ন মায়া নৈব চ প্রাণা ন চৈব পরমার্থতঃ ।
 যথা প্রকাশনসোঃ সৰ্ব্বকো নোপপদ্যতে ॥১০
 তদ্বদৈক্যং ন সৰ্ব্বকঃ প্রপঞ্চপরমাত্মনোঃ ।
 ছায়াতপো যথা লোকে পরস্পরবিলক্ষণৌ ॥১১
 তদ্বৎ প্রপঞ্চপূৰ্ব্ববো বিভিন্নৌ পরমার্থতঃ ।
 যদ্যাত্মা মলিনঃ সৃষ্টো বিকাৰী ছায়াং স্বরূপতঃ ॥১২
 নহি তদা ভবেমুক্তির্জন্মান্তরগতৈতপি ।
 পশুপ্তি মুনয়ো মুক্তাঃ স্বায়ানং পরমার্থতঃ ।
 বিকারহীনঃ নির্বন্দ মানন্দায়ানমব্যয়ম্ ॥১৩
 অহং কৰ্ত্তা স্মৃণী হুঃখী কৃশঃ স্থলতি যা মতিঃ ।
 সা চাহঙ্কারকৰ্জ্জ্বাদায়া ন্যারোপিতা জটনৈঃ ॥১৪

স্বয়ং সংসরণ করেন না এবং সংসারের সহিত তাঁহার সম্পর্ক নাই । তিনি
 পৃথিবী নয়, জল নয়, তেজ নয়, বায়ু, আকাশ, প্রাণ বা মনও নয়, এবং
 তিনি প্রকৃতি, শব্দ বা স্পর্শও নয় । হে দ্বিজগণ, তিনি রূপ, রস, গন্ধ এবং
 ত্বক্ বা বাক্যও নয়, এবং তিনি হস্ত, পাদ, পায়ু এবং উপস্থও নয় । তিনি
 কৰ্ত্তাও নয়, ভোক্তাও নয়, প্রকৃতি বা পুরুষও নয় । তিনি মায়া নয়, প্রাণও
 নয়, প্রকৃতপক্ষে জগতের কোন বস্তুই নয় । যেমন আলোক এবং অন্ধকারের
 একাধিকরণতা নাই, সেইরূপ এই প্রপঞ্চ অর্থাৎ জাগতিক বস্তু সকল এবং
 পরমায়া এই উভয়ের একতারূপ সম্বন্ধ নাই । যে রূপ ছায়া এবং আতপ
 পরস্পর বিভিন্ন, সেইরূপ প্রপঞ্চ ও আত্মাও বস্তুতঃ পরস্পর বিভিন্ন । 'যদি
 আত্মা স্বভাবতঃ মলিন এবং বিকারীরূপে সৃষ্ট হইত, তাহা হইলে শতশত
 জন্মান্তরেও তাহার মুক্তি হইত না । মোক্ষপ্রাপ্ত মুনীগণ স্ব স্ব আত্মাকে
 স্বভাবতঃ নির্বিকার, নির্বন্দ, আনন্দময় এবং অনবধিকাররূপে দর্শন করেন । ১০-১৩

তবে যে আমি কৰ্ত্তা, আমি স্মৃণী, আমি হুঃখী, আমি কৃশ এবং আমি

বদন্তি বেদবিদ্যাংসঃ সাক্ষিণঃ প্রকৃতেঃ পরম্ ।
 ভোক্তারমক্ষরং বুদ্ধং সৰ্বত্র সমবস্থিতম্ ॥১৫
 তস্মাদজ্ঞানমূলো হি সংসারঃ সৰ্বদেহিনাম্ ।
 অজ্ঞানাদন্যাখ্যাজ্ঞানাং তত্ত্বং প্রকৃতিসঙ্গতম্ ॥১৬
 নিত্যোদিতঃ স্বয়ং জ্যোতিঃ সৰ্বগঃ পুরুষঃ পরঃ ।
 অহঙ্কারাবিবেকেন কৰ্ত্তাহমিতি মন্ততে ॥১৭
 পশুস্তি ঋষয়োহব্যক্তং নিত্যং সদসদাত্মকম্ ।
 প্রধানং পুরুষং বুদ্ধা কারণং ব্রহ্মবাদিনঃ ॥১৮
 তেনাযং সঙ্গতঃ স্বাত্মা কূটস্থোহপি নিরঞ্জনঃ ।
 স্বাত্মানমক্ষরং ব্রহ্ম নাববুদ্ধোত তত্ত্বতঃ ॥১৯
 অনাত্মাত্মাবিজ্ঞানং তস্মাদ্ভূতং তথৈতরং ।
 রাগদ্বेषাদয়ো দোষাঃ সৰ্ব্বে ভ্রান্তিনিবন্ধনাঃ ॥২০
 কৰ্ম্মাণ্যস্ত মহান্ দোষঃ পুণ্যাপুণ্যমিতি স্থিতিঃ ।
 তদ্বশাদেব সৰ্ব্বেষাং সৰ্বদেহসমুদ্ভবঃ ॥২১

স্থূল এইরূপ জ্ঞান হয়, উহা অহঙ্কারেরই ধর্ম, আত্মাতে আরোপিত হয় মাত্র ।
 বেদবিদ পণ্ডিতগণ বলেন, আত্মা প্রকৃতি হইতে পৃথক্, সাক্ষীস্বরূপে বিষয়ের
 ভোক্তা, অবিনাশী, নিত্যবুদ্ধ এবং সৰ্বত্র সমভাবে অবস্থিত । অতএব
 এই সংসার দেহীদিগের অজ্ঞানমূলক, ও প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ তত্ত্ব সকল,
 অজ্ঞান অথবা ভ্রান্তিবশতঃ প্রতীভাত হয় । পরম পুরুষ (পরমাত্মা)
 নিত্যোদিত, স্বপ্রকাশ, জ্যোতিঃস্বরূপ ও সৰ্বব্যাপী হইয়াও অহঙ্কার জন্ত
 অবিবেক নিবন্ধন “আমি কৰ্ত্তা” এইরূপ বিবেচনা করেন । ব্রহ্মবাদী
 ঋষিগণ পুরুষ স্বরূপ জ্ঞান করিয়া অব্যক্ত, নিত্য, সং ও অসংস্বরূপ এবং
 জগতের কারণ প্রকৃতির স্বরূপও দর্শন করেন । ১০।.৫।১৬।১৭।১৮

আত্মা অবিকারী ও নির্লিপ্ত হইয়াও ঐ প্রকৃতির সহিত সঙ্গত হইয়া
 আপনাকে বস্তুতঃ অনন্থর ব্রহ্মরূপে জানিতে পারে না । আত্মভিন্ন বস্তুতে
 আত্মা বলিয়া জ্ঞান হওয়াতেই স্বেচ্ছাধারিত অমৃতত্ব হইয়া থাকে । রাগদ্বৈষ
 প্রভৃতি সমুদয় দোষই ভ্রান্তিমূলক । ঐ প্রকৃতির মহান্ দোষ (রাগ-
 দ্বৈষাদি), পুণ্য এবং অপুণ্য (পাপ) এই কয়টি কার্য্য নির্ণীত হইয়াছে ।
 এবং উহার বশেই সকলের সকল প্রকার শরীর উদ্ভূত হইয়াছে । আত্মা

নিত্যঃ সৰ্বত্র গুহ্যাত্মা কূটস্থো দোষবর্জিতঃ ।
 একঃ সন্তীৰ্ণতে শক্ত্যা মায়ায়া ন স্বভাবতঃ ॥২২
 তদ্বাদদৈতমেবাহমুনয়ঃ পরমার্থতঃ ।
 ভেদোহ্যবাক্তস্বভাবেন সা চ মায়ায়াসংশ্রয়া ॥২৩
 যথাচ ধূমসম্পর্কান্নাকাশো মলিনো ভবেৎ ।
 অস্তঃকরণজৈর্ভাবৈরায়া তদ্বদ্ব লিপ্যাতে ॥২৪
 যথা স্বপ্রভয়া ভাতি কেবলঃ ক্ষটিকোপলঃ ।
 উপাধিহীনো বিমলস্তথৈবায়া প্রকাশতে ॥২৫
 জ্ঞানস্বরূপমেবাহর্জগদেতদ্বিচক্ষণাঃ ।
 অর্থস্বরূপমেবাশ্চে পশুস্ত্যশ্চে কুদৃষ্টয়ঃ ॥২৬
 কূটস্থো নিগুণো ব্যাপী চৈতন্ত্যায়া স্বভাবতঃ ।
 দৃশ্যতে হর্থরূপেণ পুরুষৈজ্ঞানদৃষ্টিভিঃ ॥২৭
 যথা সংলক্ষ্যতে রক্তঃ কেবলং ক্ষটিকো মনৈঃ ।
 রক্তিকাদ্রাপদানেন তদ্বৎ পরমপুরুষঃ ॥২৮

নিত্য, সৰ্বত্র নিগূঢ়, অধিকারী এবং দোষশূন্য। তিনি একলাই অবস্থান করেন। তিনি স্বভাবতঃ মায়া শক্তি দ্বারা সংযুক্ত নহেন। ১০২০২১১২২

এই নিমিত্ত মুনিগণ তাঁহাকে বস্তুতঃ অদ্বৈত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। প্রকৃতির সংসর্গে সেই মায়া আত্মাকে আশ্রয় করায় ভেদ অর্থাৎ বৈতর্ভাব ঘটিয়াছে। যেরূপ ধূমের সম্পর্কে আকাশ কখন মলিন হয় না, সেইরূপ অস্তঃকরণজাত ভাবসমূহ দ্বারা আত্মা কখন লিপ্ত হয় না। যেমন ক্ষটিক অন্ত্রের সহযোগ ব্যতিরেকেও কেবল আপনার প্রভা দ্বারা প্রকাশ পায়, সেইরূপ বিমল আত্মাও স্বয়ং প্রকাশ পান। বিচক্ষণ পণ্ডিত মাঝেই জগৎকে জ্ঞান স্বরূপ বলিয়াছেন। কতিপয় মন্দবুদ্ধি কেবল ইহাকে অর্থরূপে দেখিয়াছেন। ২০২৪১২৫১২৬

জ্ঞানরূপ দৃষ্টিযুক্ত মনুষ্যাগণ সেই নির্জিকার, নির্গুণ, সর্বব্যাপী স্বভাবতঃ চৈতন্ত্য স্বরূপ পরমাত্মাকেই অর্থ (দৃশ্য পদার্থ) রূপে অবলোকন করেন অর্থাৎ তাঁহারা তাহা হইতে স্বতন্ত্র আর কোন বস্তুই দেখিতে পান না। যেমন মনুষ্যেরা নিখিল ক্ষটিকমণিকে রক্তবর্ণ বস্তুর সংযোগে রক্তরূপে দর্শন করে, সেইরূপ মূঢ়গণ নির্জিকার পরমাত্মাকেও উপাধি সহযোগে বিকৃতরূপে

তস্মাদায়াহিষ্করঃ শুদ্ধো নিত্যঃ সৰ্বত্রগোহিব্যয়ঃ ।

উপাসিতব্যো মন্তব্যঃ শ্রোতব্যাশ্চ মুমুকুভিঃ ॥২৯॥

যদা মনসি চৈতন্যং ভাতি সৰ্বত্র সৰ্বদা ।

যোগিনঃ শ্রদ্ধাধানস্ত তদা সম্পদ্যাতে স্বয়ম্ ॥৩০॥

যদা সৰ্ব্বাণি ভূতানি স্বাভ্যন্যোবাভিবীৰ্যতে ।

সৰ্বভূতেষু চাশ্মানং ব্রহ্ম সম্পদ্যাতে তদা ॥৩১॥

যদা সৰ্ব্বাণি ভূতানি সমাধিস্থো ন পশুতি ।

একীভূতঃ পরেণাসৌ তদা ভবতি কেবলম্ ॥৩২॥

তদা সৰ্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেষাং হৃদি স্থিতাঃ ।

তদাসাবমৃতীভূতঃ ক্ষেমং গচ্ছতি পণ্ডিতঃ ॥৩৩॥

যদা ভূতপৃথগ্ভাবমেকম্ভূতমুপশুতি ।

তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যাতে তদা ॥৩৪॥

যদা পশুতি চাশ্মানং কেবলং পরমার্থতঃ ।

মায়ামাত্রং তদা সৰ্বং জগৎ ভবতি নির্কৃতং ॥৩৫॥

দর্শন করে। অতএব মোক্ষাভিলাষী মনুষ্যাগণ অবিনাশী, শুদ্ধ, নিত্য, সৰ্বব্যাপী, নির্ভিকার পরমাত্মারই উপাসনা করিবে। তাঁহার বিষয় মনন করিবে এবং তদ্বিষয়ক কথাসকল শ্রবণ করিবে। যখন শ্রদ্ধাযুক্ত যোগীৰ চিত্তে সৰ্বদা সমুদয় বস্তু স্বস্বরূপে প্রতিভাত হয়, তখনই তাঁহার সাক্ষাৎ তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়। যখন সে আত্মাতেই সমুদয় পদার্থ এবং সমুদয় পদার্থে আত্মাকে অবলোকন করে, তখনই সে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম স্বরূপ হয়। ২৬-৩০

যখন কোন মনুষ্য সমাধি অবস্থায় অবস্থিত হইয়া জগতের কোন পদার্থই দেখিতে পায়না, তখনই সে কেবল পরমাত্মার সহিত একীভূত হয়। তৎকালে তাঁহার হৃদয়স্থিত কামনা সকল তাহাকে ছাড়িয়া যায়, স্মৃতিরং তৎকালে সেই জ্ঞানী পুরুষ অমৃতস্বরূপ হইয়া পরমকল্যাণ লাভ করে। যে অবস্থায় মনুষ্য পদার্থনিচয়ের বিভিন্নতা সকল একত্র অবস্থিত হইতে দেখে, তদবধি তাঁহার ব্রহ্মভাব নিত্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ৩১।৩২।৩৩।৩৪

যৎকালে মনুষ্য কেবল পরমাত্মার প্রকৃত স্বরূপ দর্শন করে, তৎকালেই সেই নিবৃত্ত পুরুষের নিকট সমুদয় জগৎ মায়াময় বলিয়া প্রতিভাত হয়। যৎকালে কোন মনুষ্যের জন্ম, জরা, দুঃখ ও বাধিসমূহের একমাত্র ঔষধ

যদা জগৎ-জরা-ভুং-ব্যাদীনামেকভেষজম্ ।
 কেবলং ব্রহ্মবিজ্ঞানং জাগতেহসৌ তদা শিবঃ ॥৩৬
 যথা নদী নদা লোকে সাগরেণৈকতাং গতাঃ ।
 তদ্বদাষ্টাক্ষরেণাসৌ নিকলৈনৈকতাং ব্রজেৎ ॥৩৭
 ভাস্বাদ্বিজ্ঞানমেবাস্তি ন প্রপঞ্চো ন সংস্থিতিঃ ।
 অজ্ঞানেনাবৃতং লোকে বিজ্ঞানং তেন মুহুতি ॥৩৮
 বিজ্ঞানং নির্মলং সূক্ষ্মং নির্দিকল্পং তদব্যয়ম্ ।
 অজ্ঞানমিতরং সৰ্পং বিজ্ঞানমিতি তন্নাতম্ ॥৩৯
 এতদ্ববঃ কথিতং সাংখ্যং ভাস্বিতং জ্ঞানমুত্তমম্ ।
 সৰ্পবেদান্তসারং হি যোগতত্ত্বৈকচিত্ততা ॥৪০
 যোগাৎ সজ্জায়তে জ্ঞানং জ্ঞানাদ্যোগঃ প্রবর্ততে ।
 যোগজ্ঞানানিযুক্তশ্চ নাবাপাং বিদ্যাতে কচিৎ ॥৪১
 যদেব যোগিনো যাস্তি সাত্বিকাস্তদপি গম্যতে ।
 একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশুতি স তত্ত্ববিৎ ॥৪২

স্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হয়। তৎকালে ঐ মনুষ্য সাংখ্য শিবস্বরূপ হয়।
 যেমন নদ নদী সকল সাগরে পতিত হইয়া তাহার সহিত একত্র প্রাপ্ত হয়,
 সেইরূপ মনুষ্য মাত্রেয়ই সেই নির্দিকার অবিনাশী পরমাত্মার সহিত একতা
 লাভ করিতে যত্ন করা উচিত। অতএব জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মার অস্তিত্ব অবশ্যই
 স্বীকার করিতে হইবে। তাহার বুদ্ধিও নাই ক্ষয়ও নাই। সংসারে
 ঐ বিজ্ঞানময় আত্মা অজ্ঞানরূপ মায়া দ্বারা আচ্ছন্ন হওয়াতে মোহের অধীন
 হইয়াছে। ৩৫।৩৬।৩৭।৩৮

বিজ্ঞান (চৈতন্য) নির্মল, সূক্ষ্ম, বিকল্পশূন্য এবং অবিনাশী। তত্ত্বিন্ন
 সমুদয় বস্তুই অজ্ঞান অর্থাৎ জড়। কেবল সেই একমাত্র পুরুষই বিজ্ঞান
 শব্দের অভিধেয়। এই সাংখ্যোক্ত শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের বিষয় আপনাদিগের নিকট
 কীৰ্ত্তন করিলাম। ইহা সমুদ্র-দোণাস্ত দর্শনেরও সাবস্বরূপ। যোগ শব্দের
 অর্থ চিন্তের একাগ্রতা। যোগ হইতে জ্ঞান উৎপন্ন, এবং জ্ঞান হইতেও
 যোগের প্রবৃত্তি দৃষ্টি হয়। অতএব যে মনুষ্য যোগ ও জ্ঞান উভয়ই লাভ
 করিয়াছে, তাহার আর কোন স্থানে কিছুই অপ্রাপ্ত থাকে না। যোগ-
 পথাবলম্বিগণ যে গতি লাভ করে, সাংখ্য অর্থাৎ জ্ঞানমার্গবিচরণকারিগণও
 সেই গতি লাভ করে। অতএব যে ব্যক্তি সাংখ্য ও যোগকে অভিন্নস্বরূপে
 দর্শন করে, সেই প্রকৃত তত্ত্ববিৎ। ৩৯।৪০।৪১।৪২

লিঙ্গ পুরাণ ।

সংক্ষিপ্ত বিবরণ ।

লিঙ্গ পুরাণ অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্তর্গত ইহাতে সমস্ত দেব দেবী অপেক্ষা শিবেরই শ্রেষ্ঠত্বসম্পাদন করা হইয়াছে । পরন্তু পুরাণের যে সকল লক্ষণ কোমাদি গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে, ইহাতে তাহাদের সম্যক্ সমন্বয় দৃষ্ট হয় না । অধিকন্তু পূজা, ত্রত, ইত্যাদি ধর্ম কার্যের উল্লেখই বাহ্য্য-রূপে দৃষ্ট হয় ।

লিঙ্গপুরাণ প্রথমতঃ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, পূর্ব-ভাগ এবং উত্তরভাগ । পূর্বভাগে এক শত আটটি অধ্যায় এবং উত্তরভাগে পঞ্চাশটি অধ্যায় আছে, এবং ইহার নিজের উক্তি অনুসারে শ্লোক সংখ্যা একাদশ সহস্র ।

লিঙ্গপুরাণে ক্রমশঃ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লিখিত হইয়াছে, প্রাধানিক, প্রাকৃত এবং বৈকৃত সর্গ, ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি ও তাহার ক্রমশঃ অষ্ট প্রকার আবরণ, অণু হইতে এবং রজোগুণাশ্রয়ে মহাদেবের ব্রহ্মা রূপে উৎপত্তি এবং তাহারই বিষ্ণু ও সংহারকর্তৃক প্রতিপাদন, প্রজাপতিদিগের সৃষ্টি ব্রহ্মার দিবারাত্র ও আয়ুর গণনা, দিব্য, মনুষ্য, আর্ষ্য ধ্রুব্য এবং পৈত্র বংশের, পিতৃদিগের সম্ভূতি, আশ্রয়দিগের ধর্ম, দেবীর শক্তিরূপে উদ্ভব, ব্রহ্মার স্ত্রীপুস্তাব ও সৃষ্টি, ব্রহ্মা বিষ্ণুর বিবাদ, পুনর্ব্বার লিঙ্গের উৎপত্তি, শিলাদের তপস্যা, এবং ইন্দ্রের সহিত তাহার সম্বাদ, রাসের অবতারণা, কল্প,

মম্বন্তর, এবং কল্পভেদ ও তাহাদিগের সংজ্ঞা, বরাহকল্পে
 বিষ্ণুর বরাহরূপে অবতার, মেঘবাহন কল্পের বৃভাস্ত্র, রুদ্রের
 গৌরব, ঋষিদিগের মধ্যে শিবলিঙ্গের উদ্ভব, লিঙ্গের আরধনা;
 স্নানবিধি, শৌচলক্ষণ, বারানসীর মাহাত্ম্য, রুদ্র ও বিষ্ণুর
 গীঠস্থানের সংখ্যা, স্বারোচিষ মম্বন্তরে দক্ষের ভূমিতে পতন,
 দক্ষের প্রতি শাপ ও তাঁহার মোচন, কৈলাসের বর্ণন, পাশু-
 পতযোগের স্বরূপনির্দেশ, চতুষ্রুগের পরিমাণ, যুগধর্ম্য,
 যুগসম্ভার পরিমাণ, সন্ধ্যার বৃত্ত, মহাদেবের শ্মশানাশ্রয়,
 চন্দ্রলেখার উৎপত্তি, মহাদেবের বিবাহ, পুত্রোৎপাদন,
 দেবতাদিগের প্রতি পার্শ্বতীর শাপ, কার্তিকের উৎপত্তি,
 গ্রহাদিকালে শিবলিঙ্গ স্থাপনের ফল, পতিব্রতার আখ্যান,
 পশু ও পাশের বিচার, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি জন্য জ্ঞান, বশিষ্ঠ-
 তনয় দিগের উৎপত্তি ও তাহাদিগের বংশ বিস্তার, কৌশিক-
 রাজাকর্তৃক শক্তির বিনাশ, কৌশিকের উপদ্রব, সুরভির
 বন্ধন, বশিষ্ঠের পুত্রশোক, পরাশরের উৎপত্তি, ব্যাস ও
 শুকের উৎপত্তি, শক্তিপুত্র কর্তৃক রাক্ষসদিগের বিনাশ, সমু-
 দয় ভুবনের পরিমাণ, গ্রহ ও জ্যোতির্ময় নক্ষত্রাদির গতি,
 নানাবিধ শ্রাব্দের কথন, অধ্যয়নের লক্ষণ, পঞ্চযজ্ঞের প্রভাব
 ও অনুষ্ঠানবিধি, রজস্বলাদিগের নিয়ম, স্ত্রীপুরুষের আচরণ,
 ভোজ্যভোজ্যের বিচার, সমুদয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত, নরক-
 দিগের স্বরূপ, কর্ম্মানুরূপ দণ্ড, জন্মান্তরে স্বর্গী ও নারকী
 পুরুষ দিগের চিহ্ন, নানাবিধ দান, যমপুরের বর্ণন, পঞ্চাঙ্গের
 মন্ত্রের সাধনপ্রণালী, রুদ্রমাহাত্ম্যের বর্ণন, বৃত্র ও ইন্দ্রের
 যুদ্ধ, খেত ও মৃত্যুর সংবাদ, মহাদেবের দেবদারু বনে
 প্রবেশ, সূর্যদর্শনের আখ্যান, ক্রম সম্যাস লক্ষণ, মধু ও কৈটভ-

কর্তৃক ত্রক্ষার গতি হরণ, হরির মৌনাবলম্বন, লীলাহেতু সর্কীবস্থায় উৎপত্তি, রুদ্রের প্রসাদে বিষ্ণু ও জিষ্ণুর উৎপত্তি, সমুদ্রমন্ধানবসরে মন্ধান দণ্ডের ধারণার্থ বিষ্ণুর কুশ্মররূপ গ্রহণ, সঙ্কর্ষণের উৎপত্তি, যজু দিগের সন্তুতি, হরির যাদব রূপে অবতার, কংসের দৌরাগ্ন্য, হরির জলজ্রীড়া, ভূতার হরণার্থ হরিকর্তৃক শঙ্করের আরাধনা, বেণতনয় পৃথু কর্তৃক পৃথিবীর দোহন ; বিষ্ণুর প্রতি ভৃগুর শাপ, দুর্বাসা ও পিণ্ডারক-বাসিদিগের শাপে যজুবংশ ধ্বংস, জলঙ্কর দৈত্যের বধ, এবং মহাদেবের নানাবিধ চেষ্টা ও প্রভাবের বর্ণন ।

বিষ্ণুপুরাণাদিতে যে সকল ঘটনায় বিষ্ণুর প্রভাব ও মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে, এই পুরাণে সেই সকল ঘটনায় শিবের প্রভাব ও মাহাত্ম্য নির্দিষ্ট হইয়াছে এবং সমুদয় মূর্তি অপেক্ষা লিঙ্গমূর্তির আধিক্য বর্ণিত হইয়াছে ।

লিঙ্গপুরাণের ভাষা অনেক স্থলেই কর্কশ এবং তুর্কৌধ । ভাষা দেখিয়া ইহাকে একখানি আধুনিক নিবন্ধ বলিয়াই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় ।

যযাত্যুপাখ্যান ।

হৃত উবাচ ।

ঐলঃ পুঙ্করবা নাম রুদ্রভক্তঃ প্রতাপবান্ ।
চক্রে স্বকণ্টকং রাজ্যং দেশে পুণ্যতমে দ্বিজাঃ ॥১
উত্তরে যমুনাতীরে প্রয়াগে মুনিসেবিতৈ ।
প্রতিষ্ঠানাদিপিঃ শ্রীমান্ প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠিতঃ ॥২
তস্ত সপ্তাভবন্ পুত্রাঃ সর্বে বিতততেজসঃ ।
গন্ধর্বলোকবিদিতাঃ ভবভক্তা মহাবলাঃ ॥৩
আয়ুর্মাযুর্মাযুশ্চ বিখ্যায়ুশ্চৈব বীৰ্য্যবান্ ।
শ্রুতায়ুশ্চ শতায়ুশ্চ দিব্যাশ্চৈবোর্কশীমুতাঃ ॥৪
আয়ুষন্তনয়া বীরাঃ পট্টবাসন্ মহোজসঃ ।
স্বর্ভানুতনয়ায়াং তে প্রভায়াং জজ্ঞিরে নৃপাঃ ॥৫
নহসঃ প্রথমন্তেষাং ধর্মজ্ঞো লোকবিশ্রুতঃ ।
নহমস্ত তু দায়াদাঃ ষড়্ভ্রোপমতেজসঃ ।

হৃত বলিলেন, হে ব্রাহ্মণগণ! অত্যন্ত প্রতাপশালী রুদ্রভক্ত ইলার পুত্র পুঙ্করবা নামে রাজ্য অতি পবিত্র প্রয়াগ ক্ষেত্রে নিফটক রাজ্য করিয়াছিলেন। যমুনার উত্তর তীরে মুনিগণসেবিত ঐ প্রয়াগ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান-নামী নগরীতেই তাঁহার রাজধানী ছিল। তাঁহার সাতটি পুত্র উৎপন্ন হয়। সকলেই অত্যন্ত তেজস্বী, গন্ধর্বলোকে বিখ্যাত, মহাবলপরাক্রান্ত এবং মহাদেবের ভক্ত ছিল, তাঁহাদের নাম যথা আয়ু, মাযু, অমায়ু, বিখায়ু, শ্রুতায়ু এবং শতায়ু। ইহারা সকলেই উর্কশীর গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছিল এবং দিব্যস্বভাবসম্পন্ন ছিল। ইহাদের মধ্যে আয়ুর ঔরসে স্বর্ভানুতনয়া প্রভার গর্ভে পাচজন মহাতেজস্বী নরপতি উৎপন্ন হইয়াছিল। ১১২৩৪৫

তাঁহাদের মধ্যে নহষ জ্যেষ্ঠ, ধর্মজ্ঞ এবং লোকে বিখ্যাত হইয়াছিল। পিতৃদিগের কন্ডা বিরজার গর্ভে ইন্দ্রতুলা তেজস্বী নহষের ছয়টি পুত্র হয়। যতি, যযাতি, সংযাতি, আযাতি, অজক, এবং বিযাতি। এই ছয় জনই

উৎপন্ন পিতৃকল্যাণং বিরজায়াং মহৌজসঃ ।
 যাতির্যযাতিঃ সংযাতিরায়্যতিঃ পঞ্চমোহঙ্করঃ ॥৩৭
 বিযাতিশ্চেতি যড়িমে সর্কে প্রথাতকীর্তয়ঃ ।
 যতির্জ্যোষ্ঠস্ত তেষাং বৈ যযাতিস্ত ততোহবরঃ ॥৪
 যতি জ্যোষ্ঠস্ত মোক্ষার্থী ব্রহ্মভূতোহভবৎ প্রভুঃ ।
 তেষাং যযাতিঃ পঞ্চানাং মহাবলপরাক্রমঃ ॥৯
 দেবযানীমুশনসঃ সূতাং ভার্য্যামবাপ সঃ ।
 শর্মিষ্ঠামাসুরীকৈব তনয়াং বৃষপর্কণঃ ॥১০
 যদৃক তুর্ক্সুতৈকৈব দেবযানী ব্যজায়ত ।
 তাবুভৌ শুভকর্মাণৌ স্ততো বিদ্যাবিশারদৌ ॥১১
 দ্রহ্মকামুঞ্চ পুরুঞ্চ শর্মিষ্ঠা বার্ষপর্কণী ।
 যযাতয়ে রথং তস্মৈ দদৌ শুক্রঃ প্রতাপবান্ ॥
 তোষিতস্তেন বিপ্রেক্তঃ প্রীতঃ পরমভাস্বরম্ ।
 সূসঙ্গং কাঞ্চনং দিব্যমক্ষয়ে চ মহেবুদী ॥১২।১৩
 যুক্তং মনোজবৈরশৈর্ষেন কল্যাং সমুদ্রহং ।
 স তেন রথমুখ্যেন যগ্নাসেনাজয়ন্নহীম্ ॥১৪

বিখ্যাতকীর্তিশালী হইয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে যতি জ্যোষ্ঠ, যযাতি
 তাহার অমুজ। জ্যোষ্ঠ যতি মোক্ষার্থী হইয়া ব্রহ্মভূতেই লীন হইয়াছিল।
 অপর পাঁচজনের মধ্যে যযাতি মহাবল পরাক্রান্ত হইয়াছিলেন এবং শুক্রের
 কন্যা দেবযানীর এবং বৃষপর্কণনামক অসুরের কন্যা শর্মিষ্ঠার পাণিগ্রহণ
 করিয়াছিলেন। ৬।৭।৮।৯।১০

তন্মধ্যে দেবযানী যদু এবং তুর্ক্সু নামে দুইটি পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন।
 ইহারা উভয়েই শুভকর্মান্বকারী, প্রশংসিত এবং সর্ব বিদ্যায় বিশারদ
 হইয়াছিল। বৃষপর্কণের কন্যা শর্মিষ্ঠা, দ্রহ্ম, অমু, এবং পুরু এই তিনটি পুত্র
 প্রসব করিয়াছিল। পূর্বে দ্বিজকুলের শ্রেষ্ঠ অত্যন্ত প্রভাবশালী শুক্র যযাতি
 কর্তৃক সন্তোষিত হইয়া, তাহার উপর প্রীত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে
 একখানি অতিশয় ভাস্বর, সুনির্মিত, সূবর্ণময় দিব্যরথ এবং অক্ষয় তুণীরদ্বয়
 দান করিয়াছিলেন। ঐ রথবাহী তুরঙ্গেরা মনের ছায়া বেগবান্ ছিল। ঐ রথে
 আরোহণ করিয়াই তিনি বিবাহের পর শুক্রের কন্যা দেবযানীকে আনয়ন
 করিয়াছিলেন। যযাতি সেই শ্রেষ্ঠ রথপ্রভাবে ছয়মাসের মধ্যেই সমগ্র
 পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন। ১১।১২।১৩।১৪

যযাতিৰ্যুধি ছুৰ্ধৰ্ষোদেবদানবমাহুতৈঃ ।
 ভবভক্তস্ত পুণ্যাত্মা ধৰ্ম্মনিষ্ঠঃ সমঞ্জসঃ ॥
 যজ্ঞরাজী জিতক্রোধঃ সৰ্বভূতাহুকম্পনঃ ।
 কোরবাণাঞ্চ সৰ্ষেযাং শ্ৰো ভবদ্রথ উত্তমঃ ॥১৫।১৬
 অভ্যষিঞ্চং পুৰুষং পুত্ৰং যযাতির্নাহবঃ প্রভুঃ ।
 কৃতোপকারন্তেনৈব পুরুষা দ্বিজসন্তমাঃ ॥১৭
 অভিষেক্তু কামঞ্চ নৃপং পুৰুষং পুত্ৰং কনীয়সং ।
 ব্রাহ্মণপ্রমুখা বর্ণা ইদং বচনমক্ৰবন্ ॥১৮
 কথং শুক্ৰশ্চ নপ্তারং দেবযাত্নাঃ সূতং প্রভো ।
 জ্যেষ্ঠং যদুমতিক্রম্য কনীয়ান্ রাজ্যমর্হতি ॥
 এতে সৰ্ষোধয়ামন্ত্যাং ধৰ্ম্মঞ্চ অহুপালয় ॥২০

যযাতিরূবাচ ।

ব্রাহ্মণপ্রমুখা বর্ণাঃ সৰ্ষে শৃণুস্ত মে বচঃ ।
 জ্যেষ্ঠং প্রতি যথা রাজ্যং ন দেয়ং মে কথঞ্চন ॥২০

যযাতি যুদ্ধে দেব, দানব এবং মনুয্যাদিগের অজেয়, অতিশয় পবিত্র,
 ধৰ্ম্মপরায়ণ, পক্ষপাতশূন্য, নানাবিধ যজ্ঞের অমুষ্ঠানকারী, জিতক্রোধ, সমুদয়
 প্রাণীতে দয়াবান্ এবং মহাদেবের ভক্ত ছিলেন। যযাতি হইতে অধন্তন
 সমস্ত কোরব নৃপতি সেই রথের অধিকারী হইয়াছিলেন। ১৫।১৬

হে ব্রাহ্মণগণ, নহষের পুত্র যযাতি কোন সময়ে আপনার কনিষ্ঠ
 পুত্র পুরুহইতে বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হইয়া তাহাকেই রাজ্যে অভিষিক্ত
 করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণাদি নানাবর্ণের প্রজাগণ যযাতিকে
 কনিষ্ঠ পুত্র পুরুকে রাজ্যাভিষিক্ত করিতে অভিলাষী দেখিয়া এইরূপ
 বলিয়াছিল। হে প্রভো, কি নিমিত্ত শুক্ৰের দৌহিত্র দেবযানীর পুত্র
 সৰ্ষজ্যেষ্ঠ যুদ্ধে অতিক্রম করিয়া সৰ্ষকনিষ্ঠ পুরু রাজ্য লাভে অধিকারী
 হইল? আমরা সকলে সমবেত হইয়া আপনার নিকট এই প্রার্থনা
 করিতেছি, আপনি স্বধৰ্ম্মের প্রতিপালন করুন। ১৫।১৬।১৭।১৮।২০

যযাতি বলিলেন, হে ব্রাহ্মণাদি বর্ণগণ, আপনারা সকলে শ্রবণ করুন,
 আমি যে নিমিত্ত জ্যেষ্ঠ যুদ্ধকে কখনই রাজ্য দিবনা বলিয়া কল্পনা করিয়াছি।
 আমার জ্যেষ্ঠপুত্র যদু আমার আজ্ঞা প্রতিপালন করে নাই, এবং সৰ্ষদা

যম জ্যেষ্ঠেন বহুনা নিয়োগোনাহুপালিতঃ ।
 প্রতিকূলমতিশ্চৈব ন স পুত্রঃ সত্যাকৃতঃ ॥২১
 মাতাপিত্রোর্কচনকুৎ সদৃতিঃ পুত্রঃ প্রশস্ততে ।
 স পুত্রঃ পুত্রবৎ যন্ত বর্ততে মাতৃপিতৃষু ॥২২
 বহুনাহমবজ্ঞাতস্তথা তুর্কস্মনাপি চ ।
 ক্রহেণ চাহুনাটৈব মযাবজ্ঞা কৃতা ভ্রশম্ ॥২৩
 পুরুণা চ কৃতং বাক্যং মানিতশ্চ বিশেষতঃ ।
 কনীয়ান্ মম দায়াদো জরা যেন ধৃত্য মম ॥২৪
 শুক্রেণ স সমাদিষ্টা দেবযাত্নাঃ কৃতে জরা ।
 প্রার্থিতেন পুনস্তেন জরা সঞ্চারিণী কৃতা ॥২৫
 শুক্রেণ চ বরো দত্তঃ কাব্যোনোশনসা স্বয়ম্ ।
 পুত্রো যন্তাহুবর্তেত স তে রাজ্যধরত্বিতি ।
 ভবন্তোহি পামুজানন্ত পুরুরাজ্যোহি ভিষিচ্যতে ॥২৬
 প্রকৃতয় উচুঃ ।
 যঃ পুত্রো গুণসম্পন্নো মাতাপিত্রোর্হিতঃ সদা ।
 সর্বমহতি কল্যাণং কনীয়ানপি স প্রভুঃ ॥২৭

আমার অন্তর চিন্তা করে, অতএব সে সাধুসম্মত পুত্র নহে, যে পুত্র
 মাতাপিতার প্রতি পুত্রের উচিত ব্যবহার করে, সেই সপুত্র। যহু, তুর্কস্ম,
 ক্রহ, ইহারা সকলেই আমার প্রতি অত্যন্ত অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছে।
 পুরু আমার বাক্য প্রতিপালন করিয়াছে। সে আমার কনিষ্ঠ পুত্র হইলেও
 তাহাকে রাজ্যভাগী করিতেছি, কারণ সে আমার বান্ধব্য গ্রহণ
 করিয়াছিল। ১২০।২১।২২।২৩।২৪

দেবযানীর নিমিত্ত শুক্রেই শাপ প্রদান করিয়া আমাকে জরাগ্রস্ত
 করিয়াছিলেন। অনন্তর অনেক প্রার্থনা করিলে, তিনি সেই জরাকে সঞ্চারিণী
 করিয়া এই বর প্রদান করেন যে, যে পুত্র তোমার এই জরা গ্রহণ করিবে,
 সেই রাজ্যের অধিকারী হইবে। অতএব আপনার মকলে অমুমোদন করুন,
 পুরুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করি। ১২৫।২৬

প্রজাগণ বলিল, যে পুত্র সমুদায় গুণশালী, সদা মাতাপিতার হিত
 অমুষ্ঠান করে, সে সর্বকনিষ্ঠ হইলেও সর্বপ্রকার মঙ্গল লাভের যোগ্য।
 অতএব যে পুত্র আপনার বচন প্রতিপালন করিয়াছে, সেই পুরুই আপনার

অহঃ পুরুষদং রাজ্যং যঃ স্মৃতো বাক্যকৃতং তব।

যরদানেন শুক্রস্ত ন শক্যং কর্তু মন্তথা ॥২৮

স্মৃত উবাচ।

এবং জানপদৈষ্টৈষ্টৈরিত্যুক্তো নাহবন্তদা।

পুত্রসংক্রামিতশ্চিহ্ন হর্ষনির্ভরমানসঃ।

প্রীতিমানভবদ্রাজা তারমাবেশ্য বন্ধুযু ॥২৯

অত্র গাথা মহারাজা পুরা গীতা যযাতিনা।

যাতিঃ প্রত্যাহরেৎ কামান্ সর্কতোহঙ্গানি কূর্মবৎ ॥৩০

তাতিরেব নরঃ শ্রীমান্ নাশ্রুথা কৰ্ম্মকোটিকৃতং।

ন জাতু কামাঃ কামানাং উপভোগেন শামাতি।

ইবিষা কৃষ্ণবস্মৈব ভূয়এষাভিবর্দ্ধিতে ॥৩১

যৎ পৃথিব্যাং ত্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ।

নালমেকশ্চ তৎ সর্কমিতি মন্তা শমং ব্রজেৎ ॥৩২

যদা ন কুরুতে ভাবং সর্কভূতেষু পাপকম্।

কৰ্ম্মণা মনসা বাচা ব্রহ্ম সম্পদাতে তদা ॥৩৩

রাজ্যে অধিকারী হইবার যোগ্য। বিশেষ এ বিষয়ে যখন শুক্রের বর আছে, তখন আঘরা তাহার অন্তথা করিতে পারিনা। ১২৭।২৮

স্মৃত বলিলেন, সন্তুষ্ট প্রজাগণ কর্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া নহবের পুত্র যযাতি অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে পুত্রকে রাজ্যের অধিকারী করিয়া এবং বন্ধুগণের উপর তাহার রক্ষার ভার স্থাপন করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন। অনন্তর মহারাজা যযাতি এই গাথা গান করিয়াছিলেন। যে গাথা শ্রবণ করিয়া মনুষ্য সকল, যেরূপ কুৰ্ম্ম আপনার অঙ্গ সংকুচিত করে, সেইরূপ সমুদায় কামের সংকোচ করিবে। এবং তাহাতেই সম্পদশালী হইবে, অশ্রোন্ত সহস্র কর্ম করিলেও সেইরূপ হইবে না। উপভোগে কখনই বিষয়াভিলাষ শাস্তিলাভ করে না, প্রত্যুত স্তন্যদ্বারা অগ্নি যেমন বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ বৃদ্ধিই প্রাপ্ত হয়। এই পৃথিবীতে যত প্রকার শস্ত আছে এবং যে পরিমাণে স্রবণ, পশু ও জী আছে, সেই সমস্ত একজনের তৃপ্তিপ্রদ হয় না। অর্থাৎ যদি এক ব্যক্তি ঐ সমস্ত লাভ করে, তাহাতেও তাহার তৃপ্তি হয় না, ইহা বিবেচনা করিয়াই শাস্তি লাভ করিবে। যখন মনুষ্য কোন প্রাণির প্রতি শারীরিক চেষ্টা মন, ও বাক্য দ্বারা পাশাচরণ না করে, তখনই সে ব্রহ্ম পদ প্রাপ্ত হয়। ২৯।৩০।৩১।৩২।৩৩

যদা পরাম্ বিভেতি পরে চান্মান বিভাতি ।
 যদা ন নিম্নেন্ন দ্বৈষ্ট বৃক্ষ সম্পাদ্যতে তদা ॥৩৪
 যা হস্তাজা ভূমতিতিথা ন জীৰ্য্যতি জীৰ্য্যতঃ ।
 যোহসৌ প্রাণান্তিকো রোগস্তাং তৃষ্ণাং তাজতঃ সুখম্ ॥৩৫
 জীৰ্য্যন্তি জীৰ্য্যতঃ কেশা দন্তা জীৰ্য্যন্তি জীৰ্য্যতঃ ।
 চক্ষুঃশ্রোত্রে চ জীৰ্য্যতে তৃষ্ণেকা নিরুপদ্রবা ॥৩৬
 জীৰ্য্যন্তি দেহিনঃ সর্বে স্বভাবাদেব নান্যথা ।
 জীবিতাশা ধনাশা চ জীৰ্য্যতোহপি ন জীৰ্য্যতে ॥৩৭
 যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহাসুখম্ ।
 তৃষ্ণাক্ষয়সুখৈত্ততং কলাং নারহতি ষোড়শীম্ ॥৩৮
 এবমুক্তু স রাজর্ষিঃ সদারঃ প্রাবিশদ্বনম্ ।
 ভৃগুতুঙ্গ তপস্তপ্তা তত্রৈব চ মহাযশাঃ ।
 সাধয়িত্বা ত্বনশনং সদারঃ স্বর্ণমাপ্তবান্ ॥৩৯

যখন মনুষ্য অপরকে ভয় করে না বা অপরের ভয়ের কারণ হয় না, কাহারও নিন্দা বা ঘেঁষ করে না, তখনই ব্রহ্মলাভ করে। যে তৃষ্ণা ভূমতিগণ-কর্তৃক হস্তাজা, যাহা বৃদ্ধাবস্থায়ও হীনবল হয় না এবং যাহা প্রাণান্ত পর্য্যন্ত স্থায়ী রোগের স্বরূপ, সেই তৃষ্ণাকে পরিত্যাগ করিলেই সুখলাভ হয়। বৃদ্ধাবস্থায় কেশ নষ্ট হয়, দন্ত বিগলিত হয়, চক্ষু ও কর্ণ শক্তিহীন হয়। কিন্তু কেবল তৃষ্ণাই নিরুপদ্রবে অবস্থান করে। দেহীদিগের স্বভাবতঃই সমুদায় বিনষ্ট হয়, কিন্তু বৃদ্ধাবস্থায়ও ধনাশা ও জীবিতাশা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। ৩৪।৩৫।৩৬।৩৭

ইহলোকে অভীষ্টলাভে যে সুখ হয় এবং যে সুখ স্বর্গীয় বলিয়া সর্ক্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠরূপে কল্পিত হয়, সেই সমুদায় সুখই তৃষ্ণাক্ষয় সুখের ষোড়শী কলার যোগ্য নহে। সেই মহাযশা রাজর্ষি যযাতি এই কথা বলিয়া আপনার জীৱ সহিত বনে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং সেইস্থানে ভৃগুতুঙ্গ নামক পুরুষে তপস্তা করিয়া অনশন ব্রতে প্রাণ পরিত্যাগ পূর্বক স্বর্গলাভ করিয়াছিলেন। ৩৮।৩৯

বায়ুপুরাণ ।

সংক্ষিপ্ত বিবরণ ।

বায়ুপুরাণ এবং শিবপুরাণ, এই দুই খানির মধ্যে কোন খানি মহাপুরাণের অন্তর্গত ? এই প্রশ্ন লইয়া, ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন কাল হইতে, বিষম বিবাদ চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এ পর্য্যন্ত ইহার সম্ভোষণজনক সিদ্ধান্ত কিছুই হয় নাই । কেহ বলেন, বায়ুপুরাণই মহাপুরাণ এবং শিবপুরাণ উপপুরাণ । অপরে আবার ইহার ঠিক বিপরীত মত প্রকাশ করেন । অন্যদিকে কোন কোন পণ্ডিত শিবপুরাণকে বায়ুপুরাণের সহিত অভিন্ন বলিয়া নির্দেশ করেন, এবং অপরে শিবপুরাণের অন্তর্গত বায়বীয় সংহিতাকেই বায়ুপুরাণ বলিয়া নির্দেশ করেন । এই শেষোক্ত পণ্ডিতগণ স্বকীয় বুদ্ধির কোশলে এই উভয়েরই মহাপুরাণত্ব রক্ষা করিয়া, উক্ত চিরবিবাদের একরূপ মীমাংসা করিতে ইচ্ছা করেন । কিন্তু আমরা এক্ষণে বায়ুপুরাণ, শিবপুরাণ এবং বায়বীয়সংহিতার যে সকল হস্ত লিখিত পুস্তক পাইয়াছি, তাহা পাঠ করিয়া বুঝিয়াছি যে, উহাদের নাম মাত্র ভিন্ন নহে, বিষয়গুলিও পরস্পর সম্পূর্ণ বিভিন্ন ।

মৎস্যপুরাণে বায়ুপুরাণেরই মহাপুরাণত্ব স্বীকৃত হইয়াছে এবং কথিত হইয়াছে যে,* “শ্বেত, কল্প, আশ্রয় করিয়া, বায়ু

*শ্বেতকল্পপ্রসঙ্গেন ধর্ম্মান্ বায়ুরিহাত্রবীৎ ।

যত্রৈতৎবায়বীয়ং শ্রাদ্ধস্রমাহাশ্রাসংযুতম্ ॥

চতুর্বিংশৎ সহস্রাণি পুরাণং তদিহোচ্যতে ।

বায়ুপুরাণ ।

অনুসঙ্গপাদ—৩৭ অধ্যায় ।

মগধবংশীয় ভবিষ্যৎ রাজাদিগের কথা ॥

অত উৰ্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি মাগধেশান্ বৃহদ্রথান্ ।
জরাসন্ধস্য যে বংশে সহদেবায়ুয়ে নৃপাঃ ॥১
সংগ্রামে ভারতে তস্মিন্ সহদেবো নিপাতিতঃ ।
সোমাদিস্তস্ত তনয়ো রাজর্ষিঃ স গিরিব্রজে ॥২
পঞ্চাশতং তথাষ্টৌ চ সমা রাজ্যমকারয়ৎ ।
শ্রুতশ্রবাঃ চতুষষ্টিসমাস্তস্ত স্মৃতোহভবৎ ॥৩
অযুতায়ুস্ত বড়্‌বিংশং রাজ্যং বর্ষণ্যকারয়ৎ ।
সমাঃ শতং নিরামিত্রো মহীং ভুক্ত্বা দিবঙ্গতঃ ॥৪
পঞ্চাশতং সমাঃ ষট্ চ স্ককৃতঃ প্রাপ্তবান্ মহীং ।
ত্রয়োবিংশং বৃহৎকর্ম্মা রাজ্যং বর্ষণ্যকারয়ৎ ॥৫
সেনাজিৎ সাম্প্রতং চাপি এতাং বৈ ভূজ্যতে ক্ষমাম্ ।
শ্রুতঞ্জয়স্ত বর্ষণি চত্বারিংশং ভবিষ্যতি ॥৬

ইহার পর, মগধদেশীয় বৃহদ্রথ জরাসন্ধের বংশীয়দিগের অর্থাৎ জরাসন্ধের পুত্র সহদেবের বংশে যে সকল নৃপতি উৎপন্ন হইয়াছে ও হইবে, তাহাদের কথা বলিতেছি। জরাসন্ধের পুত্র সহদেব ভারতযুদ্ধে নিহত হইলে, তাঁহার পুত্র রাজর্ষি সোমাদি গিরিব্রজ নগরে অষ্টপঞ্চাশৎ বৎসর রাজ্য করিয়াছিলেন। সোমাদির পুত্র শ্রুতশ্রবা চৌষটি বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার পুত্র অযুতায়ু ছাঞ্চিক বৎসর পৃথিবী পালন করিয়াছিলেন। তাহার পর নিরামিত্র নামক নৃপতি একশত বৎসর পৃথিবী ভোগ করিয়া সুরলোকে গমন করেন। তদনন্তর স্ককৃত নামক নরপতি ছাপ্পান্ন বৎসর পৃথিবী শাসন করেন। পরে বৃহৎকর্ম্ম ত্রয়োবিংশতি বৎসর পৃথিবীতে রাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন। এক্ষণে সেনাজিৎ নামক নৃপতি রাজ্যের অবীক্ষর হইয়াছেন। (১) ইহার পর শ্রুতঞ্জয় নামক নরপতি চল্লিশ বৎসর রাজ্য ভোগ করিবেন ॥১—৬

(১) ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, এই সেনাজিৎের সময়েই বায়ুপুরাণ বর্তমান

মহাবাহুর্মহাবুদ্ধির্মহাভীমপরাক্রমঃ ।
 পঞ্চত্রিংশত্তু বর্ষাণি মহীং পালয়িতা নৃপঃ ॥৭
 অষ্টপঞ্চাশতং চাকান্ রাজ্যে স্থাস্যতি বৈ শুচিঃ ।
 অষ্টাবিংশৎসমাঃ পূর্ণাঃ ক্ষেমো রাজা ভবিষ্যতি ॥৮
 ভুবতন্তু চতুঃষষ্ঠী রাজ্যং প্রাপ্যসতি বীৰ্য্যবান্ ।
 পঞ্চবর্ষাণি পূর্ণানি ধর্ম্মনেত্রো ভবিষ্যতি ॥৯
 অষ্টাত্রিংশৎ সমা রাজ্যং সুরতন্তু ভবিষ্যতি ।
 চত্বারিংশদশাষ্ট্রী চ দৃঢ়সেনো ভবিষ্যতি ॥১০
 ত্রয়ত্রিংশত্তু বর্ষাণি স্তমতিঃ প্রাপ্যতে ততঃ ।
 দ্বাবিংশতিসমা রাজ্যং সূচলো ভোক্ষ্যতে ততঃ ॥১১
 চত্বারিংশৎসমা রাজা স্তনেত্রো ভোক্ষ্যতে ততঃ ।
 সত্যজিৎ পৃথিবীরাজ্যং ত্র্যশীতিং ভোক্ষ্যতে সমাঃ ॥১২
 প্রোপ্যোমাং বীরজিচ্চাপি পঞ্চত্রিংশত্তবিষ্যতি ।
 অরিঞ্জয়ন্তু বর্ষাণি পঞ্চাশৎ প্রাপ্যতে মহীম্ ॥১৩
 দ্বাত্রিংশচ্চ নৃপা হ্যেতে ভবিতারো বৃহদ্রথঃ ।
 পূর্ণং বর্ষসহস্রং বৈ তেষাং রাজ্যং ভবিষ্যতি ॥১৪

শ্রুতঞ্জয়ের পর, অতিশয় ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী, তীক্ষ্ণবীশক্তি সম্পন্ন, মহাবাহু নামক নরপতি পঁয়ত্রিশ বৎসর পৃথিবী পালন করিবেন। পরে শুচি নামক নৃপতি আটাল্ল বৎসরের জন্তু সিংহাসনে অধিরূঢ় হইবেন। তদনন্তর বীৰ্য্যবান্ ক্ষেম নামক রাজা সম্পূর্ণ আটাইশ বৎসর রাজত্ব করিবেন। ক্ষেমের পর, ভুবত নামক নৃপতি চৌষষ্টি বৎসর রাজ্য পালন করিবেন। তদনন্তর, ধর্ম্মনেত্র পূর্ণ পাঁচ বৎসর রাজ্যভোগ করিবেন। পরে সুরত আটত্রিশ বৎসর, দৃঢ়সেন আটচল্লিশ বৎসর, স্তমতি তেত্রিশ বৎসর, সূচল বাইশ বৎসর, স্তনেত্র চল্লিশ বৎসর, সত্যজিৎ তিরিশী বৎসর, বীরজিৎ পঁয়ত্রিশ বৎসর এবং অরিঞ্জয় পঞ্চাশ বৎসর, যথাক্রমে রাজ্যভোগ করিবেন। বৃহদ্রথবংশীয় উক্ত বত্রিশ জন নৃপতির রাজ্যকাল সম্পূর্ণ সহস্র বৎসর। ৭-১৫

আকারে সঙ্কলিত হইয়াছে। গ্রন্থকার সত্যের সম্মুখে আপনাদি প্রাচীনত্ব রক্ষার চেষ্টা একেবারে বিস্মৃত হইয়া গেলো “সাপ্তম্যং” শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন।

বৃহদ্রথেষ্টীতেষু বীতিহোত্রেষু বর্তিষু ।
 সুনিকঃ স্বামিনং হত্বা পুত্রং সমভিষেক্যতি ॥১৬
 মিষতাং ক্ষত্রিয়াণাং হি প্রদ্যোতো সুনিকো বলাৎ ।
 স বৈ প্রণতসামন্তো ভবিষ্যে নয়বর্দ্ধিতঃ ॥১৭
 ত্রয়োবিংশৎসমা রাজা ভবিতা স নরোত্তমঃ ।
 চতুর্বিংশৎসমা রাজা পালকো ভবিতা ততঃ ॥১৮
 বিশাখযুগো ভবিতা নৃপঃ পঞ্চাশতীং সমাঃ ।
 একত্রিংশৎসমা রাজ্যমজকন্তু ভবিষ্যতি ॥১৯
 ভবিষ্যতি সমা বিংশৎ তৎসুতো বর্তি-বর্দ্ধনঃ ।
 অষ্টাত্রিংশচ্ছতং ভাব্যাঃ প্রদ্যোতাঃ পঞ্চ তে সূতাঃ ॥২০
 হত্বা তেষাং যশঃকৃৎস্নং শিশুনাকো ভবিষ্যতি ।
 বারাগস্তাং সূতন্তস্য সংপ্রাপ্যতি গিরিত্রজম্ ॥২১
 শিশুনাকস্য বর্ষাণি চত্বারিংশত্ত্ববিষ্যতি ।
 শাকবর্ণঃ সূতন্তস্য ষট্‌ত্রিংশচ্চ ভবিষ্যতি ॥২২
 ততস্ত্ব বিংশতিং রাজা ক্ষেমধর্ম্মা ভবিষ্যতি ।
 অজ্ঞাতশক্রভবিতা পঞ্চবিংশৎ সমা নৃপঃ ॥২৩

বৃহদ্রথবংশীয়দিগের রাজ্যকাল অতীত হইলে এবং বীতিহোত্রবংশীয়গণ
 রাজ্যশাসনে প্রবৃত্ত হইলে, সুনিকনামক কোন অমাত্য ছিদ্রায়েষী ক্ষত্রিয়-
 দিগের সমক্ষেই স্বীয় স্বামীকে হত্যা করিয়া স্বকীয় পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত
 করিবে। তাহার পুত্র প্রদ্যোতনামক সুনিক নীতিহীন হইবে এবং বল
 পূর্বক সামন্তদিগকে প্রণত করিয়া তেত্রিশ বৎসর রাজত্ব করিবে।
 প্রদ্যোতের পর যথাক্রমে পালক চব্বিশ বৎসর, বিশাখযুগ পঞ্চাশ বৎসর,
 অজক একত্রিশ বৎসর এবং অজকের পুত্র বর্ষিবর্দ্ধন বিংশতি বৎসর রাজ্য
 করিবে। প্রদ্যোতবংশীয় উক্ত পাঁচজন রাজার রাজত্ব কাল একশত
 আটত্রিশ বৎসর মাত্র। ১৬।১৭।১৮।১৯।২০

প্রদ্যোতবংশীর অন্তিম নৃপতি যশঃকৃৎস্নকে বধ করিয়া শিশুনাক স্বয়ং
 রাজা হইবে। শিশুনাকের পুত্র তৎকালে বারাগসীতে অবস্থিত হইয়া গিরি-
 ত্রজ প্রদেশের অধিকার প্রাপ্ত হইবে। শিশুনাকের রাজত্বকাল চল্লিশ বৎসর
 এবং তাহার পুত্র শাকবর্ণের রাজত্বকাল ছত্রিশ বৎসর। তাহার পর যথাক্রমে

চত্বারিংশং সমা রাজ্যং ক্ষত্রোজাঃ প্রাপ্নোতে ততঃ ।
 অষ্টাবিংশং সমা রাজা বিধিসারো ভবিষ্যতি ॥২৪
 পঞ্চবিংশং সমা রাজা দর্শকস্ত ভবিষ্যতি ।
 উদায়ী ভবিতা তন্মাজয়স্ত্রিংশং সমা নৃপঃ ॥২৫
 স বৈ পুরবরং রাজা পৃথিব্যাং কুসুমাহ্বয়ং ।
 গঙ্গায়্য দক্ষিণে কূলে চতুর্থেহন্ধে করিষ্যতি ॥২৬
 দ্বচত্বারিংশং সমা ভাব্যো রাজা বৈ নন্দিবর্দ্ধনিঃ ।
 চত্বারিংশস্ত্রয়ৈধ্বম মহানন্দী ভবিষ্যতি ॥২৭
 ইতোতে ভবিতারো বৈ শৈশুনাকা নৃপা দশ ।
 শতানি ত্রীণি বর্ষাণি দ্বিষষ্ট্যভ্যধিকানি তু ॥২৮
 শৈশুনাকা ভবিষ্যন্তি তাবৎকালং নৃপাঃ পরে ।
 এতঃ সার্কং ভবিষ্যন্তি রাজানঃ ক্ষত্রবান্ধবাঃ ॥২৯
 ত্রৈক্ষাকবশ্চতুর্কিংশং পাঞ্চালাঃ পঞ্চবিংশতিঃ ।
 কালকাস্ত চতুর্কিংশচতুর্কিংশস্তু হৈহয়াঃ ॥৩০
 দ্বাত্রিংশং বৈ কলিঙ্গাস্ত পঞ্চবিংশস্তথা শকাঃ ।
 কুরবশ্চাপি ষড়্ বিংশদষ্টাবিংশতির্মৈথিলাঃ ॥৩১

ক্ষেমধর্ম্য বিংশতি বৎসর, অজাতশত্রু পঞ্চবিংশতি বৎসর, ক্ষত্রোজা চল্লিশ বৎসর, বিধিসার আটাইশ বৎসর, দর্শক পঞ্চবিংশতি বৎসর, এবং উদায়ী নামক নৃপতি তেত্রিশ বৎসর রাজত্ব করিবেন। এই উদায়ীনামক রাজাই স্বকীয় রাজত্বের চতুর্থ বৎসরে গঙ্গার দক্ষিণ তটে “কুসুমপুর” নামক প্রসিদ্ধ নগরের সংস্থাপন করিবেন। ২১।২২.২৩।২৪ ২৭।২৬

তাহার পর নন্দিবর্দ্ধন বত্রিশ বৎসর এবং মহানন্দী তেতাল্লিশ বৎসর রাজ্য করিবেন। শিশুনাক বংশে উক্ত দশটা রাজা হইবে এবং উহাদের রাজত্ব কাল তিনশত বায়টি বৎসর। ২৭।২৮

যে সময় শিশুনাক বংশীয়েরা মগধ রাজ্যের সিংহাসনে অধিকৃত হইবে, সেই সময় উহাদিগের সহিত একই সময়ে অপর দেশে, যে সকল ক্ষত্রবজ্জগণ রাজত্ব করিবে, তাহাদিগের সংখ্যানিয়ে প্রদর্শিত হইতেছে। ইক্ষ্বাকুবংশীয় চব্বিশ জন, পাঞ্চালবংশীয় পঁচিশ জন, কালক এবং হৈহয় বংশের প্রত্যেকে চব্বিশ জন, কলিঙ্গবংশীয় বত্রিশ জন, শকবংশীয় পঁচিশ জন, কুরুবংশীয় ছাব্বিশ জন,

শূরসেনান্নমোবিংশতীতিহোত্রাশ্চ বিংশতিঃ ।
 তুল্যকালং ভবিষ্যন্তি সৰ্ব্ব এব মহীক্ষিতঃ ॥৩২
 মহানন্দিস্ততশ্চাপি শূদ্রায়াং কালসংবৃতঃ ।
 উৎপৎস্যতে মহাপদ্মঃ সৰ্ব্ব-ক্ষত্রান্তকো নৃপঃ ॥৩৩
 ততঃ প্রভৃতি রাজানো ভবিষ্যাঃ শূদ্রঘোনয়ঃ ।
 একরাট্ স মহাপদ্ম একচ্ছত্রো ভবিষ্যতি ॥৩৪
 অষ্টাবিংশতিবর্ষাণি পৃথিবীং পালয়িষ্যতি ।
 সৰ্ব্বক্ষত্রান্ সমুদ্ধৃত্য ভাবিনোহর্থস্য বৈ বলাৎ ॥৩৫
 সহস্রন্তংস্রতা হৃষ্টৌ সমা দ্বাদশ তে নৃপাঃ ।
 মহাপদ্মস্য পর্যায়ে ভবিষ্যন্তি নৃপাঃ ক্রমাৎ ॥৩৬
 উদ্ধরিষ্যতি তান্ সৰ্ব্বান্ কোটিল্যো বৈ দ্বিরষ্টভিঃ ।
 ভুক্তা মহীং বর্ষশতং নন্দেন্দুঃ স ভবিষ্যতি ॥৩৭
 চন্দ্রগুপ্তঃ নৃপঃ রাজ্যে কোটিল্যঃ স্থাপয়িষ্যতি ।
 চতুর্বিংশৎ সমা রাজা চন্দ্রগুপ্তো ভবিষ্যতি ॥৩৮
 ভবিতা ভদ্রসারস্ত পঞ্চবিংশৎ সমা নৃপাঃ ।
 ষড়্ বিংশতু সমা রাজা অশোকো ভবিতা নৃপ ॥৩৯

আটাইশ জন মৈথিল, তেত্রিশ জন শূরসেনীয় এবং বিংশতি বীতি-
 হোত্রীয়, ইহারা এক সময়েই ভিন্ন ভিন্ন দেশে রাজত্ব করিবে ।২৯।৩০।৩১।৩২

সকল ক্ষত্রিয় রাজার উচ্ছেদ হইলে, কালবশে মহানন্দির শূদ্রার গর্ভে
 উৎপন্ন মহাপদ্ম নামক পুত্র রাজা হইবে । তাঁহার সময় হইতে শূদ্র
 জাতীয়েরাই রাজা হইবে । মহাপদ্ম একচ্ছত্র সম্রাট হইয়া আটাইশ বৎসর
 পৃথিবী পালন করিবে এবং এই সময়ের মধ্যে নিয়তি প্রভাবে নিখিল ক্ষত্রিয়
 রাজার মূলোচ্ছেদ করিবে ।৩৩।৩৪।৩৫

মহাপদ্মের অষ্টাধিক সহস্র পুত্র হইবে এবং মহাপদ্মের পর, তাহার
 ক্রমান্বয়ে দ্বাদশ বৎসর রাজত্ব করিবে । কোটিল্য অর্থাৎ চাণক্য ষোল
 বৎসরের মধ্যে তাহাদের সকলের একেবারে উচ্ছেদ করিবে । এবং স্বয়ং
 একশত বৎসর পৃথিবী ভোগ করিয়া “নন্দেন্দু” নামে বিখ্যাত হইবে ।
 পরে চন্দ্রগুপ্তকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবে । চন্দ্রগুপ্ত চব্বিশ বৎসর রাজত্ব
 করিবে ।৩৬।৩৭।৩৮

চন্দ্রগুপ্তের পর ভদ্রসার পঁচিশ বৎসর এবং অশোক রাজা ছাব্বিশ বৎসর

তস্য পুত্রঃ কুলাসস্ত বর্ষাণ্যষ্টৌ ভবিষ্যতি ।
 কুলালহস্তরষ্টৌ চ ভোক্তা বৈ বহুপালিতঃ ॥৪০
 বহুপালিতদায়াদো দশমানীকুপালিতঃ ।
 ভবিতা সপ্তবর্ষাণি দেবশর্মা নরাধিপঃ ॥৪১
 রাজা শতধরশ্চাষ্টৌ তস্য পুত্রো ভবিষ্যতি ।
 বৃহদশ্চ বর্ষাণি সপ্ত বৈ ভবিতা নৃপঃ ॥৪২
 ইতোতে নব ভূপা যে ভোক্ত্যন্তে চ বহুদ্ররাস্ ।
 সপ্তত্রিংশচ্ছতং পূর্ণং তেষাম্ গোভবিষ্যতি ॥৪৩
 পুষ্পমিত্রস্ত সেনানীকৃৎ্য বৈ বৃহদ্রথঃ ।
 কারয়িষ্যতি বৈ রাজ্যং সমাঃ ষষ্টিঃ সদৈব তু ॥৪৪
 পুষ্পমিত্রসুতাশ্চাষ্টৌ ভবিষ্যন্তি সমা নৃপাঃ ।
 ভবিতা চাপি ত্রয়োষ্ঠঃ সপ্তবর্ষাণি বৈ ততঃ ॥৪৫
 বহুমিত্রঃ সূতো ভাব্যো দশবর্ষাণি পার্শ্বিণঃ ।
 ততো ঋকঃ সমা দে তু ভবিষ্যতি সূতশ্চ বৈ ॥৪৬
 ভবিষ্যন্তি সমান্তান্ধ্রাতিশ্র এব পুলিন্দকাঃ ।
 রাজা ঘোষসুতশ্চাপি বর্ষাণি ভবিতা ত্রয়ঃ ॥৪৭

রাজত্ব করিবেন, অশোকের সময় মহাযামধ্যে শোক থাকিবেন। অশোকের পুত্র কুলাল এবং কুলালের পুত্র বহুপালিত ইহারা প্রত্যেকেই আটবৎসর রাজত্ব করিবে। বহুপালিতের পুত্র ইন্দ্রপালিত দশ বৎসর এবং তাহার পর, দেবশর্মা সাত বৎসর রাজা হইবে। পরে, দেবশর্মার পুত্র শতধর আট বৎসর এবং তাহার পর, বৃহদশ সাত বৎসর রাজত্ব করিবে। চন্দ্রগুপ্ত-বংশীয় এই নয়টি নৃপতি পৃথিবীভোগ করিবে, ইহাদের রাজত্বকাল সম্পূর্ণ একশত সাইত্রিশ বৎসর। ৩৯।৪০।৪১।৪২।৪৩

অনন্তর, সেনাপতি পুষ্পমিত্র বৃহদ্রথ নামক রাজাকে হত্যা করিয়া বাইটবৎসর রাজ্য করিবে। পুষ্পমিত্রের পুত্রগণ আট বৎসর রাজত্ব করিবে। তাহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্রের রাজত্বকাল সাত বৎসর। ঐ জ্যেষ্ঠের বহুমিত্র নামক পুত্র দশবৎসর রাজা হইবে। বহুমিত্রের পুত্র ঋক (ঋব?) দুই বৎসর মাত্র রাজত্ব করিবে। অনন্তর পুলিন্দগণ তিন বৎসরের নিমিত্ত রাজা হইবে। তৎপরে, ঘোষসুত নামক নৃপতি তিন বৎসর পৃথিবী

দশৈব তুঙ্গরাজানো ভোক্ষ্যন্তীমাং বসুন্ধরাং ।
 শতং পূর্ণং দশং দ্বৈ চ তেভ্যঃ কিং বা গমিষ্যতি ॥৪৮
 চতুরস্তম্ভকৃত্যন্তে নৃপাঃ কাণ্ডায়না দ্বিজাঃ ।
 ভাব্যাঃ প্রপতসামস্তাশ্চত্বারিংশচ্চ পঞ্চ চ ॥৪৯
 কাণ্ডায়নমথোকৃত্য স্তম্ভশ্রীণাং প্রসহ্য তং ।
 শূঙ্গানাং চাপি যচ্ছিষ্টং ক্ষয়য়িত্বা বলং তদা ।
 সিন্ধুকো হুঙ্কুজাতীয়ঃ প্রাপ্যাতীমাং বসুন্ধরাম্ ॥৫০
 অক্লু। ভোক্ষ্যন্তি বসুধাং শতে দ্বৈ চ শতং চ বৈ ।
 শতানি ত্রীণ্যশীতিঞ্চ ভোক্ষ্যন্তি বসুধাং শকাঃ ॥৫১
 অশীতিঞ্চৈব বর্ষাণি ভোক্তারো যবনা মহীম্ ।
 পঞ্চবর্ষশতানীহ তুষারাণাং মহী স্মৃতা ॥৫২
 শতান্তর্দ্ধচতুর্থানি ভবিতারঙ্গয়োদশ ।
 মরুতা বৃষলৈঃ সার্কিং ভাব্যাত্মা স্নেচ্ছজাতয়ঃ ॥৫৩
 শতানি ত্রীণি ভোক্ষ্যন্তি স্নেচ্ছা একাদশৈব তু ।
 ততঃ কোলিকিণেভ্যশ্চ বিদ্যাক্ষতির্ভবিষ্যতি ॥৫৪

ভোগ করিবে । তদনন্তর তুঙ্গবংশীয় দশজন এই পৃথিবীর অধীশ্বর হইবে ।

উহার প্রায় একশত দ্বাদশ বৎসর রাজত্ব করিবে । ৪৪.৪৫।৪৬।৪৭।৪৮

তাহার পর কাণ্ডায়নবংশীয় চারিজন ব্রাহ্মণ রাজা হইবে । ইহার মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে, এবং নিখিল সামন্ত রাজগণ ইহাদিগের নিকট প্রণত হইবে । ইহাদিগের রাজত্বকাল পঁয়তাল্লিশ বৎসর ।

অনন্তর কাণ্ডবংশীয় অন্তিম নৃপতি স্তম্ভশ্রীকে বলপূর্ব্বক উদ্ধূলিত এবং শূঙ্গদিগের অবশিষ্ট শক্তির হ্রাস করিয়া, অক্লুজাতীয় সিন্ধুক এই পৃথিবীর অধিকার প্রাপ্ত হইবে । অক্লুজাতীয় নৃপগণ তিনশত বৎসর রাজ্য ভোগ করিবে । তাহার পর, যথাক্রমে, শকগণ তিনশত অশীতি বৎসর, যবনগণ অশীতি বৎসর, তুষারগণ পঁচিশত বৎসর, এবং মরুত ও বৃষলগণ তেরশ পঁচাত্তর বৎসর রাজ্য ভোগ করিবে । তদনন্তর অন্তবিধ স্নেচ্ছজাতীয় এগার জন রাজা তিনশত বৎসর পৃথিবী ভোগ করিবে । পরে কোলিকিল দেশ হইতে আসিয়া বিদ্যাক্ষতি নামক নৃপতি এই রাজ্য অধিকার করিবে । ৫০।৫১।৫২।৫৩

পরে, নাগরাজ অনন্তের পুত্র, শক্রবিজয়ী, নাগবংশাবতঃস ভোগী, রাজা হইবেন । তাহার পর, চন্দ্রের অংশাবতার সদাচন্দ্র, নখবান্, ধনধর্ম্মা,

শেষস্য নাগরাজস্য পুত্রঃ পরপুত্রজয়ঃ ।

ভোগী ভবিষ্যতে রাজা নৃপো নাগকুলোদহঃ ॥৫৫

সদাচক্রস্ত চক্রাংশো দ্বিতীয়ো নথবাংস্থা ।

ধনধর্ম্মা ততশ্চাপি চতুর্থো বিংশজঃ স্মৃতঃ ॥৫৬

ভুতিনন্দস্ত তশ্চাপি বৈদেশে তু ভবিষ্যতি ।

বিদ্যাকানাং কুলেহতীতে নৃপা বৈ বাহ্লিকাস্ত্রয়ঃ ॥৫৭

সুপ্রতীকো নভীরস্ত সন্না ভোক্ষ্যন্তি ত্রিংশতিং ।

শক্যমা নাম বৈ রাজা মাহিষীপাং মহীপতিঃ ॥৫৮

পুষ্পমিত্রা ভবিষ্যন্তি পট্টমিত্রাদ্বয়োদশ ।

মেকলায়াং নৃপাঃ সপ্ত ভবিষ্যন্তি চ সত্তমাঃ ॥৫৯

কোমলায়াস্ত রাজানো ভবিষ্যন্তি মহাবলাঃ ।

মেঘা ইতি সমাখ্যাতা বুদ্ধিমন্তো নবৈব তু ।

নৈষধাঃ পার্থিবাঃ সর্কে ভবিষ্যন্ত্যামলক্ষ্যং ॥৬০

নলবংশপ্রসূতান্তে বীর্য্যবন্তো মহাবলাঃ ॥৬১

মাগধানাং মহাবীর্য্যো বিশ্ব্যানির্ভবিষ্যতি ।

উৎসাদ্য পার্থিবান্ সর্কান্ সোহন্যান্ বর্ণান্ করিষ্যতি ॥৬২

কৈবর্ত্তান্ পঞ্চকাংশৈশ্চ বপুলিন্দান্ ব্রাহ্মণাংস্তথা ।

স্থাপয়িষ্যন্তি রাজানো নানাদেশেষু তেজসা ॥৬৩

বিংশজ এবং ভুতিনন্দ এই পাঁচজন নৃপতি ষষ্ঠাক্রমে পৃথিবী শাসন করিবে
বিদ্যাদিগের বংশ ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে বাহ্লীকদেশীয় তিনজন রাজ্যাধিকার
প্রাপ্ত হইবে। তাহাদের পর নভীর সুপ্রতীক ত্রিশ বৎসর রাজ্য ভোগ
করিবে। এই সময় শক্যমানামক রাজা মাহিষী দিগের অধিপতি হইবে।
পুষ্পমিত্র এবং পট্টমিত্র নামে প্রসিদ্ধ তেরজন নৃপতি মেকলাদেশে সাতবৎসর
রাজত্ব করিবে। কোমল দেশে মহাবল প্রাক্রান্ত, সুবুদ্ধি, মেঘনামে প্রসিদ্ধ
নয়জন রাজা হইবে এবং নিষধ দেশে মহাবল, বীর্য্যসম্পন্ন, নলরাজার বংশ-
ধরেরাই বর্ত্তমান মনুষ্যত্বের শেষ অবধি রাজ্য করিবে। ৫৫:৫৬ ৫৭:৫৮:৫৯:৬০

মাগধবংশীয় মহাবীর্য্য বিশ্ব্যানি নামক নৃপতি নিখিল ক্ষত্রিয় রাজবংশ
উৎসাদিত করিয়া অপরাপর বর্ণকে তাহাদের স্থানে অভিজ্ঞ করিবে। ঐ
রাজা স্বকীয় তেজঃপ্রভাবে কৈবর্ত্ত পঞ্চক, পুলিন্দ এবং ব্রাহ্মণ দিগকে ভিন্ন

নব নাকাস্ত ভোক্ষ্যস্তি পুরীং চম্পাবতীং নৃপাঃ ।
 মথুরাঞ্চ পুরীং রম্যাং নাগা ভোক্ষ্যস্তি সপ্ত কৈ ॥৬৩
 অহুগঙ্গাং প্রয়াগঞ্চ সাকৈতং মগধাংস্তথা ।
 এতান্ জনপদান্ সৰ্বান্ ভোক্ষ্যন্তে গুপ্তবংশজাঃ ॥৬৪
 নিষধান্ যজ্ঞকাংশ্চৈব শৈশীতান্ কালতোপকান্ ।
 এতান্ জনপদান্ সৰ্বান্ ভোক্ষ্যস্তি মণিধাত্তজাঃ ॥৬৫
 কোশলাংশ্চাক্ষুণ্ডোণ্যংশ্চ তাম্রলিপ্তান্ সমাগরান্ ।
 চম্পাংশ্চৈব পুরীং রম্যাং ভোক্ষ্যস্তি দেবরক্ষিতা ॥৬৬
 কলিঙ্গমহিষাংশ্চৈব মহেন্দ্রনিলয়াশ্চ য়ে ।
 এতান্ জনপদান্ সৰ্বান্ গালগ্নিষ্যস্তি বৈ শুহঃ ॥৬৭
 দ্বীরাষ্ট্রং ভক্ষ্যকাংশ্চৈব ভোক্ষ্যতে কনকাহরয়ঃ ।
 তুলাকালং ভবিষ্যস্তি সৰ্বৈ হ্যেতে মহীক্ষিতঃ ॥৬৮

ভিন্ন স্থানে রাজপদে অভিষিক্ত করিবে। সেই সময় নাকবংশীয় নয়জন
 নৃপ চম্পাবতী নগরীতে আধিপত্য করিবে। সুরমা মথুরা পুরীতে নাগবংশীয়
 সাতজন রাজ্য ভোগ করিবে। অহুগঙ্গা প্রদেশ, প্রয়াগ, সাকৈত এবং মগধ
 এই সকল জনপদ গুপ্তবংশীয়গণ কর্তৃক শাসিত হইবে। এবং মণিধাত্তবংশীয়
 নৃপতিগণ নিষধ, যজ্ঞক, শৈশীত এবং কালতোপক নামক জনপদ অধিকার
 করিয়া ভোগ করিবে। ৬১।৬২।৬৩।৬৪।৬৫

দেবরক্ষিত বংশীয়েরা, কোশল, অক্সু, পোণ্ড্র, সমুদ্রতীরবর্তী প্রদেশ
 সমূহের সহিত তাম্রলিপ্ত এবং সুরমা চম্পা পুরীতে আপনাদিগের অধিকার
 বিস্তার করিবে। কলিঙ্গ, মহিষ, এবং মহেন্দ্র পর্বতের উপত্যকাবর্তী জন-
 পদ সকল শুহবংশীয় কর্তৃক শাসিত হইবে। দ্বীরাষ্ট্র এবং ভক্ষ্যক নামক
 জনপদে কনকবংশীয়ের অধিকার হইবে। উক্ত নৃপতি সকল এক সময়েই
 রাজত্ব করিবে। ৬৬।৬৭।৬৮

স্কন্দ পুরাণ ।

সংক্ষিপ্ত বিবরণ ।

স্কন্দপুরাণ অষ্টাদশমহাপুরাণের অন্তর্গত । ভারতবর্ষে শৈব ধর্মের প্রচার এবং শৈব সম্প্রদায়ের প্রাবল্য হইবার পর যে, এই পুরাণ রচিত হইয়াছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । প্রত্যুত নিম্নলিখিত বচন দ্বারা এই সিদ্ধান্তেরই দৃঢ়তা সম্পাদিত হইতেছে—

“যত্র মাহেশ্বরান্ ধর্মানধিকৃত্য চ যথুথঃ ।

কল্পে তৎপুরুষে বৃত্তং চারিতৈতরুপবংহিতম্ ॥

স্কান্দং নাম পুরাণঞ্চ একাশীতির্মিগদ্যতে ।

সহস্রাণি শতকৈকমিতি মন্ত্যেযু গদ্যতে ॥”

এই স্কন্দপুরাণে ষড়ানন কার্ত্তিকেয়, মহাদেব কথিত ধর্ম সকল অবলম্বন করিয়া, তৎপুরুষ নামক কল্পে সংঘটিত বৃত্ত সকল নানাবিধ আখ্যায়িকা দ্বারা বর্দ্ধিত করিয়া বলিতেছেন ।

এই স্কন্দপুরাণে একাশী হাজার একশত শ্লোক আছে বলিয়া প্রসিদ্ধ । কিন্তু এক্ষণে সম্পূর্ণ একখানি স্কন্দপুরাণ ছল্ভ । ভারতবর্ষের নানা স্থানে, নানা পুস্তকালয়ে, এক্ষণে এই স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত বলিয়া যে সকল সংহিতা, খণ্ড ও মাহাত্ম্য পাওয়া যায়, তৎসমুদয়ের শ্লোক সংখ্যা হইতে উল্লিখিত শ্লোকসংখ্যা যে অনেক অধিক, তাহাতে কোন সংশয় নাই । স্কন্দপুরাণ যে প্রকৃত পক্ষে কত খণ্ডে, কত সংহিতায় ও কত মাহাত্ম্যে বিভক্ত হইয়াছে, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না ।

ইণ্ডিয়া হাউসে স্কন্দপুরাণান্তর্গত দুইখানি সংহিতা, চৌদ্দটি খণ্ড এবং বারখানি মাহাত্ম্য পুস্তক পাওয়া যায়। মাল্লাজ প্রদেশের মিভিল্ মার্কিস্ ভুক্ত সি, পি, ক্রাউন্ সাহেব সাতখানি সংহিতা, বারটি খণ্ড, তদুভিন্ন ঐ স্কন্দ-পুরাণের অন্তর্গত বলিয়া প্রসিদ্ধ একখানি গীতা, এবং একখানি স্তোত্র গ্রন্থও সংগৃহীত করিয়াছেন। স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত খণ্ডগ্রন্থের মধ্যে কাশীখণ্ড, উৎকল খণ্ড, রেবাখণ্ড, শিবরহস্য খণ্ড এবং হিমবৎ খণ্ড অতি প্রসিদ্ধ। সংহিতার মধ্যে সূতসংহিতা, সনৎকুমারসংহিতা, সৌরসংহিতা এবং কল্লসংহিতাই সচরাচর প্রাপ্ত হওয়া যায়। মাহাত্ম্য গ্রন্থের মধ্যে প্রয়াগমাহাত্ম্য, মাঘমাহাত্ম্য, কার্তিকমাহাত্ম্য, গঙ্গা-মাহাত্ম্য, গয়ামাহাত্ম্য প্রভৃতি অনেকগুলি ক্ষুদ্র গ্রন্থও দেখিতে পাওয়া যায়।

স্কন্দপুরাণের রচনা প্রভৃতির পরিচয় দিবার জন্য আমার কাশীখণ্ড হইতে তিনটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। এই কাশীখণ্ড পাঠ করিলে, ইহাকে কাশীর মাহাত্ম্য খ্যাপক একখানি কাব্য বলিয়াই বোধ হয়। উৎকল খণ্ড একখানি জগন্নাথদেবের মাহাত্ম্য প্রখ্যাপক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের গ্রন্থ। উহা যে অনেক পরে স্কন্দপুরাণের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে তাহা এক প্রকার নিশ্চিত।



স্কন্দপুরাণম্ ।

লোপামুদ্রার পতিপরায়ণতা ।

বাক্‌পতিরূবাচ ।

শৃণুগন্ত্য মহাভাগ দেবাগমনকারণম্ ।
ধন্যোহসি কৃতকৃত্যোহসি মাণ্ডোহসি মহতামপি ॥১
প্রত্যাশ্রমং প্রতিনগং প্রত্যরণ্যং তপোধনাং ।
কিং ন সন্তি মুনিশ্রেষ্ঠ কাচিদদৈব তে স্থিতিঃ ॥২
তপোলক্ষ্মীস্বয়ীহাস্তি ব্রাহ্মং তেজস্বয়ি স্থিতম্ ।
পুণ্যলক্ষ্মীস্বয়ি পর-দার্য্যোদার্য্যং মনস্বয়ি ॥৩
পতিব্রতেয়ং কল্যাণী লোপামুদ্রা সহধর্ম্মিনী ।
তবাপ্রচ্ছায়য়া তুল্যা ষংকথা পুণ্যকারিণী ॥৪
পতিব্রতা অরুন্ধত্যা সাবিদ্র্যাপ্যনস্বয়য়া ।
শাণ্ডিল্যয়া চ সত্যা চ লক্ষ্ম্যা চ শতরূপয়া ॥৫

বৃহস্পতি বলিলেন, হে মহাভাগ অগস্ত্য, দেবগণের আগমন কারণ শ্রবণ করুন। আপনিই যথার্থ কর্তব্যাহুষ্ঠানদ্বারা সংসারে কৃতকৃত্যতা লাভ করিয়াছেন, এজন্ত জগতে আপনিই ধন্য ও সর্বপূজ্য।

হে মুনিবর, প্রত্যেক অরণ্যে, প্রত্যেক পর্বতে, প্রত্যেক আশ্রমে, কত কত তপোধন অবস্থিতি করিতেছেন, কিন্তু আপনার অতি অদ্বুত আশ্রম অবলোকন করিলাম। এই সংসারে ব্রহ্মতেজ এবং তপঃফল আপনাতেই অবস্থিত। আপনিই অদ্বিতীয় উদারচিত্ত। পুণ্যলক্ষ্মী আপনাতেই একান্ত অমুরক্ত। ষাঁড়ার গুণ কীর্ত্তনে লোক পবিত্র হয়, সেই এই পতিপরায়ণা স্বদীয় সহধর্ম্মিনী লোপামুদ্রা আপনার অঙ্গের ছায়াতুল্য। অরুন্ধতী, সাবিদ্রী, অত্রিপত্নী অনস্বয়া, শাণ্ডিল্যপত্নী, লক্ষ্মী, মনুজয়া শতরূপা, মেনকা, স্ননীতি, সংজা, স্বাহা, ইহাঁরা, এই পতিব্রতা লোপামুদ্রার যেরূপ গুণ বর্ণনা

সেনয়া চ স্নানীত্যা চ সংজ্ঞয়া স্বাহয়া তথা ।
 যথৈষা বর্ণাতে শ্রেষ্ঠা ন তথাশ্চেতি নিশ্চয়ঃ ॥৬
 ভূক্রে ভূঙ্ক্রে ইয়ি মুনৈ ইয়ি তিষ্ঠতি তিষ্ঠতি ।
 বিনিদ্রিতে বিনিদ্রাতি প্রথমং পরিবৃত্তাতে ॥৭
 অনলঙ্গতমাত্মানং তব নো দর্শয়েৎ কচিং ।
 কার্যার্থং প্রোষিতে কাপি সর্কমণ্ডনবর্জিতা ॥৮
 ন চ তে নাম গৃহীয়াৎ তবায়ুসাবিবৃদ্ধয়ে ।
 পুরুষাস্তরনামাপি ন গৃহ্ণাতি কদাচন ॥৯
 আকুষ্ঠাপি ন চাক্রোশেৎ তাড়িতাপি প্রসীদতি ।
 ইদং কুরু কৃতং স্বামিন্ মন্ত্রতামিতি ব্যক্তি চ ॥১০
 আহুতা গৃহকার্য্যাণি তাক্কা গচ্ছতি সত্ত্বরম্ ।
 কিমর্থং ব্যাক্ততা নাথ স প্রসাদো বিবীৰ্য্যতাম্ ॥১১
 ন চিরং তিষ্ঠতি দ্বারি ন দ্বারমুপসেবতে ।
 অদাপিতং স্বয়া কিঞ্চিং কষ্টৈচ্চিন্ন দদাতাপি ॥১২ •

করিয়া থাকেন, তাহাতে ইহার তুল্য গুণবতী পতিপরায়ণা রমণী সংসারে
 দ্বিতীয় আর নাই । ১।২।৩।৪।৫।৬

শুনিয়াছি, যে, ইনি, স্বামী ভোজন করিলে, তৎপরে ভোজন করেন, স্বামী
 উপবিষ্ট হইলে, স্বয়ং আসীন হয়েন এবং ভর্তা নিদ্রাগত হইলে, নিদ্রিত হইয়া
 পুনর্বার অতি প্রভুাবে স্বামীর উঠিবার আগেই শয্যা পরিত্যাগ করিয়া
 গাত্রোথান করেন। ভূষণবিহীন হইয়া, কখনও আপনার সম্মুখে উপস্থিত
 করেন না এবং প্রয়োজনানুরোধে আপনি কোথাও প্রোষিত হইলে, অঙ্গ-
 সংস্কার প্রভৃতি যাবতীয় মণ্ডন পরিত্যাগ করেন। স্বামীর আয়ুঃক্ষয়-
 শঙ্কায় কদাপি পতির নাম গ্রহণ করেন না। এবং পতিব্রতার ধর্ম বিরুদ্ধ
 বলিয়া স্বপ্নেও পরপুরুষের নামোচ্চারণ করেন না। স্বামী অকারণ আক্রোশ
 করিলেও কুপিত হয়েন না এবং স্বামীকর্তৃক তিরস্কৃত হইয়াও প্রসন্ন হয়েন
 আর স্বামীকে অনুরোধও করেন না। স্বামী, এই কার্য্য কর, এইরূপ বলিলে
 তিনি বলেন, হে স্বামিন্, ইহা আমার দ্বারা কৃত হইয়াছে জানিবেন। ৭।৮।৯।১০

স্বামী কর্তৃক আহুত হইয়া, গৃহ কর্ম সকল পরিত্যাগ করত, সত্ত্বর তাঁহার
 নিকট উপস্থিত হয়েন, এবং বলেন, হে নাথ কিজ্ঞা অস্থান করিলেন, আদেশ
 করিয়া, দাসীর প্রতি অহুগ্রহ প্রকাশ করুন, এই বলিয়া তাঁহার আদেশ

পূজোপকরণঃ সৰ্ব্বমুজ্জ্বলা সাধয়েৎ স্বয়ম্ ।
 নিয়মোদকবর্হীংষি পত্রপুষ্পাক্রতাদিকম্ ॥১৩
 প্রতীক্ষমাণাবসরং যথা কালোচিতং হি যৎ ।
 তদুপস্থাপয়েৎ সৰ্ব্বমুদ্বিগ্নাতিহৃষ্টবৎ ॥১৪
 সেবতে ভৰ্ত্তৃকচ্ছিষ্টমিষ্টমন্নফলাদিকং ।
 মহাপ্রসাদ ইত্যুক্তা পতিদত্তং প্রতীচ্ছতি ॥১৫
 অবিভজ্য নচান্নীয়াদ্বেবপিভ্রতিথিষপি ।
 পরিচারকবর্গেষু গোষু ভিক্ষুকুলেষু চ ॥১৬
 সংযতোপস্করা দক্ষা হৃষ্টা ব্যয়পরায়ুধী ।
 কুর্য্যাস্বয়ানুজ্ঞাতা নোপবাসব্রতাদিকং ॥১৭
 দূরতো বর্জয়েদেবা সমাজেৎসবদর্শনম্ ।
 ন গচ্ছেতীর্থযাত্রাপি বিবাহপ্রেক্ষণাদিষু ॥১৮

প্রতীক্ষায় সমুখে দণ্ডায়মান থাকেন । দ্বারদেশ বা অনাবৃত স্থানে অবস্থিতি, এবং স্বামীর অনতিপ্রায়ে কাহাকেও কিছু দান, করেন না । স্বামী আদেশ করিবার অগ্রেই জল, কুশ, পত্র, পুষ্প, অন্নত প্রভৃতি যাবতীয় পূজোপকরণ সমাহৃত ও সুসজ্জিত করিয়া রাখেন । এবং যথাকালে তত্তদ্রব্য, সমাদর পূর্বক স্বামী সন্নিধানে উপনীত করেন । সুস্বাদু অন্ন ও ফলাদি বস্তু, ভর্তার উচ্ছিষ্ট ব্যতীত ভোজন করেন না । স্বামী কোন বস্তু দান করিলে, মহাপ্রসাদ বলিয়া গ্রহণ করেন । ১১।১২।১৩।১৪।১৫

দেবতা, পিতৃগণ, গো, অতিথি, ভিক্ষুক পরিচারকবর্গ এবং আশ্রয় প্রভৃতিকে না দিয়া, কোন বস্তুই ভোজন করেন না । পাকাদি যাবতীয় গৃহ কার্যে ইহার অতি সুন্দর নৈপুণ্য ও সর্বদাই সহযচিত্ত । গৃহভাণ্ডার পূর্ণ রাখিবার জন্ত বহু ব্যয় করিতে ইচ্ছা করেন না এবং স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে কোনও উপবাস ব্রতাদির অনুষ্ঠান করেন না । সামাজিক উৎসব কার্য্য পরিদর্শনার্থ জনাকীর্ণ স্থানে গমন এবং স্বামী পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীন-ভাবে তীর্থাদি স্থানে যাত্রা বা বিবাহাদি উৎসব কার্য্য পরিদর্শন করেন না । ১৬।১৭

গৃহস্থধৰ্ম্ম ।

জাময়ো যানি গেহানি শপন্ত্যপ্রতিপূজিতাঃ ।

কৃত্য্যভিনির্হতানীব নশ্রেয়ুস্তাত্ৰসংশয়ম্ ॥১৯

তদভ্যর্চ্যাঃ স্রবাসিহো ভূষণাচ্ছাদনাশনৈঃ ।

ভূতিকাশ্মৈনৈরনিত্যাং সংস্কারেষুংসবেষু চ ॥২০

যত্র নার্যাঃ প্রমুদিতা ভূষণাচ্ছাদনাশনৈঃ ।

রমন্তে দেবতাস্তত্র স্যাস্তত্র সফলাঃ ক্রিয়াঃ ॥২১

যত্র ভূষ্যতি ভক্ত্রী স্ত্রী স্ত্রিয়া ভর্তা চ ভূষ্যতি ।

তত্র বেদ্মানি কল্যাণং সম্পদ্যোত পদে পদে ॥২২

অহতঞ্চ হতঞ্চৈব প্রহতং প্রাশিতং তথা ।

ব্রাহ্মং হতং পঞ্চমঞ্চ পঞ্চ যজ্ঞা ইমে শুভাঃ ॥২৩

যে গৃহস্থ গৃহবাসিনী ভগিনী, পত্নী, ছহিতা, ও পুত্রবধুগণকে সমাদরে প্রতিপালন না করে, তাহাদের অভিশাপে সমস্ত কর্ম্ম পণ্ড হয় এবং সেই যে গৃহের রমণীগণ অসম্মানিত হইয়া সর্বদা গৃহস্থামীর অযত্নল কামনা করে, সেই গৃহ, অভিচারোপহতের আয়, একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। অতএব গৃহবাসিনী কুলকামিনীগণকে বিবাহাদি মঙ্গল কার্য্যে এবং দেবপূজাদি মহোৎসবে বস্ত্রালঙ্কার ও আহাৰ্য্যদানে পরিতুষ্ট রাখা মঙ্গলাভিলাষী গৃহস্থ-গণের পক্ষে নিতান্ত কর্তব্য। যে সংসারে স্রবাসিনী রমণীগণ সর্বদা বসন-ভূষণে ও অশনে প্রমোদিনী থাকেন, দেবতার সর্বদা সেই সংসারের প্রতি সুপ্রসন্ন দৃষ্টিপাত করেন। আর সেই পুণ্যাশীল গৃহস্থের সর্ব কার্য্যই সফল হয়। যে সংসারে পতির প্রতি পত্নী সম্ব্যষ্ট এবং পত্নীর প্রতি পতি পরিতুষ্ট, সেই পবিত্র সংসার সর্বদাই পদে পদে সৌভাগ্যসম্পন্ন হইয়া পরম কল্যাণের আবাসভূমি হয়। ১৮।১৯।২০।২১।২২

দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, ব্রহ্মযজ্ঞ এবং নৃযজ্ঞ, গৃহস্থশ্রমীদিগের পক্ষে এই পাঁচ যজ্ঞের অগুষ্ঠান নির্দিষ্ট আছে। যে সংসারে এই পঞ্চ যজ্ঞের অগুষ্ঠান

জপোহতো ছতো হোমঃ প্রহতো ভৌতিকো বলিঃ ।

প্রাশিতং পিতৃসন্তৃপ্তিহৃতং ব্রাহ্মং দ্বিজার্চনম্ ॥২৪

পঞ্চ যজ্ঞানিমান্ কুর্স্বন্ ব্রাহ্মণো নাবসীদতি ।

এতেষামনুষ্ঠানং পঞ্চ স্থনা অবাপ্নুয়াৎ ॥২৫

ব্রাহ্মণং কুশলং পূচ্ছেৎ বাহুজাতমনাময়ম্ ।

বৈশ্বাং সূখং সমাগম্য শূদ্রং সন্তোষমেব চ ॥২৬

জাতমাত্রঃ শিশুস্তাবৎ যাবদষ্টৌ সমাঃ স্তুতাঃ ।

ভক্ষ্যাভক্ষ্যেণ নো দুযোৎ যাবন্নৈবোপনীযতে ॥২৭

ভরণং পোষ্যবর্ণস্ত দৃষ্টাদৃষ্টফলোদয়ম্ ।

প্রত্যাবাযো হুভরণে ভর্তব্যস্তং প্রযত্নতঃ ॥২৮

মাতা পিতা গুরুঃ পত্নী অপত্যানি সমাশ্রিতাঃ ।

অভ্যাগতোহতিথিশচাগ্নিঃ পোষ্যবর্ণা অমৌ নব ॥২৯

হয়, সেই সূখময় সংসার নিয়তই মঙ্গলময় হইয়া থাকে । জপ অথবা অতিথি সংকারেণ নাম নৃষজ্জ, হোমের নাম দেবযজ্জ, প্রাণিদিগেব উদ্দেশে বলি প্রদানের নাম ভূতযজ্জ, তর্পণের নাম পিতৃযজ্জ এবং বেদ অধ্যাপনার নাম ব্রহ্মযজ্জ, এই পঞ্চ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে, ব্রাহ্মণ কখনই অবসন্ন হন না ; অননুষ্ঠানে, নির্দিষ্ট স্থনা নামক পঞ্চপাতকের পাতকী হইতে হয় । ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণজাতীয়েদের সহিত মিলিত হইলে, কুশল প্রশ্ন দ্বারা মঙ্গলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিবে, ক্ষত্রিয়জাতীয়েদের সহিত মিলিত হইলে, অনাময় প্রশ্ন পূর্ব্বক আলাপ করিবে বৈশ্বজাতীয়েদের সহিত মিলিত হইলে সূখপ্রশ্নপূর্ব্বক সন্তোষ করিবে এবং শূদ্রজাতীয়েদের সহিত মিলিত হইলে, সন্তোষ প্রশ্ন করিবে । জন্মাবধি অষ্টমবর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত বালকেরা শিশু পদব্যাচ্য হইয়া থাকে । যদবধি বিজকুমারগণের উপনয়ন সংস্কার সূসম্পন্ন না হয়, তদবধি তাহাদিগের ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিষয়ে দোষগুণ বর্ত্তে না ॥২৩.২৪।২৫ ২৬

অবশ্যপোষ্য পরিবারবর্গের ভরণ পোষণে, ইহ, পর, উভয় লোকেই পুণ্য-ফল লাভ হয় ; ভরণ পোষণ না করিলে প্রত্যাবয় আছে । অতএব যত্ন-পূর্ব্বক তাদৃশ পোষ্য বর্গের ভরণপোষণ অবশ্য কন্তব্য ॥২৭

মাতা, পিতা, গুরু, পত্নী, অপত্য, আশ্রিত ব্যক্তিগণ, অভ্যাগত আগন্তুক, অতিথি এবং হোমাদি, গৃহাশ্রমিগণের এই নববিধ অবশ্য পোষ্য । যে পুণ্যবান্ পুরুষপ্রবর বহুতর পোষ্যের উপজীবা, তিনি এই অনিত্য সংসারে ধন্ত ও

স জীবতি পুমান্ ঘোহত্র বহতিশ্চোপজীব্যতে ॥

জীবন্তুতোহথ বিজ্ঞেয়ঃ পুরুষঃ ষোদশস্তরিঃ ॥৩০

দীনানাঞ্চবিশিষ্টেভ্যো দাতব্যং ভূতিকাশ্রয়া ।

অদত্তদানা জায়ন্তে পরভাগ্যোপজীবিনঃ ॥৩১

বিভাগশীলসংযুক্তো দয়াবাংষ্ট্র ক্ষমামৃতঃ ।

দেবতাতিথিভক্তস্ত গৃহস্থো ধার্মিকঃ স্মৃতঃ ॥৩২

অমর । যে পামর কেবল আত্মোদরপরায়ণ, সেই পাবণ্ড নরাধম ইহ সংসারে জীবিত থাকিয়াও মৃত অর্থাৎ তাহার জীবন সর্বতোভাবে নিষ্ফল । কল্যাণার্থী হইয়া দীন অনাথ ও বিশিষ্ট পাত্রে দান করা গৃহাশ্রমীর পক্ষে একান্ত বিধেয়, তাহাদিগকে বঞ্চনা করিলে, সেই অদাতা পুরুষাধমকে জন্মান্তরে পরভাগ্যোপ-জীবী হইয়া সংসারে প্রাণধারণ করিতে হয় । যে গৃহস্থ সূশীল, দয়াবান্, ক্ষমাশীল, দেবভক্ত, অতিথিপ্রিয় এবং যিনি আশ্রিত, প্রভাশী পোষাবর্গকে বণ্টন করিয়া না দিয়া স্বয়ং কোন বস্তু গ্রহণ করেন না; সেই পুণ্যশীল গৃহস্থই শাস্ত্রমতে পরম ধার্মিক । ২৮।২৯।৩০।৩১

গায়ত্রীমাহাত্ম্য ।

- ১ শৃণু দ্বিজ মহাপ্রাজ্ঞা ত্র্যম্বকং ন কিল্বন ।
 ২ সংসঙ্গাদেব সাধুনাং সংকথা সস্প্রবর্ততে ॥১
 নিয়ন্তা সর্বভূতানাং য একঃ কারণং পরম্ ।
 অনামা গোত্ররহিতো রূপাদিপরিবর্জিতঃ ॥২
 আবির্ভাবতিরোভাবৌ যদজ্জনর্তকবর্তিনৌ ।
 স এবং বক্তি সত্ততং সর্বাঙ্গা বেদপুরুষঃ ॥৩
 যোহসাবাদিত্যপুরুষঃ সোহসাবহমিতি ক্ষুটম্ ।
 অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যে বৈ বাত্মমুপাসতে ॥৪
 নিশ্চিতার্থাং প্রতীমিমাং ব্রাহ্মণাসো দ্বিজোত্তম ।
 তমেত মুপতিষ্ঠন্তে নিশ্চিত্যোতি পুনঃ পুনঃ ॥৫
 উপলভ্যাপি সাবিত্রী নোপতিষ্ঠেত যো দ্বিজঃ ।
 কালে ত্রিকালং সপ্তাহাং স পতেন্নাত্র সংশয়ঃ ॥৬

দ্বিজোত্তম, আপনি মহাপণ্ডিত ও পরম সাধু, আপনার নিকট আমাদেরক
 অকথা কিছুই নাই। বিশেষ সংসঙ্গ হইলে, সাধুদিগের উত্তরোত্তর সংকথারই
 আলাপ হইয়া থাকে। যাহা হউক, এক্ষণে আপনি যাহা শুনিতে অভিলাষ
 করিয়াছেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। যিনি সর্বভূতের নিয়ন্তা ও
 অদ্বিতীয় পরম কারণ স্বরূপ, নাম, গোত্র ও রূপাদি রহিত এবং বাহার
 কটাক্ষপাতে এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হইতেছে, সেই সর্বাঙ্গার্থামী
 বেদ পুরুষ, বেদে বলিয়াছেন, যে প্রত্যক্ষ দেব আদিত্য পুরুষ গগনমণ্ডলে
 উদিত হইয়া, সকলের প্রত্যক্ষ হইতেছেন, আমি সেই আদিত্য পুরুষ।
 যাহারা এই আদিত্য দেবকে পরিত্যাগ করিয়া অন্তের উপাসনা করে,
 তাহারা অকৃতমস নামক নরকে প্রবেশ করে। ১২৩৪

হে দ্বিজোত্তম, ব্রাহ্মণেরা এই বৈদ্যাক্ষ রূপে অবগত হইয়া, সেই
 স্বর্ধ্যাকেই উপাসনা করিয়া থাকেন। যে ব্রাহ্মণ সাবিত্রী উপদিষ্ট হইয়া
 ত্রিকালে যথাসময়ে সেই সাবিত্রী স্বরূপ আদিত্য দেবের উপাসনা না করেন,
 তিনি সপ্তাহ কাল মধ্যে নিঃসন্দেহ পতিত হইবেন। এই হেতু ব্রাহ্মণেরা

তাং প্রাতর্জপংস্তিষ্ঠেৎ যাবদর্কোদয়োরবেঃ ।

আসনস্থো জপেন্মৌনী প্রত্যগাতারকোদয়াং ॥৭

সাদিত্যাং মধ্যমাং সন্ধ্যাং জপেদাদিত্যসম্মুখঃ ।

কাললোপোন কর্তব্যাস্ততঃ কালং প্রতীক্ষয়েৎ ॥৮

কালে ফলন্ত্যোষধয়ঃ কালে পুষ্পস্তি পাদপাঃ ।

বর্ষস্তি তোয়দাঃ কালে তস্মাৎ কালং ন লজ্জয়েৎ ॥৯

মন্দেহদেহনাশার্থমুদয়াস্তময়ে রবিঃ ।

সমীহতে দ্বিজোৎসৃষ্টং মন্ত্রতোয়াঞ্জলিত্রয়ম্ ॥১০

গায়ত্রীমন্ত্রতোয়াঢ্যং দত্তং ঘেনাজ্জলিত্রয়ম্ ।

কালে সবিত্রে কিম্ স্মৃত্যং তেন দত্তং জগন্ত্রয়ম্ ॥১১

কিং কিং ন সবিতা স্তে কালে সমাগুপাসিতঃ ।

আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্যং বহুনি সপশুনি চ ॥১২

প্রাতঃকালে অর্কোদয় পর্যন্ত আদিত্য সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া সন্ধ্যা ও গায়ত্রী জপ সমাপন করিবেন। পুনর্বার সায়াংকালে আসনস্থ ও মৌনাবলম্বী হইয়া নক্ষত্রোদয় কাল পর্যন্ত সায়াংসন্ধ্যা ও গায়ত্রী সমাপন করিবেন। আর সাদিত্য অর্থাৎ যে পর্যন্ত সূর্য্যদেব অন্তগত না হয়েন, সেই কাল মধ্যে যে কোন সময়ে আদিত্য সম্মুখীন হইয়া মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা করিবেন। মহাঋষিদিগের সন্ধ্যোপাসনার কাল লোপ করা বিধেয় নহে, তাঁহারা মর্ষতোভাবে কালের প্রতীক্ষা করিবেন ৷৫৬৭৮

যে প্রকার যব, গোধূম, ধাতু প্রভৃতি ওষধি সকল কাল প্রাপ্ত হইয়া ফলবতী হয়, মহীকর সকল যথাকালেই পুষ্পিত হয়, মেঘগণও যথাসময়ে জগতে জলদান করে, সেই প্রকার যথাকালে সন্ধ্যাবন্দনাদি করিলে, তাহা অনন্ত ফলের কারণ হইয়া থাকে। সূর্য্যদেব মন্দেহ নামক নিশাচরের বিনাশার্থ উদয় ও অন্তকালে ব্রাহ্মণ কর্তৃক পরিত্যক্ত গায়ত্রী মন্ত্রপুত তিন অঞ্জলি জলের প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন, অতএব যে ব্যক্তি যথাকালে গায়ত্রী মন্ত্রপুত করিয়া সূর্য্যদেবকে তিন অঞ্জলি জল দান করেন; তিনি ত্রিলোক দান জন্ত ফললাভী হয়েন। সেই সাবিত্রীরূপ সবিতৃদেব যথাকালে সমাগু উপাসিত হইলে, আয়ু, আরোগ্য, ঐশ্বর্য্য, বহু, হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি পশু, জী পল্ল, মিত্র, ক্ষেত্র, বিবিধ ভোগ, স্বর্গ ও মোক্ষ পর্য্যন্তও প্রদান করেন ৷১২

মিত্রপুল্লকলল্লাণি ক্ষেত্রাণি বিবিধানি চ ।
 ভোগানষ্টবিধাংশ্চাপি স্বৰ্গং চাপ্যপবৰ্গকম্ ॥১৩
 অষ্টাদশাস্ত্র বিদ্যাস্ত্র মীমাংসাতিগরীয়সী ।
 ততোহপি তর্কশাস্ত্রাণি পুরাণস্তেভ্য এব চ ॥
 ততোহপি ধর্মশাস্ত্রাণি তেভ্যোক্তবর্কী ঋতির্দ্বিজ ।
 ততোহপ্যপনিষচ্ছেষ্ঠা গায়ত্রী চ ততোহবিকা ॥
 চূর্ণভা সর্কমস্ত্রেয়ু গায়ত্রী প্রণবাসিতা ।
 ন গায়ত্র্যধিকং কক্ষিভ্রমীষু পরিগীয়তে ॥
 ন গায়ত্রীসমো মন্তো ন কাশীসদৃশী পূবী ।
 ন বিবেশশমং লিঙ্গং সত্যং সত্যং পুনঃ পুনঃ ॥
 গায়ত্রী বেদজননী গায়ত্রী ব্রাহ্মণপ্রসূঃ ।
 গাতারং ত্রায়তে যস্মাদ্গায়ত্রী তেন গীয়তে ॥১৩
 বাচ্যবাচকসম্বন্ধো গায়ত্র্যাঃ সবিভূর্দয়োঃ ।
 বাচেসহসৌ সবিতা সাক্ষাং গায়ত্রী বাচিকা পরা ॥১৪
 প্রভাবেণৈব গায়ত্র্যাঃ ক্ষত্রিয়ঃ কোশিকো বশী ।
 বাজর্ষিভ্যং পরিত্যজ্য ব্রহ্মর্ষিপদমীয়িবান্ ।
 সামর্থ্যং প্রাপ চাতুর্দৈবরজ্জদ্ভুবনসর্জনে ॥১৫

অষ্টাদশ বিদ্যার মধ্যে মীমাংসা অতিশয় শ্রেষ্ঠ, মীমাংসা অপেক্ষা তর্কশাস্ত্র শ্রেষ্ঠ, তর্কশাস্ত্র অপেক্ষা পুরাণ উৎকৃষ্ট, পুরাণ অপেক্ষা ধর্মশাস্ত্র উৎকৃষ্ট, ধর্মশাস্ত্র হইতে ঋতি শ্রেষ্ঠ, ঋতি অপেক্ষা উপনিষদ্ শ্রেষ্ঠ, উপনিষদ্ হইতে ও এই গায়ত্রী প্রধান । বেদে এইরূপ কথিত আছে, সপ্রণব গায়ত্রী অতি চূর্ণভ । যে প্রকার কাশীর তুল্য আর পুরী নাই ও বিবেশ্বরের সমান অজ্ঞ লিঙ্গ নাই ; সেইপ্রকার গায়ত্রীর সমান আর মন্ত্র নাই । এই গায়ত্রী, ব্রাহ্মণ ও বেদের জননী । গায়ক ব্যক্তিকে ত্রাণ করেন, এই জন্ত তাহার “গায়ত্রী” নাম হইয়াছে । গায়ত্রী ও হৃদয় এই উভয়ের পরস্পর বাচ্যবাচক সম্বন্ধ, গায়ত্রী বাচ্য হৃদয়, আর হৃদয়ের বাচিকা গায়ত্রী । মহামুনি বিশ্বামিত্র, ক্ষত্রিয় বংশে জন্মিয়াও এই গায়ত্রী প্রভাবে তিনি ক্ষত্রিয় ভাব পরিত্যাগ পূর্বক ব্রহ্মর্ষিপদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন আর তাঁহার দ্বিতীয় জগৎ সৃষ্টিকরণের শক্তিও এই গায়ত্রী প্রভাবেই হইয়াছিল । অতএব এই গায়ত্রী সম্যক উপাসিত হইলে কি ফল না প্রদান করেন । ১৩।১৪।১৫।১৬

কিং কিং ন দদাদ্গায়ত্রী সম্যগৈবমুপাসিতা ॥১৩

ন ব্রাহ্মণো বেদপাঠাশ্চ শাস্ত্রপঠনাদপি ।

দেব্যাজিকালমভ্যাসাং ব্রাহ্মণঃ স্তাক্ষি নাস্তথা ॥১৭

গায়ত্র্যেব পরো বিষ্ণুর্গায়ত্র্যেব পরঃ শিবঃ ।

গায়ত্র্যেব পরো ব্রহ্মা গায়ত্র্যেব ত্রয়ী ততঃ ॥১৮

দেবত্রয়ং স ভগবানংগুমাশী দিবাকরঃ ।

সর্কেবাং মহসাং রাশিঃ কালঃ কালপ্রবর্তকঃ ॥১৯

অনেক শাস্ত্র ও বেদ অধ্যয়ন করিয়াও ব্রাহ্মণ হইতে পারে না । কিন্তু ব্রাহ্মণকূলে জন্মগ্রহণ করিয়া, যিনি ত্রিকালে এই গায়ত্রী দেবীর যথাবিধি উপাসনা করেন, তিনিই যথার্থ ব্রাহ্মণ । গায়ত্রী সাক্ষাৎ বিষ্ণু, গায়ত্রীই শিবস্বরূপ, গায়ত্রী ব্রহ্মা, এই নিমিত্তই গায়ত্রী ত্রয়ী বলিয়া বিখ্যাত । যিনি বেদরূপা গায়ত্রী, তিনিই সাক্ষাৎ ভগবান্ অংগুমালী দিবাকর । সেই তেজোময় দিবাকর, কালস্বরূপ হইয়া ক্ষণমূহূর্ত্ত প্রভৃতি সমগ্রকালের প্রবর্ত্তক হইতেছেন । ১৭-১৯

অগ্নি পুরাণ ।

সংক্ষিপ্ত বিবণ ।

ডক্টর রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় বঙ্গদেশীয় আসিয়া-টিক সোসাইটীর সাহায্যে যে অগ্নিপুৰাণ মুদ্রিত করিয়াছেন তাহার প্রস্তাবনায় লিখিয়াছেন যে ভাগবতাদি পুরাণে অগ্নি পুরাণের শ্লোকসংখ্যা ১৫০০০ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু তিনি দশখানি আদর্শ পুস্তক একত্র করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে নয়খানিতে ১১০০০ মাত্র শ্লোক এবং অবশিষ্ট এক খানিতে ১২০০০ মাত্র শ্লোক গণিয়া পাওয়া গিয়াছিল । এইরূপ সকল পুরাণেই এক্ষণে শ্লোক সংখ্যার ন্যূনতাই দৃষ্ট হয় । এই ন্যূনতার পরিহার করিবার নিমিত্ত আধুনিক পাণ্ডিতগণ বলেন যে “সূত-উবাচ” কি “ঋষিরুবাচ” ইত্যাদি বাক্যগুলিকে ও একএকটি শ্লোক বলিয়া ধরিতে হইবে । ডক্টর মিত্র মহাশয় বলেন তাহা স্বীকার করিলে ও অন্যান্য পুরাণে কিরূপ হয় বলিতে পারিনা কিন্তু অগ্নিপুৰাণের ন্যূনতা পরিহার হওয়া চুকর ।

ডক্টর রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় আরও বলেন যাবদীয় মহাপুরাণ বেদব্যাণ রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেও উহাদের বর্ণিত বিষয়গুলি পাঠ করিলে, তাদৃশ প্রসিদ্ধি সম্পূর্ণ ভিত্তি শূন্য বলিয়াই বোধ হয় । বেদব্যাণ কৌরব ও পাণ্ডবদিগের

সমসাময়িক স্মৃতিরাং তাঁহার অবস্থান কাল বর্তমান সময় হইতে চারহাজার বৎসর পূর্বই বলিতে হইবে, কিন্তু পুরাণে এরূপ সকল ব্যক্তির কথা উল্লিখিত হইয়াছে, যাহাদের অবস্থান সময়, দুই হাজার বৎসরের উর্দ্ধ কোন মতেই হইতে পারে না। অধিকন্তু পুরাণ সমূহে এরূপ অনেক শাস্ত্রের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, চার হাজার বৎসর পূর্বে যাহাদের শাস্ত্রত্বরূপে পরিগণিত হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়াই বোধ হয়। আর একটি কথা অনেক পুরাণেই বেদব্যাসকে আপনার রচয়িতা বলিয়া স্বীকার করে না, বরং বেদব্যাস যে উহা অপরের মুখ হইতে শুনিয়াছিলেন এবং সে ব্যক্তি আর একজনের মুখ হইতে শুনিয়াছিল এইরূপ সংবাদই অনেক পুরাণে দৃষ্ট হয়। উক্তর রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেন, পূর্বে ভারতবর্ষে রাজাদিগের স্মৃতিপাঠক স্মৃতিনামক এক প্রকার সঙ্কর জাতীয় মনুষ্যের সত্তা দৃষ্ট হয়। তাহারাই সময়ে সময়ে প্রাচীন ঘটনা সকল একত্র করিয়া এক একখানি পুরাণ প্রস্তুত করিয়া থাকিবে। ইহা তাঁহার একটা কল্পনা মাত্র, নিজে ইহার উপর কোন যুক্তি বা প্রমাণের বল দিতে পারেন নাই স্মৃতিরাং আমরা একথা লইয়া অধিক আড়ম্বর করিতে ইচ্ছা করি না। ফল কোন পুরাণ যে, কাহার কর্তৃক কোন সময়ে রচিত হইয়াছে, ইহা স্থির করা এক প্রকার অসম্ভব বলিলেও অত্যাুক্তি হয় না।

অগ্নিপু্রাণে কোনরূপ সাম্প্রদায়িক ভাব একবারেই দৃষ্ট হয় না। ইহাতে বৈষ্ণব, শাক্ত, ও শৈব প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের পূজাপদ্ধতি, ও ব্রতনিয়মাদি নিরপেক্ষ ভাবে আলোচিত হইয়াছে। ধর্ম্মবিশেষের শিক্ষা দেওয়া অপেক্ষা

সাধারণ শাস্ত্র বিষয়ক জ্ঞানের শিক্ষা দেওয়াই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হয় । এই নিমিত্ত ইহাতে ব্যাকরণ, ছন্দঃ, অলঙ্কার, স্মৃতি, দর্শন, জ্যোতিষ, তন্ত্র, প্রভৃতি সমুদয় শাস্ত্রের প্রতিপাত্ত বিষয় সকল সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে । এইজন্য অস্বদেশীয় প্রধান পণ্ডিত গণ ইহাকে তামস পুরাণ শ্রেণীতে নিবিষ্ট করিয়াছেন । তথাপি মনোনিবেশ সহকারে পাঠ করিলে ইহাকে বৈষ্ণব সাম্প্রদায়িক পুরাণ বলিয়াই বোধ হয় । অধ্যাপক উইলশন বলেন অগ্নিপুর্বাণকে মূলগ্রন্থ না বলিয়া একখানি সংগ্রহগ্রন্থ বলিয়াই কর্তব্য । এবং ঐ সংগ্রহের অধিকাংশই যে খৃষ্টীয় অষ্টম, নবম, শতাব্দী বা তাহার পরে ও সংগৃহীত হইয়াছে এরূপ অনুমান অনায়াসেই করা যাইতে পারে ।

বর্তমান অগ্নিপুর্বাণ ৩৮২ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ । ইহাতে যথা ক্রমে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বর্ণিত হইয়াছে । গংগাাদি অবতারের বর্তন, রামায়ণ, হরিবংশ, ভারত, নয়প্রকার সর্গ, বৈষ্ণবশাস্ত্র, পূজা, দীক্ষা, দেবাদি প্রতিষ্ঠা, পবিত্রারোহণ, প্রতিমালক্ষণাদি, প্রাসাদলক্ষণ, নানাবিধমন্ত্র, শৈব, শাক্ত ও সৌর আগম, নানাবিধ মণ্ডল, বাস্তু, বহুবধ যন্ত্র, প্রলয়, ত্রিকাণ্ডমণ্ডল, ভুবনকোষ, দ্বীপ, বর্ষ, নদীব বর্ণন, গয়া, গঙ্গা, ও প্রয়াগাদি তীর্থমাহাত্ম্য, জ্যোতিষচক্র, জ্যোতিষ শাস্ত্র, যুদ্ধ, জয়, সমুদ্র, মন্বন্তরাদি, বর্ণধর্মাদি, অশৌচ, দ্রব্যশুদ্ধি, প্রায়শ্চিত্ত, রাজধর্ম, দানধর্ম, নানাবিধ ভ্রত, ব্যবহার, শান্তি, ঋত্বিজাদি বিধান, সূর্য্যবংশ, সৌমবংশ, ধনুর্বেদ, বৈদ্যশাস্ত্র, গন্ধর্ববেদ, অর্থশাস্ত্র, মীমাংসা, ন্যায়, পুরাণদিগের সংখ্যা ও মাহাত্ম্য, ছন্দঃ, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, নির্ঘণ্টু, শিক্ষা, কল্প,

ନୈମିତ୍ତିକ, ପ୍ରାକୃତିକ, ଏବଂ ଆତ୍ୟାନ୍ତ୍ରିକ ଶ୍ରମଣ, ବେଦାନ୍ତ, ଶ୍ରୀକବିଜ୍ଞାନ, ଅକ୍ଷୟଯୋଗ, ଶ୍ଳୋକ, ପୁରାଣମାହାତ୍ମ୍ୟ, ଅକ୍ଷୟଦଶ-
ବିଦ୍ୟା, ପରବ୍ରହ୍ମର ସମ୍ପର୍କ ଓ ନିଷ୍ପାପକରୂପ, ଇତ୍ୟାଦି ।

অগ্নি পুরাণ ।

দ্বাদশ অধ্যায়—হরিবংশ বর্ণনা ।

অগ্নিরূবাচ ।

হরিবংশশ্রবক্ষ্যামি বিষ্ণুনাভানু জাদজঃ ।
বক্ষ্যেগোহিত্রিস্ততঃ সোমঃ সোমাজ্জাতঃ পুত্ররবাঃ ॥১
তস্মাদায়ুরভূত্তস্মান্নহুংষোহথো যযাতিকঃ ।
মহুঞ্চ তুর্কস্মস্তস্মাদেবযানী ব্যজায়ত ॥২
দ্রহ্মকাশ্মুঞ্চ পুরুঞ্চ শশ্বিষ্ঠা বার্ষপর্কনী ।
যদোঃ কুলে যাদবাশ্চ বসুদেবস্তদুত্তমঃ ॥৩
ভুবো ভারাবতারার্থং দেবক্যাং বসুদেবতঃ ।
হিরণ্যকিশিপোঃ পুত্রাঃ ষড়্‌গর্তা যোগনিদ্রয়া ॥৪
বিষ্ণুপ্রসূক্তয়া নীতা দেবকীজঠরং পুরা ।
অভূচ্চ সপ্তমো গর্ভো দেবক্যা জঠরাদলঃ ॥৫
সঙ্ক্রামিতোহভূদ্রোহিণ্যাং রৌহিণেমস্তুতোহরিঃ ।
কৃষ্ণাষ্টম্যাঞ্চ নভসি অর্দ্ধরাত্রে চতুর্ভুজঃ ॥৬

অগ্নি বলিলেন, আমি হরিবংশের কথা বলিতেছি । বিষ্ণুর নাভিপঙ্কজ হইতে ব্রহ্মা, ব্রহ্মা হইতে অত্রি, অত্রি হইতে চন্দ্র এবং চন্দ্র হইতে পুরুরবার জন্ম হইয়াছিল । পুরুরবার পুত্র আয়ু, আয়ুর পুত্র নহুষ এবং নহুষের পুত্র যযাতি । যযাতি দেবযানীতে যজ্ঞ এবং তুর্কস্ম এই দুইটি পুত্রের উৎপাদন করেন । বৃষপর্ক নামক অশ্বরের হুহিতা শশ্বিষ্ঠার গর্ভে যযাতির ঔরসে দ্রহ্ম, অশ্ব এবং পুরু এই তিনটি পুত্রের জন্ম হয় । যজ্ঞবংশে যাদব সকল জন্মগ্রহণ করে । বসুদেব ঐ যাদবদিগের মধ্যে প্রধান ছিলেন । পৃথিবীর ভার কমাইবার নিমিত্ত বিষ্ণু কর্তৃক নিযোজিত যোগমায়ার দ্বারা প্রণোদিত হইয়া, বসুদেবের ঔরসে দেবকীর গর্ভে হিরণ্য কশিপুর ছয়টি পুত্র যথাক্রমে জন্মগ্রহণ করে । পরে দেবকীর সপ্তম গর্ভে বলরামের জন্ম হয় । ১।২।৩।৪।৫

অনন্তর বলভদ্র রৌহিণীর গর্ভে সংক্রামিত হওয়ায় তাঁহার নাম রৌহিণেশ হইয়াছিল । তাহার পর, নারায়ণ ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে অর্দ্ধরাত্রে চতুর্ভুজ

দেবক্যা বসুদেবেন স্ততো বালো দ্বিবাহকঃ ।
 বসুদেবঃ কংসভ্রমাদৃশোদাশয়নেহনয়ং ॥৭
 যশোদাবালিকাং গৃহ দেবকীশয়নেহনয়ং ।
 কংসো বালধ্বনিং শ্রুত্বা তাক্ষিক্ষেপ শিলাতলে ॥৮
 বারিতোহপি স দেবক্যা মৃত্যুর্গর্ভোহষ্টমো মম ।
 শ্রুত্বাহশরীরিণীং বাচং মন্তো গর্ভাস্ত মারিতাঃ ॥৯
 সমর্পিতাস্ত দেবক্যা বিবাহসময়ে রিতাঃ ।
 সা ক্ষিপ্তা বালিকা কংসমাকাশস্থাবীদিদম্ ॥১০
 কিং ময়া ক্ষিপ্তয়া কংস জাতোযস্মাং বধিষ্যতি ।
 সর্কস্বভূতোদেবানাং ভূভারহরণায় সঃ ॥১১
 ইতুক্ত্বা সা চ শুভাদীনৃ হত্মেজ্ঞেণ চ সংস্রতা ।
 আৰ্য্যা হুর্গা বেদগর্ভা অম্বিকা ভদ্রকাল্যপি ॥১২
 ভদ্রা ক্ষেম্যা ক্ষেমকরী নৈকবাহনমামি তাম্ ॥
 ত্রিসন্ধাং যঃ পঠেন্নাম সর্কান্ কামানবাগ্নুয়াং ॥১৩

রূপে দেবকীর গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হন। পরে বসুদেব এবং দেবকীর স্তবে তুষ্ট হইয়া দ্বিভুজ বালক আকারে পরিণত হইলেন। কংসের ভয়ে বসুদেব ঐ বালককে যশোদার শয়্যায় রাখিয়া আসিলেন এবং যশোদার বালিকাকে গ্রহণ করিয়া দেবকীর শয়্যায় রক্ষা করিলেন। কংস বালিকার ক্রন্দন ধ্বনি শ্রবণ করিয়া শিলাতলে ঐ বালিকাকে আছাড়াইয়া ফেলিল। প্রথমে দেবকী তাহাকে ঐ কার্য্য হইতে নিবারণ করেন, তাহাতে সে বলিল যে, আমি আকাশবাণী শ্রবণ করিয়াছি, অষ্টম গর্ভই আমার মৃত্যুর কারণ। এই নিমিত্তই বিবাহ সময়ে স্বীকৃত এবং যথাকালে অর্পিত দেবকীর গর্ভ সকল আমি নষ্ট করিয়াছি। স্ততরাং ইহাকেও মারিব। সেই বালিকাকে শিলাতল উদ্দেশে নিক্ষেপ করিলে, বালিকা আকাশ মার্গে অবস্থান করত কংসকে এই কথা বলিলেন। ৬৭৮ ৯।১০

রে কংস, আমাকে আছাড়াইয়া মারিলে কি হইবে? তোমাকে যিনি সংহার করিবেন, সেই দেবগণের সর্কস্ব ধন ভূভার হরণের জ্ঞাত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কংসকে এই কথা বলিয়া, তিনি শুভ প্রভৃতি দৈত্য দলের সংহার করিয়াছিলেন এবং ইন্দ্র কর্তৃক এইরূপে মংস্রত হইয়াছিলেন। আমি সেই আৰ্য্যা হুর্গা, বেদগর্ভা, অম্বিকা, ভদ্রকালী, ভদ্রা, ক্ষেম্যা, ক্ষেমকরী এবং

কংসোহপি পুতনাদীংশ্চাপ্রেময়দ্বালানাশনে ।
 যশোদাপতিনন্দায় বম্বদেবেন চার্পিভৌ ॥১৪
 রক্ষণায় চ কংসাদেভার্ভাবেনৈব হি গোকূলে ।
 রামকৃষ্ণৌ চেরতুস্তৌ ধোভির্মোপালনৈকৈঃ সহ ॥১৫
 সর্বদ্য জগতঃ পালৌ গোপালৌ তৌ বভূবুতুঃ ।
 কৃষ্ণশ্চোলুথলে বন্ধো দ্বায়্য ব্যগ্রযশোদয়া ॥১৬
 যমলার্জুনমধ্যেহগাদ্ ভগ্নৌ চ যমলার্জুনৌ ।
 পরিবৃত্তশ্চ শকটঃ পাদক্ষেপাৎ স্তন্যার্থিনা ॥১৭
 পুতনা স্তন্যপানেন সা হতা হস্তমুদ্যতা ।
 বৃন্দাবনপতঃ কৃষ্ণঃ কালিয়ং যমুনাহ্রদাৎ ॥১৮
 জিহ্বা নিঃসার্থমাক্রিষ্যৎকার বলদংস্ততঃ ।
 ক্ষেমং তালবনং চক্রে হৃদা ধেম্বকশর্দভম্ ॥১৯

অনেক বাহুশালিনীকে নমস্কার করি। যে মনুষ্য ত্রিসন্ধা এই নাম গুলি পাঠ করে, সে সকল বাঞ্ছিত বস্তু প্রাপ্ত হয়। এদিকে কংস স্বকীয় রাজ্যমধ্যে বালকদিগের বিনাশ করিবার নিমিত্ত পুতনা প্রভৃতিকে নিয়োজিত করিয়াছিল। কংসাদির হাত হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত বম্বদেব প্রেমপূর্বক যশোদার পতিনন্দের হস্তে রাম ও কৃষ্ণকে অর্পণ করিলেন। রাম ও কৃষ্ণ গোকূলে গৌ এবং গোপাল বালকদিগের সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। ১১-১৫

কি আশ্চর্য্য! সেই রাম ও কৃষ্ণ নিখিল জগতের পালনকর্তা হইয়াও গোপালন কার্য্যে ত্রুতী হইলেন। কোন সময় কৃষ্ণকে আটকাইয়া রাখিবার নিমিত্ত যশোদা রজ্জু দ্বারা উলুথলে তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিয়া সাংসারিক কার্য্যে ব্যস্ত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণ সেই বন্ধনাবাহারই যমলার্জুন নামক বৃক্ষশয়ের মধ্যে গমন করিবামাত্র, ঐ ছুইটি বৃক্ষ ভগ্ন হইয়া গেল। কৃষ্ণ পাদক্ষেপ দ্বারা শকটাকার শকট নামক অস্ত্রকে বিপর্য্যস্ত করিয়া নিপাতিত করেন। এবং হনন করিতে উদ্ভত পুতনাকে স্তন্যার্থী হইয়া স্তন্যপান দ্বারা বিনষ্ট করেন। কৃষ্ণ, পরে, বৃন্দাবনে যাইয়া যমুনা হ্রদ হইতে কালিয় সর্পকে বিদূরিত করিয়া নিঃসার্থ ভাবে সমুদ্র মধ্যে অবস্থিতি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। গর্দভাকার ধেম্বককে বিনষ্ট করিয়া তালবনকে নিরুপজ্বব করিয়াছিলেন। অনন্তর বৃষভরূপী অরিষ্ট এবং অশ্বরূপী কেশীকে বিনাশ করিয়াছিলেন এবং গোপদিগকে

অরিষ্টবৃষভং হৃদ্যা কেশিনং হর্যকপিণম্ ।
 শক্রোৎসবং পরিত্যজ্য কারিতো গোত্রসংজ্ঞকঃ ॥২০
 পর্ষতং ধারয়িষ্য চ শক্রাঘৃষ্টিম্ বিব্রিতা ।
 নমস্কৃতো মহেজ্ঞেণ গোবিন্দোহৃদ্যার্জুনোহর্ষিতঃ ॥২১
 ইজ্রোৎসবস্ত তুষ্ঠেন ভূয়ঃ কৃষ্ণেন কারিতঃ ।
 রথশ্চে মথুরাঞ্চগাং কংসোক্তাক্রুরসংস্কৃতঃ ॥২২
 গোপীভিরমুরক্তাভি ব্রীড়িতাভিম্বির্ব্রীক্ষিতঃ ।
 রজকং চাপ্রযচ্ছস্তং হৃদ্যা বস্ত্রাণি চাগ্রহীং ॥২৩
 সহ রামেণ মালাভূষালাকারে বরদন্দো ।
 দত্তাশ্বলেপনাং কুজামৃজুং চক্রেহীনদ গজম্ ॥২৪
 মত্তং কুবলয়াপীড়ং দ্বারি রজং প্রবিষ্ট চ ।
 কংসাদিনাং পশ্যতাং চ মঞ্চস্থানাং নিষ্ককম্ ॥২৫

ইজ্রোৎসব হইতে বিরত করিয়া “গোত্র” নামক উৎসবে প্রবর্তিত করিয়াছিলেন । ১৬।১৭।১৮।১৯।২০

উহাতে ইজ্র ক্রুদ্ধ হইয়া বৃষ্টিদ্বারা বৃন্দাবন ভাসাইয়া দিতে প্রবৃত্ত হইলে, কৃষ্ণ গোবর্ধন পর্ষত ধারণ পূর্বক ঐ বৃষ্টির বেগ নিবারিত করিয়াছিলেন । অনন্তর ইজ্র অর্জুন নামক গোপালককে অর্পণ করিয়া প্রণাম করিলে, কৃষ্ণ তুষ্ঠ হইয়া পুনর্বার ইজ্রোৎসব করাইয়াছিলেন । এইরূপে কিছুকাল গত হইলে, কংস-প্রেরিত অক্রুর কর্তৃক সংস্কৃত হইয়া রথারোহণ পূর্বক কৃষ্ণ মথুরায় গমন করিয়াছিলেন, ঐ সময় অমুরক গোপীগণ সলজ্জভাবে তাঁহাকে দর্শন করিয়াছিলেন । গথে যাইতে কৃষ্ণ রজকের নিকট বস্ত্র আর্পণা করেন, রজক দিতে অস্বীকার করিলে তাহাকে বিনাশ করিয়া বস্ত্র গ্রহণ করিলেন । তাহার পর বলরামের সহিত মালাকারের নিকট হইতে মালা ধারণ করিয়া তাহাকে বরপ্রদান করিলেন । কুজা তাঁহার শরীর চন্দনলিপ্ত করিলে তাহার শরীর ঋজু করিয়া দিলেন এবং দ্বারি স্থিত কুবলয়াপীড় নামক মত্তহস্তীর প্রাণ সংহার করিলেন । তদন্তর রজ ভূমিতে প্রবেশ করিয়া, মঞ্চস্থিত কংসাদির সম্মুখেই কৃষ্ণ অনুর নামক এবং বলরাম মুষ্টিক নামক মল্লের সহিত বাহুবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । তাঁহারা দুইজনে ঐ উভয় মল্ল এবং অপরাপর বীর-গণকে নিহত করিলেন । পরে নারায়ণ মথুরাধিপতি কংসকে বিনাশ করিয়া তাহার পিতাকে যাদবদিগের রাজা করিলেন । অরাস্কোচর অস্তি এবং গোপ্তি

চক্রে চানুরময়েন মুষ্টিকেন বলোহকরোং ।
 চানুরমুষ্টিকৌ তাত্যাং হতৌ মল্লৌ তথা পরে ॥২৬
 মথুরাধিপতিং কংসং হত্বা তৎপিতরং হরিঃ ।
 চক্রে যাদবরাজানমস্তি প্রাপ্তৌ চ কংসগে ॥২৭
 জরাসন্ধস্ত তে পুত্রৌ জরাসন্ধস্তদীরিতঃ ।
 চক্রে ন মথুরারোধং যাদবৈৰ্ঘ্যবুধে শটৈঃ ॥২৮
 রামকৃষ্ণৌ চ মথুরাং ত্যক্ত্ৱা সীমন্তমাপ্তৌ ।
 জরাসন্ধং বিজিত্যাজৌ পৌণ্ড্রকং বাহুদেবকম্ ॥২৯
 পুরীং চ দ্বারকাং কৃত্বা ন্যবসদ্ যাদবৈবৃতঃ ।
 ভৌমং তু নরকং হত্বা তেনানীতাশ্চ কন্যাকাঃ ॥৩০
 ধ্রুবগন্ধর্ব্বযক্ষাণাং তা উবাহ জনাৰ্দ্দনঃ ।
 ষোড়শস্ত্রীসহস্রাণি কল্মিণ্যাদ্যাস্তথাষ্ট চ ॥৩১
 সত্যভামাসমাবৃক্তৌ গরুড়ে নরকার্দ্দনঃ ।
 মণিটৈঃ সৰস্বতীং ইন্দ্রং জিত্বা হরির্দ্বিবি ।
 পারিজাত্যৈঃ সন্মানীং সত্যভামা গৃহেহকরোং ।
 সন্দীপণেচ্চ শস্ত্রাস্ত্রং জ্ঞাত্বা তদ্বালকং দদৌ ॥৩২।৩৩

নামক দুইটি কস্তুর কংসের সহিত বিবাহ হইয়াছিল, জরাসন্ধ, কংসের এই দুই ভাৰ্য্যা কর্তৃক প্রণোদিত হইয়া মথুরা পুরী রোধ করিল এবং যাদবগণের সহিত বাণযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল । বলরাম এবং কৃষ্ণ যুদ্ধে জরাসন্ধ এবং পৌণ্ড্রবংশীয় বাহুদেবকে পরাজিত করিয়া মথুরা পুরী পরিত্যাগ করিলেন । তাঁহারা সীমন্ত প্রদেশে আসিয়া দ্বারকাপুরী নির্মাণ পূৰ্ব্বক যাদবগণের সহিত সেই স্থানে বাস করিতে লাগিলেন । অনন্তর ভূমির পুত্র নরকাসুরকে বিনাশ করিলেন এবং তৎকর্তৃক পূৰ্বে অপহৃত দেব, গন্ধর্ব্ব ও যক্ষ দিগের কস্তা আনয়ন করিয়া বিবাহ করিলেন । এইরূপে তিনি ষোল হাজার আটটি বিবাহ করিয়াছিলেন, ঐ সকল পত্নীর মধ্যে কল্মিণী প্রভৃতি আটটি প্রধানা ছিলেন । একদা তিনি সত্যভামার সহিত গরুড়োপরি আরোহণ করিয়া স্বৰ্গভূমিতে গমন পূৰ্ব্বক ইন্দ্রকে জয় করিলেন এবং রত্নের সহিত মণিটোল এবং পারিজাত বৃক্ষ আনয়ন করিলেন । সত্যভামার গৃহের প্রাঙ্গণে আরোপিত করিলেন । তিনি সন্দীপন ঘূনির নিকট মন্ত্রবিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া গুরুদক্ষিণা স্বরূপ তাঁহার যুত বালককে পুনর্জীবিত করিয়া দিলেন । ২৬-৩৩

জিত্বা পঞ্চজনং দৈত্যং যমেন চ স্পৃজিতঃ ।
 অবধীং কালযবনং মুচুকন্দেন পূজিতঃ ॥৩৪
 বসুদেবং দেবকীঞ্চ ভক্তবিপ্রাংশ্চ সৌহৰ্চয়ং ।
 রেবত্যাং বলভদ্রাচ্চ জজ্ঞাতে নিশঠোন্মুকৌ ॥৩৫
 কৃষ্ণাচ্ছাষো জাম্ববত্যা মত্শাস্ত্রোহভবন্ সূতাঃ ।
 প্রহ্যাম্নোহভূচ্চ কৃষ্ণিণ্যাং ষষ্ঠেহহ্নি স হতো বলাং ॥৩৬
 শশ্বরেণামুদৌ ক্ষিপ্তো মৎস্তো অগ্রাহ ধীবরঃ ।
 তং মৎস্তং শশ্বরান্দান্মান্নাবতৈচ চ শশ্বরঃ ॥৩৭
 মায়াবতী মৎস্তমধ্যে দৃষ্ট্বা স্বং পতিমাদরাং ।
 পুপোষ সা তং চোবাচ রতিস্তেহহং পতি মম ॥৩৮
 কামস্বং শম্ভুনানঙ্গঃ কৃতোহহং শশ্বরেণ চ ।
 হতা ন তস্ত পত্নী স্বং মায়াজঃ শশ্বরং জহি ॥৩৯
 তচ্ছ্রুত্বা শশ্বরং হত্বা প্রহ্মায়ঃ সহ ভার্যয়া ।
 মায়াবত্যা যযৌ কৃষ্ণং কৃষ্ণো হৃষ্টোহথ কৃষ্ণিণী ॥৪০

তিনি পঞ্চজন নামক দৈত্যকে জয় করিয়া যম কর্তৃক পূজিত হইলেন এবং মুচুকন্দ কর্তৃক পূজিত হইয়া কালযবন নামক দৈত্যকে বিনাশ করিলেন। তিনি বসুদেব, দেবকী এবং দ্বৈশ্বরভক্ত ব্রাহ্মণ গণের সর্বদা অচ্ছ'না করিতেন। রেবতীর গর্ভে বলরামের নিশঠ এবং উন্মুখ নামে দুইটি পুত্র হইয়াছিল। কৃষ্ণের জাম্ববতীর গর্ভে শাম্ব এবং অত্মাত্ম ভার্য্যার অপর পুত্র সকল উৎপন্ন হইয়াছিল। কৃষ্ণিণীর গর্ভে কৃষ্ণের প্রহ্মায় নামক পুত্র উৎপন্ন হয়। উহার জন্মের পর ষষ্ঠদিবসে শশ্বর নামক দৈত্য তাহাকে হরণ করিয়া সমুদ্র মধ্যে নিক্ষেপ করে। সেইস্থানে একটি মৎস্ত ঐ শিশুকে কবলিত করে। কোন ধীবর ঐ মৎস্তকে ধরিয়া পুনরায় শশ্বরা-স্বরকে অর্পণ করে। শশ্বর মৎস্তটিকে মায়াবতীর হস্তে অর্পণ করে। মায়াবতী মৎস্ত মধ্যে স্বীয় পতিকে দর্শন করিয়া যত্নের সহিত তাহার পোষণ করিতে লাগিল। এবং তাহাকে হৃষ্টপুষ্ঠাত্মা দেখিয়া বলিল, আমি তোমার ভার্য্যা রতি এবং তুমি আমার পতি কন্দর্প। মহাদেব তোমাকে অনঙ্গ করিলে, শশ্বরাস্বর আমাকে হরণ করিয়া আনিয়াছে, আমি তাহার পত্নী নই। তুমি নানাবিধ মায়ায় অভিজ্ঞ অতএব এই শশ্বরকে বিনাশ কর। প্রহ্মায় সেই কথা শুনিয়া শশ্বরকে বিনাশ করিলেন এবং স্বীয় ভার্য্যার সহিত দ্বারকানগরে

ଅନ୍ଧି ମୂର୍ଖତା ।

श्रीशु तू नारायणं कृपः श्रीशुभमस्तु वान्।

শকড়শোহিত খিজাখীন্ জ্বরং মাতঃপরমুখা ।

हरिश्चन्द्रोद्धारः बभूवात् शब्दः शरि ।

गन्धर्वनायकद्वन्द्वमूला सार्कान्तिर्भाष्यताः १८७४

জুড়িতে শকরে নটে ধূসকা, দ্বণ বিকুন।

द्विगं गह्वरं बाहूनां क्रन्देण भग्नमथितम् ॥६०॥

विष्णुना ज्योतिर्यो वाङ्मा दिवाहः आवदीक्षितम् ।

‘‘ସମା ସମଭୟଃ ନିଃଶ୍ଚିନ୍ତାଃ କାଳକ୍ରାନ୍ତାଃ ସଦା ଓ ଶ୍ରୀ ॥୧୧॥

আবদোলাখি ভেদো বৈ ভেদী নরকমাথ। ১৫২

শিবাজী: পূর্ণিতো বিষ্ণু: সৌহনিকদ্বা উষানিযুক।

କାବିକାୟ ଗ୍ରନ୍ଥେ ୧୨୩ ଉପସେନାଦିଷାନ୍ତେଷଃ ॥୫୭

অনিকথা যতো বাজো মার্কণ্ডেয়ানু, মরুবিঃ ।

वसुभद्रः श्रीगणेशाय नमः। कर्मकोशसूत्रम् ॥ ५

৭ ফা গুণিত হইল। সক্ষিপ্ত বাণকে সম্মত দিল। বাণের হিঁড় আনকাকৈ
এমগ মুক্ত হইল। ১০।৪।৪৪।৪৫।৬৮৮

কক্ষ নারদেব মুখে সেই দাক্ষর্য বর্ণনা শুণব কবির গুহ্যম্ এবং বসন্তরামের
হিত গন্ধোদ্যাপন আচরণে পুষ্কর বাসনগণের গমন কবিরামের এবং বাণের
গেরবষ্টনকারী সখি ও মাহেশ্বর অবকে পরাভব করিলেন। পরে নারায়ণ
ব মহাদেবের গণযুক্ত হইল, এ যুদ্ধে গন্ধোদ্যাপন দাবা নন্দী, গণপতি এবং
গণভিক্রমের প্রভৃতি পরাভবিত হইলেন। এহার পর বিষ্ণুশ্রবণ কৃত্যক
পভাবে শঙ্কর সৃষ্টিত হইয়া পরায়ন কবিরে, বাণের সহায় বাত ছিন্ন করা
ইল। অনন্তর রক্ত অভয় প্রার্থনা করিলে, বিষ্ণু দ্বারা দ্বিবাচ করিয়া
পাণিত রাখিলেন এবং শিবকে মিলিলেন, আগনি বাণকে এখন অভয় প্রদান
করিবাজেন, তখন আমিও উহাকে অভয় প্রদান করিয়াছি। কবির আমাদের
ইহজনের মধ্যে কিঞ্চিৎ আত্মদ নাই। যে ব্যক্তি আমাদের ছই জনের মধ্যে
উদযুক্তি করে সে নরকে গমন কবে। অতঃপর বিষ্ণু শিবকে কৃত্যক পুষ্কিত
হইয়া, অনিকল্প ওঁ উবাচির সহিত দ্বারকায়গরে গমন করিয়া উগ্রসেনের প্রভৃতি
বাসনগণের সহিত মহোৎসবে সম্মত অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। ১৮৮৮

অনিক্রমে বঙ্গ নামে পুত্র হইয়াছিল। এই বঙ্গ মহাবি মার্কণ্ডেয়ের নিকটে

अहोमदिनिरुद्धोऽतुह्यपतिरुदालीः ।

বাণো বলিস্ততস্তত্ত্ব সুতোষা শোণিতং পুং ॥৪১

তপস্য। শিবপুত্রোহিভুং মায়ুরধ্বজপাতিতঃ ।

মুক্তং প্রাপ্ত্বাসি বাণ অং বাণং তুষ্টঃ শিবোহভ্যধাৎ ॥৪২

শিবেন ক্রীড়ন্তী গৌরীং দ্বାষ্ট୍ରীବା সম্পূର୍ণା পତৌ ।

তামার গোঁবী লতা তে নিশি সুষ্পেতি দর্শনাৎ ।

ବୈଶାখମାସଦ୍ଵାଦଶୀଂ ଶୁକ୍ଳୋ ଭର୍ତ୍ତା ଭବିଷ୍ୟତି ।

গৌরীকৃতং হৰ্ষিতা চোষা নিশি তুং ২৭শঃ তম ॥৪৩৭৪৮

• आश्वना मश्रुतं द्वाहा ३०००० । १५०००० ।

निविताद्वै चि द्वादिनिर्द्वयः समानयत् ॥

कृष्णपोयः द्वावकाः ३ इति वागमन्त्रिणः ।

कुमांगुशानिद्राकाङ्क्षालिद्राय ह्यस्य मह ॥४५॥४७॥

ବାମଧ୍ବଜଃ ସମ୍ପାତୈଃ ରକ୍ଷିତଃ ସ ନିବେଦିତଃ ।

॥ नमोऽस्तु ते ॥ १ ॥ ॥ नमोऽस्तु ते ॥ १ ॥ ॥ नमोऽस्तु ते ॥ १ ॥

আগমন করিলেন, তাঁহাকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণ এবং কম্বলী জমিদার
অনন্নিভ হইলেন। ১৪৮৫১৩৬০৭৩৮৯২১২১২

প্রজ্ঞার উদাৰী শক্তিসম্পন্ন আত্মা নামক পুত্র হইয়াছিল। এই অমৃত-
উষাপতি নামে বিখ্যাত। বলির পুত্র তাহার কন্যা উষা, শোণিতপুত্র
বাণের রাজধানী ছিল। বাণ চপলা প্রভৃতি গুণে স্বরূপ হইয়াছিল।
কোন সময় বাণ কর্তৃক মৃত্যুদেব যুদ্ধে আহুত হইয়া বলিয়াছিলেন, হে বাণ,
তোমার সিংহদ্বারের খজা ঘেঁষির্দূর্ন পতিত হইবে, সেই শূন্য তোমার যুদ্ধ ঘটিবে।
একদা শিবের সহিত শৌরীক কৌড়া কবিত্ত দোষী বাণকন্যা উষার পাতি
লাভ করিতে স্পৃহা হইয়াছিল। তখন দোষী তাহাকে বলিয়াছিলেন, বৈশাখ
মাসের বাদশীতে রাত্রিকালে সম্রাটবাহার স্বপ্নে যে পুরুষের দর্শন পাইবে, সেই
তোমার তর্ক হইবে। উষা পাত্রীর বাক্যসম্মারে রাত্রিকালে অনিরুদ্ধকে দর্শন
করিয়াছিল, তখন তাহার সখা চিত্রলেখা লিখিত চিত্রপট হইতে আশ্বমদ
পুষ্পকে অনিরুদ্ধ বলিয়া জানিতে পারিয়া, সেই কুমারপুত্র অনিরুদ্ধকে দ্বারক
হইতে, বাণমন্ত্রী কুম্ভাণ্ডের কন্যা, উষায় গৃহে আনয়ন করিয়াছিল, অনিরুদ্ধ উষা
সহিত মিলিত হইয়া সেই স্থানে বাস করিতে লাগিলেন। এমন সময় বাণে

অধি পূরণ।

দ্বিবিদস্ত কপেৰ্ভেত্তা কোরবোবাদনাশনঃ।

হরীরেমে নৈক মূৰ্ত্তিকল্পিণ্যাদিভিরীশ্বরঃ ॥৫৫

পূজাহুংপাদয়ামাস হুসংখ্যাতান্ ম যানবান্।

হরিবংশঃ পঠেদ্যঃ স প্রাপ্যকামো হরিং ব্রজেন ॥৫৬

দৰ্শনায় অধ্যয়ন করিয়াছিল। প্রলম্ব নামক অশুরকে নিহত করিয়া বলরাম প্রলম্ব নাম ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি যমুনাকে লাস্তগের অগ্রভাগ দ্বারা আকর্ষণ করিয়াছিলেন, এবং দ্বিবিদ নামক কপির বিনাশ ও কোরবাদিগের গল্প শ্রবণ করিয়াছিলেন। সাংসারিক বিষয় শ্রীকৃষ্ণ নানা মূৰ্ত্তি ধারণ করিয়া কল্পিত প্রভৃতির সহিত বিহাব করিয়াছিলেন এবং অসংখ্য যজুঃশ বদ্ধনকারী পুল উৎপাদন করিয়াছিলেন। যে মনুষ্য এই হরিবংশ পাঠ করে, সে ইহলোকে সমুদয় অভিলষিত লাভ করিয়া, অন্তে নারায়ণে বিধীন হয় ॥৫৫৭

Recd. on... 13.1.82

U. P. No. 10.26

G. R. No. 36731







Rebinding by: No. 87-4000
CHITRA PANDIT-DIST. 1804-28
PRINTERS & BINDERS
1, Nalla Bazar Street Calcutta-4

